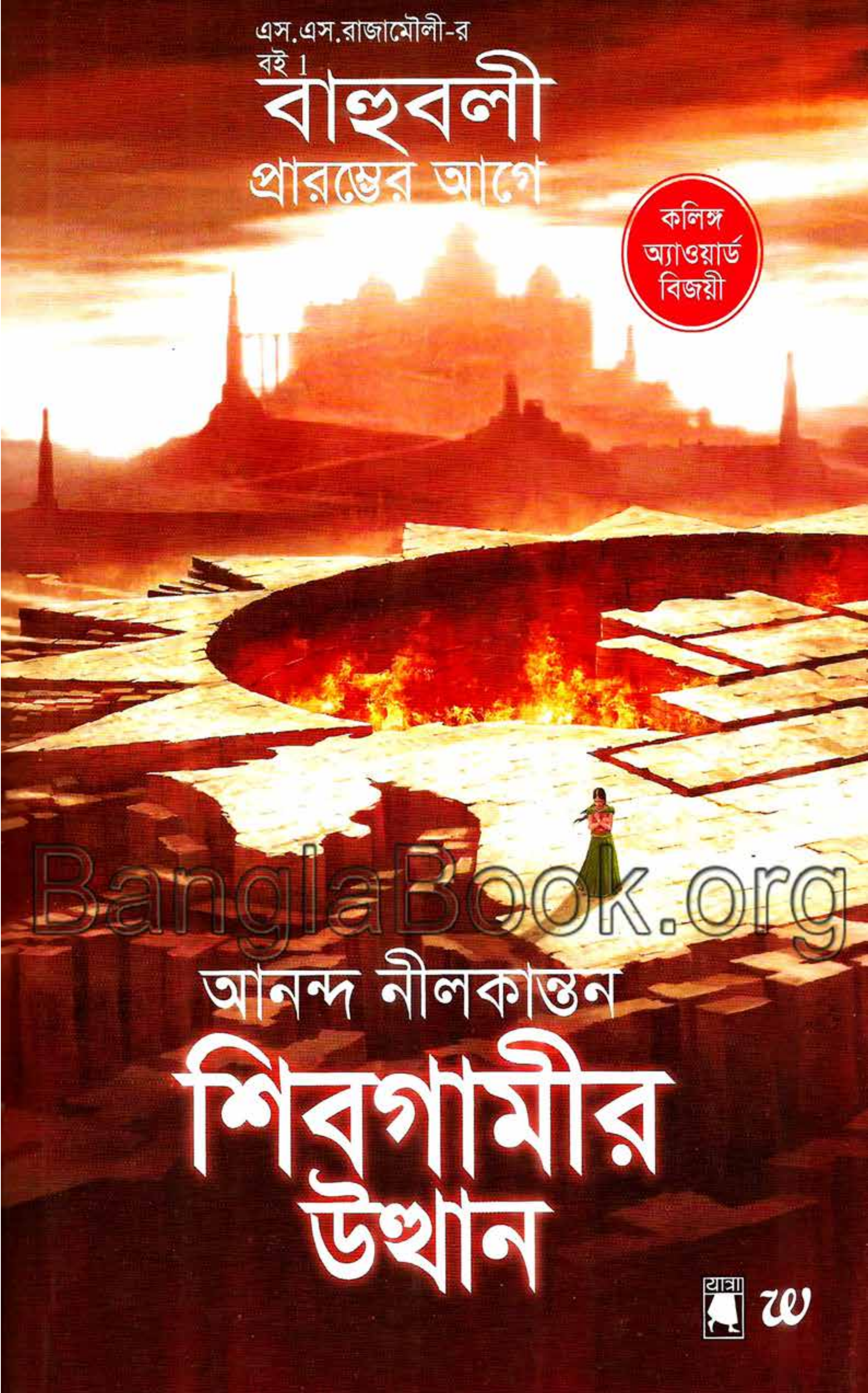
এস.এস.রাজামৌলী-র
বই 1
বাহুবলী
প্রারম্ভের আগে
কলিঙ্গ অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী
BanglaBook.org
আনন্দ নীলকান্তন
শিবগামীর উত্থান
যাত্রা

মাহিষমতীর সম্রাট দ্বারা বিশ্বাসঘাতক তকমা প্রাপ্ত নিজের পিতার মৃত্যুদণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে পাঁচ বছর বয়সের শিবগামী প্রতিজ্ঞা করে এই সাম্রাজ্য একদিন সে ধ্বংস করবে। সতের বছর বয়সে সে তার ধ্বংসপ্রাপ্ত পৈত্রিক ভবন থেকে একটি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে। পৈশাচি নামের এক অচেনা ভাষায় লিখিত এই পাণ্ডুলিপিতে এমন কিছু রহস্য আছে যা তার পিতার হৃত সম্মান ফিরিয়ে দিতে পারে বা তাঁকে পুনরায় আরও বেশী পরিমাণে অপমানিত করতে পারে।

ইতিমধ্যে, অন্ধভাবে নিজের কর্তব্যের প্রতি আস্থাশীল এক গর্বিত নীতিনিষ্ঠ তরুণ দাস, কাটাপ্পা, এক ভ্রষ্ট রাজকুমারের সেবায় যুক্ত হলো। এর পাশাপাশি, তাকে চেষ্টা করে যেতে হবে তাদের সামাজিক অবস্থানের জন্য ক্ষুব্ধ এবং স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল ভাইকে সমস্ত বিপত্তি থেকে সুরক্ষিত রাখার।

পাণ্ডুলিপির গূঢ়ার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করে যাওয়ার উদ্যোগে শিবগামী জানতে পারে মাহিষমতী সাম্রাজ্য চক্রান্তকারী, প্রাসাদের আভ্যন্তরীন ষড়যন্ত্রকারী, অসাধু সরকারী আধিকারীক, বিদ্রোহী দ্বারা পরিপূর্ণ। এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিজাত ব্যক্তি অর্থ ও ক্ষমতার জন্য যে কোন কাজ করতে পারে। সত্তর বছর বয়স্কা এক মহিলার নেতৃত্বে এক গোপন যোদ্ধাবাহিনী দাস ব্যবসা বন্ধ করবার জন্য বদ্ধপরিকর। তিনশ বছর আগে তাদের পবিত্র পর্বত থেকে বিতাড়িত হওয়ার জন্য বনভূমির এক ক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠী সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আনন্দ নীলকান্তন এর লিখিত বহুল বিক্রিত বই *অসুর-টেল অফ দ্য ভ্যানকুইসড*, *রোল অফ দ্য ডাইস* এবং *রাইজ অফ কালী* বইগুলির পর এল *শিবগামীর উত্থান*, অবিস্মরনীয় চরিত্রসমূহ আর ষড়যন্ত্রে পরিপূর্ণ অত্যন্ত আকর্ষনীয় এক গল্প। ষড়যন্ত্র এবং ক্ষমতা, প্রতিশোধ এবং বিশ্বাসঘাতকতার প্রত্যাবর্তিত কাহিনী, *শিবগামীর উত্থান*, এস এস রাজামৌলীর সফল চলচ্চিত্র *বাহুবলী*-র যোগ্য পূর্বক্রম।

শীঘ্রই এক আন্তর্জাতিক টিভি সিরিজ

WWW.BAAHUBALI.COM

www.BanglaBook.org

Rokomari.com
শিবগামীর উত্থান
(বাহুবলী প্রারম্ভের
আনন্দ নীলাকান্তন
190420#
163740#337209-

সুন্দরম

ই-বুক ও উপলব্ধ

westland publications ltd

শিবগামীর উত্থান

জনপ্রিয় লেখক আনন্দ নীলকান্তনের বহুল বিক্রিত বইগুলির মধ্যে অন্যতম হল, *অসুর – টেল অফ দ্য ভ্যানকুইসড,* যেটি রাবণের অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে রামায়নের ব্যাখ্যা। পরে তিনি লেখেন অত্যন্ত জনপ্রিয় অজয় সিরিজ। অজয় প্রথম বই- *রোল অফ দ্য ডাইস* এবং দ্বিতীয় বই – *রাইজ অফ কালী,* দুর্যোধনের দৃষ্টিকোণ থেকে মহাভারত কে বর্ণিত করে। *অসুর – টেল অফ দ্য ভ্যানকুইসড* এবং অজয় প্রথম বই – *রোল অফ দ্য ডাইস,* দুটি বই-ই ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে ক্রসওয়ার্ড পপুলার চয়েস অ্যাওয়ার্ডসের জন্য মনোনীত হয়েছিল।

এছাড়াও আনন্দ, টিভির বিভিন্ন জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের জন্য চিত্রনাট্য লিখেছেন। ষ্টার টিভির মেগা সিরিজ *সিয়া কে রাম,* সোনি টিভির *মহাবলী হনুমান* এবং কালার টিভির *চক্রবর্তী সম্রাট অশোক* উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত সংবাদ পত্র, যেমন *দ্য হিন্দু, দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া* এবং *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*-এ তিনি নিয়মিত লেখেন। ইংরেজী ছাড়াও তিনি মালয়ালম ভাষাতেও লেখেন এবং মালায়ালম ভাষায় গল্প ও কার্টুন বিভিন্ন মালায়লম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে।

মুম্বাইতে তিনি তাঁর স্ত্রী অপর্ণা, কন্যা অনন্যা ও ছেলে অভিনভ, পোষা কুকুর জ্যাকি দ্য ব্লাকি কে নিয়ে বাস করেন।

আনন্দ নীলকান্তনের সাথে সম্পর্ক করা যাবে-

website: www.anandneelakantan.com
email: mail@asura.co.in
Facebook, Twitter, and Instagram: @itsanandneel

আনন্দ নীলকান্তন এর অন্য বই

অসুর – টেল অফ দ্য ভ্যানকুইসড

অজয় – রোল অফ দ্য ডাইস

অজয় – রাইজ অফ কালী

বাহুবলী: প্রারম্ভের আগে

শিবগামীর উত্থান

বই 1

আনন্দ নীলকান্তন

অনুবাদ

ঈপ্সিতা ভট্টাচার্য

সুপর্না চ্যাটার্জী ঘোষাল

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

westland publications ltd
61, II Floor, Silverline Building, Alapakkam Main Road, Maduravoyal, Chennai 600095
93, I Floor, Sham Lal Road, Daryaganj, New Delhi 110002

First published in English as *The Rise of Sivagami* in 2017 by westland publications ltd
First published in Bengali as *Sivagami'r Utthaan* in 2017 by westland publications ltd, in association with Yatra Books

Copyright © Anand Neelakantan 2017

All rights reserved
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

www.BanglaBook.org

ISBN: 978-93-86850-65-2

Anand Neelakantan asserts the moral right to be identified as the author of this work.

Translated in Bengali by: Ipshita Bhattacharya, Suparna Chatterjee Ghoshal

Typesetting by *i*Cues
Printed at Raj Press, New Delhi

This book is sold subject to the condition that it shall not by way of trade or otherwise, be lent, resold, hired out, circulated, and no reproduction in any form, in whole or in part (except for brief quotations in critical articles or review) may be made without written permission of the publishers.

আমার ভগ্নী চন্দ্রিকা ও ভগ্নীপতি এস. ডি. পরমেশ্বরণ কে,

আমার স্ব কে রূপ দেওয়ার জন্য।

মুখবন্ধ

গল্প সন্ধানী – প্রারম্ভের আগে যাওয়ার পিছনে আমাদের চিন্তাধারা

এস.এস.রাজামৌলী

বাহুবলী তৈরি করার সময় আমরা একটা উভয়সংকটের মধ্যে ছিলাম। যত আমরা সেই থিম নিয়ে কাজ করা এগোচ্ছিলাম ততই মাহিষমতীর গল্পের জগত বেড়েই চলেছিল। অনেক গল্প ছিল যেগুলো বলার ছিল। দুটো খন্ড হওয়া সত্ত্বেও আড়াই ঘন্টার সিনেমাতে, মাহিষমতীর গল্পগুলি ধরত না। চিত্তাকর্ষক গল্পের জগত থেকে যা উঠে আসছে আমরা তা হাত ছাড়া করতে চাইছিলাম না। অনেক চরিত্র ছিল যারা ছায়ায় লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল তাদের নিজেদের গল্প বলার জন্য। অনেক রহস্য ছিল যেগুলো উন্মোচিত করতেই হত, অনেক ফিসফিসিয়ে বলা ষড়যন্ত্র ছিল যেগুলো শিহরিত ও আতঙ্কিত করে তুলতে পারত। আমরা জানতাম যদি আমরা অনেকটা সময় পিছিয়ে যাই,তাহলে একসারি আকর্ষণীয় গল্প বেরিয়ে আসবে। আমাদের এমন কাউকে প্রয়োজন ছিল যে আরও গল্পের জন্যে মাহিষমতীর অতীতে গিয়ে সন্ধান চালাতে পারবে।

আমার অল্প বয়েসের দিনগুলোতে কোনো কিছু পড়া পছন্দসই সময় কাটানোর উপায় ছিল। আমি খালি বই পড়তাম না, গিলে খেতাম। রহস্য রোমাঞ্চ, নাটক- কী জাতীয় পড়ছি সেটা কোনো ব্যাপার ছিল না। যাইহোক, যখন বড় হতে থাকলাম আর অন্যান্য বৃত্তিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, আমার জীবন থেকে পড়াটা ঝাপসা হয়ে গেল। সেটা সত্যি যে তাঁর একটা কারণ ছিল সময়ের অভাব কিন্তু আমার ছোটোবেলার পছন্দসই অভ্যাস থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রধান কারণ ছিল যে বই-ই পড়তাম না কেন, আমাকে সেটা নাড়া দিত না। আমি তবুও বই কিনতাম, আসলে শত শত বই কিনতাম, বইয়ের প্রতি ভালবাসাটা আবার তৈরি করার জন্য

BanglaBook.org

কিন্তু কোনো লাভ হত না। কয়েকটা অধ্যায় পড়েই আমি উৎসাহ হারিয়ে ফেলতাম। আর তারপর একদিন, আমি হাতে পেলাম *অসুর : টেল অফ দ্য ভ্যানকুইসড*।

আমি শুধুমাত্র বইটা শেষই করলাম না এটা আমাকে ঝাঁকিয়ে দিল। এই বইয়ের কয়েকটা দৃশ্য এতটাই শক্তিশালী, আসলে এত মর্মস্পর্শী, যে আমাকে থামতে হত আর কান্না আটকে আমাকে ভাবতে হত। আমি আজও বিশ্বাস করি যে এই বইয়ের লিখন শৈলী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখাদের সঙ্গে তুলনীয়। অসুর শেষ করার পর আমি জানতাম আমাকে এর লেখকের সাথে দেখা করতেই হবে। তাঁর লেখা আমাকে কেবল নাড়িয়েই দেয়নি বরং আমার ভিতরের পাঠককে ফিরিয়ে এনেছে। এইভাবে আমার সংযোগ স্থাপনের গল্প শুরু হয় আনন্দ নীলকান্তনের সাথে, "অসুর"বইয়ের লেখক আর এখন হলেন "শিবগামীর উত্থান"- এর। আমাদের পৃথক পৃথক সৃজনশীল কাজের ধারা নিয়ে আমরা যেই বসে আলোচনা করলাম, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আনন্দই আমাদের অফিসিয়াল গল্প -সন্ধানী হবেন যিনি পিছিয়ে গিয়ে যাত্রা করতে পারবেন মাহিষমতীর ইতিহাসের ভুলে যাওয়া গল্প গাথায় আর ফুটিয়ে তুলতে পারবেন আলোয়।

যখন গল্প তৈরি করছেন, আনন্দ আমাকে পড়ার জন্য একবারে দশটা অধ্যায় পাঠাতেন। এই এক গোছা শেষ করতেই আমি তাঁকে ফোন করতাম, মেইল মেসেজ সব করতাম; আমি বাকিটুকুও পড়তে চাইতাম! পরের কিস্তির জন্য অপেক্ষা করা খুব যন্ত্রনাদায়ক ছিল। আমি নিশ্চিত যে আপনারা, পাঠকেরা, আমার ব্যগ্রতা বুঝতে পারবেন যখন এই লোমহর্ষক বইটি যাপন করবেন।

আমি দেখে অবাক হয়ে গেছি যে এই বইটির ধারনা সম্পর্কে আমি যা সামান্য ইনপুট ভাগ করে নিয়েছিলাম তা দিয়ে আনন্দ কী সৃষ্টি করেছে। এই বইটার অন্যতম প্রথম পাঠক হওয়ার সুবাদে, আমি এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলতে পারি যে "শিবগামীর উত্থান"পাতায় যে গল্প আছে তা আপনাকে খুব সহজে ছেড়ে যেতে দেবে না। হতে পারে পর্দায় আমি শিবগামীকে জীবন দিয়েছি কিন্তু "শিবগামীর উত্থান"-এ আনন্দ নীলকান্তন তাকে দিয়েছেন ডানা।

BanglaBook.org

উপন্যাসের চরিত্রসমূহ

শিবগামী

অগ্নিতুল্য তেজী কিশোরী, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং প্রশিক্ষিত যোদ্ধা। সে মাহিষমতীর একজন উচ্চ বংশীয়, সদাশয় ব্যক্তি দেবরায়ের কন্যা। দেবরায় রাজদ্রোহীতার অভিযোগে সম্রাটের দ্বারা মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত হন। শৈশবের সেই ঘাত আজও তাকে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে।

কাটাপ্পা

একুশ বছরের একজন দাস, সে নিজের কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং মাহিষমতী রাজবংশের সেবা করাকে সে গর্বের সাথে গ্রহণ করে। মাহিষমতীর জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র বিজ্জলদেবের সেবক নিযুক্ত হওয়ায় সে গভীর ভাবে সম্মানিত বোধ করে। সম্রাট সোমদেবের ব্যক্তিগত ক্রীতদাস মলয়াপ্পার পুত্র সে।

পট্টরায়

এক ধনী এবং উচ্চাভিলাষী উচ্চবংশীয় ব্যক্তি। তিনি একজন 'ভূমিপতি'। ভূমিপতি মাহিষমতী সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাধি। ধূর্ততা আর নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি সর্বজন বিদিত। কঠোর পরিশ্রম আর বুদ্ধিমত্তার দ্বারা দারিদ্রসীমা থেকে আভিজাত্যে উঠে আসা স্বয়ংসৃষ্ট ব্যক্তি। তিনি তাঁর পরিবারের প্রতি উৎসর্গীকৃত, কন্যা মেখলাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসেন।

শিভাপ্পা

আঠেরো বছর বয়সী কাটাপ্পার ছোটভাই, দাস হয়ে জন্মানোয় সে ক্ষুব্ধ, মনে মনে সে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। সে তার দাদাকে খুব ভালবাসে কিন্তু মাঝেমাঝেই তার সাথে ঝগড়া শুরু করে দেয়। সে এক নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখে। বনভূমি থেকে যে বিদ্রোহী গোষ্ঠী মাহিষমতীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সেই 'বৈতালিক'দের সাথে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন লালন করে। শিবগামীর বান্ধবী কামাক্ষীকে সে গভীর ভাবে ভালোবাসে।

যুবরাজ বিজ্জলদেব

সম্রাট সোমদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সে অধীর আগ্রহে নিজের অভিষেকের দিনের অপেক্ষায় আছে। সবসময় শ্রদ্ধা দাবী করে এবং কারো দ্বারা নিজের সামান্যতম অভক্তি বা অশ্রদ্ধা সে সহ্য করতে পারেনা। সে সবসময় স্তাবকবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, যারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। সে তার ছোটভাইকে অবজ্ঞা করে আর প্রজাদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তার জন্য ক্ষুব্ধ হয়।

রাজকুমার মহাদেব

একজন কল্পনাপ্রবণ, আদর্শবাদী কিশোর। সবাই কে স্নেহ করে, সহানুভূতিশীল আচরণ করে। সে যে একদমই ভালো যোদ্ধা নয়, সে বিষয়ে সে সচেতন। সে তার পিতাকে পছন্দ করে ও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তার দোর্দণ্ডপ্রতাপ মায়ের সামনে সে নির্জীব হয়ে যায়। দাদাকে ভালবাসলেও তাকে ভয় পায়। সে আবেগপ্রবণ একজন কবি।

জীমূত

সে নিজেকে অনবদ্য ব্যবসায়ী ভাবে কিন্তু আদপে একজন জলদস্যু। সে অত্যন্ত দক্ষ নাবিক, সেই দক্ষতার সাহায্যে মাঝেমাঝেই সে অবৈধতার চূড়ায় পৌঁছে যায়। নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে আর যে কোনো মহিলার উপর পড়া তার প্রভাব সম্পর্কে সে ভালোই ওয়াকিবহাল। সংকটজনক পরিস্থিতিতে পড়লে সে তার বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ করে বেরিয়ে আসে, কিন্তু পরিস্থিতি সাপেক্ষে হিংস্রতা দেখাতেও পিছপা হয়না।

কেকী

ত্রিশ বছরের এক নপুংসক, প্রসিদ্ধ দেবদাসী কালিকার সহকারী। সে কালিকার ব্যবসার জন্য সুন্দরী যুবতী সন্ধানে কুটনির কাজ করে। তার তীক্ষ্ণ জিভ চাবুকের মত চলে। আপাতত সে ভূমিপতি পট্টরায়ের শিবিরে যোগ দিয়েছে।

স্কন্দদাস

মাহিষমতীর উপপ্রধানমন্ত্রী বা 'উপপ্রধান'। তিনি নীতিবাদী মানুষ। হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সৎ, নিম্নবংশীয় হওয়ায় সর্বদাই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। রাজসভার অন্যান্য সদ্বংশীয় পুরুষগণের মাঝে এই অস্পৃশ্য মানুষটিকে বেমানান লাগে। সাধারণ প্রজাগণ তাঁকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ পরিষদবর্গ ও অভিজাতরা তাঁকে পছন্দ করেন না।

থিম্মা

শিবগামীর পালকপিতা. প্রয়াত দেবরায়ের তিনি অন্তরঙ্গ মিত্র ছিলেন। তিনি একজন শক্তিশালী ভূমিপতি, তিনি দয়ালু ও মিষ্টভাষী এবং তাঁর সন্তানদের প্রতি অনুরক্ত পিতা।

অল্লি

বিদ্রোহী বাহিনীর ছলনাময়ী রানী অচি নাগাম্মার প্রতিপালিতা, সে মহিলা বাহিনী বিদ্রোহী যোদ্ধাদের এক সেরা যোদ্ধা এবং গুপ্তচর। নিজের কাজ উদ্ধারের জন্য যৌনতা বা মোহিনীশক্তি কোনোটিই প্রয়োগ করতে সে দ্বিধা বোধ করে না।

কামাক্ষী

নিষ্পাপ,কোমল সতেরো বছরের কিশোরী, অনাথালয়ে শিবগামীর প্রিয় সখি। তার জীবনের একমাত্র ইচ্ছা এই নিষ্ঠুর মাহিষমতী রাজ্য থেকে বহুদূরে চলে গিয়ে প্রেমিক শিভাপ্পার সাথে শান্তিতে জীবন কাটানো।

গুন্ডু রামু

অনাথালয়ে শিবগামীর ছোট্ট বন্ধু। সে নিহত এক কবির সন্তান। নাদুসনুদুস এই ছেলেটি শিবগামীকে খুব স্নেহ করে, তাকে সে দিদি বলে ডাকে। সে বেশ রসিক আর একটু খানি পেটুকও বটে।

হিড়ুম্ব

মাহিষমতীর এই খর্বাকৃতি মানুষটি অত্যন্ত বিপদজনক। সে একজন 'খনিপতি', ভূমিপতির থেকে একধাপ নিচের উপাধি এবং সে ভাবে নিজের আকৃতির জন্যই তার পদোন্নতি অস্বীকৃত হয়েছে। এখন সে পট্টরায়ের শিবিরে যোগ দিয়েছে কিন্তু স্বয়ং পট্টরায়ও এই বামন থেকে সতর্ক থাকেন।

দেবদাসী কালিকা

সে পুষ্যচক্র পান্থশালার কর্ত্রী, যা মূলত কালিকার গুহা নামেই কুখ্যাত। সে একজন মোহিনী, আর মাহিষমতী রাজ্যের প্রায় অর্ধেক অভিজাত পুরুষ তাঁর পদানত হয়ে থাকেন। সে কামকলায় অত্যন্ত নিপুণা এবং সে সুন্দরী যুবতী সরবরাহ করে এমনকি রাজ অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য মহারাজের অন্তঃপুরেও।

মহারাজা সোমদেব

মাহিষমতীর সম্রাট। প্রজাদের কাছে একই সঙ্গে শ্রদ্ধার্হ, ভীতিজনক ও ধরাছোঁয়ার বাইরের এক চরিত্র।

মলয়াপ্পা

মহারাজা সোমদেবের ব্যক্তিগত দাস, কাটাপ্পা আর শিভাপ্পার পিতা। প্রবল কর্তব্যবোধ সম্পন্ন, গর্বিত মানুষ।

মহাপ্রধান পরমেশ্বর

পঁচাত্তর বছরের এই প্রৌঢ় মাহিষমতীর প্রধানমন্ত্রী। সম্রাট তাঁকে সর্বাপেক্ষা বিশ্বাস করেন এবং গুরু বলে মান্য করেন। তিনি দয়ালু কিন্তু সুচারু রাজনীতিজ্ঞ। তিনি স্কন্দদাসেরও পরামর্শদাতা।

রূপক

মহাপ্রধান পরমেশ্বরের বিশ্বস্ত সহায়ক।

মহারাণী হেমাবতী

মাহিষমতীর দাম্ভিক ও অহংকারী রাজমহিষী।

রাজগুরু রুদ্র ভট্ট

মাহিষমতীর প্রধান পুরোহিত।তিনি ভূমিপতি পট্টরায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

দণ্ডনায়ক প্রতাপ

মাহিষমতীর প্রধান নগর কোটাল। প্রজারা প্রতাপকে ভয় পায়। সে পট্টরায়ের বন্ধু।

বৈতালিকগণ

এক রাজবিদ্রোহী গোষ্ঠী যারা মাহিষমতীর কবল থেকে গৌরীপর্বত মুক্ত করতে চায়।

ভূতরায়

বৈতালিকদের দুর্বোধ্য ও শক্তিশালী নেতা।

গুহ

নদীতটের প্রজাদের ভূমিপতি। একজন বৃদ্ধ, ধূর্ত ও নিষ্ঠুর। প্রজারা তাকে সম্মান করে। সে কেবল সম্রাট সোমদেবের সামনে নত হয়।

আক্কুন্দ

একজন শক্তিশালী ভূমিপতি।

অচি নাগাম্মা

সদা তৎপর নারী গঠিত সৈন্যবাহিনীর নেতৃ। মাহিষমতীর দুর্নীতিপরায়ণ মানুষের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করছেন। অল্লি তাঁরই বাহিনী সদস্য।

দেবরায়

শিবগামীর পিতা, তিনি রাষ্ট্রের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হন।

রাঘব

থিম্মার পুত্র, সে শিবগামীর সাথে একসাথে বড় হয়েছে। শিবগামীকে সে পাগলের মত ভালবাসে।

অখিলা

থিম্মার পাঁচ বছরের শিশু কন্যা। শিবগামীর অতিশয় প্রিয়পাত্রী।

মেখলা

ভুমিপতি পট্টরায়ের কন্যা, যার প্রায়ই পিতার সাথে মতান্তর হয়।

বৃহন্নলা

একজন নপুংসক যে রাজার অন্তঃপুরের প্রধান কর্মকর্ত্রী। তার নিজস্ব কিছু রহস্য আছে।

নল

সে একজন ব্যবসায়ী এবং বৃহন্নলার দত্তক ভাই।। মাঝেমাঝে সে বৃহন্নলার বার্তাবাহকের কাজও করে।

নানজুন্দ

একজন নির্লিপ্ত, পেশাদার অপরাধী, মদ্যপ। এক পাত্র আরক পাওয়ার আশায় জাদু করতে চায়। সে জীমূতের একজন সহকারী।

ভৈরব

এক বদ্ধ পাগল, নদীর তীরে থাকে। একসময় সে সম্রাট সোমদেবের দাস ছিল।

রেবাম্মা

রাজ অনাথালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা।

নাগায়্যা

একজন উঁচুদরের ক্রীতদাস, যে রাজ্যের এক ভয়ঙ্কর রহস্য সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছে।

থোন্ডক

রাজ অনাথালয়ে ছেলেদের প্রধান। সে শিবগামীকে ঘৃণা করে।

উথঙ্গ

অনাথ আশ্রমের একটি ছেলে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

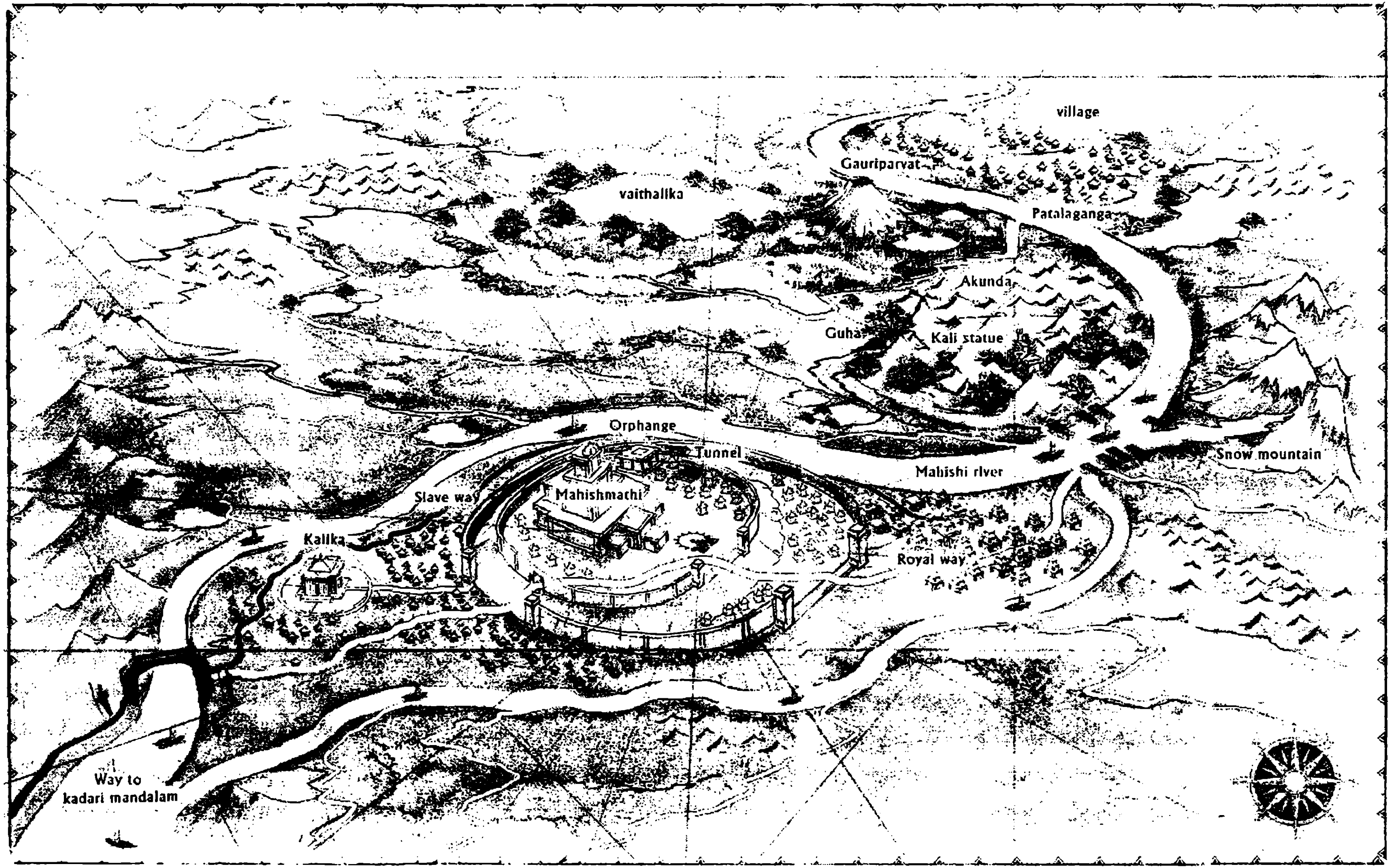
village
Gauriparvat
vaithalika
Patalaganga
Akunda
Guha
Kali statue
Orphange
Tunnel
Snow mountain
Mahishi river
Slave way
Mahishmathi
Kalika
Royal way
Way to
kadari mandalam

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

এক

শিবগামী

নিকষ কালো রাত্রি, মৃত্যুর মত। যেমনটি মানানসই। সে চায় না তাদের কেউ দেখে ফেলুক। রথের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি বাতি ঝোলানো রয়েছে, প্রত্যেক আন্দোলনের সাথে সেটি পাগলের মত দুলছে। মেয়েটি বাতি নিভিয়েই দিতে চায়, কিন্তু পথ বড় বিপদসংকুল। দু পাশের জঙ্গল যেন তার আদিম সত্ত্বা ফিরে পেয়েছে। তারা যত দ্রুতবেগে পাহাড়ি পথের দিকে এগিয়ে চলেছে, পথের উপর ঝুঁকে থাকা গাছের শাখাপ্রশাখা তার মুখের উপর আঁচড় দিয়ে যাচ্ছে। তার মন আবেগে ভারাক্রান্ত। মনের অন্ধকার গোপন কুঠুরি থেকে হাজার হাজার স্মৃতি ছুটে আসছে। বারো বছর যাবৎ যাদেরকে সে সন্তর্পণে চাপা দিয়ে রেখেছিল, আজ তারাই সেখান থেকে মুক্ত হয়ে কানের কাছে গর্জন করছে। যেন অশরীরী আত্মারা মুক্ত হয়ে গেছে। তারা এখন যেখানে চলেছে, সেখানে সে কোনোদিন ফিরে যেতে চায় নি। তার পরিবারের সঙ্গে যা ঘটেছিল, তারপরে তো নয়ই। অন্ধকারের মধ্যে থেকে যে গাছই আচমকা তাদের সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছে, তারা প্রত্যেকে সেই বীভৎস দৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, যে দৃশ্যের সাক্ষী থাকতে তাকে বাধ্য করা হয়েছিল, পাঁচ বছরের কোমল বয়েসে। আচমকাই, রথ থেমে গেল, তাল সামলাতে না পেরে তার কপাল একপাশে ঠুকে গেল।

"খরগোশ ছিল!"চালকের আসন থেকে রাঘব বলে উঠল। সামনের অন্ধকারে মাটির কাছাকাছি দুটো জ্বলন্ত চোখ আর খরগোশের কাঁপতে থাকা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল সে। তাদের ঘোড়া হ্রেষাধ্বনি করতেই খরগোশ লাফ দিয়ে ঝোপের

BanglaBook.org

ভিতর ঢুকে গেল। রাঘবের স্বভাবই এমন, প্রত্যেক ক্ষুদ্র প্রাণীর জীবন সম্পর্কেও সে সচেতন।

"তুমি সত্যিই এখন ওখানে যেতে চাও?" রাঘব প্রশ্ন করল। আজ রাতের জন্য এটা তার প্রথমবারের জিজ্ঞাসা নয়। মেয়েটি উত্তর দিল না। রাঘব চাবুকের সামনে দিয়ে ঘোড়ার পিঠে আলতো মারতেই রথ আবার চলতে শুরু করল। ঘন জঙ্গল ধীরে ধীরে কাঁটাঝোপে পরিণত হতে লাগল। তাদের অভ্যন্তরে বিশালাকৃতি প্রস্তরখণ্ড ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তাদের দেখে শিকারের আশায় ওত পেতে থাকা জন্তুর মত লাগছে।

অন্ধকারে সর্পিল যে পথ দূরে মিশে থাকা দূর্গের অবয়বের দিকে উঠে গেছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে রাঘব ইতস্তত করল, "আমরা কি ফিরে যেতে পারি?"

অধৈর্য ভাবে মেয়েটি নিজের জিভ দিয়ে শব্দ করল। সে দেখল রাঘব ঘোড়াদের আবার চালনা করার আগে একবার আপনমনেই মাথা নাড়াল। রথ পাহাড়ের দিকে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া একখণ্ড জমির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়, সে ভাবল, আগে এখানে বাগান ছিল। এখন আগাছায় ভর্তি। এখান থেকে তার পক্ষে অসহ্য অবস্থা শুরু হবে। তারা যত উপরে এগিয়ে চলেছে, পথ ততই বিপদজনকভাবে পর্বতের গায়ের কিনারার সাথে লাগোয়া হয়ে পড়ছে। রথের চাকার আঘাতে পাথর ছিটকে এদিক ওদিক ছুটে যাচ্ছে। তারা যত উপরের দিকে উঠছে জলস্রোতের শব্দ ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

পথ সহসাই খাড়া উঁচু এক গিরিচূড়ায় গিয়ে শেষ হল। রাঘব ঘোড়ার লাগাম টেনে লাফিয়ে নামল। রথ থেকে বাতি নামিয়ে সে রথের পেছনে এল, মেয়েটিকে নামতে সাহায্য করতে। কিন্তু সে রাখবের প্রসারিত হাতকে অগ্রাহ্য করে লাফিয়ে মাটিতে নেমে এল। সে একদম খাদের ধারে গিয়ে নিচে তাকাল। অনেক শত হাত নীচে ফেনিয়ে পড়া পাহাড়ি ঝর্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখানেই কোথাও একটা ঝুলন্ত সেতু থাকবে, সে মনে করার চেষ্টা করল এবং অন্ধকারে তার চোখ সয়ে আসতেই তার বাঁদিকে কয়েক হাত দূরে সত্যিই সেটা দেখতে পেল।

"এ তো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। একটা ধ্বংস হওয়া..." রাঘব বলে, কিন্তু সে রাঘবকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে সেতুতে চাপার ক্ষয়ে যাওয়া সিঁড়িতে পা রাখল।

BanglaBook.org

সেতুর দুপাশের দড়ি দু হাতে করে আঁকড়ে সে পা দিয়ে কাঠের পাটাতন পরীক্ষা করে।

"তুমি কি সেতু পার হবে?" রাঘবের গলা আতঙ্কের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। কয়েক হাত দূরে সেতুর দড়ি অতলস্পর্শ অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। সে রাঘবের হাত থেকে বাতি নিয়ে সেতুতে পা রাখে। তার পায়ের তলায় একটা পাটা ভেঙে পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ রসাতলের দিকে পড়ে গেল। রাখব ভয়ে দম বন্ধ করে ফেলেছে। শীতল আবহাওয়া সত্ত্বেও মেয়েটির হাত ঘেমে গেছে।

বুড়ী লছমীর সাথে দেখা না হলে আজকের এই অভিযানে তার আসা হত না – সে তার দাসী ছিল – বারো বছর আগে। যখন সে দেখা করতে যায়, তাদের বিশ্বস্ত পরিচারিকা তখন মৃত্যুশয্যায়। অন্যান্য কথার সাথে লছমী সেদিন তার পিতার একটা পুঁথির কথা বলে। তার পিতা নাকি সে দাসীকে বলে গেছিলেন পুঁথি যেন তাঁর সন্তানের হাতেই দেওয়া হয়। কোনো সাংকেতিক ভাষায় লেখা একটি পাণ্ডুলিপি, হয়ত এর দ্বারাই তাঁর মৃত্যু রহস্য উদঘাটিত হতে পারে।

তার পিতা, দেবরায়, একজন ভূমিপতি ছিলেন। মাহিষমতী সাম্রাজ্যের এক দয়ালু ভূস্বামী। রাজ্যের প্রত্যেকে তাঁকে পছন্দ করতেন, শ্রদ্ধা করতেন – যতদিন না তিনি 'চিত্রবধ' এর শিকার হন। না, সে এই বিষয়ে চিন্তা করতে চায় না। অন্তত এই সময় তো নয়ই যখন সে একটা ভাঙা নড়বড়ে সেতু পার হচ্ছে, যেটা প্রত্যেক পদক্ষেপের সঙ্গে দুলছে আর ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলছে।

"সাবধান!" রাঘব পেছন থেকে চিৎকার করে ওঠে। তার সামনেই প্রায় সাত হাত ব্যাপী বিশাল এক ফাটল মুখব্যাদান করে রয়েছে। সে বাতিটি রাঘবের হাতে দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

"তুমি পাগল!" ছুটে গিয়ে দৃঢ় ভঙ্গিতে ফাটলের উপর ঝাঁপ দেওয়ার সময় সে রাঘবকে বলতে শুনল। নিরাপদেই সে অপর প্রান্তে পৌঁছে গেল, যদিও সেতু এখন ভয়ানক ভাবে দুলছে। সে পিছনে তাকিয়ে হেসে উঠল, "আমার দিকে বাতি ছুড়ে ঝাঁপ দাও, ভীতু কোথাকার।"

রাঘব নীচে খাদের দিকে তাকায়। মেয়েটি অধৈর্য হয়ে জিভ দিয়ে শব্দ করে। রাঘব বিড়বিড় করে মা গৌরীকে প্রার্থনা জানিয়ে মেয়েটির দিকে বাতি ছুড়ে দিল।

BanglaBook.org

বাতিটা বাতাসে তরঙ্গ তুলে অর্ধবৃত্তাকার চাপে ঘুরে মাটিতে এসে পড়ার আগেই সে ধরে ফেলল। বাতাসে সলতে পোড়ার কটু গন্ধ ছড়িয়ে বাতিটা দপ করে নিভে গেল।

"হে ঈশ্বর!" রাঘবের গলা শোনা গেল। নক্ষত্ররাজির নিস্তেজ আলো ছাড়া চরাচর গাঢ়তম অন্ধকার।

"আমি নিজের আঙুলই দেখতে পাচ্ছিনা, ঝাঁপ কী করে দেব?"

"যদি কিছুই দেখতে না পাও, তাহলে তোমার ভয়ও কম লাগবে। এটা মাত্র সাত হাত।"

"নিচের দিকে সাত শ' হাতেরও বেশি হবে। পাথরও আছে নিচে।"

"ঝাঁপ দাও, বোকারাম!!" মেয়েটি চিৎকার করল। পরক্ষণেই ধপ করে রাঘব তার পাশেই এসে পড়ল, সেই ধাক্কায় জরাজীর্ণ সেতুতে কম্পন উঠল। সে রাঘবকে অনেকবার চকমকি পাথর ঠোকাঠুকি করতে শুনল। দেরী হওয়ার কারণে মেয়েটি অধৈর্য হয়ে পা নাচাচ্ছে। চকমকি থেকে তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ উঠে আগুন বের হতেই বাতি আবার জ্বলে উঠল। বাকী পথ তারা সন্তর্পণে পার হল। সৌভাগ্যবশত, বাকি সব পাটা স্বস্থানেই ছিল।

সেতু থেকে নেমে তারা তাদের সামনে অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল প্রাচীরের দিকে হেঁটে গেল। একটা লোহার কাঁটাওয়ালা কাঠের সিংহ দুয়ারের সামনে এসে তারা দাঁড়ায়। দরজায় গালার শিলমোহরযুক্ত ভারী লোহার তালা ঝুলছে।

"সম্রাটের শিলমোহর, এটা খোলা আমাদের উচিত নয়।" তালা হাতে নিয়ে রাঘব বলে।

মেয়েটি একখণ্ড পাথর দিয়ে তালা ভাঙতে শুরু করল।

"কী করছ তুমি? এর জন্য পিতাকে দায়ী করা হবে। এই দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এখন তাঁর।" রাঘব আর্তনাদ করে ওঠে। মেয়েটি তাকে গ্রাহ্য না করে তালায় আঘাত করেই চলে। দ্রুতই রাঘবও তার সাথে যোগ দেয় এবং তালা ভেঙে ফেলে। তারা কাঁধ দিয়ে ঠেলতেই ক্যাঁচ করে টানা একটা শব্দ তুলে দরজা ধীরে ধীরে খুলে যায়।

BanglaBook.org

মেয়েটি মাটি থেকে বাতি তুলে নিয়ে ভেতরে পা রাখে। আবেগের স্রোত তার মধ্যে বয়ে চলেছে এবং সে নিজের ঠোঁট চেপে ধরে আছে। চারপাশের সমস্ত কিছু অদ্ভুত, তবু সুপরিচিত। দুপাশের ভৃত্যদের কুঁড়েঘর গুলি ধ্বসে গেছে। তার পিতা যে মন্দিরে প্রার্থনা করতেন, সেই মন্দিরের ছাদ স্থানচ্যুত। উঠোনে কুয়োর চারপাশে যে দেওয়াল ছিল তা কবেই মাটিতে মিশে গেছে।ছোটোবেলায় যে আমগাছে সে দোলনা বেঁধে ঝুলত, তার ডালপালা ছড়িয়ে গিয়েছে অট্টালিকার ছাদ অবধি। বারান্দায় ওঠার মুখে সিঁড়ির দুপাশে বাঘের যে প্রস্তরমূর্তি ছিল, তারা এখনো সেখানেই আছে। উঠোনে একটা ভাঙা খেলনা ঘোড়া মাটিতে অর্ধেক চাপা পড়ে রয়েছে। স্মৃতি, মধুর এবং তিক্ত। বৃদ্ধা লছমী তার পেছন পেছন ছুটছে আর দুধ খেয়ে নেওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করছে। এই সেই টাট্টুঘোড়া, পিতা তার পাঁচ বছরের জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন। সেইদিন, যেদিন তারা তাঁকে শিকলে বেঁধে নিয়ে যায়।

সে তার ঘরের দরজার সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। না, এটা আর তার বাড়ি নয়। তার তো আসলে কোনো ঘরই নেই। সে একজন অনাথ। সে দাঁত দিকে ঠোঁট কামড়ে ধরে। এবারে, আর রাঘব তার জন্য অপেক্ষা করেনা। নিজেই ভবনের দরজার তালা ভেঙে ফেলে এবং তারা ভেতরে পা রাখে। ধূলিধূসরিত অন্দরমহল বাতির আলোয় আলোকিত হতেই মেয়েটি তার নিশ্বাস টেনে বন্ধ করে ফেলল। একমুহূর্তের জন্য সে কামনা করে যদি আবার সেই পাঁচ বছরের ছোট্টবেলায় ফিরে যাওয়া যেত। যেকোনো সময় পিতা তাঁর নিজস্ব কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসবেন, তাঁর মুখে লেগে থাকবে সেই হাসি যাতে তাঁকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পুরুষ দেখায়। তিনি তাকে কোলে নিয়ে হাওয়ায় তুলে পাক ঘোরাবেন, চুমু তে চুমু তে ভরিয়ে দেবেন। সে পিতার ঘ্রাণের জন্য, স্পর্শের জন্য আকুল হতে থাকে, তিনি যেমন করে তার মাথার চুল ঘেঁটে দিতেন। গত বারো বছর যাবৎ জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে সে পিতার অভাব অনুভব করেছে। রাঘবের পিতা, ভাও থিম্মা, যিনি তাকে দত্তক নিয়েছেন, তিনিও দয়ালু এবং স্নেহপরায়ণ কিন্তু তার পিতার স্থান কেউ কোনোদিন নিতে পারবে না।

BanglaBook.org

"এটা কি তুমি?" বিপরীত দিকের দেওয়ালে ঝোলানো প্রতিকৃতির দিকে আঙুল তুলে রাঘব জিজ্ঞাসা করে।

সে ফিসফিসিয়ে বলল, "আমার মা," আবেগে তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে। তার মা দেবী সরস্বতীর ন্যায় লীলায়িত ভঙ্গিমায় বসে আছেন, তাঁর কোলে একটি বীণা, শান্ত, সৌম্যকান্তি। সে তাঁকে জীবিতাবস্থায় দেখেনি। এই চিত্র আর চিত্রের দিকে পিতার আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার দৃশ্য - মায়ের স্মৃতি বলতে এটুকুই তার সম্বল।

"তিনি তোমার মতই অপরূপা ছিলেন," রাঘব মৃদুস্বরে বলে।

হাত দিয়ে মাকড়শার জাল সরিয়ে সে ডানদিকে পিতার কক্ষের দিকে এগিয়ে গেল। কক্ষের জানলা দিয়ে উপত্যকা আর দূরে দিগন্তে বিলীয়মান মাহিষী নদী দেখা যায়। পাহাড়ের চূড়ায় মেঘেদের ভেসে বেরানো দেখতে দেখতে অগুনতি সময় সে জানলায় বসে কাটিয়েছে। পিতা তখন তক্তাপোশের উপর নিজের কাজে ডুবে থাকতেন।

উথালপাতাল আবেগপূর্ণ মনকে সামলে সে পিতার কক্ষে প্রবেশ করে। ধুলো আর ঝুলের আবরণ ছাড়া সব আগের মতই রয়েছে।যেদিন তারা পিতার জন্য এসেছিল, সে উঠোনে পরিচারকদের ছেলেমেয়েদের সাথে খেলছিল। তাঁর কক্ষে কেবল বৃদ্ধা লছমী খাবার দিতে এসেছিল। তার এখনো মনে আছে – পিতাকে শিকলে বেঁধে তারা পথের উপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে, বুক ফাটা কান্না নিয়ে সে দ্রুত অপসৃয়মান রথের পেছনে ছুটেই চলেছে, ছুটেই চলেছে। অবশেষে লছমী দৌড়ে এসে তাকে নিজের বুকে তুলে নিয়ে প্রাসাদের দিকে ফিরে এসেছিল। কিন্তু সম্রাটের প্রহরীরা তাদের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয় নি। তার চোখের সামনে তার বাড়ি চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। পরিচারক দের ঘরগুলি থেকে তাদের ধাক্কা মেরে দিয়ে সিংহদুয়ার রুদ্ধ হয়ে গেল। তারা সিংহদুয়ারের সামনেই মাটিতে বসে রইল যতক্ষণ না তাত থিম্মা এসে তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন।

লছমী বলেছিল তারা যখন পিতার সন্ধানে আসে, তিনি তখন অদ্ভুতদর্শন একটি বই পড়ছিলেন। তিনি খুব দ্রুত বইটি লছমীর হাতে দিয়ে কক্ষের মেঝের

BanglaBook.org

একটি গুপ্ত কুঠুরি দেখিয়ে বই সেখানে লুকিয়ে রাখতে বলেন। তিনি বলেছিলেন তাঁর কন্যা যখন সাবালিকা হবে, এই বই যেন তার হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সৈন্যরা দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে। সৈন্যরা তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে থাকলে লছমীও তাঁর পেছনে ছুটতে থাকে, আর যখন সে ফিরে আসে ততক্ষণে তারা প্রাসাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, আর এভাবেই পাণ্ডুলিপিও চাপা রয়ে গেল।

আজ লছমী জীবিত থাকলে তাকে নির্দেশনা দিতে পারত ঠিক কোথায় সে পাণ্ডুলিপি লুকিয়ে রেখেছিল।বেশ কিছু সময় ধরে অনুসন্ধান চালানোর পর তারা মেঝের গোপন কুঠুরির দরজা খুঁজে পেল। রাঘবের সাহায্যে সেটি ভাঙতেই দেখল ভেতরে পাণ্ডুলিপি।

"পৈশাচী!!" রাঘব আনন্দে চিৎকার করে বলল, "এই দেশের জনগণের প্রথম ভাষা ছিল এটি।"

মেয়েটি প্রশ্ন করে, "কী করে পড়তে হয় তুমি জানো?"

রাঘব বিদ্বান, সমস্ত দিন সে পড়াশোনায় অতিবাহিত করে। সে মাথা নাড়ল, "এই মৃত ভাষাকে পাঠ করার জন্য খুব বেশি মানুষ জীবিত নেই। কিন্তু আমি ভেবে অবাক হচ্ছি তোমার পিতা লেখার জন্য এই মৃতপ্রায় ভাষাকেই কেন বেছে নিলেন!"

"তিনি লেখেন নি। কারো কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন।" লছমী তাকে যা যা বলেছিল সেগুলি সে স্মরণ করার চেষ্টা করল।

পাণ্ডুলিপির মলাটে আঙুল চালাবার সাথেই তার পিঠ বেয়ে শিহরণ খেলে গেল। এটি তার পিতা ধরেছিলেন!

"আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে" রাঘব তাড়া দেয়। তার দুশ্চিন্তা হচ্ছে, পিতা থিম্মা হয়ত বাড়ি ফিরে দেখবেন তারা সেখানে নেই।

মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়। পাণ্ডুলিপি তার বুকের কাছে আঁকড়ে ধরা। সে আকুল নয়নে কক্ষের চারপাশে তাকায়। বইয়ের তাকের সামনে তার পিতার শরীরী উপস্থিতির প্রতিচ্ছবি একমুহূর্তের জন্য তার মনে ভেসে ওঠে। সে কান্না সামলে

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকায়৷ তারপর ধীর পদক্ষেপে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়৷রাঘব নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে৷

কালজীর্ণ মন্দিরের সামনে এসে সে দাঁড়িয়ে প্রার্থনার জন্য চোখ বন্ধ করে৷ আক্রোশের উত্তপ্ত স্রোত তার মধ্যে বয়ে চলেছে তারা তার পরিবার নির্মূল করে দিয়েছে৷ তারা তার পিতাকে হত্যা করেছে৷ সে পিতাকে মরতে দেখেছে, প্রতি পলে অনুপলে৷ তারা এর নাম দিয়েছে 'চিত্রবধ'৷ কাব্যিক নামের মুখোশ দিয়ে শাস্তির নির্মমতা ঢাকা দেওয়া যায় না৷ তার এখনো মনে আছে কিভাবে তার পিতাকে লোহার খাঁচায় ভরে রঙ্গভূমির সামনে বটগাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়৷ খাঁচা থেকে একটা কাঠের ফলক ঝুলত, তাতে বড় বড় করে লেখা-

বি শ্বা স ঘা ত ক৷

একদা শক্তিমান ভূমিপতি দেবরায়, বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাময় মৃত্যু বরণ করেন৷ সে শুনেছে পিতার মারা যেতে তিন সপ্তাহ সময় লেগেছিল৷ চিল শকুনে তাঁকে জ্যান্ত ঠুকরে খেয়েছে, সেখানেই মাহিষমতীর বিদ্রুপকারী জনতা তার মৃত্যু দৃশ্য উপভোগ করতে করতে গাছের নীচে বনভোজন করেছে৷

সে কি চরমভাবে সম্রাট এবং এই নিষ্ঠুর মাহিষমতী সাম্রাজ্যকে ঘৃনা করে! পাণ্ডুলিপি বুকে চেপে ধরে সে ফিসফিস করে, "মা গৌরী, আমি শপথ করছি, এই ক্রুর মাহিষমতী সাম্রাজ্যকে আমি ধ্বংস করবই৷"

প্রার্থনা সেরে ঘুরে দাঁড়াতেই রাঘব তাকে আলিঙ্গন করে৷ তার হাত থেকে বাতি খসে গিয়ে দপ করে আলো নিভে যায়৷ প্রবল আশ্চর্যান্বিত হওয়ায় সে প্রতিক্রিয়া করতেই ভুলে যায়৷ রাঘব তীব্র আশ্লেষে তার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দেয়৷ "শিবগামী, শিবগামী, আমরা একসাথে ওদের ধ্বংস করব৷ তুমি দূরে চলে যেওনা, আমার সঙ্গে থেকো..."

শিবগামী তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সপাটে তার গালে চড় কষায়৷ "কী... কী দুঃসাহস তোমার রাঘব!"

BanglaBook.org

রাগে দুঃখে সে হাঁপাতে থাকে। তার শৈশবের সঙ্গী, তার প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে সে এরকম আচরণ আশা করেনি। যে আসক্তি নিয়ে আজ রাঘব তার ঠোঁট ছুঁয়েছে, তাতে আর বুঝতে বাকি নেই তার মনে কী আছে।

“আমাকে ক্ষমা করে দাও শিবগামী, ক্ষমা করে দাও আমাকে।” রাঘব মনস্তাপে কঁকিয়ে ওঠে।

“আমি তোমাকে বিশ্বাস করতাম রাঘব। আমি বরাবর তোমাকে নিজের বড় ভাইয়ের মত দেখেছি।” শিবগামীর স্বর মলিন।

রাঘব দুহাতে মুখ গুঁজে নতজানু হয়ে বসে পড়ে, “তুমি এখনো আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। পৃথিবীতে আমার থেকে বেশি তোমাকে কেউ ভালবাসে না। কিন্তু দয়া করে আমাকে নিজের দাদা বোলো না। কোনো পুরুষ এমনভাবে কোনো নারীকে ভালবাসতে পারবেনা যেমন করে আমি তোমাকে ভালবেসেছি। কিন্তু দোহাই, তুমি আমার সহোদরা নও।”

“না রাঘব না,” শিবগামী উত্তর দেয় “আমার কাছে তুমি শুধুমাত্র আমার অগ্রজ। তাত থিম্মাকে আমি পিতার স্থানে রেখেছি, আর তাঁর পুত্র আমার কাছে সহোদর ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তাছাড়াও আমার জীবনের একটাই লক্ষ্য!” শিবগামী তার ছোটবেলার সঙ্গীর জন্য বেদনাবোধ করল।

“না, এত রূঢ়ভাবে কথা বোলো না। কিছুই বোলো না! আমি কিছুই শুনতে চাইনা। আমি তোমাকে সহযোগিতা করব শিবগামী। প্রতিশোধ নিতে আমি তোমাকে সাহায্য করব। না-চুপ-দোহাই- আমাকে শেষ করতে দাও, সম্রাট সোমদেব ক্ষমতাধর হতে পারেন, কিন্তু পৃথিবীতে তাঁর চাইতেও শক্তিশালী নৃপতি রয়েছেন। আমি তাঁদের অনুনয় করে এখানে নিয়ে আসব। আমি তোমার জন্য করব শিবগামী। আমি তোমার জন্য পৃথিবীর শেষ প্রান্তেও যেতে রাজি আছি, প্রয়োজনে তারও অতীত যেতে পারি। তুমি আমাদের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগেই আমি চলে যাব। আমি জানিনা পিতা কেন তোমাকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু কাল ভোরেই আমিও মাহিষমতী ত্যাগ করব।”

“রাঘব, দোহাই...”

BanglaBook.org

"না, শিবগামী, দয়া করে কথা বোলো না। শুধু এই প্রতিশ্রুতি দাও, যেদিন তুমি মাহিষমতী ধূলিসাৎ করে দেবে, সেদিন তুমি আমার হবে। কথা দাও যে তুমি..."

"আমি তোমার সাহায্য চাই না রাঘব। কারোর সাহায্যেরই আমার প্রয়োজন নেই। আমি জানিনা কবে, কিন্তু আমি মাহিষমতী আর এর কুটিল রাজবংশের বিনাশ করবই। আমি কোনো প্রতিশ্রুতি দেব না।"

রাঘব হাতের তালু দিয়ে তার মুখ চেপে ধরল, "শিবগামী, এই নিয়ে আমি আর কোনো কথাই বলব না। কিন্তু আমার উপর আর কিছুক্ষণ দয়া করো। আমি কালই রওনা দেব। দোহাই... যদি তুমি কথা দিতে না চাও, তবুও আমি এই আশাতেই বেঁচে থাকব যে একদিন তোমার এই সাহায্যকারীর প্রতি তোমার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটবেই।"

শিবগামী উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। রাঘবের সঙ্গে এখন কথা বলে লাভ নেই। সে আশা করল, তার আবেগপ্রবণ এই বন্ধুটি তাড়াতাড়িই নিজের সম্বিত ফিরে পাবে। ফেরার পথে কেউ কোনো কথা বলল না।

শিবগামী তার শৈশবের স্মৃতি, তার পিতার প্রতি সম্রাটের আচরণ হেতু ক্রমাগত বাড়তে থাকা ক্রোধে এতই আচ্ছন্ন ছিল, যে রাঘবের সম্পর্কে বা থিম্মা তাকে দূরে পাঠিয়ে দিতে চলেছেন বলে রাঘব যা কিছু বলল, সেসব বিষয়ে সে বিন্দুমাত্র ভাবার অবকাশ পেল না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দুই

কাটাপ্পা

মৃগয়ার একটি দল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে। যে হাতি মাহিষমতীর সম্রাটকে নিয়ে চলেছে, তার পাশে পাশে দৌড়চ্ছে এক নির্মেদ, শ্যামবর্ণ তরুণ। তার সামনে, তার পিতা একটি সাদা ঘোড়ার মাথায় বিজয় পতাকা উড়িয়ে চলেছেন। তার পেছনে, সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে, লাল ঘোটকীতে চড়ে চলেছেন মাহিষমতীর দুই যুবরাজ। কিছুটা দূরে একদল সৈন্য শিকার করা বুনো শূকর আর হরিণ কাঁধে ঝুলিয়ে, পশুদের ওজনের জন্য বারবার দল থেকে পিছিয়ে গিয়ে হিমশিম খেতে খেতে আসছে। গাছেদের ছায়া ইতিমধ্যে পূর্বদিকে ঢলে পড়তে শুরু করেছে। ঝোপঝাড় থেকে কুয়াশা উঠছে। তারা সকাল থেকে শিকার করে যাচ্ছে, কিন্তু শিকার যা পাওয়া গেছে তা এই ষাটজন মুখ্য শিকারীর পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক। গত রাত্রি থেকে শুরু হওয়া ঝিরঝিরে বৃষ্টি জঙ্গলকে স্যাঁতসেঁতে, আর মাটি প্যাচপেচে করে তুলেছে।

"কাটাপ্পা,ছুটে এগিয়ে যাও, শিবিরের ব্যবস্থা করো!" সাদা ঘোড়ার আরোহী তাঁর পুত্রের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলেন। কয়েকজন দাসকে জোগাড়ের কাজের জন্য নিয়ে কাটাপ্পা দল থেকে বের হয়ে গেল। কয়েকজন ভৃত্যের একটি দল গাছ তলায় বসেছিল। কেউ তানপুরায় তার বাঁধছিল, কেউ কেউ মৃদঙ্গে বোল তুলছি। কাটাপ্পা যখন শিবির খাটানোর জন্য সেখানে গিয়ে পৌঁছালো, তারা নিতান্তই অনিচ্ছাবশত উঠে দাঁড়াল। কাটাপ্পার গলার চারপাশে বেষ্টন করে থাকা কালো

BanglaBook.org

ইস্পাতনির্মিত চাকতি সহজেই বলে দেয় সে একজন দাস, কিন্তু তার নিজেকে তুলে ধরার ভঙ্গিমা সবার মধ্যে একধরনের সম্ভ্রম তৈরি করে।

কাটাপ্পা তাদের সরে গিয়ে জায়গা করে দিতে বলাতে তারা সরে গেল। কিন্তু যতক্ষণ কাটাপ্পা তাঁবু খাটানো, গালিচা বিছানোর নির্দেশ দিতে ব্যস্ত থাকল; তারা নিজেদের মধ্যে তাকে নিয়েই কানাঘুষো করছিল। কাটাপ্পার ভাবনা তার ছোট ভাই শিভাপ্পার দিকে চলে গেল। সতেরো বছর বয়সে দাসেরা প্রাসাদের অন্দরমহলেই থাকে, যারা নিজেদের প্রভুর ভৃত্যের কাজ করে। শিভাপ্পা রাজবাড়ির বাইরের পৃথিবী কখনো দেখেনি। মহারাজের মৃগয়া দলের সঙ্গে যাওয়ার বয়স এখনো তার হয়নি। কিন্তু আজ সকালে এই যাত্রায় আসার জন্য সে খুব জেদ ধরেছিল। শুধুমাত্র বাবার কাছে বকুনি খেয়ে সে চুপ করেছিল বটে, কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেখার পাত্র শিভাপ্পা নয়। তার ফল স্বরূপ কাটাপ্পাকে লুকিয়ে চুরিয়ে তার ভাইকে আনতেই হয়েছে। সে ব্যাটা এখন সৈন্যদের সবচেয়ে পেছনের সারিতে থেকে সবার সাথে জলের কলসি, ঝুড়ি বয়ে আনছে। বলাই বাহুল্য এসমস্ত কিছুই ঘটছে তাদের পিতার অজান্তে। কাটাপ্পা কিন্তু সারাক্ষণ ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে তার এই মহা আবেগপ্রবণ ভাইটিকে নিয়ে। সে এক্ষুনি না কোনো ভৃত্য বা সৈনের সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে নিজের পরিচয় ফাঁস করে ফেলে! আর তাদের পিতা একবার জানলে এর মূল্য শোধ করতে হবে।

রাজপুরুষেরা তাঁদের তাঁবুর দিকে ঘুরেছেন দেখতেই সে সমস্ত ভৃত্যদের দ্রুত হাত চালানোর জন্য চিৎকার করল। ভৃত্যেরা ঘোড়াদের খাওয়ার জন্য খড়ের গাদা আর বড় বড় তামার পাত্রে হাতিদের খাবার জল ভরতে লাগল। শান্ত জঙ্গল মানুষের কোলাহল, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনিতে মুখরিত হয়ে গেল। কাটাপ্পা বিশ্রামস্থলের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল সবকিছু আদেশানুযায়ী ঠিকমত ব্যবস্থা হয়েছে কিনা! এই প্রথম কোনো মৃগয়া যাত্রায় সে এতবড় একটা দায়িত্ব পেয়েছে, এই সুযোগ সে নষ্ট করতে চায় না। সে দলের দিকে আবার ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেল ইতিমধ্যে সম্রাটের অবতরণের জন্য সম্রাটের হাতি সামনের দু'পা মুড়ে বসে পড়েছে। কাটাপ্পা খেয়াল করল তাদের পিতা ঘোড়া থেকে নেমে দ্রুত সম্রাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে

BanglaBook.org

তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়লেন। সম্রাট সোমদেব মলয়াপ্পার কাঁধে পা রেখে মাটিতে নেমে এলেন।

“এই যে, তুই, দাসের বাচ্চা!”

কাটাপ্পার শরীর কঠিন হয়ে গেল। সে জানে দাসপুত্র ডাকার মধ্যে কোনো ভুল নেই। আদতে সে তো তাই-ই, কিন্তু এই কথাটা তাকে উত্যক্ত করে তোলে। 'দাস' শব্দের থেকেও বেশি তার মন খারাপ হয়ে যায় যখন তার থেকে মাত্র কয়েক মাসের ছোটো বাইশ বছরের বিজ্জলদেবের মুখ থেকে 'বাচ্চা' শব্দটা সে শোনে।

বিরক্তি লুকিয়ে মুখের উপর চরম বশ্যতার মুখোশ ঝুলিয়ে, যেদিক থেকে কণ্ঠস্বর এসেছে সেদিকে কাটাপ্পা ঘুরে দাঁড়াল। যুবরাজ বিজ্জলদেব ইশারায় তাকে নিজের ঘোড়ার কাছে আসতে বললেন। কাটাপ্পা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানানোয় বিজ্জলদেব ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন তার নতজানু হওয়া উচিত। সবাই কাটাপ্পাকেই দেখছিল।

“দাদা, থামো। ও তোমার থেকে বয়সে বড়।” রাজকুমার মহাদেব তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন। বিজ্জলদেব নাক দিয়ে ফোঁৎ করে একটা অবজ্ঞার হাসি দিয়ে বললেন “দাসদের বিষয়ে,কোনো বয়স বা নাম থাকে না। আমরা যা বলব, ওরা তা করতে বাধ্য!”

“কিন্তু...”

ততক্ষনে বিজ্জলদেবের একটা হাত দ্রুত এগিয়ে এসে কাটাপ্পার বাম কানের উপর দড়াম করে পড়েছে। দাসের পৃথিবী পাক খেয়ে গেল, সে প্রত্যাশা করেনি।

“যখন তোকে নতজানু হতে বলব, তুই সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হবি,” কাটাপ্পার গালে সজোরে আর একটা থাপ্পড় বসিয়ে বিজ্জলদেব নিজের হুকুমের জোর বুঝিয়ে দিল। কাটাপ্পা তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। বিজ্জল তার শীর্ণ কাঁধে পা রেখে ঘোড়া থেকে নামতে যায়। বিজ্জলদেবের ভার সামলাতে না পেরে কাটাপ্পা টলে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে যুবরাজকে নিয়েই মাটিতে হুড়মুড় করে পড়ে গেল। চারিদিক আচমকাই নিশ্চল হয়ে গেল আর সবার চোখ তাদের দুজনের দিকে। রাজপুত্র মহাদেব খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন।

BanglaBook.org

বিজ্জলদেব উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর বহুমূল্য রেশমের ধুতি কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। কাটাপ্পা একটা বড়, খুব বড় ভুল করে ফেলেছে, সে দেখল বিজ্জলদেবের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠছে। কাটাপ্পা ভয়ে পিছিয়ে গেল। বিজ্জলের হাতে চাবুক। কাটাপ্পার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বিজ্জল এক পা এগিয়ে এসে সপাং করে চাবুক চালালেন, না! চাবুক কাটাপ্পাকে ছোঁয় নি, কিন্তু সে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। আঘাতের অপেক্ষায় চোখ বন্ধ করে ফেলল সে।

"না দাদা..." মহাদেবের চিৎকার শোনা গেল। *ওহো, না, এই কথায় বিজ্জলদেবের রাগ আরও বেড়ে যাবে,* কাটাপ্পা ভাবে। বিজ্জল চাবুক নিয়ে ডানদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে আবার আঘাত হানলেন। কাটাপ্পা ভয়ে আরো একপা পিছিয়ে যেতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পিঠ পেতে পড়ে গেল। মূর্তিমান বিভীষিকার মত বিজ্জল তার সামনে এসে দাঁড়াল, তার মাথার পেছনে সূর্য আড়াল হয়ে গেছে। কাটাপ্পা এখন ঘাসের স্যাঁতসেঁতে ভাব, ঘাসের আগার ধারালো ভাব সব অনুভব করতে পারছে! সে পিঠ পেতেই হাত পায়ে ভর দিয়ে বিজ্জলদেবের থেকে যতদূর সম্ভব সরে যাওয়ার চেষ্টা করল।

"ক্ষমা করে দিন, প্রভু, ক্ষমা।" কাটাপ্পার আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গেই চাবুকের কশাঘাত প্রচণ্ড বেগে তার মাথায় আছড়ে পড়ে মুখের চারপাশে জড়িয়ে গেল। কান্না আটকানোর নিষ্ফল প্রয়াসে সে দাঁতে দাঁত চেপে ধরল।

আগুনের একটা লেলিহান জিভ তার গাল, তার কাঁধ, নাক, পেট, উরু জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। কাটাপ্পা শক্ত করে ঠোঁট টিপে থাকল যাতে সে জোরে কেঁদে না ফেলে। কশাঘাত কিন্তু থামল না।

এটাই তার ভাগ্য, ভাগ্য তার পূর্বপুরুষদের। সে তো একজন ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছুই নয়! এক ক্রীতদাস যাকে মাহিষমতীর রাজবংশ রক্ষার খাতিরে নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে হতে পারে। যদিও মনের কোনো গোপন কুঠুরিতে এই ভাবনা তাকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দেয়। সে একটা পশু, ওই সব ঘোড়াগুলো, তাদের থেকে ভালো কিছু নয়; বা হয়ত এটাও তার অলীক চিন্তা! ঘোড়াদের জন্য ভাল খাদ্যবস্তু থাকে, মাথার উপর থাকে নিশ্ছিদ্র ছাদ।

"দাদা..." দূর থেকে শিভাপ্পার চিৎকার শুনতে পেল কাটাপ্পা। রক্ত আর কান্না মাখা ঝাপসা চোখে দেখল শিভাপ্পা তার দিকেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে। না...! *হে মা গৌরী, না, না,* কাটাপ্পা গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করতে চাইল।

তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়া শিভাপ্পার রাগী মুখখানা দেখে কাটাপ্পা চোখ বন্ধ করে। সে তখনই চোখ মেলল, যখন সে শুনতে পেল বিজ্জলের করুণ কান্না। যুবরাজ দুহাতের তালু দিয়ে নিজের নাক চেপে ধরে রয়েছেন তবুও আঙুলের ফাঁক গলে অঝোরে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কাটাপ্পা দেখল একটা রক্তমাখা পাথর বিজ্জলের পায়ের কাছ থেকে গড়িয়ে যাচ্ছে ও শিভাপ্পা বিজ্জলের দিকে আর একটা পাথর তাক করেছে। কাটাপ্পা চিৎকার করে উঠে তার ভাইকে থামতে বলে পালাতে বলে। সব কিছুই অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ঘটছিল। কাটাপ্পার হৃদয় অতলান্তে তলিয়ে গেল যখন সে দেখল তাদের পিতা হাতে একটা চাবুক নিয়ে দ্রুত গতিতে তাদের দিকেই ছুটে আসছেন।

দ্বিতীয় যে পাথর শিভাপ্পা ছুঁড়েছিল, সেটা কাউকে স্পর্শ না করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে এক খাবলা কাদা তুলল। তৃতীয় পাথর তুলতে যাওয়ার আগেই মলয়াপ্পার চাবুক শিভাপ্পার মুখের উপর আছড়ে পড়ল। সেই নিষ্ঠুর চাবুক যতক্ষণ ধরে চলল, সে বেচারা চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গড়াতে লাগল।

"যাকে রক্ষা করা তোর কর্তব্য, তুই সেই যুবরাজকেই আহত করলি। অকৃতজ্ঞ কুকুর!" চাবুক চালাতে চালাতে মলয়াপ্পা চিৎকার করে ওঠেন। কাটাপ্পা ছুটে গিয়ে তার পিতা কে থামাতে গিয়ে নিজেই তাঁর রাগের মুখোমুখি হয়ে পড়ল।

"দূরে থাকো! সব তোমার দোষ! কোন সাহসে তুমি আমাকে অমান্য করো?"

"দয়া করে থামুন। কাটাপ্পার কোনো দোষ নেই,"রাজকুমার মহাদেব জোর গলায় চেঁচিয়ে ওঠে। রাজপুত্রের কথায় মলয়াপ্পা মাথা ঝুঁকিয়ে আনত হন।

"আমি ওকে মৃত দেখতে চাই! ও আমার নাক ভেঙে দিয়েছে! মারো, মারো, মেরে ফেলো ওকে!" যুবরাজ বিজ্জল গর্জে ওঠে। রাজবৈদ্য ততক্ষণে তাঁর রক্তাক্ত নাকের চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছেন। মলয়াপ্পার চাবুক আবার চলতে শুরু করে।

রাজকুমার মহাদেব সম্রাট সোমদেবের কাছে ছুটে যায়, "পিতা,কিছু করুন, মলয়াপ্পাকে থামতে বলুন, দয়া করে থামতে বলুন পিতা।"

BanglaBook.org

কাটাপ্পা দেখে তার বাবার হাত সম্রাটের আদেশের অপেক্ষায় এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেছে। কিন্তু সম্রাটের মুখ যেন পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্য, মহাদেবের কান্নার সামনে স্থির এবং মূক।

মলয়াপ্পা এবার কাটাপ্পার হাতে চাবুক তুলে দেয়, "এবার তুমিই ওকে শাস্তি দেবে।"

"পিতা!!!"

"যার এখানে থাকার যোগ্যতা পর্যন্ত নেই, তুমি তাকেই এখানে এনেছ। ওর যা করা উচিত নয়, ও তাই করেছে। এটা তোমারও শাস্তি! নাও ধরো!"

থরথর করে কাঁপতে থাকা হাতে কাটাপ্পা চাবুক ধরে। শিভাপ্পার সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। কাটাপ্পা তার ভাইয়ের দিকে তাকায়, একবার অন্তত সে ক্ষমা প্রার্থনা করুক! কিন্তু শিভাপ্পার মুখ অদ্ভুত ভাবে শান্ত, নির্লিপ্ত। একবার, অন্তত একবার সে তীব্র কণ্ঠে কেঁদে উঠুক! কিন্তু কাটাপ্পার মারা একুশটা কশাঘাতও তার মুখ থেকে একটা পর্যন্ত গোঙানি বের করতে পারল না, প্রত্যেকবারের আঘাত শুধুমাত্র কাটাপ্পার হৃৎপিন্ড ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলল। যতক্ষণ অবধি না চাবুকের ছোবল শিভাপ্পার শরীরে এসে আছড়ে পড়ছিল, শিভাপ্পা স্থির দৃষ্টিতে তার দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এই সেই মুহূর্ত যখন থেকে কাটাপ্পা তার জীবনকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতে শুরু করল।

মধ্যরাত্রি তখন ঢলতে শুরু করেছে, কাটাপ্পা নিঃশব্দে তার ছোটো ভাইয়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত চারণ কবির দল মাহিষমতীর পূর্বতন রাজপুরুষদের কীর্তি গাথা গাইছিল। অত্যধিক মদ্যপানে তারাও এখন আচ্ছন্ন। নর্তকীর দলও বহুক্ষণ হল তাদের অভিযাচিতদের সাথে উঠে গেছে। তাঁবুর ভিতর থেকে, ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে তাদের চাপা হাসি কানে আসছে। সম্রাট এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গেরাও নিজের নিজের তাঁবুতে ফিরে গেছেন। তার পিতাও, খুব সম্ভবত সম্রাটের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত। অপরাধবোধ কাটাপ্পাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, কীভাবে সে নিজের ছোটভাইয়ের উপর এই আচরণ করল!

BanglaBook.org

প্যাঁচানো শিকড় আর আঁকাবাঁকা শাখাপ্রশাখাযুক্ত একটা বিশাল গাছের নিচে শিভাপ্পা শুয়ে রয়েছে। কাটাপ্পা পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। গাছের কাছাকাছি পৌঁছাতেই ভেষজ ওষুধের ঝাঁজ নাকে এসে লাগল। বৈদ্য শিভাপ্পার গায়ে ঔষধির প্রলেপ লাগিয়ে দিয়ে গেছেন। শিভাপ্পা ঘুমের ঘোরে গুঙিয়ে গুঙিয়ে উঠছে। আকাশে গায়ে একফালি মরা চাঁদ ঝুলে আছে। কাটাপ্পা শিভাপ্পার কাছে যেতেই ঝোপের আড়াল থেকে কিছু একটা লাফিয়ে চলে গেল।

"আমাকে ক্ষমা করে দে," কাটাপ্পা ধরা গলায় বলল, "খুব কষ্ট হচ্ছে, না রে!"

শিভাপ্পা উত্তর দিল না। তার চোখ বন্ধ। চাবুকের আঘাতে শিভাপ্পার গায়ে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, কাটাপ্পা কাঁপা কাঁপা হাতে সেখানে হাত বোলাতে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিল। তার চোখ বারবার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

"কামাক্ষী," শিভাপ্পা ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করল, "তুমি ঠিকই বলেছিলে, আমি খালি একটা দাস।"

কাটাপ্পা চমকে কুঁকড়ে গেল তার ভাই এখনো সেই মেয়ের স্বপ্ন দেখছে। পিতার আদেশ, তার উপদেশ সত্ত্বেও। এই ছেলের স্থূল মাথায় কে বোধ বুদ্ধি ঢোকাবে?

"শিভাপ্পা," কাটাপ্পা তার ভাইকে দুহাতে ধরে জোরে ঝাঁকাতেই সে চোখ মেলল। "সেই মেয়েকে আবার দেখার কোনো অধিকার তোর নেই ভাই। তুই কি চাস ওরা তাকে হত্যা করে ফেলুক?"

"আমরা কেন দাস ?" শিভাপ্পা জিজ্ঞাসা করে, প্রশ্নের আকস্মিকতায় কাটাপ্পা হতবাক হয়ে গেল।

কাটাপ্পার কাছেও এর কোনো উত্তর নেই। এই প্রশ্ন সে নিজেকেও বহুবার করেছে। সে কেবল খুব অস্পষ্ট ভাবে জানে, বহুপ্রজন্ম আগে তার পূর্বপুরুষেরা কোনো শপথ গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মা যখন বেঁচে ছিলেন, ছোট্ট কাটাপ্পার এই প্রশ্নের উত্তরে শুধু হেসে তার কোঁকড়ানো চুল ঘেঁটে দিয়ে বলতেন, এটাই নাকি তাদের অদৃষ্ট, অবশ্যম্ভাবী নিয়তি। কোনো অজানা স্থানে বসে থাকা অজানা ঈশ্বরের ইচ্ছা হল কিছু মানুষ শুধু প্রভু হয়ে জন্মাবে, আর বাকীরা হবে ক্রীতদাস।

BanglaBook.org

সম্রাটের তাঁবুর কাছে নিভন্ত কাঠকয়লার আলো দেখা যাচ্ছে, তার সামনে তাদের পিতা উবু হয়ে বসে রয়েছেন। তাঁর মুখের একপাশ দেখা যাচ্ছে, আগুনের সোনালী রঙ ধারণ করেছে তাঁর মুখ। তার পিতা হয়ত মাহিষমতীর সম্রাটের নিকটতম সহায়ক, কিন্তু এই ভাবনাও তার মনকে তিক্ততায় ভরিয়ে দিল, যে তাদের পিতাও একজন তুচ্ছ দাস মাত্র। কাটাপ্পা জানে, সেও নিজের প্রভুর জন্য বাঁচবে, সেবা করবে আর অস্বীকৃত এবং অননুশোচিত হয়ে, আর পাঁচটা দাসের মতই মারা যাবে।

সৌভাগ্যক্রমে শিভাপ্পা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। আপাতত এই প্রশ্নের মুখোমুখি আর হতে হবে না। সে ব্যথায় গোঙাচ্ছে।

"তোর কি জ্বর এসেছে? গা তো পুড়ে যাচ্ছে!" কাটাপ্পা শিভাপ্পার কপাল ছুঁয়ে জিজ্ঞেস করে। শিভাপ্পা মাতৃগর্ভে থাকা শিশুর মত কুঁকড়ে গিয়ে তার প্রেমিকার নাম আউড়ে চলেছে। কাটাপ্পা তাকে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে দেখে। গাছের পাতার মধ্যে কুয়াশা তার জাল বিস্তার করতে শুরু করেছে। ঝিঁঝির একটানা তান আর শিভাপ্পার কষ্টকর নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া বনভূমি নিস্তব্ধ। হঠাৎ শুকনো পাতার মচমচ শব্দে কাটাপ্পা ঘুরে দাঁড়াল।

"ওহ!!! মালিকরা যখন নজর দেয় না দাসরা তখন এইসব করে!"

কাটাপ্পা স্বপ্নেও ভাবেনি যুবরাজ বিজ্জলদেব রাতের এই সময়ে দাসেদের বিশ্রামের জায়গায় চলে আসবেন। সচকিত কাটাপ্পা সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে নত হল, সে বুঝতে পারেনা এরপর কী করা উচিত। কাটাপ্পা আড়চোখে তাকিয়ে দেখে রাজকুমার মহাদেব তার দাদাকে ডাকতে ডাকতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এদিকেই দৌড়ে আসছেন।

"মাহিষমতীর যুবরাজকে পাথর মারার দুঃসাহস দেখালি, আর নিজের দাদার কাছে লোক দেখানি কয়েক ঘা খেয়েই ছাড়া পেয়ে যাবি?" হাতে একটা চাবুক নিয়ে বিজ্জলদেব জ্বলন্ত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি শূন্যে একবার চাবুক চালিয়ে নিজের তালুতে জড়াতে জড়াতে বলেন, "খুব ধূর্ত, তাই না? তোদের ওই জঘন্য বাপ! একটা দাস হয়ে চিন্তাটা খুব দ্রুতই করে নিল, আর আমার সহজ সরল পিতাও সেই দেখে ভুলে গেলেন।"

BanglaBook.org

জীবনমরণ সমস্যা বুঝে কাটাপ্পা বিজ্জলদেবের পায়ে লুটিয়ে পড়ে জোড় হাতে তার পা জড়িয়ে ধরল, "প্রভু ক্ষমা করে দিন! ক্ষমা করে দিন প্রভু!"

মহাদেব, তখনই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তার দাদাকে টেনে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বিজ্জলদেব তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। ভাইয়ের দিকে তর্জনী নির্দেশ করলেন "সরে দাঁড়া কাপুরুষ! দাসেদের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হয়, আমি তোকে পরে শেখাব। এই বেজন্মা ভেবেছে মাহিষমতীর অভিষিক্ত যুবরাজকে আঘাত করে পার পেয়ে যাবে!"

মহাদেব চিৎকার করে উঠলেন, "শিভাপ্পা! দৌড়াও, সম্রাটের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর! দাদা নাহলে তোমাকে মেরে ফেলবেন।"

শিভাপ্পা একমুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে। চাবুক আছড়ে বিজ্জলদেব তার দিকে ঝাঁপ দিতেই শিভাপ্পা সরে গিয়ে আঘাত কাটিয়ে শিবিরের দিকে দৌড়াতে শুরু করল। বিজ্জলদেবও কাটাপ্পাকে লাথি মেরে সরিয়ে গালিগালাজ করতে করতে শিভাপ্পার পেছনে ধাওয়া করে।

ক্ষমা চাইতে চাইতে কাটাপ্পাও বিজ্জলের পেছনে ছুটতে লাগল। কাটাপ্পা দেখল শিভাপ্পা মাটিতে পড়ে গেছে আর বিজ্জল তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিজ্জলদেবের চাবুক শূন্যে উঠতেই শিভাপ্পা গড়িয়ে গিয়ে উঠেই আবার তাঁবুগুলোর দিকে ছুটতে শুরু করল। সে হঠাৎ বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে নিল, যেখানে রাজার হাতি বাঁধা আছে।

কাটাপ্পার মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল। এক লহমায় সে বুঝে গেল তার ভাই ঠিক কী করতে চলেছে ! শিভাপ্পা রাজবাড়ীতে গিরীশ নামক এই হাতির পরিচর্যা করে এবং এই অবলা প্রাণীটিও তার ভাইকে ভালোবাসে। গিরীশের মত নম্র স্বভাবের পশু হয় না, তাই এই চলমান পর্বতের উপরে আরোহণ করতেই সম্রাট বিশেষ পছন্দ করেন। কিন্তু কাটাপ্পা জানে এই গিরীশ তার ভাইয়েরই আদেশ পালন করতে অভ্যস্ত, আর শিভাপ্পা কৌশলে এখন যুবরাজকে সেই ভীমসদৃশ প্রাণীটির দিকেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

"না, শিভাপ্পা, না," কাটাপ্পার আর্তনাদ বিজ্জলদেবের চিৎকারে চাপা পড়ে গেল। আগুনের চারপাশ ঘিরে যারা এতক্ষণ নাচগানে মত্ত ছিল, তারাও থেমে গিয়ে এই দৃশ্য দেখছে।

শিভাপ্পা হাতির পায়ের কাছে পৌঁছে দমবন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকে। গজরাজ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তালপাতা চিবাচ্ছে। তার পায়ের কাছে মাহুত শুয়ে আছে, খুব সম্ভবত নেশাগ্রস্ত। বিজ্জল তার চাবুক বাতাসে ঢেউ খেলায়। এটার অপেক্ষাতেই যেন ছিল শিভাপ্পা। সে সঙ্গে সঙ্গে মাথা নামিয়ে ফেলল আর চাবুক সোজা গিয়ে পড়ল হাতির চোখের কোলে। বেচারা ব্যথায় সজোরে ডেকে উঠল। মাহুত চমকে ঘুম থেকে উঠে গিয়ে যুবরাজের রাগী মুখ দেখেই কোথাও সরে পড়ল। ক্রোধে উন্মত্ত বিজ্জল খেয়াল করেও দেখল না। সে আবার শিভাপ্পার উপর চাবুক চালায়। এইবারে চাবুক শিভাপ্পার মুখে কেটে বসে গেল। শিভাপ্পা মাটিতে কাঁদতে কাঁদতে পড়ে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে শুরু করেছে। কাটাপ্পা জানে এটা ছলনা। অন্য কেউ খেয়াল না করলেও সে দেখল শিভাপ্পা চোখের পলকে সরে গিয়ে হাতির শেকল খুলে দিয়েছে। পরের চাবুকের আঘাত গিয়ে পড়ল হাতির পায়ে। শিভাপ্পা গড়িয়ে পশুটির অন্যদিকে সরে গিয়ে কাতরাতে শুরু করল। রাগে গর্জন করতে করতে শিভাপ্পাকে ধরার জন্য বিজ্জলদেব হাতির কাছাকাছি চলে যায়।

কাটাপ্পা যখন অকুস্থল থেকে আর কিছুদূর, তখন একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে সে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে সে যখন উঠে দাঁড়াল, তার রক্ত হিম হয়ে গেল। সে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, "যুবরাজ, সরে যান..."

কাটাপ্পা তার কথা শেষ করার আগেই গিরীশ শুঁড়ে করে বিজ্জলদেবকে তুলে ফেলল। ভয়ে অবশ বিজ্জলের হাত থেকে চাবুক খসে মাটিতে পড়ে গেছে, আর প্রবল আতঙ্কে সে তারস্বরে চিৎকার করছে। এক মুহূর্ত পরেই পশুটি বিজ্জলকে সজোরে মাটিতে নিক্ষেপ করল। একবার কেঁপে গিয়ে হেঁচকি তুলেই যুবরাজ স্থির হয়ে গেলেন। বিজ্জলের মাথা থেঁতলে দেওয়ার জন্য বিশালাকার জন্তুটি তার পা তোলে।

সময় থমকে গেছে। কাটাপ্পা পশুটির দিকে আর্তস্বরে চিৎকার করে, "গিরীশ, না!" প্রাণীটি দোলাচলে ভুগছে, কিছুক্ষণের জন্য নিজের পা শূন্যে তুলে রইল। তার

BanglaBook.org

পা মাটিতে পড়ার আগেই কাটাপ্পা ঝাঁপিয়ে গিয়ে বিজ্জলদেব কে ছোঁ মেরে তুলে নেয়। একচুলের জন্য বিজ্জলের মাথা বেঁচে গেল। কাটাপ্পা বিজ্জলদেবকে কাঁধে ফেলে প্রাণপণে দৌড়তে লাগল। সে শুনতে পায় পশুটি তার পিছনে বৃংহণ করছে। সে প্রাণপণে দৌড়াতে থাকে, কিন্তু সে জানে ধাওয়া করা উন্মত্ত হাতির সামনে দৌড়নো কষ্টসাধ্য ; আর বিজ্জলকে কাঁধে নিয়ে তা প্রায় অসম্ভব! ঠিক সেই সময় কাটাপ্পা রাজকুমার মহাদেবকে দেখতে পেল, সে তাদের দিকেই আসছিল, এখন ভয়ে চলৎশক্তি হারিয়ে নিজের পথে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"দৌড়ান, কুমার, পথ থেকে সরে যান!" কাটাপ্পা চিৎকার করে উঠল, কিন্তু মহাদেব ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। কাটাপ্পা দেখল আর পথ নেই। একজন, বা হয়ত দুজন রাজপুত্রই মারা যেতে পারেন। সেও তাঁদের সঙ্গে মারা যেতে পারে, কিন্তু তার মৃত্যুর কোনো মূল্য নেই।সে অচেতন বিজ্জলকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ধাবমান পশুটির দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তার পেছনে জড়োসড়ো অবস্থায় রাজকুমার মহাদেব দাঁড়িয়ে।

গজরাজ তাদের দিকে বিদ্যুৎ বেগে ধেয়ে আসছে। কাটাপ্পা শান্ত হয়ে মনে করার চেষ্টা করে তাদের পিতা 'মর্মবিদ্যা', প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্রহ্মতালুতে আঘাত করে অচেতন করার প্রাচীন সামরিক কৌশল সম্পর্কে কী শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সে নিশ্চিত নয় এই কৌশল হাতির উপর কার্যকরী হবে কিনা।

অবশেষে হাতি কাটাপ্পাকে আক্রমণ করে, শুঁড় দিয়ে তার পেট আর বুকের মাঝখানে জড়িয়ে ধরে তাকে শূন্যে তুলে ফেলল। সে কাটাপ্পাকে মাটিতে আছড়ে ফেলার জন্য শুঁড় একটু নিচু করতেই, কাটাপ্পা তার দুহাতের মুঠো জড়ো করে সর্বশক্তি দিয়ে হাতির মাথায় আঘাত হানল।না!! বৃথাই মর্মবিদ্যা প্রয়োগ করা হল। হাতিটা তাকে নৃশংস ভাবে মাটিতে আছড়ে ফেলল। কাটাপ্পা আধখোলা চোখে দেখল একটা বিশালাকৃতি পা তার দিকে নেমে আসছে, কাটাপ্পা চোখ বন্ধ করে ফেলে। কিছুক্ষণ পরেই প্রচণ্ড আর্তনাদ করে হাতিটা হাঁটু মুড়ে মাটিতে পড়ে যেতে, মাটি কেঁপে উঠল। কাটাপ্পার চারিদিক তমসাবৃত হয়ে গেল।

চোখে মুখে ঠান্ডা জলে ছিটে পড়তেই কাটাপ্পা জেগে উঠল।তার মাথা দপদপ করছে, আশেপাশের সব কিছু ঝাপসা। জ্বলন্ত মশাল থেকে আসা পোড়া তেলের

BanglaBook.org

গন্ধ আর বৃষ্টির ঠাণ্ডাভাব ছাড়া তার চেতনার আর কিছু পৌঁছাচ্ছে না। কয়েকবার চোখ পিটপিট করার পর নিজের মুখের কাছে পিতার ঝুঁকে আসা মুখ দেখতে পেল। পিতার পাশেই সম্রাট সোমদেব দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কাটাপ্পা উঠে বসতে যায় কিন্তু সম্রাট তাকে আলতো করে ধরে আবার শুইয়ে দিলেন। জঙ্গলের মধ্যে পাখিদের বিক্ষুব্ধ আওয়াজ থেমে গেছে। কিন্তু কাটাপ্পার মনে সেই চোরা ভয় এখনো থম মেরে বসে আছে। অনেকরকম সম্ভাবনা তার মাথায় ছোটাছুটি করছে – বিজ্জলদেব কি মারা গেলেন ? কাটাপ্পা কি সক্ষম হয়নি তাঁকে বাঁচাতে?

তখনই কাটাপ্পা খেয়াল করল সৈন্যরা বিজ্জলের অচেতন দেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে দেখে রাজকুমার মহাদেব ভূপতিত পশুটির পরিচর্যা করছেন। গিরীশকে জীবন্ত দেখে কাটাপ্পা স্বস্তি পেল। আঘাতের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে খুব বেশি হলে এক থেকে দুই যাম লাগবে। "তোমার ছেলে এবার বড় হয়ে গেছে, মলয়াপ্পা," সম্রাট বলে উঠলে্ "সে আমার পুত্রদের প্রাণ রক্ষা করেছে, সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করা ছাড়া এর পুরস্কার আর কী হতে পারে? আমি জানি সে এখনো তরুণ, কিন্তু তার কাজ বুঝিয়ে দেয় অন্য সমস্ত সৈন্য বা দাসের তুলনায় তার সাহস বেশি। তাকে যুবরাজ বিজ্জলের সেবক পদে নিযুক্ত করা হল।"

কাটাপ্পাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল, আর মলয়াপ্পা কেঁদে ফেললেন। তিনি সম্রাটের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, "প্রভু, এ এক মহৎ সম্মান। এক তুচ্ছ দাসের পক্ষে অত্যন্ত সম্মানজনক। আপনার এই ঔদার্যের জন্য জানিনা কিভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব প্রভু।" মলয়াপ্পা কাটাপ্পাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতেই কাটাপ্পা ধীরেধীরে উঠে দাঁড়াল। তার হাঁটু এখনো অবশ, পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা, কিন্তু তবুও সে পিতার পাশে গিয়ে সম্রাটের পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানালো।

"ওঠো,"সম্রাটের আদেশে পিতাপুত্র উঠে দাঁড়িয়ে যুক্ত হাতের তালু দিয়ে নিজেদের মুখ ঢেকে যতদূর সম্ভব নিচু হল।

সম্রাট সোমদেব বলললেন, "কাটাপ্পা, বহু প্রজন্ম ধরে মাহিষমতীর মঙ্গলকামনার্থে তোমার পূর্বপুরুষেরা জীবনাতিপাত করেছেন। তোমার পূর্বপুরুষের

BanglaBook.org

এই গৌরবময় ধারা তোমার আগামী প্রজন্মও অনুসরণ করবে বলে আমি আশা রাখি।”

রাজবৈদ্যের সাথে হাতির পরিচর্যারত মহাদেবও উঠে এসে এখানে এলেন। কাটাপ্পার হাত নিজের হাতে নিয়ে হাসি মুখে মহাদেব বললেন, “তোমাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার নেই, কাটাপ্পা। দাদার আর আমার প্রাণ রক্ষার জন্য আজীবন আমি তোমার কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রইলাম।”

কাটাপ্পা আনত হয়, লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে গেছে। তার অন্তরে প্রবাহিত হওয়া আনন্দ, আবেগ সামলাতে না পেরে মহাদেবের পা ছুঁয়ে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।মহাদেব কাটাপ্পাকে তুলে তাকে আলতো ভাবে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর সম্রাট ও পরিষদ বর্গের সাথে চলে গেলেন।

যুদ্ধের সময় বা কর্তব্যের খাতিরে ছাড়া রাজবংশের কাউকে স্পর্শ করার সুযোগ দাসেরা পায়না। জীবনরক্ষার প্রশ্ন ব্যতিরেকে একজন দাস কেবল তার প্রভুর চরণ স্পর্শের অনুমতি পায়। একজন রাজপুত্র তাকে স্পর্শ করেছেন, শুধুমাত্র তার কর্তব্য টুকু করার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন – এই ঘটনা অশ্রুতপূর্ব। এমনকি সম্রাটও আজ তাকে স্পর্শ করেছেন।কাটাপ্পার গলা আবেগে আটকে আসছে, নিজের সৌভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে বিমোহিত হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

চারণের দল গান তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে কিভাবে মহান যুবরাজ বিজ্জলদেব ও মহাদেব মাত্র একজন দাসকে নিয়ে উন্মত্ত হাতিকে বশ করেছেন। কাটাপ্পার বুক গর্বে ভরে উঠল। বংশানুক্রমে মাহিষমতীর এই বীরত্বগাথা চারণেরা গাইবে, সেই মহত্বের একটা ক্ষুদ্রতম অংশ হবে তার। হয়ত তার নাম কোনোদিন নেওয়া হবেনা, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।সে তার পিতাকে গর্বিত করতে পেরেছে। মনে মনে কাটাপ্পা সম্রাট ও যুবরাজদের কৃতজ্ঞতা জানায়। তার সৌভাগ্য সে মাহিষমতীতে জন্মগ্রহণ করেছে। যুবরাজের সেবক পদে নিযুক্ত হওয়া একজন দাসের পক্ষে সর্বোত্তম সম্মান। তার পিতা এই সম্মান অর্জন করেন পাঁচিশ বছরে, আর সে সবেমাত্র বাইশ।

নিঃসন্দেহে সম্রাট এক মহৎ মানুষ, তা সত্ত্বেও একটা চিন্তা কাটাপ্পাকে উত্যক্ত করে তুলল, যখন যুবরাজের আদেশে সে তার ভাইকে চাবুক দিয়ে প্রহার

BanglaBook.org

করছিল, তখন সম্রাট কেন মুখ দিয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না? হয়ত সম্রাটের বিজ্ঞতা বোঝার বয়স তার এখনো হয়নি। আর তাছাড়াও তার কাজ চিন্তা করা নয়, সেবা করা। আর সে খুব ভালো করেই সেবা করেছে।

পিতার কণ্ঠস্বরে তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। তিনি শিভাপ্পাকে নিয়ে আসার জন্য বলছেন। যেখানে আগে হাতিটা বাঁধা ছিল, শিভাপ্পা সেই গাছের কাছে বসে ছিল। নিজেকে তোলার ক্ষমতাটুকুও তার নেই। ছোটো ভাইকে দেখেই একমুহূর্তের জন্য কাটাপ্পার মাথায় রাগ উঠে গেল। কেউ না দেখুক, কিন্তু কাটাপ্পা জানে তার এই গুণধর ভাইটি কী করেছিল! সে কাজ ক্ষমার অযোগ্য।

শিভাপ্পাকে কাঁধে তোলার জন্য কাটাপ্পা যখন তার সামনে দাঁড়াল, শিভাপ্পার কৃষ্ণাভ চোখ তখন অঙ্গারের মত জ্বলে উঠল। আবার ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হয়েছে, ঝোপঝাড় থেকে ব্যাঙের দল পরস্পরকে দোষারোপ করছে। ঘন কালো একফালি মেঘ চাঁদের মুখের উপর ওড়নার মত জড়িয়ে আছে।

তারা তাঁবুর কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছে। মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে সৈন্যদল শোবার আয়োজনে ব্যস্ত। কেউ কেউ তাড়ির পাত্রগুলোর কাছে ঘুরঘুর করছে। গায়কেরা একটা লঘু সঙ্গীত গুনগুন করছে আর কোনো গণিকার তাঁবু থেকে মাঝেমাঝে কর্কশ হাসি ভেসে এসে রাতের আলস্য ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে। নর্তকীরা তাদের মুদ্রা অভ্যাসে ব্যস্ত। কেউ আগুনে তেল ঢালতেই তার জ্বলন্ত ফুলকি হাওয়ায় উড়তে লাগল।একজন সৈন্য আগুনে শূকরছানার কাবাব বানাচ্ছে আর তাড়ির মিষ্টি সুগন্ধের সাথে মেশা সেই ঝলসানো মাংসের ঘ্রাণ বাতাস বয়ে নিয়ে আসছে। কোনো অশ্লীল রসিকতায় সবার মধ্যে হাসির হুল্লোর পড়ে গেল।

"আজ তুই ইতরের মত কাজ করেছিস। যে হাত আমাদের খেতে দেয়, তুই সেই হাতকেই কামড়াতে গিয়েছিলি?" ভাইকে মাটিতে নামিয়ে কাটাপ্পা বলে।

"ও সেই হাতে আমি মারা গেলে ভাল হত বলছ?" শিভাপ্পা চোখ জ্বলে উঠল।

এখন এর সাথে কথা বলাই বৃথা। শিভাপ্পা বদমেজাজি আর বেপরোয়া। কাটাপ্পা তাকে পরে বুঝিয়ে বলবে।কর্তব্যে সততা আর ধর্ম – কাটাপ্পা ভাইকে শেখাবেই শেখাবে। কিন্তু তার উপযুক্ত সময় এখন নয়।

BanglaBook.org

"ভাল করে ঘুমো," কাটাপ্পা খুব নরম স্বরে বলল। আকাশ এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। ঘাসের মাথায় রুপোলী জ্যোৎস্না এসে পড়ায় হিরের মত ঝলমল করছে।

"তুমি কোথায় যাচ্ছো, দাদা?"

একমুহূর্তের নিস্তব্ধতার পর কাটাপ্পা বলে, "আজকের পর থেকে যুবরাজ বিজ্জলদেবের কক্ষের বাইরেই আমাকে ঘুমাতে হবে।"

শিভাপ্পা কোনো উত্তর দিল না। তার জ্ঞান হওয়া অবধি এই প্রথম তাদের দুজনকে আলাদা শুতে হবে। তাদের মাথার উপর বাতাসে নিজের লুপ্তপদাঙ্গুলি যুক্ত ডানা ঝাপটে একটা বাদুড় উড়ে গিয়ে গাছের একটা ডালে নিচের দিকে মুখ করে থিতু হল।

"দাদা!" শিভাপ্পা নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি খুশি তো?"

যদি কাটাপ্পার কাছেও এর উত্তর থাকত। সে তার ভাইকে জড়িয়ে ধরে বলল, "সবসময় তাঁর সঙ্গে থাকা, আর তাঁকে রক্ষা করাই আমার কর্তব্য!"কাটাপ্পা টের পেল শিভাপ্পা উত্তেজিত হয়ে পড়ছে, তখন তার ভাই হাসল। কাটাপ্পা তার চোখের দিকে তাকায়। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের প্রতিফলন শিভাপ্পার চোখে এসে পড়ায় মনে হচ্ছে তার চোখ দাউদাউ করে জ্বলছে। "আমি তোমার জন্য গর্বিত, দাদা।" এই অভিনন্দনে কোথাও কি বিদ্রূপ মিশে ছিল? কাটাপ্পা জোর করে মন থেকে এই চিন্তা সরিয়ে দিল।

রাক্ষসের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা লকলকে জিভের মত বিজ্জলদেবের তাঁবু থেকে বাইরে বের হওয়া মখমলের গালিচার দিকে আঙুল বাড়িয়ে কাটাপ্পা বলল "আমি ওখানে শুলেও তোর দিকে কিন্তু আমার ঠিক নজর থাকবে।"

"গালিচায় শোবে?" শিভাপ্পা জিজ্ঞাসা করে। কাটাপ্পা উত্তর দিল না। তাদের পেছন থেকে কোনো গায়কের চড়া গলায় দেহাতি গানের করুণ সুর ভেসে আসছে। কেউ কেউ হাততালি দিচ্ছে। দুজন নর্তকী ছুটে এল, তাদের ঘুঙুর ঝমঝম আওয়াজ তুলছে। আগুনের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে তারা নাচ শুরু করল। চিৎকার, শিসের শব্দ, অশ্লীল টিপ্পনীতে বাতাস ভারি হয়ে উঠল। হাজার বছর আগের কাম্পিল্য দেশের রাজকন্যাকে নিয়ে গান শুরু হল, যিনি একশজন রাজার সাথে

BanglaBook.org

একশ রাত কাটাতে চাইতেন। উন্মত্তের মত 'থাকিল' ঢোল বেজে চলেছে, 'নাদস্বরম' সানাই, গায়কের সাথে তীক্ষ্ণ সুরে সুর মিলিয়েছে।

"জায়গাটা ভালোই," কান ঝালাপালা করে দেওয়া গানবাজনা আর শিসের শব্দ ছাপিয়ে শিভাপ্পা বলে। নিজে মখমলের গালিচায় শোবে আর তার ভাই ঘাসে শোবে ভেবেই কাটাপ্পার খারাপ লাগছে। আঙুল দিয়েই বোঝা যাচ্ছে ঘাসের উপর শিশির জমতে শুরু করেছে, নিজের আঙুলের মাঝে সেই মৃদু শৈত্য সে অনুভব করতে পারছে। জীবনে এই প্রথম মাটিতে না শুয়ে কাটাপ্পা মখমলের উপর শোবে। এটা তার অর্জিত। তার জীবনের প্রথম অর্জন। কিন্তু ভাইকে ওই নরম গালিচায় নিয়ে যেতে পারবেনা ভাবতেই কাটাপ্পার দুঃখ হল।

কাটাপ্পার চিন্তা এবার গালিচার দিকে ঘুরে যায়। গালিচার কোমলতা দেখার জন্য সে অস্থির হয়ে পড়েছে। এই গালিচা সূক্ষ্ম লতাপাতার জটিল নকশাকাটা, মায়ের পেট থেকে বের করা না-জন্মানো মেষশাবকের পশম দিয়ে তৈরি। নরম তো হবেই! পিতার কাছে সে বহুবার এই গালিচার গল্প শুনেছে। যদিও সে কোনোদিক অনুভব করেনি, তবুও অনুমান করতে পারে কেমন করে এই নরমে পা ডুবে যায়। রাজবংশীয় দের পায়ের স্পর্শ পাওয়া গালিচা থেকে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর ঘ্রাণ বের হয়। ঠিক যেমন রাজপুত্রেরা কাছে এলে তাঁদের রেশমবস্ত্র থেকে পাওয়া যায়। কাটাপ্পা তার মোটা কাপড়ের লুঙি কোমরের চারপাশে শক্ত করে জড়িয়ে নেয়। হয়ত রাজপুত্রদের রেশমের পোশাকের স্পর্শও সে একদিন পাবে! সম্ভবত এটা ভীষণই উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সে একজন অস্পৃশ্য, কেউই তাকে তাঁদের পোশাক স্পর্শ করতে দেবেন না। কিন্তু স্বপ্ন দেখতে তো আর ক্ষতি নেই! আগের গান থেমে গেছে, পরের গানের জন্য গায়কেরা প্রস্তুতি নিচ্ছে।

"কুকুরের জন্য উপযুক্ত জায়গা," শিভাপ্পা আচমকাই বলে উঠল।

কথাটা বুঝতেই কাটাপ্পার কিছুক্ষণ লেগে গেল। বুঝেই মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার জ্বলে গেল। শিভাপ্পা ততক্ষণে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়েছে। কাটাপ্পা উত্তর দেওয়ায় প্রয়োজন বোধ করল না। আগুনের পাশ দিয়ে দ্রুত হেঁটে সে বিজ্জলের তাঁবুর কাছে চলে গেল। দুজন দ্বাররক্ষী নিজেদের বল্লম কোণাকুণি ধরে দাঁড়িয়ে ছিল,কাটাপ্পাকে দেখে বিনা প্রশ্নে বল্লম সরিয়ে নিল। এটা তাকে আরাম দিল। কাটাপ্পা

BanglaBook.org

ভিতরে উঁকি মেরে দেখল বিজ্জল নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন। বাইরে গালিচায় একটু মোটে জায়গা ছিল, কয়েকবার হাত দিয়ে ঝেড়ে নিয়ে কাটাপ্পা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। সে নিঃসন্দেহে একজন সৌভাগ্যবান দাস। শোবার আগে পরম করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য সে চোখ বন্ধ করে, ছোটবেলায় মা যেমনটি শিখিয়েছিলেন। *কুকুরের জন্য উপযুক্ত জায়গা* হজম না হওয়া খাবারের মত শিভাপ্পার কথাটা বারবার তার মনে খোঁচা দিয়ে যাচ্ছে। মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে কাটাপ্পা মায়ের শেখানো ঈশ্বরের করুণা প্রাপ্তির কথা ভাবতে চেষ্টা করল। এই পৃথিবীতে কতজন আছে যারা এটুকুও পায়না – পেটের জন্য খাবার পায়না, ঘুমানোর জন্য মেঝে পায়না। কাটাপ্পা নিজেকে ধন্য বলে মনে করল। সে সত্যিই সৌভাগ্যবান! ঘুম আসতে আজ সময় লাগবে, ততক্ষণ সে আকাশের অগণিত তারাদের দেখতে থাকল।

কয়েক সপ্তাহ আগে শিভাপ্পার কথাগুলো তার মনে ভীড় করে এল, অযাচিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবেই। কয়েকদিন আগে আজকের মতই পরিষ্কার কৃষ্ণবর্ণ রাতে তারা পাশাপাশি শুয়ে, হীরক খচিত চাদরের মত আকাশ তাদের উপর বিছানো। কাটাপ্পার সুখস্বপ্নের ঘোর ভেঙে দিয়ে শিভাপ্পা বলেছিল, "দাদা! আমি ভাবি এক নিষ্ঠুর ঈশ্বর নিজের মজার জন্য কালো ঝোলের মধ্যে তারাগুলোকে সেদ্ধ করছেন, ঠিক যেমন আমাদের মত অসংখ্য মানুষের জীবন নিয়ে তিনি খেলছেন।" কাটাপ্পা পাশ ফিরল। আবছা জুতোর গন্ধ আর ঘাসের গন্ধ ছাড়া, কাটাপ্পা যেমন ভেবেছিল, গালিচা ঠিক তেমনই। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর তার ভাইয়ের কণ্ঠস্বর মাথার মধ্যে ফিসফিস করে বলে উঠল,

"কুকুরের জন্য উপযুক্ত জায়গা।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তিন

পরমেশ্বর

অস্ত্রাগারের নীচে শিল্পশালায় যাওয়ার যে চক্রাকার সিঁড়ি নেমেছে, তার প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করার সাথে মহাপ্রধান পরমেশ্বর হাঁপিয়ে উঠছিলেন। তিনি নিশ্বাস নেওয়ার জন্য তাঁর অনুচর রূপকের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন।

উগ্র ধাতব গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে। বাইরে এখন ভোরবেলা, পাতাদের গায়ে লেগে থাকা শিশির এখনো উবে যায় নি, কিন্তু ভূগর্ভস্থ এই কারখানা শুকনো এবং প্রচণ্ড উত্তপ্ত। গনগনে হাপরের আগুন, নেহাই এর উপর হাতুড়ি আঘাতের একটানা শব্দ এই স্থানকে নরক সদৃশ করে তুলেছে।

"আমি এসব সামলে নিতে পারতাম, স্বামী," রূপক তাঁকে বলে। পরমেশ্বর তাঁর উষ্ণীষের ঝুলন্ত অংশ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে হাসলেন। "আমি জানি তুমি পারবে বৎস, কিন্তু কিছু দায়িত্ব এমনও থাকে, যেগুলি সহকারীদের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। তারা যতই করিৎকর্মা হোক না কেন!"

তাঁরা কক্ষে প্রবেশ করতেই হাতুড়ির শব্দ থেমে গেল এবং লৌহকারেরা মাহিষমতীর প্রধানমন্ত্রীকে নমস্কার জানাতে নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে উঠে দাঁড়ায়। একজন শীর্ণ বৃদ্ধ সামনে এগিয়ে এসে মহাপ্রধানের সামনে আনত হল।

"কাজ কেমন চলছে ধামক?" কর্মকারদের প্রধানকে পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর ঝুঁকে মেঝেতে রাখা ক্ষুদ্র পেটিকা থেকে একমুঠি নুড়ি হাতে তুললেন। সেগুলি হাতের মধ্যে এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করতেই সেই আপাত

BanglaBook.org

ধূসর পাথর গুলি আগুনের আলোয় বর্ণাভ উজ্জ্বল নীল দ্যুতি ছড়িয়ে ঝকমক করে উঠল।

"আমাদের গৌরীকান্তের অভাব পড়ছে। আমরা যদি গৌরীধূলি ব্যবহার না করি, তাহলে তলোয়ার সব ভঙ্গুর হয়ে যাবে,আর তাদের তৈরির জন্য যে পাথর প্রয়োজন সেগুলি দ্রুতই শেষ হয়ে আসছে।" ধামক এক পা থেকে অন্য পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সসঙ্কোচে জানায়। পরমেশ্বর পাথর গুলি আবার পেটিকায় রেখে দিলেন।

"সেনাপতি হিরণ্য কী বলছেন?" প্রভুর মনোভাব বুঝতে পেরে এবার রূপক জিজ্ঞাসা করে।

"তিনি...তিনি খুশি নন। তিনি আমাদের দ্রুত কাজ সারতে বলছেন, কিন্তু আমাদের ঘাটতি পড়ছে..." প্রধান কর্মকার দ্বিধান্বিত হল।

"গৌরীকান্ত মণি। হ্যাঁ, আমার জানা আছে। মহামাকম পর্যন্ত অপেক্ষা করো," উজ্জ্বল অবচূর্ণন কিছুটা হাতে তুলে নিয়ে আঙুল দিয়ে অনুভব করতে করতে মহাপ্রধান বললেন।

"না মানে আমাদের শুধুমাত্র মণিরই ঘাটতি পড়ে নি..." ধামক তার কথা শেষ করে না।

"তোমরা একুশ জনের সবাই সুখে আছো তো?" মহাপ্রধান কর্মকার প্রধানের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝে নিতে চাইলেন। তাদের পেছনে অগ্নিকুণ্ড চড়চড় শব্দ তুলে জ্বলছে। উষ্ণতা সহ্যের বাইরে। তালাওয়ালার অনাবৃত শরীর ঘামে চকচক করছে। সে মহাপ্রধান আর তাঁর সহকারীর দিকে একবার তাকিয়ে কুণ্ঠিত ভাবে ঘাড় নাড়ায়।

"হ্যাঁ...হ্যাঁ প্রভু।"

"প্রভু এখানে একটা ফাটল হয়েছে, প্রায়ই জল চুঁইয়ে পড়ে। একদিন আমরা সবাই এই নরকে ডুবে মরে যাব। কিন্তু কেউ কোনো গুরুত্বই দেয় না।" পিছন থেকে একটি তরুণ কণ্ঠ চিৎকার করে।

ধামক তিরস্কার করে ওঠে, "চোপ বেয়াদব, জানিস কার সাথে কথা বলছিস?"

BanglaBook.org

তরুণ ধামকের দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে ছাদের দিকে মুখ তুলে তাকায়। একফোঁটা জল তার কপালে পড়ে ছিটিয়ে যায়। চুঁইয়ে পড়া জল ধরার জন্য মেঝেতে একটি লোহার বালতি পাতা আছে।

বেশ কষ্ট করে মহাপ্রধান ছাদের বিশাল গোলাকার প্রবেশপথটির দিকে ঘুরলেন। ফাটলের দিকে তাকিয়ে তাঁর কপালে কুঞ্চন রেখা দেখা দিল।

“আমাদের বেশি লোক নেই আর...” মহাপ্রধানের উত্থিত হাত ধামকের কথা মাঝপথে বন্ধ করিয়ে দেয়।

“সেনাপতির প্রয়োজন যেন পূর্ণ হয় সেদিকে নজর দেবে। জাতীয় সুরক্ষার বিষয় বলে কথা।” কথাগুলি বলে মহাপ্রধান রূপকের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন তাঁদের পরিদর্শন শেষ হয়েছে। তিনি সিঁড়ি চড়তে শুরু করলেন।

“প্রভু, ফাটলের কী হবে?” তরুণ কর্মকার চিৎকার করে বলে। পরমেশ্বর উত্তর দিলেন না। কিছুদূর যেতেই সর্বশক্তি দিয়ে হাতুড়ি পেটানোর আওয়াজ পেলেন। তরুণটি কাজের মাঝেই রাগ আর নিরাশা নিয়ে একাই বকে যেতে থাকল। শিঘ্রই চল্লিশটি হাতুড়ির ধাতু পেটানোর শব্দে কানে তালা লাগানোর যোগাড় হল।

সিঁড়ির উপর থেকে আসা আলোর কাছাকাছি পৌঁছতেই তিনি রূপককে ফিসফিস করে বললেন, “তাদেরকে বোলো বিরতির আগেই যেন এই ফাটল বন্ধ করে দেয়। তিন বছরের পরিশ্রম জলে ধুয়ে যাওয়া আমাদের কাম্য নয়।”

রূপক মাথা নাড়ে।

“প্রভু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?” প্রধানমন্ত্রী তাকে থামিয়ে দেওয়ার আগেই সে তাড়াতাড়ি যোগ করে, “ধামকের সঙ্গে কথা বলার সময় আপনি একুশজনের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু আমি যে গুনে দেখলাম তারা সংখ্যায় মাত্র কুড়ি।”

মহাপ্রধান বাগানের স্নিগ্ধ বাতাসে এসে প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিলেন। আজ বড় সুন্দর দিন।

“প্রভু!”

“রূপক, আমারও সেই একই দুশ্চিন্তা। ওদের মধ্যে একজন নিরুদ্দেশ। এত গুরুত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত থাকা মানুষ কিভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে?”

BanglaBook.org

"স্বামী, খুবই বিপর্যয়কারী ঘটনা, আশা করি কোনো মণি উধাও হয়নি!" রূপক আতঙ্কিত হয়ে বলে।

"ছ'টি নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে। সর্বোৎকৃষ্ট গুণের।" পরমেশ্বর অনুচ্চ কণ্ঠে বলেন।

"কিন্তু কিভাবে? ওই স্থানটিতে সর্বোচ্চ স্তরের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করা আছে।"রূপক আর্তনাদ করে ওঠে।

"ছাদের ছোট দরজা দিয়ে সে পালিয়েছে।"

"কিন্তু সেই দরজা তো নদীর তলদেশে খোলে, প্রভু। আর সেই দরজা শুধুমাত্র তখনই খোলে, যখন বাইরে ও ভিতর থেকে যুগপৎ চাবি ঘোরানো হয়। তাছাড়া এই দরজা তো বানানোই হয়েছে যদি কখনো কোনো বিপর্যয় ঘটে, যেমন শত্রুপক্ষ যদি মাহিষমতী দখল করে বসে, তখন যাতে এই কারখানা নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য।"

"তিন শ' বছর আগে যখন এই অস্ত্রশালা বানানো হয়, তখন সত্যিই এই দরজা নদীগর্ভে খুলত, রূপক। নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। তাই কেবলমাত্র ভরা জোয়ারের সময়তেই এই স্থান জলমগ্ন হয়।এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কেউ তার জন্য বাইরে থেকে দরজা খুলেছিল, আর তার কাছে ভিতর থেকে খোলার চাবি ছিল।"

"সুরক্ষা ব্যবস্থার কি চরম উল্লঙ্ঘন, স্বামী। এই বিপর্যয় আটকানোর জন্য আমি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।" রূপক তার মাথা নত করে।

"আমরা এমন একটা জাতি যাদের চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। আমাদের সুরক্ষা ব্যবস্থায় ঝঞ্ঝাট শুরু হয়েছে। নিজেকে দোষ দিও না। আমার উপরেও ততোধিক দোষারোপ করা যায়। আমার কর্মজীবনের শেষলগ্নে এসে কিনা এমন হল! মহারাজের অনুরোধে-না হলে বহুদিন আগেই আমি অবসর গ্রহণ করে নাতিনাতনিদের সঙ্গে খেলা করে জীবন উপভোগ করতাম।" মহাপ্রধান পরমেশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

রূপক জিজ্ঞাসা করে, "সম্রাট জানেন?"

"এখনো জানেন না। যদি আমরা সেই কর্মকার আর মণিগুলি খুঁজে পাই, তবেই তাঁকে জানাতে পারব। অযথা তাঁকে উদ্বিগ্ন করতে চাই না।"

BanglaBook.org

"ছ'টি গৌরীকান্ত উধাও, একুশ জনের মধ্যে একজন কর্মকার, যে কি না মণির ব্যবহার জানত, সে নিরুদ্দেশ। প্রভু, আমি শঙ্কিত।"

"আমিও বৎস। কিন্তু আমার লোকজন এ বিষয়ে তদারক করছে।" মহাপ্রধান বলেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রত্যয়ের অভাব সুস্পষ্ট।

তিনি গৌরীপর্বতের দিকে হাত জোড় করে অস্ফুট স্বরে প্রণাম জানালেন, "হে মা গৌরী, মাহিষমতীকে রক্ষা কোরো।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চার

পট্টরায়

ভূমিপতি পট্টরায় ভীষণ বিরক্ত। এমনিতেই তাঁর রাজসভায় যেতে দেরি হয়ে গিয়েছে, আজ আর মন্দিরের সামনে দাঁড়ানোর অবকাশ ছিল না, কিন্তু রাজগুরু রুদ্রভট্টের প্রলাপ বার্তার জন্য তিনি আসতে বাধ্য হয়েছেন। যখন তিনি পৌঁছালেন দণ্ডকারদের প্রধান, দণ্ডনায়ক প্রতাপ, যিনি শহরের আইন শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনি ইতিমধ্যেই রাজগুরুর পার্শ্বকক্ষে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

পট্টরায় কোমর-বন্ধনীর খাপ থেকে বার্তাটি বের করে এনে উচ্চকণ্ঠে পড়তে শুরু করলেন, "দয়া করে দ্রুত আসুন। দাসটি অযৌক্তিক আচরণ করছে। আমরা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিনা। সে দু বার পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। আমি তাকে আর এখানে লুকিয়ে রাখতে পারব না। এখানে চারিদিকে গুপ্তচর।"তিনি ভূর্জপত্রটি তেপায়ার উপর ছুঁড়ে দিয়ে রুদ্র ভট্টের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

"স্বামী, আপনি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি, একজন পণ্ডিত যিনি পুরাণ গুলি আত্মস্থ করেছেন, এবং বেদজ্ঞানেও বিশেষ পারদর্শী। তাহলে কি মুহূর্তে আপনার কাণ্ডজ্ঞানের অভাব ঘটছে? কিভাবে আপনি এত স্পষ্ট ভাষায় বার্তা লিখতে পারলেন? 'আমি তাকে আর এখানে লুকিয়ে রাখতে পারব না। চারিদিকে গুপ্তচর, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।' আমাদের সবাইকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চান?" পট্টরায় হিসহিসিয়ে ওঠেন।।

BanglaBook.org

"পট্টরায়, আসলে স্বামী ভয় পেয়েছেন," দন্ড নায়ক প্রতাপ ক্ষুব্ধ ভূমিপতিকে শান্ত করতে চান। "ওই দাস নাগয়্যা রেগে উল্টোপাল্টা বকছে। সে তার পুত্র ও স্ত্রীর জন্য নিরাপদে কাদরীমন্ডলমে পাঠানোর সুরক্ষিত পথ চাইছে। সে একা যাবে না।"

"আপনি তাকে বোঝাতে পারলেন না যে জীমূতের জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করতে পারবে না? ওই মূর্খকে বলতে পারলেন না যে উপপ্রধান স্কন্দদাস স্বয়ং জলদস্যুদের জাহাজের বিরুদ্ধের অভিযানের তত্ত্বাবধান করছেন। তাকে ধৈর্য ধরতেই হবে। তাছাড়াও তার পরিবারকে সঙ্গে নেওয়া অসম্ভব। এর জন্য তাকে আমরা যথেষ্ট আর্থিক মূল্য দিচ্ছি। সেই অর্থ দিয়ে কাদরীমণ্ডলমে সে এক নতুন স্ত্রী খুঁজে নিক!"

"বলে দেখতে গেছিলাম" রুদ্র ভট্ট বলেন, "তাকে এই ইঙ্গিত দিতে গেলে সে আমার মুখে থুতু ছোঁড়ে।" নিজের মুখে দাসের থুত ফেলার কথা মনে পড়ায় ব্রাহ্মণ শিউরে উঠলেন। আপনমনেই হাতের তালুর উল্টো দিক দিয়ে মুখে লেগে থাকা কল্পিত থুতু আবার মুছলেন।

পট্টরায় ধাক্কা মেরে তেপায়া সরিয়ে দিয়ে কক্ষের একপ্রান্তে এগিয়ে গেলেন, যেখানে একজন দাস উবু হয়ে মাটিতে বসেছিল। তার কাছেই কর্মকারের সরঞ্জামের একটি পুঁটুলি মেঝেতে পড়ে আছে।

"বৎস," পট্টরায় তার দিকে ঝুঁকে তর্জনী দিয়ে তার চিবুক তুলে ধরেন, "তোমার কিসের এত দুশিন্তা পুত্র! আমরা তোমাকে নতুন জীবনের প্রতিশ্রুতি দিইনি? স্বাধীনতার আশ্বাস?"

"মন্দিরের ভেতরে তোর মত এক অস্পৃশ্য কে আমরা প্রবেশ করতে দিইনি?" রুদ্র ভট্ট আরোও বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু যখন দেখলেন পট্টরায় তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁত কিড়মিড়ি করছেন, তিনি চুপ করে গেলেন।

পট্টরায় আবার নাগয়্যার দিকে ফিরলেন। তিনি খেয়াল করেছেন এই দাসের বাম কানটি নেই। সাম্রাজ্য থেকে এই ব্যক্তিকে চোরাচালান দেওয়া খুব সহজ কাজ হবেনা। মানুষ খুব সহজেই একে মনে রাখবে। *তাঁদের গুপ্তচরেরা কি এই জঞ্জালকে ছাড়া সেই কাজের জন্য আর কাউকে পেল না,* তিনি ভাবলেন। এই দাসের শরীর থেকে আসা দুর্গন্ধ ঢাকতে তিনি সুচতুর ভাবে নিজের নাক চাপা দিলেন।

BanglaBook.org

"আমি চাই আমার স্ত্রী ও পুত্র আমার সঙ্গে চলুক," নাগয়্যা উপরের দিকে না তাকিয়েই বলল।

"বেশ আমাদের এটা নিয়ে ভাবতে দাও। আমরা যদি তোমার কাজে সন্তুষ্ট হই, তাহলে তোমার এই শর্তে রাজী হতেও পারি। পারি না আমরা?" পট্টরায় সঙ্গীদের দিকে তাকালেন।

"কিন্তু আমরা কীভাবে..." প্রতাপের খোঁচা খেয়ে রুদ্র ভট্ট তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না।

"হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারি," প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন।

"বৎস নাগয়্যা," পট্টরায় তার কাঁধে হাত রাখেন, "তোমার কাছে তোমার সরঞ্জাম রয়েছে। কেন তুমি কাজ শুরু করছ না?"

দাস কোনো উত্তর দিল না। তার মুখ ছায়ার মধ্যেই ডুবে রইল।

"যতক্ষণ না আমার পরিবার এখানে আমার সঙ্গে আসছে, আমি কাজ শুরু করব না।" অবশেষে সে দৃঢ় গলায় ঘোষণা করল।

পট্টরায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতাপকে ইশারা করলেন। দণ্ডনায়ক দ্রুতবেগে দাসের দিকে এসে তার মুখে সমকোণে লাথি মারলেন। নাগয়্যা সেই আঘাতে পিছনে ছিটকে পড়ে গিয়ে মাথায় দেওয়ালে ধাক্কা খেল। সে কাপড়ের পুতুলের মত ঢলে পড়ল।

"ও বাবা গো, আপনি ওকে মেরে ফেললেন!" রুদ্র ভট্ট মানসিক যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

"চোপ, ব্রাহ্মণ," পট্টরায় হুংকার দেন, "আমাকে বাতিটা দিন।"

বাতির আলোয় পট্টরায় নাগয়্যার মুখ তুলে ধরেন। তার নাক থেঁতলে গেছে, যেখানে বাম কান থাকার কথা সেই ছিদ্র থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তিনি দাসের নাকের কাছে আঙুল নিয়ে গেলেন, তাঁর ভ্রু কুঁচকে গেছে।

"মরে গেছে?" ভয়ে রুদ্র ভট্টের কণ্ঠস্বর বিকৃত শোনায়।

রাজগুরু কে উপেক্ষা করে পট্টরায় প্রশ্ন করেন, "মণিগুলি কোথায়?" প্রতাপ দাসের সরঞ্জামের পুঁটুলিতে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। অবশেষে যখন কিছুই পান না, তখন পুঁটুলি সমেত খালি করে মেঝের উপর ঢেলে দেন। হাতুড়ি, বাটালি, উখা

BanglaBook.org

একে একে মেঝের উপর ঠোকর খেয়ে পড়তে থাকল। কিন্তু কোনো পাথর বেরিয়ে এল না।

"এ যাঃ! আহাম্মক টা কি মণি না নিয়েই এসেছিল? ও বাবা গো,ও বাবা গো,!" রাজগুরু প্রায় কেঁদেই ফেললেন।

"শু...শ...শ" পট্টরায় হিসহিসিয়ে ওঠেন। তিনি নাগয়্যার ধুতির ভাঁজের চারপাশ হাতড়ে নিয়ে একটানে সেটিকে খুলে ফেলেন। যা খুঁজছিলেন পেয়ে গেলেন। একটি ছোট্ট পুঁটুলি কৌপীনের দড়ির সঙ্গে বাঁধা। তিনি ঝুলির মুখ খুলে মণি গুলি হাতের তালুর উপর ঢাললেন। সেগুলির উপর আলো এসে পড়তেই সমগ্র কক্ষটি অলৌকিক নীলাভ আলোতে ভরিয়ে সেগুলি ঝলমল করে উঠল। বন্ধুদের নীল পৈশাচিক মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি হাসলেন। "সৌভাগ্য!" দ্রুত নিশ্বাস টেনে প্রতাপ বলেন।

"যদি এমন কাউকে পাই যে এগুলিকে গৌরীধূলিতে রূপান্তরিত করতে পারবে, তবেই!" পট্টরায়ের নীল ঠোঁটে চওড়া হাসি খেলে গেল।

যখন পায়ের পাতায় সজোরে হাতুড়ির আঘাত এসে লাগল, এবং এতই অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে এল যে প্রতাপ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠল। চমকে গিয়ে পট্টরায়ের হাত থেকে বাতিটি পড়ে গিয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খেয়ে দপ করে নিভে গেল। নাগয়্যা ছোঁ মেরে পট্টরায়ের হাত থেকে মণিগুলি ছিনিয়ে নিল। পট্টরায় ও রুদ্র ভট্ট ভয়ে পিছিয়ে গেছেন। দাসটি উন্মত্তের মত বাতাসে হাতুড়ি ঘোরাচ্ছে। রুদ্র ভট্টের মাথা এক চুলের জন্য বেঁচে গিয়ে হাতুড়ির আঘাত গিয়ে পড়ল দেওয়ালে। দেওয়ালে চিড় ধরল। প্রতাপ এখনো যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। সন্তর্পণে নাগয়্যাকে এড়িয়ে পট্টরায় নিজেকে দেওয়ালের সাথে চেপে রেখেছেন। কিন্তু পুরোহিত ততটা সৌভাগ্যবান নন। হাতুড়ি এসে তাঁর প্রশস্ত ভুঁড়িতে লাগতেই তিনি মাটিতে পড়ে ব্যথায় চিৎকার করতে লাগলেন। পট্টরায় ধরে ফেলার আগেই নাগয়্যা পুরোহিত কে টপকে বাইরে পালিয়ে গেল। প্রতাপ তাঁর লোকজনদের ডাকতে যাচ্ছিলেন, পট্টরায় তাঁকে থামালেন। তিনি চকমকি দিয়ে বাতিটি জ্বালালেন। ঠিক সেই সময় মেঝের ফাটলে আটকে থাকা একটা উজ্জ্বল পাথরের দিকে তাঁর নজর গেল। কেউ কিছু বোঝার আগেই দ্রুততার সাথে তিনি সেটি কুড়িয়ে নিয়ে কোমর-

BanglaBook.org

ংশ্বনীর মধ্যে গুঁজে নিলেন। তাঁর বন্ধুরা এখনো যন্ত্রণায় চিৎকার করে চলেছেন। মণিটি নিজের হেফাজতে রেখে পট্টরায় এবার উদ্বিগ্ন হওয়ার ভান করে বৈদ্য ডেকে আনার উদ্যোগ নিলেন।

"আমি ওই বজ্জাতকে মেরে ফেলব। তাকে খুঁজে আনতে আমার আওতার দণ্ডকারদের পাঠাবো। তার আমি জ্যান্ত চামড়া ছাড়িয়ে নেব!" প্রতাপ দাঁত কিড়মিড়ি করতে থাকে।

পট্টরায় বললেন, "দন্ডকারদের কখনোই পাঠাবেন না। অন্ততপক্ষে পোষাকে তো নয়ই! তাকে দেখতে পেলেই কেটে ফেলার নির্দেশ দিন। যদি সে আমাদের কথা কারোও সামনে ফাঁস করে দেয়..." পট্টরায় গলায় আড়াআড়ি তর্জনী চালিয়ে ইশারা করলেন।

প্রতাপ হাততালি দিতেই দুজন দণ্ডকার এসে প্রণাম জানায়। তিনি তাঁদের পট্টরায়ের দেওয়া নির্দেশ দিতেই তারা দ্রুতবেগে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই, ছ'জন মানুষকে মন্দিরের প্রাচীরের বাইরে ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখা গেল। সবার মুখ পাগড়ির ঝোলা অংশ দিয়ে অর্ধেক আবৃত।

রুদ্র ভট্ট জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা এখন কী করব?"

"প্রার্থনা করুন যেন ওই বে-জন্মা দ্রুতই ইহজীবন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে।" রথে চড়ে বসে পট্টরায় বললেন। "আর শুনুন, বৈদ্যের চিকিৎসা হয়ে যেতেই আপনারা দুজন এই বাচ্চাদের মত ঘ্যানরঘ্যানর বন্ধ করবেন। পারলে দরবারে আসুন। আমাদের অনুপস্থিতি যেন কারো মনযোগ আকর্ষণ না করে!"

পট্টরায় ঘোড়ায় চাবুক চালাতেই রথ রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাঁচ

শিবগামী

"বৎস" সামনের আসন থেকে থিম্মার ভাঙা গলার আওয়াজ শুনতে পেল শিবগামী। তারা তাঁর রথে চলেছে।শিবগামী মুখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। কয়েকদিন আগেই তার একমাত্র বন্ধু রাঘব চলে গিয়েছে। তার জন্য মন খারাপ করছে, কিন্তু এটা কোনো ব্যাপার নয়, কারণ এবার থেকে সবার জন্যেই তার মন খারাপ করবে। চিরদিনের জন্য সে থিম্মার বাড়ি ত্যাগ করছে। সেই যবে থেকে থিম্মা তাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেছিলেন, সেটাই তার নিজের বাড়ি হয়েছিল। যে মা কে সে কোনোদিন পায় নি, থিম্মার স্ত্রী ভামা তার সেই মা ছিলেন। অখিলা, থিম্মার ছোট্ট মেয়ে, তার বোন ছিল। ছিল, কিন্তু আর নেই। তাঁরা তাকে চান না।

অখিলা তার পাশে বসে ক্রমাগত ঘ্যানঘ্যান করছে। অনেকবার সে শিবগামীর সাথে বাক্যালাপ চালানোর বৃথা চেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু সে তার দিকে ঘুরেও তাকায়নি। আট বছরের বালিকাটি বিমর্ষ মুখে বসে নিজের ঝিনুক নিয়ে খেলছে। শিবগামীকে বিদায় জানাতে আসবে বলে সে জেদ ধরেছিল। বাঁধানো পথের একটি ফাটলে হোঁচট খেতেই রথ দুলে উঠল। থিম্মা চাবুক চালালেন।

"বৎস, আমাদেরকে ঘৃণা করার সম্পূর্ণ অধিকার তোমার আছে, কিন্তু একদিন তুমি উপলব্ধি করবে তোমার ভালোর জন্যেই আমরা এটা করছি। দেবরায় আমার বন্ধু কম ভাই বেশি ছিল, তার সন্তানের ক্ষতি হবে এমন কিছুই আমি করব না। আমি তোমাকে রাজ অনাথালয়ে দিতে চাইছি কারণ..."

BanglaBook.org

"না ঠিক আছে," মুখ ঘুরিয়েই সে জবাব দেয়। তার চোখে জল আসছে, এর জন্য সে নিজের উপরেই বিরক্ত হল। সে চাইল না থিম্মা তার কান্না দেখে ফেলুক।

"তুমি সেখানে অনেক বন্ধু পাবে।" তিনি বললেন।

"ভাল" সে চোখের জল মিলিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু আবার মুছতে গেলেও তিনি বুঝে ফেলবেন সে কাঁদছে। সে দেবরায়ের কন্যা, অশ্রু তার জন্য নয়।

"বৎস, আমি নিজে যা যা জানি, তোমাকে সব শিখিয়েছি। এখন তুমি ভাল অস্ত্র চালনা করতে পারো, নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। তুমি লেখাপড়াও জানো। আমি পণ্ডিত নই, কিন্তু আমি সর্বান্তকরণ চেষ্টা করেছি। তোমার জন্য আমি যা যা করতে পারতাম, সবই করেছি। বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করি। আজ আমি যা করছি, তার জন্য একদিন তুমি এই বৃদ্ধ মানুষটিকে কৃতজ্ঞতা জানাবে।" থিম্মা বলে গেলেন।

"আপনি যা করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ" সে উত্তর দিল।

তিনি কিছু বললেন না, কিন্তু শিবগামী বুঝল কথাগুলি তাঁকে আঘাত দিয়েছে। তার অনুশোচনা হল, তবুও সে তার মনকে শক্ত করল।তাঁর এটাই প্রাপ্য। তিনি যদি তাকে নাইই চাইতেন, তাহলে কেন সেদিন নিজের বাড়ি নিয়ে গেছিলেন? কেন তিনি অভিনয় করলেন – হ্যাঁ 'অভিনয়' সঠিক শব্দ – যেন তিনি তার পিতা? সে ভূমিপতি দেবরায়ের কন্যা। পিতাকে আর পিতার বলে যাওয়া কথাকে ভুলে যাওয়ার জন্য ঈশ্বর তাকে এই শাস্তি দিচ্ছেন। তার আর থিম্মার মাঝে অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। পাথর বাঁধানো পথের উপর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ সেই নীরবতাকে আরো স্পষ্ট করে তুলল।

শিবগামীর কোলের উপর রাখা পুঁটুলি চেপে ধরে। তার যাবতীয় জিনিসপত্র এতে রয়েছে। সে পুঁটুলির গায়ে আলতো আঙুল চালায়। একটা পাণ্ডুলিপির শক্ত মলাটে এসে তার আঙুল থামে। তার পিতার স্মৃতি আবার ফিরিয়ে আনে এই পাণ্ডুলিপি। বিরক্তিকর ভাবে সেই রাতে রাঘবের অস্বস্তিকর আচরণও তার মনে পড়ে।

সে মনে মনে অনেকবার ভেবেছে, তাত থিম্মাকে এই বই সম্পর্কে জানাবে কি না। *এই বই আমার পিতার, আর তাই এটা আমার* মাথার মধ্যে একটা জেদি

BanglaBook.org

আওয়াজ শোনে। এটা সম্পর্কে কাউকে বলার দায় তার নেই, এই অজুহাত আঁকড়ে সে বসে থাকে। রথ সরাইখানাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল।

"দিদি আমি তোমার সঙ্গে এসে থাকব?" অখিলা শুধায়, কিন্তু শিবগামী নিরুত্তর থাকে।

"অনেক বন্ধু পাবো, খুব আনন্দ হবে। এমনকি রাঘব দাদাও শিক্ষা লাভের জন্য দূর দেশে চলে গেছে। শোনো না, শোনো না, আমি কি তোমার সাথে থাকতে পারি?" অখিলা শিবগামীর কাঁধ ধরে ঝাঁকায়। শিবগামী তাকে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল। পথঘাট অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে আসে, সে বোঝে আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তার চোখ ফেটে জল আসছে।

"আমি পিতাকে একদম পছন্দ করি না, কেন তিনি তোমাকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন?" অখিলা অভিমানে ঠোঁট ফোলায়।

যদি শিবগামী সে উত্তর জানত! সে চাইল অখিলা একটু চুপ করুক।

"দিদি, দিদি দেখো, এই তিনটে সবুজ পাথর আমি গতকাল পেয়েছি। এখন আমার কাছে এক হাজার তিনশ চুরাশিটা পাথর আর চারশ খানা ঝিনুক আছে। দেখো না, দেখো না দিদি।" ছোট্ট মেয়েটি তার ক্ষুদ্র বটুয়া তুলে ধরল। এর ভেতরে সে তার অজস্র রঙিন টুকিটাকি সংগ্রহ রাখে। সে রঙিন পাথর, শঙ্খ, ঝিনুক, পুঁথি ইত্যাদি সংগ্রহ করতে ভালবাসে। আর নিজের সঙ্গে সবসময় একটা কাপড়ের বটুয়া রাখে। পছন্দসই যা কিছু সে পায়, এতে ভরে নেয়। বটুয়া ভর্তি হয়ে গেলে, তার পালঙ্কের তলায় রাখা কাঠের পেটিকায় সেগুলি চালান দেয়।

শিবগামী আচমকা বলে ওঠে, "তুমি কি চুপ করবে?" এখন এই মেয়ের বকবকানি কে প্রশ্রয় দেওয়ার কোনো ইচ্ছা তার নেই। অখিলা আসনের অন্যপ্রান্তে সরে গিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বসল। কিছুক্ষণ পর সে পাথরগুলোকে রঙ অনুযায়ী সাজিয়ে খেলতে লাগল।

মাহিষমতীর পথ কর্মযজ্ঞে মেতে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ীরা ভিন্নদেশীয় পোশাকে সজ্জিত। গ্রাম থেকে আসা কারিগরের দল তাদের পসরা সাজিয়ে তারস্বরে হাঁকছে। পোশাক বিক্রেতারা নিজেদের সামনে পোশাকের বোঝা রেখে ক্রেতার সাথে দর কষাকষি তে ব্যস্ত। কুরভ উপজাতির কিছু স্ত্রী পুরুষ

BanglaBook.org

তাদের বাচ্চাকাচ্চা আর নাচ দেখানো বাঁদর ও ভাল্লুক নিয়ে শিবগামীদের রথের পাশ দিয়ে পার হল। পুরুষেরা ঘোড়ায় চেপে ভীড় ঠেলে এগিয়ে চলেছে। ব্যস্ত বন্দরে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে যাওয়া বৃহৎ নৌকার ন্যায় কয়েকটি হাতি উচ্চবংশীয় ব্যক্তিদের নিয়ে এগিয়ে চলেছে। কুমড়ো, আম, কাঁঠাল, তরমুজে বোঝাই গোরুগাড়ি রাস্তায় যানজট পাকিয়ে দিয়েছে। এদিক সেদিক থেকে বিভিন্ন লোকের গালিগালাজ খেয়ে সেই জট আচমকাই পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু এসবের কিছুই শিবগামীর ভারাক্রান্ত মনকে আকর্ষিত করতে পারল না।

রাঘব, তোমাকে খুব মনে পড়বে, আমাকে ক্ষমা করে দিও। সে নিজের মনেই বলল। তার রাঘবকে আঘাত করা উচিত হয়নি। সে সারাজীবন রাঘব কে নিজের দাদার মতই দেখে এসেছে, তার প্রতি রাঘবের এই আবেগ লুকিয়ে ছিল ভাবতেই শিবগামী উত্যক্ত হয়ে উঠল।

রথ ঘুরে গিয়ে সরু একটা পথ ধরল। এতই সরু যে একেবারে একটা রথ পার হতে পারে। উপচে পড়া নর্দমার জলে পথ থইথই করছে। পথের এককোণে মন্দির লাগোয়া লঙ্গরখানা। শীর্ণ, দুর্বল নারী পুরুষের একটি সারি ধৈর্য ধরে খাবারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। ভাত ও রসমের ঘ্রাণ নালার দুর্গন্ধের সাথে মিশে যাচ্ছে। রথ সেই ভীড় ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল।

"খেয়ে নাও মা!" মাতা ভামার কণ্ঠস্বর। শিবগামী চমকে ঘুরে তাকায়। পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকিয়ে সেই বেদনাদায়ক স্মৃতি তাড়িয়ে দিতে চাইল।একটা কান্না তার সর্বসত্ত্বা ঠেলে বেরিয়ে আসছে, সে নিজের ঠোঁট দুটো চেপে আটকানোর চেষ্টা করে। সম্ভবত আজই সে মাতা ভামার হাতের রান্না শেষবারের মত খেয়ে এল। বাস্তব বড় ধীরে ধীরে উপলব্ধি হচ্ছে, কিন্তু তাতে যন্ত্রণার প্রশমন কিছু মাত্র কম হচ্ছেনা। তাঁরা তাকে চান না। সে ওই পরিবারের কেউ নয়, একজন বহিরাগত ছাড়া। তার কেউ নেই।

"কিন্তু... কেন?" তার গলার কাছে এসে শব্দেরা রুদ্ধ হয়ে পড়ছে। কেন তাঁরা তার কাছ থেকে মুক্তি পেতে চান?

রথ সমান গতিতে এগিয়ে চলেছে। তারা যত এগোচ্ছে, পথ আরো সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। শিবগামী বুঝতে পারছে না তাত থিম্মা তাকে কোথায় নিয়ে চলেছেন।

BanglaBook.org

যখন সে ভাবতে শুরু করেছে পথ এর চাইতে বেশি খারাপ হবে না, তখনই রথ দ্রুত বাম দিকে বাঁক নিয়ে নোংরা এক পথ ধরল। খানাখন্দে ভরা অসমান পথ দিয়ে যাওয়ার ফলে রথ অসম্ভব দুলছে।রথ এগিয়ে যেতেই কয়েকটা উলঙ্গ শিশুকে তাদের খড়ের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। পথে ইতস্তত মুরগি ছোটাছুটি করে পালাচ্ছে। নর্দমার জলের গন্ধ ও মাছ ভাজার গন্ধ একসাথে মিশে তাদের নাকে ধাক্কা লাগছে। পথের উপর ঝুঁকে থাকা বাতিস্তম্ভে রথের ঘষা লাগল। থিম্মা বললেন, "এটাই সোজাপথ।"

যখন আবার একটুকরো আকাশ দৃষ্টিগোচর হল, তখন সে অদূরে তোরণের শীর্ষদেশ দেখতে পেল। সেই অভিশপ্ত স্থান তারা অতিক্রম করছে বুঝতে পেরেই একটা আতঙ্ক তাকে চেপে ধরে। প্রতি রাতের মত তার চোখের সামনে ভেসে উঠল ঝুলন্ত খাঁচার ভেতরে পিতার শরীর পাখিরা ঠুকরে খাচ্ছে। আসন চেপে ধরে সে তার চোখ বন্ধ করল। রথ আবার ডান দিকে ঘুরে গেছে, ভাঙাচোরা বাড়িঘর পথের দুপাশে ঝুঁকে আছে। সে বুঝতে পারে কেন তাত থিম্মা এই পথ বেছে নিলেন। তার পিতাকে যেখানে ঝোলানো হয়েছিল, তিনি সেই রঙ্গভূমি এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন। যদিও সেই যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি থেকে নিষ্কৃতি লাভের কোনো পথ নেই।

আচমকা রথ থেমে যেতেই সে তার চোখ খোলে। পথ আটকে রাস্তার মাঝখানে কিছু গরু বসে রয়েছে। থিম্মা গজগজ করতে করতে ঝাঁপিয়ে নেমে তাদের সরাতে গেলেন। কাছাকাছি বিন্যস্ত বাড়িঘরের মধ্যে দিয়ে পথ ক্রমশ খাড়াই ভাবে উঠে গেছে। এই সুযোগ। শিবগামী রথ থেকে লাফিয়ে নেমেই দৌড়তে শুরু করে। শিবগামী যে পালাচ্ছে, সেটা বুঝতেই থিম্মার কিছুক্ষণ সময় লেগে গেল। নিজের বাতগ্রস্ত পা কে শাপশাপান্ত করে তিনি শিবগামীর নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। শেষে রথ ছেড়ে দিয়ে তার পেছনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করলেন।

শিবগামী দেখে তার পেছনে অখিলাও ছুটে আসছে। পথ নোংরায় ভর্তি, গোরু গাড়ির চাকায় পিষে যাওয়া গোবরে পিছল হয়ে আছে।অখিলা পা পিছলে পড়ে যায়। একমুহূর্তের জন্য তার মনে হল থেমে গিয়ে তাকে তোলে, কিন্তু দেখে সে নিজেই উঠে তার দিয়ে আসছে। শিবগামী আবার দৌড়তে থাকে। পথের শেষ

BanglaBook.org

প্রান্তে এসে একটা অন্ধকার কানা গলিতে ঢুকে পড়তেই অখিলা তাকে খুঁজতে শুরু করে। উপচে পড়া নালার কারণে পায়ের তলা কর্দমাক্ত, দেওয়ালের গায়ে প্রস্রাবের ছাপ, চারিদিকে কটুগন্ধ। পাশের গলি থেকে আচমকা একটি ছায়ামূর্তি বেগে বেরিয়ে এসে অখিলার সঙ্গে ধাক্কা খায়। অখিলা পড়ে যায়। আর লোকটি পিছলে গিয়ে তার উপর পড়ে। ধাক্কার আওয়াজে শিবগামী ঘুরে তাকিয়েই চিৎকার করে অখিলার দিকে দৌড়ে আসে। কাছে আসতেই দেখে অখিলার বটুয়া ছিঁড়ে পাথরগুলি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে গেছে। সেই ব্যক্তিটি পাথরগুলোর জন্য অখিলার সাথে মারামারি করছে।

শিবগামী তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। রোগা একটা লোক। কোটরগত চোখ, নোংরা দাঁত, পরনে একটুকরো কৌপীন। লোকটি গালিগালাজ করে উঠতে যায়, কিন্তু আবার পিছলে পড়ে যায়। পাশবিক চিৎকার করে লোকটি অখিলার দিকে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু অখিলা পাথর গুলি নিজের পেছনে চেপে ধরে বলে, "না, এগুলো আমার। আমি তোমাকে দেব না।"

বাচ্চার সাথে পাথর নিয়ে লড়াই করে, পাগল নাকি!! শিবগামী তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য এগিয়ে যেতেই আতঙ্কে তার চোখ বড়বড় হয়ে যায়। তার দৃষ্টি ঠিক শিবগামীর ঘাড়ের পেছনেই।এমন কী দেখে সে এত ভয় পেয়েছে দেখার জন্য শিবগামী পেছনে ঘুরতেই লোকটি উঠে দৌড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই একটি বাতিস্তম্ভের সাথে ধাক্কা লেগে সে মাটিতে পড়ে যায়। শিবগামী তার দিকে ছুটে গেল, কিন্তু তার কাছে পৌঁছানোর আগেই সে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পায়। লোকটি চিৎকার করে নিজের মাথা খামচে ধরল, তারপর আবার উঠেই ছুটতে শুরু করে দিল।শিবগামী দেখে কালো পাগড়ি পরা এক অশ্বারোহী তাদের দিকে বল্লম তাক করে এগিয়ে আসছে। শিবগামী ঝাঁপিয়ে পড়ে অখিলার হাত ধরে টেনে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে অশ্বারোহীর পথ থেকে দূরে গড়িয়ে পথের একপ্রান্তে চলে যায়। পথঘাট কাঁপিয়ে অশ্বারোহী এগিয়ে গেলে সে উঠে স্বস্তির নিশ্বাস নেয়। অখিলা ভয়ে কাঁপছে। কিন্তু নিজের ছেঁড়া বটুয়াটিকে এমন ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছে যেন এর উপর তার জীবন মৃত্যু নির্ভর করছে। শিবগামী তাদের দিকে

BanglaBook.org

আবার ফিরতেই দেখে অশ্বারোহীর বল্লম সেই পলাতকের বুক ভেদ করে গেঁথে গেছে। সেই অবস্থাতেই কয়েক পা যাওয়ার পরে লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে নেমে মৃত লোকটির দিকে এগিয়ে যায়। তারপর তার শরীর থেকে বল্লম তুলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বল্লমে লেগে থাকা রক্ত মুছে ফেলে। মৃত দেহটি চিৎ করে নিয়ে কিছু খুঁজতে থাকে।

শিবগামী বোঝে লোকটির অগোচরে পালিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সে অখিলার হাত ধরে হেঁচকা টান মারতেই অখিলার হাত ফসকে পাথর গুলি পড়ে যায়, আর সে শিবগামীর সাথে হাতাহাতি করতে করতে কাঁদতে থাকে। সে পাথর গুলো নেবেই নেবে। শিবগামী তাকে চুপ করাতে যায়, কিন্তু অখিলা নিজের হাত মুচড়ে শিবগামীর মুঠো ফসকে নিচু হয়ে পাথর কুড়াতে শুরু করে।

অশ্বারোহী নিজের কাজ ফেলে উঠে দাঁড়ায়। জিভ দিয়ে অশ্লীল শব্দ করে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। প্রত্যেকবার পা ফেলার সাথে সাথে সে বল্লমের ভোঁতা দিক দিয়ে পথের উপর ঠোকা দিচ্ছে। শিবগামী নিজের হৃদস্পন্দন শুনতে পায়। সে অখিলাকে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারে, কিন্তু সে তার অমূল্য সম্পদ না নিয়ে একচুল নড়বে না।

ইতিমধ্যে লোকটি তাদের কাছাকাছি চলে আসে, অখিলা তার পাথর কুড়িয়ে বটুয়ায় ভরে নিয়েছে। লোকটি নিজের আঙুল মটকে হাত পেতে অখিলাকে তার বটুয়া দিয়ে দেওয়ার ইশারা করে। অখিলা মাথা নেড়ে দৌড়ে গিয়ে শিবগামীর পেছনে লুকায়। লোকটি তাকে ধরার জন্য এগিয়ে আসতেই শিবগামী নিজের পা সামনের দিকে বাড়িয়ে ল্যাং মারে। লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। শিবগামী কাল বিলম্ব না করে অখিলার হাত ধরে ছুটতে থাকে। সে শুনতে পায় লোকটি উঠে দাঁড়িয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সে তাদের ধরে ফেলবে।

"বৎস কোথায় তুমি? বৎস শিবগামী!" গলির অপর প্রান্ত থেকে তাত থিম্মার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

"পিতা!!" অখিলা চিৎকার করে কেঁদে ফেলে। গলির একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে বেরিয়ে এসেই থিম্মা থমকে গেলেন। অখিলা তাঁর দিকে দৌড়ে গিয়ে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরল। থিম্মাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে শিবগামী প্রতিপক্ষের

BanglaBook.org

সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। পাগড়ি পরা লোকটি তাদের দিকে মৃদুমন্দ গতিতে এগিয়ে আসছে। যদিও তার মুখের অর্ধাংশ ঢাকা রয়েছে, তবু শিবগামী বোঝে লোকটি তাকে উপহাস করছে। সে হাসছে এই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ আর ছোট্ট কন্যাটিকে রক্ষা করার তার ব্যর্থ প্রয়াস দেখে। শিবগামী জানেনা এই বিশাল চেহারার লোকটির সাথে সে পেরে উঠবে কিনা! আজ যদি তার কাছে নিজের তলোয়ার থাকত! কিন্তু এখন আর ভাবার সময় নেই।

লোকটি বল্লম অপর হাতে চালান করল, নিজের শুষ্ক ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে রইল। শিবগামী দ্রুত চিন্তা করে, লোকটির কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই আক্রমণ করা ঠিক হবে। কিন্তু নিজের কাঁধে থিম্মার এসে পড়া হাত তাকে নিরস্ত্র করল। তিনি ইশারায় শিবগামীকে সরে যেতে বলে নিজে এগিয়ে এলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বে শিবগামী সরে গিয়ে অখিলার পাশে দাঁড়ায়।

লোকটি পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে, যে কোন সময় আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত। সে অখিলার বটুয়াটির দিকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু থিম্মা মাথা নেড়ে অসম্মতি জানান। তিনি নিজের ছড়ি পথের উপর ঠুকে বলেন, “মহাশয়, আত্মসমর্পণ করুন। আপনি আইন ভঙ্গ করেছে। এখন আপনি ভূমিপতি থিম্মার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।”

প্রত্যুত্তরে লোকটি থিম্মার দিকে বল্লম নিক্ষেপ করে। সেটি তীরবেগে থিম্মার দিকে এগিয়ে আসে, কিন্তু থিম্মা চোখের পাতা অবধি বন্ধ করলেন না। বল্লম একচুলের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে থিম্মার পেছনের দেওয়ালে গেঁথে গেল। ঘটনাটি এত দ্রুত ঘটে গেল, যে শিবগামী বুঝতে পারে না আততায়ী লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, না কি থিম্মাই আঘাতের মুখ থেকে সরে গেলেন।

গালিগালাজ দিয়ে আততায়ী খাপ থেকে তলোয়ার খুলে থিম্মার দিকে ছুটে আসে। আতঙ্কে দুই বালিকা চিৎকার করে ওঠে। শিবগামী দেখে থিম্মার নিজের শরীরে মোচড় দিয়ে দেওয়ালে গাঁথা বল্লম নিতে যাচ্ছেন। সে জানে এটা বৃথা চেষ্টা, এই ভয়ঙ্কর যোদ্ধার সাথে থিম্মা পেরে উঠবেন না।

পরক্ষণেই শিবগামী দেখে থিম্মা আততায়ী কে শূন্যে তুলে পাশের দেওয়ালে সজোরে নিক্ষেপ করলেন। মাথা নিচের দিকে করে সে দেওয়ালে গেঁথে গেছে।

BanglaBook.org

মাটি থেকে ছ'হাত উঁচুতে তার মাথা দুলছে। বল্লমের ভোঁতা দিক তার পেট থেকে লম্বা হয়ে বেরিয়ে আছে। তাকে দেখে শূলবিদ্ধ শূকরের মত লাগছে। তার হাত থেকে তলোয়ার ঝনঝন করে মাটিতে খসে পড়ল। দমকা কাশির সঙ্গে রক্তবমি করল এবং তৎক্ষণাৎ মারা গেল।

শিবগামী দেখছে। তার মুখ বিস্ময়ে হাঁ। সে তার স্বপ্নেও ভাবেনি বৃদ্ধ তাত থিম্মার শরীরে এত শক্তি থাকতে পারে। অখিলা আনন্দে লাফিয়ে উঠে পিতার দিকে ছুটে গেল। থিম্মা তাকে জড়িয়ে ধরে শিবগামীর কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর চলনে আবার সেই খোঁড়ানো ভাব ফিরে এসেছে। শিবগামী অপ্রস্তুতের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তার মনে হাজার হাজার প্রশ্ন ভীড় করে আসছে। কিন্তু বিস্ময়াভিভূত শিবগামী প্রশ্ন করতেও ভুলে গেছে।

"বৎস, নিজের সন্তানকে রক্ষা করার প্রশ্ন উঠলে আমার ন্যায় বৃদ্ধ পিতাও শক্তি খুঁজে পান।" থিম্মার মুখে স্নিগ্ধ হাসি। শিবগামীর চোখ উপচে জল এল। সে ছুটে গিয়ে থিম্মার বুকে মাথা গুঁজে দেয়। তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, "এগুলো খারাপ পথ বৎস, এখন ভারী দুঃসময় চলছে। আজ যা কিছু দেখলে, নিজের মধ্যেই রাখবে।"

তারা রথের দিকে ফিরে চলে। রথে চাপতেই থিম্মা শিবগামীর কাঁধ ছুঁয়ে বলেন, "তুমি যেমন দেবরায়ের কন্যা, তেমনই আমারও। শিবগামী, জীবনে কখনো, কখনোই, যা কিছুর সম্মুখীন তোমাকে হতে হবে, তার থেকে কোনোদিন পালিয়ে যাবে না। সব সময় মনে রাখবে, আমি যা কিছুই করি না কেন, তোমার মঙ্গল কামনার্থেই করব।"

শিবগামী মাথা হেলালে তিনি তার কপাল চুম্বন করলেন। রথ আবার চলতে শুরু করে। অখিলা তার পাশে বসে পাথর নিয়ে খেলতে খেলতে অনর্গল বকে চলেছে। শিবগামী শুনতে পাচ্ছেনা। থিম্মা রথ চালাচ্ছেন। ঠিক যেমন তিনি শিবগামীর জীবন রথের রশি ধরে রয়েছেন। এবার সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে, কিন্তু যদি অখিলার মত ছোট্ট মেয়েই থাকা যেত!! যা পিছনে ফেলে আসছে তার জন্য অপরিসীম বেদনা, তাত থিম্মার জন্য অপরিমেয় ভালবাসায় শিবগামী চোখ ঝাপসা

BanglaBook.org

করে ফেলছে। প্রতি মুহূর্তের স্মৃতি যন্ত্রণাময়। সে অখিলাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে। চোখ বন্ধ করে গাল বেয়ে নেমে আসা কান্নাধারা আটকানোর চেষ্টা চালায়।

শিবগামীর জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ছয়

কাটাপ্পা

"পরের বার কোনো বোকামি করার আগে এটা মনে রাখবে." মলয়াপ্পা শিভাপ্পার গালে সপাটে থাপ্পড় মারলেন। কাটাপ্পা নিশ্চল, মাথা নিচু করে পায়ের পাতার কাছে নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছে। মাথার উপর গনগনে সূর্য।

"কিন্তু *তিনি* আমাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করেছিলেন!" অনুজের কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতায় কাটাপ্পা শিউরে উঠল। শিভাপ্পা ঠিক বলছে, কিন্তু তেমনই ভুলও। আসলে সে ঠিকের থেকেও বেশি ভুল বলছে। পিতাই ভালো বুঝবেন।

"তুমি তোমার অবস্থান ভুলে গেছ!" মলয়াপ্পা জোর গলায় বলেন।

"রাজপুত্রকে অসিক্রীড়া অভ্যাস করানোর জন্য এক দাস পুত্র কে দ্বন্দ্বে আহ্বান করা তাঁর উচিতই হয়নি!" শিভাপ্পার চোখ বেয়ে ক্রোধাশ্রু বইছে।

"তোমার হেরে যাওয়া উচিত ছিল, মূর্খ!" তার পিতা আবার তাকে চড় মারলেন।

"সেনাপতি হিরণ্য ভেবেছিলেন আমি হেরে যাব, কিন্তু আমি হারি নি।"

আবার চড় মারার আওয়াজ উঠল।

"বিজয়ী হওয়ার জন্য আপনি আমাকে এভাবে মারতে পারেন না!" রাগে ঘেন্নায় শিভাপ্পা চিৎকার করে ওঠে।আচমকাই সেখানে নীরবতা নেমে এল। কাটাপ্পা মাথা তুলে যা দেখল তাতে সে সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। তার ছোট ভাই পিতার উদ্যত হাত ধরে ফেলেছে, যেন মূকানাট্যের দৃশ্য। পিতা এবং পুত্র, একে অপরের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি তে তাকিয়ে। কাটাপ্পার চোখে চোখ পড়তেই শিভাপ্পা তার মুঠি শিথিল

BanglaBook.org

করে দিল। তাদের পিতা দৃঢ় পদক্ষেপে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন। প্রচণ্ড রাগে তাঁর চোখ জ্বলছে।

"পিতা!" কাটাপ্পা ডাকে, কিন্তু তিনি তার দিকে তাকানোরও প্রয়োজন বোধ করলেন না।

"দাদা, আমি..." শিভাপ্পা কিছু বলতে চাইছিল, কাটাপ্পা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল। কাটাপ্পা চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। দিন দিন বাড়তে থাকা পিতা পুত্রের এই টানাপোড়নের মাঝখানে সে পড়ে যায়। সেদিন উদ্দেশ্যগত ভাবে রাজকুমারদের দিকে হাতি ছেড়ে দেওয়ার ঘটনাকে তার ভাই অস্বীকার করেছে, এটা কাটাপ্পাকে চিন্তিত করে তুলেছে। তার ভাইয়ের রোজ রোজ বেড়ে চলা এই অদ্ভুত আচরণে সে বিচলিত।

"দাদা, সেনাপতি হিরণ্য আমাকে রাজকুমার মহাদেবের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়তে বলেন। আমি জয়ী হয়েছি, সেটা কি আমার দোষ?"

কাটাপ্পা তার ভাইয়ের দিকে ঘুরে গভীর শ্বাস টানে, "তার মানে এই নয় যে তুমি এত দুরূহ ভাবে খেলবে। তুমি রাজপুত্র মহাদেব কে ভালো করেই জানো, যে তিনি..."

"একটা কাপুরুষ!" শিভাপ্পা হেসে ওঠে।"তারা সকলেই, তারা এমন কাপুরুষ যারা বীরত্বের অভিনয় করে। কেন? না আমরা সেটা মেনে নিই! তারা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ মনে করে কারণ আমরা, আমাদের অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করে নিই যে আমরা নিকৃষ্ট। শুধুমাত্র এই জন্য যে আমাদের চামড়া কালো, আর তাদের এক পরত ফর্সা।"

"চুপ কর!" কাটাপ্পা চেঁচিয়ে ওঠে। সে জানে এই কথা কোথায় গিয়ে প্রভাব ফেলবে। কাটাপ্পা জানে ক্রমাগত শিভাপ্পার এই কথা শুনতে থাকলে দ্রুতই সে তার ভাইয়ের মত ভাবতে শুরু করবে।হয়ত পিতাও এই একই ভয় পান।কাটাপ্পা চন্দ্রহাস আর উরুমীর বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে উতরাই বেয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করে। শিভাপ্পা সঙ্গে যাওয়ার জন্য দৌড়ে আসে।

"দাদা, বলতে পারো কতদিন ধরে আমরা এরকম দাস থাকব? জানো অন্যান্য দেশে কত স্বাধীন মানুষ বাস করে? রাজাকে কর দাও, আর স্বাধীন জীবনযাপন

BanglaBook.org

করো, ব্যাস! তাছাড়া বনভূমিতেই কত স্বাধীন নারীপুরুষ বাস করে যারা কোনো রাজার সামনে মাথা নত করে না।”

“কিন্তু অল্প বয়সেই হয় ফাঁসিকাঠে ঝোলে নয় রাজার হাতির পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলা হয়।” কাটাপ্পা দম নিতে নিতে বলে।

“যেন এখানে সম্রাটের আদেশে কারো মৃত্যুদণ্ড হয় না! এখানে প্রত্যেক ভূমিপতিরা নিজেরাই এক একটা আইন। বৃষ্টির পর গজিয়ে ওঠা আগাছার মত প্রত্যেক গ্রামে অভিজাত শ্রেণি বেড়েই চলেছে।যার কাছেই একটা ঘোড়া আর সবজি কাটার ছুরি আছে, সেইই নিজেকে “মহাবীর”আখ্যায় ভূষিত করছে। সম্রাট অর্থ আর আনুগত্যের বিনিময়ে পদ বিক্রি করছেন। আজ প্রজাদের মধ্যে কোনো তরুণী নিরাপদে নেই, কোনো পুরুষের স্বাধীনতা নেই। কুকুরেরাও এরচেয়ে ভাল জীবন কাটায়।”

“হ্যাঁ এরকম বল তাহলে শিগগির নিজেকে কবন্ধ অবস্থায় দেখতে পাবি। সাধে পিতা তোর জন্য দুশ্চিন্তা করেন না!”

“তাঁর নিজের মাথার জন্য চিন্তা করা উচিত। আমাদের পূর্বপুরুষদের কতজন নিজের শয্যায় মারা গেছেন বলতে পারো?” শিভাপ্পা থুতু ফেলে। কাটাপ্পার কাছে কোনো উত্তর নেই। তার পূর্বপুরুষেরা মাহিষমতীর সম্রাটের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, এই গাথা শুনেই সে বড় হয়েছে। তিন শত বছর আগের সেই গল্পেরা মাহিষমতীর সেই প্রথম সম্রাটের মতই প্রাচীন। সে শুনেছে অষ্টাদশ পুরুষ আগে তাদের পূর্বপুরুষ স্বাধীন ছিলেন। তাঁরা নিজেদের বলতেন 'গৌরী পর্বতের পুত্র'।

“এই ভার গুলো কমিয়ে একটু সাহায্য কর না!” কাটাপ্পা বলে।

“দাদা, তোমার জন্য, আমি এটা করব। তা না হলে অন্যের বোঝা বহন করার বিন্দুমাত্র উৎসাহ আমার নেই।” একটা গাঁঠরি নিজের মাথায় তুলে নিতে নিতে শিভাপ্পা উত্তর দেয়।

হাঁটতে হাঁটতে আবার শিভাপ্পা জিজ্ঞেস করে, “দাদা, কেন আমরা দাস?”

“এটাই আমাদের নিয়তি।” কাটাপ্পা বিড়বিড় করে।

“আর কেন আমরা আমাদের নিয়তি বদলাতে পারিনা?”

BanglaBook.org

"দেখ শিভাপ্পা, এই ভাবনাদের আমি ভয় পাই। তুই পিতার মন ভেঙে দিবি, তিনি মনে করেন তোর একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে।" কাটাপ্পা তার ভাইয়ের দিকে তাকায়। তার ঠোঁটের কোনায় আলতো লেগে থাকা বিদ্রুপের হাসিতে কাটাপ্পা বিরক্ত হয়।

"ভবিষ্যৎ? দাসেদের সত্যিই একটা ভবিষ্যৎ থাকে দাদা? কোনো রাজপুত্রের শয়নকক্ষে মূত্রধানী বয়ে নিয়ে যাওয়াকে ভবিষ্যৎ বলে? তারা যখন কোনো কৃষক কন্যাকে ধর্ষণ করে তখন মূক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, তারপর বীর্য মুছে ফেলার জন্য কাপড় এগিয়ে দেওয়াকে ভবিষ্যৎ বলে? তাদের পাপ ধামাচাপা দেওয়াকে ভবিষ্যৎ বলে? পশুর মত মারা যাওয়াকে ভবিষ্যৎ বলে? না, তাহলে ধন্যবাদ! আমি নিজে আমার ভবিষ্যৎ তৈরি করব।"

কাটাপ্পা শঙ্কিত হয়। দাসেরাও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে তার ভাইয়ের কিছু অদ্ভুত রহস্যময় সঙ্গী আছে। এভাবে কথা বলার মত বড় শিভাপ্পা এখনো হয়নি। তার মত বয়সে পিতার কথা অতিক্রম করে যাওয়ার চিন্তা কাটাপ্পা কখনো, কখনোই করত না।পিতা প্রায়ই বলেন, দাস চিন্তা করবে না। দাস সেবা করবে। আর যদি প্রয়োজন হয়, প্রভুর জন্য প্রাণ দেবে।

অস্ত্রশালার পিছন দরজায় তারা পৌঁছে গেছে। অস্ত্রগুলি জমা করেই কাটাপ্পাকে তাড়াতাড়ি বিজ্জলদেবের কক্ষে যেতে হবে।

"দাদা এবার ধরো।" বলেই কাটাপ্পার অপেক্ষা না করেই শিভাপ্পা অস্ত্রের বোঝা মাটিতে ফেলে দিয়েছে। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার গুলি ঝনঝনিয়ে উঠে অস্ত্রশালার ঘুমন্ত হিসাব রক্ষকের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। হাঁ করে বড় একটা হাই তুলে সে কাটাপ্পার দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকায়।

"এক্ষুনি আসছি দাঁড়াও!" কাটাপ্পার কিছু বলার আগেই শিভাপ্পা দৌড়ে পালায়।

কাটাপ্পা দ্রুত চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখে কিছুটা দূরে এক কিশোরী মেঝে মুছছে। কাটাপ্পার মুখ লাল হয়ে যায়। এই মেয়ের সাথে কথা বলতে পিতা অনেকবার বারণ করেছেন। কাটাপ্পা মনে মনে শপথ করে, এরপরের বার পিতা যখন শিভাপ্পাকে চাবুক মারবেন, তখন সে চুপ করে থাকবে। চাবুকই তার এই শয়তান ভাইয়ের উপযুক্ত পাওনা।

BanglaBook.org

"শুনলাম তোর ভাই নাকি ঘুষি মেরে ছোট রাজপুত্রের নাক ফাটিয়ে দিয়েছে?" তালপাতার মধ্যে তলোয়ারের হিসাব তুলতে তুলতে কর্মচারী বলে ওঠেন।

"না মানে...ইয়ে... এটা একটা দু...দুর্ঘটনা ছিল!" কাটাপ্পা তোতলাতে থাকে। চত্বরে তার ভাই আর ওই মেয়ের মধ্যে যা চলছে, তাতে বার বার ওই দিকেই মন চলে যাচ্ছে। কাটাপ্পার দৃষ্টি অনুসরণ করে কর্মচারীটিও ওইদিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসেন।

"তোর ভাই কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান। তবে কি না নিজের ভাল টুকু বোঝার জন্য একটু বেশি বেশিই বুদ্ধি ধরে!" কড়ে আঙুল দিয়ে তিনি কান পরিষ্কার করতে করতে বলেন।

"ও কি এখানে প্রায়ই আসে প্রভু?" কাটাপ্পা নিজের হাত দুটো মুঠো করে। ভাইকে হিড়হিড় করে টেনে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য তার হাত নিশপিশ করছে।

"ওদের তো প্রায়ই একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। সবাই কানাঘুষো করে- কোথায় একটা দাসের পুত্র আর কোথায় অভিজাত রক্তের কন্যা।" কর্মচারীটি মেঝেতে রাখা তলোয়ারের গাঁঠরি খুলে তলোয়ার গুলো দেওয়ালে ঝোলাতে থাকে।

"কিন্তু সে তো একজন অবৈধ সন্তান, স্বামী!" কাটাপ্পা হাতের তালু দিয়ে নিজের মুখ ঢাকে। তার নিশ্বাসে যেন হিসাব রক্ষকের দেহ দূষিত না হয়ে যায়!

"উফ! কিন্তু কার জারজ? ভূমিপতি পট্টরায়ের ভাইয়েরই না! হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, ভূমিপতি এইসব জানার পর না জানি কী করবেন!" শেষ তলোয়ারটা ঝুলিয়ে রেখে তিনি নিজের হাত ধুলেন। কাটাপ্পার স্পর্শ করা তলোয়ার তিনি ধরলেন বলেই এই হাত ধোয়াটা আচার পালনের মত সমাপন করলেন। *মরে গিয়েও ব্যাটা এই একই পাপের জন্য স্নান করে শুদ্ধ হবার পরেই নিজের বৌকে পেটাতে শুরু করবে।* কাটাপ্পা ভাবে। মরেছে! শিভাপ্পার শব্দ তার মাথায় সংক্রামিত হচ্ছে।

"স্বামী, ভূমিপতি যদি কিছু করতেনই, তাহলে সে এই অনাথ আশ্রমে থেকে ঘর মুছত না।" কাটাপ্পা বলে। তার ভাই মেয়েটির হাত ধরেছে, আর এই দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে মেয়েটা লজ্জায় রাঙা হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

"বুঝলি ছেলে, রক্ত হল রক্ত। অর্থের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। মেয়েটার পিতা মারা যাওয়ার পর ভূমিপতি পট্টরায় হয়ত ভেবেছিলেন এর লালন পালনের জন্য রাজ অনাথালয়ই শ্রেয়। কিন্তু যখন রক্তের কথা আসে তখন... উমমম... কিন্তু তোর ভাইকে কেউ দোষ দিতে পারে না। মেয়েটার বুক দুটো দেখেছিস? আহ যেন কচি কচি আম!" কর্মচারী অভদ্রভাবে মেয়েটির দিকে তাকান, যে মেয়ে কিনা তার নাতনির বয়সী।

"হ্যাঁ রে ছেলে, তুই ওর নাম জানিস? অহ! মনে পড়েছে! কামাক্ষী- যার অক্ষিতে কাম! সতের বছরের অল্প বয়েস, শরীরের সব খাঁজ থেকে যেন ঝরে ঝরে পড়ছে...হরে রাম! হরে রাম! এই বুড়ো বয়েসে আমি আবার এইসব কেন বকছি!যাই বলিস না কেন, দাস পুত্র হওয়ার তুলনায় তোর ভাই কিন্তু যথেষ্ট করিৎকর্মা। কিন্তু কি আর করা যাবে, ঈশ্বর তাকে এত অল্প দিনের জীবন দিয়েছেন!"

প্রচণ্ড রাগে কাটাপ্পার হাত মুঠো হয়ে আসে।ভাইয়ের নামে অপশব্দ বলার জন্য কর্মচারীর মাথাটা দেওয়ালের সাথে ঠুকে দিতে ইচ্ছা হল কাটাপ্পার। কিন্তু পিতার অসম্মত মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে হয়ত শিভাপ্পার মত চালাকচতুর নয়, কিন্তু বাধ্য আর শৃঙ্খল পরায়ণ হবার জন্য সে গর্ববোধ করে। সে মাথা ঠান্ডা করে কর্মচারী কে প্রণাম জানিয়ে অস্ত্রশালার প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আসে। তার ভাই এখনো তার প্রেমিকার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। বিদায় জানানোর নামই নেই!

দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে কাটাপ্পা উদ্বিগ্ন হচ্ছে।কিন্তু যাওয়ার আগে ভাইকে উচিত শিক্ষা দিয়ে যাবে। সে প্রবেশপথের বাইরে রাস্তার ধারে পায়চারি করতে থাকে। দুই হাত পিছনের দিকে, ক্রমাগত একে অপর কে জড়িয়ে ধরছে ছাড়ছে- অধৈর্যের লক্ষণ। পথের অপর দিকে পাঠশালায় ব্রাহ্মণ তনয়রা সুর করে বেদ পাঠ করছে।কাটাপ্পা তাদের কথার অর্থ বুঝতে সচেষ্ট হয়। উত্তেজনা প্রশমনের জন্য কিছু তো প্রয়োজন! অবশেষে যখন শিভাপ্পা বেরিয়ে এল, ততক্ষণে ছায়ারা দীর্ঘ হতে শুরু করেছে, পশ্চিমা বাতাস বইছে।শিভাপ্পাকে দেখে বেশ আত্মতুষ্ট সুখী লাগছে। কিন্তু যখন সে দেখল কাটাপ্পা তার জন্য অপেক্ষা করছে, তার চোয়াল ঝুলে গেল।

BanglaBook.org

"দাদা, তোমার কোনো কাজ নেই? এই যেমন ধরো মাতাল যুবরাজের পা মালিশ করে দেওয়া!" শিভাপ্পার মুখে মুচকি হাসি। কাটাপ্পা অপমানটা হজম করে নেয়। শিভাপ্পা ভয়ে ভয়ে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখে নেয় কামাক্ষী চলে গেছে কি না।

"পিতা তোকে আগেই বারণ করেছিলেন।" কাটাপ্পা বলে ওঠে।

শিভাপ্পা মাথা নামিয়ে ফিসফিস করে, "আমি ওকে ভালবাসি।"

কাটাপ্পা বহুবার এই কথাটা শুনেছে।

"আর তাতে কী লাভ হবে?"

"আমি খুব তাড়াতাড়ি ওকে বিয়ে করব।" শিভাপ্পার কণ্ঠে প্রকাশ্য অবাধ্যতায় কাটাপ্পার হৃৎপিন্ডে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। এই ছেলে সব পরিকল্পনা করেই রেখেছে!

"জেগে ওঠ শিভাপ্পা! এরকম করতে তুই পারিস না!" শিভাপ্পার কাঁধ ধরে সে ঝাঁকায়।

"কেন পারিনা?" শিভাপ্পা তার হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে যায়।

"কারণ... কারণ সম্রাট স্থির করবেন আমরা কাকে বিয়ে করব আর কখন করব, আর যদি..."

"আমার জীবনের সিদ্ধান্ত কোনো সম্রাট নেবে না। আমি ওকেই বিয়ে করব।"

"বিয়ে করার জন্য তুই এখনো খুব ছোট!"

"তাকে সন্তান দেবার পক্ষে যথেষ্ট বড়! আর এটাই যথেষ্ট!"

কাটাপ্পা সপাটে তার গালে থাপ্পড় মারে। ব্যথার থেকে বেশি আচমকা এই অভিঘাতে তার মুখের পেশিরা বিশ্বাসঘাতকতা করে। সে তার দাদাকে কোনোদিন রাগতে দেখেনি।

"পরের বার যদি কোনো নারীর সম্পর্কে এরকম অশ্রদ্ধাজনক কথা বলিস, আমি কিন্তু তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলতে দ্বিধা করব না।" কাটাপ্পা রাগে কাঁপছে।

BanglaBook.org

তার ভাই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। "আমি...আমি... এরকম বলতে চাইনি...এটা শুধুমাত্র..." কাটাপ্পা দেখে এক ঝলকের জন্য তার ভাইয়ের মুখে অপরাধবোধের ছায়া দেখা দিয়েই আবার সেই পরিচিত বিদ্রোহ ফিরে এল।

"তুমি কেন বোঝো না যে আমি ওকে ভালবাসি? কেন তুমি এত মহান সেজে থাকার ভান করো? প্রেম কাকে বলে আমি এই প্রথম জানলাম। এতদিন পর্যন্ত শুধু শুনেছিলাম শৃঙ্খলা, কর্তব্য, নিয়মের কথা... শুনে শুনে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। তুমি আমাকে আর ধরে রাখতে পারবে না। আমি কি করব, কি করব না, তুমি বলে দেবার কেউ নও। কেন আমি আজীবন দাসত্ব করব?"

কাটাপ্পা উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ না করেই চলে যাচ্ছিল, কিন্তু শিভাপ্পা তার হাত চেপে ধরে, "আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তুমি কোথাও যেতে পারবে না!"

"না আমার কাছে কোনো উত্তর আছে, না আমি এই বিপদজনক প্রশ্ন গুলো ভেবে নিজের মাথা খারাপ করতে চাই। যা এখান থেকে! যা খুশি করগে যা!" কাটাপ্পা গলা চড়ায়। দুই ভাই চোখে চোখ রেখে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে।

সন্ধের বাতাস অন্যদিক থেকে বইতে শুরু করেছে, তাদের উপর শুকনো পাতা উড়ে এসে পড়ছে। অস্ত্রশালার দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ আসে। কিছুক্ষণ পরে সেই কর্মচারীটিকে পথে দেখা গেল। সেই বুড়ো শিভাপ্পাকে দেখে জিভ দিয়ে অসভ্য শব্দ করে অশ্লীল মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়। রাগে শিভাপ্পার চোখ জ্বলে ওঠে। কাটাপ্পা তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাতেই তার কাঁধ শিথিল হয়ে এল।

বৃদ্ধ কর্মচারীর চলে যাওয়া অবধি তারা অপেক্ষা করে। বুড়োটা একটা অসভ্য গান গুনগুন করছিল, যার মর্ম হল এক বেশ্যা একসঙ্গে একটি হাতি, একটি ঘোড়া, একটি বৃষ আর কুড়ি জনের সঙ্গে শুয়েছে।

কাটাপ্পা গোড়ালির উপর ভর করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করে। এখনো তার হাত জ্বালা করছে, ভাইকে অত জোরে মারার জন্য সে অনুতপ্ত।

"আমাকে ক্ষমা করে দাও দাদা।" পিছন থেকে শিভাপ্পার নরম গলা শুনে কাটাপ্পা থমকে যায়। তার ভাই এসে তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে। কাঁধের উপর তার চোখের জল অনুভব করে কাটাপ্পা।

BanglaBook.org

"আমাদের যা কিছু আছে; এই যে তলোয়ার ধরে আছি, এই যে কাপড় পরে আছি, এ সবই আমাদের প্রভুর জন্যেই। মর্যাদাবোধ ছাড়া আমাদের আর কিছুই নেই, শিবা! এইরকম আচরণ করে তুই সেটাও নষ্ট করে দিবি ভাই?" কাটাপ্পার গলা ফ্যাঁসফেঁসে শোনায়।

"কিন্তু উচ্চ বংশীয়রাও তো মহিলাদের সম্পর্কে এভাবেই কথা বলেন।" শিভাপ্পা ফুঁপিয়েই চলেছে। কাটাপ্পা হাসে, শিভাপ্পার কথা ছেলেমানুষের মত শোনায়। এই ছেলেই কিনা এক অভিজাত কন্যাকে বিয়ে করার ছক কষছে!

"এভাবে কথা না বলারও অনেক কারণ আছে, শিবা! আমাদের মাকে নিয়ে যদি কেউ নোংরা ইঙ্গিত করে তাহলে তোর কেমন লাগবে?" কাটাপ্পা কোমল ভাবে বলে।

"আমাদের মা মারা গেছে!" শিভাপ্পার বলার সাথে সাথেই কাটাপ্পা কঠিন হয়ে যায়। তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, আর সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে। মায়ের প্রসঙ্গ তোলা তার উচিত হয়নি। তার ভাই এখনো এই অভিঘাত কাটিয়ে উঠতে পারেনি, না পেরেছে সে নিজে।

টুংটাং শব্দ তুলে দুলতে দুলতে একটা গোরুগাড়ি তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। বলদ দুটো তাদের যথাসাধ্য দৌড়চ্ছে, তবুও গাড়ির চালক তাদের পিঠে চাবুক মারছে।

"ওই বলদ দুটোকে দেখছিস, ভাই? আমরা ঠিক ওদের মত। যতদিন আমাদের পা চলবে, আমরা আমাদের প্রভুদের গাড়ি টেনেই যাব।" কাটাপ্পা বলে ওঠে। গরুগাড়ির আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যায়।

"আর যেদিন আমাদের পা আর পারবে না, তারা আমাদের জবাই করে দেবে।" শিভাপ্পার কণ্ঠস্বরে আবার সেই ক্রোধ ফিরে এসেছে। কাটাপ্পা অস্বস্তিতে পড়ে গেল।

"হ্যাঁ এমনকি মৃত্যুর পরেও আমাদের উপযোগিতা থাকবে। খাদ্য হিসাবে, প্রভুর পাদুকা হিসাবে, প্রভুর তলোয়ারের কোষ হিসাবে! বলদের জীবন প্রবাহও কত সার্থক!"

শিভাপ্পা ছিটকে তার কাছ থেকে সরে যায়।

BanglaBook.org

"আমি কারো পোষা বলদ হতে প্রস্তুত নই।" কাটাপ্পার কিছু করার আগেই শিভাপ্পা পাশের ধানখেতে ঝাঁপিয়ে নেমে পড়ে। গোড়ালি ডোবা কাদায় সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ধানগাছের আড়ালে প্রায় অদৃশ্য হয়ে।কাটাপ্পা তাকে উঠতে সাহায্য করার জন্য একটা হাত বাড়িয়ে সামনে ঝোঁকে।

"শিভাপ্পা...ভাই..."

"না, অনেক হয়েছে। তুমি আমাকেও নষ্ট করে ফেলবে। আমি চলে যাচ্ছি।" বলেই চোখের নিমেষে শিভাপ্পা গাছেদের আড়ালে হারিয়ে গেল।

"কোথায় চললি? এভাবে তুই চলে যেতে পারিস না, শিভাপ্পা! হা ঈশ্বর, আমি পিতাকে কী উত্তর দেব?" কাটাপ্পা চিৎকার করে কেঁদে উঠে মাঠে নেমে পড়ে। কিন্তু তার ভাইয়ের কোনো চিহ্ন দেখতে পায় না। শিভাপ্পা এই পথ চিনত। সে নিশ্চয়ই এইসমস্ত কিছু আগে থেকেই সাজিয়ে রেখেছিল। কাটাপ্পার ভিতরের রাগ আবার ফিরে আসছে। তার ভাই তাকে বোকা বানিয়ে গেল।

"শিবা, দাঁড়া, ধান ক্ষেতে প্রচুর কেউটে আছে।" কাটাপ্পা চিৎকার করে।

"কিছু মানুষের মত বিষাক্ত এরা কেউ নয়।" তার ভাইয়ের গলা ভেসে আসে।

"কোথায় যাচ্ছিস তুই?" কাটাপ্পা আবার চিৎকার করে, গাছের নড়াচড়া দেখে ভাইয়ের অবস্থান বুঝে নিতে চায়।

"স্বাধীনতার দিকে..." তার ভাইয়ের কণ্ঠস্বর ভারী হাতুড়ির মত তার মাথায় আঘাত করে।

কাটাপ্পা গালিগালাজ দিয়ে ওঠে। সূর্যদেব অস্তগামী হচ্ছেন আর ক্ষেতটিকে সমুদ্রের মত লাগছে, সোনালি শস্যের ঢেউয়ের পরে ঢেউ। কিন্তু কোথাও তার ভাইয়ের চিহ্ন নেই।

কাটাপ্পা জানেনা সে পিতাকে কী বলবে। কিভাবে বলবে যে তার ভাই পালিয়েছে? সে জানে পলাতক দাসের সাথে তারা কি করে। দ্রুতই সেনাপতি হিরণ্যের হিংস্র কুকুরের দল তার সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দণ্ডকারেরা রাজাদেশ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, পলাতককে দেখতে পেলেই যেন গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তার মাথার উপর পুরস্কার ঘোষণা করা হবে, আর গোটা নগর তার ভাইকে খুঁজতে নেমে যাবে। কাটাপ্পার পা দুর্বল হয়ে আসছে। পথের উপর উঠেই সে হোঁচট খেল।

BanglaBook.org

কিন্তু থামলে চলবে না। সে রাজপ্রাসাদের দিকে দৌড়তে থাকে। পশ্চিম দিগন্তে অগ্নিপিণ্ড সূর্য, আর পূর্বদিকে তমসা সরীসৃপের মত গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। তাকে পিতার সঙ্গে দেখা করতেই হবে, কোনো মতে তার ভাইকে ফিরিয়ে আনতেই হবে।

খুব, খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সাত

শিবগামী

মহাপ্রধান পরমেশ্বর মাহিষমতীর সম্রাটের সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রূপক তাঁর পেছনে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে।

"খুবই গম্ভীর বিষয়, মহাপ্রধান। এক সপ্তাহ ধরে আপনি মণি নিয়ে পলাতক দাসের সন্ধান করতে পারেন নি, আর আজ এসে খবর দিচ্ছেন যে সেই ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির সাথে মৃত পাওয়া গেছে। এবং আপনার ধারনাই নেই মণি গুলি কোথায় গেল! আমরা হতাশ হলাম।"

পরমেশ্বর চাইছিলেন এই কথোপকথন নিভৃতে হোক, তাঁর সহকারীর সামনে নয়, আর সম্রাটের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা দাস মলয়াপ্পার সামনে তো নয়ই। তিনি রূপককে বিশ্বাস করেন, কিন্তু মলয়াপ্পা, যতই হোক সে তো একজন দাসই। যদিও তার পূর্বপুরুষেরা মাহিষমতীর সম্রাটদের জন্য প্রাণ ধারণ করেছে, প্রাণ ত্যাগ করেছে ; কিন্তু পরমেশ্বর কোনো দাসকে কখনোই বিশ্বাস করতে পারবেন না। তিনি সর্বদাই ধারণা করেন দাসেরা ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে থাকে, আর সুযোগ পেলেই প্রভুর উপর প্রতিশোধ তোলে।

"সমস্ত সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, মহামহিম। সমস্ত বাণিজ্যিক জলযান, জাহাজ, নৌকা, মালবাহী গাড়ি, কাফেলা সব তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করা হচ্ছে। মণিগুলি এখনো মাহিষমতী থেকে বেরিয়ে যায় নি।" পরমেশ্বর বললেন, কিন্তু সম্রাটের দিকে চোখ তুলে তাকালেন না।

"সরবরাহ কেমন হচ্ছে? মহামাকম পর্যন্ত টিকবে?" সম্রাট সোমদেব জিজ্ঞাসা করেন।

"উৎসবের এখনো ছয় মাস দেরি। কষ্টসাধ্য হবে, কিন্তু আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি, এর মধ্যে কোনো না কোনো উপায়ে আমরা পাথর পেয়ে যাব। আশা করি ভূমিপতি থিম্মা এই কাজ সঠিক ভাবে সম্পন্ন করবেন।" পরমেশ্বর বলেন।

"যদিও ভূমিপতি থিম্মা বৃদ্ধ এবং দুর্বল হয়ে পড়েছেন, তথাপি তিনি বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য।"

"আমার সন্দেহ আছে," পিছন থেকে রূপক বলে ওঠে।

"সত্যি? আর এরকম মনে হওয়ার কারণ?" সোমদেব ছিটকে বলে ওঠেন।

পরমেশ্বর তার হয়ে উত্তর দেন, "তিনি আজ দেবরায়ের কন্যাকে রাজ অনাথালয়ে ভর্তি করানোর নিবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। যদি তিনি নগর ছেড়ে পালিয়েই না যেতে চান, তাহলে কেন এমন করবেন? আমার সন্দেহ হয় মহামাকম শেষ হবার পর তিনি গৌরীপর্বতে গিয়ে এরকম অপ্রীতিকর কাজ করতে সমর্থ হবেন বলে। যতই হোক তিনি দেবরায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন।"

সম্রাট একটি প্রজ্জ্বলিত দীপের শিখার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কক্ষের মধ্যে কেবল সম্রাটের মাথার উপরে দাস দ্বারা আন্দোলিত করা টানা পাখার আওয়াজ।

"আমরাও প্রার্থনা করি এটা বন্ধ হয়ে যাক, কিন্তু আমরা অনন্যোপায়। মা গৌরী আমাদের উপর সদয় হচ্ছেন না। তিনি তাঁর গর্ভের গহীনে মণিদের কোথাও লুকিয়ে ফেলেছেন," সোমদেবের কন্ঠস্বর কক্ষের নিস্তব্ধতা আরো ভারী করে তোলে।

"এই সমস্তই মাহিষমতীর উন্নতি কল্পে করা হচ্ছে," নিজের কন্ঠস্বরে প্রত্যয়ের অভাব দেখে পরমেশ্বর আতঙ্কিত হন। তাহলে দেবরায়ই ঠিক ছিলেন?

"থিম্মার দিকে নজর রাখার ব্যবস্থা করুন," সম্রাট আজ্ঞা দেন।

"তিনি বাইরেই রয়েছেন, সম্রাট। উনি আপনার দর্শনপ্রার্থী," পরমেশ্বর বলেন।

সম্রাট সোমদেব দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, "তাঁকে ভিতরে ডাকুন, মহাপ্রধান। এক বৃদ্ধ আধিকারিকের জন্য আমরা কয়েক নিমেষ ব্যয় করতেই পারি।"

BanglaBook.org

শিবগামী রাজসভার বাইরে অপেক্ষা করছিল। অখিলা মেঝেতে বসে তার পাথর নিয়ে খেলছে। রাজদরবারের বাইরের দিকের বারান্দায় থিম্মা অধৈর্য ভাবে পায়চারি করছেন। হঠাৎ এক কৃষ্ণবর্ণ যুবক দাস উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসে কক্ষের প্রবেশপথের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে শুরু করল। প্রহরীরা তাকে সরে দাঁড়াতে বললে সে তাদের নিচুস্বরে কিছু বলে। তারা তাঁকে বারান্দার শেষ কোণটি আঙুল তুলে দেখালে সে মনমরা হয়ে সেখানে হেঁটে যায়। শিবগামী দাসটিকে লক্ষ্য করে – তার মধ্যে একটা সম্মোহনী ব্যাপার রয়েছে।

রাজ কক্ষের দরজা আচমকাই খুলে যায় আর তাদের ভিতরে প্রবেশ করতে বলা হয়। অখিলাকে বলা হয় বাইরে অপেক্ষা করতে। পরমেশ্বর বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, থিম্মাকে দেখে সম্ভাষণ জানিয়ে নিজের কার্যালয়ের দিকে চলে গেলেন। রূপক থিম্মার কুশলবার্তা নিয়ে তাঁকে প্রণাম করে এগিয়ে গেল।

সুউচ্চ ছাদওয়ালা বিলাসবহুল এক কক্ষে শিবগামী প্রবেশ করে। সম্রাট একটি সিংহাসনের উপর বসে আছেন, তাঁর পিছনে একজন দাস দাঁড়িয়ে। সেই ঘটনাবহুল রাতে শিবগামী তাঁকে যেমন দেখেছিল, তার মধ্যে সম্রাট অনেক বৃদ্ধ হয়েছেন। সহসা স্মৃতিরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার শরীরে উষ্ণ স্রোত বইতে থাকে। তার নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। এই মানুষটি তার পিতার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়, আর আজ কিনা সে তারই সামনে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিয়তি তার সাথে নিষ্ঠুর খেলায় মেতেছে।

"প্রভু, প্রভু।"

সম্রাটের সামনে তাত থিম্মার এই ক্রীতদাস সুলভ আচরণ শিবগামীকে বিতৃষ্ণ করে তোলে। বৃদ্ধ মানুষটি সামনে ঝুঁকলেন, মাথা নত করে দুহাত জোড় করে প্রণাম জানাতে গিয়ে তাঁর অঙ্গবস্ত্রটি কোমরের সাথে জড়িয়ে গেল।

"বলুন, থিম্মা," তিনি উঠে দাঁড়াতেই সম্রাট সোমদেব স্মিত হাসলেন। আজকের মত সভা সমাপন করার জন্য সম্রাট প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বেশিক্ষণ সময় পাওয়া যাবে না। সম্রাটের হাসিমুখও তাঁর অধৈর্য লুকোতে পারল না।

"হে রাজন, মা গৌরীর অপার কৃপা আপনার উপর আর এই মাহিষমতী সাম্রাজ্যের উপর বর্ষিত হোক। আমার একটি বিনীত নিবেদন ছিল।"

BanglaBook.org

"বলুন।"

থিম্মা শিবগামীর দিকে ঘুরে এগিয়ে আসার জন্য ইঙ্গিত করেন। ভারী পদক্ষেপ নিয়ে সে এগিয়ে আসে সেই ব্যক্তির দিকে যিনি তার পিতার মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন।

থিম্মা শিবগামীকে ফিসফিসিয়ে সম্রাটকে প্রণাম করতে বলে। আর শিবগামী নিতান্তই অনিচ্ছা সহ সম্রাটের পা স্পর্শ করে। যদিও সম্রাট তার ঔদাসীন্য দেখতে পেলেন, তবুও প্রকাশ করলেন না।

"প্রভু, এই মেয়েটি দেবরায়ের কন্যা, শিবগামী।"

আশীর্বাদ স্বরূপ সম্রাট শিবগামীর মাথায় হাত রাখলেন, আর শিবগামীর শরীর জুড়ে তীব্র বিদ্বেষের তরঙ্গ বয়ে গেল। না, সে চায় না এই দুর্বৃত্ত মানুষটি তাকে স্পর্শ করুক।

"হে রাজাধিরাজ, আমি এর সম্পর্কেই কথা বলতে চাই," থিম্মা বলেন। সম্রাট এবার উঠে হাঁটতে শুরু করে দিলেন আর থিম্মা দ্রুত তাঁর পিছু পিছু আসতে থাকেন। "আপনি দয়ার সাগর প্রভু, কৃপা করে এই মেয়েটিকে রাজ-অনাথালয়ে আশ্রয় দিন। মেয়েটির মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে।"

"নিঃসন্দেহে! উত্তরাধিকার সূত্রে সে তার পিতার গুণাবলি পেয়েছে," সম্রাট শিবগামীর দিকে তাকিয়ে থাকেন আর থিম্মা আচমকা স্তব্ধ হয়ে যান।

"সে এখনো শিশু, তাকে অন্য ছাঁচে গড়া যাবে প্রভু।"

সম্রাট হো হো করে হেসে ওঠেন। "হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমার বৃদ্ধ থিম্মা মনে করেন যদি আমরা রাজ বংশের দুধ খাওয়াই, তাহলে তক্ষকের মেয়ে কেউটে না হয়ে অপ্সরায় পরিণত হবে।"

"হে সম্রাট, আমি কেবল দু মুঠো অন্ন আর তার মাথার উপর একটুকরো ছাদ প্রার্থনা করছি। সম্রাট যে সহস্র ভৃত্যদের পোষণ করেন, সে তাদেরই একজন হয়ে থাকবে। আমার স্ত্রী একে পছন্দ করেন না, তা না হলে আমি একে নিজের ঘরেই রাখতে পারতাম। এ খুবই ভাল মেয়ে। আর নিতান্তই ছেলেমানুষ..."

"সে প্রায় পরিণত এক নারী, থিম্মা। এর কী ভরসা আছে যে বড় হয়ে এই মেয়েটি আর এক দেবরায়ে পরিণত হবে না?"

"স্বামী, দেবরায়ের পরিবার বহু প্রজন্ম ধরে মাহিষমতীর সেবা করে এসেছে।"

BanglaBook.org

"থিম্মা, আপনি কি বলতে চাইছেন আমরা অকৃতজ্ঞ? আমরা কি এর জীবনদান দিই নি?"

"মহানুভব, আপনার দয়া অপরিসীম, ক্ষীরসাগরের ন্যায় প্রশস্ত।"

"অতিশয়োক্তি বন্ধ করুন, থিম্মা।"

"সামান্য আশ্রয়...যতদিন না সে অষ্টাদশী হচ্ছে। মাত্র কয়েকটি মাস... আপনার কাছে এটুকুই প্রার্থনা।"

"থিম্মা, যখন আপনার মত কোন প্রবীণ বিশ্বস্ত মানুষ কিছু প্রার্থনা করেন, তা প্রত্যাখ্যান করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, যদিও জানি পরবর্তীতে হয়ত এর জন্য আমাদের অনুতাপ করতে হবে।" তিনি তাঁর দাসের দিকে ফিরে হাত বাড়ালেন। মলয়াপ্পা একটি তালপাতা ও খাগের কলম তাঁর হাতে দেয়। সম্রাট দ্রুততার সাথে তালপাতায় কিছু লিখে নিজের শীলমোহরের ছাপ দিয়ে দিলেন।

"নিন, এটা রূপকের কাছে নিয়ে যান। পরবর্তীটুকু সেই ব্যবস্থা করে দেবে। মনে রাখবেন, এর অষ্টাদশী হওয়া অবধিই। এ যদি কোনো দুর্ব্যবহার করে, বা নিজের পিতার মত কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করে,তাহলে এও তার পিতার পথই অনুসরণ করবে।"

"আপনি উদারতার মহাসাগর,সম্রাট।" থিম্মা মাটিতে শুয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানান। অবহেলা ভরে হাত নেড়ে সম্রাট তাদের বিদায় জানিয়ে দেন। দাসটি সম্রাটের সাজসজ্জা ঠিক করে দিতে শুরু করে।

তারা বাইরে বেরিয়ে এলে, অখিলা ছুটে এসে শিবগামীকে জড়িয়ে ধরে। শিবগামী ভাবে, এই ছোট্ট সোনাকে তার সবচেয়ে বেশি মনে পড়বে। থিম্মা রাজনির্দেশ হাতে ধরে ফোয়ারার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ঘোষক ঘোষনা করে, সম্রাট সভা থেকে অবসর নিয়ে অন্তঃপুরের দিকে চলেছেন। প্রহরীরা সচেতন হয়। বিশালাকায় দ্বারটি সশব্দে খুলে যায়, আর সম্রাট সোমদেব বাইরে পা রাখেন। থিম্মা আনত হন, কিন্তু শিবগামী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার দিকে নজর পড়তেই সম্রাটের চোখ জ্বলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে মাথা নত করে নিতেই তিনি সামনের দিকে তাকান।

BanglaBook.org

সুগঠিত চেহারার বৃষস্কন্ধ এক ব্যক্তি সম্রাটের সামনে এসে এক হাঁটু মুড়ে বসে তাঁকে প্রণাম জানায়। তার পিছনে এক সৌম্যদর্শন কিশোর, সম্ভবত তারই বয়সী, ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"বলুন সেনাপতি হিরণ্য?" ব্যক্তিটি সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সম্রাট জিজ্ঞাসা করেন।

"রাজাধিরাজ, রাজকুমার মহাদেবের ক্রমোন্নতি খুব একটা আশাপ্রদ নয়। দাসপুত্রের হাতে তিনি পরাজিত হয়েছেন। তিনি তাঁর প্রশিক্ষণে উন্নতি করছেন না।"

রাজকুমার নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সম্রাট তাঁকে ডাকলেন, "মহাদেব?"

"আমাকে ক্ষমা করে দিন পিতা।" রাজপুত্র বিড়বিড় করে ওঠেন। সম্রাট ক্ষণকালের জন্য ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকেন, তারপর সামনে এগোবার প্রস্তুতি নেন।

সেনাপতি নত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "প্রভু, এবার কী করব?"

"একে ভাল করে প্রশিক্ষণ দিন," ছেলেটির কাঁধ চাপড়ে সম্রাট এগিয়ে যান। সেনাপতি বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সম্রাটের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

শিবগামী দেখে রাজপুত্রের মুখ মৃদু হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে লক্ষ্য করে রাজপুত্র কী পরিমান সুন্দর, কিন্তু নিজেকে মনে করায় সে শত্রুর সন্তান। অপ্রত্যাশিতভাবে রাজপুত্র মাথা তোলেন আর তাঁদের চোখাচোখি হয়ে যায়। তাঁর লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়া মুখ দেখে শিবগামী অবাক হয়। শিবগামী দ্রুত নিজের মুখ ঘুরিয়ে নেয়, লজ্জাজনক ভাবে তারও গাল লাল হয়ে গেছে।

সে শোনে থিম্মা তাকে ডাকছেন, কালবিলম্ব না করে সে এগিয়ে যায়। যখন শিবগামী একবার ঘুরে তাকায়, দেখে রাজপুত্র সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর চোখ শিবগামীর দিকে।

BanglaBook.org

আট

কাটাপ্পা

যত দ্রুত সম্ভব পা চালিয়ে কাটাপ্পা রাজপ্রাসাদের দিকে দৌড়ে যায়। শিভাপ্পার পালিয়ে যাওয়ার খবর সে পিতাকে দিতে চায়, কিন্তু মহারাজের উপস্থিতিতে তা অসম্ভব। এমনকি প্রহরীরা পর্যন্ত তাকে পিতার সাথে দেখা করার অনুমতি দিল না। সে বাগানে অপেক্ষা করে, খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই যদি পিতার সাথে কথা বলার একবার সুযোগ পায়।

এই খবর পিতাকে কীভাবে দেবে ভেবেই কাটাপ্পা অস্থির হয়ে উঠছে। সে জানে পিতা তাঁর থেকে বেশি শিভাপ্পাকেই ভালবাসেন। একটা সময় ছিল যখন এই কারণে কাটাপ্পা ঈর্ষান্বিত হত। কিন্তু এই বাইশ বছরে কাটাপ্পা বুঝতে পেরেছে আদর করার মত মুখ তার নয়। না তার কোনো বিশেষ গুণ আছে। এখন থেকেই তার টাক পড়তে শুরু করেছে, আর তাছাড়াও খুব শীঘ্রই তাকেও তার পিতার মত পরিষ্কার করে মাথা ন্যাড়া করতে হবে।

কিন্তু তার ভাই... তার ভাইয়ের একটা ভুবন ভোলানো হাসি আছে।

শিভাপ্পার চিন্তা তাকে বাস্তবে টেনে আনে। ছেলেটাকে বাগে আনার কোনো না কোনো পথ তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। সে তার পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু সম্রাটের পরিবেষ্টনীর পিছন থেকেই তার পিতা ক্রুদ্ধভাবে তাকান, আর এই দূরত্ব থেকেও তাঁর অভিব্যক্তি সব বলে দেয়। আর দেরি করে সময় নষ্ট করলে চলবে না। তাঁর স্থান প্রভুর কাছে। গুরুভার মন, তাঁর থেকেও বেশি ভারী পদক্ষেপ নিয়ে সে বিজ্জলের মহলের দিকে এগিয়ে গেল।

BanglaBook.org

কাটাপ্পার ভয় ছিল বিজ্জলদেব এখনো তাকে চাইবেন কি না। শিভাপ্পার হাতে মহাদেবের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার পর বিজ্জল তাকে মুখ দেখাতে বারণ করেছিলেন। তার পিতা সবসময় বলেন, ক্রোধের সময় প্রভুর বলা কথা গম্ভীরভাবে নিতে নেই। যদি প্রভু আদেশও দেন যে দাস তার মুখ দেখাবে না, তবু দাসের চলে যাওয়ার কোনো অধিকার নেই। হতে পারে সে হয়ত প্রভুর সামনে আসার স্পর্ধা দেখালো না, কিন্তু প্রভু নিজের মত পরিবর্তন করলেই যেন সেই মুহুর্তেই সামনে যেতে পারে, এমন দূরত্বে তাকে থাকতে হবে।

বিজ্জলের কক্ষ ভিতর থেকে বন্ধ দেখে সে বাইরে দাঁড়ায়। দরজায় ঠকঠক করা বা কোনক্রমে নিজের উপস্থিতি জানান দেওয়া তার উচিত হবে না। প্রাসাদের বাইরে সভা ভঙ্গ হবার পরে ভীড়ের কোলাহল শুনতে পায় সে। একমুহুর্তের জন্য তার মনে হল তার ভাই যেমন দাসমুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্ন যদি সত্যি হয়ে যায় তাহলে কেমন হবে? হয়তো সেই স্বাধীন জনজাতির সেও একজন হবে, সম্রাটের সুবিচারের জন্য দরবারের বাইরে অপেক্ষা করবে। বা গৌরীপর্বতের উপত্যকার কোনো কৃষক হবে, তার স্ত্রী থাকবে, সন্তান থাকবে। সে তার কল্পিত স্ত্রীর মুখ চিন্তা করার চেষ্টা করে। সে কি তার ভাইয়ের প্রেমিকা কামাক্ষীর মত সুন্দরী হবে?

চিন্তাটি খুবই তৃপ্তিদায়ক, কিন্তু তা কাটাপ্পাকে অদ্ভুত অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেয়। তার নিজেকে দুর্নীতিপরায়ণ আর কলুষিত বলে মনে হয়। এই সব ভাবনা তার জন্য নয়, সে নিজেকে এইজন্য ভৎসনা করে। *হে মা গৌরী, আমার চিন্তাদের বিপথগামী কোরো না,* সে প্রার্থনা করে আর তার ভাইয়ের প্রতি তার দুশ্চিন্তারা আবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।আচ্ছা, এই অনিষ্টকর ভাবনা গুলো, তাহাই কি ভাল, স্বাধীনতার ভাবনা? *এগুলো নিয়ে না ভাবাই ভাল,* মনের ভিতর থেকে তার পিতার কন্ঠস্বর বলে ওঠে। সে গভীর শ্বাস নিয়ে কাঁধ টেনে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ায়। বিজ্জলের দরজার ফাঁক দিয়ে সুস্বাদু খাবারের গন্ধ ভেসে আসছে, তার খিদে পেয়েছে। সে মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে থাকে, তার স্বপ্নেরা স্তম্ভিত হয়ে গেছে, তার স্বাদকোরকেরা অসাড়, তার ঘ্রাণশক্তির দ্বার হয়ে গেছে রুদ্ধ।

"এই যে কিম্ভূত! তোমার সুপুরুষ ভাইটি কোথায়, অ্যাঁ?"

BanglaBook.org

কাটাপ্পা এই কণ্ঠস্বর চেনে, যার মুখ সে দেখতে চায় না, এই গলা তার। এই হিজড়ে এখানে কী করছে?কালিকার নিযুক্ত করা বহু কর্মচারীদের মধ্যে একজন, কিন্তু বৃহন্নলাকে ছাড়া মাহিষমতী প্রাসাদের ভিতরে সে অন্য নপুংসকদের দেখতে পায় না।

কাটাপ্পা সোজা দাঁড়িয়ে থাকে, তার দৃষ্টি বহু দূরে নিবদ্ধ। সে এমন ভাব করে যেন কেকীর কোন অস্তিত্বই নেই। তার হেঁটে আসার সাথে সাথে নূপুরের ধ্বনি শুনতে পায় কাটাপ্পা। সে তারই দিকে আসছে। তার হাঁটার মধ্যে এক ধরনের ছন্দ আছে। নূপুরের নিক্কন বন্ধ হতেই কাটাপ্পা চমকে উঠে নিশ্বাস টেনে ধরে। কেকী তার এতই কাছে আছে যে তার গায়ের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। রঙিন চুড়ি পরা একটা হাত কাটাপ্পার কাঁধে এসে পড়তেই সে কুঁকড়ে গেল। কেকীর আঙুল তার চিবুক ছুঁয়ে কান বরাবর খেলে বেড়াচ্ছে। কাটাপ্পা অবিচলিত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়।

"ওহ! আমার প্রিয়তম আমার উপর রাগ করেছেন," কেকী চোখের পাতা লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতে নাড়িয়ে মিষ্টি হাসল। তার চোখ কমনীয়, ঘন বঙ্কিম ভ্রু, কোমল গালে চিরস্থায়ী লালিমা, আর স্ফীত ওষ্ঠাধর। প্রথম দর্শনে তাকে সুন্দরী রমণী বলেই বলেই মনে হয়। কেবল তার কর্কশ কণ্ঠ প্রকাশ করে ফেলে সে একজন নপুংসক। কাটাপ্পার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। তার সুগন্ধির ঘ্রাণে বিবমিষা জাগছে। সে কাটাপ্পার গালে হাত দিয়ে আদর করে আর তার চুড়িগুলো রিনরিনিয়ে ওঠে। কাটাপ্পা হাত পিছনে রেখে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে, তার মুখের দিকেও তাকায় না, এমনকি তার উপস্থিতিকে স্বীকৃতিও দেয় না, কিন্তু বিজ্জলের কক্ষে প্রবেশ করার পথ আগলে রাখে।

"আমি কি...উমম... তোমার কামনা তৃপ্ত করব, মন্মথ? উফফ, তোমাকে কী স্বাদু দেখাচ্ছে, যেন কামের দেবতা," ভগ্ন কামার্ত কণ্ঠে সে বলে। তার আঙুল কাটাপ্পার ধুতির গিঁট নিয়ে খেলছে। কাটাপ্পা ঠেলে তার হাত সরিয়ে দিতে যায়, কিন্তু কেকী তার হাতটা ধরে নিয়ে চুমু খায়। সতর্ক হয়ে কাটাপ্পা সরে যায়। কেকী তার কানে ফিসফিস করে আর কাটাপ্পার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে, আসলে আরো কালো হয়ে যায়। কেকী তার উপর যে প্রভাব বিস্তার করছে, কাটাপ্পা তাকে শাপশাপান্ত করে।

BanglaBook.org

"আমার প্রিয়তম, তোমাকে যে অপেক্ষা করতে হবে। আমাকে এখন যুবরাজের সাথে সাক্ষাৎ করতেই হবে। অনুগ্রহ করো কামদেব, আর এই রতিকে তোমার যুবরাজের সাথে দেখা করতে দাও।" সে কাটাপ্পাকে এড়িয়ে যেতে চায়। কাটাপ্পাতৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে তার পথ আগলায়। তার হাত কেকীর স্তনের সাথে ধাক্কা লাগতেই কেকী একটা নাটুকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সে ঠোঁট ফুলিয়ে চোখের পাতা নাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, "মনোহর, তুমি কেন আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছো?"

কাটাপ্পা হাত গুটিয়ে সরিয়ে নিতে যায়, কিন্তু কেকী ছাড়ে না। হাতের যেখানটা কেকীর স্তনের সংস্পর্শে এসেছে, সেইখানে তীব্র জ্বালা ধরে আছে। কেকী তার সমান লম্বা, তারই সমান শক্তিশালী।অবশেষে কাটাপ্পা নিজের হাত সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়, দেখে কেকীর নখের আঁচড়ে তার কালো ত্বকে সাদা দাগ হয়ে গেছে।

"তোমাকে একটা উপহার দেব?" কেকী পুরুষ কণ্ঠে ফিসফিস করে। তার হাত নিজের বক্ষ-বন্ধনীর ভিতরে ঢুকে গেছে। হয়তো কেউ দেখে ফেলবে ভেবে কাটাপ্পা ভয় পায়। এই ঘটনায় একটা কুৎসা রটে যেতে পারে, তাহলে অন্য সব দাসের কাছে সে হাসির পাত্র হয়ে পড়বে। সে যাই করুক না কেন, যা ক্ষতি হবার হয়েই গেছে। আচমকাই কক্ষের দরজা খুলে যায়, এবং কাটাপ্পা দ্রুতযুবরাজের সামনে নতজানু হয়। তার মুখ লজ্জায় আতপ্ত হয়ে গেছে। সে বিজ্জলের দিকে তাকাতে পারে না।

কাটাপ্পা সঙ্কুচিত হয়ে যায় যখন শোনে কেকী যুবরাজকে বলছে, "আপনার দাস মুখপোড়া হলেও তার শরীর কিন্তু পেটাই করা ইস্পাত, যুবরাজ তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন না কেন? কী সুস্বাদু দেখতে।" কেকী ঠোঁটের চারপাশ জিভ দিয়ে চাটে।

কাটাপ্পাকে আরো অস্বস্তিতে ফেলে বিজ্জলদেব হেসে ওঠেন। কেকী কাটাপ্পার কাঁধে হাত দিয়ে চাপ দেয়, আর চলে যাওয়ার সময় নিজের রেশমের অঙ্গবস্ত্রের আঁচল কাটাপ্পার মুখের উপর বুলিয়ে দেয়।

কেকী বিজ্জলের প্রশংসা করে, "আপনাকে রূপবান দেখাচ্ছে।" বিজ্জল লজ্জায় লাল হয়ে ওঠেন। কেকী তার গলার মুক্তোর মালা ঠিক করে।

BanglaBook.org

"সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে যুবরাজ," বলেই কেকী পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করে, তার নিতম্ব কামুক ছন্দে দুলছে। কাটাপ্পাকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় সে ঝুঁকে কাটাপ্পার গালে নিজের জিভ বুলিয়ে দেয়। কাটাপ্পার প্রতিক্রিয়া করার আগেই সে দূরে চলে যায়।

বিজ্জল দ্রুত হেঁটে তার সঙ্গ নেয়। "আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে," উত্তেজিত ভাবে যুবরাজ বলেন। কাটাপ্পা বোঝেনা তাঁদের সঙ্গে যাওয়া উচিত কি না। তার কর্তব্য সর্বদা যুবরাজের সঙ্গে থাকা। একমুহূর্তের দ্বিধার পরে কাটাপ্পা তলোয়ারের হাতলে হাত রেখে, সামনে তাকিয়ে, লঘু পদক্ষেপে তাঁদের অনুসরণ করে।

যুবরাজ বিজ্জল তাঁর মহার্ঘতম পোশাকটি পরেছেন। তাঁর চলার সাথে সাথে সুগন্ধির উগ্র গন্ধে বাতাস ভরে উঠছে, তিনি কেকীর সাথে খোশমেজাজে গল্প জুড়েছেন। কাটাপ্পা সম্ভ্রমপূর্ণ দুরত্ব বজায় রেখে চলছে। তারা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতেই, রাজকুমার মহাদেবের সাথে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

"বিজ্জল, তুমি কোথায় চললে?" বিস্মিত হয়ে মহাদেব জিজ্ঞাসা করে।

"তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।" বিজ্জল তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চলতে থাকে।

"কিন্তু মা তোমার খোঁজ করছিলেন।"

"দূর হ!"

বিজ্জল আর কেকী বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়। মহাদেব কাটাপ্পার হাত চেপে ধরতেই কাটাপ্পা চমকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। সৌভাগ্যবশত এটা দেখে ফেলার মত কেউ কোথাও নেই। কোনো রাজপুত্রকে স্পর্শ করার অধিকার তাঁর নেই, যদি না তা প্রাণ রক্ষার খাতিরে হয়। "তুমি কি আমাকে বলবে ওরা কোথায় যাচ্ছে?" মহাদেব জিজ্ঞাসা করেন।

কাটাপ্পা দূরবর্তী কোনো অদৃশ্য বিন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকে, মহাদেব অধৈর্যভাবে কিছুক্ষণ তর্জন গর্জন করার পর কাটাপ্পার হাত ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়। তাঁর পায়ের ভারী আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই কাটাপ্পা আবার তার প্রভুকে অনুসরণ করে। বিজ্জল আর কেকী স্তম্ভযুক্ত দর-দালানের

BanglaBook.org

শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। কাটাপ্পা তাদের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য দ্রুত পা চালায়। তার দুপাশে বিশালাকৃতি পাথরের ড্রাগন মূর্তিরা নিজেদের লেজ মুখের মধ্যে ভরে, কুড়ি হাত উঁচু পর্যন্ত দাঁড়িয়ে। যেন তাদের চোখ লক্ষ্য করে চলেছে সাদাকালো ছককাটা মেঝের উপর দৌড়তে থাকা এই দাসকে।

"প্রভু, এই মর্কটকে কি আমাদের সঙ্গে আসতেই হবে?" কেকী অসন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করে।

"একটা কুকুর পিছু নিলে কে পরোয়া করে? আমরা তাকে দরজার কাছেই ছেড়ে রেখে দেব যাতে প্রয়োজনে ঘেউঘেউ করতে পারে," বিজ্জল হেসে ওঠেন।

"স্কন্দদাসের ছুঁচোদের থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে,প্রভু। আমি আপনাকে কোথায় নিয়ে চলেছি তা ঘুণাক্ষরেও যদি সম্রাট জানতে পারেন..." কেকী ভয়ে দু পা পিছিয়ে যায়।

"যেন পিতা চিরকালই বৃদ্ধ ছিলেন। এমনকি এই বয়সেও কালিকার দেবদাসীদের দ্বারা সুখ পেতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন না। আমি কি পিতার কাজকর্ম সম্পর্কে কোনো চটুল গান শুনিনি?" বিজ্জল হাসেন, "আমি খালি ভাবছি মা যেন না বুঝতে পারেন।"

"আর যদি মহারানী পারেন?"

"আমি বলব তুমি আমাকে যেতে বাধ্য করেছিলে", বিজ্জল উত্তর দেন। কেকীর মুখ সাদা হয়ে যায়, কিন্তু সে দ্রুত নিজেকে সামলে নেয়। " নিশ্চয়ই, প্রভু, নিশ্চয়ই। অপবাদের দায় সবসময় এই সুন্দরী রমণীর কাঁধেই চাপাবেন। আপনার জন্য সব কিছু করতে পারি, আমার কুমার।" কেকী বিজ্জলের কাঁধে আঙুল বোলায়।

"তোমার হাত আমার থেকে দূরেই রাখবে," বিজ্জল হঠাৎ রেগে যান, "আর যেখানে নিয়ে যাবার কথা দিয়েছ, সেখানে নিয়ে যাবে।"

"আমাদের দ্রুত যেতে হবে, আর আমাদের অনুপস্থিতি কারো টের পাওয়ার আগেই ফিরেও আসতে হবে," বলে কেকী একটা দরজা খুলে ফেলে, যেটি প্রাসাদ লাগোয়া পশ্চিমের বাগানে নিয়ে যায়। "এই দিকে,প্রভু।"

তারা সম্রাটের অন্দরমহল চক্রাকারে ঘুরে মহলের একদম পিছন দরজায় পৌঁছায়। ঠিক এইসময়ে বিজ্জল ভয়ে ঘামতে শুরু করেন। "চিন্তা করবেন না প্রভু।

BanglaBook.org

সম্রাট সেনাপতি হিরণ্যকে সঙ্গে নিয়ে কুন্তল রাজ্যে রওনা দিয়েছেন। তাঁর ফিরে আসতে একপক্ষকাল সময় লাগবে,” কেকী আশ্বস্ত করে।

“আমি জানি। কিন্তু আমরা এখানে এলাম কেন?” বিজ্জল জিজ্ঞাসা করেন।

উত্তরে কেকী দরজায় নখ দিয়ে আঁচড় কাটে। কেউ ভিতর থেকে দরজা খুলে দিতেই তারা প্রবেশ করে। আরামকেদারায় ঠেস দিয়ে বসে থাকা একটি পুরুষের সামনে এক স্ত্রীলোক নাচ করছে।

“অ্যাই বৃহন্নলা, সব প্রস্তুত?” কেকী জিজ্ঞাসা করে। ভুবনভোলানো হাসি দিয়ে স্ত্রীলোকটি ঘুরে দাঁড়ায়। *আবার এক নপুংসক,* কাটাপ্পা বিরক্তিতে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। বিজ্জলের মুখ ক্রোধে আরক্তিম হয়ে ওঠে।

কেকীর উত্তর দেবার আগেই বৃহন্নলা সামনে এগিয়ে এসে লীলায়িত ভঙ্গিমায় প্রণাম জানায়। “হে পুরুষোত্তম, আমার সখী কেকী আপনার প্রয়োজনের কথা আমাকে বলেছে। এই বৃহন্নলা সর্বদাই আপনার সেবায় নিযুক্ত। সমস্ত ব্যবস্থাপনা করা হয়ে গেছে।” সে হাতে তালি মারতেই আরামকেদারায় বসা ব্যক্তিটি ভিতরে চলে যায়। কয়েক মুহুর্তের টানটান নিস্তব্ধতার পরে, এক পরিচারিকা বিশাল রেকাবিতে করে সুন্দর ভাবে ভাঁজ করা বণিকের পোষাক নিয়ে ফিরতে এল। “আপনাকে এটা পরে কিন্তু অপূর্ব দেখাবে আমার যুবরাজ,” পোশাকের অদৃশ্য ভাঁজে আঙুল বুলিয়ে কেকী বলে।

“এই পোষাক ঐ গায়ে দুর্গন্ধওয়ালা ব্যবসায়ীরা পরে। আমি মাহিষমতী সাম্রাজ্যের যুবরাজ, তুমি চাইছ আমি এই পোশাক পরব?” বিজ্জল গর্জে ওঠে।

“সতর্কতার খাতিরে এর প্রয়োজন আছে, রাজকুমার। না কি আপনি চাইছেন আপনার এই গোপন অভিসারের কথা নিয়ে সবাই চর্চা করুক?” দুহাত বুকে রেখে ঝুঁকে প্রণাম জানিয়ে বৃহন্নলা বলে।

“বা হয়ত আপনি চাইছেন যখন আপনি একুশ বছরের হয়ে যাবেন, তখনই একেবারে করবেন? আর কয়েক মাস অপেক্ষা করবেন? কেউ তখন আপনাকে প্রশ্ন করতে পারবে না, এমনকি মহারানীও নয়,” কেকী হেসে ওঠে।

এক মুহূর্তের জন্য কাটাপ্পার মনে হয় রেগে গিয়ে বিজ্জল এই নরকের কীটকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের কক্ষের দিকে ফিরে যাবেন। এর চেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত কিছু

BanglaBook.org

হতেই পারে না। কিন্তু যাইহোক, বিজ্জল পোশাকটি ছিনিয়ে নিয়ে একটা স্তম্ভের আড়ালে চলে গেলেন। কেকী হাসে, "নিজের সুদর্শন শরীর আমাদের দেখাতে লজ্জা লাগছে, আমার কুমার? আপনি কিন্তু আমাকে উত্তেজিত করে তুলছেন।"

বিজ্জল প্রত্যুত্তরে অশ্লীল শব্দ বলায় কেকী হেসে ওঠে, "একজন যুবরাজের পক্ষে এটা ভীষণ রঙিন হয়ে গেল। আমাদের মত ছোটলোকের ভাষা নয়, যুবরাজের তো কেবলমাত্র দেবভাষা বলা উচিত। কিন্তু আপনি যেহেতু আগ্রহী, তাই এই কেকীর কাছ থেকে আমরা আরো রঙিন রঙিন শব্দ বেছে আনতে পারি।"

বিজ্জল বেরিয়ে এলেন, বণিকের পোশাকে অপ্রতিভ হয়ে। তিনি তাঁর মুক্তার হার এবং সোনার বালা খুলে কাটাপ্পাকে দিতে যেতেই কেকী সেগুলি ছিনিয়ে নেয়, "ওহ! অশেষ কৃপা আপনার যুবরাজ! আপনি সত্যিই খুব দয়ালু।"

সে দ্রুত শিষ দেয়, আর চারজন ব্যক্তি একটা পালকি নিয়ে উপস্থিত হয়। সে চোখের ইশারায় তাঁদের পালকিতে চড়তে বলেন।

"আমি কি কোনো বুড়ী যে এটাতে চেপে যাব? হিজড়ে কোথাকার!" বিজ্জল চেঁচিয়ে ওঠেন।

"ওহ আমনি হাতির পিঠে চড়ে রাজপথ দিয়ে শোভাযাত্রা করে যেতে চান? একটা ঘোষক সঙ্গে নিলে কেমন হয়? যে কালিকার গুহায় আপনার যাত্রার কথা চিৎকার করে ঘোষণা করতে করতে যাবে? এটাই সবচেয়ে বিচক্ষণতার কাজ হবে, তাই না?"

বিজ্জল তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন তারপর অনিচ্ছা ভরে পালকির ভিতরে ঢুকে যান।

"প্রভু, আপনার তলোয়ারটি খুবই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আমার লোকেরা ওটা ধরবে।"

"ভুলে যাও, কেউ আমাকে দেখতে আসছে না। আমি আমার ঠাকুমার মত করে বেড়াতে যাচ্ছি। আমার এখন খালি একটা শাড়ীর অভাব।" বিজ্জল বিড়বিড় করেন।

BanglaBook.org

"আপনাকে শাড়ীতে আরো মোহময় লাগবে, আর শপথ করে বলতে পারি সেটা সেরা ছদ্মবেশ হবে। পরের বার আমি তারই ব্যবস্থা করব। আপনার তলোয়ারটি দিন, না কি আমরা দু বছর পরেই এটা করব?"

তলোয়ার হস্তান্তর করতে করতে বিজ্জল বলেন, "তোমার জিভের জন্য একদিন মূল্য চোকাতে হবে,হিজড়ে।"

"আমি এই জিভ দিয়েই সজীবতা আনি, প্রভু। এই শহরের এমন অনেককে আমি এটা দিয়ে সুখ দিই যাদের নামও আপনি শুনতে চাইবেন না। জিভ দিয়ে কাজ না করলে আঙুল নষ্ট করতে হয়, কালিকার গুহায় আমরা এটাই বলাবলি করি। কৌতুকটা ধরতে পারলেন না তো? হয়ত আর কয়েক মাস পরে পারবেন? এবার একটু সরে বসুন যাতে আপনার এই দাসটিও ঢুকতে পারে।"

"এত স্পর্ধা তোমার! এক অস্পৃশ্য দাস কোনো মতেই আমার সঙ্গে বসবে না।"

"এক কাজ করুন, পালকিতে একটা বড় ফলক লাগিয়ে দিন, তাতে লেখা থাকুক, এই পালকিতে মাহিষমতী সাম্রাজ্যের যুবরাজ বিজ্জলদেব বেশ্যাবাড়ি চলেছেন। পালকির পাশে পাশে আপনার দাসের হেঁটে যাওয়ার থেকে বরং এটাই ভাল হবে।" কেকী মুখ বাঁকিয়ে বলে।

বৃহন্নলা মধ্যস্থতা করে। "প্রভু, আপনার ছদ্মবেশ নিখুঁত হওয়া চাই। আপনি একজন ব্যবসায়ী যিনি অন্দরমহলে স্ত্রীলোকদের পোশাক বিক্রি করার পর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমরা কারো মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই না," সে কোমলভাবে বলে।

"কিন্তু তারা কি সমস্ত বহির্দ্বারের কাছে পরীক্ষা করে না? বজ্জাত স্কন্দদাসের লোকেরা আমাকে সব জায়গায় ছায়ার মত অনুসরণ করে।"

"স্কন্দদাস আপনার সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত থাকেন, প্রভু থাতির সঙ্গে সেই কান্ড ঘটে যাওয়ার পর সম্রাট আদেশ দিয়েছেন আপনাকে যেন সবসময় পাহারা দেওয়া হয়। স্কন্দদাস কেবল নিজের কর্তব্য করছেন। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। এমনকি তিনিও এর বিন্দুমাত্র আঁচ পাবেন না," বৃহন্নলা বলে। কেকী নিজের চোখ পাকায়।

"কিন্তু তারা তো দরজার কাছেই বুঝে ফেলবে। আসা যাওয়া করা প্রত্যেককেই তারা খুঁটিয়ে দেখে," বিজ্জল জোর দিয়ে বলেন।

BanglaBook.org

"একদম ঠিক বলেছেন, কুমার। তারা দরজার কাছে পালকি পরীক্ষা করবে," বৃহন্নলা বলে। "কিন্তু তাদের চোখে ধুলো দেওয়ার পথ আমাদের আছে। আপনি খালি পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজের চরিত্রটুকু অভিনয় করে যান, তাহলেই সব মসৃণ ভাবে হয়ে যাবে। তা না হলে এও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলবে," বৃহন্নলা শান্ত গলায় আশ্বস্ত করে।

বিতৃষ্ণা নিয়ে বিজ্জল কাটাপ্পার দিকে তাকায়। বৃহন্নলা প্রার্থনা জানিয়ে হাত জোড় করে। বিজ্জল মাথা নাড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

"মহামহিম অত্যন্ত দয়ালু," বৃহন্নলা প্রণাম জানায়।

"এবার পালকিতে ওঠো, প্রাণনাথ," কাটাপ্পার গালে হাত বুলিয়ে কেকী বলে।

যুবরাজের সঙ্গে একই পালকিতে চাপতে হবে দেখে কাটাপ্পা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। পিতা কী বলবেন? সে ইতস্তত করে, তলোয়ারের হাতল দৃঢ় ভাবে মুঠোয় চেপে ধরে।

কেকী ঠোঁট ফোলায়, "আমার হৃদয়েশ্বর কি আমার উপর রেগে গেলেন? তোমার কালো ঠোঁটে কি একটা চুমু এঁকে দিতে হবে,উম? না? ওহ তুমি আমার মন ভেঙে দিলে। আমার তিন গোনার মধ্যে তুমি যদি ভিতরে প্রবেশ না করেছ, আমি কিন্তু ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে চুমু খাবো। আর তোমার প্রভু এই দেখে হিংসায় ফেটে যাবেন যে তাঁকে বাদ দিয়ে আমি তাঁর দাসকে চুমু খাচ্ছি। তুমি কি তোমার প্রভুকে রাগিয়ে দেবে, প্রিয়তম?"

কাটাপ্পা আর কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করেনা। সে ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তার তলোয়ারে আটকে যায়। কেকী তার তলোয়ার নেবার জন্য হাত বাড়ায়।

কাটাপ্পা ত্রস্ত হয়ে যুবরাজের শরণাপন্ন হয়, "প্রভু! এই তলোয়ার পবিত্র, সম্রাট নিজের হাতে এটা আমায় দিয়েছেন। আমার মৃত্যু না হওয়া অবধি একে কাছ ছাড়া করব না।"

BanglaBook.org

"চলো এই কেলে বাঁদরকে এখানেই ছেড়ে চলে যাই। ও এখানে বসে বসে নিজের তলোয়ার চেবাক।" কেকী পানের পিক ফেলে পালকির ভিতর ঢুকতে যায়।

কাটাপ্পা তার পথ আটকে দাঁড়ায় আর কেকী দাঁত খিঁচিয়ে খেঁকিয়ে ওঠে, "সরো আমার রাস্তা থেকে।"

"যুবরাজ আমাকে ছাড়া কোথাও যাবেন না," কাটাপ্পা বলে।

"কে বলছে রে?" বিজ্জল ভিতর থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন।

"ক্ষমা চাইছি, প্রভু, কিন্তু এটাই সম্রাট সোমদেবের আদেশ।"

"উদ্যানে একটা দীঘি আছে দেখেছেন? আপনি সেখানে ঝাঁপ দেন না কেন? একটা দাস কি বলল না বলল তাতে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন, যুবরাজ?" কেকী বলে।

"কারণ সে গিয়ে আমার পিতৃদেবকে বলে দেবে। একটা গলগ্রহ জুটেছে।" দাঁত কিড়মিড় করে বিজ্জল কাটাপ্পার দিকে তাকান, "অযথা সময় নষ্ট না করে ঐ সর্বনেশে তলোয়ারটা ওদের হাতে দিয়ে কেন ভিতরে আসতে পারছিস না, কুত্তার বাচ্চা!"

"আমি ক্ষমা চাইছি,প্রভু। একমাত্র মৃত্যুর পরেই আমি এই তলোয়ার দূরে সরাবো।"

কেকী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "ওর তলোয়ার ওর কাছেই থাকুক। যদি না ওর কালো পাছা নিজের কোলে রাখার ইচ্ছা থাকে, তাহলে একটু সরে যান।"

"আমার কাছে নয়। কেকী, তুমি আমাদের মাঝখানে বসবে।"

"হ্যাঁ আর বিশ্ব সংসার দেখুক একটা দাস পালকিতে চেপে চলেছে, এটা কিন্তু বেশ দর্শনীয় বিষয় হবে। শহরের সব ফচকে ছোঁড়া আর তাঁদের কাকারা ভীড় করবে দেখার জন্য।" কেকী কাটাপ্পার কব্জি চেপে ধরে বলে, "ভিতরে ঢোকো।"

কাটাপ্পা যুবরাজের আদেশের অপেক্ষা করছিল, কিন্তু তিনি অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন। কাটাপ্পা নিঃশব্দে প্রার্থনা সারে। সে সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করছে। সে নিজেকে মুচড়ে ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়, যুবরাজের শরীরে যেন স্পর্শ না হয়ে যায়, সে বিষয়ে সতর্ক হয়।সে তাঁদের দুজনের মাঝে নিজের তলোয়ার রাখে।

কেকী সবশেষে ভিতরে ঢুকে বিজ্জলের দিকের পর্দা টেনে দিতে সামনে ঝোঁকে। তার স্তন কাটাপ্পার মুখে তুলি বোলানোর মত ঘষে যায়, আর সে সঙ্কোচে কুঁকড়ে গেলে কেকী চোখ টিপে তার দিকে হাওয়ায় চুমু ছোঁড়ে। কাটাপ্পা বিতৃষ্ণায়

BanglaBook.org

গুটিয়ে যায়। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পালকি ওঠে, কাহাররা পালকির ভার ঠিকঠাক করে নিয়ে চলতে শুরু করলে পালকি দুলতে থাকে। তারা প্রত্যেক পদক্ষেপের সাথে সাথে, 'হো-হো, হো-হো-হো' সুর তুলছে, আর সামনের দুজন ঘন্টাধ্বনি করে লোকজনকে পথ দিতে বলছে।

তারা প্রাসাদের দূর্গ তোরণের সামনে এসে থামতেই কেকী প্রহরীদের সাথে সমঝোতা করার জন্য পালকি থেকে ঝাঁপিয়ে নামে। কাটাপ্পা শোনে সে বলছে, সে এই ব্যবসায়ীকে কালিকার গুহায় নিয়ে চলেছে। কাটাপ্পা প্রার্থনা করে প্রহরীরা যেন পালকির ভিতর টা দেখার কষ্ট না করে। তার পাশে বসা বিজ্জল ঘেমে উঠেছেন।

কাটাপ্পা দেখে কেকী প্রহরীদের সাথে রসিকতা করছে। সে দেখতে পায় দুটো হাত অর্থ আদানপ্রদান করল। আর ভাবে, কাউকে প্রাসাদের বাইরে চালান করা কত সহজসাধ্য ব্যাপার। যদি কাউকে দূর্গের বাইরে চালান করা এত সহজ হতে পারে, ঠিক এমন ভাবে কোনো শত্রুকেও ভিতরে আনা এতটাই সহজ হবে। দুর্নীতি তার নগরের সুরক্ষা ব্যবস্থাকেও খেয়ে ফেলছে। সে সিদ্ধান্ত নেয় এই বিষয়ে পিতার সঙ্গে কথা বলবে। আর কোনক্রমে মহারাজের নজরেও নিয়ে আসবে।

কেকী ঝাঁপিয়ে আবার চেপে পড়ে আর পালকি দ্রুতই দূর্গদ্বার পেরিয়ে পথ দিয়ে হনহনিয়ে এগিয়ে চলে। পালকির ভিতরটা গুমোট আর স্যাঁতস্যাঁতে। নপুংসকের শরীরের দুর্গন্ধ বিজ্জলের সুগন্ধির সাথে মিশে কাটাপ্পার গা গুলিয়ে তুলছে। হিজড়েটার কাঁধ তার কাঁধের সাথে ঘষা যাচ্ছে, কিন্তু তার কিছু করার নেই। তার মনে একটা উত্যক্তকর অনুভূতি হচ্ছে, যে এই যাত্রা কোনো ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে নিয়ে চলেছে। সে প্রার্থনা করার জন্য চোখ বন্ধ করে আর নিজের তলোয়ারটা শক্ত করে চেপে ধরে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নয়

বৃহন্নলা

পালকিটা যুবরাজ বিজ্জলকে নিয়ে দূর্গদ্বার পেরিয়ে যাওয়া অবধি বৃহন্নলা অপেক্ষা করে। অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাতাস আর্দ্র। পূর্ব আকাশে বিদ্যুতের ঝলক দেখা দিচ্ছে। একটা মৃদু বাতাস তার শাড়ী আর চিকন কেশগুচ্ছের সাথে খেলছে। "এটা নিখুঁত হবে," সে ভাবে। দেবতাদের অনুগ্রহ দেখে সে মনে মনে হাসে। তারপর অন্তঃপুরে ফিরে যায়।

ভিতরে ভৃত্যেরা দীপ জ্বালাচ্ছে। তার শিষ্যারা গান গাইতে শুরু করেছে। উপরের তলা থেকে নূপুরের আওয়াজ ভেসে আসছে। শিঘ্রই সমস্ত অন্তঃপুর সুমধুর সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে উঠবে। বংশী বাদক আর বীণা বাদকের দল আসতে শুরু করেছে। সম্রাটের চলে যাওয়াতে নৃত্যগীত বা প্রমোদানুষ্ঠান বেশিক্ষণ অবধি চলছে না। তবুও রাজ অতিথিরা আছেন, আছেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী বৃন্দ, কূটনীতিক দূতগণ। তাঁদের মনোরঞ্জন করতেই হবে।

বৃহন্নলা ব্যস্তভাবে ঢুকে চারিদিকে তৎপরতার সাথে চিৎকার করে নির্দেশ দিতে থাকে। তার কয়েকজন মেয়ে উপরের তলা থেকে তাকে ডাক দেয়। তারা তাকে উপরে এসে তাদের সাথে যোগ দিতে বলছে। সে তাদের বলে সান্ধ্যসাজে সজ্জিত হয়েই সে আসছে।

সে তার ব্যক্তিগত কক্ষে ঢোকে। অন্তর্বাস পরিহিত এক পুরুষ সেখানে বসে ছিল। সে ভিতরে প্রবেশ করতেই লোকটি উঠে দাঁড়ায়। বৃহন্নলা দরজা বন্ধ করে।

BanglaBook.org

সে তার বক্ষ বন্ধনী আর ঘাঘরা খুলে আয়নার সামনে দাঁড়ায়, তার পরনে কেবলমাত্র কৌপীন। এখন তাকে দেখে আর নপুংসক নয়, বরং পুরুষ বলেই বোঝা যাচ্ছে।

"আর কতদিন এরকম চলবে, ধনঞ্জয়?" ব্যক্তিটি জিজ্ঞেস করে। "আমাদের স্বপ্ন পূরণ যতদিন লাগবে, নল," বলে বৃহন্নলা তার দিকে ঝুঁকে এসে যোগ করে, "আমি এর আগেও তোকে সাবধান করেছি, ভাই। আমাকে বৃহন্নলা ছাড়া অন্য আর কোনো নামে ডাকবি না।"

"ভুল হয়ে গেছে।"

বৃহন্নলা নিজের পেশী নমনীয় করে দেওয়ালে ঝোলানো একটা তলোয়ার তুলে নেয়। সেই দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোদ্ধার মতই সুনিপুণভাবে সে নিজের প্যাঁচ অভ্যাস করতে থাকে। সেই নারীসুলভ কমনীয়তা সরে গিয়েছে, তার স্থানে যোদ্ধার দৃঢ়তা যে তার পদক্ষেপ আর তলোয়ার সম্পর্কে অসন্দিগ্ধ।

"নল, এটা পঁচিশ বছর আগে আমার মাকে দেওয়া এক প্রতিশ্রুতি। আমি আবার পুরুষ হব" – তেপায়ায় রাখা ফলের স্তূপে আন্দোলন না তুলেই এর সবচেয়ে উপরের তরমুজকে তলোয়ারের এক কোপে নিখুঁত দু ভাগ করে ফেলে সে – "একমাত্র এই হৃদয়হীন মাহিষমতী সাম্রাজ্যকে যেদিন আমরা ধ্বংস করে ফেলতে পারব সেদিনই।"

"মা আমাকে এই বিষয়ে বলেছিলেন" নল কথা বলতে যায়।

"তিনি তোকে দত্তক নিয়েছিলেন, নল। তিনি তোকে যা বলেছেন, তা অর্ধেকও নয়, যা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। আমি নরক বাস করেছি। মাকে যে প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, তার তুলনায় এই নপুংসকের অভিনয় করে যাওয়া কিছুই নয়।"

নল গম্ভীরভাবে মাথা হেলায়, "সাবধানে থেকো, দাদা।"

বৃহন্নলা হেসে ওঠে। "তুইও সাবধানে থাকিস। আর ভুলে যাস না আমাদের মা অচ্চি নাগাম্মা, আমরা আমাদের লক্ষ্যে একদিন উপনীত হবই। এই মৃদঙ্গটা নিয়ে বাদ্যকরদের সাথে যা।" এক কোণায় রাখা মৃদঙ্গের দিকে সে আঙুল দেখায়। "তারা প্রস্তুত হয়েছে কি না দেখে নিস। কালিকার গুহা থেকে যুবরাজের ফিরে না আসা

BanglaBook.org

অবধি তাদের অপেক্ষা করতে বলিস। কিন্তু তার সাথে এও বলিস ওই দাসের কাছ থেকে যেন সতর্ক থাকে।”

নল বলে, “এবারে কুড়িটা হবে। যদি প্রয়োজন হয় আমরা ওই দাসকেও হত্যা করব।”

বৃহন্নলা হাসে, “মঙ্গল হোক, ভাই।”

নল, এখন বাদ্যকরের পোশাক পরা, ভাইকে আলিঙ্গন করে মৃদঙ্গ নিয়ে সে বেরিয়ে যায় শেষে দরজা খুলতেই উপর তলার সুর হাওয়ায় ভেসে এসে আর দরজা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই স্তব্ধ হয়ে যায়।

বৃহন্নলা নিজের রূপটান দিতে শুরু করে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একজন রূপবতী স্ত্রীলোকে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তলোয়ারটি স্বস্থানে ঝুলিয়ে রাখার আগে তলোয়ারের ধার বরাবর আঙুল বোলায়। সে চুলে জুঁই ফুলের মালা লাগিয়ে পায়ে ঘুঙুর পরে। সেগুলি ঝমঝমিয়ে সে মনে মনে হাসে।

‘ধা থা ধিন তা’ পায়ের তাল অভ্যাস করতে করতে সে বলে আর হেসে ওঠে।

সে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই প্রবল করধ্বনি তাঁকে স্বাগত জানায়। সে দু হাত ছড়িয়ে দিয়ে পাক ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। তার ঘাঘরা ফুলে উঠে ঘুরছে। তাকে সঙ্গ দিতে মেয়েরা ছুটে এসে চক্রাকারে ঘুরতেই থাকে। সমস্ত কর্মকান্ডের আবহ সঙ্গীতকার ও বাদ্যকরদের মধ্যে প্রেরণার সৃষ্টি করে। দর্শকরা তাদের দিকে স্বর্ণমুদ্রা আর ফুলের মালা ছুঁড়ে দেয় আর নৃত্যানুষ্ঠান উদ্দীপিত হয়ে ওঠে।

আজ, সে তার সর্বোত্তম কৃতিত্ব প্রদর্শন করবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দশ

শিবগামী

"তুমি বেঁচে গেলে" রাজকীয় তালপত্রটি হাতে নিয়ে থিম্মা শিবগামীকে বলেন। তিনি তার হাত ধরে বারান্দা দিয়ে দ্রুত হেঁটে চললেন, তারা ইতস্তত হেঁটে বেড়ানো সৈন্যদের পার হয়, পাথরের মেঝেতে ছক কেটে চতুরঙ্গ খেলতে বসা প্রহরীদের পেরিয়ে যায়, পার হয় মাছ ভাজা ও ঝলসানো মাংসের গন্ধ বয়ে আনা রন্ধনশালা। অনেকগুলো চোখ যে তাদের দেখছে তা শিবগামী অনুভব করে। অখিলা থেমে থেমে সবকিছু দেখতে চায়, কিন্তু থিম্মা তাদের তাড়া লাগান। ফুলগাছের ঝোপের পাশ দিয়ে নেমে আসা পাথরের সিঁড়িগুলো এরমধ্যে ঠান্ডা হতে শুরু করেছে। মশাল থেকে আসা আলোয় ঝোপগুলি আলোকিত হয়ে উঠেছে। শিবগামী খেয়াল করে এই প্রাসাদ বিশাল, অজস্র জটিল পথ আর অসংখ্য মহল সমৃদ্ধ।

তারা একটা প্রাচীন ভবনের সামনে এসে দাঁড়ায়, তার চারপাশে উঁচু উঁচু আমগাছ। গাছের আচ্ছাদন থেকে জ্যোৎস্না চুঁইয়ে পড়ে প্রাঙ্গণে হিজিবিজি নকশার রূপ ধারণ করেছে। তার নিচে কয়েকজন দাঁড়িয়ে, কিছুজন সিঁড়ির ধাপের কাছে উবু হয়ে বসে আছে।

থিম্মা তালপাতাটি প্রবেশপথের করণিককে দিতেই সে আড়চোখে একবার সেটি দেখে নিয়ে পরবর্তী করণিকের দিকে ইশারা করে দিল, যে উবু হয়ে ব্যস্ত ভাবে কিছু লিখছিল। থিম্মা তার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর সে তালপাতাটি নিল, পড়ল, এবং বলল যে তার কর্মকর্তা চলে গেছেন। বৃদ্ধ মানুষটি এবং মেয়েটি অপেক্ষা করে। কয়েকজন করণিক তাদের খাগের কলম ও কালিদান, লেখার

BanglaBook.org

কাষ্ঠাধারের দেরাজে ঢুকিয়ে রাখছেন বা কাপড়ের থলিগুলি গোছাতে শুরু করেছেন।

শিবগামী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাদুড় দেখে, বিশাল ডানা ঝাপটিয়ে গাছগুলির মধ্যে চিঁ চিঁ শব্দ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। অখিলা তাদের ডাক নকল করতে গেলে পিতার কাছে ধমক খায়। থিম্মা স্পষ্টতই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, এবং বারবার মহাপ্রধানের সহকারী রূপকের খোঁজ করছেন।

নগরপালকেরা পথের বাতিগুলি যখন জ্বালিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন এক ভৃত্য তাদের রূপকের কক্ষে প্রবেশ করতে বলে। তিনি নলখাগড়া মাদুরের উপর পদ্মাসনে বসে ছিলেন, তাঁর সামনে বৃহদাকার লেখার কাষ্ঠাধার। কক্ষের প্রদীপগুলি জ্বলে উঠতেই তাঁর নিটোল মুখ স্বর্ণাভ হয়ে উঠল। থিম্মা রাজ তালপত্রটি তাঁকে দিতেই তিনি সেটি পাঠ করার জন্য সামনে ঝুঁকলেন। তিনি তাদের সেখানে অপেক্ষা করতে বলে বৃহৎ একটি কক্ষে চলে গেলেন। সেখান থেকে ভেসে আসা ফিসফিসানি শিবগামী শুনতে পেল। একটা মথ, কঠিন দেওয়ালের গায়ের ঘুলঘুলি দিয়ে প্রবেশ করে মশালের চারপাশে ঘুরতে লাগল। সে তার গন্ডী ছোটো করে এনে অগ্নি শিখার চারপাশে ঘুরছে। শিবগামী জানে কিছুক্ষণের মধ্যেই এটা আগুনে ঝাঁপ দেবে। সে নিশ্চিত হবার আগেই ভিতরে যাওয়ার ডাক পড়ল।

মহাপ্রধান পরমেশ্বর একটি আরাম কেদারায় ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন। অনেকগুলি উপাধান তাঁর জরাগ্রস্থ দেহ কাঠামোর ভারসাম্য রক্ষা করছে। এক ভৃত্য শিবগামীর দ্বিগুণ উচ্চতার একটা প্রদীপ জ্বালাচ্ছে। সপ্তম সলতেটি জ্বালানো হলে পরমেশ্বর করজোড়ে বিড়বিড় করে কিছু প্রার্থনা করলেন। থিম্মাও তাঁকে অনুসরণ করেন। শিবগামী এই গুহার মত কক্ষে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, তার চোখ কাষ্ঠাধারের উপর রাখা এক পাত্র দুধ ও শুকনো ফলের দিকে।

"রূপক, রাজ আদেশ আমাকে পড়ে শোনাও," মৃদু গলায় পরমেশ্বর বলতেই রূপক তা পালন করে।

পরমেশ্বর শিবগামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার মনে হয় না যে তার সেখানে ভাল লাগবে, খুব আনন্দদায়ক স্থান সেটি নয়।"

BanglaBook.org

থিম্মা উত্তর দিলেন না। পরমেশ্বর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, "আমি জানি অন্য কোনো পথ নেই। আমি ভাবি যে, যদি আমি এর পিতার জন্য উত্তম কিছু করতে পারতাম। কিন্তু সম্রাটের কাছেই বা কী উপায় ছিল?"

শিবগামীর কান সচকিত হয় ওঠে। তাঁরা আবার তার পিতাকে নিয়ে কথা বলছেন, হেঁয়ালিতে। সেই শৈশব থেকেই সে প্রত্যেককে তার পিতার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে এসেছে। তিনি এক বিশ্বাসঘাতক ছিলেন যাকে মৃত্যুদণ্ডে ঝোলানো হয়, এই বিবৃতি ছাড়া কেউ অন্য কিছু বলার প্রয়োজনবোধ করেনি। কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দেয় নি। এখন সে জানে, তাকে নিজেকেই সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে।

"আমি কি দিদির সাথে থাকতে পারি?" অখিলা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে।

থিম্মা তাকে চুপ করাতে যান, কিন্তু পরমেশ্বর তাকে নিজের কাছে ডাকেন।

"হুমমম... তোমার নাম কী?"

"অখিলা," ছোট্ট মেয়েটি লাজুক ভাবে উত্তর দেয়।

"তোমার কনিষ্ঠ সন্তান, থিম্মা?" ছোট্ট অখিলাকে কোলে তুলে পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করেন। থিম্মা মাথা নাড়েন। পরমেশ্বর মেয়েটিকে শুধান, "তুমি কেন এরকম করতে চাও? তোমার পিতা কি খুব কঠোর?"

অখিলা থিম্মার দিকে তাকিয়ে দুপাশে মাথা ঝাঁকায়। সে বলে, "আমি শুধু দিদির কাছে থাকতে চাই," সে শিবগামীর দিকে তাকিয়ে হাসে। শিবগামী অনুভব করে তার গলার কাছে কিছু আটকে গেছে।

"তুমি কোনো দুষ্টুমি না করে থাকতে পারবে?" পরমেশ্বর নম্র হেসে অখিলাকে জিজ্ঞাসা করেন।

"আমি কক্ষনো কোনো দুষ্টুমি করিনা, দাদামশাই," কোনো কিছু না ভেবেই অখিলা বলে বসে।

"শুশ্...শ্! মহানুভব...ওনাকে মহানুভব বলে সম্বোধন করো," থিম্মা তাকে ধমক দেন, কিন্তু পরমেশ্বর মুচকি হাসেন।

"এর জন্য আমি তো প্র- প্র- প্রপিতামহ। এদিকে এসো। তুমি একটু বাদাম খাবে?"

BanglaBook.org

অখিলা দ্বিধাগ্রস্ত হয়। তার চোখ যেন নীরবে জিজ্ঞাসা করে ওঠে সে প্রত্যাখ্যান করলে এই বৃদ্ধ মানুষটি অপ্রসন্ন হবেন কিনা। সে থিম্মার দিকে তাকায়। থিম্মা কোমলভাবে মাথা নাড়তেই সে বলে, "না, মহা...মহানুভব...ধন্যবাদ।"

পরমেশ্বর তাঁর সহকারীর দিকে তাকিয়ে ইশারা করতেই সে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

"তোমার এই বটুয়াতে কী আছে?" পরমেশ্বর ছোট্ট মেয়েটিকে প্রশ্ন করেন।

"ওহ, এগুলো আমার ধনরত্ন," অতি উৎসাহী হয়ে অকিলা বলে, "আপনি এগুলো দেখবেন, দাদামশাই?" বলেই কোনো ক্রমে বেঁধে রাখা ছেঁড়া বটুয়ার দড়ির গিঁট খুলতে শুরু করে।

"অখিলা, অনেক হয়েছে। ওনাকে উত্যক্ত কোরো না।" থিম্মার কণ্ঠস্বর কঠোর হয়। "আমি ক্ষমা চাইছি মহানুভব। মেয়েটা আমার নুড়ি, পাথর, স্ফটিক, সস্তার তুচ্ছ মণি এইসব সংগ্রহ করে। সব মূল্যহীন বস্তু।" তিনি পরমেশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

"আমাদের কাছে মূল্যহীন, থিম্মা। কিন্তু ওর কাছে এগুলো সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু। এটা কি আমাদের সবার ক্ষেত্রেই সত্য নয়? আমরা যৌবনে কত বস্তু সংগ্রহ করি, কিন্তু যখন আমরা একটা বয়সে পৌঁছে যাই, তখন উপলব্ধি করি, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই মূল্যহীন ছিল।"

অখিলা এখনো বটুয়ার বাঁধন খোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরমেশ্বর নরম গলায় বলেন, "অন্য কোনো দিন দেখব, বৎস। এবার আমাকে বলো তো, তুমি পড়তে জানো?"

"দিদি আমাকে পড়তে শিখিয়েছে," অখিলা গর্বভরে বলে। থিম্মা অবাক হয়ে শিবগামীর দিকে তাকান।

"বাহ! তাই? বেশ আমি দেখি তো তোমার দিদি তোমাকে কী পড়তে শিখিয়েছে। তুমি আমার জন্য এটা পড়ে দেবে?" পরমেশ্বর তাকে একটি তালপাতা দেন। তাতে কিছু শব্দ লেখা রয়েছে যেগুলির মাথায় মাত্রা দেওয়া। সে তার মস্তিষ্কে তোলপাড় চালায়, কিন্তু এর মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারে না।

BanglaBook.org

পরমেস্বর হো হো করে হেসে উঠে তার হাত থেকে পাণ্ডুলিপি টি ফেরত নেন, “পারলে না তো?”

অখিলা লজ্জায় মাথা নামিয়ে নিয়েছে। “মন খারাপ কোরো না। এই লিপি অনেকেই পড়তে জানেন না। এটি দেবভাষা সংস্কৃত, দেবতাদের ভাষা। মনে রাখবে তুমি যতটা জানো, তার থেকেও বহু বিষয় আছে যা তুমি জানো না।”

অখিলা অবাক হয়ে তালপাতাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। মহাপ্রধান দেখেন তার চোখ কক্ষের দেওয়ালের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে সারিবদ্ধ ভাবে অনেক পাণ্ডুলিপি রাখা।

“আমি এগুলির মধ্যে বেশির ভাগই পড়ে ফেলেছি। আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার আগে অবধি আমি পড়তাম। এখন রূপকের যখন এই বৃদ্ধ মানুষটির জন্য সময় হয়, তখন আমি তাকে দিয়ে এগুলো পড়িয়ে নিই।”

নিঃশব্দে এইসব দেখতে দেখতে শিবগামীর মনে এই মানুষটির প্রতি গাঢ় শ্রদ্ধা জন্মায়, তিনি কত বই পড়েছেন! তার পিতারও একটি গ্রন্থাগার ছিল, কিন্তু তাঁর সমস্ত সংগ্রহও এই বৃদ্ধ মানুষটির সংগ্রহের অর্ধেক তাকও পূর্ণ করতে পারবে না।

শিবগামী অবাক হয়ে বইগুলির দিকে তাকিয়ে আছে দেখে পরমেশ্বর স্মিত হাসলেন। “এগুলি সহস্র বছর পিছনে নিয়ে যায়। এবং মানুষের জ্ঞাত ভাষাগুলির অধিকাংশতে লেখা। আমার পূর্ববর্তী মহাপ্রধানরা এগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। শ্রেষ্ঠতর, প্রাজ্ঞতর, শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন তাঁরা।”

“কখনো কোনো নারী হন নি?” শিবগামী জিজ্ঞেস করে।

পরমেশ্বর অনেকক্ষণ ধরে শিবগামীর দিকে তাকিয়ে থাকেন আর থিম্মা সশব্দে নিশ্বাস টেনে থমকে যান। অবশেষে মাহিষমতীর প্রধানমন্ত্রী জোরে হেসে ওঠেন, “হ্যাঁ, হাজার বছর আগে এক অসামান্যা নারী ছিলেন – প্রথম রাজ্যের গোড়ার দিকের সময়ে – মাহিষী, শয়তানী। কেউ বলে সে কোনো ডাইনি ছিল, আবার কেউ বলে সে ছিল কোনো অভিশপ্ত অপ্সরা। সে যাইই থাকুক, মানুষ মেরে মজা পেত। হতে পারে যারা তাকে পছন্দ করত না তারাই এই মিথ্যা গুজব রটিয়ে ছিল, বা হয়ত এর মধ্যে কিছু সত্য লুকিয়েও আছে। কে জানে? কিন্তু তাঁর পরে কোনো নারী মহাপ্রধান হয়েছে বলে ইতিহাসে জানা যায় নি।”

Banglabook.org

"মাহিষমতী সাম্রাজ্য খুব বেশি হলে তিনশ বছরের পুরনো, কিন্তু আপনি যে প্রথম সাম্রাজ্যের সম্পর্কে বললেন?" শিবগামী শুধায়।

"সম্রাট পরিবর্তিত হয়, সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে আবার ধ্বংসও ঘটে, কিন্তু মহাপ্রধানদের ভিত্তির কখনো পরিবর্তন হয় না। আমরা জ্ঞানের রক্ষক, মাহিষমতীর ।সংহাসনে যিনিই বসবেন, আমরা তাঁরই সেবা করব।"

"কিন্তু কেন তারপর আর কোন নারী মাহিষমতীর মহাপ্রধান হলেন না?" শিবগামী আবার জিজ্ঞাসা করে।

মহাপ্রধান হেসে ওঠেন, কিন্তু তাঁর উত্তর দেবার আগেই এক স্থূলকায় মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে রূপক প্রবেশ করে।

"এই যে রাজ অনাথালয়ের তত্তাবধায়িকাকে নিয়ে আমার সহকারী এসে গেছেন। রেবাম্মা, এই যে আপনার নতুন প্রতিপাল্য। বৎস, ওনাকে তোমার নাম বলো আর ওনার আশীর্বাদ নাও।"

অস্বাভাবিক রকমের স্থূল মহিলাটিকে শিবগামী প্রণাম জানালে তিনি মহাপ্রধানের সাথে কথা বলতে বলতে অগোছালো ভাবে হাত বাড়িয়ে আশীর্বাদ করলেন।

"স্বামী, আপনি আমাদের দশা বুঝতে পারছেন না। এমনিতেই ওখানটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। বিগত দু বছর থেকে আমি আর্থিক সম্বল বাড়ানোর প্রার্থনা করেই যাচ্ছি। তারা শয়তানের মত খায়, বুভুক্ষু অপোগন্ড সব! আবার আপনি এখন আরো একটার বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন?"

"রূপক, দেবী রেবাম্মা কি তাঁর আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপিত করেছেন?" মহাপ্রধান তাঁর সহকারী কে জিজ্ঞাসা করেন।

রূপক উত্তর দিতে ইতস্তত করে।

"হ্যাঁ, করেছিলাম। কিন্তু গত বছরের ব্যয় করা অর্থের হিসাবই এখনো অনুমোদন করা হয় নি, নতুন তহবিলের কথা তো ভুলেই যান। আর আমি যদি পায়েসের মিষ্টি এক ছটাক কম দিয়েছি তো ওই ছোঁড়া গুলো গিয়ে সোজা মহারানীর কাছে অভিযোগ করে, তখন আমাকেই গিয়ে তার জবাবদিহি করতে হয়। আমার নতুন তহবিলের প্রয়োজন প্রভু, নতুন প্রতিপাল্য নয়।"

BanglaBook.org

"স্কন্দদাস এই দাবীগুলি মূল্যায়ণ করেছেন। যার মধ্যে অনেক ব্যয়ের হিসাব তিনি খুঁজে পেয়েছেন যেগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লেখা। এছাড়াও তিনি বলেছেন তত্তাবধায়িকার স্বামীর জুয়াচুরির অভ্যাসকে সাম্রাজ্য ভর্তুকি দিতে পারবে না।" রূপক মাঝখানে বলে ওঠে।

"এটি একদমই অর্থহীন অভিযোগ। আমার স্বামীর জন্য আমি কী করতে পারি, অকম্মার ঢেঁকি একটা? আর জুয়ার আড্ডাখানাটা কে চালায় যেখানে আমার স্বামী সহ এই অভিশপ্ত নগরের বেশির ভাগ পুরুষ কুকুরের মত পড়ে থাকে? দেবদাসী কালিকাই কি নগরের সর্বোচ্চ কর দাত্রী নয়? কালিকা, রাজার অন্দরমহলকে কে পরিচালনা করে? কেউ সেই নিয়ে কথা বলে না। তাঁরা আমার ন্যায় গরীব মহিলার পিছনে পড়ে আছে কারণ আমি আর আগের মত সুন্দরী যুবতী নেই বলে," রেবাম্মা গালভরা বক্তৃতা দেন।

"ওহ, আর সেটা কখন ছিল? আট দশক আগে?" রূপক প্রশ্ন করে।

"স্বামী, এই বেহায়া হতচ্ছাড়া যখন এই কক্ষে থাকবে, আমি কথা বলব না।"

"রূপক, আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রথ প্রস্তত করতে বলো," আলতো করে অখিলাকে কোল থেকে নামিয়ে পরমেশ্বর আদেশ দিলেন।

"স্বামী," রেবাম্মা বলেই চলেন, "আপনি একহাত থেকে নিয়ে অন্য হাতে দিয়ে গেলেন। এইভাবে আমি তামাশা চালাতে পারব না। আমি আর এই কাজ কিছুতেই করব না। সুদূর পূর্বে নদীর তীরে আমার চাষের জমি আছে, আমি কাজ ছেড়ে সেখানে চলে যাব। প্রতি কপর্দকের জন্য ঝামেলা করে জীবন নষ্ট অনেক হল।"

"গত দশক থেকেই তিনি এরকম বলে আসছেন," মহাপ্রধানের জিনিসপত্র গুছাতে গুছাতে রূপক ফোড়ন কাটে।

"রূপক, যথেষ্ট হয়েছে।" মহাপ্রধান পরমেশ্বর গম্ভীর গলায় বলেন আর রূপক বিড়বিড় করে ক্ষমা চায়।

"আমি অনেকদিন আগেই চলে যেতাম, কিন্তু আপনি জানেন আমার গ্রামে কালভৈরব জাতির বড় উৎপাত। তাদের যখন ইচ্ছা হয় তখন হানা দিয়ে শিশু বা

BanglaBook.org

পশু নিয়ে পালিয়ে যায়। মাহিষমতীর বিখ্যাত সৈন্যবাহিনী কিছুই করে না," রেবাম্মা রাগে হাঁপাতে থাকেন।

গভীর নিশ্বাস নিয়ে মহাপ্রধান বলেন, "আমি স্কন্দদাসের সাথে কথা বলব, রেবাম্মা। বনভূমির কাছাকাছি গ্রামগুলিতে কালভৈরবদের উপদ্রব বা বৈতালিকদের আক্রমণের বিষয়গুলি আমি হিরণ্য কে দেখতে বলব। আমি আপনাকে এক বিষয়ের জন্য ডাকলাম, আর আপনি সেই সুযোগে আমার উপর আরো সমস্যা চাপিয়ে দিলেন। মাঝে মাঝে আমি ভাবি আমি কি রকম পাগল, যেখানে কাজ করেও সুনাম নেই আমি সেই পথেই সেঁটে আছি। আমি এখন প্রচুর বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকা একটা শান্ত জীবন চাই।"

"তিনিও এই একই কথা গত এক দশক ধরে বলে আসছেন," রেবাম্মা রূপককে বলেন আর অখিলা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। সবাই তার দিকে ঘুরে তাকালে সে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি আটকানোর চেষ্টা করে। তাকে দেখে শিবগামী সস্নেহে হাসে।

"মনে হচ্ছে আমার আরো যন্ত্রণা বাড়ল, স্বামী," রেবাম্মা বলেন।

"এ অত্যন্ত ভদ্র মেয়ে," থিম্মা বলেন, এবং রেবাম্মা তাঁর দিকে ঘোরেন।

"ভূমিপতি থিম্মা! হুম..." রেবাম্মা চোখ বিস্ময়ে বড় বড় করে তারপর বোঝেন,"তার মানে এই মেয়ে..."

"হ্যাঁ, আপনি যথার্থ অনুমান করেছেন, রেবাম্মা," রূপকের সাহায্য নিয়ে পরমেশ্বর উঠে দাঁড়ান। "আজও আমার ফিরতে দেরি হয়ে গেল। আমার বুড়ী আজও মান করে থাকবেন, গত পঁয়ষট্টি বছর ধরে যেমন করে আসছেন। গোমড়া নববধূর মত তিনি বলেন, তুমি তোমার কাজকে বিয়ে করেছ। এখন আর অবশ্য তিনি গ্রাহ্য করেন না। এখন তাঁকে ব্যস্ত রাখার জন্য অনেক নাতি, নাতনী, তাদের ছেলেপুলে রয়েছে। আহ! আমার হাঁটু। যদি রাজবৈদ্যকে ডেকে আনাতে পারতাম। আমার এই হাঁটুর ব্যথা..."

"প্রভু, আমি এ কাজ করতে পারব না," রেবাম্মা বলেন। শিবগামী বোঝে কী হতে চলেছে। তারও এমন কিছু মজা লাগছে না এই ধুমসো মহিলার সাথে যেতে।

BanglaBook.org

সে বাড়ি যেতে চায়, সে অখিলার সাথে খেলতে চায়, বেশি বেশি করে খেয়ে মাতা ভামাকে তুষ্ট করতে চায়, রাঘবের সাথে লড়াই করতে চায়।

মহাপ্রধান ইতিমধ্যে দরজা অবধি পৌঁছে গেছেন। রেবাম্মা দৌড়ে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। হাত জোড় করে তিনি অনুনয় করেন, "আমি মাহিষমতীর সব শহীদের সমস্ত ছেলে মেয়েদের দেখাশোনা করব, কিন্তু দয়া করে একটা বিশ্বাসঘাতকের মেয়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে আমার সুনাম নষ্ট করবেন না, প্রভু! আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইছি, দয়া করে সাপকে দুধ খাওয়াতে আমাকে বলবেন না।"

শিবগামীর মনে হল থিম্মার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। কেউ তাঁকে চায় না, একটা অনাথ আশ্রমের পরিচালিকা অবধি নয়।

"আপনি খামোখা আপনার মুখ নষ্ট করছেন, রেবাম্মা। মহারাজের কাছে গিয়ে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করুন। এটি তাঁর আদেশ," ঘরঘর শব্দ তুলে তাঁর রথ দেউড়ী তে এসে দাঁড়ায়। যখন রূপকের সাহায্য নিয়ে বৃদ্ধ মহাপ্রধান রথে চাপছেন, তখন শিবগামী তাঁর কাছে দৌড়ে আসে।

"আমি জানতে চাই আমার পিতা এমন কী করেছিলেন যে আপনারা সকলে আমাকে এত ঘৃণা করেন," সে কেঁদে ওঠে।

পরমেশ্বর তার উত্তর দিলেন না। সারথির দিকে ইশারা করতেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পথের কাঁকড় বালি মাড়িয়ে রথ এগিয়ে যায়। শিবগামী দাঁড়িয়ে দেখে রথ ভুতূড়ে গাছগুলি অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে তোরন দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে। কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই রথের ঝুলন্ত বাতি থেকে যে আলো আসছিল তা কুয়াশায় মিলিয়ে যায় আর তার ঝুমঝুম আওয়াজও ধীরে ধীরে দূরে বিলীন হয়ে যায়।

সে থিম্মার কান্না শুনে ঘুরে দাঁড়ায়। অখিলা তার পিতার ধুতি আঁকড়ে কাছে দাঁড়িয়ে ফুপাচ্ছে। তাদের পিছনে রূপক আর রেবাম্মা কোনো কিছু নিয়ে বাকবিতন্ডা করছেন। থিম্মা শিবগামী কে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলেন, "পরিস্থিতি এরকম হওয়ার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। তুমি যেমন ভূমিপতির মেয়ে তোমার তেমন ভাবেই বেড়ে ওঠার কথা ছিল। আমি তোমাকে এরকম ভাবে ছেড়ে যাচ্ছি বলে ক্ষমা করে দিও। যেন... যেন দেবী গৌরীপর্বত সর্বদা তোমার সাথে থাকেন।"

BanglaBook.org

বৃদ্ধ মানুষটি ফুঁপিয়ে ওঠেন। শিবগামীর কাছে কোনো শব্দ নেই। সে অসাড় হয়ে গেছে। একটা অনাথ আশ্রম কেমন দেখতে হয় সে বিষয়েও তার বিন্দুমাত্র ধারনা নেই। হতে পারে সে সেখানে গিয়ে নতুন বন্ধু খুঁজে পাবে। হয়ত সে তার অতীত ভুলে গিয়ে নতুন আশ্রয় খুঁজে পাবে। কয়েকটা মোটে মাসের ব্যাপার। আঠেরো বছর হয়ে যেতেই তাঁকে হয়ত কোনো অভিজাতের গৃহে পরিচারিকার কাজ করতে হবে। হয়ত ...

"শিবগামী," থিম্মা তাকে পাশে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

থিম্মা নিজের কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে আনলেন, "বৎস, আমাকে ক্ষমা করে দিও, কিন্তু তোমাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ারও একটা কারণ আছে। একদিন তুমি তা বুঝতে পারবে। এমন কিছু ভয়ংকর রহস্য আছে যা তোমার জানা উচিত নয়। কিন্তু এটা জেনে রাখো যে তোমার পিতা একজন সৎ মানুষ ছিলেন। তিনি কোনো রাজদ্রোহী ছিলেন না। যার মধ্যে বিন্দুমাত্রও মনুষ্যত্ব থাকবে সে তোমার পিতার মত কাজই করবে। এখন সেই কর্তব্যের জোয়াল আমার কাঁধে এসে পড়েছে। এখন আমি আমার বন্ধুকে আরো ভাল করে বুঝতে পারছি। আমি এখন ভাবি সে যদি তার চেষ্টায় সফল হত, কিন্তু নিয়তির হয়ত অন্য পরিকল্পনা ছিল। সে যা পদক্ষেপ নিয়েছিল এখন আমি সেটা পরিপূরণ করার চেষ্টা করছি। একটা বইতে কিছু সূত্র দেওয়া আছে যার মাধ্যমে হয়ত সমাধানে আসা যাবে। তোমার পিতা সেই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ আগে আমাকে সেটার সম্পর্কে বলেন আমাকে ক্ষমা করে দাও। এর উল্লেখ আগে করে আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি। সম্রাট তোমাদের ভবন বন্ধ করিয়ে দেন, তা ভেঙে ঢুকতে গেলে তাঁর অনুমতি লাগবে। আমি..." থিম্মা চারদিকে তাকিয়ে দেখে নেন রূপক আর রেবাম্মা তাদের কথা শুনে ফেলবে কিনা, কিন্তু তাঁরা একে অপরের সাথে ঝগড়া করতেই ব্যস্ত।

থিম্মা গলা নামিয়ে বলেন, "এমনকি সেই বইটা খোঁজার জন্য আমি দূর্গের প্রাচীর টপকে ভিতরেও ঢুকেছি। এটা প্রায় দশ বছর আগেকার কথা। আমি তখন যুবক ছিলাম। কিন্তু আমি বইটি খুঁজেও পাইনি আর আবার চেষ্টা করতে যাওয়া খুব বিপদজনক ছিল। আমি খুব গোপনে তোমার পিতার কয়েকজন ভৃত্য কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু কে বিশ্বস্ত আর কে নয় বলা অসম্ভব। মহামাকম দশ বছর দূরে

BanglaBook.org

ছিল, আর ধীরে ধীরে আমি বোকার মত ভেবে নিয়েছিলাম যে সমাধান নিজে থেকেই উপস্থিত হবে। এখন আবার যখন সেটি সামনে ঘনিয়ে এসেছে, আমি ভয় পাচ্ছি, বৎস। এই সব আমি তোমাকে আগে বলিনি কারণ তুমি অত্যন্ত কৌতূহলী আর আমার কাছে উত্তর পাওয়ার জন্য জ্বালাতন করতে। আর আমি এখনোও সেই বইয়ের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছি। হয়ত তোমার পিতা সেই ব বাড়িতে না রেখে অন্য কোথাও রেখে গেছেন... যাই হোক, আমি আমার বন্ধুর গৃহে আর যেতে চাই না। অনেক বেদনাদায়ক স্মৃতি আছে। যদিও সেটি এখন আমার তত্ত্বাবধানে, কিন্তু সেই পাণ্ডুলিপি খুঁজতে যাওয়ার পর থেকে আমি আর কোনদিন সেখানে যাই নি। আমি জানি না বৎস, বইটির মধ্যে কী আছে, কিন্তু তোমার পিতা নিশ্চিত ছিলেন যে এর মাধ্যমেই সমাধানে আসা যাবে। আমি যদি সফল হই, তাহলে সব সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু যদি না হই, তাহলে আমার হৃদয় যা বলবে আমি তাই করব।"

সন্দেহ আর প্রশ্নেরা তাঁর মাথায় ভীড় করে আসছে। এক মুহুর্তের জন্য সে বইটি দেখানোর জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। সে তাঁর পিতার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য হাঁ করতেই তিনি তাকে থামিয়ে দিলেন। 'বেশি জানা তোমার জীবনকেও বিপদে ফেলতে পারে।'

তিনি অপ্রতিভভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে নিজের রথের দিকে এগিয়ে গেলেন, পিছনে না তাকিয়েই। অখিলা শিবগামীর পোশাক ধরে টান দেয়। শিবগামী হাঁটু মুড়ে তার মুখোমুখি হয়।

অখিলা বলে, "পিতা বললেন আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারব না। তুমি একটু ওনার সাথে কথা বলবে?"

শিবগামী তাঁর কাঁধ ধরে তাঁর চোখে চোখ রেখে বলে, "সোনা,তোমাকে যে তোমার মাতা পিতার সাথে থাকতেই হবে। আমি খুব তাড়াতাড়িই তোমার সাথে দেখা করতে যাব বা হয়ত তুমিও নবরাত্রি বা সংক্রান্তির সময় আমার সাথে দেখা করতে আসবে। দিদি তোমার জন্য দারুন একটা উপহার তৈরি করে রাখবে।"

খুশিতে অখিলার চোখ ঝিকমিকিয়ে ওঠে, "সত্যি? কথা দাও?"

শিবগামী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। "আমি কথা দিচ্ছি, সোনা।"

BanglaBook.org

অখিলা হাত নাড়িয়ে বিদায় জানাতে জানাতে তার পিতার দিকে দৌড়ে চলে যায়। শিবগামীকে তার নতুন জীবনে ছেড়ে দিয়ে, থিম্মার রথ দ্রুত দূরে মিলিয়ে যায়।

"সারারাত আমি আপনার বচসা শুনে নষ্ট করতে পারব না, স্বামী।" রূপককে বলে রেবাম্মা শিবগামীর দিকে ঘোরেন। "চল," কঠোর ভাবে তিনি বলেন।

"ওর সাথে ঠিক করে কথা বলুন," রূপক বলে।

"থ্যাপ" রেবাম্মা থুতু ফেলেন। "একটা রাজদ্রোহীর মেয়ের সাথে কী ব্যবহার করতে হয় আমি ভালই জানি। এই বৃদ্ধা রেবাম্মাকে কাউকে শেখাতে আসতে হবে না।"

বৃদ্ধা মহিলা আর তাঁর প্রতিপাল্যকে একা ছেড়ে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে রূপক চলে যায়।

শিবগামীকে ধাক্কা মেরে ঠেলে রেবাম্মা আবার বলেন, "চল" পিছনে হাঁপাতে থাকা মহিলাটির সঙ্গে শিবগামী চলতে শুরু করে। নিজের পুঁটুলি ধরে, তার ভেতরে রাখা পিতার পাণ্ডুলিপি আঙুল দিয়ে অনুভব করে, দৃঢ় পদক্ষেপে সামনে তাকিয়ে সে চলতে শুরু করে। একটা চিন্তা তাকে শীতল করে তুলল। এটাই কি সেই বই যার কথা তাত থিম্মা বললেন? না, তা হতে পারে না, সে নিজেকে আশ্বস্ত করে, কিন্তু এই চিন্তা তাকে তাড়া করে বেড়ায়। সে ভাবল যদি সে তাত থিম্মার কাছে বইটার সম্পর্কে বলতে পারত। হতে পারে তিনি তাকে সব সত্যিটাই বলেছেন, কিন্তু তিনি কিছু লুকিয়ে যাচ্ছিলেন। নিজের গোপনীয় কথা তাকে বলার কোনো দায় তার নেই। *এটা তার পিতার বই, তাই এটা তার* - নিজের মনে সে এই কথাগুলো বারবার বলতে থাকল। কিন্তু অপরাধবোধের কটু স্বাদ তাকে ছেড়ে গেল না।

দ্বারে নিযুক্ত সৈন্যরা রেবাম্মাকে নিয়ে কিছু অশ্লীল মন্তব্য করতেই সেই মহিলা থুতু ফেলে তাদের গালিগালাজ করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন।

যখন রেবাম্মা সৈন্যদের সাথে গালিগালাজ করছিলেন, তখন শিবগামী অন্ধকারে একটা পালকির কালো রেখা দেখতে পায়, তার পাশে কয়েকজন লোক নদীর ধারে কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে। রাতের এই সময়ে তারা কি করছে? তখন রেবাম্মা তাদের লক্ষ্য করেন, এবং এগিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করেন। শিবগামী চোখ সরু করে তাকায়, বুঝতে সচেষ্ট হয় ওটি পুরুষ না স্ত্রী — স্ত্রী হবার পক্ষে ব্যক্তিটি বেশিই লম্বা, ভঙ্গিমা নারীসুলভ। ছায়ামূর্তিটি তাদের কাছে আসতেই রেবাম্মা দম

BanglaBook.org

টেনে ধরে। ছায়ামূর্তির হিরের নাকছাবিতে জ্যোৎস্না এসে পড়ছে, আর শিবগামী দেখে তার কবজিতে রেবাম্মার মুঠি আরো শক্ত হয়ে বসল।

"এটাই কি সেই মেয়ে?" আশ্চর্যজনক কর্কশ কণ্ঠে স্ত্রীলোকটি বলে ওঠে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এগারো

মহাদেব

রাজকুমার মহাদেব মহারানী হেমাবতীর কক্ষে রয়েছেন। পিতার থেকেও তিনি তাঁর মা কে বেশি ভয় পান। তাঁর পুরো মুখে অপরাধবোধ ও মিথ্যা লেখা রয়েছে বলে তিনি ভয় পাচ্ছেন। তিনি তাঁর সম্মুখীন হতে চান না।

"যখন আমি তোমার সাথে কথা বলব, তখন মাথা তুলে তাকাবে," তাঁর মা কৌচ থেকে উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। অনীহা সহকারে তিনি মাথা তুললেন।

"এবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলো তোমার দাদা কোথায় গেছে?"

মহাদেব স্থির হয়ে আছেন। তিনি খুব ভাল করেই জানেন তাঁর দাদা কোথায় গেছেন। কিন্তু সে কথা তিনি মাকে কীভাবে বলবেন? সবাই জানে কেকী কে আর সে কোথায় কাজ করে। মা নিশ্চিত ভাবে ভীষণ রেগে যাবেন।

মহারানি হেমাবতী সর্বদাই জোর দেন যে তাঁর পুত্ররা ওই বখে যাওয়া রাজপুত্রদের মত হোক তা তিনি চান না। সুদূর উত্তরে বরফের রাজ্যে, যেখানে ঋষিরা পরমার্থ অনুসন্ধানে যান, তিনি সেখানকার প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি সেই তুষার দেশের কন্যা। নিজের পুত্রদের কিভাবে মানুষ করতে হবে, সে বিষয়ে তাঁর কঠোর নীতি আছে, যা নিয়ে প্রায়ই সম্রাটের সঙ্গেও তাঁর মতানৈক্য ঘটে। যদিও সম্রাট সোমদেবের এই নিয়ে কখনো খুব বেশি সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। যদি গুজবে বিশ্বাস করা হয়, তাহলে তাঁর একটি অন্তঃপুর আছে যেখানে তিনি অর্ধ-নগ্ন রূপসীশ্রেষ্ঠাদের নৃত্য দেখেন। আর তাঁর মা পূজাগৃহে ধ্যানে বসে থাকেন।

BanglaBook.org

মাঝেমাঝেই মহাদব এই দুই পৃথিবীর মাঝে টানাপোড়েনে পড়ে যান। তাঁর মা মহৎ বিষয় নিয়ে কথা বলেন আর পিতার সাথে যখন সময় কাটান তিনি তখন বাস্তব সম্পর্কে বলেন। যখন তিনি তাঁর গুরুদের এই নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁরা তখন নিজের হৃদয়ের কথা শুনতে বলেন। যেন তিনি খুব ভাল জানেন তিনি কি চান! কখনো তাঁর মন মায়ের প্রার্থনার সঙ্গে থাকে, আবার কখনো সেই সুখের সঙ্গে যার কল্পনা তাঁর দাদা করেন। মহাদেবকে এটা মানতেই হয়, তাঁর দাদার অপমান করা বা পিছনে লাগার স্বভাব সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে থাকতে মজা লাগে। সে দুঃসাহসী,প্রাণবন্ত জীবনীশক্তিতে ভরপুর, আর তাঁর কিছু আকর্ষণীয় বন্ধুও আছে। সে মায়ের উপদেশ গ্রাহ্য না করে যা মন চায় তাই করে। মহাদেব তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত।

"তুমি কি কিছু গিলে ফেলেছ? আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন ক'রেছি।" তাঁর মায়ের কণ্ঠস্বর বরফশীতল।

"তিনি...তিনি বেরিয়েছেন," মহাদেব এলোমেলো ভাবে বললেন।

"তাই, আমি তো জানতামই না। আমি ভাবলাম সে অদৃশ্য হওয়ার বর পেয়ে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে," বিরক্তিতে মহারাণীর ঠোঁট বেঁকে গেল। "তুমি কি একটা সামান্য প্রশ্নও বুঝতে পেরে আমাকে তার সোজাসাপটা উত্তর দিতে পারো না? মেঝের দিকে না তাকিয়ে এদিকে তাকাও। আর বুড়ো আঙুল মটকানো বন্ধ করো। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমার দাদাকে তুমি শেষ কোথায় দেখেছিলে?"

"দর-দালানে" মহাদেব আবার মাথা নামিয়ে নিলেন।

"একটা ছেলে দুর্বৃত্ত আর একটা কাপুরুষ। শুনলাম আজ দ্বন্দ্বযুদ্ধ অভ্যাসের সময় সেই দাসপুত্র তোমাকে পরাজিত করেছে?"

"আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধ পছন্দ করি না," মুখ না তুলেই মহাদেব বললেন। তিনি শুনলেন তাঁর মা নিশ্বাস টেনে ধরলেন।

"আমি ঐ দাসপুত্রকে কশাঘাতের আদেশ দেব। সবার সামনে তোমাকে অপমান করার সাহস সে পায় কোথা থেকে?"

"সে ন্যায্যভাবে খেলেই জিতেছে। আর সেখানে কয়েকজন সৈন্য আর মলয়াপ্পা মামা ছাড়া আর কেউ ছিল না।"

BanglaBook.org

"তোর জিভ আমি ছিঁড়ে নেব, মামা! একটা দাসকে মামা বলে ডাকিস! মাহিষমতীর কাপুরুষ রাজকুমারকে দেখে নিশ্চয়ই সেই সৈন্যগুলো হাসছিল। তোমার মত একটা অপোগণ্ডকে কী করে আমি জন্ম দিলাম?"

মায়ের খোঁটা শুনে শুনে মহাদেব পাথর হয়ে গেছে। অনেক দিন আগে থেকেই এগুলো আর গায়ে লাগে না।

"হে মহাদেব!" মহারাণী দাঁত কিড়মিড় করে বলতেই মহাদেব মুখ তোলেন।

"আমি তোমাকে ডাকিনি, আমি ভগবান মহাদেবকে ডাকছিলাম। স্বয়ম্ভূ মহাদেব। পূর্বজন্মে কী পাপ করেছিলাম কে জানে যে এই অযোগ্য সন্তান লাভের শাস্তি পাচ্ছি। বলো, আমার দুর্বৃত্ত পুত্রটি কোথায় গেছে?"

মহাদেব আবার নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। সে ভেবে অবাক হচ্ছে তার পিতা কি করে মায়ের সাথে মানিয়ে চলেন। তাই জন্য কি তিনি সবসময় অন্তঃপুরেই থাকেন? যদি বড় হয়ে তারও একটা এইরকম দোর্দণ্ডপ্রতাপ স্ত্রী হয়? অকারণেই, পিতার সাথে সাক্ষাৎ করার সময় দর দালানে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির মুখ তার মনে ভেসে ওঠে। তার কোঁকড়া চুলে যেভাবে বাতাস খেলে বেড়াচ্ছিল...

"উত্তর দাও, মহাদেব!" তার মায়ের চিৎকারে সম্বিত ফেরে।

"আমি ভাবলাম আপনি ভগবান মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করছেন," সে বলে, আর বলেই সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ করে। সে খুঁজে পেল না মুখের উপর এভাবে বলার সাহস সে কোথা থেকে পেল।

"ভাল, কিছুটা অন্তত সাহস দেখাতে পেরেছ। তুমি যখন এরকম করবে আমার ভাল লাগবে– কিন্তু অন্যদের সাথে," তিনি মহাদেবের চিবুক তুলে ধরে তার চোখে চোখ রাখলেন, "আমার সাথে নয়।"

মহাদেব মাথা হেলান।

"তুমি কি কোনো মেয়ের কথা ভাবছ?" হেমাবতী অপ্রত্যাশিতভাবে জিজ্ঞাসা করেন, আর মহাদেব লজ্জায় লাল হয়ে যান। তিনি তার মাথা নাড়েন।

"যেমন পিতা, তার তেমন পুত্র! এই প্রাসাদের জন্য একটা কামদেবই যথেষ্ট। আমি চাই না আমার ছেলেরা নৈতিকতা, ন্যায়পরায়ণতা, মূল্যবোধ ব্যতিরেকে বড় হোক। তুমি আমার সন্তান আর তোমার ধমনীতে ত্র্যয়ম্বকের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

BanglaBook.org

মহাভারতের সময়কালে আমার পূর্বপুরুষেরা রাজত্ব করে গেছেন। নিজেদের প্রভুকে হত্যা করে আকস্মিক ভাবে রাজকীয় গরিমায় উপনীত হওয়া কোনো ভাড়া করা বিদেশি সৈনিক আমরা নই। মাহিষমতী সাম্রাজ্যের মতই আমাদের সাম্রাজ্যও শতাব্দী প্রাচীন। আমি চাই আমার পুত্রেরা আমার পিতার মত হোক, না কি কোনো...”

মহাদেব এই কথাগুলি হাজারবার শুনেছে। সে এখন কক্ষ থেকে পালিয়ে যেতে চায়। যদি সে এখন ফোয়ারার কাছের খোলা প্রাঙ্গণে যেতে পারে, তাহলে ঘাসে শুয়ে শুয়ে আকাশের অসংখ্য তারাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারবে। বা হয়ত সেই মেয়েটির কথা ভাবতে পারবে।

“মহাদেব আমি তোমাকে বলেছিলাম তোমার দাদার দিকে নজর রাখবে আর তার গতিবিধি আমাকে জানাবে। শততম বার জিজ্ঞেস করছি, বিজ্জল কোথায় গেছে?”

যদিও বিজ্জল তার প্রশ্নের উত্তর দেয় নি, তবু সে জানে কেকী তাকে সেই কুখ্যাত গুহায় নিয়ে গিয়েছে। অবশেষে মহাদেব সিদ্ধান্ত নেয় কেকীর ব্যাপারে সে মা কে বলবে না।

“তিনি... স্কন্দদাস তাঁকে ডেকেছিলেন,” তিনি সামলে নিয়ে বলতে পারেন, “তিনি চাইছিলেন বিজ্জল কর আদায় সম্পর্কে শিখুক।”

এরকম বিশ্বাসযোগ্য মিথা বলতে পারার জন্য মহাদেব তাঁর নক্ষত্রদের ধন্যবাদ জানালেন। সন্ধের এই সময়ে স্কন্দদাস ছাড়া আর কেউ কাজ করেন না। অন্যেরা হয় বাড়ি ফিরে যান, বা পানশালা কিংবা দেবদাসীর পান্থশালায় যান। তাঁর মা ভ্রূ কুঁচকে তাকান।

“বিজ্জল তার পড়াশোনার বিষয়ে এত আগ্রহ দেখাবে তা আমি কখনো ভাবতেই পারি না। আর তার উপর আবার কর সংগ্রহের ব্যাপারে! তুমি নিশ্চিত যে আমাকে মিথ্যা কথা বলছ না?”

“এটাই...এটাই সে আমাকে বলল,” মহাদেব থতমত খায়, তার হৃৎস্পন্দন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

BanglaBook.org

"প্রত্যেকবারের মত এবারেও সে তোমাকে বোকা বানিয়েছে," মহারাণী ঘৃণাভরে বললেন, "সে যদি স্কন্দদাসের কাছে কর সংগ্রহের বিষয়ে পড়ে, আমি তাহলে কাল থেকে পথ ঝাঁট দিতে শুরু করব।"

মহাদেব কাল বিলম্ব না করে মায়ের কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। এই ভেবে স্বস্তি পান যে তিনি অপেক্ষাকৃত কম বিধ্বস্ত হয়েছেন। অন্তঃপুর থেকে একটা গান ভেসে আসছে। তিনি ভাবেন কী করে তিনি বিজ্জলকে খুঁজে বের করবে্ন। তিনি কালিকার গুহায় যাওয়ার পথ চেনেন না, আর মাহিষমতীর রাজকুমারের পক্ষে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করার বিষয়ও নয় এটা। তিনি উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ান। কোনো নর্তকীর ঘুঙুরের ছন্দের সাথে বীণার সুর আর মৃদঙ্গ তাল মিলিয়ে বেজে চলেছে। তিনি ওই নর্তকীর মুখ কল্পনা করার চেষ্টা করেন। আর তাঁকে অবাক করে দিয়ে বার বার সেই সন্ধেবেলায় দেখা সেই মেয়েটির মুখ ভেসে ওঠে। তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে তার ছবি সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। অত সুন্দরী মেয়ের নিশ্চিত কোনো প্রেমিক থাকবে। মহাদেব নিজেকে সম্বরণ করেন– কি আজগুবি বিষয় তিনি ভাবছেন। তিনি তাঁর মাথা নাড়িয়ে হাসেন।

রাত এখন যৌবনবতী আর সতেজ। জুঁইফুল গাছের গাঢ় সবুজ পাতা জ্যোৎস্নায় চকচক করছে। নিশাগন্ধীর সুগন্ধ বাতাসে মিশে আছে। আর আবার সেই নর্তকী দালানের কোথাও নাচ করছে। তিনি ভাবেন তিনি পাগল হয়ে যাবেন। তিনি কি প্রেমে পড়েছেন? যদি তিনি বিশ্বাসযোগ্য কাউকে পেতেন, এমনকি বিজ্জল হলেও হত। সেই মেয়েটি কি গান গাইতে পারে? তিনি জানেন না, কিন্তু তাঁর কল্পনায়, মেয়েটি পারে। আর তার গান ফোয়ারার কাছ থেকে আসছে।

জ্যোৎস্নায় ফোয়ারার জল গলিত রূপার মত ঝরে পড়ছে। আর তিনি তাঁকে সেখানে দেখতে পেলেন। গলায় জুঁইফুলের মালা পরে, পায়ের পাতা জলে ডুবিয়ে সে ফোয়ারার পাশে বসে রয়েছে। শকুন্তলার সম্পর্কে লেখা কালিদাসের কথা গুলি তাঁর মনে আছে। এখন কেবল পোষা হরিণেরই অভাব। এই কথা মাথায় আসতেই তিনি হেসে উঠলেন এবং তার দিকে দৌড়ে গেলেন। তিনি তার গান শুনতে পাচ্ছেন, তিনি তার নূপুরের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন।

BanglaBook.org

কিন্তু তিনি যখন আবার তাকালেন, সে মিলিয়ে গেছে। সাধে তাঁর দাদা তিরস্কার করে! – তাঁর মন একজন কবির। কিন্তু মেয়েরা কবি বা লেখকের প্রেমে পড়ে না, পড়ে শুধু তাঁদের নিজেদের লেখা গল্পগাথাতেই। এই চিন্তা তাঁর মন খারাপ করে তুলল। তিনি কত বোকা, যে এমন মেয়েকে ভালবেসে ফেললেন যে তাঁর অস্তিত্বই জানেনা। তাকে কত আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল, সিংহীর মত। মহাদেব কক্ষনো প্রত্যয়ী থাকেন না। কালেভদ্রে তাঁর পিতা যখন মন্দিরে তাঁকে মন্ত্রোচ্চারণ করতে বলেন, তখনও তাঁর হাঁটু অবশ হয়ে আসে আর গলা শুকিয়ে যায়। তাঁর শেষ করার সাথে সাথেই লোকজন প্রশংসা করতে শুরু করে, কিন্তু তিনি জানেন তারা কেবল মাহিষমতীর রাজকুমারের সাথে শালীনতা করেন।

সত্যি কথা বলতে কি, তিনি কখনো রাজকুমারের মত অনুভব করেন না। গল্পতে পড়েছেন বা শুনেছেন রাজপুত্রেরা সাহসী হন। তাঁরা বিপদের সম্মুখীন হয়ে বিজয় লাভ করেন। তাঁরা রাক্ষস আর দৈত্যদের বধ করে সুন্দরী রাজকন্যাদের উদ্ধার করেন। এদের মধ্যে কোনো কিছু করার কথা তিনি কখনো ভাবতেই পারেন না। মহাদেব জানেন তিনি সাহসী নন। তিনি যদি শুধুমাত্র তলোয়ারটি চালনাও করেন তাহলেও তাঁর শিক্ষক বলেন তিনি বেশ দ্রুত চালনা করতে পারছেন, কিন্তু তাঁর কাউকে আঘাত করতে ইচ্ছা হয় না। তিনি রক্ত দেখলেও ভয় পান। যদিও অনেকে তাঁর এই গোপনীয়তা সম্পর্কে জানে না, তবে তাঁর ভয় হয় পিতা হয়ত জানেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি ফোয়ারার পাশ দিয়ে দরজার দিকে হেঁটে গেলেন। সামান্য বোধবুদ্ধি সম্পন্ন মেয়েও তাঁকে ভালবাসার কষ্ট স্বীকার করবে না। যদি তিনি তাঁর হৃদয় জয় করতে সক্ষমও হন – তবু তাঁর মা তাঁকে কোনো সাধারণ মেয়েকে বিবাহ করতে দেবেন না। কিন্তু তবুও তিনি তাকে মন থেকে সরাতে পারলেন না।

দূর্গের দক্ষিণদ্বারের দিকে তিনি এগিয়ে চললেন এবং বাইরে যাওয়ার সময় সেখানে অবস্থিত সৈন্যরা তাঁকে থামালেন। স্কন্দদাস তাঁদের আদেশ দিয়েছেন, তাঁর নিজের নিরাপত্তা রক্ষী ছাড়া তাঁকে যেন দূর্গের বাইরে না যেতে দেওয়া হয়। এভাবে স্বাধীনতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য মহাদেব ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু কিছু বলেন না। তিনি সমস্যার মোকাবিলা করার থেকে অন্য পথ বাছা পছন্দ করেন। তিনি

BanglaBook.org

নদীর ধারে বসে স্বপ্ন দেখতে ভালবাসেন। তিনি যা করতে চান কোনো বাধানিষেধ তাঁকে তা করা থেকে আটকাতে পারবে না।

তিনি জানেন তাঁকে কী করতে হবে। শৈশব থেকে প্রাসাদের সর্পিল প্রাঙ্গণে অসংখ্যবার উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর সময় তিনি অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। এখানে এমন কোণ আছে যেখানে কেউ আসে না, সিঁড়ি আছে যেগুলি কোথাও পৌছায় না বা সামনের দিকে সীমাহীন ভাবে ঘুরে আবার সেখানেই ফিরে আসে, শত্রুকে ধাঁধায় ফেলার জন্য গোপন পথ ও সুড়ঙ্গ আছে। নদীতে যাওয়ার একটা পথ তাঁর জানা আছে। হঠাৎই ঘটনাক্রমে তিনি এটি আবিষ্কার করেছিলেন।

অনেক বছর আগে পরমেশ্বরের কার্যালয়ের কাছে ঘুরে বেড়ানোর সময় পিছলে গিয়ে তিনি একটি পরিত্যক্ত কুয়োর মধ্যে পড়ে যান। কুয়োতে খুব সামান্যই জল ছিল আর তিনি নিচের নরম বালিতে গিয়ে পড়লেন। তিনি অনেক চিৎকার চেঁচামেচি করলেন কিন্তু তাঁকে শোনার মত কেউ সেখানে ছিল না। উপরে ওঠার চেষ্টা করার সময় আলগা একটা পাথরে পা রাখতেই কুয়োর ভিতরে একটা গুপ্ত দরজা খুলে যায়। কৌতুহল বশত সেখানে ঢুকে দেখেন একটা গোপন সুড়ঙ্গ। বেশী এগোতে তিনি ভয় পেলেও নিজেকে কথা দিলেন তিনি আবার ফিরে আসবেনই। সেইদিন কোনোক্রমে হামাগুড়ি দিয়ে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

পরে, তিনি একাকী সেই সুড়ঙ্গে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন সেটি একটি সম্প্রসারিত গোলকধাঁধা। বেশির ভাগ সময়ে তিনি কানাগলিতে গিয়ে থামতেন এবং ফিরে আসতে বাধ্য হতেন, কিন্তু এটা একটা ধাঁধার মত তাঁর বুদ্ধিমত্তাকে আহ্বান জানাতো। তিনি ধাঁধার সমাধান করতে ভালবাসেন, এবং অবশেষে তিনি একটি পথ বের করতে সক্ষম হন যেটি আনন্দজনক ভাবে নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছায়। সেই থেকে মহাদেব নদীর দিকে অনিমেষনেত্রে তাকিয়ে থেকে মনের মধ্যে কাব্য রচনা করতে করতে বহু যাম অতিবাহিত করেছেন। মাঝেমধ্যে বৃদ্ধ পাটনি ভৈরব তাঁকে সঙ্গ দিয়েছে। তারা সূর্যালোকের নিচে বসে সবকিছু নিয়ে আলোচনা করেছে। ভৈরব কখনো তাঁর সাথে রাজপুত্রের মত আচরণ করে না আর এইজন্য মহাদেব তাঁকে পছন্দ করেন।

BanglaBook.org

আজ তিনি সেই পথটি ব্যবহার করবেন বলে ভাবলেন। তিনি পরমেশ্বরের কার্যালয়ের ধার দিয়ে ঘুরে গেলেন। আজকের মত বৃদ্ধ মানুষটি চলে গেছেন। তিনি সেই কুয়োর কাছে গিয়ে নামতে শুরু করে দিলেন।

তিনি যখন সুড়ঙ্গ দিয়ে নদীর কাছে এলেন, তখন তাঁর নিজেকে মুক্ত বিহঙ্গের মত লাগল। পিতার অন্তঃপুর থকে ভেসে আসা যে গান তিনি শুনেছিলেন সহসা সেটি তাঁর মুখ ফেটে বেরিয়ে এল। অদূরে এক প্রস্তরখন্ড জ্যোৎস্না স্নাত হয়ে আছে। মুখের মধ্যে এসে লাগা নদীর ঠান্ডা বাতাস উপভোগ করতে করতে তিনি সেটির দিকে হেঁটে গেলেন। তাঁর বাম পাশে মাহিষমতী নদী নীল মশীবর্ণ ধারণ করে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ঢেউয়ের চূড়ায় এসে পড়া জ্যোৎস্না ঝলমলিয়ে ঠিকরে পড়ছে। ঝোপঝাড় এবং দূর থেকে ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে। নদীর অপর প্রান্ত থেকে গ্রামের ঢোলকের ক্ষীণ ছন্দ কান পাতলে শোনা যাচ্ছে।

বহু দূরে গৌরীপর্বত কুয়াশার চাদর মুড়ে বিশ্রামরত। পাতালগঙ্গার অস্পষ্ট গর্জন কানে আসছে। সেটি অত্যন্ত মনোরম স্থান, সেখানে পাথরের মাঝে তৈরি হওয়া শান্ত জলাশয়ে সাঁতার কেটে তিনি বহু সন্ধ্যা অতিবাহিত করেছেন। তিনি চোখ বন্ধ করে কল্পনা করেন তিনি সেখানে আছেন, জলাশয়ে ভেসে বেড়াচ্ছেন, আর তাঁর কয়েক হাত দূরে গর্জনরত জলপ্রপাত। কল্পনাটি বড়ই নির্মল শান্তিদায়ক। একটা আর্দ্র বাতাস তাঁর শরীরে সোহাগের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। স্রোতের মধ্যে তিনি পাতার মত ভেসে চলেছেন। তিনি তাঁর শরীরে মোচড় দিয়ে শক্তিশালী অভিঘাতের মাধ্যমে সাঁতার কাটতে শুরু করলেন। এই অপূর্ব পৃথিবীতে তিনি একদম একা।

ঠিক এই সময়েই তিনি তাকে দেখতে পেলেন, সে একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার পিছনে জলপ্রপাত ঝরে পড়ছে। সেই মেয়েটি... সে এখানে কী করছে? সে মর্মর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, মৃদু হাওয়ায় তার চুল উড়ছে, দুহাত ছড়িয়ে উপরে তোলা। সে কি তাঁকে দেখেছে? তিনি নিশ্বাস নিতে পারেন না। তাঁর গাল গরম হয়ে গেছে। সে তার চোখ খোলে এবং তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। তিনি তাঁর নিশ্বাস টেনে ধরেন। কী অপূর্ব সে। সে ধীরে ধীরে জলে নেমে আসে। জল ভীষণ শীতল, তিনি তাকে সাবধান করতে যান, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে কোনো কথা বের হয় না। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেই থাকেন, ভাগ্য ভাল যে জল তার

BanglaBook.org

কোমরের নিচের অংশ ঢেকে রেখেছে৷ তার সিক্ত পোশাক শরীরের প্রত্যেক খাঁজ আঁকড়ে ধরেছে৷ সে জলে অবতরণ করে আর বুকের ভিতরে মহাদেবের হৃৎপিন্ড তুমুল আলোড়িত হতে থাকে৷

সে সাঁতার কেটে তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে৷ তিনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, তাঁর ভয় লাগে, যদি সে তার আরো কাছে এগিয়ে আসে তাহলে বুঝে ফেলবে মহাদেবের উপরে তার কি প্রভাব পড়েছে৷ একই সঙ্গে তিনি লজ্জিত ও উত্তেজিত হন৷ সে জল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার ভেজা চুল থেকে টপটপ করে জল পড়ছে৷ তার বুকের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা ক্ষীণ জলধারার দিকে মহাদেবের চোখ চলে যায়৷ তিনি নিশ্বাস নিতে ভুলে গেছেন৷ সে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসে৷ জ্যোৎস্না তার ঠোঁটের বঙ্কিম রেখা আরো স্পষ্ট করে তুলছে৷ তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েন, যখন দেখেন একটা জলের সাপ এসে তার নাভীকুণ্ডে আশ্রয় নিল৷

"তোমাকে কী নামে ডাকব?" তাঁর গলা কেঁপে ওঠে৷

একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে মহাদেব কল্পনার জগত থেকে বাস্তবে এসে পড়লেন৷ আর একটু হলে তিনি জলেই পড়ে যাচ্ছিলেন৷ কিছু দূরে মাটিতে একটা পালকি নামানো রয়েছে, এবং দুজন স্ত্রীলোক পরস্পরের সাথে বাকবিতন্ডা করছে৷ এক স্থূল মহিলা দুহাত ছড়িয়ে এক দীর্ঘাঙ্গী মহিলার পথ আটকে রয়েছে৷ মহাদেব নিজের সাথে তর্ক করলেন, দৌড়ে দূর্গের ভিতরে ঢুকে যাবেন, না সাহায্যের জন্য লোক ডাকবেন৷ অন্যদের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে তিনি চান না৷ তিনি দূর্গের দিকে দৌড়ে চলেই যাচ্ছিলেন, এমন সময় স্থূল মহিলাটি যে ব্যক্তিকে আগলে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সরে গিয়ে তাকে উন্মোচিত করে দিলেন – সেই মেয়েটি!

তিনি দৌড়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন৷ তিনি দেখেন একজন পুরুষ পালকি থেকে বের হতে গিয়েই দ্রুত পালকির ভিতরে সেঁধিয়ে গেল৷ পুরুষটিকে খুব চেনা চেনা লাগলেও মহাদেব বুঝতে পারলেন না৷ ব্যক্তিটিকে তো বৃদ্ধ বা অশক্ত বলে মনে হল না, তাহলে কেন তিনি পালকিতে রয়েছেন? এক লহমায় পুরুষটিকে দেখে বরং দাস বলেই মনে হল৷ কিন্তু একটা দাস কীভাবে পালকি

BanglaBook.org

চেপে যাত্রা করতে পারে? তিনি সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সেখানে পৌঁছাতেই পালকি বাহকেরা তাঁকে বাধা দেয়। লম্বা মহিলাটি স্থূল রমনীকে ধরে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়ে মেয়েটির দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঝাঁপ দিতেই ক্ষিপ্রতার সাথে মেয়েটি সরে গেল এবং লম্বা মহিলাটি মুখ থুবরে পড়ল।

"কী...ক...কী হচ্ছেটা কী এখানে?" মহাদেব গলা চড়ান। গলার স্বর যতদূর সম্ভব কর্তৃত্বব্যঞ্জক করার চেষ্টা করেন।

"নিজের চরকায় তেল দাও," লম্বা মহিলাটি মাটি থেকে উঠতে উঠতে বলে। মহাদেব হতবুদ্ধি হয়ে যান। স্ত্রীলোকটির কণ্ঠস্বর একেবারে পুরুষের মত। বাহকেরা তাঁকে ধাক্কা মেরে পিছনে সরিয়ে দেয়।

"মহামহিম, রাজকুমার মহাদেব, আমাকে রক্ষা করুন," পৃথুলা মহিলাটি কেঁদে ওঠেন। যে বাহকেরা তাঁকে ধাক্কাধাক্কি করছিল, তারা নিজেদের পথেই স্তব্ধ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে প্রথম লোকটি হাঁটু মুড়ে মাথা নত করে বসে অস্ফুটে বলে ওঠে, "ক্ষমা চাইছি প্রভু, আমরা আপনাকে চিনতে পারি নি।" দ্রুততা সাথে তার সঙ্গীরাও তাকে অনুসরণ করে। স্ফীত মহিলাটিও মাথা নত করল।

পালকির ভিতর থেকে কেউ শাপশাপান্ত করে ওঠে। কণ্ঠস্বর টি খুবই পরিচিত। মহাদেব পালকির দিকে এগিয়ে যেতেই লম্বা মহিলাটি তাঁর দিকে ছুটে আসে। কেকী! তিনি ভয় পান সে হয়ত তাঁকে মেরে মাটিতে ফেলে দেবে এবং নিজের মুখে সজোরে নেমে আসা ঘুষির কথা ভেবে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে নেন। তা না করে সে ওই চারজনের উপরেই পড়ে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে।

"ক্ষমা করতে দিন, প্রভু, ক্ষমা," সে কেঁদে ওঠে।

মহাদেব সাহস সঞ্চয় করে যথাসম্ভব তেজদীপ্ত গলায় বলেন, "তুমি এখানে কী করছ, কেকী? আর এই বৃদ্ধার সাথে লড়াইই বা করছ কেন?"

"ওরা আমার কাছে ঋণ নিয়েছিল, প্রভু। ওর স্বামী নিয়েছিল। সে আমাদের স্থানে এসে জুয়া খেলে।"

BanglaBook.org

মহাদেব বুঝতে পারেন না তাঁর এখন কী করা উচিত। তিনি জানেন মাহিষমতীতে জুয়া খেলা নিষিদ্ধ, কিন্তু তা নগরীর সর্বত্র চলছে, এমনকি প্রাসাদের ভিতরে প্রহরীদের মধ্যে; মাঝেমাঝে তো মন্ত্রীদের মধ্যেও হয়।

"তোমার জুয়াখেলা উচিত নয়," কোনোমতে তিনি বলতে পারেন।

"ওহ, জীবনের জুয়াখেলায় আমি সুখ প্রদানের ঘুঁটি বেছে নিয়েছি, প্রভু," কেকী হাসে।

সুখদানের ব্যবসা! তিনি অস্বস্তিতে পড়েন। তিনি দেখেন সেই মেয়েটি তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছে আর তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করে।

"আমি কালিকার পুষ্যচক্র পান্থশালার দেখাশোনা করি। আর আমরা রাজপুত্রদের মনোরঞ্জন করি। বরং এটাই আমদের সবচেয়ে বড় কাজ। রাজপুত্রদের মনোরঞ্জনের কলায় আমাদের বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছি। আপনি যদি আমাদের সাথে আসেন, তাহলে আমি আপনাকে অন্য এক জগত দেখাবো।"

"আমি...না... না..." মহাদেব তোতলাতে থাকে। নিজের অস্বস্তি গোপন করার জন্য তিনি কাশেন। তিনি মরিয়া হয়ে চিন্তা করছিলেন তাঁর সাথে কী করে পেরে উঠবেন।

"ওহ, রাজকুমার, আপনার জন্য অনেক সুন্দর মুহূর্তেরা অপেক্ষা করে আছে। আজ আসুন না আমাদের সাথে? আজ আমাদের সঙ্গে একজন বিশেষ অতিথি আছেন আর আপনি থাকলে তা দুজনে পরিণত হবে।"

মহাদেব জানেন সে বিজ্জলের কথা বলছে। আর যে পরিচিত ছায়ামূর্তিটি পালকির ভিতরে ঢুকে যেতে তিনি দেখেছিলেন সে বিজ্জলের দাস কাট্টাপ্পা ছাড়া আর কেউ নয়। একই পালকিতে একসাথে যাওয়ার জন্য তাঁর দাদা একজন দাসকে অনুমতি দিয়েছেন দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, কাম মানুষকে দিয়ে কী অদ্ভুত কাজই না করায়। তিনি অনুভব করেন তাঁর দাদার এই গোপনীয়তা তাঁকে রক্ষা করতেই হবে। যদি এই পৃথুলা মহিলা জানতে পারেন পালকির ভিতরে বিজ্জল রয়েছে, কালিকার গুহায় যাওয়ার জন্য, তাহলে এই খবর দাবানলের মত নগরীতে ছড়িয়ে পড়বে। আর এই দাস প্রভুর সাথে এক পালকিতে যাত্রা করার দুঃসাহস দেখানোর জন্য শাস্তি পাবে। তাছাড়াও মাহিষমতীর রাজপুত্র যে ঘনঘন

BanglaBook.org

কালিকার গুহায় যায় তাঁর সম্পর্কে এই মেয়েটি কী ভাববে? সে কি তাঁকেও এই প্রেক্ষিতেই বিচার করবে না?

"আমি তোমাকে কোনো শাস্তি না দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি কারণ..." মহাদেব কারণ হাতড়াতে থাকেন।

"কারণ?" কেকী হাসে, মাথা নেড়ে তাঁকে বিদ্রুপ করে।

"কারণ..." মহাদেব কঠোর প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর মাথায় কিচ্ছু আসে না।

"কারণ মহামহিম অত্যন্ত দয়ালু," কেকী তাঁর হয়ে শূন্যস্থান পূরণ করে, আর মহাদেব স্তস্তির নিশ্বাস ফেলেন। তিনি নিজের মনে বলেন এটা খুব বোকা বোকা শুনতে লাগল, কিন্তু কেকী খুব খারাপ করেও বলল না।

কেকী সেই মহিলাটিকে মুখ ভেঙিয়ে, মাথা নত করে প্রণাম জানিয়ে পালকির ভিতরে গিয়ে ঢোকে। এইসময় মহাদেব এক ঝলকের জন্য দেখতে পান বিজ্জল তাঁর উষ্ণীবে মুখ ঢেকে আর কাটাপ্পা হাটুঁতে মুখ গুঁজে বসে রয়েছে। মহাদেবকে নিশ্চিত করতে কেকী পর্দাটা প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশী সময় ধরেই তুলে রেখে দেয়। তাঁর দিকে একটা চুমু ছুঁড়ে দিয়ে নপুংসকটি পর্দা টেনে দেয়। বাহকেরা পালকি তুলে চলতে শুরু করে। তাদের গলার "হো-হো" ধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে যায় আর মশালের আলো দূর দিগন্তে ছোটো বিন্দুর মত দেখায়।

"প্রভু, আমরা কি যেতে পারি? অনাথ আশ্রমের পথ অনেক দূর," বৃদ্ধা মহিলা বলেন।

"দেবী, আমি আপনার সাথে যাব যাতে পথে আপনি অন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হন। দিনকাল এখন খারাপ।"

"মহামহিম অত্যন্ত দয়াশীল। যদি আপনার কোনো সমস্যা না থাকে," বৃদ্ধা উত্তর দিলেন।

"একদমই না," মহাদেব বলেন। শিবগামীর পুঁটুলি ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে তিনি বলেন, "দেবী, অনুমতি দিন।" তাঁর মনে যন্ত্রণা দিয়ে সে সরে যায়। "দেবী, পুঁটুলি বইতে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি," তিনি বলেন, আশা করেন তাঁর অত্যুৎসাহ যেন কণ্ঠস্বরে না ফুটে ওঠে।

BanglaBook.org

পিছন ফিরে তাকানোর তোয়াক্কা না করে সে ইতিমধ্যে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে। তিনি তার পিছনে ছুটে গেলেন। এমনকি তিনি যখন তার কাছ থেকে পুঁটুলিটি নিলেন তখনো সে কিছু বলল না। সে ধন্যবাদটুকু জানালো না দেখে তিনি ব্যথিত হলেন। সাধারণ প্রজা যেমন রাজপুত্রের সামনে মাথা নত করে, সে সেটুকুও করল না। রাজপুত্রকে তার পুঁটুলি বইতে দেওয়ার জন্য বৃদ্ধা মহিলা তাকে ভৎসনা করেন, কিন্তু সে কোনো উত্তর দিল না। পিছন পিছন গজগজ করতে করতে আসা বৃদ্ধার সাথে সে চলতে থাকল। কিন্তু বৃদ্ধা তার নাম ধরে ডেকেছেন – শিবগামী – আর এই জন্য মহাদেব তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

চন্দ্রদেব পৃথিবীকে এক অপার্থিব রুপোলি রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন আর সমস্ত কিছু জ্যোৎস্নায় স্নান করছে। তাঁর পাশে স্রোতস্বিনী নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। তরুবীথিকা থেকে একটা বুলবুলি গেয়ে উঠল, ঝিঁঝির ডাক তাঁর কানে সঙ্গীতের মত লাগে। ঘাসের প্রত্যেক ফলক হীরে বাঁধানো বলে মনে হয়। অনেক দূরে গৌরীপর্বত ছায়াময়, অর্ধেক কুয়াশায় অর্ধেক অন্ধকার আকাশে বিলীন, নির্লিপ্ত এবং ঐশ্বরিক।

শিবগামী, আমার শিবগামী, তিনি বারবার তার নাম উচ্চারণ করতে চান। সে তাঁর এতই কাছে আছে যে হাত বাড়ালেই তার চুল স্পর্শ করা যাবে। যে বাতাস তার গালে সোহাগ দিয়ে যাচ্ছে সেই বাতাস তাঁকেও স্পর্শ করছে। এর চেয়ে বেশী তিনি কী চান? যে পুঁটুলি তিনি ধরে ছিলেন সেটা এখন তার হাতে ধরা। সে নিজের বুকের মধ্যে সেটি চেপে ধরেছে। যেন সেটি তার হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে। এই পুঁটুলি তার ঘ্রাণ বয়ে আনছে। তিনি নিজেকে বলেন, তার জন্য পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এটি বইতে পারেন, এবং তাঁর নিজেকে মূর্খ বলে মনে হয়। এবং তার সঙ্গে আনন্দিতও।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বারো

পট্টরায়

ভূমিপতি পট্টরায়ের রথ বাড়ির পথের শেষ বাঁকটি ঘুরে গেল। *আহাম্মক সব!* পট্টরায় নিজের রাগ সামলাতে পারেন না। যত রাজ্যের নির্বোধ আর মূর্খদের দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত। তিনি তাঁর রথ চালকের মাথায় সজোরে গাঁট্টা মারেন। "প্রাঙ্গণে কেন ভাল করে আলো জ্বালানো হয়নি?" প্রহরীরা প্রাঙ্গণে ঠিকমতো আলো জ্বালায়নি বলে বেচারা এই রথ চালক দায়ী নয়। তবুও কারো উপরে নিজের রাগ বের করতে পেরে তাঁর ভাল লাগে। এদের সবকটা ফাঁকিবাজ, সবাই কেবল তাঁর অর্থের পিছনে পড়ে আছে।

মণিগুলি হারিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছেন। দাস নাগয়্যার পিছনে প্রতাপ যে দণ্ডকারকে পাঠিয়েছিল তাকে কে মারল? সেই ব্যক্তি দুজনকেই মেরে মণিগুলি নিয়ে পালিয়েছে। তাঁর মণি! পট্টরায় দাঁতে দাঁত চাপেন। তিনি তাঁর কোমর-বন্ধনীতে আলতো করে চাপড় দিলেন। নাগয়্যার পালিয়ে যাওয়ার সময় তিনি যে মণিটি কুড়িয়েছিলেন, সেটি এখনো এখানে আছে। তিনি এটি দিয়ে তাঁর কন্যা মেখলাকে চমকে দেবেন। সে খুব খুশি হবে।

পট্টরায় জানেন তিনি যে খেলা খেলছেন তা অত্যন্ত বিপদজনক। তা মাহিষমতীর ইতিহাস পালটে দিতে পারে। প্রতাপ আর রুদ্রভট্ট শীঘ্রই এসে উপস্থিত হবেন। তাঁদেরকে কোনো না কোনো পথ খুঁজে বের করতেই হবে।

তিনি অস্থির ভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলেন। লাথি মেরে দরজা খুলে হাঁক দিলেন, "মেখলা।"

"মেখলা, পিতা বাড়ী ফিরেছেন," নিজের কোমরের একটি শিকল থেকে একগোছা চাবি খুলতে খুলতে তিনি চিৎকার করলেন। তাঁর কন্যার কাছ থেকে

BanglaBook.org

কোনো উত্তর এল না। তিনি এটা আশাও করেন না। তিনি বাড়ি ফিরলে দৌড়ে এসে তাকে স্বাগত জানানোর বয়েস তাঁর মেয়ে প্রায় এক দশক আগে পেরিয়ে এসেছে। দ্বিতল থেকে তাঁর নৃত্যাভ্যাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

অবশেষে যখন তার নেমে আসার শব্দ পাওয়া গেল, তিনি বললেন, "একটা বাতি নিয়ে এসো, তাড়াতাড়ি।" একটি দরজায় ঝোলানো সুদৃশ্য তালায় চাবি ঢোকালেন। কর্কশ শব্দ করে দরজাটি খুলে যেতেই বাম পাশে আর একটী গুপ্ত দ্বার দেখা গেল।

তাঁর মেয়ে ছুটে গিয়ে ঠাকুরঘর থেকে একটি প্রদীপ নিয়ে আসে। চতুরভাবে দেওয়ালের মধ্যে গাঁথা সেই গুপ্ত দরজাটি খুলে একটি বৃহদাকার চাবি বের করে আনলেন, গালিচার তলায় অবস্থিত অপর একটি গুপ্ত দরজা খুলবেন বলে।

"পিতা, আপনাকে কি এইসব করতেই হবে?আমাদের যথেষ্ট আছে, আসলে যথেষ্টর থেকে বেশিই আছে," পিতাকে দরজা খোলাতে সাহায্য করতে করতে মেখলা বলে।

"আমি এ সমস্তই তোমার জন্য করছি, মেখলা," স্নেহভরে পট্টরায় বললেন।

"আপনি কোনো ভুল কাজ করুন তা আমি চাইনা, পিতা," তাঁরা ভিতরে পা রাখেন। তাঁর বৈঠকখানার নীচে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে একটি স্যাঁতসেঁতে মাটির নিচের ঘরে।

"বৎস, ঠিক বা ভুল বলে কিছু হয় না। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে জীবনকে তুমি কোণ দৃষ্টিভঙ্গি তে দেখছ," নীচে নামতে নামতে পট্টরায় বললেন।

তাঁর কন্যা প্রদীপ হাতে নিয়ে তাঁর পাশে পাশে নামছে। সিঁড়িতে আলো ছড়িয়ে পড়ে, তার অসমান ধার গুলি স্পষ্ট করে তুলছে।

অন্ধকার গলিপথে তাঁর পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তাঁর পথ দিয়ে একটি মাকড়শা ছুটে পালিয়ে গেল। ঘরের ভ্যাপসা গন্ধে তাঁর গা গুলিয়ে যায়।

তিনি শোনেন মেখলা বলছে, "এখানে দুর্গন্ধ উঠছে।"

যখন তিনি গর্ভগৃহে পৌঁছালেন, ততক্ষনে পট্টরায় হাঁপিয়ে উঠেছেন। হাটার সময় তিনি ক্রমাগত মেঝের দিকে নজর রেখে চলেছিলেন। তাঁর গতবারের আসা ঝাপসা পায়ের ছাপ ছাড়া গোটা মেঝে এক আঙুল পুরু ধুলোয় ঢেকে আছে।

BanglaBook.org

প্রত্যেক বার সন্তর্পনে তিনি আলাদা আলাদা পথ বেছে নেন, যাতে তাঁদের প্রত্যেকবারের পরিদর্শনের চিহ্ন থাকে। বছরে একবার তিনি নিজের হাতে এই মেঝে পরিষ্কার করেন – সাধারণত বৈশ্যদের করার কাজ এটা নয়, কিন্তু এটা তাঁর সুরক্ষা ব্যবস্থারই একটি বিবর্ধিত অংশ। তিনি যেখানে তাঁর সম্পদ লুকিয়ে রাখেন সেই স্থানের বিন্দুমাত্র ঝলক কোনো ভৃত্যকে বিশ্বাস করে দেখাতে চান না। একবার যখন তাঁর ধনসম্পদ গোনা হয়ে যায় এবং তিনি সিন্দুক বন্ধ করে ফেলেন, তখন আবার মেঝেতে কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেন। অসমান ছাদের সর্বত্র মাকড়শার জাল, কিছু তো বিশাল লোহার সিন্দুকের উপরে ঝুলে আছে। তিনি কাউকে এইগুলি পরিষ্কার করার অনুমতি দেন না। সিন্দুকের হাতল এবং তালার মধ্যে ধুলো জমে রয়েছে। এটা তাঁকে একধরনের মানসিক শান্তি দেয় যে তাঁর গতবারের পরিদর্শনের পর আর কেউ এইসব স্পর্শ করেনি।

তিনি এক হাত সমান লম্বা চাবিটি তালার গর্তে ভরে দু হাত দিয়ে ঘোরালেন। সিন্দুকটিও পালটা প্রতিরোধ চালিয়ে অবশেষে পরাজয় স্বীকার করে নিল।

"হে ভগবান," মশালের আলো লৌহসিন্দুকের ভিতরে স্বর্ণলংকারের স্তূপে, চুনিতে, হীরেতে, মুক্তোর মালায়, এবং সুবর্ণ কঙ্কনের উপর পড়তেই মেখলা চিৎকার করে উঠল। ভিতরে স্তূপাকার করে রাখা কাপড়ের বস্তার ফাঁক দিকে স্বর্ণমুদ্রার কিনারাগুলি দেখা যাচ্ছে। পাঁচ হাত লম্বা একটি প্রদীপের মাথায় বিশালাকার এক সোনার ময়ূর তার চুনিখচিত চোখ নিয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। এক মুহূর্তের জন্য পট্টরায় নিজের সব সমস্যার কথা ভুলে গেলেন। গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠল। যখন তিনি ব্যবসা শুরু করেন, তখন তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সিন্দুকের অন্ধকার এক কোণে পড়ে থাকা গুটিকয়েক তামার মুদ্রা পান।

তখন তিনি চোদ্দ বছররে এক বালক ছিলেন, বাড়িতে অসুস্থ মা ছিল যাঁর দেখাশোনা করতে হত। তাঁর প্রপিতামহের বানিয়ে যাওয়া জরাজীর্ণ একটি ভবনে তাঁরা বাস করতেন। সাড়ে তিন দশকের সংগ্রামের পর তিনি এই জায়গায় এসে পৌঁছেছেন। তিনি অনেক কিছু অর্জন করেছেন।

"পিতা, আমার ভয় লাগছে, এসব অনেক বেশী, অনেক বেশীর থেকেও বেশি," মেখলার কথা তাঁকে স্যাঁতস্যাঁতে গর্ভগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

BanglaBook.org

পট্টরায় কোমর বন্ধনী থেকে একটি পাথর বের করে মেখলার সামনে তুলে ধরে তার প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করেন।

"কী?" সে প্রশ্ন করে।

"এই পাথরটা ভাল করে দেখো। এরকম জিনিস আগে কখনো দেখেছ?" তিনি আগ্রহভরে তাকিয়ে থাকেন।

"হ্যাঁ দেখেছি তো। প্রচুর দেখেছি। গ্রীষ্মে, যখন নদী শুকিয়ে যায়, তখন নদীখাত এইরকম পাথরে ভরে থাকে," মেখলা হেসে বলে।

"ওহ, সামান্য নদীর পাথর, না?" পট্টরায় হেসে তাঁর মেয়ের হাত থেকে প্রদীপ নেন। তিনি সেটি পাথরের কাছে তুলে ধরেন। ধীরে ধীরে সেটি ধকধক করে ফ্যাকাসে নীলবর্ণ ধারণ করতে লাগে। পট্টরায় দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর প্রিয় কন্যার মুখের আশ্চর্যান্বিত প্রতিক্রিয়া দেখছেন। মনিটি উজ্জ্বল হয়ে উঠতেই তার মুখ নীল রঙের হয়ে গেল। শীঘ্রই সমগ্র কক্ষ ঝকঝকে নীল হয়ে ওঠে। তিনি মণিটি মেখলার হাতের তালুতে দিয়ে সেই দিব্য রঙে তাঁর প্রিয় কন্যার মুখ দেখতে থাকলেন।

"চিত্তাকর্ষক," একটি কণ্ঠস্বর বলে ওঠে। মেখলা পট্টরায়ের পিছনে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে। মণি তাঁর হাত থেকে পড়ে গিয়ে মেঝেতে গড়িয়ে যায়। কম্পিত নীল আলোয় একটা পৈশাচিক মুখ পট্টরায়ের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসে। আঁতকে উঠে তিনি পিছিয়ে যান।

"তুমি...তুমি এখানে?" পট্টরায় তোতলাতে থাকেন। তাঁর হাত থরথর করে কাঁপে, আর তিনি যে প্রদীপ ধরে আছেন তা কেঁপে উঠে কক্ষের চারিদিকে নৃত্যরত ছায়া তৈরি করছে।

"চিত্তাকর্ষক," সিন্দুকে ঢুকতে ঢুকতে পৈশাচিক ব্যক্তিটি বলে। সিন্দুকের ভিতরের হীরে আর মুক্তাগুলি গৌরীকান্তের নীলবর্ণ ধরে নিয়ে ঝকঝক করছে।

পিশাচটি একটি কণ্ঠহার হাতে তুলে ওজন করতে করতে মেখলার দিকে ফেরে। "আমার দিকে এভাবে তাকাবেন না, কুমারী। আমার লজ্জা লাগে। আমি কোনো পিশাচ নই, নগন্য বামন মাত্র, দেবী," বামনটি বাঁকা হাসি হেসে ঝুঁকে প্রণাম জানায়।

BanglaBook.org

মেখলা অবাক হয়ে বামনটির দিকে তাকিয়ে আছে, সে সিন্দুকের মেঝে থেকে এক মুঠি মুক্তা তুলে নিয়ে নিজের বেঁটে মোটা আঙুলের ফাঁক গলিয়ে সেগুলি পিছলে ফেলে দেয়। তারা টুংটাং শব্দ তুলে লোহার মেঝের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে।

"আপনার অসৎ উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদের জন্য অভিনন্দন, মোটুরাম। আপনি আমাদের প্রেরণা।" গর্ভগৃহে বামনের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

পট্টরায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছেন।

"তুমি এখানে কী করে এলে?" তিনি বামনটিকে জোর গলায় প্রশ্ন করলেন, সে এখন তাঁর কন্যাকে লালসাপূর্ণ চোখে দেখছে।

"মোটুরাম, তুমি খালি প্রচুর পরিমাণ সম্পত্তিই সঞ্চিত করো নি, বেশ সুন্দর একটা মেয়েও জন্ম দিয়েছ দেখছি। তাকে তো মন্দিরের ভাস্কর্যের মত দেখতে লাগছে। ক্ষীন কটি, গোলাকার স্তন, প্রশস্ত নিতম্ব..."

মেখলা নীল হয়ে যায় আর পট্টরায় রাগে দাঁত কিড়মিড় করে ওঠেন।

"চোপ, বেজন্মা কোথাকার," পট্টরায় চিৎকার করে ওঠেন। তিনি মেখলাকে সরে যাওয়ার ইশারা করেন। গৌরীকান্ত আবার তাঁর ফ্যাকাসে কালচে-ধূসর বর্ণ ধারণ করে নিয়েছে।

"ওহ পট্টরায়, তুমি তোমার মেয়ের সামনে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করছ। এরকম করেই কি তুমি তাকে লালন পালন করেছ? ক্ষমা চাইছি, দেবী, আপনার পিতাকে রাগিয়ে দিয়ে তাঁকে অশ্লীল শব্দ ব্যবহারে প্ররোচিত করার জন্য। আপনার সুন্দর কানের এগুলো শোনা উচিত নয়, তাও আবার যখন সেগুলো আপনার পিতা বলেন। *বিশেষত,* যখন সেগুলো আপনার পিতার দ্বারা বলা হয়। তাঁর জিভ অত্যন্ত কলুষিত। ওহ, আমাদের তো আলাপই হয়নি। যেহেতু আপনার পিতা আমার উপরে খুব রেগে আছেন, তাই আমার মনে হয় না তিনি সেটি করিয়ে দেবেন। তাই আমি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে ফেলি," বামনটি বলে। "আমি খনিপতি হিড়ুম্ব, আপনার পিতার ভ্রাতুষ্পুত্র, বেশ দূর সম্পর্কের, কিন্তু সে যাই হোক। একজন নিম্নতর ভূমিপতি, অর্ধেক সাধারণ, অর্ধেক উচ্চবংশজাত এক মানুষ। আমার আকৃতি ক্ষুদ্র

BanglaBook.org

হলেও আমার হৃদয় কিন্তু বিশাল।" বামনটি আবার মাথা নত করে হাসে। প্রদীপের আলোয় তার সোনা বাঁধানো শ্বদন্ত চকচক করে ওঠে।

পট্টরায় তাঁর মেয়েকে ঠেলে সরিয়ে বামনের সামনে আসেন, যে এখন একটা সোনার হার হাতে তুলে ওজন করছে।

"এখানে কেন এসেছ? তোমার তো যাওয়া উচিত ছিল–" তিনি থেমে যান।

"সরাসরি কালিকার গুহাতে। আর সেই পাপের বাসায় আপনার জন্য অপেক্ষা করা উচিত ছিল," হেসে উঠে বামনটি বলে। পট্টরায় আড়চোখে তাঁর মেয়ের দিকে তাকান। তাঁর আরো সচেতন হওয়া উচিত ছিল।

"তুমি ভিতরে কী করে এলে?" তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে পট্টরায় জিজ্ঞাসা করেন।

"অবাক হলাম। আমি ভেবেছিলাম আপনি জানেন..." বামন নিজের বিকৃত পায়ের দিকে তাকায়। "একটা নতুন প্রক্রিয়া আছে, যার নাম হাঁটা। আপনাকে একটা পদক্ষেপের সামনে অপর পদক্ষেপ রাখতে হয় আর দেখবেন সেটি আপনাকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গেছে।"

"আর নয়, চন্ডাল। তোমার হেঁটে বেড়ানোর দিন শেষ হল।" পট্টরায় সশব্দে সিন্দুকের দরজা বন্ধ করে দিলেন। দরজার হাতলের সঙ্গে তিনি ধস্তাধস্তি করেন। চাবিটা নিচে পড়ে যায়। বামন টি ভিতর থেকে দরজায় ধাক্কা মারছে।

"মেখলা," চাবির গোছা হাতড়াতে হাতড়াতে তিনি বলেন, "ওই বামন মিথ্যা বলছিল। ওকে বিশ্বাস কোরো না। তোমার মনে হয় আমি কখনো..."

"পিতা, কোনো মেয়ের নিজের পিতার সম্পর্কে শোনার মত কথা এটা নয়," মেখলার কন্ঠস্বর কেঁপে ওঠে।

পট্টরায় উঠে দাঁড়িয়ে হাতের তালু দিয়ে কপালের ঘাম মোছেন। *অসভ্য বামন,* নিঃশব্দে গালি দিয়ে তিনি মেঝে থেকে গৌরীকান্ত কুড়ানোর জন্য ঝোঁকেন।

"সে মিথ্যা কথা বলছিল, মেখলা। আর এইটা বলে সে বেরিয়ে যেতে পারবে না। অন্তত এক সপ্তাহের জন্যেও আতঙ্ক কাকে বলে টের পাওয়ার জন্য ওকে এখানেই বন্দী থাকতে দাও।পট্টরায় সিন্দুকের দিকে ফিরে তাতে দুটো তালা লাগাতে থাকেন।

BanglaBook.org

"পিতা," মেখলা ডাকে, আতঙ্কে তার স্বর বিকৃত হয়ে গেছে।

বামন কে সিন্দুকের ভিতরে বন্দি করা হয়ে গেছে পট্টরায়ের। ভিতর থেকে হিড়ুম্ব আবার ধাক্কা দিতেই তিনি লোহার দরজায় লাথি চালিয়ে বললেন, "ঠিক পরিসেবা দিয়েছি তোকে বামন, আর কয়েক দিনের মধ্যে তোর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা দিয়ে আমি আমার কুকুরদের সেবা করব। ততদিন পর্যন্ত শান্ত হয়ে থাক।"

"পিতা," মেখলা আবার ডাকে।

"আমি কোনো দাক্ষিণ্য দেখাবো না, বৎস। সে আমারই বাড়িতে ঢুকে আমারই কুৎসা রটায়। সে বলে কি না আমি বেশ্যালয়ে যাই। আমি, সব মানুষের থেকে সেরা। তাকে এর মূল্য চোকাতেই হবে।"

"পিতা..." তাঁর কন্যা চিৎকার করে ওঠে। পট্টরায় ঘুরে দাঁড়াতেই তাঁর হাত থেকে চাবির গোছা পড়ে গেল। কক্ষের ভিতরে দুজন পুরুষ, একই দেখতে। দুজনের হাতেই একটি করে ছোরা তাঁর কন্যার গলার সাথে ঠেকানো।

পট্টরায় তাঁদের দিকে ছুটে গেলেন, কিন্তু সেই দৈত্যাকৃতি পুরুষদের মধ্যে একজন তাঁর দিকে ছোরা তাক করে। সে সিন্দুকের দরজার দিকে নির্দেশ করছে। পট্টরায় চাবি খোঁজার জন্য চারিদিকে হাতড়াতে থাকেন। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। চাবিটা তাঁর হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল মনে পড়তেই, হুমড়ি খেয়ে পড়ে চাবিটা খুঁজতে শুরু করেন। তাঁর কন্যা চিৎকার করছে। তিনি মেখলার দিকে তাকাতেই দেখেন তার ফর্সা গলা বেয়ে রক্তের একটা ক্ষীণ ধারা নামছে।

"দয়া করো...দয়া করো" আঁতিপাঁতি করে চাবিটা খুঁজতে খুঁজতে তিনি অনুনয় করেন। অবশেষে তিনি চাবিটা খুঁজে পেলেন এবং দ্রুত দরজা খুলে বামন কে মুক্ত করলেন।

"ভাল, ভাল," সিন্দুক থেকে হেলতে দুলতে হিড়ুম্ব বেরিয়ে আসে। "তোমার বাড়ীতে দুর্দান্ত স্বাগত জানালে, মোটুরাম। আহা আমি কল্পনা করছি যদি তোমার মেয়েকেও আমার সাথে ভিতরে পেতাম। পরের বছর তাহলে তুমি তোমার নাতির জাতকর্ম উদযাপন করতে। তুমি একটা সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করে দিলে।"

BanglaBook.org

তার সহযোগী দুর্বৃত্তরা এই অসভ্য রসিকতায় হেসে ওঠে। পট্টরায় দেখেন এই বামন নিজের কোমর-বটুয়ায় হীরে আর চুনিতে ভর্তি করে নিয়েছে। পট্টরায়ের চোখে নিস্ফল ক্রোধ দেখে বামন হেসে ওঠে।

“সিন্দুকটা খুব তাড়াতাড়ি খুলে দিলেন, খুল্লতাত। আমি যা চাইছিলাম তা আপনি আমাকে নিতেই দিলেন না। আচ্ছা, ঠিক আছে। আরে, পবিত্র ষাঁড়ের অণ্ডকোষের দিব্যি আমার ছেলেরা আপনার মেয়ের উপর কঠোর আচরণ করেছে।”

দুই দৈত্য মেখলাকে ছেড়ে দিয়ে দাঁত বের করে হাসে।

“পাজির দল, ভদ্রমহিলার কাছে ক্ষমা চাও,” হিড়ুম্ব বলে। একজন দৈত্য হাঁটু গেড়ে বসে মেখলার হাত ধরে বলে, “ক্ষমা করে দিন।” মেখলা তার পিতার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আর তিনি তার সেই অভিযোগপূর্ণ দৃষ্টির সামনে নিস্তেজ হয়ে পড়েন।

“ওরা খুব মনোহর, না? যার বাম গালে কাটা দাগ সে হল রংগা। আর ওর যমজ, যে দাঁত বের করে এমন হাসছে যেন এইমাত্র ওর বাপ মরেছে, সে থুংগা। ওরা যমজ, আপনি হয়ত খেয়াল করেন নি। ওরা একটু হাবাগোবা হলেও খুব কাজের। খুব স্পষ্ট কারণবশত আমি আমার চারপাশ বড় বড় মানুষের দ্বারা ঘিরে রাখা পছন্দ করি।” বলে হিড়ুম্ব সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে।

মেখলার সাহায্য নিয়ে পট্টরায়ও তাকে অনুসরণ করেন।

যখন তিনি বৈঠকখানায় পৌঁছে ভূগর্ভস্থ কক্ষের প্রবেশপথ বন্ধ করেন, বামনটিকে তাঁর প্রিয় আরামকেদারায় বসা অবস্থায় দেখে তাঁর মাথা গরম হয়ে যায়। পট্টরায় রাগ গিলে ফেলে তাঁর কন্যাকে নিজের শয়নকক্ষ অবধি পৌঁছে দিয়ে আসেন। তাকে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে, আর তার সুরক্ষার ব্যবস্থাই প্রথমে করা প্রয়োজন। তিনি তাকে শান্ত করার জন্য বিড়বিড় করে কিছু বলেই দ্রুত সেখান থেকে চলে আসেন।

পট্টরায় বৈঠকখানায় পৌঁছে দেখেন হিড়ুম্ব সিন্দুক থেকে নেওয়া একটি চুনির সৌন্দর্য উপভোগ করছে। তিনি একটি কেদারা টেনে বামনটির মুখোমুখি বসেন। “তোমাকে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ডাকা হল আর তুমি এরকম ব্যবহার করলে? বিনা অনুমতিতে তুমি আমার বাড়িতে ঢোকার সাহস পাও কী করে?”

BanglaBook.org

"অঘোষিত ভাবে ঢোকারও নিজস্ব কিছু সুবিধা আছে," চুনিটি আলোর দিকে ঘুরিয়ে এক চোখ দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে হিড়ুম্ব বলে।

পট্টরায় তাঁর হাতের কাছে থাকা তেপায়ার উপরে সজোরে ঘুষি মারেন, ঘোলের ঘটিটি মাটিতে গড়িয়ে পড়ে যায়।

হিড়ুম্ব হাসে, "ধীরে, খুল্লতাত। কয়েকটা চুনি আর কিছু মুক্তো আপনার এই দরিদ্র ভাইপো নিলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন না। রাগ করার কোনো দরকার নেই।"

"তুমি আমার ঘরে জোর করে ঢুকেছ, আমার সম্পদ চুরি করেছ, আমার কন্যাকে নোংরা চোখে দেখেছ। এই বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্য কি আমার আনন্দিত হওয়া উচিত?"

হিড়ুম্ব গদির ধারে ঠিকঠাক করে বসে নিয়ে পট্টরায়ের দিকে ঝুঁকে আসে। "আপনি কি ভেবেছেন আপনি আপনার প্রিয় কন্যাকে যেটা দেখালেন তা আমি লক্ষ্য করিনি? আমি কক্ষের ভিতরেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, আপনাকে দেখছিলাম।"রাগে বামনটির চোখ ঝলসে ওঠে।

পট্টরায়ের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়, "আমি... আমি..."

"প্রতারিত হতে আমি আপনার জন্য এত বড় ঝুঁকি নিতে পারব না।" হিড়ুম্ব তেপায়ার উপরে সজোরে ঘুষি মারে।

"এটা...এটা খালি একটা পাথর। আমি এর মূল্য চুকিয়ে দেব।"

"আহ, একটা পাথর। আপনাকে এর মূল্য শোধ করতেই হবে। কিন্তু অন্য মণিগুলির কী হল?"

"কী বলতে চাইছ তুমি?" পট্টরায় নিজের হাত কচলাতে কচলাতে উঠে দাঁড়ালেন।

"আমি চব্বিশটি মণি সংগ্রহ করেছিলাম। রাজগুরুকে অনেক কিছুর উত্তর দিতে হবে। আপনাকে আর ওই নির্বোধ দণ্ডনায়ক প্রতাপকেও উত্তর দিতে হবে। হুঁহ! দাস নাগায়্যাকে কেন মারা হল? সব্বার গলা এখন হাড়িকাঠে." বামনটি বলে ওঠে।

BanglaBook.org

"কেউ তাকে মারতে চায় নি। কিন্তু সে মণিগুলি নিয়ে পালিয়ে গেছিল," পট্টরায়ের রাগ হচ্ছে যে তাঁকে এই বামনকে কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে যার উচ্চতা কিনা মোটে তাঁর হাঁটু অবধি।

"কী সুসম্পাদিত আয়োজন। হৃদয়স্পর্শী। এই সত্য ব্যতীত, যে না এখন আমাদের কাছে মণিগুলি আছে, না আছে সেই কর্মকার যে গৌরীকান্ত নিয়ে কাজ করতে পারত," হিড়ুম্ব খেঁকিয়ে ওঠে।

"যেখানে দাসের মৃতদেহ পাওয়া গেছিল হতে পারে সেগুলো বৃষ্টির জলের সাথে সেখান থেকে ধুয়ে নালা দিয়ে বয়ে গেছে। সেগুলো সেখানে থাকতেও পারে আবার ধুয়ে নদীতে গিয়েও পড়তে পারে।" তাঁর যুক্তি নিজের কানেই বিশ্বাসযোগ্য ঠেকল না।

"জল্পনা করতেই আপনি যখন এত ব্যস্ত, তখন তার সাথে এটাও কেন ভেবে রাখছেন না যে আমরা চিত্রবেণীকে কিভাবে পরিশোধ করব? আমাদের গৌরীকান্ত মণি আর একজন দাস যে সেখান থেকে গৌরীধূলি বের করার পদ্ধতি জানে তাকে পাঠানোর কথা ছিল। একজন বিশেষজ্ঞ যিনি তাঁর দেশে কর্মশালা তৈরি করে তাঁর লোকেদের প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন। আমরা যে দাসকে নিযুক্ত করেছিলাম সে মণি নিয়ে পালিয়ে গেছে এবং নিহত হয়েছে, এই অজুহাত কাদরীমন্ডলমের জারজ রাজকুমারী কিছুতেই মানবেন না। তিনি যদি আমাদের গোপনীয়তা ফাঁস করে ফেলেন, আপনি জানেন কী হবে," পট্টরায়ের দিকে তর্জনি তুলে হিড়ুম্ব বলে।

পট্টরায় বলে ওঠেন, "জারজ রাজকুমারীকে পরিশোধ করার জন্য আমার কাছে একটা পরিকল্পনা আছে, আমার উপর শুধু বিশ্বাস রাখো।"

"এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরেও আপনার উপর বিশ্বাস রাখব? হাহ! ছেলেরা," বামন হাঁক দিতেই রংগা এসে তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে। হিড়ুম্ব তার পাগড়ি ঠিকঠাক করে। "চলো আমরা কালিকার আলয়ে গিয়ে কিছু আমোদ করে আসি। আমরা যখন মরে নরকে যাব, যম যেন আমাকে জিজ্ঞেস করতে না পারে আমি আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ দিয়ে কী করেছি। এই মহামূর্খদের জন্য আমি দণ্ডপ্রাপ্ত, আমি তাই নাচ গান করতে করতে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে চাই।"

BanglaBook.org

"শোনো," পট্টরায় বামনকে থামান, "থামো মূর্খ কোথাকার। এইসব বিষয় আমার উপর ছেড়ে দাও।"

"হ্যাঁ আগেও যেমন করেছিলাম। আপনাদের সবার চেয়ে আমি বেশী ঝুঁকি নিয়েছি। আপনি নিজের মোটা গুহ্য বাঁচিয়ে নিয়েছেন। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, খুল্লতাত পট্টরায়, আমি যদি ফাঁসিতে ঝুলি, আপনিও আমার সঙ্গে ঝুলবেন। যতক্ষন না আপনি সব গৌরীকান্ত গুলি উদ্ধার করছেন, ততক্ষন আমি এসবের মধ্যে নেই।"

"আমার কীই বা করার আছে, হিড়ুম্ব? আমি আমার সর্বোত্তম প্রয়াস চালাচ্ছি। যদি তোমার কাছে এরচেয়ে ভাল কোনো পরিকল্পনা থাকে, দয়া করে আমাকে বলো..."

"আপনার রান্নাঘরের বাগানে কুয়ো আছে?" হিড়ুম্ব শুধায়।

"কুয়ো? হ্যাঁ..."

"আর মশলা বাটার জন্য শিলনোড়া? যেটা দিয়ে আপনার ওই ধোসার তরল মণ্ড তৈরি করা হয়?"

"তুমি আমাকে বিদ্রুপ করছ?" রাগে পট্টরায়ের চোখ জ্বলে ওঠে।

"শুধু কিছু ভাল উপদেশ দিচ্ছি, খুল্লতাত। আপনি ভেবেছিলেন না এর কোনো ভাল উপায় আছে কি না। আমি বলি কি আপনি ওই শিলনোড়া গলায় বেঁধে কুয়োয় ঝাঁপ দিন। আপনার মেয়ে হয়ত কয়েকদিন ধোসা খেতে পাবে না, তবে আমার মনে হয় সে বেঁচে থাকতে পারবে।"

"তোমার এত স্পর্ধা!" পট্টরায় হিড়ুম্বকে চড় মারার জন্য ধেয়ে আসেন। রংগা আর থংগা তাঁকে ধরে নিয়ে জোর করে বসিয়ে দেয়। পট্টরায় রাগে ফুঁসছেন। তিনি নিজেকে শান্ত করে, দ্রুত চিন্তা করতে থাকেন। এই বামনকে তাঁকে শান্ত করতেই হবে। হিড়ুম্বকে কালিকার গুহায় নিয়ে যেতেই হবে।

"তুমিই একমাত্র আমাদের বাঁচাতে পারো হিড়ুম্ব। আমার পরিকল্পনায় তোমার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে," পরাভূতের মত ভঙ্গি করে পট্টরায় বলেন।

বামনের উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি বেরিয়ে যান, এবং নিজের রথে গিয়ে বসেন। তাঁর মনোভাবের পরিবর্তনে বিভ্রান্ত হয়ে হিড়ুম্ব আর তার দুই দেহরক্ষী

BanglaBook.org

তাঁর সাথে যোগ দেয়, আর রথ কালিকার পান্থশালার দিকে এগিয়ে যায়। রথে গমন কালে পট্টরায়, বামনের থেকে আসা প্রত্যেকটা বিদ্রুপ, অপমান, জ্বালা ধরানো কথার সম্মুখীন হয় একটা মৃদু হাসি দিয়ে এবং একটি উত্তর দিয়ে যে, প্রতাপ আর রুদ্রভট্ট তাঁদের সাথে যোগ দিলেই তিনি সব কিছুর ব্যাখ্যা দেবেন। শীঘ্রই হিড়ুম্ব পশ্চাদপদ হয়ে গোমড়া মুখ করে চুপ করে গেল, যতক্ষণ না তাঁর মিত্রদের আসার অপেক্ষায় রথ এসে নদীর পাশের একটি বাঁকে থামে।

রংগা আর থুংগা হিড়ুম্ব কে রথ থেকে নামতে সাহায্য করে আলতো ভাবে মাটিতে নামিয়ে দিল। তারা নিজেদের তলোয়ার মাটিতে গেঁথে রথের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। পট্টরায় উদ্বিগ্ন চিত্তে পদচারণা করছেন, অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন, হাত মুঠো করছেন খুলছেন, সেখানে হিড়ুম্ব মুখে আমুদে হাসি ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা ঘাস চেবাচ্ছে। তাঁদের পিছনে মাহিষমতী নগরীর বাইরের দিকের দূর্গ অনেক পরে বিলীন হয়ে আছে। এই জায়গাটা শান্ত, সরু পথ দূর্গের এবং নদীর পাশ দিয়ে ঘুরে বেঁকে গেছে। অন্ধকারে খুব বেশী কেউ এদিক দিয়ে আসা যাওয়া করে না, লোকজন দূর্গের ভিতর দিয়ে যাওয়া রাজপথই বেছে নেয়, সেটা যথেষ্ট আলোকিতও থাকে আবার প্রহরীরা ঘোরাঘুরি করে পাহারাও দেয়। এই পথ অস্পৃশ্য আর দাসদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, তারা অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর খুব কমই বের হয়।

"ওই তাঁরা চলে এসেছেন," চেবানো ঘাস থুতু দিয়ে ফেলে হিড়ুম্ব বলে ওঠে। পট্টরায় দৌড়ে গিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান। হিড়ুম্ব কে দেখতে পেয়ে রাজগুরু থমকে দাঁড়িয়ে যান।

"আসুন রুদ্র ভট্ট, মহান কৌশল নির্মাতা," হিড়ুম্ব বিদ্রুপ করে। এই ফ্যাকাসে জ্যোৎস্না সত্ত্বেও, পট্টরায় লক্ষ্য করেন রাগ দমিয়ে রাখার জন্য রুদ্র ভট্টের ঠোঁট কঠোর রেখা ধারণ করেছে। কাউকে উত্যক্ত করার বিশেষ দক্ষতা আছে এই বামনের।

"হিড়ুম্ব আমরা সকলেই সহমত যে একটা ভুল হয়ে গেছে। তুমি আবার সেই প্রসঙ্গ তুলছ কেন?" দণ্ডনায়ক প্রতাপ পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করে।

BanglaBook.org

"ভুল?" হিড়ুম্ব তাঁর বাঁকা হাত শূন্যে ছোঁড়ে। "কী সহজ শব্দ, কী সহজ অজুহাত। আমার মাথাটা হাড়িকাঠে ঝুলছে। আমি যোগাযোগ করেছিলাম, আমি নাগয়্যা কে খুঁজেছিলাম, আমি তোমাদের ওই গোপন দরজা আর জোয়ার সম্পর্কে বলেছিলাম। আর তোমরা সব হারিয়ে ফেললে। সব!"

প্রতাপ আর রুদ্র ভট্ট লজ্জাবনত। পট্টরায় বলেন, "হিড়ুম্ব আমি তোমাকে বলেছি যে আমাদের অন্য আর একটা পরিকল্পনা আছে, সেটা সম্পন্ন করতেই আমরা কালিকার গুহায় যাচ্ছি।"

হিড়ুম্ব পায়চারি করেই চলেছে, চিন্তায় তার মাথা নামানো। প্রতাপ আর রুদ্র ভট্ট ঘাবড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পট্টরায় বামনটিকে লক্ষ্য করছেন, তাঁর মাথায় পরিকল্পনা ছুটে চলেছে। এই বামন বিপদজনক, কিন্তু এমন কিছুই নেই যা তিনি সামলাতে পারেন না।

"প্রতাপ, তোমার লোককে কে মারল সে সম্পর্কে আরো বেশী করে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে?" হিড়ুম্ব বলে।

"আমরা করবই, আমি বিশ্বাস করি সে স্কন্দদাসের গুপ্তচর ছিল," প্রতাপ বলে।

"তোমরা কি বুঝতে পারছ কী ভীষণ সমস্যা তোমরা তৈরি করে ফেলেছ? আমরা চিত্রবেণীর কাছ থেকে প্রচুর অর্থ নিয়ে ফেলেছি। এবার তাঁকে কী উত্তর দেব? পট্টরায় দাবী করছে তাঁর কাছে একটা পরিকল্পনা আছে। আমরা সবাই জানি আগের পরিকল্পনা কিভাবে শেষ হয়েছে," হিড়ুম্ব একটানা বলে যায়।

পট্টরায় সেই অপমান এড়িয়ে গেলেন, "বিশ্বাস করো, তাঁকে শান্ত করার জন্য আমার কাছে একটা পরিকল্পনা আছে। আমরা আরো ভাল কিছু দিয়ে তাঁকে পরিশোধ করব।"

"আপনি কি তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেবেন?" হিড়ুম্ব বলতেই তাঁর দুই দুর্বৃত্ত সাথি মুচকি হেসে ওঠে। পট্টরায় তাকে অগ্রাহ্য করেন।

"আমরা তাঁকে স্বয়ং গৌরীধূলি দিয়ে শোধ করব, সেই পরিশোধিত চূর্ণ যা মাহিষমতীর অস্ত্রদের অসামান্য শক্তি দেয়। যতক্ষন না আমরা কর্মশালা নির্মানের দক্ষতা সম্পন্ন অন্য আর এক দাস চালান করতে পারছি, আমরা তাঁকে ক্রমাগত গৌরীধূলী সরবরাহ করে যাব। আর তাঁকে, অবশ্যই, আমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে

BanglaBook.org

প্রতিদান দিতে হবে, প্রকৃতপক্ষে পর্যাপ্তের থেকেও বেশী প্রতিদান দিতে হবে,” পট্টরায় হেসে ওঠেন।

সেখানে টানটান নিস্তব্ধতা নেমে আসে। পট্টরায় তাঁদের ধাতস্ত হবার অপেক্ষা করেন। রুদ্র ভট্ট স্পষ্টতই সন্ত্রস্ত। প্রতাপ গভীর চিন্তায় মগ্ন। পট্টরায় হিড়ুম্বর দিকে তাকান।

হিড়ুম্ব বলে ওঠে, “ওহ, আমার মনে হয় তোমার কাছে এটা প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত আছে। আমরা সকলেই জানি এটি সবজি বাজারে সুলভেই পাওয়া যায়; দুটি তাম্র মুদ্রায় এক মুঠি, তাই না? হুঁহ!”

পট্টরায় স্মিত হাসেন, “না, একদমই না। আমি এর উৎস থেকেই নেব।”

“কীভাবে?” প্রতাপ জিজ্ঞাসা করে। “সেখানে প্রবেশ করার ক্ষমতা কেবল রাজ বংশের ব্যক্তিদের এবং মহাপ্রধানের আছে। সেখানকার দাসেরা এমনকি সূর্যালোক পর্যন্ত দেখে না। এটি একটি রাষ্ট্রনৈতিক গোপনীয়তা এবং প্রচণ্ডভাবে সুরক্ষিত। তুমি কীভাবে সেখান থেকে গৌরীধূলী বের করে আনতে পারবে?”

“সেখানে যদি শুধুমাত্র রাজবংশীয়রা প্রবেশ করতে পারেন, আমরা তাহলে রাজবংশীয়দেরই বলব আমাদের জন্য নিয়ে আসতে।”

“হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমরা এটা আগে ভাবিনি কেন,” হিড়ুম্ব বিদ্রুপ করে। “মহান পট্টরায় সম্রাটের কাছে গিয়ে বলবেন, “হে মহামহিম, আমরা এক করদ রাজ্যের অকুলীন রাজকুমারীর কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছি যিনি আপনার পতনের ষড়যন্ত্র করছেন। তাঁর কিছু গৌরীধূলীর প্রয়োজন। আপনি কি দয়া করে নিজেই সরবরাহ করে দেবেন, না আমি গোরুগাড়ীর ব্যবস্থা করব?” এবং সম্রাট কর্মশালার দ্বার খুলে দিয়ে ঘোষণা করবেন, “পট্টরায়, আমার প্রিয় মিত্র, এই সবই তোমার। তোমার যা ইচ্ছা তুমি নিতে পারো।” কি অপূর্ব পরিকল্পনা। আমার আপনার সামনে মাথা নত করা উচিত, না না আমার উচিত আপনার স্বর্গীয় চরণ স্পর্শ করে আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করা।”

রংগা আর থুংগা হো হো করে হেসে ওঠে। বামন নিজেরই রসিকতায় আত্মশ্লাঘার হাসি হাসে। রুদ্র ভট্ট আর প্রতাপ তার দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

BanglaBook.org

পট্টরায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলেন, "সম্রাটকে সরাসরি বলার থেকেও সহজ উপায় আছে। যেমন ধরা যায়, জ্যেষ্ঠ্য রাজকুমারকে স্বয়ং সেটি আমাদের হাতে তুলে দিতে বলা।"

"পট্টরায়, তুমি কতটা মদ্যপান করেছ?" হিড়ুম্ব নিজের হাত তুলে তাঁর মাথা ধরে ঝাঁকায়। প্রতাপ এবং রুদ্র ভট্ট অস্বস্তি বোধ করে।

"আমার উপর ভরসা রাখো, বন্ধুরা," পট্টরায় বলেন, "এই কারণেই আমি আপনাদের সকলকে কালিকার গুহায় ডেকেছি। বিশেষ করে আমার প্রিয় মিত্র, হিড়ুম্বকে।"

পট্টরায় তাঁদের সকলের কাছে পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করেন। হিড়ুম্বর মুখে অনিচ্ছুক হাসি ফুটে ওঠে।

"সেই রমণী কি বিশ্বাসযোগ্য?" রুদ্র ভট্ট জিজ্ঞাসা করেন।

"একটা বেশ্যার থেকে বেশী বিশ্বস্ত কেউ হয় না," পট্টরায় বলেন। প্রতাপ ইতিমধ্যেই রথের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

"বেশ্যালয়ে যাওয়া কিন্তু পাপাচার। আমি একজন ব্রাহ্মণ," পুরোহিত ঠোঁট ফোলান।

"আহা, এই ব্রাহ্মণের জন্য রাজদ্রোহ করা পাপ নয় কিন্তু বেশ্যালয়ে যাওয়া পাপ," বামনটি রথের দিকে যেতে যেতে বলে। থংগা তাকে তুলে নিয়ে ভিতরে বসিয়ে দেয়।

পট্টরায় বৃদ্ধ পুরোহিতের হাত ধরে তাঁকে রথ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে চাপেন। সারথিকে কালিকার গুহার দিকে যেতে নির্দেশ করেন।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রথ চলতে শুরু করে আর ভিতরে অন্ধকারে বসা প্রতিটি পুরুষ নিজের নিজের চিন্তায় ডুবে যায়। অ-বর্ণ পথ যেখানে যেখানে রাজপথকে অতিক্রান্ত করছে সেই বাঁকটি ঘুরতেই যে পথটি কালিকার গুহায় নিয়ে যায়, তাঁর মনে হল যেন সেই পথ অতন্দ্র নজরদারির মধ্যে আছে। তিনি তাঁর আধিকারিক রথে নেই বরং ব্যক্তিগত রথ যা এইসব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্যেই তিনি রেখেছেন তাতে চেপে রয়েছেন, তবু তিনি উদ্বিগ্ন বোধ করেন। *তাঁরা কী হারিয়ে যাওয়া মণিগুলি সম্পর্কে খোঁজ পেয়ে গেছেন,* পট্টরায় ভাবেন। অন্তত দেখে মনে হচ্ছে

BanglaBook.org

তারা জানেন কোথাও কিছু অসংগতি হয়েছে। *সতর্ক হও,* তিনি নিজেকেই বলেন। প্রতাপ এবং রুদ্র ভট্ট পিছনের আসনে চুপ করে বসে আছেন। বামনটি একটি চতুরঙ্গ নিয়ে নিজের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।

নির্জন রাস্তায় কয়েকটি পথবাতি ইতিমধ্যেই নিভে গিয়েছে এবং স্তম্ভগুলির নীচে অন্ধকার জমা হয়ে আছে। তাদের রথ মসৃণ রাজপথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে, রথের ঘন্টাধ্বনি এবং পাথরের ফলকের উপর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে ঘুম চলে আসছে। পট্টরায় ভাবেন, এখন যদি কেউ তাঁদেরকে দেখে, তাহলে দেখে মনে হবে কিছু অভিজাত পুরুষ দেবদাসীর আবাসে চলেছে। এর মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই।

নিশ্চিত রূপে এক বা দুজন চর এখন তাঁদের খেয়াল করছেই। কালিকার গুহাতেও নিশ্চয়ই গুপ্তচর আছে, পট্টরায় ভাবেন। তিনি এই খেলা বহুবার খেলেছেন। যদিও তাঁর মাথায় এই দুশ্চিন্তা ছিল যে তাঁদের আবরণ খুলে যাওয়ার একদম কিনারায় আছে, তবুও এই খেলায় তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছিলেন। যতদূর চোখ যায় তিনি নদীটি খুঁটিয়ে দেখে নিলেন। নগরীর দিকে যাওয়া কালো পালতোলা কোনো জাহাজের অন্ধকার ছায়ামূর্তি দেখা গেল না। এই নগরীতে জীমূতের নিজস্ব লোকজন আছে এবং এই ধূর্ত জলদস্যু নিশ্চয়ই বন্দরের দিকে আসা সমস্ত জাহাজে স্কন্দদাসের পরীক্ষা করা সম্পর্কে পাঠানো তথ্য পেয়ে গেছে। প্রতিকূল সময়ে দূরে থাকার মত যথেষ্ট বোধ তার আছে।

পট্টরায়ের কাঁধের কাছে দুলতে থাকা বাতির চারপাশে একটা মথ বন বন করে ঘুরছে। তাঁর চিন্তার শিকল ছিঁড়ে দিয়ে মথটি যতবার তাঁকে উত্যক্ত করছে, তিনি ততবার সেটিকে চাপড় মারতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে কে দণ্ডকারকে মারল আর কেইই বা মণিগুলি চুরি করল। না কি মণিগুলি সত্যিই নালি দিয়ে ধুয়ে চলে গেছে? সেগুলি তাঁকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উদ্ধার করতেই হবে। পট্টরায়ের হাত থেকে সময় বেরিয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

রথটি তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে রাজপথ ছাড়তেই দুলে উঠল এবং নদীর পাশ থেকে সরে এল। ঘন্টাগুলি পাগলের মত বেজে উঠতেই পট্টরায় সারথিকে ধমক দিয়ে রথ সামলে চালাতে বলেন। মথটি তাঁর গালে বসল এবং রেগে গিয়ে তিনি নিজেকেই

আঘাত করে বসলেন এবং মথের উষ্ণতা অনুভব করলেন। নিজের গাল থেকে মথের তরল মুছে ফেললেন। বাতির দোদুল্যমান আলোতে তিনি মথটিকে দেখেন, যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে, তাঁর হাতের আঘাতে সেটার একটা ডানা পিষে গেছে। স্কন্দদাস দিন দিন তাঁর ঘাড়ে ব্যথার মতন তৈরি হচ্ছেন। তাঁকে কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। মথটির যন্ত্রনার অবসান ঘটিয়ে তিনি সেটিকে থেঁতলে দিলেন, এবং হাসলেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তেরো

শিবগামী

দূর্গের প্রান্তে অবস্থিত অনাথালয়ে যখন তারা পৌঁছায়, শিবগামীর হৃদয় তলিয়ে যায়। রাজ অনাথালয়ের যদি কিছু রাজকীয় থেকে থাকে তা একমাত্র সেটির নামের মধ্যে। সেটি এক জরাজীর্ণ ভবন। যার দর্শনেই বিষণ্নতা আসে। একটি ছোট্ট বাতি সিঁড়ির ধাপ গুলি আলোকিত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভবনের দ্বারটি মরচে ধরা কালজীর্ণ দরজার উপরের কিছু ফলক নেই এবং একটি উচ্চাভিলাষী লতা ছাদের সেই গর্ত দিয়ে আকাশে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। একটি ছেলে সিঁড়িতে শুয়ে ছিল, তার মাথা ছেঁড়া বস্তা দিয়ে ঢাকা। রেবাম্মা তাকে লাথি মেরে জাগিয়ে তুলতেই ছেলেটি মুখ দিয়ে গালিগালাজের স্রোত বইয়ে দিল। খুব বেশী হলে তার বয়েস হবে দশ বছর, কিন্তু তার ভাষা কোনো পোক্ত সৈন্যকেও লজ্জা পাইয়ে দেবে।

"চুপ কর, দুষ্ট। নিজের নোংরা মুখ বন্ধ কর। আমাদের সঙ্গে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আছেন," রেবাম্মা হিসহিসিয়ে ওঠেন।

ছেলেটি শিবগামীর দিকে কিছুক্ষন থাকিয়ে থাকে তারপর জোরে হেসে ওঠে, "এই বেহায়া মেয়েটা?" তার ভাষা শুনে শিবগামী হতবাক হয়ে যায়। রেবাম্মা তার কান মুলে দেন। ঠিক তখনই তার চোখ মহাদেবের দিকে পড়ে।

"নতুন ছেলে?" ছেলেটি মহাদেবের চারপাশে পাক ঘোরে, তাঁকে খুঁটিয়ে দেখে। "কিন্তু এ তো রাজকুমারের মত পোশাক পরে আছে।"

BanglaBook.org

"ঘাড়ে মাথা রাখতে চাইলে নিজের ফাঁদ বন্ধ কর। ইনি মাহিষমতীর রাজপুত্র," রেবাম্মা তাকে ধাক্কা মেরে পথ থেকে সরিয়ে দিলেন এবং কঙ্কালসার দরজাটি খুললেন।

"রাজকুমার? সম্রাট কি মারা গেছেন যে এই রাজকুমার অনাথ আশ্রমে ভর্তি হতে এসেছে?" বিহ্বল হয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে ছেলেটি প্রশ্ন করে।

শিবগামী এতক্ষণ মহাদেবের উপস্থিতির কথা ভুলেই গিয়েছিল, এখন তাকে অপাঙ্গে দেখল। সে লজ্জায় লাল হয়ে সাংঘাতিক রকম অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। রেবাম্মা ছেলেটিকে অগ্রাহ্য করে রাজকুমারকে ভিতরে আমন্ত্রণ জানালেন।

"মহামহিম যদি আমাদের দুরবস্থা দেখেন, তাহলে আপনার হৃদয় বিগলিত হবে। দয়া করে ভিতরে এসে একবার দেখে যান।"

শিবগামী এখান থেকেই তা দেখতে পাচ্ছে, যদিও রাজকুমারের ভিতরে প্রবেশ করার কোনো ইচ্ছা ছিল না, তবু কাউকে প্রত্যাখ্যান করার মানুষ তিনি নন। মহাদেব নীরবে সম্মতি জানালেন এবং রেবাম্মা রাজকুমারের স্বাগতের জন্য দ্রুত আয়োজন করার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

সেই ছেলেটি শিবগামীকে জিজ্ঞাসা করল, "ইনি কি সত্যিই একজন রাজপুত্র?" সে তাকে গ্রাহ্য করল না। ছেলেটি তখন একই প্রশ্ন মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি অনিচ্ছুক ভাবে মাথা নাড়েন, যেন এই সত্যের জন্য তিনি বিব্রত। "ভণ্ড", শিবগামী নিজের মনেই বিড়বিড় করে। মাহিষমতীর রাজবংশের ব্যক্তিরা হাসির পিছনে বিষ লুকিয়ে রাখে। একদিন সে তাঁদের সবাইকে মেরে ফেলবে। সে মাহিষমতী রাজবংশকে ধ্বংস করে দেবে।

ছেলেটি কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যেন সংবাদটি আত্মস্থ করছে, তার পর ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে যে রাজপুত্র মহাদেব পরিদর্শন করতে এসেছেন। দুটো তলার অলিন্দ থেকেই বহু মাথা উঁকি মারে। বিশ্রী শব্দ করে দরজা খুলে যায়। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার জন্য অনেকগুলি পায়ের ধুপধাপ শব্দ পাওয়া যায়। সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে কেউ পড়ে গেল এবং গালিগালাজ দিল। উত্তেজিত চিৎকার প্রানবন্ত ফিসফিসানির সঙ্গে হাসির শব্দ ভেসে আসছে। খুব

তাড়াতাড়ি উঠোন প্রাঙ্গণ ছেলে মেয়ে এবং কয়েকজন পূর্ণবয়স্ক মহিলা এবং পুরুষে ভরে গেল।

মহাদেব বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং শিবগামী খেয়াল করে তিনি এখনো তার পুঁটুলিটা ধরে আছেন। সে তাঁর হাত থেকে পুঁটুলি নিয়ে অস্পষ্ট ভাবে ধন্যবাদ জানায়। এটা সেখানকার বাসিন্দাদের নজর এড়িয়ে গেল না। সে শুনতে পেল কেউ কানাঘুষো করে বলছে সে হয়ত তাঁর বোন, মাহিষমতীর কোনো রাজকন্যা। শিবগামী ক্ষুব্ধ হয়ে এই ভ্রান্ত ধারনার সংশোধন করাতে যায়, তখনই সে শোনে কোনো মেয়ে বলছে সে হয়ত রাজকুমারের প্রেমিকা হতে পারে। তার ভিতরে এক তীব্র বিরাগ সঞ্চারিত হয়। সে চিৎকার করে বলতে চায় সে মাহিষমতীর রাজবংশকে ঘৃণা করে, তার পিতার সাথে তারা যা করেছে সেজন্য সে তাদের প্রত্যেকের মৃত্যু কামনা করে।

রেবাম্মা ফিরে এসেছেন, চিৎকার করে প্রাঙ্গণকে আলোকিত করার নির্দেশ দিচ্ছেন। শীঘ্রই মশাল থেকে আসা পোড়া তেলের গন্ধে বাতাস ভরে উঠল। এবার শিবগামী সবার মুখ আরো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এখানে প্রায় দু'শ জন ছেলে মেয়ে হবে; ছেলের থেকে মেয়েই বেশী। তাদের বয়েসসীমা ছয় থেকে আঠেরো।

রাজকুমারকে পরম্পরাগত ভাবে স্বাগত জানানোর জন্য একটি বাটিতে কেশর আর হলুদ জল নিয়ে রেবাম্মা এগিয়ে এলেন, তার মধ্যে একটি প্রদীপ ভাসছে। রাজকুমারের পাশে দাঁড়িয়ে শিবগামী হঠাৎ সচেতন হয় যে, এই সমস্ত প্রক্রিয়াটি বাড়িতে নবদম্পতির প্রথম পদার্পণের সময় যে স্বাগত জানানো হয় তার সাথে অস্বস্তিকরভাবে হুবহু এক। কাউকে বুঝতে না দিয়ে সে পিছিয়ে গেল।

মধু ঝরানো কণ্ঠস্বরে রেবাম্মা রাজকুমারকে অনাথ আশ্রম একঝলক পরিদর্শন করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি তাঁকে ভিতরে নিয়ে গেলেন, ছেলেমেয়েদের বিশাল ভিড় তাঁদের অনুসরণ করে। কাপড়ের পুঁটুলির মধ্যে ভরা তার সমস্ত পার্থিব সম্পদ বুকে চেপে ধরে শিবগামী প্রাঙ্গণের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

"ওই বুড়ী কিন্তু কালকূট; না না তিনি কালকূটের থেকেও বিষাক্ত," পিছন থেকে আসা কণ্ঠস্বরে শিবগামী চমকে ওঠে। তারই বয়েসি একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

BanglaBook.org

"আমি কামাক্ষী," মেয়েটি হেসে বলে। পালিশ করা কষ্টিপাথরের মত তার গায়ের রঙ। সে হাসতেই তার কিছুটা বাঁকা শ্বাদন্ত তাকে দুষ্টু, ছেলেমানুষি রূপ দিল। তার চোখ প্রাণশক্তিতে ঝলমল করছে।

"শিবগামী।"

"রেবাম্মার কাছ থেকে তোমার নাম শুনলাম," কামাক্ষী বলে। "মাহিষমতীর রাজকুমার কে দিয়ে পুঁটুলি বওয়াতে পারলে কী করে?"সে প্রশ্ন করে।

"তোমার এত মাথাব্যথা কিসের?" শিবগামী ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে, সম্পূর্ণ অচেনা একজনের এই রকম অন্তরঙ্গ প্রশ্ন করার স্পর্ধা দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিন্তু যখন দেখে কামাক্ষীর মুখ ঝুলে গেছে, সে বুঝতে পারে তার উত্তর কঠোর হয়েছে গেছে। আসলে এই মেয়েটি তো শুধু বন্ধুত্ব করারই চেষ্টা করছিল।

"এই অনাথ আশ্রমে কতজন বাসিন্দা আছে?" সে দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে দেয়।

"তাতে কী আসে যায়? এখন শুধু আমরা দুজন," বলে কামাক্ষী ফাঁকা প্রাঙ্গনের চারপাশে দেখে নেয়, তারপর হাসিতে ফেটে পড়ে। শিবগামী আড়ষ্ট আর সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

"আজ সন্ধেবেলা নিয়ে দুই শত বত্রিশজন আছে এখানে। তুমি নিশ্চয়ই ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছ আমি কি করে একদম নির্ভুল সংখ্যা বললাম। আসলে, তুমি অনাথ আশ্রমের মেয়েদের প্রধানের মুখ্যের দিকে তাকিয়ে আছ। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকটা মেয়েই আমাকে অপছন্দ করে। তুমি যেহেতু নতুন আর আমার দুর্বৃত্ততা সম্পর্কে তোমার জানা নেই, তাই আমি ভাবলাম তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করা যাক।" দুষ্টুমিতে কামাক্ষীর চোখ ঝিকমিক করে উঠল। শিবগামী লক্ষ্য করে সে হাসছে। তারা শুনতে পায় পরিপার্শ্ববর্গ রাজকুমারের সাথে দোতলা দিয়ে হেঁটে চলেছে। একশোরও বেশী মুখ থেকে বের হওয়া গুঞ্জন ধ্বনি ছাপিয়ে রেবাম্মার গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

"এসো, আমি তোমাকে তোমার কক্ষ দেখিয়ে দিই," কামাক্ষী বলে। "আমার কক্ষে যে থাকত, সে চলে যাওয়ায় একটা অতিরিক্ত বিছানা আছে। রেবাম্মা তোমার জন্য যতদিন অন্য ব্যবস্থা না করছেন, তুমি সেখানে থাকতে পার।"

BanglaBook.org

শিবগামী এই জরাজীর্ণ কাঠামোর চারপাশে তাকিয়ে শিউরে ওঠে, বাস্তবতা তার চোখের সামনে ক্রমশ জাগরূক হচ্ছে। পরবর্তী কয়েক মাস অন্তত তাকে এখানেই অতিবাহিত করতে হবে, এই মানুষদের সাথে, এই ভগ্নপ্রায় নির্মাণের মধ্যে, যেটা দেখে মনে হচ্ছে আগামী বর্ষায় ধ্বসে পড়বে। আর তাছাড়াও হয়ত কারো বাড়িতে দাসীর কাজ করা ব্যতীত তার সামনে কোনো ভবিষ্যতের পথ খোলা নেই। সে বিষাদময় চিন্তাকে মাথা থেকে সরিয়ে দেয়। এইসবের জন্য পরেও অনেক সময় পাওয়া যাবে।

সে দেখে অনুজ্জ্বল আলোযুক্ত একটি কক্ষ, একটা ছেলে চুপিসারে কিছু করছে। কামাক্ষী নিজের বকবকানি থামিয়ে তার দৃষ্টিপথ কে অনুসরণ করে।

"এটা সেই শয়তান ছেলে, উখঙ্গ," সে বলে ওঠে। সে পা টিপে টিপে ঘরে প্রবেশ করে, শিবগামী রয়েছে তার ঠিক পিছনেই। শিবগামী চতুর্দিকে চোখ বোলায়। সেখানে একসারি উনান, ভিতরে স্তূপাকারত করে ছাই জমে আছে, মেঝেতে বোঝাই করে কয়লা পড়ে। তলা পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া বিশাল বিশাল তামার হাঁড়ি এককোণে জমা করে রাখা। এটা এই অনাথ আশ্রমের রান্নাঘর। তারা যখন তাঁকে চমকে দিল সে তখন রান্নাঘরের তাকগুলি তন্নতন্ন করে কিছু খুঁজছিল। শিবগামী আসার সময় যে প্রবেশ পথে শুয়ে ছিল, এটা সেই ছেলেটা।

"চোর!" কামাক্ষী ছেলেটির কান ধরতেই সে চিৎকার করে ওঠে।

"তুই আমাকে শাস্তি দিতে পারিস না, কুলটা," সে বলে। কামাক্ষী তার কানে আর একটা মোচড় দিতেই ছেলেটি তীক্ষ্ণ স্বরে কেঁদে ওঠে।

"আবার যদি তুই অশ্লীল শব্দ বলেছিস, আমি তোর নোংরা মুখে ছাই গুঁজে দেব," কামাক্ষী ভয় দেখায়।

"ও মা গো, ছাড়ো দিদি। লাগছে।"

কামাক্ষী আরো একটা মোচড় দেয়, "দিদি? হুম, এবার তুই শুধরেছিস। আমার মনে হয় এই পদ্ধতিটা কাজে দিয়েছে।"

"মা গো, এটা আমার জন্য নয়। এটা থোন্ডকের জন্য। ওরা পান করার মতলব করেছে।"

BanglaBOOK.org

"পান করার! দাঁড়া রেবাম্মা মাতাকে বলি," কামাক্ষী উখঙ্গের অন্য কানটি ধরেও মোচড় দেয়।

"কুক্কুরী, ওনার স্বামী নিজেই আসরের জন্য তাড়ি এনেছে। তুমি আমাকে কেন শাস্তি দিচ্ছ? সাহস থাকে তো থোন্ডককে গিয়ে বলো। তুমি আমার মুখ্য নও, তুমি মেয়েদের মুখ্য। আমার মুখ্য আমাকে যা বলবে আমি তাই করব," উখঙ্গ কেঁদে উঠে কামাক্ষীর কবল থেকে পালানোর চেষ্টা করে।

"আমি এটা রাজকুমারকে গিয়ে নালিশ করব," তাক ছেড়ে দিয়ে কামাক্ষী বলে।

"তুমি কোনো রাজকুমারকে চেনো না," দু হাত দিয়ে নিজের কান মালিশ করতে করতে উখঙ্গ বলে।

"না চিনি না, কিন্তু এই দিদি চেনে," কামাক্ষী শিবগামীর দিকে আঙুল দেখায়। "এবার আমার ঘরে এসে পরিষ্কার করে দিয়ে যা। এই দিদির জন্য আমাদের বন্দোবস্ত করতে হবে," ছেলেটিকে রান্নাঘর থেকে ধাক্কা মেরে বের করে কামাক্ষী আদেশ করে। ঘরের কোণ থেকে ঝাঁটা নিয়ে সে ছেলেটির হাতে ধরিয়ে দেয় আর শিবগামীর হাত থেকে পুঁটুলি নিয়ে তার মাথায় চাপায়।

কয়েক পা চলার পর, উখঙ্গ ঘুরে দাঁড়ায়। "সে যদি রাজকুমারের প্রেমিকাই হবে, তাহলে একটা অনাথাশ্রমে কেন থাকতে এসেছে?" উখঙ্গ সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে শিবগামীর দিকে তাকায়। শিবগামীর মুখ আরক্তিম হয়ে ওঠে। এইসব গুজব ছড়ানো ছাড়া এদের কোনো কাজ নেই। সে কারো প্রেমিকা নয়। তারা একা হতেই তাকে কামাক্ষীকে বলতেই হবে।

"ছোটোলোকদের বড় বড় বিষয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই। দৌড়ে যা, শয়তান, যা বলেছি তাই কর, নাহলে এই দিদি তোকে আজ চাবুক মারা করাবে।"

তারা তার পিছুপিছু ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে, প্রত্যেক পদক্ষেপের সঙ্গে সিঁড়ি তীক্ষ্ণ শব্দ তুলছে। তারা দেখতে পেল একদল ছেলে মেয়ের সাথে রেবাম্মা প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে রয়েছেন। শিবগামী ভাবে রাজকুমার হয়ত চলে গিয়েছেন। তারা কামাক্ষীর কক্ষে প্রবেশ করে। উখঙ্গ ইতিমধ্যেই পুরনো কম্বল আর

BanglaBook.org

নোংরা কাপড় এককোণে স্তূপ করে রেখে একটা তক্তাকে একধারে সরিয়ে দিয়েছে। সে কুঁজো হয়ে ঝাঁট দিচ্ছে আর শিবগামীর পুঁটুলি পড়ে রয়েছে মেঝেতে।

"রাজকুমারের প্রেয়সীর বসবাসের যোগ্য কক্ষ এটি ঠিক নয়, কিন্তু তবুও..." কামাক্ষী বলে।

"তুমি কি দয়া করে আমাকে তার প্রেমিকা বলা বন্ধ করবে? আমি কারো প্রেয়সি নই। আমার শুধু তাঁর সাথে দেখা হয়েছে," শিবগামী বলে ওঠে। চিঁ চিঁ করতে থাকা একটা ইঁদুরের লেজ ধরে, উত্থঙ্গ হামাগুড়ি দিয়ে তক্তার তলা থেকে বেড়িয়ে আসে। সে কক্ষের বাইরে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

"কী রে, কোথায় চললি?" কামাক্ষী তাকে খামচে ধরে অবাক হয়ে বলে।

"সে রাজকুমারের প্রেমিকা নয়। আমি তাকে এই কথা বলতে শুনেছি। ছেড়ে দে আমাকে, মাগী," কামাক্ষীর হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে সে ছটফট করে।

"আমি যা বলেছি তুই তাই করবি, শয়তান কোথাকার।" কামাক্ষীর এই কথা বলা মাত্রই ছেলেটি তার মুখে ইঁদুর ছুঁড়ে দেয়। কামাক্ষী চিৎকার করে নিজের তক্তার উপর উঠে যায়। ছেলেটি এইসময় দ্রুত কক্ষ থেকে পালাতে যায় কিন্তু পুঁটুলিতে হোঁচট লেগে মুখ থুবড়ে পড়ে। শিবগামী ছুটে গেল তাকে সাহায্য করার জন্য।

ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়, আর শিবগামী প্রস্তরীভূত হয়ে দেখে সে তার পিতার পাণ্ডুলিপিটি ধরে রয়েছে। কয়েক মুহুর্তের জন্য ছেলেটি সেটির দিকে তাকিয়ে শিবগামীর মুখের দিকে ঘুরে দেখে। শিবগামী তার হাত থেকে সেটি নিতে গেলে সে দ্রুত সরে যায়।

"আরে, আরে, এটা কী? ডাকিনীবিদ্যা?" সে চিৎকার করে। শিবগামী বইটি ছিনিয়ে নিতে চায়, কিন্তু ছেলেটি পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে কক্ষ থেকে ছুটে পালিয়ে যায়। সে অলিন্দ দিয়ে দৌড়ায় আর শিবগামী তার পিছনে ধাওয়া করে। শিবগামী আচমকা তার দিকে ঝাঁপ দেয়। ছেলেটি ঘোরানো সিঁড়ির একেবারে প্রান্তে ছিল, তাই শিবগামীকে সামান্য এড়াতে গিয়েই সে সামনের দিকে টলে যায় এবং অকস্মাৎ সে নিজের পদক্ষেপ হারিয়ে ফেলে। অসহায় শিবগামী আতঙ্কে তাকে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যেতে দেখে, তার মাথায় বহুবার আঘাত লাগে। শিবগামী আর্তনাদ

BanglaBook.org

করে ওঠে। ছেলেটি চিৎ হয়ে মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। তার মাথা থেকে অবিরাম রক্ত ঝরছে, এবং সে নড়ছে না। শিবগামীর পাণ্ডুলিপি পড়ে আছে তার কয়েক হাত দূরেই। অন্যদিক থেকে চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ আসে। তারা হয়ত ছেলেটির পড়ে যাওয়ার শব্দ পেয়েছে, বা তার চিৎকারের। শিবগামী অনেকের ছুটে আসার শব্দ শোনে।

পাণ্ডুলিপিটা! তার হৃৎপিণ্ড গলায় উঠে আসে। অন্যসব ভাবনারা তার রুদ্ধ হয়ে যায়, সে অর্ধেক হোঁচট খেয়ে অর্ধেক ঝাঁপিয়ে পড়িমড়ি করে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, অন্যেরা এসে ভিড় জমানোর আগেই এক লহমায় সে সিঁড়ির নিচে পৌঁছে যায়। সে পাণ্ডুলিপিটি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে নিজের বক্ষ বন্ধনীর ভিতরে ঠেসে গুঁজে দেয়। ঠিক এই সময়ে সবাই এসে উপস্থিত হয়।

"ও মা গো, বাবা গো, ছেলে টা মরে গেল গো," রেবাম্মা দুহাত দিয়ে নিজের মাথা চাপড়ান। চারিদিকে আক্রোশপূর্ণ কলধ্বনি শুরু হয়েছে।

"আমি ওই মেয়েটাকে ধাক্কা দিতে দেখেছি," একটা কর্কশকণ্ঠ বলে ওঠে আর শিবগামী মাথা তোলে। কান্নায় তার চোখ ঝাপসা হয়ে আছে, সে বক্তার মুখ বুঝতে পারে না।

"না সে নিজেই পড়ে গেছে, আর আসলে শিবগামী তাকে বাঁচানোর করার চেষ্টা করেছিল," পিছন থেকে কামাক্ষীর গলা শুনতে পায়।

"না, কামাক্ষী, আমি একে মেরেছি", সে চিৎকার করে বলতে চায়। সে ঠোঁট কামড়ে কান্না আটকানোর চেষ্টা করে কিন্তু অপরাধবোধ তাকে আবিষ্ট করে ফেলেছে। "হে মা গৌরী, এ আমি কী করলাম, এ আমি কী করলাম," সে কোনো উত্তরের প্রত্যাশা না করেই অস্পষ্ট স্বরে বলতে থাকে।

কামাক্ষী আর সেই ছেলেটির মধ্যে বচসা শুরু হয়েছে, অন্য বাসিন্দারাও চড়া গলায় তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। রেবাম্মা উন্মাদের মত কেঁদে যাচ্ছেন। শিবগামী বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে কিভাবে এই কাজ করতে পারল, নিজেকে বারবার এই প্রশ্ন করে।

"এ মারা যায় নি, এখনো শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে।"প্রথমে সে মর্মোপলব্ধিই করতে পারেনি কী শুনছে। সে অস্পষ্টভাবে রাজকুমার মহাদেবের কণ্ঠস্বর চিনতে পারে।

BanglaBook.org

ঝাপসা চোখেই শিবগামী দেখে নিজের রেশমের অঙ্গবস্ত্র দিয়ে রাজকুমার মহাদেব অনাথ ছেলেটির মুখ থেকে রক্ত মুছিয়ে দিচ্ছেন। তিনি ছেলেটির বুকে মাথা পেতে বলেন, "আমি হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। তাকে যদি এখন রাজবৈদ্যের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে বাঁচানো যাবে। আপনাদের কোনো যানবাহন আছে?"

রেবাম্মা ইতস্তত করেন। তাঁর স্বামী হয়ত অনাথালয়ের সরকারী শকটটি নিয়ে কোনো বেশ্যালয়ে গিয়েছেন।

বৃথা বাক্য ব্যয় না করে রাজকুমার ছেলেটিকে নিজের কাঁধে তুলে নেন। রেবাম্মা চিৎকার করে ওঠেন, "মহামহিম, ছেলেদের মধ্যে কেউ ওকে বয়ে নিয়ে যাবে। আপনার মহার্ঘ রাজপোশাক নোংরা করবেন না। সে শুধুমাত্র একটা অনাথ ছেলে।"

কিন্তু মহাদেব তাঁকে অগ্রাহ্য করে আর শিবগামী দেখে অচৈতন্য ছেলেটির দেহ কাঁধে নিয়ে তিনি অনাথ আশ্রমের দরজা পার হন। দরজার মুখে তিনি ঘুরে দাঁড়াতেই শিবগামীর চোখে চোখ পড়ে। তাতে শিবগামীর মেরুদন্ড বেয়ে শিহরণ নেমে যায়। তিনি কি জেনে ফেলেছেন যে শিবগামীই এটা করেছে? সে মেঝেতে বসে পড়ে। তার বুকের গুরুভার তার হাঁটুরা আর বহন করতে পারছেনা।

"অন্যেরা বিশ্বাস করতে পারে সে পড়ে গেছিল কিন্তু আমি জানি তুই ওকে ধাক্কা দিয়েছিলি। এই থোন্ডক জানে। তোকে এর মূল্য চোকাতে হবে, খানকী।" শিবগামী দেখে এই সেই ছেলে যে প্রথম তাকে দোষারোপ করেছিল। *হ্যাঁ, আমিই এই কাজ করেছি,* সে চিৎকার করে জানান দিতে চায়। *আমাকে শাস্তি দাও,* সে কাঁদতে চায়, কিন্তু কামাক্ষীর হাত তার কাঁধে চাপ দেয়।

"গুজব ছড়াবি না, থোন্ডক," কামাক্ষী তীব্র গর্জন করে ওঠে।

"সে আমার ছোট্ট বন্ধু ছিল, আর যদি সে মারা যায়, তুই ভালোয় ভালোয় দিন গুনতে শুরু কর," শিবগামীর কানের কাছে হিসহিসিয়ে বলে সে দ্রুত রাজকুমারকে অনুসরণ করে। দুহাতের তালুতে মুখ ঢেকে, শিবগামী স্থির হয়ে বসে থাকে।

"এটা একটা দুর্ঘটনা ছিল," কামাক্ষী তাঁকে সান্তনা দেয়। শিবগামী অস্বীকৃত ভাবে মাথা নাড়ে। সেই ছেলেটিকে মেরেছে। এই পাপ নিয়ে সে কীভাবে বেঁচে থাকবে? "হে মা গৌরী, ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দাও, তাঁকে সুস্থ করে দাও

BanglaBook.org

মা,"শিবগামী প্রার্থনা করে, কাউকে মুখ দেখানোর সাহস না পেয়ে, নিজের মুখ ঢেকে রাখে। তার বুকের কাছে পাণ্ডুলিপিটি গুরুভার হয়ে আছে, কিন্তু বুকের মধ্যে গেঁথে থাকা পাপবোধের ভার আরো গুরুতর। তার পাশে বসা কামাক্ষীর ভারী নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া অনাথ আশ্রম অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চোদ্দ

কাটাপ্পা

নদীর পার্শ্ববর্তী পথ ধরে পালকি এগিয়ে চলেছে, কিন্তু উপকূলের কাছে ভূখন্ড আরও পাথুরে। জ্যোৎস্নাতে ঝোপঝাড়গুলি অন্ধকার ছোপের মত দেখাচ্ছে। দুই পাশে বৃক্ষরাজি নদীর গর্জনকে আচ্ছাদিত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা একটি পাহাড়ে উঠছে। কাটাপ্পা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। রাজকুমার মহাদেবের প্রায় মুখোমুখিই পড়ে গিয়েছিল তারা। কেকী ঘুরে তাকিয়ে দেখে বিজ্জল ঘেমে স্নান করে উঠেছেন। ইচ্ছাকৃত ভাবে কাটাপ্পার মুখে নিজের স্তন বুলিয়ে দিয়ে সে বিজ্জলের দিকে ঝুঁকে তাঁকে আলতো চাপড়ায়, "আমার উপর ভরসা রাখুন,যুবরাজ, এই যাত্রার সব বিপদের মূল্য সুদে আসলে উসুল হবে। কালকে আপনি এই নগন্য নপুংসককে ধন্যবাদ জানিয়ে তার উপর মণি মাণিক্য বর্ষিত করবেন।"

সে পিছনে ঝুঁকে কাটাপ্পার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকায়। "কালোমাণিক," সে কাটাপ্পার কানের লতি চেটে দিয়ে ফিসফিস করে। "এমন কী বস্তু আছে, যা তুমি মৃত্যুর আগে করতে চাও?"

কাটাপ্পা দ্রুত সোজা হয়ে কোষ থেকে তলোয়ারের অর্ধেকাংশ বের করে।

"শান্ত হও, দাসনন্দন, শান্ত হও," কেকী বলে। "এটা কেবলমাত্র একটা নিরীহ প্রশ্ন ছিল। আমাদের গুহায় অবর্ণ মেয়েও আছে। আমরাও দেখব তোমার ছোট্টসোনা কেমন কর্মক্ষম।" কেকী কাটাপ্পার পুরুষাঙ্গ খামচে ধরতেই প্রতিবর্ত ক্রিয়া স্বরূপ কাটাপ্পার কনুই বাইরের দিকে ঝাঁকুনি দিয়ে কেকীর মুখে আঘাত করে

Banglabook.org

তার ঠোঁট ফাটিয়ে দেয়। পালকি প্রবল ভাবে নড়ে উঠতেই বিজ্জলের মাথা ছাদের সঙ্গে ঠুকে যায়।

"বেজন্মা দাস কোথাকার," বিজ্জল চিৎকার করেন।

হাতের তালুর উলটো পিঠে ঠোঁটের রক্ত মুছে কেকী বলে, "এটা আমার ভুল, যুবরাজ। এই কালোমানিক একটু বেশীই সুশোভন। বেচারি কেকী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল।"

কাটাপ্পা নিজের তলোয়ারের হাতল চেপে ধরে সোজা সামনে দিকে তাকিয়ে থাকে। পালকি আন্দোলিত হয়ে কর্কশ শব্দ তোলে। সমবেত কণ্ঠের 'হো-হো-হো-হো' ধ্বনি আর মাহিষমতী নদীর ক্ষীণ স্রোতের আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কেকী একটি শিঙা বের করে আনা অবধি যুবরাজ নিশ্চুপ ছিলেন; সুমিষ্ট ঝাঁঝালো গন্ধে পালকির ভিতর পূর্ণ হয়ে উঠল। বিজ্জল চোখ বিস্ফারিত করেন।

"অশ্বশক্তি – গোমেদক পর্বতের সর্বোৎকৃষ্ট ঘাসের নির্যাস," কেকী বলে, "এর এক চুমুক আর এমনকি পরমেশ্বরের মত বুড়ো ভামও কামকলায় বিশারদ হয়ে উঠবে। কামদেব এবং রতির পানীয়!"

"আমার জন্য?" কম্পিত হাতে বিজ্জল সেটি নিয়ে এমনভাবে প্রশ্ন করেন যেন কোনো শিশু তার প্রথম খেলনা হাতে পেল। কেকী মৃদু হাসে। কাটাপ্পা ভাবে শিঙাটি ছিনিয়ে নিয়ে নদীতে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু যুবরাজ সেটি শুঁকে তরলের শেষ বিন্দুটুকু গলায় ঢেলে নেয়। রক্ত হিম হওয়া চিৎকারে চতুর্দিক চমকে দিয়ে পথের দুই প্রান্তস্থ ঝোপের ভিতর থেকে পাখিরা আর্তনাদ করতে করতে উড়ে গেল। পালকি ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায়।

"তুমি আমাকে মারতে চাইছ," বিজ্জল চিৎকার করেন, তাঁর জিভ বাইরে ঝুলে রয়েছে, আর তিনি হাত দিয়ে জিভে হাওয়া করছেন।

কেকী হো হো করে হেসে ওঠে। "একবারে এক চুমুক মোটে পান করতে হয়, আমার কুমার। কিন্তু আমি আপনার প্রশংসা করছি। এক চুমুকে এক শিঙা সোনালী তরল শেষ করে ফেললেন! এটা তো একটা হাতিকেও কাত করে ফেলবে। কালিকার মেয়েরা মনোরঞ্জনের অপেক্ষায় রইল, তারা তো আপনার উপর বিমোহিত হয়ে পড়বে আর সকালে বিবৃত করার জন্য চরম সব গল্প পাবে। যে মানুষ

BanglaBook.org

এক চুমুকে সমগ্র অশ্বশক্তি পান করে ফেলে সে তো অশ্বের চেয়েও শক্তিশালী," বলে সে নিজের কালো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নেয়।

"আমি একটা ঘোড়ার থেকেও শক্তিশালী," বিজ্জলের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। "না না, আমি ক্ষমা চাইছি, *হিক্‌*। দুটো ঘোড়া," যুবরাজ হেসে উঠে কেকীর মুখের সামনে তিনটি আঙুল তুলে ধরে। তিনি দাঁত বের করে হেসে জোরে জোরে গোনেন, "এক, দুই আর তিন। প্রিয়তমা কেকী, আমি ক'টা হাতির কথা বলেছি?"

"শুধুমাত্র দুটির কথা, প্রভু। এবং আপনি অশ্বের কথা বলেছিলেন, হাতির কথা নয়।"

"ওহ তাই নাকি? আশা করি তুমি আমার বিরুদ্ধে এটা প্রয়োগ করবে না, কেকী। *হিক্‌*। "বিজ্জল একটা আঙুল গুটিয়ে নেন। "এবার তুমি খুশী? গণিত ঠিক হয়েছে? তোমার কাছে এই বস্তু আর আছে, প্রাণপ্রিয়া কেকী?" বিজ্জল কেকীর কাছে গিয়ে তার মসৃণ গালে আদর করে। কেকী বিজ্জলের হাতে চুম্বন করে তাঁকে আর একটি শিঙা ধরিয়ে দেয়।

"আমার যুবরাজের জন্য সবকিছু করতে পারি। কিন্তু আপনাকে সাবধান করে দিই, প্রভু, এটি কিন্তু আগেরটির তুলনায় শক্তিশালী।"

বিজ্জল সেটি ছিনিয়ে নেন এবং কাটাপ্পার পলক ফেলার আগেই সেটি নিঃশেষ করে ফেলেন। যুবরাজ এখন হাসিতে ফেটে পড়ছেন এবং আমোদে কাটাপ্পার পিঠে চাপড় মারেন। "তুই কি সুন্দর একটা কালো কুকুর। যদিও দুর্গন্ধযুক্ত, কিন্তু তাও আমার কুকুর," নিজের পরিহাসে বিজ্জল নিজেই হেসে গড়িয়ে যান।

কেকী বলে, "আমরা কালিকার গুহা পর্যন্ত পৌঁছানো অবধি অপেক্ষা করুন। আপনি সেখানে সোনালী তরলে সাঁতার কাটতে পারবেন।"

"সাঁতার?"

"হ্যাঁ, সাঁতার; তাও আবার নগ্ন অপ্সরাদের সঙ্গে।"

"সোনালী তরলে?"

"হ্যাঁ, প্রভু।"

"অপ্সরাদের সাথে?"

"বাস্তবিকপক্ষেই, প্রভু।"

BanglaBook.org

"আর তারা নগ্ন থাকবে?"

"নিশ্চয়ই, প্রভু।"

"ওহ, কি মধুর," জড়ানো গলায় বলে বিজ্জল অচৈতন্য হয়ে যান। পালকি আন্দোলিত হয়ে চলতে থাকে। তারা নদীর পাশের পথ থেকে বেঁকে গিয়ে এখন একটি পাহাড়ের উপর চড়ছে, আর বাহকেরা শক্তি প্রয়োগের ফলে হাঁপাচ্ছে। কাটাপ্পা বিজ্জলের মুখ থেকে গড়ানো লালা মুছিয়ে দেয়। পরিস্থিতি ভুল দিকে চলেছে আর কাটাপ্পা ভাবে কী করতে হবে তা যদি সে জানত। তার শরীরের সমস্ত স্নায়ু সজাগ হয়ে উঠছে, আসন্ন বিপদের জন্য তাকে সতর্ক করছে।

অনেক দূরে, পাহাড়ের চূড়ায় আলোর ক্ষীণ প্রভা, পর্দার ভিতর দিয়ে সে দেখতে পায়। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সঙ্গীতের সুর মূর্ছনা ভেসে আসছে। কাটাপ্পা বোঝে কেকী তার দিকেই তাকিয়ে আছে, সে নিজের ঘাড়ে তার নিশ্বাস অনুভব করে। কাটাপ্পা দ্রুত নিজের মাথা ঘোরাতেই দেখে কেকীর মুখ তার মুখের অত্যন্ত কাছে চলে এসেছে। তার স্ফীত মুখের শয়তানোচিত হাসি কাটাপ্পার মেরুদণ্ড বেয়ে হিম শীতল স্রোত বইয়ে দিল। কাটাপ্পা মূর্তির ন্যায় বসে আছে। বিজ্জল তার কাঁধে মাথা রেখে নাক ডাকছেন। কাটাপ্পার দুর্দশায় তার ভাইয়ের জন্য দুশ্চিন্তাও যোগ হয়েছে। তাকে তার ভাইয়ের অনুসন্ধানে বের হয়ে ফিরিয়ে আনতেই হবে।

অবশেষে পালকি থামে আর কেকী পর্দা সরিয়ে দেয়। সে লাফিয়ে নেমে আড়মোড়া ভাঙে। কাটাপ্পা বিজ্জলকে ঘুম থেকে তুলতে কিছু সময় নেয় এবং তাঁকে পালকি থেকে বের হতে সাহায্য করে।

যুবরাজ নির্বোধের মত হাসেন, এবং কাটাপ্পার কাঁধ এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেন যেন সে তাঁর দাস নয়, অন্তরঙ্গ সখা। কাটাপ্পা প্রার্থনা করে এই ব্যঙ্গাত্মক পরিস্থিতির যেন কোনো সাক্ষী না থাকে। এই জন্য সে আগামীকাল চাবুক অবধি খেতে পারে।

তারা কালিকার গুহায় যাওয়ার পথের দিকে ঘুরতেই দেখে সেই রাস্তা ইতস্তত ভাবে রাখা পালকি এবং রথে জট পাকিয়ে আছে। তারা পথে যত অগ্রসর হতে থাকল – হর্ষোল্লাস ধ্বনি – থাকিল্ ঢোলক, নাদস্বর, মৃদঙ্গ এবং ঘটের শব্দের সাথে তীব্র চিৎকার ও শিসের ধ্বনি মিশ্রিত হয়ে চতুর্দিক শ্রুতিকটু করে তুলল। কাটাপ্পা দেখে পান্থশালাটি কোনো রাজার দুর্গের মত প্রহরি দ্বারা সুরক্ষিত। সহস্র হাত দূর

BanglaBook.org

থেকেও পথের একবারে শেষ প্রান্তস্থ দরজায় অন্ততপক্ষে বারোজন প্রহরীকে সে চিহ্নিত করতে পারে। সে লক্ষ্য করে আরও অনেক বল্লমধারী প্রহরী উঁচু গড়-প্রাচীরের উপরে অবস্থিত। পথের দুইপাশের সারবদ্ধ বিপণিগুলি ঔষধি, সুগন্ধি তেল, রেশম বস্ত্র, সস্তা চোলাই মদ বিক্রি করছে। নিজেদের জন্য বা প্রভুর জন্য ক্রয়রত অভিজাতদের ভৃত্য, রথের সারথি, শকট চালক, এবং পালকির বেহারাতে পথ জনাকীর্ন। ভরাট চেহারার রমণীরা রঞ্জিত মুখে বারান্দায় বসে আছে এবং তাদের কুটনিরা খদ্দের ডাকাডাকিতে ব্যস্ত। প্রমোদ ভবনের প্রবেশ পথ থেকেই তারা চিৎকার করে তাদের প্রতিপাল্যদের কামকলার দক্ষতা বর্ণনা করছে।

বিজ্জল বিস্ময়াভিভূত চোখে চারিদিকে তাকান। এক ফোকলা মুখো কুটনি এসে যুবরাজের হাত ধরে, "আসুন, স্বামী, মোহিনীর ভবনে আসুন। সুন্দরী ললনার আমের মত স্তন আর আঙুরের মত বৃন্ত আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছে।"

হঠাৎ আর একজন এসে কাটাপ্পাকে ধরে, "শ্রীমন্ত, ভিতরে আসুন। কৃষ্ণবেণী যুক্ত মহিলা, কৃষ্ণ মৃগের ন্যায় মসৃণ ত্বক, কামোদ্দীপক চোখ, সরস ঠোঁট - আসুন, রাগিণীর গৃহে পদার্পণ করুন।"

কেকী আর তার লোকজন কুটনিদের তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আরও আসতে থাকে। কুটনিরা তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছে, তাদের দেহোপজীবিনীদের দৈহিক সম্পত্তি যার প্রত্যেক অঙ্গ দিয়ে তারা কেমন ভাবে সুখ দিতে পারে সে কথা গান গেয়ে শোনাচ্ছে। একটি রেশমের বস্ত্রখণ্ড কাটাপ্পার উপর এসে পড়তেই সে উপরে তাকায়। এক স্ত্রীলোক অলিন্দের স্তম্ভের উপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কাটাপ্পাকে দেখে তার অনাবৃত স্তন আন্দোলিত করে। সেই দৃশ্যে কাটাপ্পা শিহরিত হয় এবং বুঝতে পারে তার হাতে ধৃত কাপড়টি ওই রমণীর বক্ষ বন্ধনী। উপর থেকে উচ্চস্বরে হাসির শব্দ ভেসে আসে আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাটাপ্পা কাম তাড়িত হয়। *"এ পাপ, এই স্থান কলুষিত,"* সে নিজেকে বলে যেতে থাকে।

পথের প্রথম ভবনটিতে বিজ্জল প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কেকী খপ করে তাঁর হাত ধরে বাম দিকের একটি অট্টালিকায় প্রবেশ করে।

"এটি একটি গোপন পথ, যুবরাজ," তারা অট্টালিকাটিতে প্রবেশ করতেই কেকী বলে।

banglaBook.org

ভিতরে ঘন অন্ধকার, কিন্তু বিজ্জল দেখে অনেক ছায়ামূর্তি, কেউ মেঝেতে, কেউ বা কর্কশ শব্দ ওঠা তক্তার উপরে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় কামক্রীড়ারত, ধীর ছন্দে শরীর সঞ্চালিত করতে করতে উর্ধশ্বাসে হাঁপাচ্ছে। বোঁটকা গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে। আদিম শব্দ, শীৎকার, নিশ্বাসের স্বরাঘাত, তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ স্থানটিকে পাপের ন্যায় তামসী করে তুলেছে।

"এইদিকে, এইদিকে," কেকী বলে, ধরে রাখা বিজ্জলের হাত সে কোনো মতেই ছাড়ে না। অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে একটি সংকীর্ণ দর দালানের মধ্যে কাটাপ্পা তাদের অনুসরণ করছে। কক্ষগুলির ভিতরে প্রদীপ জ্বলছে এবং ঘন ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে নিচু ছাদের তলায় ঝুলে রয়েছে। প্রত্যেক কক্ষে মিথুন যুগল, কোনো কোনো কক্ষে যুগলেরও বেশী। কাটাপ্পা হেঁটে চলেছে, সযত্নে চেষ্টা করছে না তাকানোর কিন্তু শব্দ থেকে অব্যহতি পাওয়ার কোনো পথ নেই। অকস্মাৎ একটি মেয়ে একটি কক্ষ থেকে ছুটে বেরিয়ে এল, তাঁর পিছনে ধাবমান এক পুরুষ। কাটাপ্পার সঙ্গে মেয়েটির ধাক্কা লাগে, এবং কাটাপ্পা যেই বুঝতে পারে মেয়েটি তার জন্মমুহূর্তের ন্যায় উলঙ্গ, সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। মেয়েটি কাটাপ্পার দিকে তাকিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, আর সেই ধাবমান পুরুষটি তাকে পিছন থেকে আলিঙ্গন করে। তারা কাটাপ্পার সামনে হর্ষোল্লাস করতে করতে পড়ে যায় এবং কাটাপ্পার কোনো প্রতিক্রিয়া করার আগেই পুরুষটি মেয়েটির সঙ্গে কুকুরের ন্যায় পশ্চাদ দিকে সঙ্গম করতে শুরু করে। এই মিথুন যুগল কাটাপ্পাকে বিজ্জলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় কাটাপ্পা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বারান্দাটি এতই সংকীর্ণ যে এই যুগলকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে না।

অনেকগুলি বারান্দার মধ্যে একটিতে কেকী আর বিজ্জল ঘুরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। কাটাপ্পা চোখ বন্ধ করে যুগলকে ডিঙিয়ে যেতে গেলে মেয়েটি তার পা ধরে ফেলে। "এসো, আমি তোমাকে চাই," বলেই সে কাটাপ্পার ধুতির দিকে হাত বাড়ায়। পুরুষটি তার নিতম্বে চাপড় দিতেই সে আনন্দে শীৎকার করে ওঠে।

কাটাপ্পা বহু কষ্ট করে মেয়েটির কবল থেকে মুক্ত হয়। তারমধ্যেই কেকী আর বিজ্জল উধাও হয়ে গিয়েছে। তার পৌরুষত্ব সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য উপেক্ষা করে ঠোকর খেতে খেতে কাটাপ্পা বারান্দা দিয়ে দৌড়ায়। সে দেখে কেকী এবং বিজ্জল

BanglaBook.org

দেওয়ালের গায়ে একটি গর্তের মধ্যে ঢুকে উধাও হয়ে গেল। দ্বারটি সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই সে দৌড়ে গিয়ে পৌঁছায়। কাটাপ্পা দরজার ফাঁকে হাত ভরে সর্বশক্তি দিয়ে খোলার চেষ্টা করে। সে দেখতে পাচ্ছে কেকী বিজ্জলকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছে। দরজাটি তার হাত পিষে দিচ্ছে। দাস দ্বারা চালিত কিছু কপিকলের শব্দ আসছে, খুব সম্ভবত তা দেওয়ালের কোনো গহ্বরে লুকানো। সে জানে যদি হাল ছেড়ে দেয়, তাহলে সে কালিকার গুহার বাইরেই থেকে যাবে এবং যুবরাজ সম্পূর্ণ রূপে কেকীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসবেন। সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দু হাত দিয়ে দরজাটি পিছনে ঠেলতে থাকে, এবং ধীরে ধীরে সে ফাটলের মধ্যে নিজের কাঁধ প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে। এতে দরজা ঠেলে খুলে ফেলতে আরও সুবিধা হয়। সে পিছলে ভিতরে প্রবেশ করে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। প্রচণ্ড শব্দ করে তার পিছনে দরজা টি বন্ধ হয়ে যায়। সে দেখে কেকী পিছন ঘুরে তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চলতে থাকে। কাটাপ্পা সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামার সময় ভাবে সে নপুংসকের চোখে রাগ জ্বলে উঠতে দেখল। অপর একটি দরজা কেকী আর বিজ্জলকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করার ঠিক আগের মুহূর্তেই কাটাপ্পা তাদের কাছে পৌঁছে গেল।

"তুই হাল ছাড়বি না, না? বেজন্মা কোথাকার।" কেকী হিসহিসিয়ে বলে।

"আমার স্থান আমার প্রভুর পাশে," অন্ধকার, জনশূন্য বারান্দায় কাটাপ্পার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়।

তীক্ষ্ণ শব্দ করে দরজা টি খুলে যেতেই বীণার সুমধুর সুর ভেসে আসে। ভ্যাপসা, অন্ধকার, প্রস্রাবের দুর্গন্ধযুক্ত দর দালান থেকে তারা উজ্জ্বল দীপ্তিময় চমৎকারিত্বে পা রাখে। ভিন্ন দেশীয় চমকপ্রদ সুগন্ধীর সৌরভ বাতাসে মিশে রয়েছে। এক মুহুর্ত আগে কাটাপ্পা যা দেখেছে, এটি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের। তার পা নরম গালিচায় ডুবে আছে। সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত স্তম্ভসমূহ তার মাথার বহু উপরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। দেওয়ালে খোদিত কামসূত্রে বর্ণিত বিভিন্ন মুদ্রায় মৈথুন মূর্তির ভাস্কর্য দেওয়ালগুলিকে সুশোভিত করে তুলেছে। সংকীর্ণ কটি, বক্র নিতম্ব, তীক্ষ্ণাগ্র বৃন্ত যুক্ত সুডৌল স্তন সমৃদ্ধ সুন্দরী যক্ষী মূর্তি স্তম্ভগুলিতে খোদিত

BanglaBook.org

রয়েছে, তাদের হাতের তালুতে প্রদীপ ধরা। সমস্ত প্রদীপ গুলি জ্বলছে এবং তাদের স্বর্ণাভ আলোক যক্ষীদের আশ্চর্যজনকভাবে জীবন্ত ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

বিশাল কক্ষটির মাঝখানে, মেঝেতে সুউচ্চ ফরাস পাতা রয়েছে। বালিশগুলির কাছে স্বর্ণ প্রলেপ দেওয়া অনেক হুঁকা রাখা। সেই স্থানটির চতুর্দিক দর্পন শোভিত স্তম্ভ দিয়ে সাজানো, এবং তাদের কাছে রাখা সুবর্ণ প্রলিপ্ত ময়ূর- প্রদীপ থেকে আসা আলো স্থানটিকে স্বর্গীয় প্রভা মণ্ডিত করেছে।

"দেবসভা," বিজ্জল অভিভূত হয়ে বলেন।

"হ্যাঁ, আমার কুমার, আর অপ্সরাগণও আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে,"বলে কেকী তাঁকে একটি আসনে বসিয়ে তাঁর দিকে একটি হুঁকা ঠেলে দেয়। কাটাপ্পা বিজ্জলের পিছনে দাঁড়িয়ে স্থানটির চমৎকারিত্ব উপভোগ করতে থাকে। মাহিষমতীর রাজসভাও এত ঐশ্বর্যমণ্ডিত নয়। গবাক্ষ দিয়ে আসা হাওয়ায় প্রদীপের শিখা নেচে উঠতেই দেওয়ালের গায়ে খচিত রত্নগুলি ঝকমকিয়ে উঠছে। মৃদঙ্গ থেকে লঘু ছন্দের তাল বেরিয়ে আসছে এবং আনন্দ ও বিস্ময়ে যুবরাজ বিজ্জলের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। বীণা এবার দ্রুত লয়ে বাজছে, বাঁশীর সুরও উঁচু তান ধরেছে। অর্ধ নেশাগ্রস্ত বিজ্জল পা নাচাতে শুরু করলেন। কাটাপ্পা অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার দুই হাত তলোয়ারের হাতলে, তার দৃষ্টি একটি নৃত্যরত অগ্নিশিখার দিকে।

"অপ্সরাগণ কোথায়?" অধৈর্য ও উত্তেজনায় বিকৃতস্বর বিজ্জল জিজ্ঞাসা করেন। কেকী মৃদু হেসে নিজের কাঁধের উপরে হাত নিয়ে গিয়ে তালি দিতেই তাদের চারপাশের দেওয়াল অনেকগুলি বিভাজিকায় ভাগ হয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য দেওয়ালের পিছনের কক্ষগুলিতে নৃত্যের মুদ্রায় দাঁড়ানো, অতি সূক্ষ্ম পোশাক পরা রমণীদের এক ঝলক দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভাজিকা গুলি আবার সংযুক্ত হয়ে কেকী এবং এই দুই পুরুষের অবয়ব প্রতিফলিত করল। কেকীর হাতের প্রত্যেক করতালির সাথে বিভাজিকাগুলি আবার খুলতে থাকে এবং প্রত্যেকবার নর্তকীদের ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রায় দেখা যায়। বিজ্জল উল্লাসে চিৎকার করে ওঠেন। তিনিও কেকীর সঙ্গে করতালি দিতে শুরু করেন, দ্রুতই মৃদঙ্গের ছন্দের সাথে তাল মিলিয়ে বিভাজিকা গুলি ঘূর্ণিত হয়ে খুলে যেতে থাকে। এর প্রভাব চমকপ্রদ। বিজ্জল আর

BanglaBook.org

ফরাসে বসে থাকেন না। তিনি একজন নর্তকীর দিকে ছুটে যান, শুধুমাত্র এই দেখতে যে নর্তকীর কাছে পৌঁছানোর আগেই দেওয়ালটি ঘুরে বন্ধ হয়ে গিয়ে অপরদিকের আর একটি পাল্লা খুলে গিয়ে আরও কামোদ্দীপক মুদ্রায় দাঁড়িয়ে থাকা কোনো নর্তকীকে উন্মোচিত করে কি না। উত্তেজনায় বিজ্জল হাসতে শুরু করেছেন। অভিশাপ দিয়ে শপথ করে অশ্লীল মন্তব্যের বন্যা বইয়ে তিনি একটি বন্ধ হয়ে যাওয়া বিভাজিকা থেকে পরবর্তী অপর একটি উন্মুক্ত হওয়া বিভাজিকার দিকে ছোটা শুরু করেন। এই উত্যক্ত করা চলতেই থাকে যতক্ষন না বিজ্জল ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মুখের সামনে থাকা হুঁকাটি বিভাজিকার দিকে ছুঁড়ে মারেন।

হুঁকাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই হাসির শব্দে যুবরাজ চমকে উঠলেন, সেই হাসি এমনই, যেন কেউ রুদ্রবীণার তন্ত্রীতে আঙুল চালিয়েছে। বিজ্জল ঘুরে তাকাতেই দেখে অত্যাশ্চর্য সুন্দর এক নারী ফরাসে আধশোয়া হয়ে তাঁর দিয়েই তাকিয়ে আছে। যুবরাজের মুখ হাঁ হয়ে ঝুলে গেছে এবং তিনি সেই রমণীর দিকে বশীভূত হয়ে পড়েন।

কাটাপ্পা এখনো শূন্য দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে, যদিও তার কয়েক হাত দূরে শুয়ে থাকা সুন্দরী সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অবগত, যে এখন তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বিজ্জলের দিকে কামনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কাটাপ্পা তার দিকে না তাকিয়ে পারছে না। রমণীটিকে কোনো দক্ষ শিল্পির হাতে তৈরি ভাস্কর্যের মত দেখাচ্ছে। দেওয়ালের খচিত স্ফটিক আর হীরের মধ্যে আলো প্রতিফলিত হয়ে তার দেহ প্রায় চিত্রাভ দেখাচ্ছে। তার পরিধান অতি অল্প, তার সুডৌল স্তন একটি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবদ্ধ, নাভীমন্ডল থেকে বহু আঙুল নীচে বাঁধা একটি ধুতি কোনোক্রমে তার উপর জঙ্ঘা ঢেকে রেখেছে। সে নিজের সুচারু কৃশ হাত বাড়িয়ে তর্জনী নাড়িয়ে বিজ্জলকে কাছে ডাকে।

"আসুন, আমার রাজকুমার, আর কতক্ষণ এই কামিকাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখবেন?" তার ভগ্ন পুরুষ কণ্ঠস্বরে মধু ঝরে পড়ছে। তলোয়ারের হাতলে কাটাপ্পার মুঠি আরও দৃঢ় হয়। তার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও রমণীর কস্তুরী ঘ্রাণ তীব্র কামনার উদ্রেক ঘটাচ্ছে।

BanglaBook.org

আন্দোলিত পর্দার পিছন থেকে বাঁশির সুর ভেসে আসে। এটি বহুল পরিচিত প্রণয়াত্মক রাগ। কাটাপ্পা সেটি সনাক্ত করার চেষ্টা করে। কালিকার সৌন্দর্যে সম্মোহিত না হয়ে পড়ার জন্য যা কিছু করা যায় আর কি ! খাম্বোজি-বিজ্ঞেরা এই রাগকে এই নামেই সম্বোধন করেছেন। যেন রাগের নাম জানলে এক দাসের খুব কাজে লাগবে! সে নিজের চোখ বন্ধ করেই দ্রুত খুলে ফেলে, কারণ, এমনকি তার মনশ্চক্ষেও সে কেবল কালিকাকেই দেখছে। পুনরায় সে তার চোখ বন্ধ করতে ভয় পায়। তার পিতাই সঠিক বলেন, তাকে এখনো নিজের চেতনার উপর নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে হবে, তার ব্রহ্মচর্যের ব্রত ত্রুটিপূর্ণ, এখনো এই অনিষ্টকর চিন্তারা তার শরীরে আক্রমণ করে বসে।

কাটাপ্পা জানে যুবরাজ এই সুন্দরী রমণীর ফাঁদে পড়ে গেছেন। এখানে আসার জন্য আগেই তার যুবরাজকে নিরস্ত্র করা উচিত ছিল। কাটাপ্পা যুবরাজের দিকে আড়চোখে একঝলক তাকায়, তিনি এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন যেন তাঁর শিকড় গজিয়েছে।

কেকী বিজ্জলের হাত ধরে, মৃদঙ্গের মৃদু তালের সাথে কামোদ্দীপকভাবে পা মিলিয়ে, তাঁকে কালিকার কাছে নিয়ে আসেন। যুবরাজের চলন দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন স্বপ্নাবিষ্ট, তাঁর চোখ মেঝেতে বেঁকে শুয়ে থাকা সুচারু মানবীটির দিকে।

"এ সম্পূর্ণ রূপে আপনার, যুবরাজ," কেকী নত হলে যুবরাজ নিজের গলার মুক্তাহার খুলে নপুংসকের দিকে সেটি ছুঁড়ে দিতেই সে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেটি লুফে নিল। "খুবই নগন্য পারিতোষিক যুবরাজ, কিন্তু আমি অভিযোগ করছি না। সব সময়েই যদি উৎকৃষ্ট উপহারের প্রত্যাশা করবে তাহলে আর ভাল বন্ধুরা রইল কী করতে ?"

আনন্দে প্রায় উন্মাদগ্রস্থের ন্যায়, বিজ্জল নতজানু হয়ে কাঁপা হাতে কালিকাকে স্পর্শ করার জন্য ঝোঁকে। কালিকা তাঁকে আটকাতে নিজের ডান পা তাঁর বুকের উপর রাখে। কাটাপ্পা তার গজদন্তের ন্যায় চিকন উরুর দিকে তাকানো থেকে নিজের চোখকে প্রতিহত করে।

BanglaBook.org

"এগিয়ে চলুন, এই পা চুম্বন করুন, যুবরাজ," কেকী বিজ্জলের কানে ফিসফিস করে। কাটাপ্পা আড়ষ্ট হয়ে যায়, সে ভাবে যুবরাজ নিশ্চয়ই একজন বারবণিতার পদচুম্বন করা থেকে বিরত হবেন।

বিজ্জল কালিকার পা নিয়ে তার পায়ের আঙুল চুষতে শুরু করলে কালিকা আনন্দ তৃপ্তিতে গুণ্ডিয়ে উঠে বালিশের মধ্যে নিজের শরীর বাঁকিয়ে দেয়।

"আরও উপরে, মহামহিম," কেকী বলে ওঠে। বিজ্জল কালিকার পায়ের ডিমে চুমু খান, তারপর হাঁটু চুম্বন করে উরুর দিকে উঠতে থাকেন। নেপথ্যের সঙ্গীত দ্রুতলয়ে বাজছে। কাটাপ্পা তার চোখকে বাধা দিলেও সে যা দেখতে চায় না, আয়নায় তারই প্রতিফলন থেকে পরিত্রাণের পথ নেই। বিজ্জল যখন তার নাভি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, কালিকা তাঁকে আলতো করে ঠেলে দেয়। সে উঠে বসে তার নিজের পিছনে হাত নিয়ে যায়। কাটাপ্পা বিজ্জলের নিশ্বাস টেনে ধরার শব্দ পায়। সে তার বক্ষ বন্ধনীর গিঁট খুলছে। বিজ্জল তাকে সাহায্য করতে গেলে, সে আলতো ভাবে তাঁর হাতে চড় মারেন। সে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে। বিজ্জল উত্তেজনায় কাঁপছেন। যুবরাজের ধৈর্য্যকে উত্যক্ত করে তুলে, কালিকার আঙুল গিঁট নিয়ে খেলা করতে করতে দীর্ঘসূত্রতা করছে। যুবরাজ দুহাত দিয়ে তার স্তন ধরার জন্য ক্ষুধার্ত ভাবে তার দিকে ঝাঁপ দেন। আচমকাই, সে তাঁর তলা থেকে পিছলে গিয়ে হেসে উঠে ছুটতে থাকে। বিজ্জল অভিশম্পাত করে উঠে দাঁড়ান, তাঁর ধুতি অগোছালো হয়ে গেছে। রাগে হতাশায় তিনি ব্যর্থ আস্ফালন করেন।

আকর্ষণীয় বিভঙ্গে কালিকা কয়েক হাত দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার সুষমা মণ্ডিত শরীর সহস্র আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে। বিজ্জল তার কাছে পৌঁছাতেই সে আবার পিছলে চলে গিয়ে অন্য কোনো জায়গায় দাঁড়ায়। বিজ্জল তাকে ধরার জন্য এক স্তম্ভ থেকে অন্য স্তম্ভের দিকে ছুটে যায়। কেকী হাসতে হাসতে যুবরাজকে উৎসাহিত করতে থাকে। কাটাপ্পা দেওয়ালের কোনো অদৃশ্য বিন্দুর দিকে তাকিয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। একবার করে কালিকা নিজেকে ধরার অনুমতি দিতেই যুবরাজ তাকে চুমুতে ভরিয়ে তুলছেন। এমনকি একবার তো কালিকা তাঁকে বক্ষ বন্ধনীর ভিতরে হাত প্রবেশ করাতেও দিচ্ছে, পরক্ষণেই যদিও আবার পালিয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

বিজ্জল রেগে উঠছেন। পরের বার সে উদয় হতেই তিনি প্রস্তুত ছিলেন, তাঁর ভিতরের যোদ্ধার প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কালিকাকে অবাক করে দিয়ে তিনি চাবুকের মত গিয়ে তাকে ধরে ফেলেন। তাঁর হাত কালিকার উর্দ্ধাঙ্গের পোশাকের গ্রন্থিতে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু সেটি খুলে ফেলার আগেই কালিকা তাঁর ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে চুম্বন করে। বিজ্জল চোখ বন্ধ করে নিজের মধ্যে কালিকার সরস ঠোঁটের স্বাদ গ্রহণ করেন। তিনি আবার চোখ খুলতেই দেখেন কালিকার বক্ষ বন্ধনী তাঁর হাতে ধরা এবং কালিকা উধাও হয়ে গেছে। সঙ্গীতও অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে যায়।

বিজ্জল রাগে গর্জে ওঠেন। কালিকা কোথায় গেল তা তিনি কেকীকে জিজ্ঞাসা করতেই সে হেসে ওঠে। বিজ্জল কাটাপ্পার কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন কালিকাকে সে দেখেছে কি না। কাটাপ্পা কালিকাকে বক্ষ বন্ধনী বিহীন ভাবে দেখেছে,এবং তাতে লজ্জিত হয়ে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিল। সে লজ্জায় নিজের মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে এবং বিজ্জল গালাগালি দিয়ে ওঠেন। কেকী হাসছিল, বিজ্জল কাটাপ্পার তলোয়ার টেনে নিয়ে তার গলায় তলোয়ারের ধার চেপে ধরতেই তার হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

"তাকে এখনই নিয়ে আয়," যুবরাজ চিৎকার করেন। ভয়ে কেকীর চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে। আজকের দিনে, এই প্রথম বার কাটাপ্পা স্বস্তি বোধ করে। সে আশা করে বিজ্জল তলোয়ারের চাপ আর একটু বাড়িয়ে এই জঘন্য প্রাণীকে এখানেই এইমাত্র শেষ করে ফেলেন।

"আমি শুধু আপনারই, যুবরাজ," কালিকার মধুর স্বর তাদের চমকে দেয়। সমগ্র কক্ষটি পালটে গিয়েছে। আয়নাযুক্ত দেওয়ালগুলি সরে গিয়ে বিশাল এক কক্ষের রূপ নিয়েছে। কক্ষের একেবারে শেষপ্রান্তে কালিকা অপূর্ব অলংকারে সজ্জিতা হয়ে সম্রাজ্ঞীর ন্যায় বসে আছে, তার মাথায় সূক্ষ্ম কারুকার্য করা রঙিন পালকশোভিত উষ্ণীষ। মুক্তার হার দিয়ে তৈরি পোশাকে তার গলা থেকে গোড়ালি অবধি ঢাকা। তার কণ্ঠার হাড়ের কাছে জটিল একটি গ্রন্থি দিয়ে সেটি বাঁধা রয়েছে।

BanglaBook.org

বিজ্জল কেকীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কালিকার দিকে ছুটে যায়। কাটাপ্পা দ্রুত তাঁর পিছনে দৌড়ে যেতে গেলে মেঝেতে পড়ে থাকা কেকী তার পা ধরে ফেলে।

"কি হে, তুমি কোথায় চলেছ, দাসপুত্র?" বলে চেঁচিয়ে সে কাটাপ্পার পা দৃঢ় ভাবে চেপে ধরে। কাটাপ্পা তবু কেকীকে টানতে টানতেই চলতে থাকে, কিন্তু কেকী তার পা ছাড়ে না। বিজ্জল কোষমুক্ত তলোয়ার নিয়েই কালিকার কাছে পৌঁছে গেছে।

"তোর খেলা অনেক হল, পাতকী, এবার এদিকে আয়," বিজ্জল চিৎকার করে ওঠেন। তাঁর ছেলেমানুষের মত কথায় কালিকা হাসিতে ফেটে পড়তেই বিজ্জলের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যায়।

"প্রিয়তম, আমার যুবরাজ সোনা, তোমাকে রেগে গেলে বড় সুন্দর দেখায় তো," কালিকা উঠে দাঁড়ায়। তার আঙুল মুক্তাহার পোশাকের বাঁধন নিয়ে খেলছে, ঠোঁট কামুক ভঙ্গিমায় স্ফীত।

"আসুন, আসুন আমার প্রেমের দেবতা, আমার কামদেব," সে বলতেই বিজ্জল একবার পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ নেন। কালিকা তার পোশাকের গিঁট ধরে টান দিতেই পোশাক ছত্রভঙ্গ হয়ে বিক্ষুব্ধ মুক্তাগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নগ্ন কালিকা ঐশ্বর্যমণ্ডিতভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার বাম হাত নিতম্বের উপরে আর ডান হাত লম্বা ভাবে ঝুলে উরু স্পর্শ করেছে, তার মুখ পাশ ফিরিয়ে উপরে তোলা। বহুবর্ণ রমণীয় মুক্তা গুলি মেঝেতে নেচে বেড়াচ্ছে, লাফাচ্ছে, দেওয়ালে, স্তম্ভে, সিঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে চারিদিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, যেন তারা তাদের কর্ত্রীর নগ্নতায় গর্বিত। তার সৌন্দর্যে অভিভূত বিজ্জল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কাটাপ্পা সেই দেবীর সম্মোহনী দৃশ্য থেকে চোখ ফেরাতে না পেরে নিথর হয়ে গেছে। শেষতম মুক্তাটি স্থির হতেই, নেপথ্যে আবার সঙ্গীত শুরু হল - বীণায় এখন সুচারু রাগ বেজে চলেছে। বহুবর্ণ ধোঁয়া ছাদ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে নেমে কক্ষটিকে জুঁইফুলের সৌরভে ভরিয়ে তুলল।

আঙ্গুল দিয়ে ঠোঁট থেকে নাভিপদ্ম অবধি এক অদৃশ্য রেখা টেনে কালিকা কামুক কণ্ঠে বলে, "যুবরাজ, আমাকে অর্জন করতে হবে।"

BanglaBook.org

"আমাকে কি করতে হবে বলো? তোমার শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করব, চীনদেশ থেকে রেশম এনে দেব, আরব্যদেশ থেকে সুগন্ধি আনতে হবে, যবনদের দেশ থেকে বুদ্ধিমান পুতুল এনে দেব? বলো, আমাকে কী..." কালিকা নিজের ঠোঁটে আঙুল রাখতেই বিজ্জলের উত্তেজিত কথা মাঝপথে থেমে যায়।

"যুবরাজ অত্যন্ত দয়ালু। এই সমস্ত কিছুই স্বাগত, কিন্তু আমি নিজেকে তাদের কাছেই সমর্পণ করি, যাঁরা খেলতে পারেন," নিজের ঠোঁট সিক্ত করে কালিকা বলে। কাটাপ্পা ত্রস্ত হয়। কিছু যেন ঠিক বলে মনে হচ্ছে না।

"আমাকে দিয়ে কোন খেলা খেলাতে চাও তুমি? খালি হাতে ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের সাথে লড়াই করাতে চাও? সর্বোত্তম যোদ্ধার সাথে অসিখেলা খেলাতে চাও? কোন খেলা?" বিজ্জল জিজ্ঞাসা করতেই হাসতে হাসতে কালিকা নিজের উচ্চাসনে বসে পড়ে।

নিজের সৌন্দর্য লুকিয়ে পায়ের উপর পা তুলে বসে সে বলে, "আমি জানি আমার যোদ্ধার পক্ষে এগুলি অত্যন্ত সহজসাধ্য।"

কালিকা পাশার ছক সাজানো একটি কাষ্ঠাধার তাঁর দিকে ঠেলে দেয়, "দেখি আপনি কেমন খেলতে জানেন," বলে সে একটি চন্দনকাঠের বাঁকানো পেটিকা খোলে। "কেকী?"

কেকী কাটাপ্পার পা ছেড়ে দিয়ে কালিকার দিকে দৌড়ে যেতেই কালিকা তার হাতে পেটিকাটি তুলে দেয়। সেই নপুংসক ছকের মধ্যে গুটিকা সাজাতে থাকে। বিজ্জল সন্ত্রস্ত হয়ে কাটাপ্পার দিকে আড়চোখে তাকায়। এই দাস জানে তার যুবরাজ অক্ষক্রীড়ায় মোটেই পারদর্শী নন। তিনি এই খেলা কোনোদিনই ভালভাবে খেলতে পারেন না। আসলে, যে সব বিষয়েই বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়, তিনি সেগুলির কোনো কিছুতেই ভাল নন।

"যুবরাজ," কাটাপ্পা আনত হয়ে বিজ্জলকে বলে, "আমাদের ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে।"

বিজ্জল কালিকার দিকে তাকায়, কালিকা বসে বসে হাসছে। তার নগ্ন শরীরের উপর দৃষ্টি বিচরণ করতেই বিজ্জল ঢোঁক গেলেন। বিজ্জলের চোখে কামনার আগুন

BanglaBook.org

দেখতেই কাটাপ্পা বোঝে সে হেরে গিয়েছে। যুবরাজ বলেন, "আমি খেলার জন্য প্রস্তুত। আমি চোখ বন্ধ করেই একজন স্ত্রীলোককে পরাজিত করতে পারি।"

বিজ্জল বেদীর উপর উঠে একটি কেদারায় বসে অপেক্ষা করে কালিকা উঠে এখন তাঁর মুখোমুখি বসবে। ছকে সমস্ত গুটিকা সাজিয়ে দেওয়ার পর পিছিয়ে সরে গিয়ে কেকী অক্ষটি কালিকার হাতে তুলে দেয়।

"আমি সত্যিই মোহিত হলাম, আমার কুমার," অক্ষ দুটি হাতে নিয়ে কটকট শব্দ তুলে সে বলে। "কিন্তু আমি আপনার সাথে খেলব না।"

বিভ্রান্ত এবং রাগী বিজ্জল তার দিকে তাকান। দুশ্চিন্তায় কাটাপ্পার হাত মুঠো হয়ে গেছে।

"তুমি কি আমার সাথে মশকরা করছ?" বিজ্জল প্রশ্ন করে। "তুমি যদি আমার সাথে খেলবে না, তাহলে কার সাথে আমাকে খেলাতে চাও? এই বিরক্তিকর জড়ের সাথে না কি আমার নির্বোধ দাসের সাথে?"

"আমার সঙ্গে, মহামহিম।"

কাটাপ্পা এবং বিজ্জল কণ্ঠস্বরের দিকে ঘুরে তাকান। একপাশ থেকে একটি খর্বাকৃতি লোক বক্র ভঙ্গীতে হেলেদুলে এসে দাঁড়ায়। "খনিপতি হিড়ুম্ব আপনার সেবায় উপস্থিত হয়েছে, মহামহিম। আপনার বিরুদ্ধে আমি খেলতে নামছি।"

"একটা বামন?" বিজ্জল হাসতে শুরু করে দেন। "এই বামনটা আমার প্রতিপক্ষ?" আমোদে তিনি নিজের উরুতে চাপড় মারেন। কালিকা অক্ষ দুটি শূন্যে ছুড়ে দিতে সেগুলি মাটিতে পড়ার আগেই বিজ্জল লুফে নেন। তিনি সেগুলি পরস্পরের সাথে মর্দন করতে করতে বলেন, "ওহ, এবার দারুন মজা হবে।"

"নিশ্চয়ই, মহানুভব। আমরা সকলেই মজাই তো খুঁজে চলেছি। আসুন কিছু পণ রাখা যাক, আর রাখা যাক কিছু সাক্ষী। আমাদের খেলার সাক্ষী থাকার জন্য আসলে আমি মাহিষমতীর কিছু অভিজাত মানুষদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছি," বামনটি বলতেই সারি বদ্ধ ভাবে ভূমিপতি পট্টরায়, রাজগুরু রুদ্র ভট্ট, দণ্ডনায়ক প্রতাপ কক্ষে প্রবেশ করেন। কালিকা তাদের স্বাগত জানাতে উঠে দাঁড়িয়ে পট্টরায় এবং প্রতাপ কে আলিঙ্গন করে তাদের গালে চুম্বন এঁকে দেয়। বিজ্জল রাগে দাঁত কিড়মিড়ি করে। রুদ্র ভট্ট ঘামতে শুরু করেছেন। তিনি কালিকার জৌলুসময়

BanglaBook.org

নগ্নতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন। কালিকা তাঁর চরণ স্পর্শ করে আশীর্বাদ চাইলে তিনি দ্রুত আশীর্বাদ করে নিজের অঙ্গবস্ত্রে ঘাম মোছেন।

কেকী পুরোহিতের পিছনে লাগে, "দেখলে পাপ হয় না, রাজগুরু, না কোনো মূল্য লাগে, মন ভরে দেখুন।" বন্ধুরা হেসে উঠতেই তিনি লজ্জায় মাথা নামিয়ে নেন।

"আমরা কি শুরু করতে পারি? পণ কী রাখবেন?" হিড়ুম্ব জিজ্ঞাসা করে। বিজ্জল নিজের হীরক খচিত বালা খুলে কাষ্ঠাধারের উপর সজোরে রাখেন। হিড়ুম্ব তার বন্ধুদের দিকে তাকায়, এবং বিদ্রুপমাখা হাসিতে নিজের মুখ আরো উৎকট দর্শন করে তুলে সে তার মুক্তাহারটির সাথেও সমান আচরণ করে। হিড়ুম্ব অক্ষ চালনা করে চেঁচিয়ে ওঠে, "পাকিড়, পাকিড় বারো।" অক্ষটি ছকের মধ্যে ঘুরতে থাকার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোনো গোপন কক্ষে বাদক মৃদঙ্গে আঙুল চালিয়ে গুরুগুরু ধ্বনি তোলে।

হিড়ুম্বের মিত্রদের হাসি শুনেই কাটাপ্পা বুঝতে পারে, এই খেলা, শুরু হওয়ার আগেই যুবরাজ হেরে গেছেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পনেরো

স্কন্দদাস

স্কন্দদাস যখন নিজের কার্যালয়ে ফিরে এলেন তখন মাঝরাত্রি পার হয়ে গেছে। মহারাণী হেমাবতী তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর দুই সন্তানই নিখোঁজ। মহারাণী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। তিনি চিৎকার করে বলেছেন যে তাঁর সন্তানদের যদি কিছু ক্ষতি হয় তাহলে তিনি স্কন্দদাসের মাথা কেটে মাটিতে গড়িয়ে দেবেন। তাঁর এই ক্রোধ স্বাভাবিক। তাই মহারাণী যখন স্কন্দদাসের নিম্নবংশীয় ব্যুৎপত্তির দিকে আঙুল তুলেছিলেন তখনও তিনি মাথা নত করেই রেখেছিলেন। তিনি সৌভাগ্যবান যে সম্রাট প্রাসাদে উপস্থিত নেই, নাহলে তিনি স্কন্দদাসকে রাজকুমারদের সন্ধানের জন্য সকাল পর্যন্ত সময় দিতেন না।

তেইশ বছরের এই বৃত্তিগত জীবনে স্কন্দদাস কঠোর পরিশ্রম আর আত্মোৎসর্গ দিয়ে তাঁর এই সামাজিক খ্যাতি তৈরি করেছেন। এখন এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও তিনি অবিবাহিতই থেকে গেছেন। তিনি তাঁর পেশাকেই বিবাহ করে নিয়েছেন। যেকোনো কাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন করার ক্ষমতা রাখেন বলে তিনি নিজের উপর গর্ববোধ করেন। যখন যুবরাজ বিজ্জল হাতির দ্বারা প্রায় মারাই যাচ্ছিলেন, একমাত্র তিনিই রাজসভায় সোচ্চারে সমালোচনা করেছিলেন, সেনাপতি হিরণ্য এবং দণ্ডনায়ক প্রতাপের অযোগ্যতা সম্পর্কে। সৈন্যবাহিনী এবং কোটাল বাহিনী কিভাবে অসামর্থ্য হয়েছিল যুবরাজকে রক্ষা করতে সে বিষয়ে তিনি সম্রাট সোমদেবের সামনে একটি বক্তব্য রাখেন।সম্রাট তাঁর কথা মনোযোগ সহকারে শুনলেও হিরণ্য এবং প্রতাপ তর্জনগর্জন করে। তিনি বক্তব্য শেষ করে বসতেই সোমদেব

BanglaBook.org

পরমেশ্বরের সাথে সংক্ষিপ আলোচনা সেরে আদেশ দেন, এরপর থেকে রাজকুমারদের এবং দূর্গের রক্ষায় দায়িত্বে স্কন্দদাস থাকবেন।

স্কন্দদাস এই কাজটিও তাঁর স্বাভাবিক উদ্যমে গ্রহণ করেন, কিন্তু দ্রুতই তিনি বুঝতে পারেন এটি মোটেই কোনো সহজ কাজ নয়। মাহিষমতীর দূর্গ প্রায় তিনশত বছর আগে তৈরি করা হয়েছিল এবং যত দিন গেছে তা আরো জটিল হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক সম্রাট নিজেদের মত করে পুনর্নির্মাণ, পুনর্গঠন করেছেন। সেখানে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথ রয়েছে, বিভ্রান্তিকর বারান্দা রয়েছে, গুপ্ত কুঠুরি ও কক্ষ আছে। যদি দূর্গের কোনো নকশা থাকত তাহলেও হয়ত সামলানো যেত। এরকম কোনো নকশা থাকবে নিশ্চিত হয়ে স্কন্দদাস যখন পরমেশ্বরের কাছে তা চাইলেন, পরমেশ্বর তাঁর দিকে অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে রইলেন। তাঁকে বলা হয় যে এইরকম কোনো বস্তু থাকা ভীষণই নির্বোধের মত বিষয়। কোনো শত্রুপক্ষ অনায়াসে তা করায়ত্ত করে প্রাসাদে প্রবেশ করে যাবে। এইরকম নকশা স্মৃতিতে থাকাই সুরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়, বৃদ্ধ মানুষটি তাঁকে জ্ঞান দেওয়ার সুরে জানিয়েছিলেন। যখনি তিনি তাঁর ঊর্ধ্বস্থ ব্যক্তির মন্তব্য ভাবছেন, তাঁর বিরক্তিবোধ হচ্ছে। তিনি চিন্তা করেন, স্মৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া একটি অশোধিত পদ্ধতি, দূর্গের এই নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট জানা একমাত্র ব্যক্তি যদি যুদ্ধে নিহত হয় তাহলে কী হবে? তিনি পরমেশ্বরের সাথে মতান্তরে যান নি, কিন্তু গোপনীয় ভাবে এই সমগ্র দূর্গটির একটি নকশা তৈরি করতে শুরু করেছেন। স্কন্দদাস পদ্ধতি অনুযায়ী চলার মানুষ। এটি বিশাল এক কাজ, এবং বছরের পর বছর লেগে যেতে পারে, কিন্তু এত সহজে হতোদ্যম হওয়ার মানুষ তিনি নন। এটিই তিনি উত্তরাধীকার সূত্রে রেখে যাবেন, তিনি নিজেকে এই কথাই বলতে থাকেন।

দুই কিশোর রাজকুমারের গতিবিধির উপর তিনি কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করেছেন। এটি তাঁর আত্মশ্লাঘায় লাগছে যে দুইজনেই তাঁকে বোকা বানিয়ে বেরিয়ে গেছেন। যদিও তিনি এটাই আশা করেছিলেন। তাঁদের যদি কেউ অপহরণ করে নেয়, সে কথা ভাবতেই তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছেন।

তিনি নিজেকে পরমেশ্বরের যোগ্য উত্তরাধিকারী প্রতিপন্ন করতে চান। তাঁর কোনো উত্তরাধীকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদও নেই, নিজস্ব অর্থও নেই। তিনি এক অবর্ণ

BanglaBook.org

বংশোদ্ভূত এবং নিজের স্থৈর্য, শ্রম ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে আজ এইখানে পৌঁছেছেন। মহাপ্রধান হওয়াই তাঁর জীবনের চরমতম লক্ষ্য। তাঁর যাত্রাপথের এটাই হবে সর্বোচ্চ সীমা, ত্রিশ বছর আগে তিনি যখন এক ক্ষুধার্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষ হিসাবে মাহিষমতীতে পা দিয়েছিলেন, তিনি তখন নিজেকে এই কথাই দিয়েছিলেন।

আর এখন মানুষ যখন তাঁকে বিবেকবান সৎ এবং কুকুরের মত বিশ্বস্ত বলে, গর্বে তাঁর বুক ফুলে ওঠে। তিনি সৎ কারণ এটাই তাঁর প্রকৃতি, তিনি বিশ্বস্ত কারণ জীবন তাঁকে একবার মাত্র সুযোগ দিয়েছিল, সেই সুযোগ তিনি দুই হাতে আঁকড়ে ধরেছেন। মহাপ্রধান পরমেশ্বর তাঁকে সেই সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি সরাইখানায় ঘর মুছতেন, পথের ধারের তাড়ির বিপণিগুলিতে উচ্ছিষ্ট বাসনপত্র মাজতেন এবং যখনি সুযোগ পেতেন বিদ্যালয়গুলির বাইরে দাঁড়িয়ে পাঠ শুনে শুনে পড়াশোনা করতেন। তাঁর নিম্ন বংশজ হওয়ার কারনে কখনো ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পেতেন না, আর যদি কেউ তাঁকে গ্রহন করার জন্য রাজীও থাকতেন, তিনি বেতন দিতে সক্ষম ছিলেন না।

পরমেশ্বর যদি তাঁকে খুঁজে পেয়ে পথপ্রদর্শন না করতেন, তাহলে হয়ত কোনো গ্রামের সরাইখানার ভৃত্য হিসাবেই তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটত। অথবা তিনি তাঁর গ্রামে ফিরে গিয়ে তাঁদের পুরুষানুক্রমিক পেশা ভাল্লুক নাচানোকেই গ্রহণ করতেন। এগুলির মধ্যে যে কোনোটাই তাঁকে হতে হয়নি তা একমাত্র বৃদ্ধ মহাপ্রধানের দয়া এবং দূরদৃষ্টিতার জন্য।

একেকটা ফলক সাজিয়ে তিনি বিশ্বাসের যে অট্টালিকা গড়ে তুলেছিলেন, তাইই এখন ভেঙে টুকরো টুকরো হওয়ার আশঙ্কাগ্রস্ত। তিনি তাঁর কাষ্ঠাসনে নির্বল হয়ে বসে পড়ে মাথা টিপে ধরেন। কিছুক্ষন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হল তাঁর নিজস্ব চিরাচরিত পথ। তিনি পদ্ধতিগত ভাবে সমস্যার সম্মুখীন হবেন। তিনি সমস্ত প্রবেশদ্বারের নথি চেয়ে পাঠিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন দূর্গের ভিতরে ও বাইরে কে কে আসা যাওয়া করেছে। প্রচুর পালকি এবং শকট ভিতরে এসেছে এবং বাইরে গেছে, যুবরাজ যে এগুলির মধ্যেই কোনোটিতে লুকিয়ে গেছেন সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

BanglaBook.org

প্রায় দুই যামের থেকেও বেশী সময় ধরে একাগ্রচিত্তে দেখার পর স্কন্দদাস লক্ষ্য করলেন, যতজন বাদ্যকর বাইরে গেছে তাদের সংখ্যার সাথে যতজন ভিতরে প্রবেশ করেছিল সেই সংখ্যা মিলছে না। তিনি এর অর্থ বুঝতে পারলেন না। যুবরাজ বিজ্জল এক বাদ্যকরের ছদ্মবেশে বাইরে বেরিয়ে গেছেন সে চিন্তা তিনি মন থেকে মুছে দিলেন। তাঁর ঋজু দেহ কাঠামোর জন্য প্রহরীরা তাঁকে অনায়াসেই চিনে ফেলবে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন অন্তঃপুরের পরিচালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর অনুসন্ধান শুরু করবেন।

বৃহন্নলা ভিতরে প্রবেশ করে, তার মেজাজ ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। স্কন্দদাস জানেন রাত্রির এই সময়ে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন বলে সে ক্ষুব্ধ হয়েছে।

"বসতে পারি?" রাগত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করে।

"না," স্কন্দদাস উত্তর দেন। যদিও তিনি বৃহন্নলার থেকে অনেক উঁচু পদে আসীন, তবুও শোনা যায় সে সম্রাটের কাছের লোক এবং অনেক পারিষদ তাকে ভয়ে ভক্তি করে। কিন্তু স্কন্দদাসের ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। তিনি নিজের সৎ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এখানে এসে পৌঁছেছেন। কারো অনুগ্রহের প্রয়োজন তাঁর নেই।

বৃহন্নলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাষ্ঠাসনের উত্থাপিত অংশে আঙুল দিয়ে ঠোকা মারছে। অধৈর্য– স্কন্দদাস খেয়াল করেন। প্রবেশপথের আসা যাওয়ার নথি সম্বলিত পেটীকাটি তিনি তার দিকে ঠেলে দেন।

"এই তালপত্র গুলি ভাল করে লক্ষ্য করো। একজন অতিরিক্ত বাদ্যকর দূর্গ থেকে বেরিয়ে গেছে। প্রবেশ করা বাদ্যকরের সংখ্যা প্রস্থান করা বাদ্যকরের সংখ্যার থেকে একটি কম," তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তিনি কথা গুলি বললেন।

"তো? কতজন্য বাদ্যকর এল, গেল, চূড়া থেকে ঝাঁপ দিয়ে মারা গেল বা আর কী কী করল তার হিসাব রাখা আমার কাজ নয়। আমি অন্তঃপুরের প্রধান কর্তৃ,কোনো দ্বাররক্ষী নই," মুখে বিদ্রূপাত্মক হাসি ঝুলিয়ে বৃহন্নলা বলে।

স্কন্দদাস উত্তর দিতে যাবেন আর সেই মুহূর্তেই তাঁর মহলের দরজা খুলে এক দঙ্গল লোকজন ভিতরে প্রবেশ করে। একজন যুবক ছেলে কাঁধে অপর এক ছেলেকে বয়ে আনছে। অনেক উত্তেজিত সৈন্য তাদের সঙ্গ দিচ্ছে।

BanglaBook.org

"রাজকুমার মহাদেব! এসব কী, মহামহিম? কী হয়েছে?" ছেলেটিকে চিনতে পেরে স্কন্দদাস জিজ্ঞাসা করেন।

"এই ছেলেটির রাজবৈদ্যের পরিচর্যার প্রয়োজন, কিন্তু কোনো কারণে প্রহরীরা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন," মহাদেব বলেন।

বহু প্রশ্ন স্কন্দদাসের মনে ভীড় করে আসছে, কিন্তু মহাদেবের বয়ে আনা ছেলেটির অবস্থা দেখে তিনি প্রথমেই রাজবৈদ্যকে ডেকে পাঠানোর উদ্যোগ নিলেন। ছেলেটিকে নিজের তেপায়ার উপর শোয়ানোর জন্য তিনি মহাদেবকে সাহায্য করেন। কক্ষটি প্রহরী এবং অনাথালয়ের লোকজনে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। মহাদেব ছেলেটির জন্য ব্যতিব্যস্ততা দেখাচ্ছেন, চোখের পাতা খুলে দেখছেন, হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা করছেন, এবং প্রত্যেক মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করছেন বৈদ্য কেন এত সময় নিচ্ছেন।

রাজবৈদ্য মাধবরু প্রবেশ করেই ছেলেটিকে দেখে থমকে গেলেন। রুগীর কাছাকাছি পৌঁছাতেই তাঁর মুখে অন্ধকার নেমে আসে। তিনি তার নাড়ি স্পন্দন এবং চোখের পাতা পরীক্ষা করেন। তিনি ছেলেটির বুকে মাথা রেখে তার বুক পরীক্ষা করে ভ্রুকুঞ্চন করে ওঠেন।

"আমি ক্ষমা চাইছি," তিনি বলেন। "এই বেচারা ছেলেটি কি মারা গেছে?" উদ্বেগে রাজকুমার চিৎকার করে ওঠেন।

মাধবরু নিজের মাথা নাড়েন, "আমি কামনা করি যদি যেত, কিন্তু তার নিয়তিতে মৃত্যুর খারাপ কিছু আছে। সে কোনোক্রমেই বেঁচে আছে। এমনকি যদি সে নিজের চোখ খুলেও তাকায়, যদিও আমার সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, সে কোনো দিনই আর হাঁটাচলা করতে পারবে না। আসলে সে তার নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর কোনদিনই ব্যবহার করতে পারবে না। এভাবে কষ্ট পাওয়ার থেকে ভাল হবে সে যদি মারা যায়।"

"না, না না," রাজকুমার রাজবৈদ্যের হাত ধরে চিৎকার করে ওঠেন। "আমরা তাকে মরতে দিতে পারি না। আমরা তার দেখাশোনা করব।"

রাজবৈদ্য কঠোরভাবে মাথা নেড়ে উত্থঙ্গের মাথার আঘাতের পরিচর্যা করতে থাকেন। স্কন্দদাস রেবাম্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই ছেলেটি কিভাবে আহত হল?"

BanglaBook.org

"সে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছিল," কারো উত্তর দেওয়ার আগেই মহাদেব বলে উঠলেন।

"তাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল," পিছন থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলে ওঠে। সমবেত ভাবে আঁতকে ওঠার আওয়াজ পাওয়া যায়।

"ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল? কে ঠেলেছিল?" স্কন্দদাস তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করেন, এবং চারিদিকে অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

"নতুন মেয়েটা, যে আজই এসেছে। যে রাজদ্রোহী কে ঝোলানো হয়েছিল তারই মেয়ে," পিছন থেকে সেই একই কণ্ঠস্বর চিৎকার করে ওঠে।

"কে বললে? সামনে এসে নির্ভয়ে কথা বলো," স্কন্দদাস বলতেই ভীড় ঠেলে থোণ্ডক এগিয়ে আসে।

"স্বামী, এ মিথ্যা কথা বলছে। এটা নিছক দুর্ঘটনা ছিল," রেবাম্মার বলায় দ্রুততা প্রকাশ পায়, এবং রাজকুমার মহাদেবও তাঁকেই সমর্থন করেন। অন্যেরা নিরপেক্ষ থাকে। স্কন্দদাসকে রাজকুমারের বক্তব্যই বিশ্বাস করতে হল, যদিও তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন পরে তিনি এই বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করবেন।

"তার সেরে ওঠা অবধি কি তাকে রাজবৈদ্যের আলয়ে রাখা যাবে?" রাজকুমার মহাদেব জিজ্ঞাসা করেন।

"অবিবেচকের মত কাজ হবে। আমার আলয় এমনিতেই রুগীতে উপচে পড়ছে আর তাছাড়াও এর নিরন্তর সেবার প্রয়োজন। মহাত্মন, যদি তাকে আমার আলয়ে রাখা হয় তাহলে অনাথ আশ্রমের কয়েকজনকে আমার দরকার হবে এর পরিচর্যা করার জন্য। শ্বাসকার্য ব্যতীত আর প্রত্যেকটি কাজ করার জন্য এর সাহায্যের প্রয়োজন হবে। নিরাশাজনক বিষয়ের জন্য আমি অন্য কোনো রুগীকে সরিয়ে ফেলতে পারব না আমি যেমন আগেও বলেছি, বরং এটাই ভাল হবে যা...."

"না, মহাত্মন, আমি চাই না কেউই এই ছেলেটিকে মেরে ফেলার কথা বলুক। আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত," রাজকুমার মহাদেবের মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে। "যে মানুষ প্রাণ বাঁচানোর শপথ গ্রহণ করেছে, সেই আপনিই কি না মেরে ফেলার কথা বলছেন।"

"একমাত্র এই করুণাই এখন আমরা তাকে দেখাতে পারি," রাজকুমারের রাগ সত্ত্বেও অবিচল রাজবৈদ্য মাধবরু বলেন।

"আপনার করুণার প্রয়োজন নেই। রেবাম্মা,?" রাজকুমার অনাথালয়ের পরিচালিকার দিকে ঘোরেন। "আমি চাই রাজ অনাথালয়েই এর পরিচর্যা করা হোক।"

"স্বামী–"

"এমনকি যদি তার সেরে উঠতে বা মৃত্যু হতে যদি তিন দশকও লেগে যায়, আমরা তার যত্ন নেব।"

"কিন্তু স্বামী, এটা খরচসাপেক্ষ হয়ে যাবে।" রেবাম্মা নিজের কানের পিছন চুলকায়।

"সমস্ত খরচ বহন করা হবে," রাজকুমার উত্তর দেন। ভিড়ের মধ্যে রাগত গুঞ্জন ওঠে। রেবাম্মাকে সন্তুষ্ট দেখায়। শীঘ্রই দলটি আহত উত্থঙ্গকে নিয়ে অনাথালয়ের দিকে ফিরে যায়। পরিচর্যা সম্পর্কিত নির্দেশ দানের জন্য রাজবৈদ্য তাদের সঙ্গেই যান। স্কন্দদাস নিজের কার্যালয়ের দিকে ফিরেই যাচ্ছিলেন, তখনই তাঁর চোখ পড়ে মহাদেব তখনো সেখানেই রয়েছেন।

"মহামহিম, আপনার কাছে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে," স্কন্দদাস বলেন। রাজকুমার মহাদেব আড়াআড়ি ভাবে হাত রেখে মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

"আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমি কীভাবে বাইরে বেরিয়েছি, তাহলে আমি আপনাকে বলব না, মহোদয়। খাঁচায় বন্দী টিয়ার মত জীবন কাটাতে কাটাতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি জানি একদিন আপনি আমার পালিয়ে যাওয়ার গোপন পথটি খুঁজে সেই পথও বন্ধ করবেনই, কিন্তু ততদিন অবধি আমি আমার সেই ক্ষুদ্র আনন্দকে ধরে রাখার চেষ্টা করব," মহাদেব বলেন।

"মহানুভব, আপনার মঙ্গলের জন্য, আপনার সুরক্ষার জন্যেই আমি এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছি। এটি সম্রাটের আদেশানুসারে গৃহীত হয়েছে," স্কন্দদাস গভীর ভাবে আনত হয়ে বলেন। তিনি রাজকুমারের হতাশা উপলব্ধি করতে পারেন কিন্তু তাঁকে নিজের কর্তব্য করতেই হবে।

BanglaBook.org

রাজকুমার কিছুক্ষন গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তিনি স্কন্দদাসের দিকে ফিরে বললেন, "মহোদয়, আমি কি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি?"

স্কন্দদাস টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "সবসময়, মহামহিম। আপনার পিতাও আমার বিশ্বস্ততার সমর্থক হবেন।"

স্কন্দদাস বুঝলেন সে মুহূর্তে তিনি শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তিনি একটি ভুল করে বসলেন। তাঁর পিতার নাম নেওয়াতেই যুবরাজ আরও গুটিয়ে গেলেন। স্কন্দদাস শুনতে পান তাঁর কক্ষের ভিতরে বৃহন্নলা গুনগুন করে গান গাইছে। মহাদেব এদিক সেদিক তাকালেন, যেন কেউ তাঁদের কথা শুনে ফেলবে। স্কন্দদাসের ধৈর্যের বাঁধ আলগা হয়ে আসে।

"মহামহিম..."

"আমার দাদা খুব বিপদের মধ্যে আছে।"

বক্তব্যের আকস্মিকতায় স্কন্দদাস হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। রাজকুমার তাঁর এই হতচকিত নিস্তব্ধতাকে ভুল করে অবিশ্বাস বলে ধরে নিলেন। তিনি স্কন্দদাসের হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে সেই পালকিতে যা কিছু দেখেছিলেন সব বললেন। তিনি এও বললেন যে তাঁর দাদা সম্ভবত কালিকার গুহায় রয়েছে, এবং সেই জন্যেই তিনি ভয় পাচ্ছেন।

স্কন্দদাস যুবরাজকে সাময়িক উত্তেজনা প্রশমনের সময় দিলেন। তাঁর মাথায় বিপদসংকেতধ্বনি বাজতে শুরু করেছে। তিনি এই খবর পেয়েছেন যে এইসবের মধ্যে কেকী যুক্ত আছে, আর তাই সে বৃহন্নলার সাথে দেখা করতে এসেছিল। বন্দরে জীমূতের জাহাজের উপর নজর রাখার জন্য তাঁর যে গুপ্তচরেরা থাকে, তাঁদের কাছ থেকেও খবর পেয়েছেন পট্টরায়ের রথ কে কালিকার গুহাগামী পথের দিকে যেতে দেখা গেছে। তিনি অনুমান করে নিলেন যে পট্টরায় এবং আরও কয়েকজনকে কালিকার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই কেকী এসেছিল।

যদিও স্কন্দদাসের নৈতিকতা অনমনীয়, কিন্তু তিনি জানেন প্রমোদ ভবনগুলিতে এইভাবে যাওয়া খুবই সাধারন বিষয়। সম্রাট বা মহাপ্রধান পরমেশ্বর কেউই এই বিষয় নিয়ে খুব বেশী ভাবিত নন। জনগন তাদের শরীরের কোন অঙ্গ

BanglaBook.org

নিয়ে কী করছে তাতে রাষ্ট্রের কোনো মাথাব্যথা নেই, তাঁর ঊর্দ্ধস্থিত মানুষটি তাঁকে বারবার মনে করিয়ে দিতে পছন্দ করেন। মাহিষমতির বিরুদ্ধে তাঁর এই আর একটি অসন্তোষ। কেউ তাঁর সততার মূল্য দেয় না, তাঁর দয়ালুতার বা নৈতিকতার, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর সমর্পণ নিয়ে কেউ ভাবে না। একবার তিনি কয়েকজন অভিজাতদের বেশ্যালয়ে গিয়ে আমোদ করার কথা তুলে ধরতে গিয়েছিলেন, সেটি সভায় সকলের কাছে অত্যন্ত হাস্যকর বলে বোধ হয়েছিল। তাঁর গুপ্তচরেরা প্রায়ই খবর দেয় শুঁড়ীখানাগুলিতে মদ্যপ অবস্থায় স্কন্দদাসের অব্যাহত কৌমার্য নিয়ে কথাবার্তা চলে। বোকা বোকা হেসে চরদের বলা এই কথোপথকথনের বিবৃতিগুলি সবসময়েই তাঁর সম্ভাব্য অক্ষমতা সূচক একটি তিক্ত মন্তব্য দিয়ে শেষ হয়।

স্কন্দদাস এখন মাথার উপর এসে পড়া এই সমস্যা নিয়ে ভাবিত হলেন। যুবরাজ বিজ্জল নির্বোধের মত এক বিপদজনক স্থানে চলে গেছেন। সেখানে অনেককিছুই ঘটে যেতে পারে। কালিকার গুহায় কেউ বিজ্জলকে অপহরণ বা হত্যা করতে পারে, তাও আবার তাঁর নজরদারির মধ্যে, সে সম্ভাবনা মাথায় আসতেই তিনি শিহরিত হয়ে উঠলেন। ঈশ্বর তাঁকে নিজেকে পুনঃপ্রতিপন্ন করার সুযোগ দিয়েছেন, তাঁকে সেখানে গিয়ে যুবরাজকে রক্ষা করতেই হবে।

"মহামহিম, আমাকে এখনই সে কালিকার গুহায় গিয়ে দেখতে হবে যুবরাজের কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না। যাই হোক না কেন, জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের সুরক্ষা নিয়ে যারা আপোষ করে তাদের আমি শাস্তি না পাইয়ে ছাড়ব না। এর বিচার হবেই, এবং সম্রাটের সামনে দোষীব্যক্তিদের উত্তর দিতেই হবে। কিন্তু বিব্রতবোধ এড়ানোর জন্য আমি বিচারটি গোপনীয় ভাবে করানোর ব্যবস্থা করব।"

"মহোদয়, মহোদয়, অনুগ্রহ করুন..." মহাদেবের চোখ ছলছল করে ওঠে।

এই বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাওয়া বাচ্চারা সামান্য প্রতিকূলতাতেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে, স্কন্দদাস নিজের মনেই ভাবেন।

তিনি নিজের মাথা পিছনে হেলিয়ে, মেরুদণ্ড টানটান করে নিজের সম্পূর্ণ উচ্চতায় সোজা হয়ে বললেন, "আমাকে ক্ষমা করবেন, মহামহিম। আপনি যদি ভেবে থাকেন এইরকম ভয়ানক এক সুরক্ষা ব্যবস্থা লঙ্ঘন করার কথা আমি

BanglaBook.org

সম্রাটের কাছে অভিযোগ জানাবো না, তাহলে আপনি ভুল ব্যক্তির কাছে এসেছেন।”

রাজকুমার মহাদেব ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে ঘুরে চলে গেলেন। রাজকুমারের গমন পথের দিকে তাকিয়ে তাঁর খারাপ লাগল, তাঁর কাঁধ স্থির হয়ে গেছে, দুর্ভাবনায় মাথা ঝোঁকানো।

তিনি ভিতরে প্রবেশ করে দরজাটি আস্তে করে লাগিয়ে দিয়ে পিছন ঘুরতেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বৃহন্নলা তাঁর কাষ্ঠাসনে বসে নথি লেখা তালপত্রগুলি পড়ছে।

বৃহন্নলা তাঁকে দেখতেই হাসি মুখে উঠে দাঁড়ায়। সে মুখ ঘোরাতেই প্রদীপের আলোয় তার হীরের নাকছাবি ঝলমল করে ওঠে, কিন্তু তার দাঁত আরও ঝকঝক করছে।

“কোন দুঃসাহসে তুমি আমার কার্যনির্বাহী তথ্যে হস্তক্ষেপ করো?” স্কন্দদাস ক্রোধ সম্বরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

“হায়, আপনিই তো আমাকে এগুলো পরীক্ষা করতে বললেন। এগুলোর এখন হিসাব মেলানো হয়ে গেছে। আপনি কি আবার এগুলো পরীক্ষা করে দেখার কষ্ট করবেন?” বৃহন্নলা হাসে।

স্কন্দদাস নিশ্চিত জানেন সে অতিরিক্ত বাদ্যকরের তথ্য ধ্বংস করে দিয়েছে। স্কন্দদাস কোনোদিনই বৃহন্নলরকে পছন্দ করেন নি। কেকী ধূর্ত, কিন্তু বৃহন্নলা তাদের দুজনের মধ্যে বেশী কুটিল।

“তুমি...তুমি...” স্কন্দদাসের মুখে শব্দ যোগায় না। রাগে তাঁর ঠোঁট কাঁপছে, তিনি বৃহন্নলার দিকে আঙুল তুলে নাড়ান।

“আপনি রেগে যাচ্ছেন, স্বামী.” আনত হয়ে বৃহন্নলা বলে।

তার এই অশ্রদ্ধা স্কন্দদাসকে প্রত্যেকবার উত্যক্ত করে। সে যদি নপুংসক না হত, তাহলে তিনি তাঁকে ধাক্কা মেরে বের করে দিতেন।

“ভুলে যাবে না, তুমি রাষ্টের উপপ্রধানের সাথে কথা বলছ,” রাগে স্কন্দদাস হাত মুঠো করেন।

“প্রভু, আমি তা কেমন করে ভুলতে পারি, অন্তঃপুরের মেয়েরা বলাবলি করে আপনাকে নাকি মাদারী দের মত দেখতে, কিন্তু আমি সবসময় ওদের সাথে তর্ক

BanglaBook.org

করি যে আপনার হৃদয় খাঁটি সোনার। তাতে কী আসে যায় আপনি যদি সুপুরুষ দেখতে না হন ? আমরা সবাই আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করি, স্বামী।” সে হাত জোড় করে প্রণাম জানায়।

স্কন্দদাস চোখ বন্ধ করে গভীর একটা নিশ্বাস টানেন। 'মাদারী',শব্দটি তাঁর বর্ণের প্রতি টিপ্পনি কাটা। আর এটি অপমানের সর্বনিম্ন স্তর। কিন্তু অন্যকিছুর থেকে স্কন্দদাসকে যেটি সব চাইতে উত্যক্ত করে, তা হল বৃহন্নলার কৃত্রিম নম্রতা।

তাঁর আত্ম নিয়ন্ত্রণ সর্বোচ্চ সীমায় এনে তিনি বৃহন্নলাকে আঘাত করা থেকে বিরত হলেন। বৃহন্নলাকে না ডেকে পাঠালেই ভাল হত। তাঁর বিন্দুমাত্র ধারনা নেই তিনি এর সাথে কিভাবে পেরে উঠবেন। *তোমার রসবোধের অভাব আছে,* পরমেশ্বরের কথা তাঁর কানে ধ্বনিত হয়।

“তোমার ভাঁড়ামির জন্য আমার এখন সময় নেই, নপুংসক। আমি কাল তোমার সাথে কথা বলব। এবার দূর হও এখান থেকে।”

“আপনি রেগে গিয়ে এই নপুংসকের মন কেন ভেঙে দিচ্ছেন, স্বামী? আমি যদি আপনাকে রাগিয়ে দিয়ে থাকি তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।”

“প্রহরী,” স্কন্দদাস হাঁক দেন।

“শান্ত হন, স্বামী, শান্ত হন। মা গো, আপনি দ্রুত রেগে যান।”

“প্রহরী!”

বৃহন্নলা মেঝেতে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করে দিল, “ক্ষমা করে দিন, প্রভু, আমি যদি আপনাকে ক্ষুণ্ণ করেছি।”

দুজন প্রহরী কক্ষে প্রবেশ করে প্রণাম জানায়। *আহাম্মক সব!* তিনি ভাবলেন. *তাঁর তলবের উত্তর দেওয়ার জন্য সময় নিচ্ছে।*

“চব্বিশ জন সশস্ত্র সৈন্য সজ্জিত করে আমার ঘোড়া প্রস্তুত করো,” স্কন্দদাস নির্দেশ দিলেন।

প্রহরীরা অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

“আপনি কোথায় যাবেন, স্বামী?” বৃহন্নলা জিজ্ঞাসা করে।

“কালিকার গুহায়।”

BanglaBook.org

"আহা, আহা, আমি সৌভাগ্যবতী যে এইরকম নিষ্ঠা দেখতে পেলাম। আপনি এমনকি ভোর হওয়ার অপেক্ষা করলেন না। রাষ্টের স্বার্থ আপনার কাছে সর্ব প্রধান। কী দেশপ্রেম, কর্তব্যের কী বোধ। আপনি মাহিষমতীর গর্ব। আপনি যুবরাজ বিজ্জলকে রক্ষা করতে চললেন। "

স্কন্দদাস স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

বৃহন্নলা তার ভুলটা একটু দেরিতেই বুঝতে পারে।

"তুমি কী করে জানলে যে যুবরাজ কালিকার গুহায় আছেন?" তিনি জিজ্ঞাসা করতেই বৃহন্নলার মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেল।

"তোমার জিভ তোমাকে দুর্বিপাকে ফেলে দিল, তাই না?" স্কন্দদাস তার অস্বাচ্ছন্দ্য দেখে হাসলেন।

"যদি আমার স্বামী চান, তাহলে আমি আজীবনের জন্য কথা বলা বন্ধ করে দিতে পারি। আপনি মহৎ একজন মানুষ। মাহিষমতীর আপনার মত আরও মানুষের প্রয়োজন। আমি সর্বদাই আপনার সেবিকা, স্বামী। জয় মাহিষমতী!" বলেই বৃহন্নলা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করে।

স্কন্দদাস তার দিকে তাকিয়ে হাসেন। ক্ষিপ্র গতিতে তিনি তাঁর তলোয়ার কোষমুক্ত করে বৃহন্নলার গলায় তাক করেন। "তুমিও আমার সঙ্গে আসবে আমার সেবিকা। আমি তোমার ভক্তিতে তুষ্ট হয়েছি। আমি জানি তুমি কালিকার পান্থশালায় তার মায়ের কাছে পেশাগত প্রশিক্ষন প্রাপ্ত। তুমি এর ভিতর বাইরে সব চেনো। এই অভিযানে তোমার চেয়ে ভাল সঙ্গ দান আর কে করতে পারে? চলো, একসঙ্গে আমরা আমাদের রাষ্ট্রের সেবা করি, স্বদেশপ্রেমী," একটা ধূর্ত হাসি দিয়ে তিনি বললেন।

কে বলে তাঁর রসবোধ নেই, তিনি নিজের মনে ভাবলেন এবং বৃহন্নলার মুখের সন্ত্রস্ত ভাব উপভোগ করতে করতে তিনি নিজেরই মশকরায় দাঁত বের করে হেসে উঠলেন।

BanglaBook.org

ষোল

শিবগামী

উত্থঙ্গকে অনাথালয়ে ফিরিয়ে এনে ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। শুকনো লঙ্কা, মরিচ, এবং আদার বস্তা গুলি একদিকে সরিয়ে ফেলা হল। অন্যদিকে রাখা হল চালের বস্তাগুলি। পাকানোর জন্য ঝুলিয়ে রাখা কলার কাঁদি সেখান থেকে নামিয়ে ঝোলানো হল বারান্দার ছাদে। মেঝে পরিষ্কার করে জায়গা বের করা গেল। কয়েকটি ইঁদুরকে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হল, আর কিছু মাকড়শা উপরে যমরাজের কাছে যাত্রায় তাদের সঙ্গ দিল। একটা পায়া ভাঙা তক্তা দ্রুত সারিয়ে নিয়ে রেখে দেওয়া হল গুদামঘরের একপাশে।

চিৎকার চেঁচামিচির মধ্যে তাকে সেখানে নিয়ে এসে তক্তার মধ্যে বিছিয়ে রাখা রুক্ষ বস্তার উপর শুইয়ে দেওয়া হল। কেউ কয়েকটি পুরনো কাপড় এনে পুঁটুলি পাকিয়ে তা দিয়ে বালিশ বানিয়ে উত্থঙ্গের হেলে পড়া মাথা তার উপর রাখে। তার হাত পা একসাথে গুটিয়ে এনে তক্তার মধ্যে প্রায় গুঁজে দিয়ে রেবাম্মার একটা পুরনো শাড়ি ছিঁড়ে দুভাগ করে তাকে ঢাকা দিল।

স্তম্ভের পিছনে নিজেকে যতদূর সম্ভব অদৃশ করে শিবগামী দাঁড়িয়ে সব দেখছে। যতবার ভীড় সরে গিয়ে ছেলেটির একঝলক দেখা যাচ্ছে, সে নিজের নখ কামড়ে চলেছে। *হে ভগবান, এ আমি কী করলাম, এ আমি কী করলাম,* মনে মনে বারবার সে আউড়ে চলে। সে বুক ফাটা কান্না কাঁদতে চায়, কিন্তু পারে না।

"ভগবানের অশেষ কৃপা যে সে মরে যায় নি।"

কানের কাছে ফিসফিসানি শুনে সে বাস্তবে ফিরে আসে।

BanglaBook.org

"কামাক্ষী," নিজের বুকে হাত রেখে সে চমকে ওঠে৷ তার চোখ জলে ভরে আসে, সে মুখ ঘুরিয়ে স্তম্ভের মধ্যে মাথা হেলিয়ে দাঁড়ায়৷ "আমি মরে যেতে চাই৷ আমি এ কী করে ফেললাম!" সে কেঁদে ফেলে৷ কামাক্ষী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেই শিবগামী ফুঁপাতে শুরু করে৷ সে অনুভূতিশূন্য হয়ে গেছে, না কামাক্ষীর সান্তনা দেওয়া কথা, না তার পিঠে কামাক্ষীর শীতল স্পর্শে হাত বুলিয়ে দেওয়া শিবগামীকে স্বস্তি দিতে পারল৷

"আমার মনে হয় এবার তুই খুশী হয়েছিস, মাগী," একটা রূঢ় কণ্ঠ সহসা বলে ওঠে৷

পিছনে হাত দিয়ে থোণ্ডক দাঁড়িয়ে রয়েছে৷ তার পিছনে আরও তিনজন ছেলে৷ তাদের চোখ ঘৃণায় পূর্ণ৷

"থোণ্ডক, কোনো নাটক শুরু করবি না," কামাক্ষী তাকে শাসায়৷ সে কামাক্ষীকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে শিবগামীর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে৷ এক ঝলকের মধ্যে একটি ছুরি শিবগামীর মুখ ফালা করে দিতে আসে৷ চোখের নিমেষে সে ঘুরে না গেলে এটা তার নাক কেটে ফেলত৷ কামাক্ষী হত্যা বলে চিৎকার করে রেবাম্মা বা যে কেউ সাহায্য করতে পারে তাকে ডাকতে শুরু করল৷

শিবগামী দেখতে পেল অন্য তিনজন ছেলে হাতে লাঠি আর লোহার মুষল নিয়ে তার পিছনে ধাওয়া করেছে৷ সে ছুরির অন্য আঘাতটি কাটিয়ে থোণ্ডককে ধাক্কা মারে৷ এটা সবজি কাটার ছুরি, সে লক্ষ্য করে৷ এটা দিয়ে বিদ্ধ করা যাবে না, সে শুধুমাত্র কাটতে পারবে এই ছুরি দিয়ে৷ যখন শিবগামী বিপদের মাত্রা মেপে নিচ্ছে তাদের মধ্যে একটি ছেলে কামাক্ষীর বাম চোখে ঘুষি মারে আর শিবগামী দেখে কামাক্ষী লুটিয়ে পড়ে গেল৷ এটা তাকে ক্রোধন্মত্ত করে তুলল৷

"আমি কিচ্ছু করিনি, কিচ্ছু না, বেজন্মার দল," শিবগামী চিৎকার করে ওঠে৷ ছুরির আঘাত আবার নেমে আসতেই সে সেটিকে ধরে ফেলে৷ তাকে দেখে মনে হয় ছুরির ধারালো কিনারায় তার আঙুল কেটে যাওয়া সত্ত্বেও সে যন্ত্রণা সম্পর্কে অনবহিত৷ কনুই বেয়ে গড়িয়ে পড়া উষ্ণ রক্তের ধারা সম্পর্কে সে সামান্যও অবগত নয়৷

BanglaBook.org

আচমকা একটা তীক্ষ্ণ আঘাত তার ডান কাঁধে সজোরে এসে পড়ে। একটা ছেলে লাঠি দিয়ে আবার তাকে মারার জন্য তাক করছে। শিবগামি দ্রুত পা ছুঁড়ে দিয়ে ছেলেটির দুই পায়ের মাঝে মারে। ছেলেটি নিজের কুঁচকি ধরে হাঁটু মুড়ে পড়ে যায়। শিবগামীর মাথা লক্ষ্য করে একটা মুষল ছুটে আসতেই সে ছেলেটির হাঁটুতে সজোরে লাথি মেরে তাকে ফেলে দেয়। শিবগামীর উপর চুন সুরকীর গুঁড়ো আর ইঁটের টুকরো বর্ষিত করে মুষলটি দেওয়ালে আঘাত করে। তার পাঁজরের নিচে একটা ঘুষি এসে লাগতেই এক মুহুর্তের জন্য তার নিশ্বাস আটকে যায়।

প্রশস্ত জায়গা, আমার যা চাই তা হল খোলা জায়গা, নিশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে সে নিজেকে বলে। তলপেটে এসে পড়া একটা লাথি তার মুঠো আলগা করে দেয়। সে অনুভব করে তার হাতের তালু ফালা করে দিয়ে ছুরিটা তার মুঠোর ভিতর থেকে পিছলে চলে যাচ্ছে। সতেজ ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। থোণ্ডক আবার হাত তুলতেই সে ছুরিটার এক ঝলক দেখতে পায়। আচমকা প্রচন্ড শক্তি সঞ্চয় করে সে থোণ্ডকের কব্জি ধরে তাকে নিজের কাঁধের অপর দিকে উলটে ফেলে দেয়। থোণ্ডক তার বন্ধুদের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ঘরের কোণ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য সেটা শিবগামীকে কিছুক্ষণ সময় দেয়। সে তাদের উপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে, কামাক্ষীকে মেঝে থেকে ঝাঁকি মেরে টেনে তুলে দৌড়তে থাকে। সে শুনতে পায় তারা তাদের পিছনে ধাওয়া করেছে। শিবগামী আর কামাক্ষী তাদের পিছনে চেঁচাতে থাকা ছেলে মেয়ের ভীড়ে ভরা বারান্দা দিয়ে ছুটতে শুরু করে। তারা শিবগামীর রক্ত চেয়ে উল্লাসগর্জন করছে। সে সামান্য মাত্রও গ্রাহ্য করে না। পাগলের মত এলোপাথাড়ি ছুরি চালাতে চালাতে থোণ্ডক তাদের পিছনে আসছে।

অপ্রত্যাশিতটাই করো, নিজের প্রশিক্ষণ কালে বহুবার উচ্চারিত তাত থিম্মার সেই কথা তার মাথায় এল।

সে তার চলার গতি কমিয়ে ফেলল যাতে থোণ্ডক তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। সে একটা স্তম্ভ ধরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। থোণ্ডক আর তার বন্ধুরা যত এগিয়ে আসছে কামাক্ষী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করছে। শিবগামী এমন করে দাঁড়িয়ে আছে যেন সে তাদের এগিয়ে আসা শুনতেই পাচ্ছে না। এবং প্রত্যাশিত

BanglaBook.org

ভাবে, থোণ্ডুক উদ্যত ছুরি নিয়ে তাকে আঘাত হানে। শিবগামী শেষ মুহূর্তে নিজের মাথা আচমকাই নামিয়ে নিয়ে ঘুরে তার মধ্যচ্ছদা ধরে ফেলে সম্মুখবর্তী স্তম্ভে তাকে ধাক্কা লাগানোর জন্য থোণ্ডুকের নিজের গতিবেগ ব্যবহার করে তাকে সজোরে ঠেলে দেয়।

সামনের দিকে বের হওয়া দাঁতগুলো ভেঙে দিয়ে, পাথুরে স্তম্ভে গিয়ে থোণ্ডুকের মুখ সশব্দে আঘাত করে। তার হাত থেকে ছুরি খসে ঝনঝন শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেছে। সে হাত পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে আর তার কাটা ঠোঁট ও ভাঙা নাক থেকে রক্ত বেরিয়ে তার সামনের মেঝেতে রক্তের পুকুর হয়ে গেছে। তাকে হতবুদ্ধি দেখায়। তার পাঁজর গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য শিবগামী নিজের হাঁটু ব্যবহার করে আর থোণ্ডুক ডিগবাজি খেয়ে নিজের দিকে ঘুরে পড়ে যায়। অন্য ছেলেদের দ্বিধান্বিত দেখায়। শিবগামী মেঝে থেকে ছুরি তুলে নিয়ে তাদের দিকে তাক করতেই তারা উলটো দিকে পালায়। সে কামাক্ষীর হাত ধরে সোজা তাদের দিকে হেঁটে যায়। সেই ছেলেটা যাকে সে কুঁচকি তে মেরেছিল সে নিজের লাঠি তুলে শিবগামীর দিকে আঘাত হানতে যায়, কিন্তু তাকে ছুরি দিয়ে ফালা করার সময় শিবগামী তার দিকে ঘুরে তাকানোরও প্রয়োজন বোধ করে না। রক্তাক্ত কব্জি মুঠোয় ধরে ছেলেটা পড়ে যেতেই অন্যেরা সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে গেল।

বিস্ময়াভিভূত ছেলে মেয়ের সারির পাশ দিয়ে সে হেঁটে চলে। রেবাম্মা তারস্বরে কাঁদছেন আর বলছেন রাজদ্রোহীর মেয়ে তাঁর ছেলেদের মেরে ফেললেন। শিবগামী তাঁর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তাঁর দিকে এক ঝলক তাকানোরও কষ্ট করল না।

"একটা যক্ষী, একটা রাক্ষসী... তা নাহলে এ কী করে আমাকে হারিয়ে দেয়। এই ডাইনির হাত থেকে একমাত্র ভগবানই আমাদের রক্ষা করতে পারেন," সে শুনতে পায় থোণ্ডুক চিৎকার করছে। দ্রুতই 'রাক্ষসী' আর 'যক্ষী' চিৎকার সমবেত ভাবে রাগত মন্ত্রোচ্চারণে পরিণত হল। সে গোড়ালিতে ভর করে ঘুরে দাঁড়িয়ে থোণ্ডুকের দিকে ছুরিটি ছুঁড়ে দেয়। সেটি থোণ্ডুকের গলা ঘেঁষে স্তম্ভের পাশ দিয়ে গিয়ে দেওয়ালে গেঁথে গেল। চতুর্দিকে হতচকিত নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল শুনতে পাওয়া যাচ্ছে ছুরির হাতলের কম্পন ধ্বনি।

BanglaBook.org

তার খুব কাছাকাছি কামাক্ষীকে নিয়ে শিবগামী ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে দুহাতের তালুতে মুখ ঢাকে। তার ঘাঘরা রক্তে ভিজে গেছে আর প্রত্যেক নিশ্বাসের সাথে তার বুক জ্বালা করছে। লংকা আর মরিচ থেকে আসা ঝাঁঝালো গন্ধ এটিকে আরও দুর্বিষহ করে তুলছে। কামাক্ষী ব্যতিব্যস্ত হয়ে শিবগামীর তালুর রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য কিছু খুঁজছে। উথঙ্গ যেখানে অচেতন হয়ে শুয়ে আছে, শিবগামী নিজেকে সেই তক্তার কাছে টেনে নিয়ে গেল।

যখন কামাক্ষী তার হাতের তালু হলুদ দিয়ে পরিচর্যা করে সে একটি শব্দও উচ্চারণ না করে ছেলেটির অচঞ্চল মুখের দিকে তাকিয়েই থাকে। উথঙ্গের মুখ থেকে একবারের জন্যেও চোখ না সরিয়ে শিবগামী মূর্তির মত বসে আছে। কামাক্ষী যখন তার কৌঞ্চিকা খুলে তার ডান দিকের স্তনের নিচে পড়া কালশিটেতে স্পর্শ করল, এমনি কি সে তখনও কোনো সাড়াশব্দ করে না। রক্ত জমে তার স্তনের নিচে পাতি লেবুর মত আকারের কালশিটে পড়ে গিয়েছে।

কামাক্ষী হাত দিয়ে শিবগামীর পাঁজর অনুভব করে বলে, "ব্যথা করছে?" শিবগামীর কাছ থেকে কোনো উত্তর আসে না।

"ভাগ্য ভালো, মনে হচ্ছে কিছু ভাঙে নি," শিবগামীর মুখ, পিঠ আর স্তন থেকে রক্ত মুছিয়ে দিতে দিতে কামাক্ষী বলে। সে ক্ষতস্থানে হলুদ লাগিয়ে দিয়ে শিবগামীর কৌঞ্চিকা আবার বেঁধে ফেলে।

উথঙ্গ যেখানে শুয়ে আছে শিবগামী সেই বিছানায় নিজের মাথা এলিয়ে দেয়। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে আর ফোঁপানোর জন্য তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। "ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও," সে মৃদু স্বরে বলে।

"ও সুস্থ হয়ে যাবে। আমাদের আশা ত্যাগ করা উচিত নয়। তুমি এটা করো নি, শিবগামী। এতটা অপরাধবোধে ভোগার কোনো কারণ নেই," কামাক্ষী বলে কিন্তু এই কথাও শিবগামীর কাছ থেকে কোন উত্তর বের করতে পারে না। কামাক্ষী দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের চোখ পরীক্ষা করার জন্য প্রদীপের কাছে যায়। "আমাকে তো ভয়ঙ্কর দেখতে লাগছে," নিজের কালো হয়ে যাওয়া চোখ স্পর্শ করে কামাক্ষী বলে। "আমি ওই ছেলেটাকে মেরে ফেলব।"

BanglaBook.org

এখনো শিবগামীর কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। কামাক্ষী তার কাছে গিয়ে তার কাঁধে চাপ দিয়ে নিজের মাথা নাড়ায় যখন দেখে শিবগামী নিঃশব্দে কেঁদে চলেছে।

"আমি ভাবতাম তুমি খুব দৃঢ়চেতা মেয়ে," সে বলে। যখন শিবগামী তার নিস্তব্ধতার শপথে অটল থাকে, কামাক্ষী তার শোবার জন্য জায়গা করতে শুরু করে।

যখন শিবগামীর ঘুম ভাঙে, বাইরে তখনও অন্ধকার। সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না। কক্ষের মধ্যে শুধুমাত্র উথঙ্গের শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ।

ছাদের একটা ছোটো ফাটল থেকে জ্যোৎস্না এসে পড়ছে। খুব মৃদু ফিসফিস শব্দ সে শুনতে পেল। না কি গাছের পাতার মধ্যে বাতাস খেলে বেড়াচ্ছে। সে মন দিয়ে শোনে। কেউ কাঁদছে। 'কামাক্ষী?' সে ডাকে, কিন্তু কোনো উত্তর আসে না।

ঠোঁট কামড়ে ব্যথা দমন করে সে উঠে দাঁড়ায়। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজার কাছে গিয়ে সেটি ঠেলে দেয়। সেটি বিশ্রী শব্দ করে খুলে গিয়ে প্রধান প্রাঙ্গনের শূন্যতাকে মেলে ধরে। সে দেখে মেঘমুক্ত আকাশে একফালি চাঁদ আলগা ভাবে ঝুলে রয়েছে। কেউ কাশে আর শিবগামী ভয়ে স্থির হয়ে যায়। কোনো কিছুই নড়ল না দেখে ছায়ায় আবৃত হয়ে বারান্দা দিয়ে সে সদর দরজার দিকে পা বাড়ায়।

সে আশ্চর্য হয়ে দেখে সদর দরজা আধখোলা। সে দরজাটি টেনে খুলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, দেখে নেয় কেউ এর মৃদু শব্দে কেউ প্রতিক্রিয়া করছে কি না। যখন কিছুই ঘটে না, সে বাইরে পা রাখে। একটা অচেনা ছেলে চৌকাঠে উথঙ্গের জায়গা নিয়েছে। সে সন্তর্পণে ছেলেটির ঘুমন্ত শরীর ডিঙিয়ে অনাথালয়ের বাইরে চলে আসে।

শিবগামী ভবনটির দিকে ফিরে তাকায়। ছায়ার মধ্যে, ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাওয়া এর কিনারাগুলির জন্য অনাথালয়টিকে দিনের বেলার থেকেও আরও বিষন্ন লাগছে। *তিনি কী ভাবে... আমার সাথে তাঁর এরকম করা উচিত হয় নি। আমি তাঁকে নিজের পিতার মত জ্ঞান করেছিলাম।* থিম্মার প্রতি বাড়তে থাকা

BanglaBook.org

ঘৃণাকে সে দমন করার চেষ্টা করে। সে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে। কোনো অভিজাতের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে সে জীবনযাপন করতে পারবে। সে লিখতে পড়তে জানে, হয়ত সে কিছু বাচ্চাদের পড়াতেও পারবে। এই নরক থেকে দূরে সরে থাকার জন্য সে সব কিছু করতে পারে। তাকে শুধু নিজের পুঁটুলিটা খুঁজে পেতে হবে, নিশ্চিত হতে হবে তার পিতার পাণ্ডুলিপিটা এখনো সেখানে আছে কিনা, আর সবার অজান্তে দূরে কোথাও সরে পড়তে হবে।

উত্থঙ্গের অবচেতন মুখ শিবগামীর মনে ভেসে উঠতেই শিবগামীর তলিয়ে যাওয়ার মত অনুভূতি হল। না, সে তাঁকে এইভাবে ফেলে পালাবে না। সে হাতের পিছন দিয়ে নিজের দ্রুত উপচে পড়া চোখ মুছে ফেলে।

আবার ফিসফিস করে কথা বলার আওয়াজ। এটা কি পুরুষের গলা? সে সতর্ক হয়। পথ জনমানবশূন্য, আর ফিসফিসের আওয়াজ ভবনের পাশ থেকে আসছে। সে আওয়াজ লক্ষ্য করে পা টিপে টিপে এগিয়ে যায়। সচেতনভাবে সে নিজেকে ভবনের ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে রাখে। সে তাদেরকে একটা বড় ডুমুর গাছের নিচে দেখতে পেল - একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক, গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ। তাদের পিছনে পরিত্যক্ত শকট টানার ঘোড়ার আস্তাবল কয়েক শ' হাত দূরে।

শিবগামী সন্তর্পণে তাদের দিকে এগিয়ে যায়, তাদের কথোপকথন শুনতে পাওয়ার মত কাছাকাছি। সে একটা ঝোপের পিছনে লুকিয়ে পড়ে। অন্ধকারে সে কেবল তাদের দেহরেখা দেখতে পাচ্ছে। কাছাকছি আসতেই মনে হচ্ছে এটা একটা অল্পবয়েসি যুগল – প্রায় তারই বয়েসের কাছাকাছি।

ছেলেটি যে আশ্লেষে মেয়েটিকে চুমু খাচ্ছে, তাতে শিবগামী নিজেই লজ্জা পায়। মেয়েটি বাধা দিচ্ছে, কিন্তু যে আকুলতায় সে ছেলেটির পিঠে নখ বসিয়ে দিচ্ছে তাতেই প্রমাণিত হচ্ছে মেয়েটিও সমান ভাবে কামার্ত। মেয়েটি ছেলেটিকে ঠেলে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে, এবং এখন গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গভীর নিশ্বাস নিচ্ছে। মেয়েটি নিজের মুখের উপর এসে পড়া চুল সরায়। কামাক্ষী! ও এখানে কী করছে? আর এই ছেলেটাই বা কে?

"দয়া করো, শিবা, দয়া করে আমার কথা শোনো," কামাক্ষী অনুনয় করে।

BanglaBook.org

"আমিও এই জীবন নিয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি, কামা। আমি শীঘ্রই তোমার জন্য আসব আর আমরা দূরে কোথাও চলে যাব," ছেলেটি উত্তর দেয়।

কামাক্ষী মুখ ঘুরিয়ে নেয়। "আমরা কি এখনই যেতে পারি না? আমার এখানে থাকতে ভয় লাগে। ঐ হিজড়েটা প্রায়ই আসে, আমার কথা বলে, আর শুধু মাত্র রেবাম্মার লোভের জন্যেই আমি এখনো নিরাপদে আছি।"

হিজড়ে? শিবগামী অবাক হয়। আর রেবাম্মার লোভই বা কীভাবে কামাক্ষীকে নিরাপদে রেখেছে?

"এখন যখন একটা নতুন মেয়ে এসেছে, হয়ত কেকী তার দিকে এবার নজর দেবে। আর মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার, প্রিয়তমা," ছেলেটি বলে।

'আমি চাইনা শিবগামীর সাথে কিছু হোক। সে আমার ভাল বন্ধু, শিবা।"

"নিজের সুরক্ষার বিষয় থাকলে প্রত্যেকেরই স্বার্থপর হওয়া উচিত, কামা। তোমার বদলে ওই নতুন মেয়েটা কেকীর ফাঁদে পড়ুক সেটাই আমি বেশী পছন্দ করব।"

"আমি চাই না তুমি এইভাবে কথা বলো।" কামাক্ষী তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ছেলেটি দুহাতের তালুতে কামাক্ষীর মুখ আলতো করে ধরার চেষ্টা করে।

তারা কী বিষয় নিয়ে কথা বলছে? কেকী? গত সন্ধ্যায় অনাথালয়ে আসার পথে যে তাদের আটকে ছিল? একটা হিম শীতল উপলব্ধি তার উপরে লতিয়ে লতিয়ে উঠে এল। কামাক্ষী ছাড়া এই অনাথালয়ে তার চেয়ে বয়সে বড় কোনো মেয়ে নেই। শিবগামী দুই আর দুইয়ে চার করতে পারে। আবার সে তাকাতেই দেখে ছেলেটি কামাক্ষীকে নিজের অনেক কাছে টেনে ধরেছে। সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। "কামা, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আর কয়েক দিন ধৈর্য ধরো। আমরা কিছু বৃহৎ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। আর কিছুই আগের মত থাকবে না- সেখানে কোনো দাস থাকবে না, থাকবে না কোনো অনাথাশ্রম। সম্রাট আর অভিজাতদের শাসন ব্যবস্থা অতীত হয়ে যাবে।সবার সমানাধিকার থাকবে। আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিতে পারব কে আমাদেরকে শাসন করবে।"

BanglaBook.org

কামাক্ষী দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "তুমি এই অবাস্তব কথাই বলতে থাকো। এই পৃথিবীর কোথাও এমন হয়না। এটা কি ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে কাউকে অভিজাত হতেই হবে এবং কাউকে সাধারণ জনগন এবং..."

"এবং কাউকে আমার মত দাস, পশুর চেয়েও খারাপ ভাবে যাদের সাথে ব্যবহার করা হয়, তাই না কামা?" ছেলেটির কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা শিবগামীকে সতর্ক করে।

"আমি...আমি তা বলতে চাই নি, শিবা। দয়া করে, দয়া করে আমার দিকে তাকাও, দয়া করো।"

কামাক্ষী হাত ছড়িয়ে ছেলেটির গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেতে শুরু করে। ছেলেটি বাধা দিয়ে তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কামাক্ষী তাকে আরও কাছে জড়িয়ে ধরে, আর যখনই ছেলেটি কিছু বলতে যায়, সে তার ঠোঁটে চুমু খেতে থাকে। ছেলেটির আঙুল কামাক্ষীর আঙুলের সাথে জড়িয়ে যায় আর ছেলেটি তাকে গাছের সাথে ঠেসে ধরে। কামাক্ষীর ঠোঁট থেকে ঠোঁট না সরিয়েই ছেলেটির হাত তার কৌঞ্চিকা হাতড়াতে থাকে। ছেলেটি তার স্তন দুটি মুঠোয় ভরে ফেলতেই কামাক্ষী নিজের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে মৃদু শীৎকার করে ওঠে।

শিবগামীর গাল গরম হয়ে ওঠে আর সে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সে ছুটে নিজের কক্ষে চলে যেতে চায়, কিন্তু তার ইচ্ছা সত্ত্বেও তার পা একবিন্দু নড়ে না। কামাক্ষীর কৌঞ্চিকা এখন খুলে রয়েছে, এবং তার প্রেমিক তার বাম স্তনবৃন্ত চুষছে। কামাক্ষীর হাত ছেলেটির এলোমেলো চুল নিয়ে খেলা করতে করতে তার ঠোঁটে চুমু খাওয়ার জন্য তাকে টেনে তোলে। ছেলেটি মান্য করে, কিন্তু সে আবার নিচে নেমে কামাক্ষীর সর্বাঙ্গে চুমু খেতে থাকে। কামাক্ষীর হাত ছেলেটির ধুতির গ্রন্থি নিয়ে টানাটানি করছে।

আচমকাই ছেলেটি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে যায়। কামাক্ষী নিজের চোখ খোলে। শিবার আচরণের হঠাৎ পরিবর্তন দেখে শিবগামী কৌতূহলী হয়।

"কী হল, শিবা?" সে কামাক্ষীকে বলতে শোনে। ছেলেটি উত্তর দেয় না।

"তুমি রাগ করেছ?" কামাক্ষী জিজ্ঞাসা করে।

BanglaBook.org

"না, প্রিয়ে, আমি আসলে চাই তুমি সবসময় পবিত্র থাকো," কামাক্ষীর কৌঞ্চিকা আবার বেঁধে দিয়ে সে বলে।

"আমি সবসময় তোমারই ছিলাম আর আজীবন থাকব।" কামাক্ষীর গলা কেঁপে যায়।

"আর যদি আমি কখনো জীবিত ফিরে না আসি..."

কামাক্ষী নিজের হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে। "তোমার কিচ্ছু হবে না। দেবতারা তোমাকে রক্ষা করবেন।"

"দেবতারা, হুঁহ্," কামাক্ষীর চুলে আঙুল বোলাতে বোলাতে সে নাক দিয়ে শব্দ করে। "ঠিক যেমন তাঁরা সবসময় আমাদের মানুষজনের রক্ষনাবেক্ষন করেন? দেবতাদের আমাদের জন্য সময় নেই, কামা।"

"শু...শ্, আমি চাই না তুমি এইরকম কথা বলো," বলে সে আবার তাকে চুমু খায়। এইবারে ছেলেটি তাকে কোমল ভাবে চুম্বন করে। তারা দুজন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঠোঁটে ঠোঁট ডোবানো, আঙুল পরস্পরের সাথে জড়ানো, আর দুই হৃৎপিণ্ডের সমান ছন্দ। মৃদু একটা বাতাস কামাক্ষীর চুলের সাথে খেলা করছে। জ্যোৎস্না তাকে রুপোলী রঙ দিয়েছে। শিবগামীর চোখ ভরে ওঠে। এটা তার সারাজীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য। কী কোমল, কী স্বর্গীয়, এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হল সে যদি প্রেমিকের আলিঙ্গনে থাকা ওই মেয়েটি হত। শিবগামী হাসে, মনে মনে প্রেমিকের মুখকল্পনা করার চেষ্টা করে, আর স্তব্ধ হয়ে যায়। না, সেই ব্যক্তিটি নয়। যে তার পিতাকে হত্যা করেছে সেই সম্রাটের ছেলে নয়। ঐ নির্বোধ, কোনো কাজের নয়, ওই মৃদুভাষী মহাদেব তো নয়ই।

"একমাত্র যদি আমার দাদা আমাদের সাথে যোগ দেয়," শিভাপ্পাকে বলতে শোনে শিবগামী। সে এখন কামাক্ষীর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কামাক্ষী তার বুকে আঁকিবুঁকি কাটছে।

"সে সবচেয়ে বড়, আমাদের গোষ্ঠীর কুলতিলক, প্রতিশ্রুত ব্যক্তি। আমি শুধুমাত্র তার ক্ষীণ অনুকরণ। আমি তার বুদ্ধিমত্তা বা অস্ত্রের দক্ষতা কোনোদিকেই সমকক্ষতা অর্জন করতে পারি নি। দলপতির সাথে দেখা করানোর জন্য তাকে নিয়ে

BanglaBook.org

যেতেই হবে। তিনিই আমার দাদাকে রাজী করাতে পারবেন। আমাদের তাকে লাগবেই।" শিভাপ্পার কথাগুলি আবেগপূর্ণ শোনায়।

"সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমরাই জয় লাভ করব। তোমার সব স্বপ্নেরা সত্যি হবে। তুমি তো শুধু তোমার একার জন্য এইসব করছ না। তুমি অন্যদের জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছো। যারা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে, দেবতারাও তাদের ভালবাসেন, তাদের উপর সদয় হন," কামাক্ষী তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে।

"কামা, একমাত্র তোমার ভালবাসাই আমার চাই। এটাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে, এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি ফিরে আসব, কামা, আর তখন সমস্ত নারী পুরুষ মুক্ত হয়ে যাবে।তখন আর কোন রাজা বা রাণী থাকবে না, কোনো অভিজাত থাকবে না, উচ্চ নিচবর্ণের ভেদাভেদ থাকবে না, দাস থাকবে না। এক মুক্ত পৃথিবী, এক মহৎ আগামীদিন।"

কামাক্ষী তার দিকে তাকিয়ে হাসে। "ভাগ্যকে লোভ দেখিও না। তুমি বড্ড বেশী স্বপ্ন দেখছ।"

শিভাপ্পা হেসে ওঠে, "নিজের মনকে প্রস্তুত করো। আমি কি স্বপ্ন দেখব, না দেখব না?"

"স্বপ্ন দেখ, কিন্তু ছোটো ছোটো স্বপ্ন দেখো।"

"নদীর ধারে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর?"

"হুমমম..."

"গোয়ালে গরু?"

"হুমমম..."

"আমার পাশে একটা সুন্দরী মেয়ে?"

"হুমমম..." বলেই কামাক্ষী লাজুকভাবে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

"যখন ইচ্ছা তখন চুমু খেতে পারব," শিভাপ্পা তার গালে একটা চুমু এঁকে দেয়, "যেখানে ইচ্ছা..." সে কামাক্ষীর মুখ ঘুরিয়ে এনে তার ঠোঁটে চুমু খেতে যায়, কিন্তু কামাক্ষী বাধা দেয়। শিভাপ্পা কামাক্ষীর আঙুল নিয়ে গোনে, "চিৎকার চেঁচামিচি, আর খেলা করার জন্য এক, দুই, তিন...দশটা বাচ্চা।"

BanglaBook.org

কামাক্ষী তাকে ঠেলে দেয়। "যথেষ্ট হয়েছে। এটা কোনো ছোট্টো স্বপ্ন নয়। তুমি লোভী হয়ে পড়ছ।"

শিবগামী প্রায় হেসেই ফেলছিল। এটা শুনে সে রোমাঞ্চিত হয় যে কোনো বিদ্রোহী গোষ্ঠী সম্রাটের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কামাক্ষী যাকে শিবা বলে ডাকছে তার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য সে উত্তেজিত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করে দিতে চায়। কিন্তু থিম্মার শেখানো সাবধানতা আর ধৈর্যের পাঠ তাকে নিজের জায়গায় আটকে থাকতে সাহায্য করে। তাকে আরও খুঁজে বের করতে হবে।

"আমাকে এবার যেতে হবে, কামা," শিবা বলে।

"প্রত্যেক মুহূর্তে, প্রত্যেক নিশ্বাসে আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করব," বলে কামাক্ষী তাকে শেষ বারের মত জড়িয়ে ধরে। ঝোপঝাড় থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে কুয়াশা উঠছে, পাতা থেকে শিশির গড়িয়ে পরছে। ঝাপসা চোখে শিবগামী দেখে, শিবা কামাক্ষীর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে পরিত্যক্ত আস্তাবলের ছায়ায় মিলিয়ে গেল। যে অন্ধকারে শিভাপ্পা বিলীন হয়ে গেল, কামাক্ষী সেইদিকে তাকিয়েই থাকে আর তার কাঁধ ঝুলে পড়ে। সে অবলম্বনের জন্য গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়, তারপরেই ধ্বসে পড়ে। সে ফোঁপাতে শুরু করেছে।

শিবগামী তার দিকে হেঁটে এসে কাঁদতে থাকা মেয়েটির পাশে বসে পড়ে। সে তার বন্ধুকে টেনে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। কামাক্ষী শিবগামীকে দেখে চমকে গেলেও একটাও শব্দ উচ্চারণ করে না। শিবগামীর কাঁধে মাথা গুঁজে দিয়ে সে কেঁদেই চলে।

শিবগামী কামাক্ষীকে মোটে একদিন হল চিনেছে, কিন্তু তার মনে হল যেন সে তাকে জন্মজন্মান্তর ধরে চেনে। কোনো শব্দ উচ্চারিত হল না, তার প্রয়োজনও নেই। শিবগামী তার যন্ত্রণা, তার একাকীত্ব অনুভব করতে পারে। অনেক দূরে মেঘ ভেদ করে গৌরীপর্বতের চূড়া দেখা যাচ্ছে। শুকতারা তাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে, যে নক্ষত্র দেখে মানুষ তার মনের ইচ্ছা কামনা করতে পারে। *আমার প্রিয় বন্ধুর দেখা স্বপ্ন, ক্ষুদ্র হোক বা বৃহৎ, যেন পূরণ হয়,* শিবগামী প্রার্থনা করে। সে অবাক হল, নক্ষত্রটিও তাদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল কি না।

BanglaBook.org

সতেরো

পট্টরায়

পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু এগোচ্ছে। ইতিমধ্যে যুবরাজ বিজ্জল হিড়ুম্বের কাছে প্রায় দু লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রারও বেশী হেরে গেছেন। তিনি যথেষ্ট পরিমাণে সোনালী তরলও পান করে ফেলেছেন, তাই উপলব্ধিও করছেন না তিনি আরও বেশী করে ঋণে ডুবে যাচ্ছেন। পট্টরায় নিজের মনেই হাসেন। অর্থের জন্য তিনি এই খেলা খেলছেন না। এই খেলা নিয়ন্ত্রণের জন্য। যুবরাজ আজকের এই ঘটনা কারো কাছে কোনো মতেই প্রকাশ করতে পারবেন না। তিনি পট্টরায়ের হাতের পুতুলে পরিণত হবেন। এবং পট্টরায় তাঁকে ভাল মত ব্যবহার করে গৌরীধূলী তৈরির গোপন স্থানে পৌঁছে যেতে পারবেন।

আবার হিড়ুম্বের হর্ষোল্লাস আর যুবরাজের নিস্ফল আস্ফালন তাঁর কানে আসে।

"আপনি আবার হেরে গেলেন, মহামহিম। কী দুঃখজনক," কেকী বললো।

"এটি শনির দৃষ্টি, মহামহিম। আপনার ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে মন্দিরে আরও দান ধ্যান করা উচিত," নগ্ন কালিকার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসা রুদ্র ভট্ট বললেন।

দাসটি এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সেও এই কক্ষের একটি স্তম্ভ,নিস্পন্দ,এমনকি চোখের পাতাও ফেলছে না। তলোয়ারের হাতল মুঠোয় ধরে থাকার জন্য তার চওড়া বাহু নুইয়ে রয়েছে।

"আর একবার চেষ্টা করবেন, মহামহিম, না কি আপনি নিরস্ত হবেন?" অক্ষ গুলি হাতের মধ্যে নিয়ে পরস্পরের সাথে ঘষে আওয়াজ তুলে হিড়ুম্ব জিজ্ঞাসা

BanglaBook.org

করে৷ যুবরাজ বিজ্জল নাক দিয়ে ঘোৎ করে শব্দ তুলে এক চুমুক সোনালী তরল পান করেন৷ তাঁর সামনের দিকে কালিকা বসে নিজের গলায় সুগন্ধি তেল লাগাচ্ছে৷ ময়ূর-প্রদীপের বিচ্ছুরিত আলোয় তার স্তন চকচক করছে৷ পট্টরায় খেয়াল করেন যুবরাজ তার দিকে একঝলক চোরা ভাবে তাকাতেই, দেবদাসী তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসে৷ এই বারাঙ্গনা বেচারা ছেলেটি কে পাগল করে তুলেছে, তিনি ভাবেন৷ পরিকল্পনায় কালিকাকে অন্তর্ভুক্ত করানো এক অসামান্য চিন্তা ছিল৷ বিপদজনক, কিন্তু ফলপ্রসূ৷ অক্ষের প্রত্যেক চালের সঙ্গে তিনি তাঁর লক্ষের দিকে এগিয়ে চলেছেন৷

তিনি প্রত্যেক ভূমিপতিকে উৎকোচ প্রদান করে স্কন্দদাসের বিরুদ্ধে সমর্থন আদায় করেছেন৷ তাঁর পরিকল্পনা কাজ করে গেলে তাঁদের সমর্থন দরকার হবে বলে নয়, বরং একজন রাজনীতিবিদ যিনি মহাপ্রধানের পদ কে লক্ষ্যবস্তু স্থির করেছেন, তাঁর কাছে এটাই প্রত্যাশিত৷

সর্বোত্তম পরিকল্পনা সত্ত্বেও, তিনি জানেন রাজনৈতিক বিষয় যে কোনো মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে – বিশ্বস্ততা প্রায়ই পালটি খায়, পিছন থেকে ছোরা মারা তো সাধারন ব্যাপার, আর নৈতিকতা কেবল মাত্র মুখের কথা৷ কিন্তু পট্টরায় কিছু মনে করেন না৷ এগুলোই তো খেলাকে আরও রোমাঞ্চকর বানায়৷ আজ থেকে সব খেলা পালটে যাবে, তিনি চক্রান্ততে তাঁর বন্ধুদের এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন৷

মহাপ্রধান হওয়ার জন্য তাঁর অকৃত্রিম উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন নিছকই একটা ফাঁদ৷ এমনকি কাদরীমন্ডলমের বেজন্মা রাজকুমারীও মনে করে পট্টরায় অর্থ ও পদলিপ্সু লোভী একজন মানুষ৷ যখন তিনি তার কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, তখনও সেই রাজকুমারী হয়ত ভেবেছিল মাহিষমতীর ভিতরে একজন মানুষকে পাওয়া গেল যাকে ব্যবহার করা যাবে৷ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবগত যে তিনিই তাকে ব্যবহার করছেন৷

"দেখো, দেখো, মহামহিম এই দানে জিতেছেন. দুষ্টু বামন," কেকী হাততালি দিয়ে বলে দুহাতে আঙুলের গিঁট মটকে নিজের মাথার দুপাশে ঠেকায়৷

BanglaBook.org

"এটি শনির ক্ষমতা, মহামহিম। আপনি শত ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোর কথা ভেবেছেন আর মহান প্রভু আপনাকে এরই মধ্যে পুরস্কৃত করতে শুরু করে দিয়েছে। এই রকম মহৎ ভাবনা ভাবতে থাকুন আর দেখুন কীভাবে আপনার ভাগ্য ঘুরে যাবে," রুদ্র ভট্ট বলে।

কালিকা নিজের আসন থেকে উঠে এসে বিজ্জলের হাত নিয়ে আঙুলে চুমু খায়। "আমার হৃদয়ের রাজপুত্রের জন্য," সে বলে। যুবক রাজপুত্রের শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। চোখ দিয়ে তার সৌন্দর্য পানের জন্য বিজ্জলকে যথেষ্ট সময় দিয়ে সে আবার হেঁটে ফিরে যায়। রুদ্র ভট্ট দ্রুত নিজের চোখ বন্ধ করে ফেলেন, এবং কেবল কস্তূরী গন্ধ মিলিয়ে যাওয়ার পরেই তিনি চোখ খোলেন। দাসের চোখের পাতা নড়ে ওঠে।

"আপনার ভাগ্য সত্যিই ঘুরে গেছে, মহামহিম। পরের পণ কী রাখবেন?" করুণ মুখ করে হিড়ুম্ব জিজ্ঞাসা করে।

"পঞ্চাশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা," কালিকার দিকে তাকিয়ে বিজ্জল বলেন। কালিকা তার মাথা নাড়িয়ে হাতে সুগন্ধি তেল লাগাতে থাকে। পট্টরায় বোঝেন, কস্তূরীর ঘ্রাণ বিজ্জলকে কামে উন্মত্ত করে তুলছে।

"এই রকম অপ্সরার জন্য এত নগণ্য মূল্য,মহামহিম?" বলে কেকী কালিকার দিকে হেঁটে গিয়ে তার শরীরের খাঁজ বরাবর আঙুল দিয়ে রেখা টানে, "দেখুন কত রমনীয় তিনি। কী স্বর্গীয় তাঁর সুগন্ধ।" সে কালিকার গলার কাছে নাক রেখে গভীর শ্বাস টানে।

"এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা," বিজ্জল চিৎকার করে।

এই মূর্খ কি আদপেও জানে এক লক্ষ তে কতগুলি শূন্য থাকে, পট্টরায় ভাবেন। কিছু প্রতিরোধ, টিপ্পনীর পর খেলা আবার শুরু হয়। খেলার আর একটা পর্ব আর তিনি নিশ্চিত তাঁর দাবী মেনে নেওয়া ছাড়া যুবরাজের কাছে আর কোনো পন্থা থাকবে না। একবার গৌরীধূলী তাঁর হাতে চলে এলেই তাঁর একটি বৃহৎ পরিকল্পনা আছে। অশোধিত গৌরীকান্ত নিয়েও তাঁর নতুন কিছু পরিকল্পনা ভেবে রাখা আছে। তাঁর কাছে সেই প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য পরিকল্পনা আছে যেগুলিই তাঁকে মাহিষমতীর রাজসিংহাসন অবধি এগিয়ে নিয়ে যাবে।

BanglaBook.org

"আবার মহামহিম জয়ী হয়েছেন। এই নে, নচ্ছার বামন," কেকী মুখ দিয়ে কুজন করে ওঠে। বিজ্জল হাততালি দিয়ে উঠে কালিকার দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকান। কালিকা হেসে উঠে দাঁড়ায়। বিজ্জল নির্বোধের মত তার দিকে তাকিয়ে হাসেন। সে তাঁর দিকে এগিয়ে আসে, একটা সরু মুক্তার মালা কেবল তার কোমরের চারপাশে জড়ানো। কয়েক হাত দূরে তাঁর দিকে মুখ করে, মাথাটা নিজের তালুতে রেখে সে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে। একটি হুঁকা তার কোমর থেকে হাঁটু অবধি বিজ্জলের দৃষ্টিপথে অবরোধ তৈরি করেছে। সে তাঁর দিকে তাকিয়ে চোখ মটকায়। বিজ্জল উঠে আসার উপক্রম করতেই হিড়ুম্ব তাঁর হাত ধরে ফেলে।

"এত তাড়াতাড়ি নয়, মহামহিম। চারটের মধ্যে খালি একটা ঘরে ঢুকেছে। অন্য তিনটি এখন বাকি আছে। তাই এবারের পণ কী?"

বিজ্জল বামনটির দিকে তাকিয়ে কালিকার দিকে উৎসাহ ভরে তাকায়। সে নিজের হাত দিয়ে তার স্তন চেপে মাথা নাড়ায়, তাঁকে আশ্বস্ত করে। তিনি অক্ষদুটি ছিনিয়ে নিয়ে বন্ধ মুঠিতে ঝাঁকান, "দুই লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা," তিনি চিৎকার করেন।

"দেখেছ, এই হল আমার সাহসী কুমার। আমার লক্ষীমন্ত যুবরাজ," কেকি বিজ্জলের কানে চুমু খেতেই বিজ্জল লজ্জা পেয়ে যান। হাতের উল্টো পিঠে নপুংসকের ভিজে থুতু মুছে চেঁচিয়ে ওঠেন, "পাকিড়া, পাকিড়া বারো।"

পট্টরায়ের যুবরাজের জন্য করুণা হয়। সে এখনো কত সাদাসিধে। মাহিষমতী এর চেয়ে যোগ্য শাসক দাবী করে। এই নির্বোধটাকে নয়। খাটো ধুতি আর যৎসামান্য কৌঞ্চিকা পরা একটি মেয়ে সবাইকে সোনালী তরল পরিবেশন করছিল, পট্টরায় অস্বীকার করলেন। তিনি তাঁর জীবনে কোনদিন মদ্যপান করেন নি, আর কখনো করার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। না তিনি কালিকার কোন মেয়েদের দ্বারা উত্তেজিত হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী যখন বেঁচে ছিলেন, তিনি তাঁকেই ভালোবাসতেন। তাঁর স্ত্রী মোটাসোটা ও সহজ সরল ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর কাছেই সমর্পিত ছিলেন। তাঁর জীবনে তিনিই একমাত্র নারী ছিলেন।এখন তিনি যা কিছু করছেন, সবই তাঁর কন্যার জন্যে। তাঁর স্ত্রী যখন মারা যান, মেখলা মাত্র দু বছরের শিশু ছিল। তিনি পুনরায় বিয়ে করার কথা ভাবেনওনি। কন্যা সন্তান অনেক সময় পুত্র সন্তানের থেকে বেশী ভাল হয়, তাঁর এই ধারনা ছিল।

BanglaBook.org

তাঁর একমাত্র খেদ হল তাঁর কন্যা উত্তরাধিকার সূত্রে নিজের মায়ের বৈশিষ্ট আর বুদ্ধিমত্তা পেয়েছে। সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সৎ আর অকপট। বড় কঠিন পথে পট্টরায় শিখেছেন যে সততার কেউ মূল্য দেয় না। ভাল মানুষেরা অনেক সময়েই সর্বশান্ত হয়ে যায়। জীবনে উন্নতি করতে হলে একজন মানুষকে সর্পিল আর ধূর্ত হতেই হয়। জীবন একটা সংগ্রাম। যখন মেখলা ছোটো ছিল, তখন তিনি তাকে প্রায়ই জঙ্গলে নিয়ে যেতেন। তিনি তাকে দেখাতেন প্রত্যেক প্রাণী কীভাবে প্রবঞ্চনা আর ধূর্ততা ব্যবহার করে শিকার করে অথবা শিকার হওয়ার হাত থেকে পালায়। একজনের জীবনে মাত্র দুটি বিকল্প আছে, তিনি তাকে প্রায়ই বলতেন কথাটা, শিকার করো নয় শিকার হয়ে যাও। কিন্তু সে তাঁকে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে বলত, প্রাণীরা শিকার করে টিকে থাকার জন্য। তাঁদের মধ্যে কোনো লালসা থাকে না। বেঁচে থাকার জন্য লোভ প্রয়োজন, তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন। একটা মানুষের লোভ আর ধূর্ততা, ষাঁড়ের দুই শিঙের মত। এগুলি ব্যতীত ষাঁড় হয়ত শক্তিশালী থাকবে, কিন্তু বন্য জীবনে কোনোদিন টিকে থাকতে পারবে না।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর কৌশল ঈগলের দুই ডানার মত, কোনো রাজনীতিবিদ এইদুটি ছাড়া উড়তে অক্ষম পাখি, তিনি বলতেন। আর সে তরক করত যে একজন রাজনীতিবিদ ঈগল নন, শকুন, যুদ্ধে পড়ে যারা গলিত মাংস খায়। পট্টরায় তাকে বলতেন, কোনো যুদ্ধের পর যদি কেউ বেঁচে থাকে, সে হল ওই গলিত মাংসভোজী শকুন। সে একমাত্র প্রাণী হয় যে যুদ্ধের কুপ্রভাব মুক্ত থাকে। তার জন্যে কোনো যুদ্ধে জয় বা পরাজয় অপ্রাসঙ্গিক হয়, কারণ যেই জিতুক না কেন, তার পেট সমানভাবে ভর্তি থাকে। এই তর্কবিতর্ক আর মত পার্থক্য অন্তহীন ছিল, কিন্তু পট্টরায় নিজেকে বলতেন তাঁর কন্যাকে জীবনের পন্থা গুলিকে শিখতেই হবে। সে এখনো ছেলেমানুষ এবং অনভিজ্ঞতা সম্পন্ন। সে একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের জীবন কাটিয়েছে,তাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। সে সততার কথা বলতেই পারে যেহেতু তাকে কোনোদিন ক্ষুধা বা ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয় নি।

তাঁর যৌবনকালে যখন তাঁর বন্ধুরা বেশ্যালয়ে যেত, জুয়া খেলত, তাঁকে তখন কঠোর পরিশ্রম করে তাঁর পিতার রেখে যাওয়া ঋণ শোধ করতে হত। তাঁর হাত অসার হয়ে যাওয়া অবধি তিনি কাজ করেছেন, একজন ব্যবসায়ী হিসাবে বহু দেশে

BanglaBook.org

ভ্রমণ করে, ঋণদাতাদের কাছে তাঁর ঋণের তথ্য থাকুক বা না থাকুক, পিতার ধার করা প্রত্যেকটি তামার মুদ্রা তিনি শোধ করেছেন। এতে তাঁর প্রচুর বন্ধু তৈরি হয়েছিল, কিন্তু যারা নিজেদের ঋণ পরিশোধিত হতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল, তারাও পট্টরায়কে সৎ বলে ভাবেনি।

"দেখুন, এইবারে আপনি হেরে গেলেন, মহামহিম," হিড়ুম্ব চিৎকার করে এবং বিজ্জল অভিশাপ দেন।

"স্বামী, যুবরাজের জন্য নতুন কোন মন্ত্র নেই? ব্রাহ্মণকে গোদান করার ব্যাপারে কী বলেন? আপনারা কি উপহার হিসাবে সাপও গ্রহণ করেন? বা বাঘ কেমন হবে? এগুলো কি যুবরাজের ভাগ্য পরিবর্তন করবে?" হিড়ুম্ব রুদ্র ভট্টকে টিটকারি কাটে।

রাজগুরু বামনকে অভিশাপ দিতে পিছন ঘুরেই কালিকার কামোদ্দীপক ভঙ্গিমা দেখে লজ্জায় লাল হয়ে আবার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করতে থাকেন। *বামনটা বেশ ভালোই, সে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনেতা,* পট্টরায় ভাবেন, *এবং ধূর্তও, এক বিপদজনক ব্যক্তি।* পট্টরায় জানেন তিনি আগুন নিয়ে খেলছেন, কিন্তু তাঁর পরিকল্পনার বিস্ফোরণ ঘটাতে গেলে এইরকম বিস্ফোরক মানুষই তাঁর লাগবে।

রাজকুমারী চিত্রবেণীকে নিয়েও তাঁর সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনাভুক্ত সুবন্দোবস্ত যুক্ত একটি বন্দরের জন্য কাদরীমণ্ডলমের সহায়তা তাঁর প্রয়োজন ছিল। তাঁর পরিকল্পনার বাকী অংশের কাজ সম্পন্ন করার জন্য তিনি জীমূত আর তার জাহাজের উপর নির্ভরশীল। তিনি যেসব মানুষের সাথে লেনদেন করছেন, তাদের কেউই বিশ্বাসযোগ্য নয়। *কিন্তু আবার বিশ্বস্ত মানুষেরা রাজদ্রোহ করে না,* তিনি বিদ্রূপাত্মকভাবে চিন্তা করলেন। তিনি যাই করুন না কেন, তবুও তাঁকে মাহিষ্মতীর শক্তিশালী সেনা আর সেই সৈন্যদলের যোগ্য অধ্যক্ষ, সেনাপতি হিরণ্যকে হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে। আর তিনি যদি কূটবুদ্ধি সম্পন্ন সম্রাট সোমদেব বা ওই বুড়ো শিয়াল পরমেশ্বরকে ছাড় দেন তাহলে তিনি নির্বোধের মত কাজ করবেন। অন্য ভূমিপতিরা তাঁদের নিজেদের মত করে বিপদজনক, এবং অনিশ্চিতও। তাঁর চতুরঙ্গ ছকের প্রত্যেকটি গুটিকা রোমাঞ্চকর আর খেলা যত এগোতে থাকবে, প্রত্যেক দান দেওয়ার সাথে সাথে আরও বেশী করে বিপদজনক হয়ে উঠবে। এক এক করে

BanglaBook.org

তাঁকে সব গুটিকা গুলিকে তুলে ফেলে দিতে হবে৷ দেবরায়, প্রথমবার অক্ষ ফেলেই তিনি খুব সহজেই এই গুটিকাকে উলটে ফেলে দিয়েছেন৷ সোজা গাছ কাটতে সুবিধা হয়৷ সারিতে এর পরেই রয়েছে স্কন্দদাস৷

"দেখুন, আপনি আবার জিতেছেন, মহামহিম! বামন, দেখো আমাদের পবিত্র মানুষটির সাথে মজা করার জন্য ঠাকুর কেমন তোমাকে শাস্তি দিচ্ছে," কেকী বলে৷

পট্টরায় দেখেন কালিকা বিজ্জলের দিকে একটু সরে এল৷ যুবরাজ তাঁকে ছুঁতে যেতেই কালিকা খেলার ছলে তাঁর আঙুলে চাপড় মারে৷ "আমার কুমার খুব অধৈর্য৷ আর তিনটে বাজি জিতে নিলেই আমি সম্পূর্ণ আপনার," সে মৃদুস্বরে বলে৷

"ক্ষমা করবেন, মহামহিম৷ আমি আপনার থেকে ভাল খেলোয়ার আর আমি আপনাকে জিততে দেব না," লাম্পট্যপূর্ণভাবে হেসে বামনটি বলে ওঠে৷

সে কালিকার উরুতে হাত বোলাতেই দেবদাসী ঠেলে তার হাত সরিয়ে দেয়৷ "জেতা না অবধি আমাকে স্পর্শও করবেন না৷"

"এই দিলাম আমার চাল," হিড়ুম্ব অক্ষ দুটি নিজের হাতে ঠুকে কিছু মন্ত্র বিড়বিড় করে৷

"না, না, উনি তন্ত্রমন্ত্র করছেন," কেকী চিৎকার করে উঠতেই বিজ্জল রেগে যান৷ তিনি বামনের হাত থেকে অক্ষ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন৷ বামন অক্ষ দুটি ছকে গড়িয়ে দিয়ে হেসে ওঠে, "দেখুন, আমি জিতে গেছি৷"

"প্রতারক কোথাকার," বিজ্জল ঝাঁপিয়ে পড়ে বামনকে চর মারতে যায়, কিন্তু কালিকা বামনের মুখের সামনে নিজের হাত ছুঁড়ে দেয়৷ বিজ্জলের হাত কালিকার গায়ে লাগতেই সে কেঁদে ওঠে, "আপনি আমাকে আঘাত করলেন, আমার কুমার৷"

বিজ্জল নতজানু হয়ে যায়৷ "আমি ক্ষমা চাইছি, ক্ষমা চাইছি," কালিকার চোখ জলে ভরে উঠতেই সে মিনতি করে৷আর একটু হলে পট্টরায় হেসে ফেলছিলেন, কিন্তু কয়েক প্রস্থ কাশি দিয়ে সেটি ঢেকে ফেললেন৷

বিজ্জল বলেন, "আমার উপর রেগে যেও না৷ আমি ক্ষতি পূরণ দিয়ে দেব৷"

"কি মিষ্টি," কেকী উচ্ছ্বসিত হয়৷

কালিকা কান্না চোখেই হাসে,"আমার প্রভু খুব দয়ালু৷"

BanglaBook.org

বিজ্জল ছকের কাছে ফিরে এসে দেখেন হিড়ুম্ব তার গুটিকা ইতিমধ্যেই সরিয়ে ফেলেছে।

বিজ্জল রেগে তর্জন করেন, "আগের চালটি বাতিল ছিল।"

"আমার কোন চালই বাতিল যায় না," বামন দাঁত বের করে হাসে।

"বেশ, দণ্ডনায়ককে বিচার করতে দেওয়া হোক," কেকী বলতেই সবাই প্রতাপের দিকে তাকায়।

তিনি কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলেন, "মহামহিম ঠিক বলেছেন, আগের চালটি বাতিল হবে।"

"দেখলেন, সত্য সবসময় জয়ী হয়," কেকী উল্লসিত হয়ে বলে, আর হিড়ুম্ব পরাজিতের মত কাঁধ ঝুকিয়ে বসে থাকে।

বিজ্জলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। "কুড়ি লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা আমি পণ রাখছি।"

কালিকা উত্তেজিত ভাবে চিৎকার করে বলে, "ওহ, এত অনেক বেশী, আমার প্রভু। এই নগন্য রমণীর মূল্য এত হতে পারে না।"

বিজ্জল তার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকান এবং উত্তেজিত হাতে অক্ষ তুলে নেন।

কেকী নিজের উরুতে চাপড় মারে। "এখানে খাঁটি রাজরক্ত উপস্থিত রয়েছে। বুঝেছো, কিম্ভূত বামন।"

"তিনি সেটার আক্ষেপ করবেন," হিড়ুম্ব বলে।

"তুমিই আক্ষেপ করবে, ব্যাঙ কোথাকার," বলে কেকী বিজ্জলের দিকে ফেরে। "আমার কুমার, আপনার এখন ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রয়োজন। রাজগুরুর কাছে আশীর্বাদ নিনা।"

পট্টরায় আশা করেন তাঁর বার্তাবহ-পেঁচা কুখ্যাত ব্যবসায়ীর কাছে পৌঁছে গেছে। কেউ কেউ জীমূতকে জলদস্যু বলে, কিন্তু ব্যবসা করার জন্য তার কাছে রাজ অনুজ্ঞাপত্র আছে। আপাত দৃষ্টিতে সে আর পাঁচজনের মতই এক ব্যবসায়ী। *এই সাম্রাজ্যে ঠগ, ধার্মিক ব্যক্তি আর ব্যবসায়ীদের মধ্যবর্তী রেখাটা প্রায়ই ঝাপসা হয়ে যায়,* পট্টরায় ক্রূর ভাবে চিন্তা করেন।

BanglaBook.org

বিজ্জল করজোড়ে চোখ বন্ধ করে পুরোহিতের সামনে বসে তাঁকে দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। হিড়ুম্ব তাঁদের দিকে উদাসীন মুখে তাকায়। রুদ্র ভট্ট যুবরাজের মাথায় হাত রেখে মৃদুস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে শুরু করেন। দাসটি চোখের পলক পর্যন্ত না ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। পট্টরায় দেখেন কালিকার দিকে পিছন ফিরে বসা পুরোহিতের দিকে কালিকা তার পা মেলে দেয়। বৃদ্ধ পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের সাথে সাথেই দেবদাসী নিজের পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে তাঁর শিরদাঁড়ায় উপর নিচে চালাতে থাকে। মন্ত্রের স্বর বিকৃত হয়ে পড়ছে আর পুরোহিত ঘামতে শুরু করেছেন। পুরোহিতের অস্বস্তি দেখে এমনকি সাধারনত গোমরা মুখে থাকা প্রতাপও দাঁত বের করে হাসছে। হাস্যকর দৃশ্য দেখে হাসি মুখে পট্টরায় উঠে দাঁড়ান, জমে যাওয়া পা ছাড়ানোর জন্য।

পথের দিকে মুখ করা জানলার সামনে তিনি এসে দাঁড়ান। তিনি জানলাটি ঠেলে খুলে দিতেই বিভিন্ন প্রমোদ ভবন থেকে আসা সঙ্গীতের বিশৃঙ্খল শব্দের সাথে ঠান্ডা বাতাস ছুটে এসে ঢোকে। তিন তলার নিচে রাতের এই সময়েও পথ গুলি লোকজনে ভর্তি হয়ে আছে। আকাশে সাদা একফালি রেখা। মদ্যপ ব্যক্তিরা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারো বক্ষলগ্না হয়ে মহিলা রয়েছে, কেউ কেউ দলবদ্ধ হয়ে অশ্লীল গান গাইতে গাইতে হাঁটছে। কয়েজন মাতাল মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। পথের ধারের বিক্রেতারা তাদের বিপণীর ঝাঁপ বন্ধ করছে।

পট্টরায় আড়মোড়া ভেঙে হাই তোলেন। আজ খুব ধকল গেছে। তিনি তাঁর আসনে ফিরতেই যাবেন, এমন সময় তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এটা তিনি কী দেখছেন? তিনি চোখ কুঁচকে ভালো করে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নেন যে তিনি ভুল দেখেন নি। পাঁজরের ভিতরে তিনি তাঁর হৃদস্পন্দনের শব্দ অনুভব করতে পারছেন। বেজন্মা! খানকীর বাচ্চা! সশস্ত্র প্রহরী নিয়ে, স্কন্দদাস লম্বা লম্বা পা ফেলে কালিকার গুহার দিকে এগিয়ে আসছেন, আর বৃহন্নলা তাঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

পট্টরায় রাগে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তার সঙ্গে তিনি কিছুটা শ্রদ্ধাবোধও অনুভব করেন। তিনি কী করে জানতে পারলেন যে যুবরাজ এখানেই আছেন ? কেউ নিশ্চয়ই তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। হয়ত উদবক্তা কেকী বা সম্ভবত ওই পুরোহিত... তিনি বিজ্জলকে বের হওয়ার জন্য সাবধান করতে যাবেন আর তখনি

BanglaBook.org

অন্য একটা চিন্তা তাকে আঘাত করল। গৌরীকান্ত মণি! তিনি এখন মাহিষমতীর সর্বাপেক্ষা গোপনীয় বস্তুর অধিকারী হয়ে আছেন। এমন একটা অপরাধের প্রমাণ যার ফলে তিনি নিজের মাথাও খুইয়ে ফেলতে পারেন।

তিনি বাইরে তাকিয়ে দেখে নিলেন তাঁর হাতে আর কতক্ষণ সময় আছে। স্কন্দদাস আর তাঁর দলবল উধাও হয়ে গেছে। খুব সম্ভবত তাঁরা গোপন পথটি ব্যবহার করছে – বৃহন্নলা তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে, সেই পথের কথা খুব কম লোকেই জানে। তাঁরা যেকোনো মুহূর্তে এখানে উপস্তিত হতে পারেন। পট্টরায়ের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। তাঁকে দ্রুত কাজ সারতে হবে কিন্তু তাঁর মাথা শূন্য হয়ে গেছে।

তিনি ক্ষীণ পদধ্বনির উপরে উঠে আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, না কি এটা তাঁর উত্তেজিত মস্তিষ্কের কল্পনা? তিনি জুয়াখেলায় ব্যস্ত বিচিত্র দলের দিকে ছুটে যান।

গৌরীকান্ত রাখা বটুয়াটি তিনি ছুড়ে দিয়ে বলেন, "আমার পক্ষ থেকে সব চেয়ে বড় পণ। যদি মহামহিম জয়ী হন, আমি তাঁকে এই মণি বন্ধক দেব।"

বিজ্জল সেটি মেঝে থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে তার বাঁধন আলগা করে ফেলেন। তিনি মণিটি নিজের হাতে নেন। "একটা নদীর পাথর? আপনি কি আমাকে বিদ্রূপ করছেন, ভূমিপতি?"

পট্টরায় কামনা করেন যদি তিনি এই গর্দভককে বলতে পারতেন যে এই পাথর একাই মাহিষমতী নগরীর অর্ধেকের মূল্যের সমান। তিনি তাঁর বন্ধুদের সন্দিগ্ধ ও ক্রোধী দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে জোর দিয়ে বলেন, "মহামহিম, এটি একটি নগন্য উপহার। আমি যতদিন না চাইছি, ততদিন এটি নিজের কাছে রাখুন। আপনি যা ঋণ করেছেন তার অর্ধেক হিড়ুম্ব খরচে লিখে রাখবে যখন এটি আপনি আমাকে ফেরত দেবেন। "

"যেন আমি সেটা করব। আপনি কি মাতাল হয়েছেন, পট্টরায়? লক্ষাধিক স্বর্ণমুদ্রা পণ রাখা হয়েছে," হিড়ুম্ব বলে।পদধ্বনি এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বামনের হাত থেকে অক্ষগুলি ছিনিয়ে নিয়ে পট্টরায় সেগুলি তেপায়ার উপরে ছুঁড়ে মারেন।

BanglaBook.org

যতক্ষণ অক্ষটি তেপায়ার উপর ঘুরতে থাকে, তিনি বামনের হাত চেপে ধরে থাকেন।

"আপনি জয়ী হয়েছেন, যুবরাজ, মণিটি রেখে দিন। যখন আপনি এটি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন, আপনার কৃত ঋণের অর্ধেক আপনাকে দিতে হবে," পট্টরায় বলেন।

বামনটি উচ্চস্বরে বিরোধিতা পট্টরায়কে অকথ্য নামে ডাকতে থাকে, আর পট্টরায়ের মনে হয় বামনের বিকৃত পা দুটি ধরে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

কক্ষের শেষ প্রান্তের দরজায় টোকা পড়ে।

"ওহে দাস, তোর প্রভুকে নিয়ে পালিয়ে যা।"

"কেন?" বিজ্জল প্রশ্ন করেন। তিনি পাথরটি এখনো তোলেন নি। সেটি এখনো তেপায়ার উপর পড়ে রয়েছে।

"মহামহিম," পট্টরায় দাঁত কিড়মিড় করেন, "যদি নিজের সন্ধান না দিতে চান, তাহলে পালান। উপপ্রধান স্কন্দদাস যেকোনো মুহূর্তে এখানে এসে পড়বেন।"

"কিন্তু আমার অপ্সরার কী হবে?" বিজ্জল কালিকার দিকে তাকান, সে এখন সতর্ক ভঙ্গীতে উঠে বসেছে।

পট্টরায় চোখ বন্ধ করে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রার্থনা করে বলেন-, "আপনি এখনো তাকে জয় করেন নি। পরের বার আপনি..."

"তাহলে আমি জয়লাভ করা পর্যন্ত খেলব," অক্ষগুলি ছিনিয়ে নিয়ে বিজ্জল বলেন। পণ কী রাখবে বামন?"

পট্টরায় তেপায়ায় উপর সজোরে মুঠি দিয়ে আঘাত করেন, গুটিকা গুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে চতুরঙ্গের ছকটি দুভাগে ফালা করে ফেলেন। "দাস, তোর প্রভুকে নিয়ে এই মুহূর্তে পালিয়ে যা। যা, এই মুহূর্তেই যা," জানলার দিকে নির্দেশ করে তিনি বলে ওঠেন।

কাটাপ্পা ইতস্তত করে। দরজায় টোকা এখন ধাক্কায় পরিণত হয়েছে। পট্টরায় বলেন, "আমাকে ক্ষমা করুন, মহামহিম।তিনি বিজ্জলের মুখে ঘুষি চালিয়ে তাঁকে অচৈতন্য করে দেন। তিনি কাটাপ্পার দিকে ফিরে গর্জন করে ওঠেন, "এই জানোয়ারটাকে নিয়ে পালাও।"

BanglaBook.org

কাটাপ্পা কক্ষের শেষ প্রান্তস্থ দরজার দিকে তাকায়, সেটি এখন প্রায় ভেঙে পড়ার পর্যায়ে চলে এসেছে। দরজার বাইরে থেকে ধস্তাধস্তির আওয়াজ আসছে। হয়ত কালিকার প্রহরীরা তাদের বাধা দিতে এসেছে, কিন্তু সেটি তাদের বেশিক্ষণ বাধা দিতে পারবে বলে মনে হয় না।

কাটাপ্পা বিজ্জলকে কাঁধে তুলে নেয়। সে জানলার দিকে ছুটে গিয়ে নিচে পথের দিকে তাকায়। তখনই পট্টরায়ের ডাক শুনে পিছন ফিরতেই ভূমিপতি তার দিকে দিকে একটি পাথর ছুঁড়ে দেন। কাটাপ্পা সেটি হাওয়ার মাঝেই ধরে নিজের কোমরের কাপড়ে গুঁজে নেয়। এটা যাই হোক না কেন, এই পাথর তার প্রভুর ঋণ কিছু পরিমাণে হলেও হ্রাস করবে।

সে গভীর নিশ্বাস টেনে অচেতন বিজ্জলকে কাঁধে ঝুলিয়ে বাইরের ঘন অন্ধকারে লাফিয়ে পড়ে। কক্ষের দরজা সশব্দে ভেঙে খুলে যায় এবং স্কন্দদাস তীব্র বেগে তাঁর প্রহরীদের সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করেন। তাঁর তলোয়ারের সম্মুখ ভাগে বৃহন্নলাকে রাখা। তিনি দেখেন পট্টরায় এবং হিড়ুম্ব সাপ সিঁড়ি খেলায় মগ্ন। খনিপতি হিড়ুম্ব মদ্যপ অবস্থায় তার দ্বিগুণ পরিমাপের একটি উপাধানে শায়িত। একটি ঝিনুকের পাত্রে কেকী কালিকাকে সোনালী তরল পরিবেশন করছে।তীব্র বিরক্তি নিয়ে স্কন্দদাস দেখেন দেবদাসী নিজের দুপায়ের ফাঁকে বাম হাত দিয়ে রাজগুরুর মাথা ধরে রয়েছে।

পট্টরায় খেলা থেকে মাথা তোলেন। "স্বাগত উপপ্রধান স্কন্দদাস। আসুন আসন গ্রহণ করুন," বলে তিনি আবার খেলায় মনোনিবেশ করেন।

স্কন্দদাস সমগ্র কক্ষটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জরিপ করেন। যুবরাজ বিজ্জলের কোনো চিহ্ন নেই, এই দুর্বৃত্তরা তাকে যেখানেই লুকিয়ে রাখুক না কেন, সে কোনো প্রকারেই তিনি তাঁকে খুজে বের করবেন।

কালিকা সোনালী তরলের এক চুমুক দিয়ে স্কন্দদাসের দিকে তাকিয়ে হাসে। "প্রিয়তম, আপনাকে অত্যন্ত ত্বরান্বিত বলে মনে হচ্ছে। যতই হোক আপনি আমার দরজা ভেঙে প্রবেশ করলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। এই মহোদয়েরা সন্ধেবেলা থেকে অপেক্ষা করছেন, কিন্তু এই পুরোহিত অপেক্ষা করতে রাজী হলেন না, দুষ্টু বুড়ো একটা!"

BanglaBook.org

আঠেরো

কাটাপ্পা

স্কন্দদাস রাগে ফুটতে ফুটতে কালিকার গুহার সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। পার্শ্বচর পরিবৃত উপপ্রধান রাস্তায় আলোড়ন ফেলে দিলেন। কেকী তাঁর সাথে নাচতে নাচতে বাইরে এসে যারাই দেখছিল তাদেরকেই চিৎকার করে বলতে শুরু করল, "দেখো দেখো, আমাদের মালকিনের সাথে কে দেখা করতে এসেছেন, মহান উপপ্রধান স্কন্দদাস।"

কেকী তাঁকে টিপ্পনী কেটেই চলে, আর শুধুমাত্র আত্ম সংযমের বলেই তিনি কেকীর মুখে আঘাত করা থেকে বিরত হলেন। কিন্তু তার থেকেও বেশী উত্যক্তকর হল বৃহন্নলা। যতবার কেকী কোনো অশ্লীল মন্তব্য করছে, সে আঁতকে উঠে স্কন্দদাসের কানে ফিসফিস করে বলছে তাঁর শয়তান কেকীকে অগ্রাহ্য করে কেবল মাত্র বৃহন্নলাকেই বিশ্বাস করা উচিত।

স্কন্দদাস তাঁকে স্তব্ধ হওয়ার জন্য শাসাতেই সে আহত হওয়ার অভিনয়ে করে উত্তর দেয়, সে শুধু তাঁকে সাহায্য করছিল এবং স্কন্দদাসের এত দ্রুত রেগে যাওয়া উচিত নয়। কেকী হাততালি দিয়ে অসভ্যের ন্যায় গান করেই চলে। চারপাশের ভিড় হাসিতে ফেটে পড়ছে।

কেকী বলে, "তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং কাল বিলম্ব না করেই বেরিয়ে চলে এলেন। বন্ধুরা, তিনি কত দ্রুতগামী। আমাদের প্রিয় উপপ্রধান এত দ্রুতগামী। এত দ্রুতগামী, এত দ্রুতগামী।"

BanglaBook.org

কয়েকজন কুটনি স্কন্দদাসের হাত ধরে টানাটানি করতে শুরু করে, "স্বামী, কালিকাকে ভুলে যান। আমাদের কাছে আরও ভালো রমণী আছে। দয়া করে আমাদের ভবনে আসুন।"

ভীড়কে উল্লসিত করে তুলে কয়েকজন গণিকা এসে নিজেদের কৌঞ্চিকা উন্মোচিত করে তরমুজের আকৃতির স্তন স্কন্দদাসের সামনে আন্দলিত করে। বৃহন্নলা আবার স্কন্দদাসের হাত ধরে তাঁর কানের কাছে এসে ফিসফিস করতেই, তিনি তাঁর প্রহরীদের আদেশ দিলেন বৃহন্নলাকে যেন তাঁর কাছে আসতে না দেওয়া হয়। বৃহন্নলাকে ঠেলে বের করে দিয়ে তারা দ্রুত তাঁর চারপাশে একটি বৃত্ত গঠন করে ফেলল। গণিকা এবং কুটনির দল বৃত্তটি ভেঙে স্কন্দদাসকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে। কেউ কেউ তাঁর দিকে ফুল ছুঁড়ে দেয়। স্কন্দদাস তাঁর সমগ্র জীবনে এমন অসহায় কখনো বোধ করেন নি।

তিনি যুবরাজ বিজ্জলের জন্য উদ্বিগ্ন হন। তিনি কালিকার গুহা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করে নিয়েছেন, কিন্তু যুবরাজকে খুঁজে পান নি। তিনি এই বেশ্যালয়গুলির মধ্যেই কি কোথাও লুকিয়ে আছেন? এই আবদ্ধ রাস্তার প্রত্যেক ভবন গুলিতে অতর্কিতে হানা দেওয়ার চিন্তাতেই স্কন্দদাস শিহরিত হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর উর্ধ্বস্থ ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনুমতি নেন নি, এবং নিজেকে হাসির পাত্র রূপে প্রতিপন্ন করে কাজ শেষ করলেন।তিনি জানেন না সম্রাট যদি তাঁকে প্রশ্ন করেন তাহলে তিনি কী উত্তর দেবেন। তাঁর ব্যবহারের জন্য আগামী কাল হয়ত বহু অভিযোগ আসতে পারে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তিনি যদি বিজ্জলকে খুঁজে বের না করতে পারেন, বা যুবরাজের সঙ্গে যদি কিছু অনর্থ ঘটে, তাহলে এতেই তাঁর পেশার সমাপ্তি ঘটবে। যদি শুধুমাত্র তাঁর পেশা খোয়া যায় তাহলে তিনি সৌভাগ্যবান হবেন, তাঁর মাথা কেটে ফেলবেন বলে মহারাণী তাঁকে শাসিয়েছেন। হতে পারে এটি উৎকণ্ঠার মুহূর্তে বলা বিবৃতি, কিন্তু মাহিষ্মতীতে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণেই মানুষের মাথা খোয়া যায়।

হঠাৎ, তাঁর মনে হল তিনি যেন দেখলেন, কালিকার পাশের ভবন থেকে কেউ ঝাঁপ দিল। সে নিজের কাঁধে একটি শিথিল দেহ বহন করছে। যদিও তিনি সেই

BanglaBook.org

ব্যক্তির মুখ স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারলেন না, তবু তাঁর মনে হল সে যেন বিজ্জলের দাস।

সেই ব্যক্তি লাফিয়ে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলে সামনের রাস্তা তীক্ষ্ণ চিৎকারে ফেটে পড়ে। স্কন্দদাস সেই ঘটনা স্থলে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

অকস্মাৎ বৃহন্নলার কণ্ঠস্বর ঘোষণা করে, "মহান উপপ্রধান তোমাদের সকলকে উপহার বিতরণ করবেন।"

তাঁকে ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন উচ্চকণ্ঠে উল্লাস করে উঠল। তাঁর দেহরক্ষীদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অগুনতি বাড়িয়ে দেওয়া হাত তাঁর দিকে এগিয়ে এল।

গণিকা এবং কুটনি দ্বারা পরিবৃত হয়ে স্কন্দদাস অসহায় ভাবে তাঁর সামনে দৃশ্যটি উন্মোচিত হতে দেখে গেলেন।

কাটাপ্পা নিজের পায়ের ভরে কষ্টকরভাবে অবতরণ করে। যখন স্কন্দদাস আসেন, সে তখন বিপদজনকভাবে একটা জানলার ফলকে ঝুলে ছিল আর তারপর চুপিসারে কাছের একটি বাড়ির অলিন্দে চড়ে নিচু হয়ে শুয়ে থাকে, তারপর যখন নিশ্চিত হয় স্কন্দদাস চলে গেছেন, তখন সে বিজ্জল কে কাঁধে নিয়ে ঝাঁপ দেয়। কয়েক হাত দূরে বেশ্যাদের ভীড়ের পিছনে স্কন্দদাসকে আবিষ্কার করে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

স্কন্দদাস যেন তাকে চিনতে না পারেন এই প্রার্থনা করে কাটাপ্পা ভীড়ের মধ্যে দিয়েই ছুটতে শুরু করে। লোকজনকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সে পাগলের মত নিজের তলোয়ার হাওয়ায় চালাতে থাকে। মহিলারা আর্তনাদ করে উঠছে আর তার উপর পুরুষেরা রেগে চিৎকার করে। সে কাউকে আঘাত করে ফেলছে কিনা তা দাঁড়িয়ে দেখার সময় তার এখন নেই। তাকে এখন তার প্রভুকে বাঁচাতে হবে, এর সামনে অন্য সব কিছু গুরুত্বহীন। শকটগুলি উলটে পড়ে যায়, ঘোড়ারা ভয়ে প্রবল হ্রেষাধ্বনি করছে। সে ঘোড়ার বলগা ধরে একটি চলন্ত রথকে থামিয়ে বিজ্জলকে পিছনের আসনে রেখে দেয়। রথের পিছনে বসে থাকা দেবদাসী আতঙ্কে চিৎকার

BanglaBook.org

করছিল, কাটাপ্পা তাকে তুলে ভদ্রভাবে পথে নামিয়ে মৃদুস্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করে। সারথিটি ঝাঁপিয়ে যাত্রী আসনে চলে এসে কাটাপ্পাকে কষাঘাত করে। প্রথম আঘাত এসে লাগে তার মুখে, কিন্তু আবার যখন চাবুকটি ঘুর্ণিত হয়ে এগিয়ে আসে, কাটাপ্পা সেটি হ্যাঁচকা মেরে টান দিতেই সারথি ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যায়। কাটাপ্পা ঘোড়াদের চাবুক মেরে রথটি আচমকা ঘুরিয়ে নিয়ে বিপরীত দিকে চালিয়ে দেয়। নিপুণ ভাবে রথ চালানোর জন্য পথ অতিরিক্তই সংকীর্ণ। রথের চাকার তলায় কিছু কুটির পিষে যায় এবং প্রচুর মাটির পাত্র ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে।

উন্মত্তের মত দুলতে দুলতে ঘড়ঘড় শব্দ তুলে রথটি পথের মধ্যে দিয়ে দ্রুত বেগে ধাবিত হতে থাকে। তাদের পণ্য সামগ্রী নষ্ট করে দেওয়ার জন্য অচেতন ব্যবসায়ী আর তার দাসের উপর চিৎকার করতে করতে একটা ভীড় রথের পিছনে দৌড়চ্ছে। কেউ কেউ পাথর ছুঁড়লে কয়েকটি এসে কাটাপ্পাকে আঘাত করে। সে ব্যথায় কুঁকড়ে গেলেও আরও বেগ বাড়ানোর জন্য ঘোড়াদের অবিরত চাবুক চালাতে থাকে। তার পথ আটকানোর জন্য রাস্তার সামনে কয়েকটি শকট আড়াআড়ি করে রাখা, বিভিন্ন দেবদাসীদের প্রহরীরা হাতে লাঠি আর তলোয়ার নিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যানগুলি উলটে ফেলে, তার দিকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসা লাঠি কেটে দিয়ে, সে অবরোধের মধ্যে দিয়ে রথ সবেগে সামনের দিকে ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল। পিছনে ধ্বংসের লম্বা সারি ছেড়ে, পাহাড় থেকে নদীর দিকে নেমে কাটাপ্পা বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে চলে।

জঙ্গলের পথ দিয়ে আসার সময় যখন একটা পেঁচা ডেকে উঠল তখন কাটাপ্পা অতটা গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু দ্রুতই একটা বিশাল ডুমুর গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যখন আরও একটা পেঁচা ডাকে, এবং আরও একটা ডাকে যখন সে নদীর সমান্তরালে যাওয়ার পথ ধরার জন্য বাঁক নেয়, তখন কাটাপ্পার ষষ্ঠেন্দ্রিয় তাকে সতর্ক করে এ কোনো সাধারণ পেঁচা নয়। সে সতর্ক হয়ে রথের বেগ কমিয়ে গাছের উপরে তাকাতে যায়। গাছের উপর থেকে বিশাল এক জাল গড়িয়ে নেমে আসে। কাটাপ্পা ঘোড়াদের চাবুক চালিয়ে রথের বেগ বাড়িয়ে দিয়ে জালটি থেকে পালাতে যায়, কিন্তু রথের চাকাগুলো তার সাথে জড়িয়ে গেছে। কাটাপ্পা রথ থামায় না, আর এটাই তার মারাত্মক ভুল হয়। রথ রাস্তা থেকে পিছলে গিয়ে একটি পাথরে সজোরে

BanglaBook.org

ধাক্কা মারে। বিজ্জল ছিটকে গিয়ে কয়েক হাত দূরে পড়ে যায়। কাটাপ্পা পিঠ পেতে পড়েছে, তার অদূরেই ঘোড়াটি উঠে দাঁড়ানোর জন্য উন্মত্তের মত পা ছুঁড়ছে। কাটাপ্পা গড়িয়ে গিয়ে মুহুর্তের মধ্যে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েই নিজেকে প্রায় বারোজন বৈতালিক দ্বারা পরিবৃত রূপে আবিষ্কার করে। সামনের বৈতালিককে সজোরে আঘাত করে গড়িয়ে গিয়ে যেখানে বিজ্জল পড়ে ছিল কাটাপ্পা সেখানে পৌঁছায়। সে নিজের তলোয়ার দৃঢ় মুঠিতে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, প্রভুর নিমিত্তে প্রাণত্যাগের জন্য সে প্রস্তুত। আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে।

কাটাপ্পা দ্রুত হিসাব করে দেখে সেখানে তলোয়ার আর বল্লম হাতে প্রায় বারোজনের থেকেও বেশী মানুষ রয়েছে। সে একাকী এবং তার প্রভু মদ্যপ ও অচেতন হয়ে তার পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে। চারিদিক ঘন অন্ধকার, এবং পরিস্থিতিকে আরোও বিশৃঙ্খল করে তুলে অকস্মাৎ বৃষ্টি শুরু হল। তার দিকে আঘাত ঘনিয়ে আসতেই এর তীব্রতা কাটাপ্পাকে বিস্মিত করে। সে তলোয়ারকে ভয় পায় না। তার চেনা জানা যে কোনো ব্যক্তির থেকে সে দ্রুত তলোয়ার চালাতে পারে। তাদের পিতা তাকে উত্তম রূপে শিক্ষা দিয়েছেন। সেটি আবার প্রমাণিত করে দিয়ে তার দিকে আক্রমন করতে আসা প্রথম তিনজন ব্যক্তিকে সে কেটে ফেলে।

কিন্তু বৈতালিকরা নিজেদের রণকৌশল প্রায়ই পরিবর্তন করছে। ছ'জন তাকে একসাথে আক্রমণ করে, চার জন তলোয়ার নিয়ে এবং দুজন বল্লম নিয়ে। তলোয়ারের আঘাত সে আটকে দিতে পারে, কিন্তু বল্লম গুলোই হল আসল সমস্যার বিষয়। বৈতালিকরা ক্ষিপ্র গতিতে এসে তার শরীরে বল্লম বিঁধিয়ে দিয়ে পরক্ষণেই তার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। সে আরো দুটো কে কেটে ফেলল। মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। মাটি কর্দমাক্ত হয়ে উঠছে, জল ও রক্তে তলোয়ার হাত থেকে পিছলে যাচ্ছে। বল্লমবিদ্ধ হওয়া থেকে তাকে তার প্রভুকে বাঁচাতেই হবে। বিজ্জল জেগে উঠেছেন, এখন যদ্ধের মাঝখানে হতভম্ব হয়ে বসে আছেন। কাটাপ্পার সারা শরীর থেকে রক্ত ঝড়ছে, তবু সে লড়ে যাচ্ছে। মুহুর্তের জন্য সে ভাবে তার প্রভু যদি জেগে উঠে তার হাতে হাত মেলাতে পারতেন। অপ্রমত্ত অবস্থায় থাকলে বিজ্জল একজন দক্ষ যোদ্ধা। এইরকম মদ্যপ অবস্থায় তিনি কোনো কাজেই লাগবেন না। বিজ্জলের সাহায্য পাওয়ার আশা কাটাপ্পা ছেড়েই দিল।

BanglaBook.org

দাসেরই কর্তব্য নিজের প্রভুকে রক্ষা করা। প্রভুর সেবা করতে করতে মৃত্যুবরণ করা সম্মানজনক। কাটাপ্পা নিশ্চিত সে মারা যাবেই, কিন্তু সে নিজেকে কথা দেয় তার শরীরে শেষ রক্তবিন্দু থাকা অবধি সে যুদ্ধ করে যাবে।

তার শূন্য গর্বকে বিদ্রূপ করেই যেন তার পেটে একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভূত হল। একটা তীর এসে তাকে বিদ্ধ করেছে। কাটাপ্পা চোখে অন্ধকার দেখে, তার মাথা ঘুরছে। ব্যথায় চিৎকার করে না ওঠার জন্য সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। তবু সে নিজের জায়গায় বজায় থাকে, প্রতিরোধ করে, এড়িয়ে যায়, আঘাত করে এবং নিজের তলোয়ার দিয়ে কাটতে থাকে। অনেকজন পড়ে গিয়েছে, কতজন তা গোনার ক্ষমতা আর তার নেই। আরোও একটা তীর এসে তার কাঁধে বিঁধে তলোয়ারটুকু তুলতে পারাকে আরো দুরূহ করে দিল। "মা গৌরী," সে চিৎকার করে ওঠে, "আমাকে শক্তি দাও।" জঙ্গল কাঁপিয়ে বজ্রপাতকরে উত্তর আসে। দেবতারা দয়ালু, প্রভুর সেবা করতে করতে মারা যাওয়ার তার ইচ্ছা তাঁরা পূর্ণ করবেন।

স্কন্দদাসকে বাধ্য হতে হল নিজের সমস্ত কিছু গণিকাদের বিলিয়ে দিতে। তিনি জানেন আগামী কাল তাঁর এই পরিদর্শনের প্রমাণ স্বরূপ তারা শোভাযাত্রা বের করতেই পারে। তারা এমনকি তাঁর বীরশৃঙ্ক্ষলটি পর্যন্ত নিয়ে নিয়েছে। দেশের সেবা করার জন্য সম্রাট স্বয়ং তাঁকে এই গৌরবের শৃঙ্খল টি দিয়েছিলেন। হয়ত তারা এটি পথের মাঝখানে নিলামও করতে পারে এবং উপপ্রধান সম্পর্কে এই গুজবও রটতে পারে যে সম্রাটের দান করা সর্বোচ্চ সম্মান তিনি এক বেশ্যার পায়ে বন্ধক রেখেছিলেন। নিত্য ব্রহ্মচারী স্কন্দদাস, যিনি নিজের কর্তব্যের সাথে বিবাহ করেছেন - কী অবনতি, কী অগৌরব। এরপরেই যে গুজব গুলি রটবে তিনি তা প্রায় শুনতেই পাচ্ছেন : *যখন কোনো মাদারিকে উচ্চ পদাধিকারীকের মর্যাদা দেওয়া হয় তখন তো এরকমই হয় !* এই একটি মাত্র লজ্জাজনক কাজের দ্বারা তাঁর এত বছরের কাজ, আত্মোৎসর্গ সব ধুয়ে মুছে যাবে। তিনি গণিকাদের সাথে লড়াই করার কথা একবার ভাবলেন। এখন তিনি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন তার তুলনায় বেশ্যা আর কুটনিদের হাতে গণপ্রহারে মারা যাওয়া আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে।

BanglaBook.org

অবশেষে তারা যখন বুঝতে পারে উপপ্রধানের কাছে দেওয়ার মত আর কিছুই নেই, তারা সরে পড়ল। তাঁর সঙ্গে এই মুহূর্তে যা ঘটে গেল মন থেকে মুছে ফেলে অবিচল চিত্তে হেঁটে গিয়ে তিনি যখন তিনি রথের কাছে পৌঁছে চড়ে বসলেন, ভীড় তখন শান্ত হয়ে গেছে। তিনি তাঁর সঙ্গীদের আসার জন্য অপেক্ষা করছেন। রক্ষীরা প্রভুকে রক্ষা করতে পারেনি বলে লজ্জিত হয়ে মাথা নত করে এসে দাঁড়ায়। স্কন্দদাস তাদের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলেন, "তোমরা খুব ভাল কাজ করেছ। যা ঘটে গেছে তা নিয়ে মন খারাপ কোরো না। আমাদের কর্তব্য এই দেশের প্রতি। অ ন্য কারো কাছে আমাদের কিচ্ছু প্রমাণ করতে হবে না।"

আবার নতুন করে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তারা তাঁর দিকে তাকায়। তারপর নিজেদের ঘোড়ায় চেপে তাকে অনুসরণ করতে শুরু করে। বৃহন্নলা পিছনে দৌড়তে দৌড়তে এসে তাঁর রথে লাফিয়ে চেপে পড়ে। স্কন্দদাস তাকে বাইরে ফেলে দেওয়ার কথা একবার ভাবলেন, কিন্তু যেহেতু তিনিই তাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন, তাই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া কর্তব্য বলে বোধ করলেন। তিনি শুধু কামনা করতেন সে যেন তার স্বভাবসিদ্ধ টিপ্পনী কাটা থেকে বিরত থাকে। তাঁর আত্ম সংযমের অনেক পরীক্ষা দেওয়া হয়ে গেছে। তাঁর জগত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে. তাঁর গৌরব হৃত, আর একটা নপুংসক তাঁর দুর্দশা দেখে হাসবে এটাই হবে তাঁর শেষ চাওয়া।

তাঁকে চমকে দিয়ে বৃহন্নলা তাঁর চরণ স্পর্শ করে। "আপনি সত্যই একজন মহান মানুষ, স্বামী," সে বলে।

এক মুহুর্তের জন্য স্কন্দদাসের বুক গর্বে ভরে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি রেগে ওঠেন। তিনি নির্বোধ নন যে এই ছলনায় ভুলে যাবেন। অনেক কিছুর উত্তর বৃহন্নলাকে দিতে হবে। তাঁর মনে আছে বৃহন্নলাই ঘোষণা করেছিল যে তিনি উপহার বিতরণ করবেন, আর ভীড় টেনে এনেছিল। কেন সে এরকম করল? সে কি জ্ঞাতসারে চাইছিল তাঁর দেরি হয়ে যাক ? এই ঘটনার শেষবিন্দু অবধি না পৌঁছে তিনি বিশ্রাম নেবেন না। *কিন্তু তিনি যদি বিজ্জলকে খুঁজে বের করতে না পারেন তাহলে আগামী কাল অবধি তিনি নিজেই টিকবেন না,* তিনি নিরাশ মনে হয়ে ভাবলেন।

BanglaBook.org

একদল সশস্ত্র লোকের সামনে তাঁর রথ দাঁড়িয়ে গেল। স্কন্দদাসের লোকেরা নিজেদের তলোয়ার বের করতে গেলে তিনি হাত তুলে তাদের বিরত করেন।

একজন বৃদ্ধ মানুষ সামনে এসে কেঁদে ওঠে, "এক ব্যবসায়ী আমাদের পণ্যসামগ্রী আর দোকান ধ্বংস করে দিয়েছে, আমরা ন্যায় চাই।"

স্কন্দদাসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। "রথ কি একজন দাস চালাচ্ছিল?" উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া উত্তেজনা নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

লোকগুলি নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে কথা বলার পর বৃদ্ধ টি বললেন, "হ্যাঁ, এক বিশালাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ দাস। সে অনেককে আহত করেছে। আমরা একবার তাকে হাতে পেলে ছিঁড়ে ফেলব।"

"কোন পথ দিয়ে গেছে সে?" স্কন্দদাস প্রশ্ন করেন।

"আমরা যদি জানতামই, তাহলে আপনার জন্য কেন অপেক্ষা করব, স্বামী?" বৃদ্ধ লোকটি অবজ্ঞার হাসি হেসে বলে।

"মহানুভবের সময় নষ্ট করিস না, গর্দভের দল, পথ ছাড়," বৃহন্নলা চিৎকার করে ওঠে আর তার ফলস্বরূপ লোকগুলি বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে।

"তুমি কি একটু চুপ করবে?" নপুংসককে হিসহিসিয়ে বলে তিনি আবার বিক্ষুব্ধ জনতার দিকে ফেরেন।

"আপনার লোকজনদের দুভাগে ভাগ করুন। একদল অনুসন্ধান চালাবে নদীর দিকে যাওয়া সড়ক পথে। অন্য দল আমার সঙ্গে আসবে। আমরা জঙ্গলের পথে খুঁজব। কিন্তু, আমার কাছে না আনা পর্যন্ত কেউই ওই দাস বা ব্যবসায়ীর গায়ে স্পর্শ অবধি করতে পারবে না। মাহিষমতীর সম্রাটের হয়ে এই আদেশ দেওয়া হল।"

তখন জনতার মধ্যে থেকে কিছু রাগত বিড়বিড়ানি উঠে এল, কিন্তু সেই বৃদ্ধ বললেন, "আমরা ন্যায়বিচার চাই। আমরা আশ্বাস চাই যে একবার ওই ব্যবসায়ীকে খুঁজে পাওয়া গেলে আমাদের সমস্ত ক্ষতি পূরণ করে দেওয়া হবে।"

স্কন্দদাস ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। যদি তাঁর অনুমান সঠিক হয়, তাহলে সেটি কোনো ব্যবসায়ী নয়, স্বয়ং যুবরাজ বিজ্জল।

"কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না," বৃহন্নলা আবার চেঁচিয়ে ওঠে। "তোমরা কি আশা করো সম্রাট বেশ্যা আর কুটনিদের ক্ষতিপূরণ দেবেন, বেজন্মার দল?"

BanglaBook.org

জনতা ক্রোধে চিৎকার করে ওঠে। স্কন্দদাস বৃহন্নলার দিকে ক্রুদ্ধভাবে তাকান, সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

“আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি আপনাদের ক্ষতিপূরণের। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। জঙ্গল আর প্রধান সড়ক অনুসন্ধান করা হোক,” স্কন্দদাস বলেন।

দলটি দুভাগে ভাগ হয়ে যায়, এবং স্কন্দদাস তাঁর প্রহরী ও সেই বৃদ্ধটির নেতৃত্বে একদল লোক নিয়ে জঙ্গলের পথে প্রবেশ করেন।

তিনি বৃহন্নলাকে আড়চোখে দেখেন। তাকে এত বিচলিত লাগছে কেন?

শেষ দুজন বৈতালিক পড়ার আগেই কাটাপ্পা কাহিল হয়ে ধ্বসে পড়ে। তারা সতর্কভাবে তার দিকে এগিয়ে আসছে। একজন তলোয়ার ধরে আছে এবং অপরজন ধনুক। তীরেই কাটাপ্পাকে অভিগ্রস্ত করে ফেলল। রক্তের পুকুরের মধ্যে সে এখন পিঠ পেতে পড়ে আছে, তার শরীরে গাঁথা কয়েকটি তীর বাইরের দিকে বেরিয়ে রয়েছে।

ভোর হয়ে গেছে আর বৃষ্টি অনেক ধরে গিয়ে এখন ঝিরঝিরিয়ে পড়ছে। কাটাপ্পার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বৃষ্টির প্রত্যেক ফোঁটা তার গায়ে তীরের মত এসে বিঁধছে। সে বিজ্জলের দিকে তাকায়। যুবরাজ এখন উবু হয়ে বসে আছেন। তাঁর নাক ও ঠোঁট থেঁতলে গেলেও তাঁর বিশাল কিছু ক্ষতি হয়নি। “আমি আপনাকে ব্যর্থ করিয়ে দিলাম, প্রভু,” কাটাপ্পা বিরবিড় করে। তাকে হত্যা করার পর, এরা বিজলকেও করবে। কাটাপ্পা চোখ বন্ধ করতেই কান্না গড়িয়ে পড়ে। সে তার পিতাকে ব্যর্থ করিয়ে দিল, তার বংশ, তার ঐতিহ্যকেও। তার বংশের সেই প্রথম দাস যে তার প্রভুকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হল। “ক্ষমা করে দিন, পিতা, ক্ষমা করে দিন,” সে ফিসফিস করে বলে এবং মৃত্যুর নেমে আসার অপেক্ষা করে।

তলোয়ার ধারি ব্যক্তি কাটাপ্পার কাছে এসে তার বুকের উপর নিজের পা রাখে। সে কাটাপ্পার মাথার ঠিক উপরেই দুহাত দিয়ে তলোয়ার উঁচু করে তোলে। কাটাপ্পা অপেক্ষা করে কখন এটি সবেগে তার পাঁজর ভেদ করে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে বিদ্ধ হবে। তার পরিবর্তে লোকটির পা ধীরে ধীরে ভাঁজ হয়ে যায় এবং সে কাটাপ্পার উপর এসে

BanglaBook.org

পড়ে। তার তলোয়ার পাশে পড়ে গেছে। কাটাপ্পা দেখতে পায় বিজ্জল একটি বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ধনুক ধারী নিজের ধনুকের ছিলা টানতে যায়, কিন্তু বিজ্জল দ্রুত তার দিকে ঘুরে বল্লম দিয়ে তার ধনুক ফেলে দেন। বিজ্জল তার দিকে বল্লম ছুঁড়তেই সে গোড়ালিতে ভর করে ঘুরে দাঁড়ায়।বল্লম লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় এবং ধনুক ধারী ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। কাটাপ্পা দেখতে পায় জঙ্গলের ভিতর থেকে কেউ আসছে। মূর্তিটি হত্যাযজ্ঞর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তের জন্য থমকায়। যখন সে দেখতে পায় বিজ্জল তার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে নিজের তলোয়ার বের করে। কাটাপ্পা নিজের মাথা তোলে, এবং স্তম্ভিত হয়ে যায়। সে দেখে সেই মূর্তি আর কেউ নয়, স্বয়ং শিভাপ্পা।

ঠিক সেই মুহূর্তেই স্কন্দদাসের রথ ওই ফাঁকা জায়গায় এসে থামে, তাঁর পিছনে প্রচুর সশস্ত্র মানুষ। কাটাপ্পা দেখল শিভাপ্পা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বল্লম হাতে বিজ্জলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্কন্দদাসের সঙ্গে আসা জনতা নিজেদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। এটাই কি সেই ব্যবসায়ী নয় যে তাদের পণ্যসামগ্রি নষ্ট করেছে? তারা দেখে স্কন্দদাস তার দিকে ছুটে গিয়ে তাকে নত হয়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন। তারা তাকে যুবরাজ বলে সম্বোধন করতে শোনে। স্কন্দদাস যখন বিজ্জলের সাথে কথা বলছেন, তখন সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিটি নিজের অনুগামিদের বলে, "এখন কোনো নাটক তৈরি করবে না, এ যদি সত্যিই যুবরাজ হয়, তাহলে আমরা পড়ে আর অর্থ নিংড়ে বের করতে পারব। কালিকা ভাল বলতে পারবে কী করতে হবে।" সেখানে কিছু উত্তেজিত অসম্মতি দেখা দিল কিন্তু অবশেষে বৃদ্ধটি সবাইকে বোঝাতে সক্ষম হল।

সে নিজের মুষ্ঠিবদ্ধ হাত উপরে তুলে চিৎকার করে ওঠে, "জয় মাহিষমতী!জয় রাজকুমার বিজ্জলের জয় !" দ্রুতই প্রত্যেকে উচ্চস্বরে যুবরায়ের জয়ধ্বনি করে। আর যুবরাজ, সোনালী তরলে অর্ধ মদ্যপ অবস্থা, ভালো করে বুঝতেও পারলেন না কী চলছে, কিন্তু নিজের নামের জয়ধ্বনি শুনে মাটি থেকে একটি বল্লম তুলে নিয়ে বাতাসে মেলে ধরলেন। উদ্দীপনার জনতা প্রমত্ত হয়ে উঠল।

স্কন্দদাস আহত কাটাপ্পার কাছে আসতেই সে করজোড়ে বলে উঠল,"যুবরাজ আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন।"

BanglaBook.org

উনিশ

শিবগামী

তিন মাস পর

শিবগামী নিজের মাথার উপর জ্বালানী কাঠের বোঝার ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করে। তার গাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে নেমে চিবুক ছুঁয়ে তার বিবর্ণ পোশাকে বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়ে। রান্নাঘরে পৌঁছানোর শেষ কয়েক ধাপ কষ্টকরে ওঠার সময় সে হাঁপায় আর তারপর সশব্দে বোঝাটা মাটিতে নামিয়ে দেয়।একটি মাকড়শা সেখান থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে দ্রুত পালিয়ে যায়।

শিবগামী বোঝাটি খোলার জন্য উবু হয়ে বসতেই অনাথালয়ের মূল প্রাঙ্গণ থেকে একটা হট্টগোলের শব্দ শুনতে পেল। সে দেখল তাদের রাঁধুনি, বকুলও উঁকি মেরে উঠোনের দিকেই দেখছে, কিন্তু সেও শিবগামীকে দেখতে পেয়ে দ্রুত তাকে কুয়ো থেকে জল তুলে আনার হুকুম করে। শিবগামি দেখতে পেল কামাক্ষী কুয়োর কাছে ভারী কিছু কাজ করছে। তার বন্ধুর দৃষ্টি শিবগামীর দিকে পড়তেই সে হাসে।

তার রাজ অনাথালয়ে আসার তিন মাস হয়ে গেছে। ছুরির সেই ঘটনা টি ঘটে যাওয়ার পর থেকে থোণ্ডক আর তার সঙ্গীসাথীরা তার কাছ থেকে সমীহপূর্ন দূরত্ব বজায় রাখে। যদিও তারা প্রায়ই তাকে ব্যঙ্গ করে, কিন্তু কোন সরাসরি বিরোধিতা এড়িয়ে চলে। শিবগামি আর কামাক্ষী উথঙ্গের সেবা করাকে পবিত্র কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছে। ছেলেটির অবস্থা সেই আগের মতই আছে। তারা তাকে মণ্ড খাওয়ায়, যেটি সে অত্যন্ত কষ্টকর ভাবে গলাধঃকরণ করে, তার চোখ কাঁচের মত হয়ে আছে,আর রাতের বেলা তাদের দুজন মেয়ের মধ্যে যতক্ষণ না কেউ এসে

BanglaBook.org

তার চোখ বন্ধ করিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, সে একদৃষ্টে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা তার অপরিষ্কার কাপড় পরিবর্তন করিয়ে দেয়, শয্যাক্ষত না হওয়ার জন্য সপ্তাহে একদিন ভিজে কাপড় দিয়ে তার শরীর মুছিয়ে দেয়।

তারা নিজেদের মনের সমস্ত কথা তার সামনে তুলে ধরে। তাদের মধ্যে কামাক্ষী আবার প্রায়ই সেই চেতনাহীন ছেলের সাথে কথা বলে। সে তার প্রেমিকের প্রবাসী হয়ে যাওয়ার জন্য এবং নিজের অনিশ্চিত ভাগ্যের জন্য বিলাপ করে। সে কখনো হাসে, কখনো কাঁদে আর তার এই অবস্থা দেখে শিবগামীর অন্তর বিদারিত হয়।

না রেবাম্মা, না এখানকার কোনো বাসিন্দা ভাঁড়ারঘরে উঁকি মারারও কষ্ট করে। কিন্তু যুবরাজ মহাদেব যাইহোক উত্থঙ্গের খবর নিতে প্রায়ই পরিদর্শনে আসেন। এই সময়গুলোতে শিবগামী চূড়ান্ত অস্বস্তিতে পড়ে যায়। মহাদেব এত অসহায় ভাবে তার প্রেমে পড়ে গেছেন যে শিবগামীর নিজেরই বিরক্তিবোধ হয়। সে তাঁকে ক্রমাগত এড়িয়ে চলে, যখনই রাজবৈদ্যকে সঙ্গে করে নিয়ে রাজকুমার আসেন, সে কোনো না কোনো অছিলা খুঁজে সেখান থেকে চলে যায়। রেবাম্মা রাজকুমারের স্তাবকতা করে তাঁর কাছ থেকে যা পান তাই নিষ্কাশিত করে নেন। সর্বোপরি অচেতন ছেলেটির উপস্থিতি আর তার উপরে রাজকুমারের দেখানো বিশেষ আগ্রহ রেবাম্মার কাছে বেশ লাভজনক ঠেকে।

রাজকুমারের পরিদর্শনের থেকেও এই দুই মেয়েকে যেটি সবচেয়ে সন্ত্রস্ত করে তোলে তা হল অনাথালয়ে কেকীর আকস্মিক আগমন। রেবাম্মার স্বামী কালিকার গুহায় অনাথালয়ের মেয়েদের বিক্রী করেন। প্রায়শই তিনি এমনও করেন, অনাথাওলয়ে কোনো কিশোরী মেয়ে ভর্তি হলেই তিনি কালিকার কাছ থেকে অগ্রীম অর্থ নিয়ে রাখেন। রেবাম্মাও এই চক্রের অংশ, এবং সর্বোচ্চ মূল্যদাতার জন্যেও তিনি যতদিন পারেন ধরে রাখেন। দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকগন, দুজনের কাছ থেকেই উৎকোচ গ্রহন করে শপথ করেন যে মেয়েরা স্বেচ্ছায় দেবদাসীর কাজ করতে চায়। এরকম একটি গুজব শোনা যায় কে কালিকা তার প্রতিপাল্যদের সযত্নে রাখে, প্রায়ই বিলাসবহুল আদরযত্ন করে, তাই খুব বেশী মেয়েরা এই পরিকল্পনায় বিরোধিতা জানায় না, বরং এই অন্ধকার অনাথালয় থেকে প্রফুল্লচিত্তে চলে যায়।

BanglaBook.org

রেবাম্মা যেহেতু নিশ্চিত যদি তিনি যথেষ্ট সময় ধরে অপেক্ষা করেন তাহলে কামাক্ষীর সৌন্দর্য তাঁকে যথোপযুক্ত মূল্য এনে দেবে, তাই কামাক্ষীকেও বিক্রী করা হবে। কেকী তার জন্য আসতেই থাকে, কালিকার পক্ষ থেকে প্রত্যেকবার মূল্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। রেবাম্মা উত্তম সুযোগ বুঝে দরদাম বাড়াতেই থাকেন। এটা কেবল সময়ের অপেক্ষা যে একবার উপযুক্ত দরদাতা আসবে আর কামাক্ষী কালিকার গুহার তমসাচ্ছন্ন মুঠির ভিতরে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। এটাও সম্ভব হতে পারে যে দেখা গেল সে কামকলা দ্রুত আয়ত্ব করে ফেলছে, এইক্ষেত্রে রাজাদের বা রাজপুত্রদের সম্ভোগের জন্য সে অন্ত;পুরের মর্যাদাপূর্ণ দাসীদের মধ্যে অন্যতম হয়ে যাবে।তাই কামাক্ষীর জন্য এই অবশ্যম্ভাবী নিয়তি থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র আশা হল শিভাপ্পা।

আজ এখানে একটি পূজা অনুষ্ঠিত হবে যার ফলে দুই মেয়েই ত্রস্ত হয়ে আছে। আজ অমাবস্যা- রেবাম্মার সর্বোৎকৃষ্ট পূজার দিন।

শিবগামী দ্রুত হাতের কাজ সারতে থাকলেও তার মন পড়ে থাকে বাইরে। সেখান থেকে শুনতে পাওয়া সজোরে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, টুকরো টুকরো কথাবার্তা যা তার কানে এসে পৌঁছায় তাতে বোঝা যায় অনাথালয়ে একজন নবাগত এসেছে। মনে হচ্ছে ছেলেরা তাকে নিয়ে মজা করছে। এই নরকে যোগ দান কারী দুর্ভাগার অবস্থা শিবগামী সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারে। এমনকি এই তিন মাস পরেও, প্রথম দিন এই অনাথালয়ে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিল, তা ভাবতেই শিবগামী রেগে ওঠে।

ইতিমধ্যে কাজ সেরে সে দ্রুত মূল প্রাঙ্গণে গিয়ে উপস্থিত হয়। ছায়াগুলি লম্বা হতে শুরু করেছে, আর ঘরের আনাচে কানাচে গুঁড়ি মেরে রাত নামছে। অনাথালয়ের সমস্ত অধিবাসী এখানে জমা হয়েছে এবং উল্লসিত ছেলে মেয়েদের ভীড়ে দর দালান উপচে পড়ছে। কী ঘটছে সে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু একটি ছেলের ক্ষীণ কান্নার শব্দ সে ঠাওর করতে পারে। এখন বাতি জ্বালানোর সময় হলেও কেউই সে চেষ্টাও করে নি। বাতাসে ঘামের কটু গন্ধ ভাসছে।

"এইবার, মোটকু, আমাদের দেখা তো হনুমান কেমন করে লঙ্কায় ঝাঁপ দিয়েছিল?" কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই হাসির হুল্লোর পড়ে গেল। শিবগামী

BanglaBook.org

থোণ্ডকের কণ্ঠস্বর চিনতে পারে। আর কয়েক মাসের মধ্যেই সে আঠেরো বছরের হয়ে গিয়ে অনাথালয় ছেড়ে সম্রাটের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবে। ততদিন পর্যন্ত শিবগামী আর কামাক্ষীকে তার কাছ থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

“দেখেছিস, ওর পেট টা কী করে লাফাচ্ছে?” থোণ্ডক আমোদে চিৎকার করে আর সমগ্র ভবন হাসিতে ফেটে পড়ে।

“ওকে বাঁদরের মত দেখতে,” আমোদের মধ্যে মালিকার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ যোগ হয় আর শিবগামী শোনে ছেলেটি ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদছে।

“হয়ত ও বাঁদরের দ্বারা জন্ম নিয়েছে,” থোণ্ডক উল্লাসে নিজের উরুতে চাপড় মারতেই তাকে পুরস্কৃত করে আর এক দফা হাসির হুল্লোড় ওঠে। “তোর বাবা তোদের বাড়ি আসত, না কি তোর মা তোকে উৎপাদনের জন্য জঙ্গলে যেত, মোটকু?” থোণ্ডক কর্কশ গলায় বলে ওঠে। সমবেত কণ্ঠে উল্লসিত গর্জন ও চিৎকার শোনা যায়।

শিবগামীর ছেলেটির জন্য খারাপ লাগে। সে প্রাঙ্গণের দিকে হেঁটে গিয়ে দেখতে যায় সেখানে কী ঘটছে। প্রত্যেক বাসিন্দার শত্রুভাবাপন্ন আচরণের সম্মুখীণ হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার যন্ত্রণা সে বোঝে।

“কী হচ্ছে এখানে?” শিবগামি বাতাসে ছড়ি মারার আওয়াজ পায়। রেবাম্মা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। চোখের নিমেষে শিবগামী আর সেই স্থুল ছেলেটি ছাড়া সবাই অদৃশ্য হয়ে যায়।

“ওরা আমাকে খেপাচ্ছিল,” চোখ রাঙিয়ে থাকা রেবাম্মাকে মোটা ছেলেটি বলে।

“তুই এখানকার নববধূ, না?” বলেই রেবাম্মা ছেলেটির প্রশস্ত পিঠে সজোরে ছড়ির আঘাত করেন। সে ব্যথায় আর্তনাদ করে ওঠে। ছেলেটি পালিয়ে যাওয়ার উপক্রম করতেই রেবাম্মা তার পিছনে ধাওয়া করেন এবং ছড়ি ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত তাঁকে মারতে থাকেন। ছেলেটি মাতৃগর্ভে থাকার মত ভঙ্গিমায় মাটিতে শুয়ে ক্রমাগত কেঁদেই চলে। শিবগামীর দিকে ফেরার আগে রেবাম্মা তাকে বেশ কয়েকবার লাথি মারেন। “হাঁ করে কী দেখছিস? তোর কোন কাজ নেই?” তিনি তার উপর চিৎকার করেন।

BanglaBook.org

শিবগামী জানে তর্ক না করাই ভাল। সে দ্রুত রান্নাঘরে চলে যায়। অনেক এঁটো বাসন আছে যেগুলো রাতের খাওয়ার আগে মেজে ফেলতে হবে। সে কুয়োতলায় বসে কামাক্ষীর সঙ্গে ছাই দিয়ে বাসনপত্রগুলি মাজতে মাজতে নবাগত সম্পর্কে নিচু স্বরে আলোচনা শুরু করে।

“আমাদের মত আরও একজন,” বাসনের ধার থেকে তেলচিটে ময়লা ঘষে তুলতে তুলতে সে বলে। শিবগামি উত্তর দেয় না। তার ভাগ্যের অংশীদার কেউ নেই। কয়েকদিন উত্যক্ত করার পর, ওরা ছেলেটিকেও গ্রহণ করবে। যতই হোক সে তো আর রাজদ্রোহীর সন্তান নয়। শীঘ্রই সেও অন্যদের সাথে মিলে শিবগামীকে ব্যঙ্গ করা শুরু করবে। সে নিকৃষ্ট জাতীয়, এত সব শহীদদের সন্তানের মাঝে একজন রাজদ্রোহীর কন্যা। তার করা প্রত্যেকটি কাজ সন্দেহের চোখে দেখা হয়। তারা শিবগামীকে তার পিঠের পিছনে ডাইনি বলে ডাকে। থোগুক কোনো ছেলের সাথে কোনো লড়াই হারে না, কিন্তু সে শিবগামীর সামনে ধুলো চাটতে বাধ্য হয়েছে। এটাই তার পরিচিতিতে ডাইনি তকমা এঁটে দিয়েছে।

মাহিষমতীতে যখন প্রত্যেক নাগরিক নিজেদেরকে দেশপ্রেমিক বলে গর্ব করবে, সে কিন্তু সারাজীবন রাজদ্রোহীর কন্যা হিসাবেই রয়ে যাবে। হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শিবগামী তার পিতার হত্যাকারী এই দেশকে ঘৃণা করে।

তার চিন্তা পাণ্ডুলিপির দিকে ঘুরে যায়। সে প্রায়ই ভাবে এখানে কী লেখা আছে। এ ক্ষেত্রে তার পঠন দক্ষতা কোনো কাজেই লাগে না, আর কামাক্ষী তো পড়তেই পারে না।রাঘব তাঁকে বলেছিল পাণ্ডুলিপিটি প্রাচীন ভাষা পৈশাচীতে লেখা। তার পিতা ব্যতীত আর কাউকে সে চেনে না যে পৈশাচী পড়তে পারে।

শিবগামী অবাক হয় কেন তার পিতা এই বই পৈশাচীতেই লিখলেন। এটা এমন কোনো ভাষা নয় যে সবাই জানে। তিনি এটা কোথা থেকে পেয়েছিলেন? সে কাউকে এই পাণ্ডুলিপি দেখাতেই এত ভয় পায় যে সবসময় নিজের সঙ্গে করে নিয়ে বেড়ায়। এর চামড়ার মলাটে একটি পর্বতের ছবি খোদাই করা আছে। বহু রাত সে জানলার ধারে জ্যোৎস্নায় গিয়ে বসে বসে এর মর্মোদ্ধার করার চেষ্টা করেছে। এইরকম কাজ করা ভীষণই বিপদজনক। এমনিতেই অনেক মেয়ে তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে সে ওটা কী লুকিয়ে রাখে।

BanglaBook.org

প্রাঙ্গণের মাঝখানে অবস্থিত কালী মূর্তির সামনে একটা মেয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল। প্রণাম করার জন্য ছেলেমেয়েরা সব এক এক করে বেরিয়ে আসছে। রেবাম্মা শাড়ী পরিবর্তন করে এখন মূর্তির সামনে পদ্মাসনে বসে আছেন। বিদ্ঘুটে গন্ধ ছড়িয়ে ধূপবাতি থেকে ওঠা ধোঁয়া কুয়াশার মত তাদেরকে জড়িয়ে রেখেছে। রেবাম্মা ঘন্টাধ্বনি করতেই সবাই দ্রুত প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হল। মহিষকে গর্বিত করা কণ্ঠস্বরে রেবাম্মা মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করলেন। ঘাঘরায় হাত মুছে নিয়ে শিবগামী তাড়াতাড়ি চলে আসে, কামাক্ষীও তার সঙ্গে যোগ দেয়। আরতি হওয়ার সময় সবাই কে প্রাঙ্গণে থাকতেই হবে।

"ও মা, কী চলছে এখানে? কী অপূর্ব সুন্দরী মেয়েরা সব!" একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর বলে ওঠে।

তারা চৌকাঠেই থেমে যায়, আর কেকী নিতম্ব দুলিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসে। সে কামাক্ষীর কাছে এসে থেমে গিয়ে রেবাম্মার দিকে ঘোরে, "আমি এই পুতুলটা বাড়ি নিয়ে যেতে পারি?"

কামাক্ষী পালিয়ে যেতে গেলে কেকী তার কাছে পৌঁছে গিয়ে হাত দিয়ে তার স্তনে চাপ দেয়। "কি দৃঢ়, কী..." শিবগামী আচমকা হাত বাড়িয়ে কেকীর গলা ধরে ফেলে। কামাক্ষী ভয়ে সিবগামীর পিছনে গিয়ে লুকায়। কেকী হেসে উঠে চাপড় মেরে শিবগামীর হাত সরিয়ে দেয়। পরক্ষণেই শিবগামী একটা ছুরি কেকীর বাম চোখ থেকে কয়েক আঙুল দূরে তাক করে ধরে। কেকী স্তম্ভিত হয়ে যায়।

"সরে যাও," শান্ত গলায় শিবগামী বলে।

"আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। রসিকতা বোঝো না নাকি? জানো না আমরা সবাই এখানে মহিলা? যদি এক মেয়ে অন্য মেয়েকে স্পর্শ করে তাতে কী সমস্যা হল?" কেকী চিৎকার করে।

এক হাতে কেকীর চুলের মুঠি ধরে শিবগামী অন্যহাতে ছুরিটি আরো কাছে নিয়ে যায়। এখন ছুরি প্রায় নপুংসকের চোখের মণি ছুঁয়ে ফেলেছে, কেকীর হেসে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা দেখেই শিবগামী তার আতঙ্ক বুঝতে পারে। শিবগামী প্রার্থনা করে সে যেন কোনো নির্বোধের মত কাজ করে না ফেলে। সে নিশ্চিত নয় যে ছুরিটি সে কেকীর মস্তিষ্কে গিয়ে বিদ্ধ করে দিতে পারবে কি না। সে কোনোদিন

BanglaBook.org

কাউকে আহত করেনি, থোণ্ডক আর দলবলকে ছাড়া, তাও সেটা ছিল আত্মরক্ষার্থে। এই প্রথমবার সে আগ্রাসী হয়ে উঠল। এটা তাকে নিজের ক্ষমতার আস্বাদ দিল, যাকে সে ভয় পেত।

"ডাইনি টা আবার জেগে উঠছে," শিবগামী থোণ্ডকের গলা শুনতে পায়। সে বোঝে সবার চোখ তারই দিকে। কামাক্ষী তার পিছনে দাঁড়িয়ে ফোঁপাচ্ছে। শিবগামী কেকীকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। কেকী ঘুরে যায়, একটি স্তম্ভে তার মাথায় ঠোকা লাগে এবং সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসে।

"রেবাম্মা, আমার এই মেয়েকে চাই। আপনি আমাকে যা মূল্য বলবেন আমি তাই দেব। এ মহা মূল্যবান," কেকী বলে। শিবগামী তার ছুরি চালাতেই তা কেকীর নাকে কেটে বসে যায়। নিজের রক্তাক্ত নাক চেপে ধরে কেকী চিৎকার করে ওঠে, "হে ভগবান, তুমি তো আমাকে প্রায় মেরেই ফেললে। আমাকে মেরে ফেললে। ও মা, আমি তোমাকে কী ভালোবাসি। তুমি কী কমনীয়। রেবাম্মা, আমার এই মেয়েকেই চাই। আমি একমাত্র একেই চাই। নপুংশক টি চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে, সে হাত তালি দিয়ে শিবগামীর মুখের কাছে হিসহিস করে বলে "তুমি শুধু দেখো আমি এবার তোমাকে কি করে নিই।" শিবগামী শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যদিও তার বুকের ভিতর হৃৎপিন্ড হাতুড়ির মত শব্দ করছে। সব চুল খুলে দিয়ে, মাথা ক্রমাগত ঘোরাতে ঘোরাতে, চারদিকে রক্তের ফোঁটা ফেলে নপুংশক নাচতেই থাকে। সে "মা, মা" চিৎকার করে উঠে কালীমূর্তির দিকে নাচতে নাচতে চলে যায়।

শিবগামী কামাক্ষীকে সেই গুদামঘরে নিয়ে গেল যেখানে তারা উত্থঙ্গের সাথে ভাগ করে থাকত আর তাকে সেখানেই ছেড়ে এল।

সে ফিরে এসে দেখে বকুল ঘন্টাধ্বনি করছে আর একটি ছেলে মূর্তির সামনে কর্পূর জ্বালিয়েছে। থোণ্ডক এখন স্নান করে কপালে লম্বা তিলক কেটে মূর্তির দিকে ফুল ছুঁড়ছে। ভক্তিতে তার চোখ বন্ধ এবং সে রেবাম্মার থেকেও জোরে চিৎকার করে দেবী বন্দনা গাওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে।কেকী চুল খুলে মুখের চারপাশে ছড়িয়ে সবার মধ্যখানে বসে ভর ওঠার মত নিজের মাথা ঘূর্ণিত করে চলেছে।

BanglaBook.org

শিবগামী দ্রুত নিজের প্রার্থনা সেরে ফেলে। তার একটিই মাত্র প্রার্থনা তার – পিতার হত্যাকারীদের মৃত্যু।

প্রার্থনার রব তুঙ্গে পৌঁছে গেছে। রেবাম্মা তাঁর বিশাল দেহ আন্দোলিত করতে শুরু করেছেন।আজ সেই দিন, যেসব দিন গুলিতে রেবাম্মার শরীরে কালী ভর করেন। "জয় মা কালী"প্রত্যেকের কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হচ্ছে। যখন শিবগামী এটা প্রথম দেখে, সে ভয় পেয়েছিল। এখন এই উন্মাদনা দেখে তার ঔদাসীন্য আসে। সে বাম পা থেকে ডান পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। চতুর্দিকে মশা ভনভন করছে আর একটা এসে তার নাকের আগায় বসে। সে চাপড় মারার চেষ্টা করে নিজের বাম চোখ খুলতেই মনে হল মশা যেন তার মনের ভাব পড়ে ফেলে এবং শেষ মুহূর্তেই উড়ে পালালো।

শিবগামী নিজের চোখ বন্ধ করতেই যাবে, ঠিক সেই সময় সে দেখে আগের সেই নতুন ছেলেটি ফসকে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল।শিবগামী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ছেলেটা কি উন্মাদ? সে ধীরে ধীরে পূজা স্থল থেকে বেরিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের দিকে দৌড়ে যায়। উনুন জ্বলছে আর তার উপর রাখা হাঁড়িতে গরম জল টগবগ করে ফুটছে। ম্লান আলোয় সে দেখতে পায় ছেলেটি খাবার রাখা তেপায়ার উপর ঝুঁকে রয়েছে।

"ওই," শিবগামী চিৎকার করতেই ছেলেটি চমকে উঠে হাঁড়ি উলটে ফেলে তার ভিতরের সবকিছু চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। শিবগামী ভয় পায় কেউ তাদের শুনে ফেলবে। তার উদ্বেগ নিরসন করে রেবাম্মার উন্মত্ত প্রার্থনায় তাদের শব্দ ঢাকা পড়ে যায়। বাইরে প্রাঙ্গণে প্রত্যেকে পরস্পরকে ভক্তিমূলক প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারস্বরে চিৎকার করছে।

"এখানে কী মরতে এসেছিস?" ছেলেটির দিকে এগিয়ে আসতে আসতে সে জিজ্ঞাসা করে।ছেলেটি ভয়ে কেঁপে ওঠে, তার ঠোঁট থরথর করে। "আমিআমি কিছু খাওয়ার জন্য খুঁজছিলাম...আমি..." সে বলে।

"সে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি," বুকের উপর আড়া আড়ি হাত রেখে শিবগামী বলে। " প্রশ্ন হল কেন? "

BanglaBook.org

ছেলেটিকে বিভ্রান্ত দেখায়, সে পালানোর জন্য পথ খোঁজে। শিবগামী তার পালানোর একমাত্র পথ, ঘরের দরজাতেই দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটি পায়ের দিকে তাকায়।

"কেন?" অধৈর্য ভাবে পায়ের পাতা নাচাতে নাচাতে শিবগামী এবার কঠোর ভাবে জিজ্ঞাসা করে।

"কা...কা... কারণ... আমার খিদে পেয়েছিল," ছেলেটি বিড়বিড় করে বলে।

শিবগামী হাসিতে ফেটে পড়ল। থিম্মার বাড়ি ত্যাগ করার পরে ছেলেটির বিলাপপূর্ণ স্বীকারোক্তি তার শোনা সবচেয়ে আমোদজনক বিষয়।দিনগুলি নিরানন্দ হয়ে পড়েছে, রাত্রি ততোধিক ক্লান্তিকর, আর কামাক্ষী ব্যতীত এই অনাথালয়ে কেউ একটাও প্রীতিবাক্য বলে না। কিন্তু সেখানে রসিকতা করার সুযোগ খুব কমই পাওয়া যায়। ছেলেটির হৃদয়াবেগবিহীন কথাগুলি, রান্নাঘরের এই ঘটনার সাথে মিলিয়ে শিবগামীকে হাসিয়ে তুলল।

"তুমি তো খুব মজাদার," হাসতে হাসতে দম চেপে সে বলে। রেবাম্মার ভেড়ার ডাকের স্বরের সাথে কেকীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ মিশে প্রাঙ্গণ থেকে "মা, মা," আর্তনাদ ভেসে আসছে। দেখে মনে হচ্ছে এই বৃদ্ধা অর্বুদের মধ্যে দেবী ভর করেছেন। তিনি এইরকম করেই যাবেন, তাঁর চুল খুলে ফেলেছেন, তাঁর সারা শরীর কাঁপছে আর খুব দ্রুতই তিনি চিৎকার করতে করতে ঝাঁপাতে শুরু করে দেবেন। থোণ্ডক এমন ভাবে ঢাক বাজাচ্ছে যেন সেটি তার শত্রু, আর রাঁধুনি তার ঘন্টা পুরোপুরিভাবে বিক্ষিপ্ত ছন্দে খাপছাড়া ভাবে বাজাচ্ছে। প্রাঙ্গণ থেকে আসা ধূপের এবং কর্পূরের ধোঁয়া রান্নাঘর ভরিয়ে তুলছে।

মোটা ছেলেটি জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকায়। এখন পূজাস্থলের সবাই হাততালি দিয়ে লাফাতে শুরু করেছে। ঘন্টা এবং ঢাক পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল শব্দবিভ্রাট সৃষ্টি করে তুলেছে।

"ওরা কি উন্মাদ?" ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে।

শিবগামী আবার হাসিতে ফেটে পড়ে। "না, ওরা শুধু ধার্মিক হওয়ার চেষ্টা করছে," সে উত্তর দেয়।

"তোমার নাম কী?"

BanglaBook.org

"গুড্ডু রামু," একটু লাজুক ভাবে সে বলল।

"গুড্ডু রামু?" শিবগামী জিজ্ঞাসা করে।

"গুড্ডু রামু," সে পুনরাবৃত্তি করে।

"শিবগামী," শিবগামী প্রত্যুত্তরে বলে।

"না, না, গুড্ডু রামু," ছেলেটি উত্তর দেয়।

শিবগামী ছেলেটির দিকে অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকে,তারপর আবার হাসিতে ফেটে পরে।

"গুড্ডু ..." শিবগামী হাসির মধ্যে থুথু বের হয়।

"রামু," ছেলেটি বলে, যেন শিবগামীর তার নামের শেষ অংশ টুকু উচ্চারণে অসুবিধা হচ্ছে। শিবগামী মেঝেতে পড়ে নিজের পেট আঁকড়ে ধরে হাসছে।

"আমি আমার নাম বললাম, বোকারাম, "শিবগামী বলে।

"না এটা আমার নিজের নাম," ছেলেটি উত্তর দেয়। শিবগামী উঠে দাঁড়িয়ে খেলার ছলে তার পেটে ঘুষি মারে। "আমি বললাম আমার নাম শিবগামী।"

"আর আমার..."

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি, গুড্ডু রামু, তুমি ইতিমধ্যে একশবার উল্লেখ করেছো। কি মজাদার নাম! তোমাকে মানাচ্ছেও বেশ, কিন্তু-"

"এই একটা নামই আমার আছে" ছেলেটি বলে উঠতেই তারা দুজনেই হেসে ওঠে।

বাইরে ধর্মোন্মাদনা এখন তুঙ্গে। এবার দেবী ভর করেছেন রাঁধুনির উপর আর সামনের সারিতে থাকা কয়েকজন মেয়ে ইতিমধ্যে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

"তুমি কোথা থেকে এসেছ আর এখানেই বা কী করে এলে?" শিবগামী তাকে প্রশ্ন করে। তার ঠোঁট থেকে এখনো হাসি মুছে যায় নি। অনেকদিন পর হাসতে পেরে তার খুব ভাল লাগছে।

"আমি খাওয়া শেষ করতে পারি? আমি ক্ষুধার্ত," গুড্ডু বলে।

"ওরা যদি তোমাকে খেতে দেখে নেয়, তাহলে ওই ডাইনি তোমার পিছন ফালা ফালা করে কেটে দেবে," শিবগামী বলতেই ছেলেটির মুখ ম্লান হয়ে গেল। শিবগামী তার চোখে আতঙ্ক দেখতে পায়; ছেলেটার নিজের মার খাওয়ার কথা

BanglaBook.org

মনে পড়েছে। সে খাবারের দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে ঢোঁক গেলে। শিবগামী রান্নাঘর থেকে একটা থালা এনে তার মধ্যে সব ব্যঞ্জন গুলি দিতে শুরু করে। তারপর সে থালাটিতে রেবাম্মার জন্য বানানো মিষ্টি স্তুপ করে মেঝেতে নামিয়ে রাখে।

"নাও, পেট ভরে খাও," শিবগামী বলে।

"কিন্তু তুমি বললে যে... ওরা করবে না?" সে সংকোচ করে ঈশ্বরের নামে উন্মাদের মত লাফাতে থাকা ভীড়ের দিকে নির্দেশ করে।

উত্তরে শিবগামী আরও একটা থালা নিয়ে সেটি খাবারে পূর্ণ করে তোলে। সে মেঝেতে গুন্ডুর মুখোমুখি পদ্মাসনে বসে। ছেলেটি পিছন ফিরে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে দেখে নেয় কেউ তাদের দিকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে কি না।

"উনি কি আমাকে আবার মারবেন?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। রোজ মারবে, কারণে আর অকারণে।"

"আমার বাবা আমাকে কোনদিন মারতেন না," বলেই ছেলেটি মাথা নিচু করে নিল। শিবগামী দেখে তার চোখ কান্নায় ভরে উঠেছে।

"ও,উনি এখন কোথায় আছেন?" বলামাত্রই সে বুঝতে পারে খুব বোকার মত প্রশ্ন করা হয়ে গেছে। বাবা মা জীবিত থাকলে কেই এই জায়গায় আসে না। কিন্তু সে না বুঝেই প্রশ্ন করে ফেলেছে, তাই আর কথা ফিরিয়ে নেওয়ার পথ নেই। গুন্ডু রামুর কাঁধ কাঁপতে শুরু করে, তার চোখ বেয়ে জল পড়ছে। একটা দশ বছরের ছেলেকে কাঁদতে দেখা হাস্যকর। শিবগামী অনেকদিন আগেই নিজের কান্না থামিয়ে ফেলেছে। আর কোনো কিছুতেই তার কান্না পায় না।

"ওরা চলে আসার আগেই খাবার টা খেয়ে নাও, গুন্ডু," শিবগামী বলে ওঠে।

গুন্ডু কান্না না থামিয়েই কোনক্রমে খাবার গলাধঃকরণ করতে শুরু করে।

"আমার বাড়ি তাল্লিয় গ্রামে, এইগ্রাম চারণ কবি আর গায়কদের জন্য বিখ্যাত। ভুবন বিখ্যাত চারণ কবিগণ। তুমি আমার গ্রামের কথা শুনেছ?" আর এক স্তূপ ভাতের উপর আক্রমণ চালিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে। শিবগামী সাম্বরের বালতি তার দিকে ঠেলে দিতেই তার চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে যায়। গুন্ডু হাতার পর হাতা ডাল নিজের ভাতের স্তূপের উপর ঢেলেই চলেছে। আশান্বিত মুখে সে শিবগামীর

BanglaBook.org

দিকে তাকায়। সেই পৃথিবী বিখ্যাত গ্রাম বা তার চারণ কবিদের সম্পর্কে শিবগামীর বিন্দুমাত্র ধারনাও নেই। কিন্তু সে গুড্ডুকে নিরাশ করতে চাইল না।

"হ্যাঁ, আমি... আমি শুনেছি তো। বিশ্ব বিখ্যাত। তাল্লিয়...."

গুড্ডুর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও মিথ্যা কথা বলার জন্য শিবগামীর খারাপ লাগে।

"তাহলে তুমি নিশ্চয়ই মদনাপ্পার নামও শুনে থাকবে?"

"আরে, মদনাপ্পা। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। মহান গায়ক। বিশ্ব বিখ্যাত," শিবগামী বলে। "উনি কি তোমার পিতা ছিলেন?"

"মদনাপ্পা! গুড্ডু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। "না,না, সে তো এক নির্বোধ। সে গাধার মত ডাকে। সে আমার বাবার সবচেয়ে বড় শত্রু। সে আমার বাবাকে কোনো দিন বিখ্যাত হতে দেয় নি।"

"ওহ্..."

"শিবগামী, তুমি আমার সাথে রসিকতা করছ," আচমকাই গুড্ডু বলে ওঠে।

"না, আমি...," শিবগামী তোতলাতে থাকে।

"তুমি নিশ্চিত জানো যে মদনাপ্পা আমাদের গ্রাম-প্রধান ছিল।"

"তাই নাকি? না মানে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানি। আর একটু ভাত নেবে?" প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্য সে বলে।

"আর খেলে আমার খিদে মরে যাবে। তখন আর রাতে খেতে পারব না," বললেও সে নিজেই আরও ভাত বেড়ে নেয়।

শিবগামী জানে রাতের খাবার আর দেওয়া হবে না। একবার যদি রেবাম্মা দেখে ফেলেন তারা কী করেছে তাহলে এমনকি আগামী তিন দিন পর্যন্ত কোনো খাবার দেওয়া হবে না। কিন্তু সে গুড্ডুকে সে কথা জানতে দিতে চায় না। এই নির্বোধ ভাবছে এটা কোন সরাইখানা যেখানে সে পেট ভরে খেতে পারবে। আজ অনাথাশ্রমের অনেককেই খালি পেটে থাকতে হবে। শিবগামী চিন্তা করে এই ছেলেটিকে উৎপীড়ন করার জন্য এইটাই তাদের শাস্তি। আর এই ভাবনাতেই সে আমোদ অনুভব করে। যদিও রেবাম্মার প্রতিক্রিয়া কী হবে ভেবেই সেও আতঙ্কিত হচ্ছে। দেবী মা তাঁর শরীর ছেড়ে চলে গিয়ে শিগগীর সেখানে শয়তানের আগমন

BanglaBook.org

ঘটবে। গুল্ডুর জন্য যা অপেক্ষা করছে ভাবতেই শিবগামীর খারাপ লাগে। সে তার থালায় একটি মিষ্টি তুলে দেয়।

"না না, মিষ্টি খেলে মোটা হয়ে যাব," বলে সে মিষ্টিটিকে থালার একপাশে সরিয়ে রাখে। "কি যেন বলছিলাম?" জিজ্ঞাসা করে সে ভাতে সাম্বর মাখিয়ে তাতে পাঁপড় ভাঙে।

"বিশ্ব বিখ্যাত মদনাপ্পার কথা," হাসি চেপে শিবগামী বলে।

"না, না, মদনাপ্পা বিশ্ব বিখ্যাত নয়। সে কেবল একটা বোকা গ্রাম প্রধান যে প্রতিভাবানদের চিনতে পারে না। আমার বাবা পৃথিবী বিখ্যাত ছিলেন। যদিও, তিনি হন নি, কিন্তু যুদ্ধে মারা না গেলে হতেন," ঠোঁট কাঁপিয়ে গুল্ডু বলে। "তিনি আমাদের গ্রাম কে পৃথিবী বিখ্যাত করে তুলতে পারতেন।"

শিবগামী এক মুহূর্তের জন্য নিশ্চুপ হয়। "কিন্তু গুল্ডু, একজন চারণ কবি কীভাবে যুদ্ধে মারা গেল?" সে জিজ্ঞাসা করে।

স্থানীয় সেনানায়ক নিজের ইতিহা স লেখার জন্য তাঁকে নিয়গ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন আমার বাবা সব রকম মিথ্যা লিখুন। তিনি বলেছিলেন আমার বাবা যেন গান করেন যে সেনানায়ক ভগবান রামের অবতার। আমার বাবার পেশা ছিল সেনানায়কের মহত কার্যাবলীর তথ্য আগামী প্রজন্মের জন্য সংগ্রহ করে রাখা। ইস, কী সুন্দর সুন্দর গানই না আমার বাবা বানিয়ে ছিলেন।"

"আমি নিশ্চিত তুমি সেগুলো খুব ভালবাসো।"

"না, আমি সেগুলো ঘেন্না করি। সেগুলো সব মিথ্যা কথা," আর একটা পাঁপড় গুঁড়ো করে সে বলে। প্রাঙ্গনে অন্তিম আরতি চলছে, শিবগামী জানে যে কোনো মুহূর্তে সবাই চলে আসতে পারে। ভাতের বালতি প্রায় অর্ধেক খালি হয়ে গেছে।

"সব গান আর গল্পগুলো মিথ্যা ছিল। কোথাও আর সৎ গল্পকথক নেই। যারা পারিশ্রমিক তারা নিজেরদের ইচ্ছা অনুযায়ী লিখিয়ে নেয়," শিবগামী নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলে। তারা তার পিতার সম্ভাব্য রাজদ্রোহ নিয়ে যে গানগুলি রচনা করেছিল সেগুলো তার মনে পড়ে। সে সমস্ত কবি, লেখক আর চারণদের ঘৃণা করে।

"আমার বাবা মিথ্যা বলতে ঘৃণা পেতেন, তিনি খুব সৎ ছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্ব বিখ্যাত হতে চেয়েছিলেন আর এতাই তাঁকে মেরে ফেলল। একদিকে তাঁর

BanglaBook.org

উচ্চাকাঙ্ক্ষা," গুন্ডু ভাত একপাশে ভাগ করে, "আর অন্যদিকে তাঁর সততা। সততা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা – উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সততা। তিনি এই দুইয়ের মাঝে তিনি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেন।"

একপাশে সরিয়ে রাখা মিষ্টিটাও গুন্ডু তুলে নিয়ে গপ করে গিলে ফেলল। শিবগামী একবার তাকে মনে পড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবে যে মিষ্টি খেলে মোটা হয়ে যায়, কিন্তু নিজেকে থামিয়ে নেয়। বাইরে থেকে শেষ পর্যায়ের "মা আ আ আ, মা আ আ আ" ধ্বনি ভেসে আসছে। দেবী রেবাম্মাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এবার তারা দেবিকে অর্পণ করার নিমিত্তে প্রসাদ নিয়ে যাওয়ার জন্য আসবে।

শিবগামী চিন্তা করল তারা যখন দেখবে দেবীর জন্য প্রস্তুত করা খাবার সে আর গুন্ডু মিলে খেয়ে নিয়েছে, তাদের মুখ গুলো কেমন দেখতে লাগবে। তার নিজেকে দুর্বৃত্ত বলে মনে হতেই সে মজা পেল। তাকে এর মূল্য চোকাতেই হবে, কিন্তু সবচেয়ে মজাদার ব্যাপার হবে রেবাম্মার মুখের অভিব্যক্তি দেখা। বেচারা গুন্ডু, সে এখনও জানে না তাকে কিসের সম্মুখীন হতে হবে।

"আমাকে আর একটা মিষ্টি দেবে?" সে জিজ্ঞাসা করে।

"কেন দেব না? তিনটে নাও।"

"না, একটাই নেব। আমি খাদ্য সংযম অভ্যাস করছি," বলে সে তিনটেই নিয়ে নেয়। "হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, আমার বাবা তাঁর পেশা আর বিবেকের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হতে থাকেন। তিনি প্রায়ই বলতেই তাঁকে এত মিথ্যা কথা লিখতে হয় যে তাঁর রাজনীতিজ্ঞ বা সরকারি আধিকারিক হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা দরিদ্র ছিলাম, আর খাওয়ার জন্যেও কিছু ছিল না। আমার মায়ের মৃত্যুর পর তাঁকেই আমার দেখাশনা করতে হত। তিনি বলতেন তিনি এইসব করছেন যাতে আমি একমুঠো অন্ন পাই।" গুন্ডু হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখের জল মোছে।

"একমুঠো অন্ন ! হুমমম, তারপর?"

"তাই সেনানায়ক যেমন চেয়েছিলেন তিনি তেমনই গান রচনা করলেন। কিন্তু তাঁর সততা বিদ্রোহ করল। তাই তিনি একটি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি সত্যের সাথে কল্পনা মিশিয়ে দিলেন।" গুন্ডু ভাতের দুট স্তূপকে মিশিয়ে দিয়ে শিবগামীর দিকে আশান্বিত মুখ করে তাকায়। হাতা দিয়ে তলানি টুকু চেঁছে দিয়ে

BanglaBook.org

শিবগামী সাম্বরের বালতি তার থালায় ঢেলে দিল। এই গেল রেবাম্মার ভোজ, সে মনে মনে হাসে।

"তিনি গানের প্রত্যেক শেষ পঙক্তি এই শব্দবন্ধ দিয়ে বলতে শুরু করলেন,'তোমরা কি মানতে পারো?' সাধারণ জনতা এটা পছন্দ করত, কিন্তু আমি জানি না কেন," গুন্ডু নিজের আঙুল চাটে, "সেনানায়ক ভীষণ চটে যেতেন।"

শিবগামী হেসে ওঠে। গুন্ডুকে দেখে মনে হল সে আঘাত পেয়েছে, তাই শিবগামী তার থালায় আরও চার হাতা ভাত ঢেলে দিল। গুন্ডু খালি হয়ে যাওয়া সাম্বরের বালতি নিয়ে নিজের থালার উপর ঝাঁকায়।

"এটা এই রকম ছিল..." গুন্ডু নিজের গলা পরিষ্কার করে গেয়ে ওঠে ;

"মহানায়ক, সেনানায়ক, দেবরাজ ইন্দ্রের থেকেও সাহসীতর - তোমরা কি মানতে পারো?

লোকনায়ক, বীরনায়ক, চন্দ্রদেবের থেকেও সুন্দরতর - তোমরা কি মানতে পারো?

ভূমিপালক, শূরনায়ক, হনুমানের চেয়েও শক্তিশালী - তোমরা কি মানতে পারো?

রাজ্যরক্ষক, শত্রুনাশক, শ্রীকান্তের চেয়েও ভয়ঙ্কর - তোমরা কি মানতে পারো?"

গুন্ডু নাকের শিকনি হাতের উলটো দিকে মুছে নাক টানে। "সেনানায়কের অধীনস্থ সেনাবাহিনীর সৈন্যরা এই গান খুব পছন্দ করত। প্রত্যেক পঙক্তির শেষে বাবা যখন জিজ্ঞাসা করতেন, "তোমরা কি মানতে পারো?" তারা তখন উল্লসিত হয়ে গর্জন করত, 'হ্যাঁ, আমরা পারি,' বলেই হাসতে শুরু করত। আমার মনে হয় ওদের হাসার জন্য সেনানায়ক বিরক্ত হতেন। তিনি আমার বাবাকে আদেশ দেন পশ্চিম সীমান্তের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে। আমার বাবা অন্য যেকোনো কবির থেকে ভাল কলম ধরতে পারতেন আর প্রায়ই বলতেই অসির চেয়ে মসীর জোর বেশী। তিনি...তিনি কিরাতদের আক্রমণে নিহত হন। আমি...আমি অনাথ হয়ে গেলাম। গ্রামবাসীরা আমাকে খাওয়াতে চাইল না। তারা বলে আমি নাকি প্রচুর খাই। কেউ আমার বিরুদ্ধে গুজব রটিয়েছিল। মনে সব ওই মদনাপ্পার ক্রিয়াকলাপ। সে

আমার পিতার প্রতিভাকে হিংসা করত। সে আমাদের পরিবার কে ঘৃণা করত আর চাইত আমই চলে যাই। সে বলত আমি নাকি গ্রামে দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছি। যখন আমি বুঝলাম আমার বাবা নিহত হয়েছে আর আমি অনাথ হয়ে গেলাম, আমি সারাদিন পড়ে পড়ে কেঁদেছিলাম। একটা গোটা দিন আমি না খেয়ে ছিলাম। তারপর আমি খাবারের জন্য দরজায় দরজায় ঘুরে ভিক্ষা করতে শুরু করলাম। কয়েকজন মহিলা আমাকে কিছু খেতে দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনোদিন যথেষ্ট পরিমাণ দেয় নি। আমি যখন খিদের জ্বালায় কাঁদতাম তখন সবাই আমাকে দেখে হাসতো। তাই ওরা যখন আমাকে প্রচুর খাবারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখানে নিয়ে এল, আমি আর দ্বিতীয়বার ভাবিনি। তারা বলেছিল এখানে আমাকে খুব সম্মান দেওয়া হবে কারণ আমার পিতা মাহিষমতীর নিমিত্তে প্রাণ ত্যাগ করা এক শহীদ। আর এখানে...আর এখানে... ওই ডাইনি আমাকে লাঠিপেটা করল। এখানের সবাই শয়তান," গুন্ডু ফুঁপিয়ে ওঠে।

সে শিবগামীর দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি যোগ করে, "সবাই নয়, তুমি ভালো। আমার মনে হয় না তুমি শয়তান। তুমি কি অন্যদের মতই শয়তান?"

শিবগামি হাসে, কিন্তু কান্নায় তার চোখ ভরে গেছে, "আমি মনে করি আমি নই, গুন্ডু।"

"একদমই নও। তুমি আমাকে জলখাবার খাইয়েছ," গুন্ডু হাসে।

"জলখাবার! এগুলো জলখাবার ছিল না গুন্ডু। এটা অনেকের একবারের খাবার ছিল।"

"একবারের খাবার? ও বাবা..." তার মুখ ঝুলে গেছে। 'তুমি বলতে চাইছ যে এরা এবার আমাকে রাতের খাবার দেবে না?"

"না, এখন আর দেবে না," শিবগামী উত্তর দেয়। ছেলেটির জন্য তার খারাপ লাগছে। যদি তারা সৌভাগ্যবান হয়, তাহলে হয়ত তাদের তিনদিন পর খেতে দেওয়া হবে। আশা করা যায় রেবাম্মা তাদের মেরে অচৈতন্য করে দেবেন আর ঠিক তিনদিন পরেই তারা জেগে উঠবে।

"বেশ, আমি বুঝেছি তুমি কী বলতে চাইছ। এখানে রাতের খাবার দেরি করে দেওয়া হয়। আশা করি তারা খুব একটা দেরি করবে না," থালা পরিষ্কার করে চেটে

BanglaBook.org

গুন্দু বলে। শিবগামী দীর্ঘশ্বাস ফেলে খাওয়া শুরু করে। তারা যে কোনো মুহূর্তে এখানে চলে আসতে পারে।

"একটা জিনিস জানো, শিবগামী দিদি? আমি তোমাকে শিবগামী দিদি বলে ডাকতেই পারি, তাই না? আমরা এখন বন্ধু হয়ে গেছি, তাই তো? আমার মনে হয় তুমি কোনো অভিজাত পরিবার বা ওইরকম কোথাও থেকে আসো নি। আমি বড় মানুষদের ভয় পাই। না, তুমি হতেই পারো না। তুমি একদম আমার মত। সাধারণ পরিবারের মেয়ে।" শিবগামীর বিবর্ণ পোশাকের দিকে তাকিয়ে গুন্ডু বলে। শিবগামী মৃদু হাসে।

"তুমি আমাকে শিবগামী দিদি বলে ডাকতে পারো, আর আমি একদম তোমার মতই।"

"তোমার মা বাবার সাথে কী হয়েছিল? তোমার বাবা নিশ্চয়ই একজন সৈন্য ছিলেন, তাই না?" গুন্ডু জিজ্ঞাসা করে।

অজ্ঞাতসারেই শিবগামীর চোখ উথলে ওঠে। মাচান থেকে তার পিতার ঝুলন্ত দেহের কল্পদৃশ্য তার চোখের সামনে ঝলসে ওঠে। "তিনি মারা গেছেন," ফেঁসফেঁসে গলায় শিবগামী উত্তর দেয়।

"ও, কোনো যুদ্ধে?"

তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে, তার আঙুল ভাতের মধ্যে গাঁথা। সে এই বিষয়ে কোনো কথা বলতে চায়, চায় না কেউ সেই দিনের কথা তাকে মনে পড়িয়ে দিক। যেদিন সে মাহিষমতী রাজ বংশ ধ্বংস করে ফেলতে পারবে, সেইদিন সে তার পিতার সম্পর্কে কথা বলবে। তার নতুন বন্ধুর ভিতরে সে কী ভাবাবেগ বইয়ে দিচ্ছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবগত গুন্ডু বকবক করে যেতেই থাকে।

"সব সময় সাধারণ মানুষই মারা যায়। কোনো রাজা বা ভূমিপতি হয়ত তোমার বাবাকে তার হয়ে লড়াই করতে বলেছিলেন, আমি এইরকম অনেক গল্প শুনেছি। আমার বাবা আমাকে অনেক গান শিখিয়ে ছিলেন। তাদের মধ্যে তো এমন ভাষাও আছে যেগুলোতে এখন আর কেউ কথাও বলে না।হাজার বছর আগে আমাদের দেশে যাঁরা রাজত্ব করতেন, তিনি তো আমাকে সেই প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ভাষাও শেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। সেই প্রাচীন ভাষাতেই সবচেয়ে বেশী গান আছে।

BanglaBook.org

ভগবান ইন্দ্রের জন্মেরও আগে তৈরি হওয়া সেই গান। ভগবান রাম এবং কৃষ্ণের মর্তে অবতার রূপে জন্মগ্রহন করারও পূর্ববর্তী সময়ের গান। প্রাচীন ভাষায় লেখা একটা পাণ্ডুলিপি আছে যাতে বিশ্বের সর্বাধিক গল্পের সংগ্রহ আছে। ড্রাগনের গল্প, বাঘের গল্প, অন্যান্য পশু, রাজকুমার, ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব, দেব, অসুর, রাক্ষস, বৈতালিক, অপ্সরা- যা নাম বলবে, বইটিতে তাইই আছে। বইটা...ইসস... আমি বইটার নাম ভুলে গেছি। দাঁড়াও, আমার মনে পড়েছে, আমার মনে পড়েছে। এর নাম *বৃহৎ কথা রামায়ণের* থেকেও প্রাচীন, *মহাভারত* বা পশ্চিমের কোনো মহাকাব্য বা গাথার থেকেও বৃহৎ। আমার বাবা এই গানের বইএর অনেক গল্প জানতেন। কিন্তু সেই প্রাচীন ভাষার একটা অদ্ভুত দর্শন বর্ণমালা ছিল। দেবভাষার মতোও নয় বা আমাদের জনগনের ভাষার মতোও নয়, আসলে একটা বিস্মৃতপ্রায় ভাষা। দিদি, তুমি আমার দিকে ওইরকম করে তাকিয়ে আছো কেন? কী হল?" গুন্ডু রামু শিবগামীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

"তুমি কী বললে?" শিবগামী নিজের হাত মুঠো করে ফেলেছে।

"আমি কি খারাপ কিছু বলে ফেলেছি, দিদি?"

"না, বোকারাম, কোন ভাষার কথা বললে?" শিবগামী তাকে ধরে ঝাঁকায়।

"ভাষা? আমি ওই ভাষার নাম ভুলে গেছি। হে ভগবান গণেশ, আমি তোমাকে একশোটা লাড্ডু দেব, আমাকে কৃপা করে ভাষাটার নাম মনে পড়িয়ে দাও। আহ, হ্যাঁ অবশেষে আমার ভাষাটার নাম মনে পড়েছে। ভগবান গণেশ মহান। এর নাম পৈশাচী।"

পৈশাচী? শিবগামী ছেলেটির দিকে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়েই থাকে। সে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের এঁটো ভাত ঝেড়ে নিয়ে দৌড়ে ভাঁড়ার ঘরে চলে যায়। সে নিজের পুঁটুলিটা নাড়াতেই পাণ্ডুলিপি মাটিতে পড়ে যায়। শিবগামী সেটি তুলে নিয়েই দ্রুত গুন্ডুর কাছ ছুটে আসে।

"তুমি আমাকে বলতে পারবে এখানে কী লেখা আছে?" তাকে ধাক্কা দিতে দিতে শিবগামী বলে। গুন্ডু হতভম্ব হয়ে গেছে।

"এটা কি কোনো গল্পের বই না গানের বই?" সে বিভ্রান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে বইটা হাতে নিয়ে পাতা উলটে চলে।

BanglaBook.org

"তাড়াতাড়ি, ওরা চলে আসার আগেই পরে দাও," শিবগামী তার কাঁধ ধরে ঝাঁকায়।

"কারা আসার আগে?"

"রেবাম্মা আর অন্যেরা।"

"রাতের খাবার দেওয়ার জন্য?' সে আশান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"পড়ো, মূর্খ, পড়ো, পড়ো, পড়ো।"

গুন্ডু সব পাতা উলতে নিয়ে ত্রিভুজাকৃতি ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে। "শিবগামী দিদি..."

"কী?" শিবগামীর হৃৎপিণ্ড খাঁচায় ভরা টিয়া পাখির মত স্পন্দিত হচ্ছে। সে গুন্ডুর হাত চেপে ধরেছে।

"এটা কি কোনো পাহাড়?" গুন্ডু জানতে চায়।

"এটা একটা ত্রিভুজ, নির্বোধ। এর ভিতরে কী লেখা আছে পড়ো।"

"কিন্তু..."

"কিন্তু কী? পড়ো," সে চিৎকার করে ওঠে। সে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ওরা আসছে।

"আমি জানিনা এটা কী করে পড়তে হয়," বিমূঢ় মুখ করে গুন্ডু বলে।

শিবগামি একটা তীব্র চিৎকার করে ওঠে। তার গুন্ডুকে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করে। শিবগামী তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই গুন্ডু নিজের পিঠ পেতে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যায়। শিবগামী ক্রমাগত তার মুখে চড় মেরে চলে।

"কী হচ্ছে এখানে? বর বউএর প্রথম মধুচন্দ্রিমার রাতের খেলা হচ্ছে?"

থোগুকের তীক্ষ্ণ হাসি শিবগামীর কানে আসে। সে উঠতে পারার আগেই একটা ছড়ি তার পিঠের উপর কেটে বসে গেল। বৃষ্টির মত এসে পরা মারের মাঝেই সে উঠে দাঁড়ায়, কাঁদবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়।

"শয়তান দুটো সব প্রসাদ খেয়ে নিয়ে এখন অকহতব্য কাজ করছে। পাপাচার, পাপাচার। অলক্ষী, আমাদের সব প্রার্থনা জলে গেল।" নতুন করে বৃদ্ধি পাওয়া আক্রশে রেবাম্মা শিবগামীকে মারতে থাকেন। শিবগামী পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে,

BanglaBook.org

তার হাত মুষ্টিবদ্ধ। যখন শিবগামী দেখে উনুনের কয়লা খোঁচানোর চিমটে নিয়ে বকুল গুন্ডু রামুকে মারেতে আসছে, তার প্রতিজ্ঞা তখন ভেঙে যায়।

"দয়া করো..." সে অনুনয় করে, আর পুরস্কার স্বরূপ গালে আর একটা আঘাত কেটে বসে।

গুন্ডু রামুর শরীরে প্রথম আঘাত এসে পড়ার আগেই সে তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে, "দয়া করুন, দয়া করে আমাকে মারবেন না, আমি একজন কবির সন্তান, দয়া...আ...ওমা গো...মা গ...দয়া করো। আমার বাবা পৃথিবী বিখ্যাত কবি ছিলেন...দয়া করে...দয়া...ও মা গো..."

তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও শিবগামীর চোখ বেয়ে কান্না গড়িয়ে নামে। "আমাকে ক্ষমা করে দাও," সে মৃদুস্বরে বলে।

"ক্ষমাপ্রার্থনা...কে তোর ক্ষমাপ্রার্থনা চেয়েছে?" রেবাম্মা আবার তাকে মারতে থাকেন।

সে চিৎকার করে বলতে চায় তার ক্ষমাপ্রার্থনা রেবাম্মার কাছে নয়, সেগুলি ওই ছেলেটির জন্যে, কিন্তু এতে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাবে ভেবে চুপ করে থাকে।

হঠাৎ থোণ্ডক বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে, "আরে, আরে! এটা কী?" শিবগামীর মাথা ঘুরে যায়। থোণ্ডক মাটি থেকে পাণ্ডুলিপিটা তুলে শুঁকছে। সে ওই অদ্ভুত লিপি দেখে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। রেবাম্মা তার কাছ থেকে সেটি কেড়ে নেন। মলাটের দিকে দেখে শিবগামীর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

"মনে হয় আমি জানি এটা কী?" রেবাম্মার হাত থেকে পাণ্ডুলিপি নিয়ে কেকী ক্রূরভাবে হাসে।

শিবগামী বুঝতে পারে তার দুই হাঁটু দুর্বল হয়ে আসছে।

BanglaBook.org

কুড়ি

কাটাপ্পা

শিভাপ্পার নিখোঁজ হওয়ার পর তিনমাসেরও বেশী কেটে গেছে। বৈতালিকদের সাথে সংঘর্ষের ফলে কাটাপ্পা যে আঘাত পেয়েছিল, তা এখনো সেরে ওঠেনি। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তার কুঁড়ে ঘরের চারিদিকে তন্নতন্ন করে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার হাত এখনো বাঁধনে ঝোলানো। ফলে যা হয় আর কি, দাঁতে কাটার মত সামান্য কিছুও সে পেল না। বর্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে তাই দাসেদের নানাবিধ কাজ বেড়ে গেছে। তার পিতাও সম্রাটের সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি ছোটো ছেলের শোক ভোলার জন্য নিজেকে আরও বেশী করে কাজের মধ্যে নিমজ্জিত করে রাখছেন। এমনকি দাসেরদের জন্য একাদশীর দিন গুলিতে যে বাধ্যতামূলক ছুটি থাকে তাও তিনি গ্রহণ করেন না। কাটাপ্পার জন্য মলয়াপ্পার মনে যে বিরাগ সৃষ্টি হয়েছে তা কখনো ভাষায় প্রকাশ না করলেও প্রত্যকটা কথা আর কাজের মধ্যে দিয়ে তিনি প্রতিমুহূর্তে বুঝিয়ে দেব যে তাঁর ছোটো ছেলের মৃত্যুর জন্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রই দায়ী।

এই মিথ্যাটাই কাটাপ্পা সবার কাছে বলেছে। সে আর শিভাপ্পা যুবরাজের সঙ্গে জঙ্গলে মৃগয়ায় গিয়েছিল। পাতালগঙ্গা জলপ্রপাতের কাছে শিভাপ্পা পা পিছলে নদীর ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যায়। যুবরাজ এবং কাটাপ্পা তাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে। যুবরাজ তাকে বাঁচানোর জন্য প্রথমেই ঝাঁপ দেন, প্রভুকে অনুসরণ করা ছাড়া কাটাপ্পার কাছে আর কোনো উপায় থাকে না। তারা তিনজনেই নদীর তীব্র স্রোতের টানে জলপ্রপাত থেকে নিচে পড়ে যায়। দৈবক্রমে বিজ্জল আর কাটাপ্পা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু তারা যখন তীরে উঠছে তখনই বৈতালিকরা

BanglaBook.org

তাদের উপর আক্রমণ করে বসে। বিজ্জল বীরের মত যুদ্ধ করে তাদের সবাই কে মেরে ফেলে কাটাপ্পার প্রাণ বাঁচান।

কত সহজে সে এত বড় একটা মিথ্যা কথা বলতে পারল ভেবেই কাটাপ্পা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। অন্য কিছুর তুলনায়, এটা ভেবে তার খারাপ লাগছে যে সত্যের সম্মুখীন হওয়ার সাহস তার নেই। সে নিজেকে বুঝিয়েছে, প্রভুর রক্ষার্থে সে মিথ্যা কথা বলেছে, আর প্রভুকে রক্ষা করাই হল একজন দাসের মহৎ ধর্ম, কিন্তু সে নিজেও জানে সবচেয়ে বেশী তার ভাইয়ের সুরক্ষার কথা ভেবেই কাটাপ্পা এই মিথ্যার অবতারনা করেছে।

শিভাপ্পার মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য কয়েকজন ডুবুরীকেও গিরিসঙ্কটের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তারা খালি হাতে ফিরে আসে। কয়েকবার অনিচ্ছাকৃত ভাবে ডুব দেওয়ার পরেই তারা ঘোষণা করে দেয় যে মৃতদেহ হয়ত স্রোতে ভেসে গেছে। একটা মরা দাসের জন্য নিজেদের জীবন বিপর্যস্ত করার কোনো মানে হয় না। কাটাপ্পা তার ভাইয়ের নাম ধরে ডেকে কান্নাকাটি করে বহুদিন কাটিয়েছে। তার অভিনয়ে বিশ্বাস করে স্বয়ং মহাপ্রধান এসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন। কাটাপ্পা নিজের উপর বিরক্ত হয়ে আছে; তার নিজের ছলনা করার ক্ষমতা দেখে সে বিমূঢ় এবং ব্যথিতও।

সম্রাটের পিছনে স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে থাকা তার পিতার মুখ দেখে তার সবচেয়ে কষ্ট হয়। শোক তাঁকে রাতারাতি বৃদ্ধ করে ফেলেছে।সে জানে তার পিতা তার ছোটো ভাইকে কি প্রকার ভালবাসতেন। সে প্রার্থনা করে অন্তত তাঁকেও যদি সত্যিটা বলা যেত। কিন্তু তা খুবই বিপদজনক হয়ে যাবে। যদি কেউ জেনে যায় শিভাপ্পা পালিয়ে গিয়েছে, তাহলে তার অনুসন্ধানের জন্য সেরা মুধল কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হবে। একটা বাচ্চা দাসের মৃতদেহ ঘোড়ার মৃতদেহের থেকেও মূল্যহীন। দাসের চামড়া থেকে তো আর পাদুকা বানানো যায় না।

কাটাপ্পার মিথ্যা তাকে পীড়িত করলেও তার বিবেক এই বলে সমর্থন জানাচ্ছে যে এর দ্বারা সেই ঘটনা বহুল রাতে বিজ্জল কোথায় ছিলেন তা সম্রাটের কাছ থেকে লুকানো সম্ভব হয়েছে। কয়েক মাস যাবত নিষ্কর্মার মত এই খড়ের কুঁড়েঘরে থেকে সে কেবল দুশ্চিন্তা আর উদ্বিগ্নতায় কাটিয়ে এই ব্যর্থতার জন্য নিজেকে

BanglaBook.org

প্রতিনিয়ত দোষারোপ করেছে। সে তার পিতাকে খুব কমই দেখতে পায়, এবং আশ্চর্যজনক ভাবে তার বিজ্জলের জন্য মন খারাপ করে। এই অবস্থাতেও তার ইচ্ছা ছিল প্রভুর সেবা করার, কিন্তু তাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে সেরে না ওঠা পর্যন্ত যেন তাকে প্রাসাদে দেখতে না পাওয়া যায়। যুবরাজকেও আঘাত থেকে সেরে উঠতে হবে।

নিজের আহত, সংজ্ঞাহীন পুত্রকে দেখে মহারাণী বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং কাটাপ্পাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন তাঁর সুরক্ষা ঠিক মত না করতে পারার জন্য। এক তুচ্ছ দাসের জীবন রক্ষার্থে এক রাজপুত্র নিজেক জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন দেখে তিনি খেদোক্তি করছিলেন। তিনি বিজ্জলকে নিজের কক্ষে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন আর ঘোষণা করেছেন যতদিন পর্যন্ত যুবরাজ আরোগ্য লাভ না করছেন তিনি তাঁর পুত্রের বিছানা ছেড়ে কোথাও যাবেন না।

চারণ কবিদের কাছে এখন নতুন প্রসঙ্গ আছে। সাম্রাজ্যের আনাচে কানাচে গাওয়া হচ্ছে দয়াবান, বীর যুবরাজ গর্জনরত পাতালগঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, খালি হাতে কুমীরের সাথে লড়াই করেছেন শুধু মাত্র একজন দাসের প্রাণ রক্ষার জন্য। দুজন দাসকে দুহাতে ধরে তিনি স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটেছেন। তাদের মধ্যে একজন পাপী হওয়ায় সে তলিয়ে গেছে, আর একজন বেঁচে গেছে কেবলমাত্র যুবরাজের দয়ায়, তিনি নদী দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর সেবার জন্য অন্তত একটি দাসকে যেন প্রাণদান দেওয়া হয় বলে।

যে রাতে বিজ্জলকে কাঁধে তুলে নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল, সেই ঘটনার কথা মনে পড়লেই কাটাপ্পার মুখ তিক্ততায় ভরে উঠছে। গলা পরিষ্কার করার জন্য সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাইরে আসে। সিক্ত পৃথিবীর উপর আকাশ ঘনিষ্ঠ ভাবে ঝুঁকে রয়েছে। গাছ থেকে শ্যাওলা সবুজ জলের বিন্দু ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে। একটা ভিজে উসকো খুসকো কাক মাথা ঝুঁকিয়ে দেখছিল কাটাপ্পা তাঁর জন্য কোনো খাবার এনেছে কি না। সে কিছুক্ষণ এদিক সেদিক লাফালাফি করার পর একটা গাছের উঁচু ডালে গিয়ে বসে কা কা রবে প্রতিবাদ জানাতে লাগল। অনেকদূরে গৌরীপর্বত বর্ষার আকাশে বিলীন হয়ে আছে। শিভাপ্পা কি ওই বনভূমিতে লুকিয়ে আছে? কাটাপ্পা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অসংখ্য বারের মত এবারেও

BanglaBook.org

নিজেকে প্রতিশ্রুতি দেয় সে নিজের ছোটো ভাইয়ের সন্ধানে যাবেই। শিভাপ্পা বৈতালিকদের সাথে কী করতে পারে? কত পরিমাণ বিষ ঐ শয়তান বৈতালিকরা তার নিষ্পাপ ভাইয়ের মস্তিষ্কে ঢুকিয়েছে?

"কাটাপ্পা।"

কণ্ঠস্বরটি শুনেই কাটাপ্পা সঙ্কুচিত হয়ে গেল। স্কন্দদাস। সে এই পরিদর্শনেরই আশা করেছিল। স্কন্দদাসকে তাঁর দোষের শাস্তি স্বরূপ সম্রাট জোর করে তীর্থ যাত্রায় পাঠিয়েছিলেন। এটি তাঁর জাগতিক কার্যকলাপ সংশোধনের জন্য। মহারাণী তাঁর পদত্যাগ চেয়েছিলেন, কিন্তু পরমেশ্বরের বিরোধিতা মহারাণীর উপর জয়ী হয়। প্রতি মুহুর্ত স্কন্দদাসের ফিরে আসার কথা ভেবে কাটাপ্পা আশঙ্কায় কাটিয়েছে। সে জানে উপপ্রধান তার মিথ্যাকে বিশ্বাস করেন নি।

"বৎস, আমি সরাসরি প্রসঙ্গে আসি। আমাকে বলো তো, তুমি কি সত্য কথা বলছ?"

প্রশ্নের স্পষ্টতায় কাটাপ্পার বুক ফাঁকা হয়ে গেল। সে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার গাল বেয়ে কান্না নামছে। তারপর ধীরে ধীরে সে নতজানু হয়ে বসে পড়ে স্কন্দদাসের পা স্পর্শ করে।

"স্বামী, আমি আমার এই মিথ্যার বোঝা আর বইতে পারছি না। আমরা মৃগয়ায় যাই নি। কিন্তু আমরা কোথায় গেছিলাম তাও আমি বলতে পারব না। এটা আমার ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ হবে, স্বামী। আমি প্রভুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না," কাটাপ্পার কণ্ঠস্বর ভগ্ন শোনায়।

"আমাকে শুধু বলো তোমরা বাইরে এলে কি করে? আমার অন্য কোনো বিশদ বিবরণ লাগবে না। আমি জানি কালিকার গুহায় কে কে ছিল।"

কাটাপ্পা চুপ করে থাকে।

স্কন্দদাস আবার বলেন, "সাম্রাজ্য ভীষণ বিপদের মধ্যে আছে। হয়ত রাজ পরিবারও ভয়ঙ্কর বিপদে আছে। তোমার বক্তব্য আমাকে এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে।"

কয়েক মুহূর্তের দোলাচলের পরে কাটাপ্পা বলে, "কেকীর আনা একটা পালকি করে আমরা গেছিলাম।"

BanglaBook.org

"হুহ, কিন্তু সেখানে কি আর কেউ ছিল?"

"আর কেউ ছিল না, স্বামী।"

"আমি যখন তোমাদের খুঁজে পেলাম তখন যুবরাজ কেন এক ব্যবসায়ীর পোশাক পরে ছিলেন?" স্কন্দদাস তাকে জিজ্ঞাসা করেন। সেই ঘটনাবহুল রাতে, যেদিন বিজ্জল দাবী করেছিলেন তিনি বৈতালিকদের সাথে যুদ্ধ করে কাটাপ্পাকে রক্ষা করেছিলেন, এই একটা মাত্র প্রশ্ন তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি জানতেন কাটাপ্পা মিথ্যা কথা বলছে, কিন্তু তিনি জানতে চান কে যুবরাজকে পোশাক সংগ্রহ করে দিয়েছিল।

কাটাপ্পা কোনো উত্তর না দিয়ে মাথা নামিয়ে নেয়।

"তুমি কোথা থেকে যুবরাজের জন্য ব্যবসায়ীর পোশাক সংগ্রহ করেছিলে?"

"আমি সংগ্রহ করিনি, স্বামী। প্রাসাদের নপুংসক বৃহন্নলা এটি জোগাড় করে দিয়েছিল," মাথা না তুলেই কাটাপ্পা উত্তর দেয়।

আচমকাই স্কন্দদাসের কাছে সমস্ত কিছু জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি দুশ্চিন্তা করছিলেন সেই একজন অতিরিক্ত বাদ্যকর কোথা থেকে এসেছিল ভেবে, এবার তিনি বুঝতে পারলেন যে বৃহন্নলা কোনো ব্যবসায়ীকে জপিয়ে বিজ্জলের জন্য তার পোশাক ধার নিয়ে তারপর সেই ব্যবসায়ীকে বাদ্যকরের পোশাকে বাইরে চালান করে দেয়।

স্কন্দদাস সবসময়তেই বৃহন্নলাকে সন্দেহভাজনের তালিকায় রাখতেন। যুবরাজকে ফাঁদে ফেলে তাঁকে কালিকার গুহায় জুয়াখেলার জন্য নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কেকী বৃহন্নলার সাথে গোপন আঁতাত করেছিল বলেই সম্ভবত বৃহন্নলা এটা করেছে। কিন্তু কিছু একটা স্কন্দদাসকে বলছে যেন এটা লালসার মত এত সহজ, খোলাখুলি বিষয় নয়। তিনি জানেন কিছু অপরাধমূলক কাজকর্ম চলছে, কিন্তু কিছুতেই অনুধাবন করতে পারেন না সেটা কী। তিনি ভাবেন এটা কি কেবল অনিয়ন্ত্রিত শারীরিক উদ্দীপক রস। ঐতিহ্য অনুযায়ী রাজপুত্রেরা একুশ বছর হওয়া অবধি অনূঢ় থাকে। এই তিনশ বছরের প্রাচীন সাম্রাজ্যে বিজ্জলই একা নিয়মভঙ্গকারী রাজপুত্র নন। তবুও যেন কোথাও যোগসূত্র মিলছে না। বিজ্জল আর কালিকার মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য এতগুলো মানুষ কেন এই ব্যাপারে

BanglaBook.org

লিপ্ত হল? রাজ অন্তঃপুরে এই রকম রমণী সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। অনেক মেয়ে খুব আনন্দিত চিত্তেই মাহিষমতীর ভাবি সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গমে আগ্রহী হবে। না, এর ভিতরে অন্য কিছু থাকতেই হবে।

কে সেই ব্যবসায়ী, আর কোথায় বা সে চলে গেল তা তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে। সে কি সামান্য কোনো ব্যবসায়ী বৃহন্নলা যার কাছ থেকে অর্থমূল্যে তার কাপড় কিনেছিল না কি খেলায় এরও কোনো ক্ষতিকারক ভূমিকা আছে। বৈতালিকরা কীভাবে জানতে পারল বিজ্জল এই পথে, এই সময়েই নেমে আসবেন? তিনি বুঝতে পারেন এর মধ্যে কোথাও না কোথাও পট্টরায়ের হাত আছে, কিন্তু এর কোনো প্রমাণ নেই। দেবদাসী সড়কে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী খোঁজার চিন্তা তিনি বাতিল করলেন।

"তোমার প্রভু কোনো দেবদাসীর সঙ্গে সঙ্গম করেছিলেন?" স্কন্দদাস কাটাপ্পাকে জিজ্ঞাসা করেন।

কাটাপ্পা মাথা নাড়ায়। স্কন্দদাস হতাশ হয়ে পড়ছেন। এই কথোপকথন কোথাও এগোচ্ছে না।

"উনি কি সত্যিই তোমার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন না কি তুমিই তাঁকে রক্ষা করেছিলে? আমি যখন তোমাকে খুঁজে পেলাম তখন তুমি মারাত্মক রকম আহত ছিলে, প্রায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলে আর সেখানে যুবরাজের ফেটে যাওয়া নাক ছাড়া আর কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না। আমার এটা খুব আশ্চর্য বলে মনে হয়েছিল।" স্কন্দদাস তাঁর সেরা দান চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

দাসটির ঠোঁট কেঁপে উঠল।সে স্কন্দদাসের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদে ফেলে, "কাউকে বলবেন না, স্বামী। কারো জানা উচিত নয়। যদি কেউ জানতে পারে আমার প্রভু মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন আর আত্মরক্ষার জন্য নিজের দাসের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছিল তাহলে এটা তাঁর পক্ষে বড় অপমানজনক হয়ে যাবে। দয়া করে কাউকে বলবেন না।"

দাসের কথা স্কন্দদাসের মন ছুঁয়ে গেল। তিনি দেশের স্বার্থে বদনামের ভাগীদার হয়েছেন বলে গর্ব বোধ করেন আর এখানে এই দাস যে নিজের প্রভুর প্রাণ রক্ষার খাতিরে মরতে বসেছিল, সে নিজের বাঁচা বা মরার কথা গ্রাহ্যও করে না। দাসের

BanglaBook.org

অকপটতা তাঁর গর্বের বুদ্বুদ ফাটিয়ে দিয়েছে। পুরস্কারের কোনো প্রত্যাশা না করেই কাজ করে যাওয়া - নিষ্কাম কর্মী - এই শব্দের মর্ম স্কন্দদাস আবার নতুন ভাবে উপলব্ধি করলেন।

পরের কথাগুলি বলার সময় স্কন্দদাসকে গলার কাছে অনুভূত হওয়া আটকানো ভাব কে কষ্ট করেই দূর করতে হল, "বৎস তোমার গোপন কথামার কাছে আমৃত্যু লুকানো রইল। আমি ভাবি যে তোমার মত আরও লোক যদি আমরা পেতাম।"

তিনি কাটাপ্পাকে উঠিয়ে ভিতরে যেতে সাহায্য করার সময় কাটাপ্পা ব্যথায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তেই অকস্মাৎ স্কন্দদাস তার ধুতিতে পা দিয়ে চেপে ফেললেন, আর ধুতি ঢিলা হয়ে খুলে গেল। ধুতি মাটিতে পরে যাওয়ার আগেই কাটাপ্পা সেটি ধরে নিয়ে আবার বেঁধে নেয়। স্কন্দদাস চোখ সরিয়ে নিলেন। তাঁর আবার এই ঘটনা মনে পড়বে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

দাসকে হতচকিত করে তিনি আচমকা জিজ্ঞাসা করেন, "বিজ্জলকে কে আহত করেছিল?"

কাটাপ্পা উত্তর দেয় না।

"এটা কী কালিকার গুহায় ঘটেছিল?"

কাটাপ্পা তাও নীরব থাকে।

স্কন্দদাস বিরক্ত হয়ে পড়েন। "এটা কি বৈতালিকদের সাথে লড়াইয়ের সময় হয়েছিল? আমি জানি তা হতে পারে না। বিজ্জল হাতে একটা বল্লম ধরে ছিলেন। না মরে কেউ বিজ্জলের নাকে ঘুষি মারতে পারবে না। সংঘর্ষের অনেক আগেই সেই ঘুষি মারা হয়, তাই না?"

স্কন্দদাসের মনে হল দাসটি যেন মৃদুভাবে মাথা হেলায়। তিনি এর থেকে বেশী কিছু পাবেন না তাই সাক্ষাৎ পর্ব সংক্ষিপ্ত করার কথা ভাবেন।

কাটাপ্পাকে বিছানা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে তিনি বিদায় জানালেন। দরজায় পৌঁছে, স্কন্দদাস থমকে দাঁড়ালেন এবং অন্তিম পর্যায়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখা নিজের মোক্ষম চালটি চাললেন, "তোমার ভাই তো বৈতালিকদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"কোথায়?" বলেই কাটাপ্পা জিভ কাটে।

BanglaBook.org

কাটাপ্পা হাতের তালু দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেলো। তার নিজের ভুল বুঝতে একটু দেরিই হয়ে গেল। সে তার ভাইয়ের কথা প্রকাশ করে ফেলেছে। স্কন্দদাসের টোপ গিলে সে এটাই ঘোষণা করে দিল যে তার ভাই এখনো জীবিত, এতদিন সে মিথ্যা বলে এসেছে।

উপপ্রধান এখন কী করবেন ভাবতেই কাটাপ্পা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সে নিজের মাথার ভিতরে এখন মুধল কুকুরদের গর্জন শুনতে পাচ্ছে। কাটাপ্পা বসে আছে, স্কন্দদাসকে মুখ দেখাতে তার ভয় লাগে, হয়ত সে যদি আবার তাঁর দিকে তাকায় তাহলে তিনি তার সমস্ত রহস্য শোষণ করে নেবেন। কাটাপ্পা বুঝতে পারে স্কন্দদাস চলে গেছেন, তাও সে নিজের তক্তাতেই বসে থাকে, তার নিশ্বাস নিতেও ভয় লাগছে। তার প্রতিবেশী এক বৃদ্ধা দাস মহিলা তার জন্য কিছু যবের মণ্ড নিয়ে আসেন, সে তখনও বসে থাকে। যখন যবের মণ্ড জুড়িয়ে যায় আর তার উপর মাছি ভনভনিয়ে উড়তে থাকে,তখনো কাটাপ্পা নিশ্চল হয়ে বসেই থাকে। দিন মরে আসায় নদীর ধারে বসে ওড়াউড়ি করে পাখি ডাকছে। রাত তার কুঁড়েঘর থেকে চুপিসারে বেরিয়ে এসে চরাচরে ছড়িয়ে পড়ে।

বাইরে হুতোম প্যাঁচার ডাক কাটাপ্পাকে বিহ্বল দশা থেকে ঝাঁকি মেরে বাস্তবে ফিরিয়ে আনে। পাখিটা আবার ডেকে উঠতেই সে কেঁপে গেল। মৃত্যু দূত। বাইরের ঠান্ডা আর্দ্র বাতাস সত্ত্বেও সে ঘামতে শুরু করেছে। খুব দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই তাকে তার ভাইকে খুঁজে বের করতে হবে। সে লাঠিতে ভর করে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হেঁটে গিয়ে চৌকাঠে থমকে দাঁড়ায়।

সেই রাতের পর এই প্রথমবার সে ঘরের বাইরে পা রাখবে, তার অস্বস্তি হচ্ছে। এইভাবে ভয় পাওয়ার জন্য কাটাপ্পা নিজেকেই ধমক দেয়। সে নিজের কোমর-বন্ধনী স্পর্শ করে। পট্টরায়ের দেওয়া পাথর এখানেই রাখা আছে। কাটাপ্পা সজোরে দরজা খুলে দিয়ে গোড়ালী ডোবা কাদার মধ্যে পা রাখে।

দাসেদের কুঁড়েঘরগুলি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে পার হয়। এখন সে ভাবে যদি তার সাথে নিজের তলোয়ার থাকত, কিন্তু পিতা সেটি নিয়ে রেখে দিয়েছেন। যদি বিজ্জল তাকে আবার সেবায় নিযুক্ত করে, তবেই তিনি সেটি ফেরত দেবেন। বাইরে এখন ঘোর অন্ধকার, বাতাস আর্দ্র, এমনভাবে বৃষ্টি পড়ছে যেন আকাশ গলে নেমে

BanglaBook.org

আসছে। শিভাপ্পাকে কোথায় খোঁজা উচিত সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র ধারনা নেই। কাটাপ্পা নদীর তীরে এসে পড়েছে, যন্ত্রণায় তার পা কাঁপছে, নিশ্বাস নিতে পারছে না। সে কিছুক্ষণ তীরে দাঁড়ায়, বয়ে চলা কালো মসীবর্ণ স্রোতস্বিনীর দিকে সে কয়েক নিমেষ তাকিয়ে থাকে। বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ ছাপিয়ে পাতালগঙ্গা জলপ্রপাতের ক্ষীণ গর্জন কানে আসছে। ওপারে সাঁতার কেটে যাওয়া আত্ম হত্যার নামান্তর হবে। ভারী মন নিয়ে সে যখন ফিরে যাওয়ার জন্য পিছন ফিরতেই কাশির শব্দ শুনতে পেল। কাটাপ্পা প্রবৃত্তিবশত প্রথমেই নিজের তলোয়ারে হাত দিতে যায়, কিন্তু সে এখন সেটি ব্যবহার করছে না।

তার হাত থেকে লাঠি খসে গিয়ে জলে পড়ে গেল। তার ধরতে পারার আগেই স্রোতে সেটিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। আবার, কেউ মনে হল কাশছে। অন্ধকারে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কাটাপ্পার মনে হল তার বাম দিকে যেন খড় ছাউনি দেওয়া একটা নৌকার অবয়ব বোঝা যাচ্ছে। সে খুঁড়িয়ে সেখানে গিয়ে নৌকার বাঁশের খুঁটি ধরে হাঁপাতে থাকে।

"আমাকে ঐ পারে নিয়ে যেতে পারেন?" ভিতরে গুটিসুটি হয়ে বসে থাকা বৃদ্ধ লোকটিকে কাটাপ্পা বলে। লোকটা আচমকা কাটাপ্পার সামনে ঝাঁপ দিয়ে তার মুখের খুব কাছে চলে আসে।

"ওই পারে যেতে চাও? ওই পারে যেতে চাও? সবাই কোথাও না কোথাও যেতে চায়। তারা যেখানেই আছে সেখানেই থেকে কেন খুশী হয় না? সবার যেখানে থাকা উচিত সেই জায়গার জন্য একদিন যখন যমরাজ সবাইকে নিতে আসে, তারা তখন কাঁদে, চিৎকার করে, যুদ্ধ করে। কেন? উত্তর দাও!"

একটা উন্মাদ। লোকটা অপরিষ্কার পোশাক আর শরীর থেকে আসা দুর্গন্ধে কাটাপ্পা পিছিয়ে যায়।

"মাঝি...মাঝি কোথায়?" সে বলতে সক্ষম হয়।

"চলে গেছে। নদীর গর্ভে চলে গেছে। স্বর্গের উপরে চলে গেছে। আমি কি করে জানব? আমি কেন গ্রাহ্য করব? আমি যখন এখানে আসি, এই স্থান শূন্য ছিল। আমি যখন এখান থেকে চলে যাব, এই জায়গা আবার শূন্য হয়ে যাবে। অথবা আদৌ হবে কী? এইখানে কি শূন্যস্থান বলে কিছু আছে? উত্তর দাও! উত্তর দাও!"

BanglaBook.org

কাটাপ্পা পিছন ঘুরে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু একটা শক্ত হাত তার কাধ চেপে ধরে। “ভায়া, ওই পারে যেতে চাও?”

“হ্যাঁ।”

“ভাল, তাহলে সাঁতার কেটে যাচ্ছো না কেন?”

কাটাপ্পা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বুড়োটার মুঠো ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

“মরতে ভয় পাও?” অন্ধকারে যদিও বুড়োটার মুখ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না, তবু তার কণ্ঠস্বরের ব্যঙ্গ কাটাপ্পা ভালই অনুভব করে।

“না,” কাটাপ্পা উত্তর দেয়।

“মিথ্যুক!”

কাটাপ্পার উত্তর দেওয়ার আগেই বৃদ্ধ লোকটি নৌকার ছাদ থেকে একটি বেতের তৈরি ডিঙি খুলে নামিয়ে আবার হেসে উঠে খপ করে কাটাপ্পার হাত ধরে ফেলে কাটাপ্পাকে টানতে টানতে নদীর দিকে নিয়ে চলে। পাথরের ধাপে তার আহত পা অজস্র বার ধাক্কা খাওয়ার ফলে যন্ত্রণায় কাটাপ্পার স্নায়ু ছিঁড়ে যাচ্ছে। লোকটি স্রোতের মধ্যে ডিঙিটা ছুঁড়ে দিয়ে, “শম্ভু মহাদেব” বলে চিৎকার করে জলে পড়ল। ঘূর্ণি স্রোতে তার মাথা অদৃশ্য হয়ে যায়। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে কাটাপ্পা ইতস্তত করতে থাকে, সে জানে না এখন কী করবে। পরমুহূর্তেই নদী থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে কাটাপ্পাকে নদীর মধ্যে টেনে নিল। তার মাথা একটা পাথরে সজোরে ধাক্কা লাগে আর জলের তীব্র স্রোতে তার চিৎকার চাপা পড়ে যায়। কাটাপ্পার কাছে সমস্ত কিছু শূন্য হয়ে গেল।

কাটাপ্পা চোখ খুলতেই দেখে সে পাক খেতে থাকা ডিঙিতে রয়েছে, অন্ধকারের বুক চিরে উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলেছে। বৃদ্ধ লোকটি ডিঙি থেকে দুহাত বের করে ডিঙির উলটো দিকে বসে আছে। তার মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে রাখার ফলে বাঁকানো শরীরের পিছনে অদৃশ্য হয়ে রয়েছে। কাটাপ্পা নিজের পেট ধরে বমি করে জল উগড়ে দেয়। কাশিতে তার দমবন্ধ হয়ে আসছে, তার চারপাশের পৃথিবী দোদুল্যমান। ডিঙির দুপাশ ধরে সে নিজেকে সামলায়।

তারা নদীর মাঝখানে রয়েছে, মুষলধারায় বৃষ্টি তাদের আপাদমস্তক ভিজিয়ে দিচ্ছে। বৃদ্ধ মানুষটি কোনো অচেনা ভাষায় গান গাইছে, গানের মাঝখানে কখনো

BanglaBook.org

হেসে উঠছে, কখনো আবার চিৎকার করছে। কাটাপ্পা নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত করে। সে চিন্তা করে এই পাগলের হাত থেকে কীভাবে নিষ্কৃতি পাবে।

"তুমি অপর পারে কেন যেতে চাও?" বৃদ্ধ আচমকাই জিজ্ঞেস করে। সে কাটাপ্পার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতেই ডিঙি পাক খেয়ে একপাশে কাত হয়ে গেল।

"তোমার জানার দরকার নেই," কাটাপ্পা কঠোর হয়ে বলে।

লোকটি জোরে হেসে উঠে ডিঙিকে এক পাক ঘুরিয়ে দিতেই কাটাপ্পা ডিঙির দুই ধার এত জোরে চেপে ধরে যে তার হাতের তালু কেটে যায়।

"মরতে ভয় পাও?"

কাটাপ্পা কোনো কথা বলে না।

"ভাল, অন্তত তোমার নীরবতা মিথ্যা বলে না। এবার কিছু সত্যি কথা বললে কেমন হয়? এই নির্বোধের মত যাত্রা করার কারণ?"

"আমি আমার ভাইকে খুঁজছি।"

বৃদ্ধ আবার হেসে ওঠে। "কেউ কারো ভাই নয়, বৎস। এই পৃথিবী একটা জঙ্গল, তার মধ্যে আমরা সবাই একা। আমরা প্রত্যেকেই শিকারী, আবার প্রত্যেকেই শিকার। মারো নয় মরে যাও।এই জঙ্গলে যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান হবে, একমাত্র সেই টিকতে পারবে। তোমার ভাই বুদ্ধিমান, তুমি নও। তুমি বোকা, কর্তব্যের ভ্রান্ত বিশ্বাসে ভরা একটা বোকা। এই রোগ থেকে নিজেকেওমুক্ত করতে না পারলে তুমি শেষ হয়ে যাবে।"

"কে তুমি?" কাটাপ্পা প্রশ্ন করে।

"আমি সবাই, আমি কেউ নই। আমি যম, আমি শিব, আমি বিষ্ণু, আমি ব্রহ্মা। এই পাগলের দুনিয়ায় আমিই একমাত্র প্রকৃতস্থ। সবাই আমাকে ভৈরব পাগলা নামে চেনে।

কাটাপ্পা তার পিতার কাছে এই পাগল ভৈরবের কথা শুনেছে। এই দাস বিশ্বস্ত কুকুরের মত সম্রাটের সেবায় বহু বছর ধরে নিযুক্ত ছিল। এই সেই দাস, সম্রাটের আদেশে যার পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হয়েছিল, যে অপরাধের কারণ এখন আর কারো মনে নেই। সেই শোকে ভৈরব পাগল হয়ে যায়। সেই উন্মাদনাবশত সে

BanglaBook.org

সম্রাটকে আক্রমণ করে৷ সেই উন্মাদনা তার জীবন বাঁচিয়ে দেয় কিন্তু সেই উন্মাদনাই তাকে পচে মরার জন্য ফেলে রেখে দেয়৷ এই দুর্যোগের রাতে গর্জনশীলা মাহিষমতী নদীর বুকে একটা ডিঙির মধ্যে তার সাথে একা থাকা রীতিমত ভীতিজনক ব্যাপার৷ এমনকি কেউ জানতেও পারবেনা সে কোথায় গেছে৷

"ঝাঁপ দাও," পাগল ভৈরব বলে ওঠে৷

"কী?"

কি ঘটছে তা জানার আগেই ডিঙি একপাশে কাত হয়ে গিয়ে কাটাপ্পা জলের মধ্যে পড়ে যায়৷ সাঁতার কাটার চেষ্টা করতেই আতঙ্ক এসে তাকে আঁকড়ে ধরে৷ স্রোত তীব্র থাকলেও সে কিছু নলখাগড়া হাতে করে ধরে ফেলল৷ নলখাগড়া ! নদীর বুকের নরম কাদার তার পা ডুবেই যাচ্ছে৷ জল তার বুক পর্যন্ত উঠে এসেছে৷ সে শুনতে পায় পাগল ভৈরবের হাসি ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল৷ বাম পা টেনে টেনে সে কোনো মতে হেঁটে তীরে পৌঁছায়৷ তীরে পৌঁছাতেই সে দমবন্ধ করে মাটিতে ধ্বসে পড়ে৷

পরমুহূর্তেই, লতা দিয়ে বানানো দড়ি তার শরীরের উপর এসে পড়ে তার চিৎকার করার আগেই তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে৷ কাটাপ্পা চিৎকার করে, ধস্তাধস্তি করে, কিন্তু কোনো লাভ হয় না৷ চোখের পকল ফেলার আগেই তাকে উঠিয়ে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়৷ বৈতালিকদের ঘ্রাণ তার নাকে এসে আঘাত করে এবং কয়েকটি কর্কশ হাত তাকে চেপে ধরে৷ তার চারপাশের পৃথিবী ঘুরছে, আন্দোলিত হচ্ছে - কখনো আকাশ নিচে জঙ্গল উপরে, কখনো সে মাথা নিচের দিক করে সবেগে নিচের দিকে নেমে যেতে যেতে ঠিক শেষ মুহূর্তে তাকে তুলে নেওয়া হচ্ছে৷ বৈতালিকরা তাকে এক গাছ থেকে অন্য গাছে, গর্জনরত পাহাড়ি নদীর উপর দিয়ে, জলপ্রপাতের উপর দিয়ে নিয়ে চলেছে৷

এটা যেমন ভাবে শুরু হয়ে ছিল, ঠিক তেমনভাবেই থেমে গেল৷দড়ি খুলে যেতেই সে নিতম্বে ভর দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল৷ কাটাপ্পা উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে৷ আহত পা আর পাঁজর দিয়ে যন্ত্রণা বয়ে চলেছে৷ তার চিৎকার উল্লাসধ্বনি আর ঢোল পেটানোর শব্দের মধ্যে ডুবে যায়৷ তারপর সব নিস্তব্ধ হয়ে আসে৷

BanglaBook.org

ঠিক এই সময়ে স্কন্দদাসের কার্যালয় কক্ষে উপপ্রধান প্রাসাদের গ্রন্থাগার থেকে আনা প্রাচীন পুঁথিগুলি মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। কত কী করার আছে, আর তিন মাসের অনুপস্থিতি তার তেপায়ার উপরে কাজের পাহাড় বানিয়ে ফেলেছে। কেউ দরজায় টোকা মারে। ক্লান্ত চোখ কচলে নিয়ে তিনি উত্তর দেওয়ার জন্য দরজা খোলেন। স্কন্দদাসের হাতে ধরা প্রদীপের আলো এড়িয়ে, অন্ধকার ছায়ার মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"দাস নদীর অপর পারে গেছে," সংক্ষেপে বলেই লোকটি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। *ভালো,* স্কন্দদাস ভাবেন। কাটাপ্পা টোপ গিলেছে।বৈতালিকদের জন্য বিছানো ফাঁদের এটাই সবচেয়ে প্রথম টুকরো।

তিনি আবার বইয়ের কাছে ফিরে এসে পাণ্ডুলিপিগুলির পাতাগুলি পালটাতে পালটাতে একজায়গায় এসে থমকে যান। তাঁর হৃৎপিণ্ড গলায় উঠে আসে। *মূর্খ, মূর্খ, মূর্খ!* তিনি তেপায়ার উপর সজোরে ঘুষি মারতেই সব পাণ্ডুলিপি এদি ওদিক ছিটিয়ে যায়। প্রদীপ নিভে গিয়ে সলতে পোড়ার কটুগন্ধ তাঁর নাকে এসে ধাক্কা মারে। স্তম্ভে এখন মাথা ঠুকতে ইচ্ছা করছে স্কন্দদাসের। তিনি তাঁরপ্রস্তুতি পর্ব ঠিক মত সমাধা করেন নি, তিনি যথেষ্ট পড়াশোনা করেন নি। যে আসনে তিনি বসে আছেন তাতে বসার কোনো যোগ্যতাই তাঁর নেই।

কাঁপা কাঁপা হাতে তিনি আবার চকমকি ঠুকে প্রদীপ জ্বালালেন। শেষ যে পাণ্ডুলিপিটি তিনি পড়ছিলেন সেটি আবার হাতে তুলে নিয়ে প্রদীপের আলোয় মেলে ধরলেন। না, কোথাও কোনো ভুল নেই। এই তিন শ বছরের প্রাচীন পুঁথিতে অপরিশোধিত গৌরীকান্ত মণির ছবি রয়েছে।কিছু সময় আগেই তিনি এই জিনিস দেখেছিলেন, কাটাপ্পার কোমর- বন্ধনীর সাথে কবচের মত করে বাঁধা সেই হারিয়ে যাওয়া মণি গুলির মধ্যের একটা। দাসকে বন্দী বানিয়ে এই পাথর কোথা থেকে পেয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ না করে তিনি তাকে নদীর অপর পারে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি যেমন ভেবেছিলেন ওই দাস অতটাও সহজ সরল নয়। স্কন্দদাসের নিজেকে প্রতারিত বলে মনে হয়। তিনি দাঁত কিড়মিড় করে এই তিক্ত সত্য গিলে ফেলেন এবং নতুন উদ্যমে আবার কাজ করতে শুরু করেন। মা গৌরীর শপথ, তাঁর

BanglaBook.org

মাতৃভূমির বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া এই অশুভ ষড়যন্ত্রের জট তিনি খুলবেনই, আর প্রত্যেক অপরাধীকে ফাঁসিতে ঝোলানোর পর তিনি দম নেবেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

একুশ

জীমূত

একটি বাণিজ্য জাহাজ নিয়ন্ত্রিত গতিতে স্রোত বরাবর মাহিষমতীর দিকে এগিয়ে চলেছে। গোমুখ নদীর দুই তীরের জঙ্গল এমন ভাবে জলের মধ্যে ঝুঁকে তাকিয়ে রয়েছে, যেন নদীর বুকে কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। জাহাজ এগিয়ে যাওয়ার সাথে চারপাশের সবকিছু পাশ কেটে ভেসে সরে যাচ্ছে কিংবা লাফালাফি করে ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে। পাটাতনের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ এবং বৈঠা চালানোর মৃদু ছন্দ ছাড়া জীমূত যে কাঠের জাহাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। কিন্তু এই সামান্যতম আওয়াজও অধিনায়ক জীমূতকে বিরক্ত করে তুলছে। তার জীবিকায় নিস্তব্ধতাই হল সবচেয়ে বড় বন্ধু। তার আগমনের কথা কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। সে আশা করছে জাহাজের এই কর্কশ শব্দ বেশিদূর পর্যন্ত ছড়াবে না – সম্ভবত ঝিঁঝির ডাকের তলায় তা চাপা পড়ে যাচ্ছে।

অগ্রবর্তী জাহাজের সম্মুখপ্রান্তে দাঁড়িয়ে জীমূত গৌরীপর্বতের শিখরের কালো ছায়াশরীরের দিকে তাকিয়ে আছে। এখন গোধূলী, নদীর দুই কূলে ধীরে ধীরে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে। যদি দাঁড়িদের দ্রুত হাত চালাতে বলত তাহলে সে পাঁচদিনের মধ্যেও নগরীতে পৌঁছে যেতে পারত। কিন্তু পট্টরায়ের কাছ থেকে সে স্কন্দদাসের চর সম্পর্কিত একটি পত্র পেয়ে মাহিষমতী যাত্রা স্থগিত রেখেছে। এই ইচ্ছাকৃত বিলম্বে জীমূত অবকাশ পেয়ে গেল। ব্যবসার জন্য তাকেও পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে। গোমুখ নদী যেখানে মাহিষী নদীতে মিশেছে সেখানে গোমুখ নদী অনেকগুলি সরু সরু শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে গিয়েছে, জাহাজ সেই জায়গায় পৌঁছাতেই সে সকলকে ছোটো নদীটিতে প্রবেশের হুকুম দিল। তার গুণিন

BanglaBook.org

নানজুন্দ কথা দিয়েছে তদেরকে কতগুলি গ্রামের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে যেখান থেকে তারা তাদের জিনিস সংগ্রহ করতে পারবে।

বিভিন্ন উপজাতি সম্বলিত এই গ্রামগুলি মাহিষমতীর সীমান্তের অপর পারে অবস্থিত। এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে মাহিষমতী কোনোদিনই এই গ্রামগুলিকে দখন করে নিজের সাম্রাজ্যের আওতায় আনার প্রয়োজন বোধ করেনি। বিগত তিন শ' বছর ধরে তুষার পর্বত এবং তিন সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে যত জানা রাজ্য আছে তাদের সকলকেই মাহিষমতীর সার্বভৌম্য রাজছত্রের অধীনস্থ করা হয়েছে। তবুও গোমুখ নদী এবং মালভূমি অঞ্চলের মধ্যবর্তী জঙ্গল ও জমিতে ছড়িয়ে থাকা সাতশোরও বেশী গ্রামের এই গুচ্ছটিকে সাম্রাজ্যের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। জীমূতের পক্ষে এটা আদর্শ হয়েছে। তা না হলে পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা কষ্টকর হত। জীমূত সন্দেহ করে এই গ্রাম গুলিকে সুকৌশলে ছেড়ে রাখা হয়েছে। যদি এগুলো মাহিষমতীর অন্তর্গত করে নেওয়া হত তাহলে জীমূত নিজের ব্যবসা চালাতে পারত না, আর জীমূতের ব্যবসা ব্যতীত মাহিষমতীর অর্থনীতি মুখ থুবরে পড়ত। *সবাই সেই কিছু পাথরের পিছনেই পড়ে আছে- আর তারা তাকে বলে কি না জলদস্যু,* জীমূত ব্যঙ্গাত্মকভাবে চিন্তা করে।

বাতাস আর্দ্র আর গরম হয়ে আছে, ঠিক বৃষ্টি হওয়ার আগে যেমন থাকে। তার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে উঠেছে, কিন্তু গুণিনের সাথে আলোচনা করার পর সে আজকের রাতকেই বেছে নিয়েছে। নানজুন্দ মাতাল হতে পারে, এমনকি অর্ধোন্মাদও হতে পারে, কিন্তু আবহাওয়ার পূর্বাভাষের ব্যাপারে তার কোনোদিন ভুল হয় না। বুকের উপর খালি তাড়ির পাত্র নিয়ে পাটাতনের উপর শুয়ে থাকা সেই বুড়োর দিকে জীমূত বিরক্তি নিয়ে তাকায়। *বেঁচে থাকার জন্য একজন সৎ ব্যবসায়ীকে এই রকম সঙ্গী সাথিদেরই কাছে রাখতে হয়।* সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

জীমূত কখনো পুণ্য অর্জনের জন্য গুণিন বা সাধু সন্ন্যাসীদের এক কপর্দক ঠেকায় নি, কিন্তু এখন ধীরে ধীরে সে নিজের নশ্বরতা সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করেছে। সে এখন ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের, একজন জলদস্যু হওয়ার পক্ষে একটু বেশীই বয়স্ক এবং এতদিন পর্যন্ত ঘাড়ে মাথা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সৌভাগ্যবান। তার সঙ্গে একই সময়ে যারা ব্যবসা শুরু করেছিল তারা হয় আবর্জনার

স্তূপের দুশো হাত নিচে বিশ্রাম নিচ্ছে নয়ত মাটি থেকে দশ হাত উপরে ঝুলেছে যতক্ষন না চিল শকুনে তাদের হাড় থেকে মাংস আলাদা করে নিয়েছে৷ সেই দিন থেকে সে এতদিন সৌভাগ্যবান থেকেছে, কিন্তু সে এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি রাখে যে ভাগ্য সারাজীবন সঙ্গ দেয় না৷

গত মাস থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তার সময় এখন মোটেই ভালো যাচ্ছে না৷ তাই বাধ্য হয়ে সে ধর্মকর্মকে তাচ্ছিল্য করা ছেড়ে দিয়ে নানজুন্দের মত মানুষের উপর নির্ভর করছে৷ এটা সত্যি যে এই গুণিনের মুখ সবসময় মদে ভর্তি থাকে, আর সে যা বলে তার অর্ধেক কথা কোনো অর্থ হয়না, তবুও সেগুলো জীমূতকে স্বস্তি দেয়৷ গুণিন তার এই অভিযান সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার জাহাজকে মন্ত্রপূত করে দিয়েছে৷ আসলে, এটা জীমূতের জাহাজ ঠিক নয়, এই জাহাজের নাবিকদলকে মেরে দেওয়ার পর সে এটা চুরি করেছে৷ তবে গুণিন এতসব জানতে ব্যগ্র নয়৷ আর কয়েক পাত্র তাড়ি হয়ত সাহায্য করবে৷ জীমূত এই চিন্তা নাকচ করে দিল-সে আর বিদ্রূপ না করার চেষ্টা করবে৷ গুণিন বলে, তাকে বিশ্বাস রাখতে হবে, বিশ্বাস থাকলে নাকি পর্বতও নড়ানো যায়৷ তবে তাই হোক৷ যখন সে কোনো পর্বত নড়াতে চাইবে তখন না হয় আর একটু বেশী বিশ্বাস রাখার চেষ্টা করবে৷

বয়স মানুষকে ধার্মিক হতে বাধ্য করে, জীমূত চিন্তা করে৷ যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জনের পর, হয়ত সে কোথাও থিতু হবার কথা ভাববে৷ সে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবে, অনেক দেবদাসী রাখবে৷ গন্যমান্য হওয়ার এটাই উৎকৃষ্ট পথ৷ পূর্ব উপকূল থেকে ভাস্কর এনে কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির তৈরি করাবে, এইভাবে সে সমাজে একজন খ্যাতনামা পৃষ্ঠপোষক রূপে চিহ্নিত হবে৷ আগামী প্রজন্ম তাকে ধর্মানুরাগী মানুষ বলে পূজা করবে৷ হয়ত তারা তাকে সন্তও বলতে পারে৷ এতে তার কোনো আপত্তি নেই৷ পাশে থাকা মানুষটির মতই সেও সাত্ত্বিক৷ এই সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে আজকের অভিযানের উপর৷

BanglaBook.org

নিয়ম অনুযায়ী সে কখনো রাজনীতিতে জড়ায় না৷ রাজনীতি, দস্যুবৃত্তির থেকেও বিপদজনক খেলা৷ রাজনীতিতে টিকে থাকতে গেলে একজনকে সত্যকারের শয়তান হতে হবে, জীমূত তার বন্ধুদের প্রায়ই একথা বলে৷ যদি

গতবারের জলযাত্রা ওইরকম বিপর্যয়ের মুখে না পড়ত, তাহলে আজ সে যা করছে তাতে কোনোদিনই রাজি হত না। সেনাপতি হিরণ্যের অধীনে মাহিষমতীর রাজ নৌবাহিনী তার নৌবহরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে তাকে নিজের জাহাজের পণ্যসামগ্রী পুড়িয়ে দিতে বাধ্য করেছিল। যে পাত্রে তেল রাখার কথা সেই পাত্রগুলিতে সে বেআইনি সোনালী তরল লুকিয়ে নিয়ে আসছিল। জাহাজ ডুবিয়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তার কাছে অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। যে গন্ধক চূর্ণে তার জাহাজ মুহূর্তের মধ্যে ফুৎকারে উড়ে গেল, তাতে তার স্বপ্নও ধ্বংস হয়ে যায়। সে সৌভাগ্যবান যে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল।

সে একটা সরাইখানায় বসে তাড়িতে নিমজ্জিত হয়ে স্কন্দদাসকে শাপশাপান্ত করছিল – যার উপপ্রধান হয়ে আসার পর থেকে জীমূতের ব্যবসা ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে , সেই সময় একজন তার কাছে এগিয়ে আসে, এক প্রাক্তন নাবিক যে নিজের পরিচয় দিয়েছিল কীর নামে; সেই লোকই তাকে এক চমৎকার পরিকল্পনার কথা বলে যার দ্বারা অবিশ্বাস্য রকম ধনী হওয়া যাবে। জীমূত মাতালের প্রলাপ বলে তার কথা উড়িয়ে দিতে যাবে, ঠিক সেই সময় লোকটি ভূমিপতি পট্টরায়ের নাম উল্লেখ করে।

অনেক সপ্তাহ পরে কাদরীমণ্ডলমের সীমান্ত ঘেঁষা একটি সাদামাটা সরাইখানার মধ্যে সে নিজেকে শক্তিশালী ভূমিপতি পট্টরায়ের মুখোমুখি বসে থাকা অবস্থায় দেখতে পায়। পট্টরায় পশু ব্যবসায়ীর এবং কীর তাঁর ভৃত্যের ছদ্মবেশে সেখানে এসেছিলেন। কথা বলার সময় পট্টরায় মদ স্পর্শ পর্যন্ত করেন নি, এই বিষয়টি জীমূতকে আশঙ্কিত করে তোলে। বদ অভ্যাস রহিত কোনো অসৎ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বিপদজনক হয়।

পট্টরায় তাকে যে প্রস্তাব দেন তা অবিশ্বাস্য রকম ভাল ছিল। কিন্তু মাহিষমতীর ভিতরে এবং বাইরে তাকে কী পাচার করতে হবে তা শুনে জীমূত ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে তেপায়ার উপরে রাখা তাড়ির পাত্র গুলি উল্টে দেয়। সে পট্টরায়ের উপরে চিৎকার করে যে এই সমগ্র পরিকল্পনা অপরিণামদর্শী এবং বিপদে পরিপূর্ণ, সে এই পরিকল্পনা নিয়ে কোনো কাজ করতে চায় না। পট্টরায় দর বাড়িয়েই চলেন এবং তারা ভোরবেলায় মোরগ ডেকে ওঠা অবধি ভালো ব্যবসায়ীর মত দর কষাকষি

BanglaBook.org

করে যেতেই থাকে। তারা যখন পরস্পরকে বিদায় জানালেন ততক্ষনে জীমূতের লোভ তার সৎবুদ্ধির উপরে জয়লাভ করেছে, আর তার ফলস্বরূপ আজ সে এইখানে নিজের পণ্যসামগ্রীর অনুসন্ধানে চলেছে।

দুমাসেরও বেশী দিনের পরিশ্রমে সে এতদিনে আরবের ক্রীতদাস বাজার থেকে তিনশো কৃষ্ণাঙ্গ দাস শিশু, আর তেরোটিরও বেশী গ্রামে হানা দিয়ে প্রায় সম পরিমাণ স্ত্রীলোক বন্দী করতে পেরেছে। তার বন্দীরা এখন জাহাজের সবচেয়ে নিচের পাটাতনে জন্তুর মত শেকলে বাঁধা। উপরের দুটি পাটাতন ভর্তি চীনদেশের রেশম বস্ত্র, পিপে ভর্তি রোমদেশ থেকে আনা সুগন্ধি তেল, আরব থেকে আনা ঘোড়া, রজত দ্বীপ থেকে আনা মুক্তার অলংকার রয়েছে – এসমস্তই পট্টরায়ের দেওয়া অগ্রিম অর্থে কেনা।

জীমূতের কাছে একটি তামার ফলক আছে, সমগ্র মাহিষমতী সাম্রাজ্যে ব্যবসা চালানোর অনুমোদনপত্র, শুল্ক এবং রাজস্ববিভাগের আধিকারিক স্বয়ং পট্টরায়ের হাতে নিঃসৃত হওয়া অনুমোদনপত্র। এটি জীমূতের গোপন আচ্ছাদন। মাহিষমতীতেওঅভিজাতদের জন্য দাসের চাহিদা থাকে, কিন্তু অবশ্যই তা প্রকাশ্য ভাবে কখনোই হয় না। ছোটো বড় বিভিন্ন আধিকারিকদের সারবস্তু সহ ঘুষ দেওয়ার পর, দাস বিক্রী করে যে লাভ আসবে, সেটি তার হবে। এই বছর মহামাকম অনুষ্ঠিত হবে, আর পট্টরায় কথা দিয়েছেন তাঁর বন্ধু খনিপতি হিড়ুম্ব উচ্চ মূল্যে এই ছেলেগুলিকে কিনে নেবেন। স্ত্রীলোকদের কিনবে দেবদাসীরা, তাদের সিংহ ভাগই কালিকা বাজেয়াপ্ত করবে। এর আগেও বহুবার এই পদ্ধতিই চলেছে। সে বোঝে কালিকার মত দেবদাসীরা তাকে কোথা থেকে অর্থ দেয়। কালিকার ব্যবসা না হয় প্রচুর পরিমাণ সম্পদ আহরন করে; কিন্তু খনিপতি হিড়ুম্ব কোথা থেকে এত অর্থ পাবেন? সে নিশ্চিত, আসলে মাহিষমতীর কোষাগার থেকেই এই দাস শিশু গুলির জন্য মূল্য দেওয়া হচ্ছে। তা না হলে এই সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে যে কালিকা বা অন্যান্য ভূমিপতিদের মত দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি দাস ব্যবসা শুরু করেছে। সে যদি ধরা পড়ে যায়, তারা তাকে আর পাঁচটা সাধারণ জলদস্যুর মতই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে।

এখানে কথাবানের মত অন্য জলদস্যুও ছিল, কিন্তু পট্টরায় একমাত্র জীমূতকেই ব্যবসা করার অনুমোদনপত্রটি প্রদান করেছেন।এর সাথে বিশাল বড়

BanglaBook.org

একটি শর্ত জড়িয়ে আছে। তাকে একজন লৌহকার দাস এবং কয়েকটি মণি কাদরীমণ্ডলমে চোরাচালান করে নিয়ে গিয়ে ভুঁইফোঁড় রাজকন্যা চিত্রবেনীর হাতে তুলে দিতে হবে। পট্টরায়ের বিছানো এই বিস্তারিত পরিকল্পনা দেখে সে নিশ্চিত এগুলি গৌরীকান্ত মণিই হবে। সে সন্দেহ করছে এই দাস লৌহকারটি সেইসব দক্ষ ব্যক্তিদের অন্যতম যারা জানে এই পাথরগুলি নিয়ে কী করতে হয়। অস্পষ্ট গুজব সব সময় ঘুরে বেড়ায় যে মাহিষমতীতে একদল গুপ্ত লৌহকার আছে যারা এই মণি দিয়ে ইন্দ্রজাল তৈরি করে যক্ষ তলব করতে পারে, যারা মাহিষমতীকে রক্ষা করে।

পট্টরায় যখন পরিকল্পনা বিস্তারিত ভাবে বলছিলেন, তখন সবচেয়ে প্রথমে জীমূতের মাথায় আসে ওই মণিগুলি এবং দাস লৌহকারকে নিয়ে নিজের জাহাজে চাপামাত্রই অন্য কোনো দেশে পালিয়ে যাওয়ার কথা। মাহিষমতীর গুপ্ত কথা জানার জন্য যেকোনো রাজা তাকে যথেষ্ট মূল্য দেবে। দাসব্যবসা করে সে যা উপার্জন করে, এটা তার থেকেও বহুগুণ বেশী সম্পদ এনে দেবে। যেন তার মনের কথা পড়ে নিয়ে পট্টরায় খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে মন্তব্য করেন যে মাহিষমতী নদীর গতিপথ মাহিষমতী সাম্রাজ্য হয়ে কাদরীমণ্ডলমের দিকে দক্ষিণ পূর্বে বয়ে চলেছে। জীমূত ইঙ্গিত বুঝতে পারে, জলদস্যু একটা দুসাঃহসী পদক্ষেপ, আর পট্টরায় তার অনুমোদন পত্র বাতিল করে মাহিষমতীর নৌবাহিনীকে তার পিছনে লাগিয়ে দেবেন। সে নিশ্চিতরূপে ধরা পড়বেই, কারণ পাতালগঙ্গা জলপ্রপাত থেকে সমুদ্র পর্যন্ত নদীর সমগ্র গতিপথ মাহিষমতী সাম্রাজ্য বা এর অধীনস্থ রাজ্যগুলির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। জীমূত এর পারিশ্রমিক স্বর্ণমুদ্রায় দেওয়ার জন্য জোর করে, কিন্তু পট্টরায় নিজের একটা কপর্দকও হাত ছাড়া করতে রাজী হন না।

কোনো আধিকারিক নিজের অর্থ হারানোর বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায়ীকে পারিশ্রমিক দেন না। এটি সব সময়েই একমুখী পথ হয়। ব্যবসা করার জন্য কি কঠিন দেশ রে বাবা! জীমূত তিক্তভাবে চিন্তা করে। সম্পূর্ন ঝুঁকি জীমূতেরই, কিন্তু সে যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ না করত তাহলে অন্য কেউ করে নিত। পট্টরায়ের প্রস্তাবে রাজী না হয়ে জীমূতের কাছে কোনো উপায় ছিল না।

তার মাথার উপরের আকাশ এখন কালো মেঘের চাদরে মোড়া, এবং অদূরে ভয়ঙ্কর ভাবে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি আসবে, আর তাকে তার শিকার সংগ্রহ করে

BanglaBook.org

এর আগেই গ্রাম থেকে ফিরে আসতে হবে। এক ঝলক হাওয়ায় পাল বিক্ষুব্ধ ভাবে ঝাপটে উঠল।

"মূর্খের দল, তোদের কে টানটান করে এটা বাঁধতে বলেছিলাম না?" সে হিসহিসিয়ে ওঠে। দুজন খালাসী হাত পায়ে ভর দিয়ে প্রধান মাস্তুলের গুনকাঠে চেপে গেল মাস্তুলটি সুরক্ষিত করার জন্য। একফালি মাস্তুল হাতছাড়া হয়ে বিশাল বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর মত করে তার উপর দিয়ে উড়ে গেল।অপশকুন! সে গাল পাড়ে। এই অভিযান সফল হতেই হবে। অভিযানে বেরনোর আগে না সে গুণিনের দেবীর সামনে পাঁঠা বলি দিয়ে এসেছে? সে আশা করছে গুণিনের দেবী তাঁর কথা রাখবেন। জীমূতের হাত থেকে সময় বেরিয়ে যাচ্ছে। আর তাহলে এটা ভাল মাংসের অপচয় হবে।

জীমূত এই গোমুখ নদী আর তার শাখাপ্রশাখাদের ঘেন্না করে, অগভীর নদীপথ সব! উন্মুক্ত সমুদ্রে সে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। চোরাবালি আর লুকানো পাথর যুক্ত এই নদী বিশ্বাসঘাতক। তার কাছে বিকল্প থাকলে অমাবস্যার রাতে নদীপথে সে কখনোই অভিযানে বের হত না। এটা স্পষ্টতই পাগলামি, কিন্তু পাগলামি আর ধ্বংসের মধ্যে, জীমূত যে কোনো সময়েই পূর্ববর্তীটিকেই বেছে নেবে। এটাই তার শেষ আশা। কিন্তু গুণিনের কথা দেওয়া সেই গ্রাম কোথায় গেল? খুব তাড়াতাড়িই ভোর হয়ে যাবে,তখন তার জাহাজগুলি লুকিয়ে ফেলা কষ্টকর হবে।

সে গুণিনকে ঝাঁকিয়ে ডাকে, "ওহে, ওহে।"

নানজুন্দ বিড়বিড় করে কিছু বলে আবার অন্যদিকে ফিরে গেল। জীমূত নিজের মেজাজ হারিয়ে ফেলে গুণিনের পাঁজরে লাথি মারতেই নানজুন্দ চিৎকার করে উঠে বসে পড়ল।

"খানকির বাচ্চা, তোর গ্রাম কোথায়?" হাতের উলটো পিঠ দিয়ে নানজুন্দের গালে সপাটে চড় মেরে সে চেঁচায়।

"শান্তম্, পাপম্! কালী মহাকালী...হোওওও..." গুণিন উঠে দাঁড়িয়ে নিজের আনুষ্ঠানিক তলোয়ার ধরে এর মধ্যে বাঁধা ক্ষুদ্র অলংকারগুলি বাজায়।

"সময় এসে গেছে, সময় এসে গেছে।" সে পাটাতনের উপর লাফাতে লাফাতে জীমূতের মুখে কেশরের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়। জলদস্যুর পরবর্তী লাথিটা

BanglaBook.org

নানজুন্দের দুপায়ের ফাঁকে লক্ষ্য করে চালান হয়েছে, আর এইবারে গুণিনের চিৎকার আরোও হৃদয়বিদারক ছিল৷তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যায় আর সে নিজের কুঁচকি ধরে উবু হয়ে মাটিতে বসে পড়ে৷

"তোমার দুর্গন্ধ ওয়ালা মুখ বন্ধ না করলে, খুব তাড়াতাড়ি তোমার সময় হয়ে আসবে৷ কই সেই গ্রাম?" জীমূত নানজুন্দের চুলের মুঠি ধরে৷

গুণিনের মুখে ভয় খেলে বেড়াচ্ছে৷ সে ভয়ে ঘ্যানঘ্যান করতেই যখন জীমূত তার আনুষ্ঠানিক তলোয়ার তুলে ধরলে, সে আচমকা বলে ওঠে, "তোমাদের এখান থেকে হেঁটে যেতে হবে৷"

"তুমি বলেছিলে এটা নদীর পাশেই হবে৷"

"এটা তাই ছিল৷ কয়েক বছর আগে নদী গতিপথ পরিবর্তন করেছে৷ একটা সুপারি চেবাতে যতখানি সময় লাগে, এটা পায়ে হাঁটা পথে ততটুকুই সময় লাগবে৷"

জীমূত বিবেচনা করে৷ জাহাজ ছেড়ে যাওয়া বিপদজনক৷ কিন্তু যে জিনিসে জন্য সে এসেছে তা না নিয়ে খালি হাতে ফিরে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না৷ সে নানজুন্দের চুল ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কীরের দিকে ঘোরে," সুরক্ষিত জায়গা দেখে নোঙর ফেলো৷ আমরা ওই গ্রামে যাচ্ছি৷"

কীর কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু নিজের ঊর্ধ্বতনের মেজাজ চুপ করে গেল৷ শীঘ্রই ছয়জন যোদ্ধার একটি দল কুঠার এবং তলোয়ারে সজ্জিত হয়ে নদীতীরের জলায় ঝাঁপিয়ে নেমে পড়ল৷ কীর গুণিনের ঘাড় ধরে আছে৷ তারা অগভীর হলে কষ্টেসৃষ্টে হেঁটে শুকনো জায়গায় এসে ওঠে৷ নানজুন্দের হাতে একটা মোরগ ধরা, আর শব্দ আটকানোর জন্য তার আনুষ্ঠানিক তলোয়ার একটা লাল কাপড়ে মুড়ে কাঁধের উপর রাখা রয়েছে৷

তারা গ্রামের দিকে হাঁটা শুরু করতেই কিছু যেন দ্রুত ছুটে চল গেল৷ অন্ধকারে চোখ সয়ে যেতে তাদের কিছুক্ষন সময় লাগে৷ ঝোপঝার কালির ছোপের মত দেখাচ্ছে, গাছেদের দেখে মনে হচ্ছে যেন সব পাতাগুলোর একসাথে বিলুপ্ত হয়ে গেছে৷তারা এতটাই বিহ্বল হয়ে আছে যে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাওয়া শুকনো পাতার আওয়াজও বড় বেশী করে কানে লাগছে, আর যতবার কোন ডাল

BanglaBook.org

ভাংছে, তারা ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়ছে। জীমূতের অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হচ্ছে। গুণিনের জন্ম সম্পর্কে তার মনে অশ্লীল মন্তব্য এসে জমা হচ্ছে, কিন্তু সে তাদের দমন করে।

"বুড়ো গাধা, তোমাদের গ্রামে সুপারি আর নারকেল কি একই বস্তু?" কীর গুণিনকে জিজ্ঞাসা করতেই যোদ্ধারা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

জীমূত রেগে হিসহিস করে, "চোপ!"

এবার দূর থেকে তারা গ্রামটিকে দেখতে পাচ্ছে।গ্রামটি একটা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। একটা দেশি কুকুর ডেকে উঠতেই, তার দলবলও খুব তাড়াতাড়ি একসঙ্গে ডাকতে আরম্ভ করল। জীমূত মনে মনে গাল দেয়। তারা গ্রামে প্রবেশের মুখের ফাঁকা জায়াগায় একটা গাছের নিচে এসে থামে।বেশ বড় গ্রাম এটি, জীমূত গুনে দেখল বড় রাস্তা বহুভাগে বিভক্ত হওয়ার আগে তেষট্টিটা বাড়ি রয়েছে, আর পাহাড়ের বাঁকের জন্য পিছন দিকে কি আছে তা বোঝা যাচ্ছে না। পথের সংযোগ স্থলে বটগাছের নীচে একটা প্রদীপ এখনোও জ্বলছে আর তার কাছেই কেউ একজন গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। এছাড়া সমগ্র গ্রাম অন্ধকারে আবৃত, আর কুঁড়েঘর গুলিকে দেখে মনে হচ্ছে বিশাল কোনো দানবের থলি থেকে পড়ে যাওয়া কয়লার পিণ্ড।

গুণিনের তলোয়ারের ঝুনঝুন শব্দ শুনে জীমূত ঘুরে দাঁড়ায়। নানজুন্দ পদ্মাসনে বসে আছে, আর জীমূতের দলবল তাকে অর্ধচক্রাকারে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গুণিন চোখ বন্ধ করে কোনো মন্ত্র বিড়বিড়িয়ে পড়ছে। গুণিন মোরগটিকে হাতে ধরে নিজের মাথা থেকে উপরে শূন্যে তুলে ধরতেই সেটি নিজের ডানা ঝাপ্টানর চেষ্টা করে। এভাল মোগর কীভাবে নষ্ট হচ্ছে, জীমূত চিন্তা করে, কিন্তু এইরকম অনুষ্ঠান তার দলের লোকেদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটা নাকি সৌভাগ্য বয়ে আনবে। *আমার সৌভাগ্য আসতে এখনো অনেক দেরী,* ভেবে জীমূত অধৈর্যভাবে নানজুন্দের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকে।

"পূজার জন্য আমি কি আগুন জ্বালাতে পারি?" গুণিন জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমাদের কিছু বাদ্যকর আর নর্তকীও আনা উচিত ছিল, এবং জলসার জন্য এই গ্রামবাসীদেরও আমন্ত্রণ জানালে পারতাম। আহাম্মক একটা!"

BanglaBook.org

জীমূত হিসহিসিয়ে ওঠে। গুণিন দ্রুত যজ্ঞের অরণি কাঠ পিছনে রেখে দেয়। তাকে আগুন ছাড়াই ক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে।

“আগুন ছাড়া, ভদ্রকালীর আশীর্বাদও অর্ধেক হয়ে যাবে,” কীর বলে।

জীমূত অধৈর্য হয়ে পড়ছে। “আমাদের কাজ সারা হয়ে গেলে তোমাকে পৃথিবীর সমস্ত আগুন একসঙ্গে এনে দেব,” সে বলে ওঠে। তার দলের কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকজনের অস্বাচ্ছন্দ্য সে বুঝতে পারছে, কিন্তু এটা নিয়ে কোনো মধ্যস্থতা সে করবে না।আগুন খুব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেউ উঠে যেতে পারে, কেউ হয়ত আলো দেখে ফেলবে।

“তাড়াতাড়ি করো,” জীমূত বলতেই গুণিন দ্রুত গতিতে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করল। তার লোকজনও বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে শুরু করেছে, এবং নিজের অজান্তেই জীমূতও চোখ বন্ধ করে নীরবে প্রার্থনা সেরে ফেলে। আজকের জন্য তার দেবতাদের সব রকম সহায়তা প্রয়োজন।

কুকুরের ডাক উন্মত্তের মত বেড়ে চলেছে।জীমূত বোঝে কুকুরের দল তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এই আচারকে সংক্ষিপ্ত করার কোনো ইচ্ছা গুণিনের নেই, সে মন্ত্র পড়েই চলেছে। তার হাত থেকে মোরগ কেড়ে নিয়ে তার গলা কেটে ফেলার জন্য জীমূত উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তার সারা শরীর এই অসহ্য গরমে ঘেমে উঠেছে। মশা ভনভনিয়ে উড়ে তার পায়ের মধ্যে ভোজসভা বসিয়েছে।

অবশেষে এই আচারাদি শেষ হল, এবং আশেপাশে গাছে থাকা পাখিদের উড়িয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার সহ নানজুন্দ মোরগের মাথা কেটে ফেলল। *কাদম্বীসিগুলমের রাজাও এই আওয়াজে ঘুম থেকে জেগে যাবে,* জীমূত গাল দেয়। গুণিন তাদের কপালের রক্ত তিলক এঁকে দেওয়ার অবধিও সে অপেক্ষা করে না।সে দেখতে পেয়েছে গ্রামের কেউ জেগে গিয়ে নিজের কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। কোষ থেকে তলোয়ার বের করে মৃদু কাঁপতে থাকা মাথাবিহীন মোরগের শরীর ডিঙিয়ে সে ছুটে যায়। তার পিছনে নিজের দলবলের ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেল।

কুকুরগুলো এখন তাদের দেখতে পেয়ে তাড়া করেছে, জীমূতের গ্রামের দিকে ছুটে যাওয়ার সময় তলোয়ার একবার ঘোরানোতেই প্রথম যে কুকুরটি হামলা

BanglaBook.org

করল, তার মাথা খোয়া গেল। বাকি কুকুর চক্রাকারে পাক ঘুরে আক্রমনকারী লোকজনদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে ইতস্তত ছড়িয়ে গেল। গ্রামবাসীদের ভয় পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে জীমূতের লোকেরা এখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। বটগাছের নিচে গ্রামের যে চৌকিদার শুয়েছিল, সে বেচারা দেখার সুযোগ পর্যন্ত পেল না কে তার মাথা কাটল। গাছের নিচে একটা পাথরের সাপের মূর্তির সামনে যে প্রদীপটি জ্বলছিল, জীমূত সেটি নিয়ে কাছের খড়ের চালের উপর ছুঁড়ে দেয়। তারপর সে প্রস্তর মূর্তিটি নিয়ে কাছের অন্য একটি কুঁড়েঘরে ছুঁরে দিতেই কেউ চিৎকার করে উঠল। জীমূত যে কুঁড়েঘরে প্রদীপ ছুঁড়েছিল, সেটি দাউদাউ করে জ্বলে উঠল।

কী ঘটছে তা গ্রামবাসীরা বুঝে ওঠার আগেই জীমূত আর তার দলবল নিজেদের কাজ শুরু করে দেয়। খড়ের চাল গুলিতে আগুন ছড়িয়ে লাফ দিয়ে আকাশে উঠছে, গাছেদের মাথার উপর লেপ্টে যাচ্ছে। মহিলা, পুরুষ সবাই আর্তনাদ করে নিজেদের চালাঘর থেকে বেরিয়ে আসছে।জীমূত চিৎকার করে হুকুম দেয়, "ঘিরে ফেলো, আক্রমণ করো, আর কোনো পুরুষকে ছেড়ে দেবে না।"

কুঁড়েঘর গুলি থেকে উন্মত্তের মত ধোঁয়া বের হচ্ছে। কয়েকজন পুরুষ হাতে লাঠি, কাস্তে আর কুঠার নিয়ে নিজের গ্রাম বাঁচাতে মরিয়া হয়ে বেরিয়ে এসেছে। যদিও জীমূতের দল কয়েকশো বার এই রকম কাজ সাঙ্গ করেছে। তারা জানে সুবিধা মত কীভাবে ছায়াকে কাজে লাগাতে হয়, আগুনের সাথে কীভাবে খেলতে হয়, কীভাবে লোকেদের ল্যাং মেরে ফেলে চোখের নিমেষে তাদের গলা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পোঁচ মেরে কেটে ফেলতে হয়। গুণিন আস্তাবল থেকে পশুদের ছেড়ে মুক্ত করে দিয়েছে। বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য এটা একটা অভ্যস্থ কাজ। সে যে মহিষ বা বলদকেই সামনে পাচ্ছে, তাদেরই লেজে আঘাত করে ক্ষিপ্ত করে তুলছে। ধোঁয়ার গন্ধে আর বাড়তে থাকা তাপে আতঙ্কিত হয়ে তারা বিশৃঙ্খল ভাবে ছোটাছুটি করতে শুরু করেছে। তারা উন্মত্ত হয়ে মাটির বাড়ি ভেঙে ফেলছে, রাস্তায় দাঁড় করানো যানবাহন গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, আর তাদের ছোটার পথে যে আসছে তাকেই পায়ের তলায় পিষে ফেলছে।

BanglaBook.org

ভোরের মধ্যে গ্রামটির কোনো অস্তিত্ব থাকল না। আগুনে প্রায় সমস্ত গ্রামটি লীন হয়ে গিয়েছে, কেবল কয়েকটি কুঁড়েঘর আধভাঙা অবস্থায় এখনো ধিকিধিকি জ্বলছে। দুশোরও বেশী মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, আর জীমূত সমস্ত মহিলা এবং বাচ্চাদের বেঁধে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। তারা ভয়ে কাঁদতেও ভুলে গেছে। কেউ কেউ ভয়ে নাকী সুরে কেঁদে চলেছে, কেউ কেউ এই আকস্মিক অভিঘাতে তাও করতে করছে না। একটা বাচ্চা চিৎকার করে কেঁদে উঠতেই তার মা দ্রুত তার মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরল। অলিতে গলিতে আবর্জনার মত মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

কিশোরী আর যুবতীদেরকে কিশোর আর বৃদ্ধাদের থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। জীমূতের লোকেরা যুবতীদের দিকে কামাতুর চোখে তাকিয়ে উল্লাসে নিজেদের হাত ঘষায় চারিদিক থেকে শত কণ্ঠে বিলাপের রোল উঠল। বৃদ্ধারা অনুনয় বিনয় করতে শুরু করেছে আর বিফল হয়ে তাদের অভিশাপ দিচ্ছে। বাচ্চাদের তাদের মায়েদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখার ফলে তারা মায়ের জন্য কান্নাকাটি জুড়েছে।

জীমূত চিৎকার করে ওঠে, "চুপ!", ভোরের পাখির কলরব আর মৃতদেহগুলির কাছে ডাকতে থাকা কাক ব্যতীত সকলে স্থির হয়ে যায়।

"আমি কোনো ধর্ষণ চাই না; কেউ অসঙ্গত ভাবে কোনো মহিলাকে স্পর্শ করলে তার হাত কেটে ফেলা হবে," জীমূত বটগাছের নীচে যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে বলল। কীর এর বিরোধিতা করতে গেল, কিন্তু জীমূত তাকে গ্রাহ্য করল না। মহিলারা তার দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু তাদের আতঙ্ক বা ভয় বিন্দুমাত্রও লাঘব হল না।

"এদের নগ্ন করে ফেলো," জীমূত বলে উঠতেই চারিদিকে মহিলাদের কান্নার রোল উঠল।কেউ কেউ ছুটে পালাতে যায়, কিন্তু তার লোকেরা সবাইকে ধরে ফেলল। কয়েক জন্য বাধা দিচ্ছে, কেউ কামড়ে দিল, আঁচড়ে দিল, কিন্তু শীঘ্রই তার লোকেরা সব মহিলার কাপড় খুলে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এখন মহিলারা মরিয়া হয়ে নিজেদের নগ্নতা ঢাকার চেষ্টা করছে। কয়েকটা বড় ছেলে নিজেদের

BanglaBook.org

মায়ের কাছে ছুটে যেতে গেলে একটা বা দুটো তলোয়ারের কোপ সেই দুঃসাহসী যুবকের উপর চালানোর ফলে বাচ্চা ছেলে এবং মহিলা উভয়েই স্তব্ধ হয়ে যায়।

জীমূতের লোকেরা মহিলাদের একসাথে বেঁধে ফেলে। তাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। তাদেরকে এক সারিতে দাঁড় করানো হয়েছে। জীমূত সারির একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে তাদেরকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে নিচ্ছে।তাদের শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। জীমূত হাত দিয়ে তাদের স্তন ওজন করার সময়, বা তাদের পেট ও নিতম্বের দৃঢ়তা দেখার সময় তারা লজ্জায় মাথা হেঁট করে ফেলেছে।কেউ তাকে থুথু ছোঁড়ে, কেউ কেঁদে ওঠে, জীমূত কিন্তু উদাসীন। তার কাছে এরা কেবল মাত্র গবাদি পশুর মত। সে তার দু পায়ের ফাঁকে কোনো উত্তেজনা বোধ করছে না। পরিদর্শন শেষ করার পর সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, একরাতের কাজের পক্ষে খুব একটা খারাপ উপার্জন নয়।

কিশোরী আর মহিলাদের পরিদর্শনের পর সে ছেলেদের কাছে আসে। তাদের বেশির ভাগের শরীরই বলিষ্ঠ। কয়েক জন দুর্বল ছেলেদের সে একটা অন্য সারিতে দাঁড়াতে বলে, বাকিদের নগ্ন করে একসাথে বেঁধে ফেলার হুকুম দেয়। যে ছেলেদের সরিয়ে রাখা হয়েছে তারা চোখে আশা নিয়ে তার দিকে তাকায়।

শিকলে বাঁধা মহিলা, কিশোরী, ছেলেদের সে চলা শুরু করার আদেশ দিল। তার দলের একজন লোক তাদেরকে জাহাজের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।আর কয়েকজন লোক সকলের পোশাকগুলি এক কোণে স্তূপ করে রাখছে। জীমূত পরে থাকা বাকী দুর্বল ছেলেদের হুকুম দিল নিজের নিজের নিহত আত্মীয়দের মৃতদেহ একজায়গায় টেনে জড়ো করতে। নিজের ছেলেদের প্রাণহীন শরীর নাতিরা বয়ে আনছে দেখে বৃদ্ধারা বিলাপ করে কাঁদতে থাকে।

মৃতদেহগুলি একজায়গায় স্তুপাকার করা হলে তাদের উপর খুলে নেওয়া পোশাক ছড়িয়ে দেওয়ার পর জীমূত একটা বাড়ি থেকে জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিয়ে সেই স্তূপের দিকে ছুঁড়ে দেয়।

“এই ডাইনি বুড়ী দের নিয়ে কী করব?” দাঁত বের করে হেসে কীর জিজ্ঞাসা করে।

BanglaBook.org

উত্তরে জীমূত নিজের তলোয়ার বের করে তার সামনের ছেলেটিকে দুটুকরো করে কেটে ফেলে৷ তার পায়ের কাছে পড়া কাঁপতে থাকা শরীরের খণ্ডকে লাথি মেরে সে বলে, “বানচোদ, এটা কি তুই প্রথম হানা দিচ্ছিস?”

সে কীরের কাঁধে রক্ত মুছে নিয়ে তলোয়ারটি আবার খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে৷ সে হাঁটতে শুরু করে, তার পিছনে বৃদ্ধা এবং ছেলেদের কান্নার শব্দ শুরু হয়েছে৷ মোরগ উৎসর্গ করা কাজে লেগেছে৷ দেবতারা আবার তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন৷এবার থেকে সে গুণিনকে আর সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করবে৷

জাহাজের দিকে নিয়ে চলা মহিলাদের ঘামে ভেজা নগ্ন পিছন দিক মশালের আলোতে চকচক করছে৷ কী মনোরম দৃশ্য৷ সে দ্রুতই আবার ধনী হতে চলেছে৷ যদিও প্রথমেই তাদের এদের জন্য ভালো পোশাকের বন্দোবস্ত করতে হবে৷ সে মাহিষমতীর অধীনস্থ রাজ্যে চুরি করে সেখানকার বাসিন্দাদের অপহরণ করল৷ যখন সে বিক্রী করতে যাবে তখন যেন তাদের উৎসের সূত্র না থাকে৷

কয়েক জায়গায় মাখন লাগিয়ে তাদেরকে মাহিষমতীর ভিতরে চালান করে দেওয়ার পর এমন নয় যে তাদের উৎস সম্পর্কে কারো কোনো মাথা ব্যথা থাকবে, কিন্তু কয়েকজন আধিকারিক আছেন যাঁদের এখনো বুদ্ধি গজায় নি, যাঁরা ভাবেন তাঁরা বুড়ো হয়ে গেলে সততা তাঁদের খেতে দেবে৷ তাদের মধ্যে অনেকেই চুলে পাক ধরার আগেই বুঝে যায় কীভাবে কাজ করতে হবে, কিন্তু সব জায়গায় সবসময় কিছু জন থেকেই যায় - এই রকম লোকেরা হয় নিহত হয়ে যায়, নয়ত তাদের এমন জায়গায় 'পদোন্নতি' হয় যেখানে তাদের জীমূতের মত বুদ্ধিমান লোকের সাথে বোঝাপড়া করতে হয় না৷

জীমূত এই চিন্তায় হেসে ওঠে৷ এইরকম আর কয়েকটা অভিযান, আর ব্যাস তাহলেই সে থিতু হওয়ার জন্য প্রস্তুত৷ হতে পারে সে হয়ত কোনো রাজার কাছ থেকে কোনো পদ কিনবে৷ যেমন, ভূমিপতি কিংবা নায়ক ; হয় মাহিষমতীতেই নয়ত অন্য কোথাও৷ এই কাজে কোনো সম্মান নেই, তার বাবা বলেছিল, কিন্তু সে সেই অপদার্থ লোককে বহুদিন আগেই হত্যা করেছে৷

তার বাবা ছিল মাহিষমতীর একটা অপদার্থ সৈন্য৷ জীমূতের যখন খুব বেশী হলে পাঁচ বছর বয়স হবে, তখন কোন এক যুদ্ধে নিজের দুই হাত পা খুইয়ে

BanglaBook.org

ফেলেছিল। তার পা মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত তার বাবা সারা ঘরে বুকে ভর করে চলে বেড়াত।সরকার তার বাবাকে যে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল তা জীমূতের ছ বছর হওয়ার অনেক আগেই শেষ হয়ে যায়। সে আর তার বাড়ির সম্পর্কে কোনো কথা ভাবতে চায় না। তার বাবা দেশের সেবা করে কী পেয়েছিল?

জীমূতও তো দেশের সেবাই করছে, যদিও ভিন্ন পদ্ধতিতে। *আর দেখো আজ কে সফল হয়েছে, অপদার্থ বুড়ো,* জীমূত নিজের মনেই চিন্তা করে।

মাহিষমতীর ওই বেশ্যা মহিলাদের জন্য অত্যধিক বেশী দর কষাকষি করে, কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত ভাল মূল্য দিতেই হবে। আর সেই বামনকেও। ছেলেগুলোকে বেশ স্বাস্থ্যবান বলে মনে হচ্ছে। বামনকে ধনী করে তোলার জন্য এরা যথেষ্ট কাজ করবে।

শেষতম বন্দীটি জাহাজে চাপতেই সে দোদুল্যমান জাহাজের মধ্যে উঠে এল। পূর্ব দিকের আকাশ যেন চিত্রকরে রঙ রাখার ফলক, গৌরীপর্বত নীল থেকে কালচে নীল তারপরে ধূসর তারপর দ্রুত লাল বর্ণে পরিণত হল। নানজুন্দ ঘন্টা বাজিয়ে উচ্চস্বরে কোনো মন্ত্র পাঠ করছে। তার পিছনে ক্রন্দনরত বন্দী।তার লোকেরা 'হে-হো' করে চিৎকার করতে করতে বড় বড় খুঁটি দিয়ে জাহাজকে ধাক্কাধাক্কি করে নদীর মাঝখানে নিয়ে চলেছে, এই আওয়াজ তার কানে সঙ্গীতের মত শোনায়। সূর্য সেই পবিত্র শিখরের উপরের রক্তধারা ঢেলে দিচ্ছেন। একটা ভরত পাখি তার মাথার উপর কর্কশ তীক্ষ্ণ ধ্বনিতে ডেকে উঠল।

গুণিনই ঠিক ছিল। *বিশ্বাস সত্যিই অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটাতে পারে।* সে গৌরীপর্বতের দিকে ফিরে করজোড়ে প্রণাম জানায়।পরের বার মোরগ না দিয়ে গুণিনের দেবীর জন্য সে আস্ত একটা ছেলে বলি দেবে। সে নিজের জিভ কাটে – এখন থেকে তিনি তারও দেবী। ধার্মিক হতে বেশ ভালোই লাগে। মাস্তুল খুলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর জাহাজের গতি বাড়ানোর জন্য দাড়ীঁরা প্রাণপণে বৈঠা টানছে।

ঠিক তখনই তার মনে হল জাহাজের ডান দিকের তটে সে যেন কিছু শুনতে পেল।জাহাজের গতি বাড়তেই সে ঝোপের দিকে তাকিয়ে রইল। তাকে কি কেউ দেখছে? তারপরের সে হেসে উঠল। কোনো তীর এখন আর তার জাহাজে এসে

BanglaBook.org

পৌঁছাতে পারবে না। নদীর কূল থেকে সে এখন অনেক দূরে। এটা হয়ত কোনো ছেলে বা মেয়ে হানা দেওয়ার সময় ফস্কে গিয়েছে।জীমূত হেসে ওঠে।তারা আর কী ক্ষতি করতে পারবে? আর কেউ এখন জীমূতকে ছুঁতেও পারবে না।তার ভাগ্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

জাহাজের ডান দিক থেকে কোকিলের ডাক ভেসে এল, আর কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর অন্য কোকিল উত্তর দিল বন্দরের দিক থেকে। জাহাজ যত এগোতে থাকল, কোকিলের ডাক তাদের অনুসরণ করেই গেল।

"স্বামী, এই ডাক একটু অস্বাভাবিক শোনাচ্ছে," কীর বলে।

জীমূত কান পাতে। আবার একবার কোকিলের ডাক।

"পাখিরা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে," জীমূত কাঁধ ঝাঁকাতে কীর নিজের নোংরা দাঁত বের করে হাসে।

"আমিও হয়েছি। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমিও..." সে আড়চোখে নগ্ন মেয়েদের দেখে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে।

"কীর," জীমূত মৃদু হাসে, কীরও ঘুরিয়ে হাসে।

"হ্যাঁ, স্বামী?"

"আমি মাছ ধরতে ভালবাসি।"

"আমি জানি, স্বামী।"

"তুমি জানো বড় মাছ ফাঁসানোর সর্বোত্তম টোপ কোনটা?" বলে জীমূত খুব ধীরে ধীরে কোমর বন্ধনী থেকে নিজের ছোরা বের করে এনে তার ধারালো কিনারায় আঙুল বোলায়। কীর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। জাহাজের লোকজন সবাই তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।মুহূর্তের মধ্যে জীমূত কীরের গলা ধরে তার মুখ নিজের মুখের একদম সামনে টেনে আনে। কীরের চোখে আতঙ্ক দেখতে তার মজা লাগছে। জীমূত নিজের হাত তোলে, পরক্ষনেই দ্রুত গতিতে ছোরাটা কীরের পেটের কাছে নামিয়ে আনে। কীর ভয়ে চিৎকার করে ওঠে, আর জীমূত হাসে।

কীর নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল। জীমূতের ছোরার ডগা তার পুরুষাঙ্গের ঠিক একচুল দূরে। ভয়ে চোখ বিস্ফারিত করে কীর ঢোঁক গেলে। জীমূত কীরের উরুসন্ধির উপরে নিজের ছোরা দিয়ে চাপ দেয়।

BanglaBook.org

"এই টা মাছের জন্য সর্বোত্তম টোপ, কীর। আমি কি আজ মাছ ধরব?"

"ন...না।"

"কেন করব না?"

"কা...কারণ..."

"কারণ..." জীমূত কীরের চামড়ায় ছোরার আগা চেপে ধরে মোচড় দেয়। একফোঁটা রক্ত কীরের নোংরা ধুতির উপর পড়ে। প্রচণ্ড আতঙ্কে কীর প্রস্রাব করে ফেলে, জীমূত নিজের পায়ের উপর সেই উষ্ণ তরল অনুভব করতে পারে। প্রস্রাবের ঝাঁঝালো দুর্গন্ধে জীমূত নিজের নাক কুঁচকায়।

"বেশ্যার বাচ্ছা, এবার থেকে পায়ের ফাঁকে পাত্র নিয়ে ঘুরবি। এবার আমাকে বল, কারণ...?"

"কা...কারণ...একজন ভাল ব্যবসায়ী..."

"হুমম, একজন ভাল ব্যবসায়ী?" জীমূত কীরকে নিজের আরোও কাছে টেনে আনে।

"একজন ভা...ভাল ব্যবসায়ী কখনো নিজের পণ্যদ্রব্য থেকে খায় না।"

"তুই তো খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিস। আজ আর তাহলে আমি মাছ ধরব না।"

জীমূত কীরকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতেই সে পিঠে ভর করে পাটাতনের উপর পড়ে গেল। জীমূতের লোকজন হেসে উঠতেই সে তাকের দিকে কটমটিয়ে তাকায়।তারা চোখ নামিয়ে নিয়ে যে যা কাজ করছিল সেই কাজে ব্যস্ত হয়ে পরে। এক মুহুর্ত পরেই জীমূত হাসিতে ফেটে পরে পাটাতনে রাখা পিপে গুলোর উপরে চাপড় মারে।দ্রুতই কাঁদতে থাকা মহিলা আর বাচ্চা ছাড়া জাহাজের সবাই হাসতে শুরু করে, এমনকি কীর পর্যন্ত। নদীর দুই পাশে কোকিল ডেকেই চলে।

"নিকুচি করেছে কোকিলের," জীমূত বলতেই আবার সবাই উল্লাসে গর্জন করে। তার দুজন সঙ্গী একটা তাড়ির পাত্র গড়িয়ে পাটাতনের উপর নিয়ে আসে। জীমূত কীরের পিঠে চাপড় মারতেই সে বাঁদরের মত করে দাঁত বের করে হাসে। হাতে হাতে তাড়ির পাত্র ঘুরছে, জীমূত ভুলে গেছে সে কতবার খেয়েছে।তার দলবল অশ্লীল একটা গান গাইছে- লবঙ্গ দ্বীপের বুড়ী ঝি নিজের মহিষের খোঁজে জঙ্গলে গেলে ভাল্লুকদের রাজা তাকে ধরে নেয়। সেই ভাল্লুক তাকে বিয়ে করতে

BanglaBook.org

চাইলে, জঙ্গলের অন্য ভাল্লুকেরাও তাই করতে চায়। গানের প্রত্যেক পংক্তি পূর্ববর্তী পঙক্তির থেকে অশ্লীল হচ্ছে, আর কীর গানের পঙক্তি গুলি অশ্লীল অভিনয় করে দেখালে তারা হর্ষোল্লাসে গর্জন করে উঠছে।

জীমূত গুণিনের দিকে তাকিয়ে দেখে সে এই আনন্দোৎসবে অংশ গ্রহণ করছে না। “তোমার কী হয়েছে, গুরু ঠাকুর? যম কি তোমার বাবাকে তুলে নিয়েছে?” সে জিজ্ঞাসা করে।

“হেসো না, সেই রমণী আসছেন।”

“কে? তোমার মা?” মুখ থেকে তাড়ি ছিটিয়ে জীমূত হেসে ওঠে। “ওহে, ঝুনো নারকেল, তুমি আমাকে খুব হাসাতে পারো।” গলায় তাড়ি আটকে যাওয়ার জন্য সে কাশতে কাশতে নিজের মাথা হাতের তালু দিয়ে চাপড়াতে থাকে।

“আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। হেসো না,” আর একটা কোকিলের ডাকের প্রত্যুত্তর ভেসে আসতেই গুণিন বলে ওঠে।

“ওহ, মহান নানজুন্দ কয়েকটা কোকিলকে ভয় পাচ্ছেন। চলো, এক চুমুক তাড়ি খেয়ে আমাদের সাথে নাচবে এসো,” জীমূত নিজের তাড়ির পাত্র গুণিনের দিকে বাড়িয়ে ধরে।

গুণিন মদ্যপ জলদস্যুর দিকে ফিরে বলে ওঠে, “গাধা, এটুকু জানো না যে এখন বসন্ত নয়, আর কোকিলরা এখন সঙ্গম করে না? এটা উনি।”

জীমূতের হাত থেকে পাত্র পড়ে গিয়ে পাটাতনের উপর ভেঙে ছড়িয়ে গেল। একটা কোকিলের ডাকের উত্তরে অন্য আর একটা কোকিল ডেকে উঠছে। সে নিজের বোকামিকেই বিশ্বাস করতে পারে না। এতটা বোকামি সে করল কীভাবে?

“কাজে লেগে পড়ো!” সে নিজের দলের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতেই তারা দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল। দুই কূল থেকে অবিরাম কোকিলের ডাক ভেসে আসে। *ইনি সেই নারী, ইনি সেই নারী,* তারা যেন এটাই বলে চলেছে।

কোনো অদ্ভুত কারণবশত তার বন্দীরা আর কাঁদছে না।

তারা জানে।

BanglaBook.org

বাইশ

কাটাপ্পা

মুষলধারার বৃষ্টি ধরে এসে এখন ঝিরঝিরিয়ে পড়ছে। কাটাপ্পাকে তারা যেখানে ফেলেছিল, জঙ্গলের সেই ফাঁকা জায়গাতে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারিদিক ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন, পায়ের নীচে মাটি ভিজে। সে এখন কোথায় আছে তা বোঝার চেষ্টা করে। ঠিক সেই সময়েই বিদ্যুৎ চমকে ওঠে আর সে দেখতে পায় এক করাল-দর্শন মা কালীর প্রস্তর মূর্তির সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন উপজাতিদের পূজাস্থলের মত এখানেও লোহার ত্রিশূল মাটিতে গাঁথা রয়েছে, ত্রিশূলের তিনটি তীক্ষ্ণ অগ্রভাগে শুকনো লেবু আটকানো। সেটির কাছে বলি দেওয়ার জন্য একটি হাড়িকাঠ। আবার অন্ধকার নেমে আসতেই কাটাপ্পার বুক ভয়ে আঁতকে উঠল - বলিদানের স্থান!

"কাটাপ্পা।"

একটা কণ্ঠস্বর তার চারপাশে নিনাদিত হল। কাটাপ্পা গোড়ালির উপর ভর করে ঘুরে দাঁড়ায়। সে বুঝতে পারে না সেই কণ্ঠস্বর কোথা থেকে আসছে।

"কাটাপ্পা।"

এইবারে মনে হল এই কণ্ঠস্বর জঙ্গলের অন্যদিক থেকে এল।

"তুমি কে, কাপুরুষ? সামনে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ কর," কাটাপ্পা চিৎকার করে ওঠে।

উচ্চকিত হাসিতে জঙ্গল আন্দোলিত হয়ে উঠল। "যুদ্ধ?" কণ্ঠস্বর জিজ্ঞাসা করে, এইবারে শব্দ আসে কালী মূর্তির পিছন থেকে। কাটাপ্পা মূর্তির পিছন দিকে

BanglaBook.org

ছুটে যায়, তার আহত গোড়ালি মাটিতে আঘাত লাগায় সে ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। সেখানে কেউ নেই। আবার বিদ্যুৎ চমকায়, তার চতুর্দিকে হাসি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

"তুমি মরতে চলেছ, কাটাপ্পা।" এবার শব্দ আসে উলটো দিক থেকে।

"তোমরা আমাকে যখন ধরে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে আসছিলে, তখনই মারতে পারতে," কাটাপ্পা চিৎকার করে। সে ত্রিশূলের দিকে এক পা এক পা করে সরছে। তাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে কথায় ব্যস্ত রাখতে হবে।

"আমরা যেমন করে বুনো শূকর মারি, তেমন করে তোমাকে মারব," এবার কণ্ঠস্বরের উৎস তার বাম দিকে।

"কিন্তু কেন? আমি তোমাদের কী ক্ষতি করেছি?" কাটাপ্পা ত্রিশূল থেকে আর কয়েক হাত দূরে।

"তুমি আমাদেরকে ওই কুকুর বিজ্জলকে হত্যা করা থেকে প্রতিহত করেছ। তুমি আমাদের লোক মেরেছ, কাটাপ্পা। এই জন্য,তোমাকে মরতেই হবে।"

একফালি বিদ্যুৎ শিখা দিগন্ত ছুঁয়ে নামতেই কাটাপ্পা তার ডানদিকে প্রায় কুড়ি হাত দূরে একটা মানুষের অবয়ব দেখতে পায়। সে ঝাঁপ দিয়ে, মাটিতে গাঁথা ত্রিশূল তুলে, ক্ষিপ্র গতিতে সেই ছায়ামূর্তির দিকে ছুঁড়ে মারল। ত্রিশূল তার বুকে গেঁথে গেছে যেতেই ছায়ামূর্তি মাটিতে পড়ে গেল। কাটাপ্পা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি সেই পড়ে থাকা অবয়বের দিকে এগিয়ে যায়। আকাশের বুক চিরে আবার বিদ্যুৎ খেলে গেল, একটা কাকতাড়ুয়ার মাটির হাঁড়ি ওয়ালা মাথা মাটিতে পড়ে তার দিকে দাঁত বের করে হাসছে। ত্রিশূল সেটির খড়ের তৈরি শরীর ভেদ করে বেরিয়ে মাটিতে গেঁথে রয়েছে।

তাকে ব্যঙ্গ করে সমগ্র জঙ্গল হাসিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কাটাপ্পা ত্রিশূল টেনে বের করে চিৎকার করে, "কাপুরুষের দল, সত্যিকারের পুরুষ হলে বাইরে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ কর।" জঙ্গল সহসা স্তব্ধ হয়ে যায়। চারিদিক আবার নিকষ কালো। *যখন চোখ দেখতে ব্যর্থ হবে, কানকে তখন চোখ হতে হবে* - প্রশিক্ষণের সময় পিতার বলা কথা সে স্মরণ করে।

"কাটাপ্পা, আমরা এইভাবে বন্য শূকর শিকার করি," কণ্ঠস্বর বলে উঠতেই কাটাপ্পা ঘুরে দাঁড়ায়। সে ত্রিশূল এক হাত থেকে অন্য হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে

BanglaBook.org

আছে। তারা কীভাবে বন্য শূকর শিকার করে? তার মাথা কাজ করে চলেছে, আসন্ন হামলা কোন দিন থেকে আসতে পারে তার হিসাব কষছে সে। আচমকা জঙ্গলের দিক থেকে একটা শূল বাতাসে শোঁ শোঁ শব্দ তুলে তার দিকে এগিয়ে আসে। সেটি যখন কাটাপ্পার গলার ঠিক কয়েক আঙুল দূরে, তখন নিজের ত্রিশূল দিয়ে সে ওই শূলের আঘাত ঠেকায়, কাঠের শূল থেকে চটা ওঠে। সে খুব দ্রুতও আঘাত ঠেকাতে পারে নি, সে চিন্তা করে; কেবল ভাগ্য জোরে এই বারে বেঁচে গেল। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাতাসের সামান্যমাত্র নড়াচড়া শোনার চেষ্টা করছে।

"চিত্তাকর্ষক," কণ্ঠস্বর এবার অন্য দিক থেকে আসে। "কিন্তু এটা খুব কাছাকাছি ছিল...হা...হা...তোমার গলার। এবার এইটা দেখাও দেখি।"

কাটাপ্পা ক্ষিপ্র গতিতে আসা পরপর তিনটে শূল আটকায়। সে ত্রিশূলে ভর দিয়ে হাঁপাচ্ছে, তারা তাকে নিশ্বাস নেওয়ার সময় টুকু দিচ্ছে না। চারদিক থেকে তার দিকে সশব্দে ছুটে আসা শূলের আওয়াজে বাতাস ভরে যাচ্ছে। কাটাপ্পা শরীরে মোচড় দিয়ে ঘুরে, আঘাত প্রতিরোধ করে চটা উঠিয়ে তার দিকে যা কিছুই ধেয়ে আসছে সব ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। তার শরীরের প্রত্যেকটা স্নায়ু সতর্ক, প্রত্যেক অঙ্গ তার চোখ। কাটাপ্পার হাতের ত্রিশূল তার চারপাশে গতিযুক্ত ঢাল সৃষ্টি করে, চলন্ত রথের চাকার মত ঘুরছে।

সে ঘুরে দাঁড়ায়, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু সে জানে এই যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তার আহত পা তার গতি কমিয়ে দিচ্ছে, তার কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে। তার মনযোগের বা হাতের গতির সামান্যতম চ্যুতির কারণেই একটা বা দুটো শূল এসে তার বুকে গেঁথে যেতে পারে। ইতিমধ্যে কয়েকটা এসে তার পা এবং কাঁধে ঘষে গিয়ে সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। সে আর এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবে না, তার শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। সে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায়, বাতাসের জন্য জোরে জোরে নিশ্বাস টেনে অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে ত্রিশূল চালায়। অর্ধেক চিৎকারের মাঝেই তার মুখ স্থির হয়ে গিয়ে সে মাটিতে ধ্বসে পড়ে। তার মুখ মাটিতে ধাক্কার লাগার ভোঁতা জোরালো শব্দ তার কানে আসে। তার ডান দিকের কানে চ্যাটচেটে কাদা, তার মুখে বৃষ্টি ভেজা ঘাসের ধারালো আগা বিদ্ধ

BanglaBook.org

হচ্ছে। "ভিজে, এর ঘ্রাণ ভিজে ভিজে, মৃত্যুর গন্ধ তাহলে সোঁদা হয়, তার চোখ বন্ধ হওয়ার আগে সে এলোমেলো ভাবে বিড়বিড় করে।

সে চোখ মেলতেই প্রথমে দেখতে পেল মানুষের মুখ। অদ্ভুত রকম উল্কি আঁকা কালো মুখেরা তার দিকে তাকিয়ে আছে। পাখিদের কলতানে জঙ্গল জেগে উঠেছে, গাছের ফাঁক দিয়ে আলো এসে তার চারপাশে ঘিরে থাকা মুখগুলির উপর অদ্ভুত আঁকিবুঁকি কাটছে। সে উঠে বসার চেষ্টা করতেই যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে। তার পায়ের যন্ত্রণা আবার ফিরে এসেছে। যদিও নিজেকে জীবিত দেখতে ভালোই লাগছে। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা সাদামাটা বাঁশের তক্তার উপরের সে শুয়ে আছে।

"তোমার ভাই যখন আমাদের বলেছিল তুমি কি সাংঘাতিক একজন যোদ্ধা আমরা ভেবেছিলাম সে শূন্য গর্ব করছে। কিন্তু তুমি যখন তোমার প্রভুকে রক্ষা করার জন্য আমাদের উৎকৃষ্ট যোদ্ধাদের সাথে খালি হাতে লড়াই করলে, আমি বুঝতে পারলাম তুমি আমার মতই বীর।"

এই কণ্ঠস্বর শান্ত এবং পরিমিত, কাটাপ্পা মাথা ঘুরিয়ে বক্তাকে দেখার চেষ্টা করে। কালো মুখে কাঁচা পাকা দাড়ির ঢল নামা একজন শক্তিশালী চেহারার মানুষ তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। কাটাপ্পা আবার ওঠার চেষ্টা করে, কিন্তু সেই দানবাকৃতি মানুষ তাকে আলতো করে ঠেলে শুইয়ে দিয়ে ঘুরে এসে তার মুখোমুখি দাঁড়ায়।

"কিন্তু যখন তোমার ভাই বলল তুমি তোমার কান কে চোখে পরিণত করে অন্ধকারেও লড়াই করতে পারো, তোমার হাতের গতিই তোমার একমাত্র রক্ষাকবচ হয়, আমরা তার কথায় হেসে উঠেছিলাম। আমরা বলেছিলাম এই রকম যোদ্ধার কথা শুধুমাত্র প্রাচীন কালের গল্পে শোনা যায়। যেমন কর্ণ, অর্জুন বা অশ্বত্থামা, বা তারা হয়ত দেবতা হয় যেমন ভগবান রাম বা ভগবান কৃষ্ণ, নয়তো তারা রাবণের মত অসুর হয়। এই যুগে কোনো মরনশীল ব্যক্তি এইরকম করতে পারে না। আমরা যদি তোমাকে যুদ্ধ করতে না দেখতাম, তাহলে তোমার ভাইয়ের কথাগুলো তার দাদার ক্ষমতা সম্পর্কে ছোটো ভাইয়ের আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া কিছুই ভাবতাম না। কিন্তু আমাকে মানতেই হচ্ছে, শিভাপ্পা ঠিকই বলেছিল।"

BanglaBook.org

কাটাপ্পা মুখ ঘুরিয়ে নিল। রাষ্ট্রদ্রোহী সব, একদল অপরাধী। তার ভাই এদের মধ্যে একজন ভেবেই তার মন খারাপ হয়ে গেল।

"মনে হচ্ছে তুমি আমাদের উপর রেগে আছো, বৎস," সেই ব্যক্তিটি বলে ওঠেন। মধ্য বয়স্ক সেই মানুষের কর্কশ হাত কাটাপ্পার কাঁধ স্পর্শ করে। সে নিজের ঠোঁট চেপে আছে, এই রকম অপরাধীদের সঙ্গে তার কোনো লেনদেন নেই।

"আমরা তোমাকে যেভাবে স্বাগত জানিয়েছি এই রাগ কি তার জন্য? একজন মহান যোদ্ধাকে এর চেয়ে সসম্মানে আমরা কীভাবে স্বাগত জানাতাম? তুমি যদি একটু বেশী রকমেরই দেশপ্রেম দেখাতে..." ব্যক্তিটি হাসলেন।

এই কথায় রাগে কাটাপ্পার শরীর জ্বলে যায় আর সে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, "কোন সাহসে আপনি আমার সাথে এইভাবে কথা বলেন? ঠক, ডাকাত, ধর্ষক, লুণ্ঠনকারী, দেশদ্রোহী...।"

বিশালাকায় মানুষটি মুখ টিপে হাসেন, "হুমম, তাহলে তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে কেন এলে?"

"আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে?" কাটাপ্পা চেঁচায়, "আমি আমার ভাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি!"

"তাহলে নিয়ে যাও। কেউ তাঁকে বেঁধে রাখে নি। আমরা এখানে সবাই স্বাধীন।" বিশাল পুরুষটি একটি ছোট কাঠের আসনের উপরে বসতেই সেটি তাঁর ওজনের চাপে আর্তনাদ করে উঠল। তাঁর শরীরের গঠন ষাঁড়ের মত, শক্তিশালী কাঁধ ও আজানুলম্বিত বাহু সমৃদ্ধ।

"সে কোথায় আছে?" কাটাপ্পা জিজ্ঞাসা করে।

"আমি কি করে জানব?" তিনি আবার হাসেন। তাঁর হাসিমুখ এবার সত্যিই কাটাপ্পাকে বিরক্ত করতে লেগেছে। সে উঠে বসার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ওঠে। ব্যথায় তার পা কাঁপছে।

"আমি এইখানে, দাদা।"

কাটাপ্পা আওয়াজ লক্ষ করে ঘুরতেই শিভাপ্পা একটা বড় গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে দাদার কাছে দাঁড়াল। কাটাপ্পা তার ভাইকে ভর্ৎসনা করার জন্য অনেক কথা বহুবার অভ্যাস করেছিল, সে অনেকবার ভেবেছিল ভাইয়ের কৃত কর্মের জন্য

BanglaBook.org

সে তাকে কী বলে লজ্জিত করবে, তার দোষ অনুভব করাবে, কিন্তু এই সব কিছু ব্যতিরেকে তার চোখ কান্নায় ভরে এল। সে হাত বাড়িয়ে তার ভাইয়ের হাত, কাঁধ, মুখ, মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে। "তুই ঠিক আছিস, শিভাপ্পা?" কাটাপ্পা প্রশ্ন করে।

তার ভাই তার সামনে হাঁটুগেড়ে বসে নিজের দুহাতের মধ্যে তার হাত নিয়ে বলে, "এবার যখন আমি আমার দাদাকে পেয়ে গেছি, আমি ঠিক আছি। আমি জানতাম তুমি আসবেই। আমি রোজ তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি।"

কাটাপ্পা তার ভাইয়ের গালে হাত বুলিয়ে আদর করে।

"পিতা?" শিভাপ্পা শুধায়।

"তিনি...তিনি মনে করেন তুই মৃত, শিভাপ্পা। হতভাগ্য মানুষটি অন্তর থেকে ভেঙে পড়েছেন। গোপাল আমার, চল বাড়ি ফিরে যাই।"

"মৃত? তুমি তাঁকে বলেছ যে আমি মারা গেছি?" শিভাপ্পা দাদার হাত ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে।

"এছাড়া আমার আর কী পথ ছিল, শিভাপ্পা?"

"তোমার কাছে সত্যি বলার পথ ছিল, দাদা। আমি কোনো দিন ভাবিনি তুমি মিথ্যা কথা বলবে।"

এটা যন্ত্রণাদায়ক। সে তার জীবনে এই প্রথম বার মিথ্যা কথা বলেছে, আর এটা সে করেছে একমাত্র তার ভাইয়ের খাতিরে, তার জীবন রক্ষার তাগিদে।

"তুই কী বাজে বকছিস, শিভাপ্পা? তুই চাস যে দণ্ডকারেরা তাদের কুকুর নিয়ে তোর পিছনে ধাওয়া করুক?"

বিশাল মানুষটি খুক খুক করে হেসে উঠলেন। "আমি তোমার ভাইকে বলেছিলাম যে এটাই হতে চলেছে। সে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল যে তুমি সত্যি কথাই বলবে এবং..."

"আপনি কে মশাই?" মানুষটির কথার মাঝখানে কাটাপ্পা বলে। "আমাদের পারিবারিক বিষয়ে মাথা ঘামানোর কি দরকার আপনার?"

শ খানেক ঢালের উপর বল্লম আঘাত করার শব্দ পায় কাটাপ্পা। মানুষটি হাত তুলে ইশারা করে তাঁর উত্তেজিত অনুগামীদের থামতে বলেন।

BanglaBook.org

"দাদা, তুমি জানো না তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ," শিভাপ্পা আর্ত স্বরে বলে। "আমার দাদার হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি, মহামহিম।"

"মহামহিম?" সেই ব্যক্তির সামনে শিভাপ্পা নতজানু হলে কাটাপ্পা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

"মহামহিমই এই মাহিষমতীর আসল সম্রাট," শিভাপ্পা বলে। চারপাশের বৈতালিকরা নিজেদের ঢালে বল্লম দিয়ে শব্দ তুলে চিৎকার করে, "জয় জয় মাহিষমতী মহারাজা।"

তৃতীয় বার জয়ধ্বনি হওয়ার পর মানুষটি হাত তুলতেই জঙ্গলে আবার নীরবতা নেমে আসে।

"চিন্তা কোরো না। আমি ছদ্মবেশে সম্রাট সোমদেব নই। এই ছেলেরা আমাকে রাজা বলে ডাকে, কিন্তু আমি এদের মতই নিঃস্ব। আমি ভূতরায়, বৈতালিকদের দলনেতা। হ্যাঁ এটা সত্যি যে কয়েকশো বছর আগে আমার পূর্বপুরুষেরা এই জঙ্গলে রাজত্ব করতেন। এখন যেখানে মাহিষমতী নগরী দাঁড়িয়ে আছে, এক সময় তা আমাদের জঙ্গল, আমাদের শাসনক্ষেত্র ছিল। আমরা এই জঙ্গলকে মা গৌরীর পবিত্র কেশরাশি বলে মনে করি। কাদরীমণ্ডলমের সীমান্ত থেকে তুষার পর্বতের উপত্যকা পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড আমার পূর্বপুরুষেরা শাসন করতেন। সমস্ত উপজাতি এবং রাজ্যগুলি, যেমন জলাভূমির কিরাতগণ, তৃণভূমির পশু ব্যবসায়ীরা, নদীতটবাসী চেম্পাদভ গণ, গৌরী পর্বতের উত্তরাভিমুখী বনভূমির নিষাদ, জম্বুক, শূরকর্ণ গোষ্ঠীর সকলেই বৈতালিক রাজকে প্রণতি জানাতো, কেবল কালকেয় এবং নারী শাসিত কুন্তল রাজ্য ব্যতীত।"

কাটাপ্পা বিস্ফারিত চোখ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। এই ব্যক্তির কথার কোনো মাথামুণ্ডু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে কোন উপজাতিকে জঙ্গলে রাজত্ব করতে শোনেনি। বনভূমি অঞ্চল তো ভূমিপতি আক্কুন্দরায়ের অধীনে আছে, চারণভুমি আছে ভূমিপতি গুহের অধীনে, ভূমিপতি হৈহেয়ের অধীনে আছে জলাভূমি, আর গৌরীপর্বত আছে খনিপতি হিড়ুম্বের অধীনে। এমনকি চারণ কবিরা পর্যন্ত বৈতালিক রাজাদের নিয়ে কোনো কল্পনা প্রসূত গান করে না। তাদের সমস্ত গানে বৈতালিকদের শয়তান রাক্ষস, ডাকাত, লুটেরা বলে সম্বোধিত করা হয়। তারা

BanglaBook.org

নিষ্ঠুরতার যথার্থ সংজ্ঞা – তাদের গানে এটাই বলা হয়। এভাবেই বর্ণনা করা হয় নাটক বা গাথাগুলিতেও। যেহেতু বার বার এই কথাই বলা হয়, তাই এটাই সত্য।

ভুতরায় কাটাপ্পার মুখে বিভ্রান্তি দেখে তার দিকে ঝুঁকে এলেন। "আমি বুঝতে পারছি, এর মর্মোদ্ধার করা তোমার পক্ষে খুব কষ্টকর হয়ে পড়ছে। জয়ীদের গল্প সবসময় শক্তিশালী হয়। তাদের বর্ননার সাথে মানানসই না হলে, তারা সেই সব কিছু মুছে ফেলার সামর্থ রাখে।ইতিহাসে আমরা পরাজিতের দল।"

"আর বেশী দিনের জন্য থাকব না। আমরা শীঘ্রই জয় লাভ করব," শিভাপ্পা চিৎকার করতেই পাখিদের উড়িয়ে দিয়ে সমগ্র বনভূমি আলোড়িত করে ধ্বনিত হল, "জয়,জয় বৈতালিকের জয়।"

"গত তিন শ' বছর বা তারও বেশী সময় ধরে এটাই প্রত্যেক বৈতালিক রাজার স্বপ্ন। বলা হয় যে কোনো বৈতালিক রাজা নিজের শয্যায় মৃত্যুবরণ করেন নি। মাহিষমতীর সিংহাসন দখলকারীরা এটা নিশ্চিত করে দিয়েছে।" ভূতরায় কাটাপ্পার দিকে তাকিয়ে হাসেন।

"উপযুক্ত পরিণতি," কাটাপ্পা বিড়বিড় করে, তার চোখ রাগে জ্বলছে। "কোনো রাজদ্রোহীকে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে না। যতদিন পর্যন্ত দাসেদের শরীরে প্রাণ থাকবে..."

"দাস? তোমরা কীভাবে দাসে পরিণত হলে? কখনো এই বিষয়ে ভেবেছ?" ভূতরায় তার দিকে ঝুঁকে এসে নিজের দাড়িতে আঙুল চালালেন। এই কালো লোকটির হাসিমুখের থেকে বেশী বিরক্তিকর কাটাপ্পা আর কিছু দেখেনি।

"এটাই আমাদের নিয়তি।" কাটাপ্পার নিজের কানেও এই উত্তর বিশ্বাসযোগ্য শোনায় না।

"হ্যাঁ, বাস্তবিক পক্ষেই। যে নিয়তি তোমরা নিজে বেছেছিলে," ভূতরায় বলেন।

"আমাকে যেতে দিন, মহাশয়। এক রাজদ্রোহীর সাথে কথা বলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই।"

"কেউ কেউ তোমার বাবাকেও রাজদ্রোহী বলে।"

"কোন স্পর্ধায় আপনি আমার পিতার সম্পর্কে কুকথা বলেন?" কাটাপ্পা উঠে বসে।

BanglaBook.org

"এটাই সত্য, যদিও মনে হয় তুমি এই সত্যকে স্বীকার করতে চাও না। তুমি এক রাজদ্রোহী পরিবারের সন্তান, বৎস।"

"আমার পিতা সারাজীবন মাহিষমতীর সেবা করেছেন। তিনি মাহিষমতীর নিমিত্তে প্রাণ ধারণ করেন, এবং মৃত্যুও বরণ করবেন, ঠিক যেমন বিগত আঠেরো প্রজন্ম ধরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা করে আসছেন," রাগে আর পরিশ্রমে কাটাপ্পা হাঁপাতে থাকে।

ভূতরায় মুখ টিপে হাসেন। "এটা তাঁকে শুধুমাত্র বংশের উনিশতম রাজদ্রোহী প্রতিপন্ন করে।"

কাটাপ্পা এই বিশাল মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকে। ইনি কি পাগল? না কি ইনি যা বলছেন তার মধ্যে কোথাও সত্য লুকিয়ে রয়েছে?

ভূতরায় কাটাপ্পার হাতে হাত রেখে বলেন, "বৎস, তুমি আমাদেরই একজন। এরা সকলে তোমার ভাই। এটা তোমার বনভূমি।"

কাটাপ্পা তাঁর দিকে তাকিয়েই থাকে, সে যা শুনছে তা সে বিশ্বাস করতে চায় না। সে এই ঘৃন্য বৈতালিক গোষ্ঠীভুক্ত? তা কি করে সম্ভব? সে সব সময় গর্ব করে যে মাহিষমতীর সম্রাটেরা নিজেদের সুরক্ষার জন্য তার পরিবারের উপর চিরদিন নির্ভরশীল থেকেছেন। আর এখন এই ভূতরায় তার পিতাকেই কি না বলছে রাজদ্রোহী।

"আপনি মিথ্যা কথা বলছেন," মাথা নাড়িয়ে কাটাপ্পা বলে। চারিদিক থেকে নিচুস্বরে ক্রুদ্ধ গর্জন ওঠে।

"মহামাকম সম্পর্কে কোনোদিন শুনেছো, বৎস?"

"প্রতি বারো বছরে আসা একটি দিন, যেদিন মা গৌরীর আশীর্বাদ মাহিষমতীতে পৌঁছায়," কাটাপ্পা উত্তর দেয়।

"শোনো, মূর্খ ছেলে," ভূতরায় বলতে শুরু করলেন এবং হাত দিয়ে ইশারা করতেই কাটাপ্পা দেখল দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা যোদ্ধারা সরে গিয়ে পথ করে দিয়ে তারা নতজানু হয়ে বসে পড়ল। একজন লোক হেঁটে এগিয়ে আসে, তার হাতে একটি পাতায় কিছু ধরা আছে। সে যখন ভূতরায়ের কাছে পৌঁছায়, বৈতালিকদের রাজা আনত হয়ে প্রণাম জানিয়ে তার হাত থেকে পাতাটি সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে গ্রহণ

BanglaBook.org

করেন। তিনি কাটাপ্পার দিকে ফিরে সেগুলি তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি জানো এগুলো কী?"

পাতার মাঝখানে রাখা নিষ্প্রভ পাথরগুলির দিকে কাটাপ্পা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তার কোমর বন্ধনীতে যে পাথরটি সে বহন করছে এগুলি ঠিক সেই রকম দেখতে। যে পাথর টি পট্টরায় কালিকার গুহায় তাকে দিয়েছিলেন। এগুলি কেবল মাত্র আকারে কিছু বড়। সে নিজের কোমর বন্ধনীতে পাথরটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়লেও সে উত্তেজনা প্রশমন করে। তাদেরকে জানতে দিলে হবে না তার কাছেও এরকম কিছু রয়েছে। "নদীর পাথর?" নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞাসা করে সে পাথরগুলি স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়ায়, কিন্তু ভূতরায় পাতাটি নিজের দিকে টেনে নিলেন।

"এগুলি নদীর পাথর নয়, মূর্খ। এ হল গৌরীকান্ত," কাটাপ্পার চোখে চোখ রেখে ভূতরায় বলেন। "এগুলি আমাদের গোষ্ঠীর পবিত্রতম পুরানিদর্শন। এটা ভীষণ লজ্জার বিষয় যে একজন বৈতালিক হয়ে তুমি এগুলো কী তা জানো না। বহু প্রজন্ম ধরে, বৈতালিকরা মা গৌরীর এই প্রসাদকে প্রণাম জানিয়ে আসছে। স্মরণাতীত কাল থেকে বৈতালিকরা এই উপহার পেয়েছে। গৌরীপর্বতের উপর বৈতালিকদের অধিকার পর্বতের মতই পুরাতন, সমুদ্রের মতই প্রাচীন।

"আমি...আমি...বুঝতে পারছি না...," কাটাপ্পা বলে।

"এমন অনেক বিষয় আছে যা তুমি বুঝবে না, বা বুঝতে চাইবে না। মাহিষমতী কেন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সাম্রাজ্য?" পাথর গুলি ফিরিয়ে দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। কাটাপ্পা দেখল সেগুলি নিয়ে চলে যাওয়া হচ্ছে। লোকটি ঝোপের আড়ালে না মিলিয়ে যাওয়া অবধি সকল বৈতালিক নতজানু হয়ে মাথা নামিয়ে থাকে, এমনকি শিভাপ্পাও।

"আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম, কাটাপ্পা," ভূতরায় বলেন।

"কারণ মাহিষমতী ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য। কারণ মাহিষমতীর সর্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধারা আছেন যারা এর জন্য প্রাণপাত করতে পারেন।"

"হা, হা! আর যোগ করো, কারণ মাহিষমতী হত্যা করে, অঙ্গচ্ছেদ করে, ধর্ষণ করে, লুট করে অন্যদের উপর নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ভালবাসে। এমন

BanglaBook.org

অবাক হয়ে তাকানোর কিছু নেই। ইতিহাসজুড়ে সমস্ত রাজারা এই রকমই করেছেন। আর যদি ঈশ্বরের আশীর্বাদের কথাই বলো, হাহ্, তাহলে কোনো মহিষ বা পাঁঠা বলি দিলে বা কয়েকজন পুরোহিতের পেট পুজো করিয়েও তা পাওয়া যায়। এমন যথেষ্ট মানুষ পাওয়া যায় যারা যে কোনো জিনিসের জন্য প্রাণপাত করে। এইসমস্ত কিছু কোনো ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপার হল তাদের কাছে যে অনন্য সুবিধা আছে। আর সেই সুবিধাই হল গৌরীকান্ত।"

"একটা পাথর কীভাবে–"

"আমি এখনো বলা শেষ করিনি," ভূতরায়ের চোখ জ্বলে ওঠে। "এটি কোনো সাধারণ পাথর নয়। সেখানকার তলোয়ার, বল্লম, শিকল নির্মিত বর্ম, ঢাল, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে গৌরীকান্ত থেকে নিষ্কাশিত করা গুপ্ত ধাতু মিশে রয়েছে। এটি একটি গুপ্ত পদ্ধতি দ্বারা তৈরি করা হয়। অন্তিম মিশ্র ধাতুটির নাম গৌরীধূলি, সোনার চেয়েও বহু গুণে মূল্যবান। কয়েকজন মাত্র লৌহকার আছে যারা গৌরীখড়্গ – গৌরীধূলি দ্বারা প্রস্তুত তলোয়ার, বা গৌরীঅস্ত্র - গৌরীধূলি দিয়ে বানানো তীরের ফলা তৈরি করতে পারে। এই সব অস্ত্র যে কোনো বর্মকে বিদির্ণ করতে পারে।"

কাটাপ্পা কিছু বলতে যায়, কিন্তু ভূতরায় তাকে হাত তুল থামিয়ে শুনতে বলেন।

"তিনশো বছর আগে আমার এক পূর্বপুরুষ কাদরীমণ্ডলম সাম্রাজ্যের এক তুচ্ছ সামন্তকে আশ্রয় দেওয়ার মত যথেষ্ট নির্বুদ্ধিতা দেখিয়েছিলেন। সেই সামন্তের নাম ছিল উথাম মহাদেব। সে ছিল মহান উথাম, কিন্তু শুধুমাত্র নামেই। আমারই সেই পূর্বপুরুষ আমাদের প্রাচীন ধর্ম অনুযায়ী তাকে তার পরিবার সহ বাস করার জন্য ভূমি দিয়েছিলেন। সে কাদরীমণ্ডলমের রাজার কোপ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, আর নিজের মূল্যহীন মাথাটা ঘাড়ের উপর রাখার জন্য বেপরোয়া ছিল। আমার পূর্বপুরুষ, কাত্যায়ন বৈতালিক, তার পরিবারের উপর দাক্ষিণ্য দেখান। সেই বেজন্মা, উথাম মহাদেবকে তিনি ভাইয়ের মত স্নেহ করতেন। আর সে কীভাবে তার প্রতিদান দেয়? আমাদের কাছ থেকে গৌরীপর্বত ছিনিয়ে নিয়ে। আমাদের নিঃস্ব করে দিয়ে।"

BanglaBook.org

"একজন পালিয়ে বেড়ানো ব্যক্তি কীভাবে গৌরীপর্বত আর বৈতালিক রাজ্য দখল করতে পারল? আপনার গল্প বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

"কারণ বৈতালিকদের মধ্যে একজন রাজদ্রোহী - উগ্রনাগাপ্পা, বৈতালিকদের সেনাধক্ষ্য তাকে সাহায্য করেন। তিনি উথাম মহাদেবের কাছে গৌরীপর্বত এবং গৌরীকান্তের রহস্য ফাঁস করে দেন।" চারিদিকে জমাট নিস্তব্ধতার মধ্যে ভূতরায় বলে চলেন।

এই অদ্ভূত রাজার কথার নিহিতার্থ কাটাপ্পা উপলব্ধি করতে পারে। সে ভূতরায়ের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সে দেখতে পেল শিভাপ্পা পাথরের মত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। অবশেষে কাটাপ্পা যা ভয় পাচ্ছিল, ভূতরায় সেই শব্দগুলিই উচ্চারণ করেন।

"উগ্রনাগাপ্পা তোমার পূর্বপুরুষ ছিলেন কাটাপ্পা। তাঁর মেয়েকে বৈতালিক রাণীর কোনো এক ভাই ধর্ষণ করে, কিন্তু এটা তাঁকে সমগ্র একটা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার অধিকার দেয় না। আর তিনি পরিবর্তে কী পেলেন? - দাসত্ব। তোমার পূর্বপুরুষ নির্বোধ ছিলেন। তিনি প্রতিহিংসার পরিবর্তে নিজের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে তিনি নিজের লোকেদের এবং দেশের ভবিষ্যতও হস্তান্তরিত করে দেন।"

"আমি এই প্রচলিত গাথা বিশ্বাস করি না, মহোদয়," কাটাপ্পা চিৎকার করে ওঠে। 'আপনারা যদি সেই অপরাজেয় পাথর, গৌরীকান্ত - যা দিয়ে নাকি প্রাণঘাতী অস্ত্র বানানো যায়, তার অধিকারী ছিলেন, তাহলে একজন পালিয়ে বেড়ানো মানুষের কাছে কেন হেরে গেলেন?"

ভূতরায়ের প্রত্যেকটা স্নায়ু ক্রোধে টানটান হয়ে ওঠে। তাঁর গলার একটা শিরা দপদপ করছে। তিনি দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, "আমরা হেরে গেলাম কারণ গৌরীপর্বত আমাদের কাছে ঐশ্বরিক ছিল আর থাকবে। এই পর্বত আমাদের মা, আমাদের দেবী। আমরা কখনো তাঁর সম্পদকে শোষণ করিনি, করতে পারব না। আমাদের কাছে গুটি কয় অস্ত্র ছিল যখন উথাম মহাদেব সেগুলি গোপনে মজুদ করে রাখছিল। সর্বাপেক্ষা কাপুরুষোচিত পদ্ধতিতে সে তোমার পূর্বপুরুষের সহায়তা নিয়ে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং আমাদের তাড়িয়ে দেয়।

BanglaBook.org

সেই থেকে আমরা গৌরীপর্বতের জন্য লড়াই করে চলেছি। আমরা তাঁকে কোনোদিন পুনরুদ্ধার করতে পারিনি কারণ আমরা কোনোদিনই গৌরীধূলি তৈরিতে দক্ষতা অর্জন করতে পারিনি।

“গৌরীপর্বত মাহিষমতীর লোকেদের কাছেও ঐশ্বরিক,” কাটাপ্পা বেপরোয়া ভাবে বলে।

“ঐশ্বরিক?” ভূতরায় উঠে দাঁড়িয়ে কাটাপ্পার কথাগুলি নিজের অনুগামীদের দিকে তাকিয়ে পুনরাবৃত্তি করেন, “এ বলছে গৌরীপর্বত মাহিষমতীর লোকেদের কাছে পবিত্র। তোমরা শুনলে কী বলছে?”

যোদ্ধারা নিজেদের বল্লম এবং ঢাল ক্রুধ ভাবে ঝনঝন করে।

“যা পবিত্র তাকেই তারা কদর্য পদ্ধতিতে ধ্বংস করে দিচ্ছে। মানবিকতার পক্ষে এটা লজ্জাজনক, যা কিছু শুভ আছে সেই প্রত্যেকটির জন্য লজ্জাজনক, আর তুমি তাকেই কি না বলছ ঐশ্বরিক?” ভূতরায় কাটাপ্পাকে বলেন।

“হ্যাঁ, আমি বলছি,” কাটাপ্পা চিৎকার করে, তার বাড়তে থাকা রাগ অবশেষে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

“আপনাদের একটা পর্বত ছিল, আপনাদের থেকে বেশী বুদ্ধিমান কারো কাছে সেটা আপনারা হারিয়ে ফেলেছেন। আর এটা কয়েকশো বছর আগে ঘটেছে। কত কত রাজ্য জয়ি হয়, পরাজিত হয়। আপনারা বহু প্রজন্ম ধরে গৌরীপর্বত এবং গৌরীকান্তের অধিকারী ছিলেন, আর এখন তা মাহিষমতীর অধিকারভুক্ত।”

“যথেষ্ট বলেছ!” ভূতরায় কাটাপ্পার উপর চিৎকার করেন। “যা জানো না, তা নিয়ে কথা বলতে আসবে না। আমরা আমাদের মায়ের গর্ভ থেকে কোনোদিন গৌরীকান্ত নিষ্কাশিত করিনি। তিনি যতটুকু দিয়েছেন, আমরা মাথা পেতে গ্রহণ করছি। তিনি ঋতুমতী হওয়ার সময় নিজের সম্পদ স্বেচ্ছায় দান করেন। কখনো তিনি একশো বছরে একবার ঋতুমতী হন, কখনো হাজার বছরে একবার। তাঁর আগুনের রক্তধারায় পাথরগুলি নির্গত হয়। তিনি এক জ্বালামুখী, এক আগ্নেয়গিরি, আর তিনি প্রসন্ন হলে তবেই নিজের আশীর্বাদ দেন। আমরা আমাদের মাতৃগর্ভে কোনোদিন খনন কার্য চালাই নি।

BanglaBook.org

"আপনি বলতে চাইছেন যে *আমরা* গৌরীপর্বত খনন করি? আপনি কোন সাহসে বলেন, মাহিষমতীর প্রত্যেক প্রজা যাকে প্রণাম জানায়, আমাদের সেই পবিত্র মা কে আমরা কলুষিত করি? আমি এক্ষুনি আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের ধর্মের, বিশ্বাসের, আমাদের লোকের প্রতি এই অপমানের প্রতিশোধ আমি এখনি নেব।"

"আমি যতটা ভেবেছিলাম তুমি দেখছি তাঁর থেকেও বেশী বোকা। ভাল করে শোনো। যাদের জন্য যুদ্ধ করতে তুমি এত উৎসাহী, তোমাদের সেই সম্রাট এবং অভিজাতগন – তোমাদের বোকা বানাচ্ছেন। বহু প্রজন্ম ধরে তারা তোমাদের লোকেদের বোকা বানিয়ে আসছে। যে কুক্রিয়া তারা নিরন্তর করে চলেছে তা কহতব্য নয়।"

"আপনি মিথ্যা কথা বলছেন," কাটাপ্পা মারমুখী হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

"তুমি প্রমাণ চাও? সত্যের সম্মুখীন হওয়ার মত বুকের পাটা তোমার আছে তো?"

ভূতরায়ের কণ্ঠস্বরের আবেগে কাটাপ্পা নড়ে ওঠে। কিন্তু সে নিজেকে তুলে নির্ভীক ভাবে বলে, "আমার প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আমার সম্রাট এই কাজ কোনোদিন করবেন না।"

"নির্বোধ, অন্য মানুষ আছে যারা তাঁর হয়ে এই কাজ করে।"

"কিছু খারাপ মানুষ থাকতেই পারে। এমন কোন দেশ আছে যেখানে খারাপ লোক নেই? কিন্তু আমার দেশ মহান," কাটাপ্পা আবেগপূর্ণ ভাবে কথা শেষ করে।

"কয়েকজন ভাল লোক থাকতেই পারে, কিন্তু তাদের কাপুরুষতা তাদেরকে অপদার্থের থেকেও খারাপ করে তোলে। এমন ব্যবসায়ী সেখানে আছে যারা লাভের জন্য সবকিছু করতে পারে। জীমূতের নাম শুনেছ? তাদের নাম শুনেছ যারা এই ব্যবসা স্থাপনের জন্য সংঘর্ষ করে চলেছে? তোমাদের সম্রাট আর যে শয়তান সাম্রাজ্যে তিনি শাসন করছেন, সেখানের প্রত্যেক মানুষের ভিতরের শয়তানকে মুক্ত করে দিয়েছেন। লোভী পুরুষ, নির্লজ্জ নারী, দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকে তোমার দেশ ভরে রয়েছে। আর হ্যাঁ, সেখানে তোমার মত অনেক নির্বোধও রয়েছে যারা নিজেদের বুকে চাপড় মারে আর ভাবে তার দেশ মহান। তোমাদের খাওয়ার জন্য

BanglaBook.org

কিছু নেই, মাথার উপর ছাদ নেই, পরনের কাপড় নেই, পান করার জন্য কিছু নেই, চাষের জন্য একফালি জমি অবধি নেই – তবু নির্বোধ তোমরা নিজের দেশের সম্পর্কে উঁচু গলায় চড়া সুরে চিৎকার করো।"

"আমাদের দেশ যদি আপনার পছন্দ না হয় তাহলে অন্য কোথাও চলে যান," কাটাপ্পা রাগে গর্জে ওঠে।

"অন্য কোথাও? তোমার সম্রাট আমার ভূমি ছিনিয়ে নিল, আমার পৃথিবী ধ্বংস করে দিল, আমার বনভূমি আত্মসাৎ করে নিল, আমার পর্বতে খনন করছে, আমাদের লোকেদের তাড়িয়ে দিচ্ছে আর তার দাস আমাকে বলে কি না অন্যত্র চলে যেতে! বাহ! অপেক্ষা করো আর দেখ। আর কতদিন পর্যন্ত তোমাদের শাসকেরা মানুষকে বোকা বানাবে? এইভাবে চলতে থাকলে তোমার দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদেরকে আর কিছু করার দরকার হবে না। আগামী মহামাকমের আগেই তোমরা নিজেরাই এই সমস্ত কিছু ধ্বংস করে ফেলবে।"

কাটাপ্পা আর কিছু শুনতে চায় না। তার বাহ্যিক স্থিরতা সত্ত্বেও, তার ভুল ঠিক সম্বন্ধীয় ধারনা, তার কর্তব্য ও দেশপ্রেম, সব কিছু ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। সে এখান থেকে চলে যেতে চায়। এই স্থান থেকে অনেক দূরে চলে যেতে চায় সে, এই মানুষজনের কাছ থেকে। সে যদি এখানে আর কিছুক্ষণ থাকে, তাহলে তার ধরে রাখা সব প্রিয়তম বস্তু গুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। সে তক্তা থেকে নেমে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে যায়।

"এই রাজদ্রোহীদের নাভীচক্রে আমি আর এক মুহূর্তও থাকব না।"

তার গাল জ্বালা করার আগেই সে চড়ের আওয়াজ শুনতে পায়। সে তক্তার মধ্যে ধ্বসে পড়ল। ভূতরায় হিসহিসিয়ে উঠলেন, "তুমি ভাবছ আমরা তোমাকে যেতে দেব? আমাকে দেখে কি এতটাই বোকা বলে মনে হয়? তোমার সম্রাট মারা না যাওয়া পর্যন্ত তুমি কোথাও যাবে না। চিন্তা কোরো না। মহামাকমের পরে আর তিনি জীবিত থাকবেন না।"

"মহামাকম এখনো কয়েক মাস দূরে...," কাটাপ্পা মাঝপথে থেমে যায়। সম্রাটের সুরক্ষার থেকেও বেশী তার নিজের বন্দীত্বের সময়কাল নিয়ে চিন্তা করছে ভেবেই সে লজ্জিত হয়।

BanglaBook.org

"চিন্তা কোরো না, তোমার সম্রাট মহামাকম অবধিও বাঁচবেন না। এই বছর আমরা এটা হতেই দেব না। আমরা প্রস্তুত। এই উৎসবের আগে যে হত্যালীলা সম্পন্ন হয়, আমরা এবারে তা ঘটতেই দেব না। বিগত তিনশ বছর ধরে যথেষ্ট হয়েছে। আর তোমার লোকজনের স্বাধীনতার জন্য এই মহৎ সংগ্রামে তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।"

"আমি...আমি আমার শপথ ভঙ্গ করতে পারব না।"

"নির্বোধ, জীমূত আর কথাবরায়ের মত অন্য ব্যবসায়ীরা আমাদের নারীদের অপহরণ করছে। তাদের শেষ পরিনতি হচ্ছে বেশ্যালয়। বাচ্চা ছেলেদের পরিনতি তার থেকেও খারাপ জায়গায় হচ্ছে। তুমি তারপরেও আশা করো আমরা তোমাদের সাম্রাজ্যের জয়গান গাইব? আমি মাহিষমতী ধ্বংস করব।"

"আপনি ব্যর্থ হবেন..." কাটাপ্পা বলে ওঠে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে আর সেই প্রত্যয় নেই। "তাছাড়াও আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। বা আমার দেশ নিয়ে যারা গুজব রটাতে চায়, তাদের কথার পুনরাবৃত্তি করছেন। আপনারা সকলেই রাজদ্রোহী। এটা এক প্রাচীন ভূখণ্ড..."

"যথেষ্ট," ভূতরায় হাত তুলে কাটাপ্পাকে থামিয়ে দেন। "দেশপ্রেমিদের এই বিতর্ক আমি কয়েকশো বার শুনেছি। দাঁড়াও হে দাস, আমাকে দেখাতে দাও।"

ভূতরায় তাঁর অনুচরদের দিকে ফিরে এক নাগরিক ভদ্রলোকের উচ্চারণ নকল করে বলতে লাগলেন, "আমার দেশ নিয়ে যে কু বাক্য বলে আমি তাঁকে ঘৃণা করি। আমাদের কৃষ্টি সর্বোত্তম।" ভূতরায়ের অনুগামীরা হাসতে থাকে। বৈতালিকদের নেতা বলে যেতে থাকেন, "এই পৃথিবীতে এর মত কোনো জায়গা নেই।"

আবার হাসির হুল্লোড় উঠল। ভূতরায় নিজের দণ্ডটি ডান হাত থেকে বাম হাতে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বলতে থাকলেন, "ওহ, এই দেশে সমস্যা আছে? কেন- এটাই কি সমস্যাযুক্ত একমাত্র দেশ? আপনি সর্বদা আমার দেশ নিয়ে খারাপ কথা বলেন। রাষ্ট্রদ্রোহী, আমি আর আমার কথায় যারা রাজী হচ্ছে তারা ব্যতীত আর সকলেই দেশদ্রোহী। আপনি বর্বরদের কথা বলেন না কেন? ওই খুদে খুদে চোখওয়ালা চিনদেশীদের সম্পর্কে কী বলবেন? আর ওই যারা ঘোড়া, শূকর, চড়াই, সাপ খায় তাদের সম্পর্কে? আমরা তাদের কথা কেন বলছি না? আর যেসব গোষ্ঠী নরমাংস

BanglaBook.org

খায় তাদের কথা? আপনি কালকেয়দের কথাই বা কেন বলছেন না? কুন্তল রাজ্যের ব্যাপারেই বা আপনি কেন নীরব রয়েছেন? আপনি জানেন কাদরীমণ্ডলমের পরিস্থিতি কত খারাপ হয়ে আছে?"

বৈতালিকদের মধ্যে এবার হাসির হুল্লোর পড়ে গেছে। এমনকি শিভাপ্পাও হাসছে। কাটাপ্পা প্রবলভাবে রাগে ফুঁসছে, কারণ ভূতরায়ের ব্যঙ্গের মধ্যে সে কোথাও সত্য খুঁজে পেয়েছে। সে কিছু বলতে যায়, কিন্তু বৈতালিকদের রাজা তার দিকে ঝুঁকে আসেন। তাঁর মুখ থেকে সেই হাসি উবে গেছে, তার পরিবর্তে তাঁর চোখ জ্বলছে।

তর্জনী দিয়ে কাটাপ্পার বুকে খোঁচা মেরে ভুতরায় বলেন, "ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। বকবক, বকবক এবং আরও বকবক। চোখ বন্ধ করে মূর্খের স্বর্গে বাস করো। নিজের নাক বন্ধ করে নাও, তাহলে আর পূতি গন্ধ তোমাকে পীড়া দেবে না। মুখ বন্ধ করে নাও যাতে তুমি বিদ্রূপ করতে না পারো, খুলবে শুধুমাত্র তোমার শাসকের স্তুতি গাওয়ার সময়। আর যারা দৃষ্টিহীন নয়, তাদের প্রত্যেককে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে চিহ্নিত করো।"

কাটাপ্পার মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া পর্যন্ত ভূতরায় তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। ভুতরায় হাতে তালি দিতেই কাটাপ্পার তক্তার চার কোণে চার জন লোক এসে দাঁড়ায়। তারা তক্তাটি নিজেদের কাঁধে তুলে দৌড়তে শুরু করে। কাটাপ্পা চিৎকার করে কিন্তু বৈতালিকদের চিৎকার ও গর্জনে তা চাপা পড়ে যায়।

প্রায় একঘটিকা পরে তারা জঙ্গলের একটি ফাঁকা জায়গার কিনারায় এসে দাঁড়ায়। তাদের মাথার উপরে গৌরীপর্বত ঋজু চূড়ার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাতাস আর্দ্র, হাওয়ায় জলের কনা ভেসে আসছে। একটা অসহ্য দুর্গন্ধ উঠছে কোথাও থেকে। তারা এসে পড়ায় কতগুলো শিয়াল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল, তাদের মুখে কিছু ধরা ছিল। পাতালগঙ্গা জলপ্রপাতের গর্জনের জন্য কাটাপ্পাকে তার পাশে নিজের চওড়া বুকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভূতরায়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য চিৎকার করতে হচ্ছে।

"আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন?" অসহনীয় দুর্গন্ধে নাক কুঁচকে কাটাপ্পা জিজ্ঞাসা করে।

BanglaBook.org

"যে জায়গা তোমার চোখ খুলে দেবে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখো।"

"কী?" কাটাপ্পা বৈতালিক যোদ্ধাদের কঠোর মুখ গুলিতে চোখ বুলিয়ে নেয়। তারা এখন হাতের তালু দিয়ে নিজেদের নাক চাপা দিয়ে রেখেছে। কাটাপ্পা দেখে শ্যাওলা ধরা বিশাল বিশাল গাছে মানুষের বাহুর মত চওড়া লতা জড়িয়ে উঠে গেছে। তারা সেই ফাঁকা জায়গায় পৌঁছতেই গন্ধ আরও অসহনীয় হয়ে উঠল।

"এগুলো সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ, কাটাপ্পা। তারা এতদিন সেবা দিয়ে এসেছে, আর এখন তারা পরিত্যক্ত। কিন্তু মহামাকমের পরে যা হয়, তার সঙ্গে এর কোনো তুলনাই চলে না।" ভূতরায় আঙুল তুলে কয়েকশো হাত দূরের একটি স্তূপের দিকে নির্দেশ করেন। মানুষের মৃতদেহের উপরে কতগুলি কাক নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। বাঘের আক্রমণ হয়েছিল? ঠিকরে পড়া সূর্যালোকে ভালো করে দেখার জন্য কাটাপ্পা চোখ কুঁচকে তাকায়। গলিত মাংসের উপর ইঁদুর লাফালাফি করে দৌড়ে বেরাচ্ছে। সে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে। এই ফাঁকা জায়গার দূরতম শেষ বিন্দু থেকে গর্জনরত নদীতট পর্যন্ত ভুমিতে কিছু গলিত বস্তু ছড়িয়ে রয়েছে। মৃত পশু? সে আপ্রাণ চেষ্টা করে বমি আটকানোর।

কাটাপ্পা কিছুই বুঝতে পারছে না। সে ভুতরায়ের দিকে ঘুরতে যাবে, তখনি চূড়া থেকে কিছু পড়ে গাছের ফাঁক হয়ে মাটিতে থেঁতলে যায়। কাটাপ্পার খাটের কয়েক হাত দূরেই সেটি ভুপতিত হয়েছে। সে চিৎকার করার আগেই ভোঁতা শব্দ তুলে পর পর আরও দুটি এসে পড়ে। একদল শিয়াল তীরবেগে ছুটে এসে সেগুলির জন্য নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে। কাটাপ্পার আর্তনাদ তার গলাতেই আটকে থেকে যায় তিন যুবক ছেলের অঙ্গহীন মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তেইশ

শিবগামী

রেবাম্মা শিবগামী আর গুন্ডু রামু কে মূল প্রাঙ্গণে টেনে আনছেন। শিবগামী যে ছেলেদের মেরেছিল, তারাই এখন তাদের ঠেলে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে। থোন্ডক সকলের আগে দৌড়ে হাতে ধরে থাকা শিবগামীর সেই বই সবার সামনে নাচিয়ে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। সে চিৎকার করে বলছে, "এই ডাইনীর ডাকিনীতন্ত্রের বই। জাদুবিদ্যার আকরগ্রন্থ। এইখান থেকেই সে পুরুষদেরও মারার শক্তি পায়। ডাইনী,ডাইনী, রাক্ষসী।"

রেবাম্মা শিবগামীকে কব্জিতে চেপে ধরে টেনে আনলে কেকী তাদের পিছন পিছন এসে শিবগামীর কাঁধে টোকা দিয়ে ফিসফিস করে, "তুমি আমার সহযোগিতা করলে আমি তোমার বই ফেরত পাইয়ে দেব।" শিবগামী নির্বিকার মুখ করে থাকে। সে নিজের উদ্বেগ দেখাবে না, সে এই নপুংসককে জানতে দেবে না এই বইয়ের মূল্য তার কাছে কতখানি। *ওদেরকে ভাবতে দিই এটা একটা ডাকিনীবিদ্যার বই,* শিবগামী চিন্তা করে।

রেবাম্মা ছড়ি চাইতেই থোণ্ডক দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এসে এই আমোদ দেখার জন্য নিজের চামচা পরিবৃত হয়ে বারান্দায় বসে পড়ে। কেকী এককোণে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। শিবগামী তার দিকে ঘুরেও তাকায় না।

শিবগামী নিজের সাথেই বিতর্ক করে এই শাস্তির বিরোধিতা করে লড়াই করবে কি না, কিন্তু অবশেষে ঝঞ্ঝাট আর না বাড়ানোই মঙ্গল বলে বোধ করে। রেবাম্মা হাতে ছড়ি নিয়ে তাদের চারপাশে পাক দিয়ে ঘুরছেন। শিবগামীর ভয় লাগছে

BanglaBook.org

বইটার সাথে কী হবে চিন্তা করে। যদি খোণ্ডক তার পিতার বইয়ের সঙ্গে কিছু করে তাহলে সে স্থির করেই ফেলেছে তাকে হত্যা করবে। গুন্ডু রামুর উচ্চকণ্ঠের চিৎকারে সে নিজের চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসে। রেবাম্মা তাকে ছড়ি দিয়ে স্পর্শ করার আগেই সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে আরম্ভ করেছে। রেবাম্মা বাতাসে ছড়ি চালাতেই গুন্ডু রামু চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে শুরু করে দিল।

বাসিন্দাদের হাসি আর ফুর্তি আরও বাড়িয়ে তুলে গুন্ডু রামু রেবাম্মাকে গোটা প্রাঙ্গণ দৌড় করাচ্ছে। অবশেষে যখন রেবাম্মা তাঁর বিশাল দেহের জন্য আর ছুটতে পারেন না তখন খোণ্ডক গুন্ডু রামুকে ধরে তাঁর হাতে তুলে দেয়।

রেবাম্মা গুন্ডু রামুর উপর নিজের রাগ ঝাড়তে থাকেন। বেচারা ছেলেটিকে মার খেতে দেখে শিবগামীর মন খারাপ হয়ে যায়। তার গুন্ডু রামুকে এই বিষয়ে টেনে আনা উচিত হয় নি। তাকে আরও শাস্তি পাওয়া থেকে বাঁচাতেই হবে। "বাচ্চাকে অনেক শাস্তি দিয়েছো, পাগল মহিলা," শিবগামী চিৎকার করে। এটা রেবাম্মাকে প্ররোচিত করার জন্য ছিল, আর সে সফল হয়েছে। বুনো ষাঁড়ের মত রেবাম্মা তার দিকে এগিয়ে আসছেন।

ছড়ি ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত তিনি শিবগামীকে পেটাতে থাকেন, আর কেবল গুন্ডু রামু তার দিদিকে মার খেতে দেখে কাঁদে। শিবগামী চায় রামু যেন চুপ করে যাতে রেবাম্মার মনোযোগ তার দিকে না ঘোরে, কিন্তু সেই ছেলে উচ্চস্বরে আর্তনাদ করতেই থাকে। সে রেবাম্মাকে অভিশাপ দিচ্ছে একটা হাতি তাঁকে পায়ে পিষে মেরে ফেলবে, তাঁর পাপের জন্য একটা ষাঁড় তাঁকে শিঙে করে বিদ্ধ করবে। অনাথালয়ের অন্যান্য ছেলেমেয়েরা তার এই উদ্ভট মন্তব্যে হাসাহাসি করছে, অবশেষে খোণ্ডক এসে তার গালে সপাটে চড় মারে। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে ছেলেটা নিজের গালিগালাজ বন্ধ করলেও শিবগামীকে তার শাস্তি নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ করতে দেখে সে নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে কাঁদে। পরিশেষে খোণ্ডককে এদের দুজন কে থামের মধ্যে বেঁধে শিবগামীর বইটা তাঁর সঙ্গে আনার নির্দেশ দিয়ে রেবাম্মা ক্ষান্ত হন। খোণ্ডক দ্রুত তাঁর আদেশ পালন করতে শুরু করে।

"এই বইটা আমাকে দিয়ে দিলে কেমন হয়?" রেবাম্মাকে থামিয়ে কেকী জিজ্ঞাসা করে।

BanglaBook.org

"আমি কেন দেব?" সন্দেহজনক ভাবে রেবাম্মা তাকে প্রতিপ্রশ্ন করেন। শিবগামী জোর করে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখে। তার হৃৎপিণ্ডের গতি অদম্য হয়ে পড়েছে।

"হয়ত তুমি এর জন্য আমার কাছ থেকে ভাল মূল্য পাবে," কেকী উত্তর দেয়।

"হয়ত আমি এটা কোনো সরকারী কর্মচারীর জন্য রেখে দিয়ে তার থেকেও অধিক মূল্য পাব, একটা ডাইনীর মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য হয়ত পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারি।" রেবাম্মা বলেন।

"যা ভালো বোঝেন," কেকী হাসে। রেবাম্মা বইটি নিয়ে চলে যান। শিবগামী স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। সে জানে না এই নপুংসক বইটার গুরুত্ব জানে কি না, কিন্তু তার কাছ থেকে বই ফেরত পাওয়া দুঃসাধ্য হত।

কেকী তাদের দিকে এগিয়ে এসে শিবগামীর সামনে দাঁড়ায়। "এই মেয়ে, ওই বইয়ের মধ্যে কী আছে? তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে বইটা তোমার কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ।"

আচ্ছা, তাহলে এ জানে না, স্বস্তি সহ শিবগামী চিন্তা করে। নপুংসক কেবল মাত্র ভাগ্য পরীক্ষা করছিল। "ডাকিনীবিদ্যা। আমি একজন ডাকিনী," শিবগামী পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে কেকীর মুখের উপর হেসে উঠতেই কেকী তাকে চোখ রাঙায়।

"আমাকে সত্যি বলো তাহলে আমি তোমাকে বাঁচাবো। এতে কি কোনো গুপ্তধনের ব্যাপারে লেখা আছে?" কেকী জিজ্ঞাসা করে।

"এতে লেখা আছে নপুংসক থেকে কীভাবে পুরুষে পরিণত করা যায়,' শিবগামী জোরে হাসে। নপুংসকের ঠোঁট বিকৃত ভাবে হাসলেও তার চোখ কিন্তু হাসে না।

শিবগামীর মুখের ধার বরাবর কেকী নিজের তর্জনি চালনা করে। "কি মিষ্টি মুখ আর কি ধারালো কথা।" এই স্পর্শে শিবগামী শিউরে ওঠে। কেকী শিবগামীর চিবুক ধরে হিসহিসিয়ে বলে, "যত খুশী হেসে নাও, মেয়ে। তুমি তোমার অমূল্য বই আর কোনো দিন ফেরত পাবে না। কালকের মধ্যেই সরকারি আধিকারিকরা এটা বাজেয়াপ্ত করে নেবেন আর তোমাকে কারাগারে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে।

BanglaBook.org

কারাগারের প্রহরীরা যখন তোমাকে ধর্ষণ করবে, তখন এই কেকী দিদির সাহায্যের প্রস্তাব তোমার মনে পড়বে।”

শিবগামী প্রত্যুত্তর দেওয়ার কথা ভাবে, কিন্তু নিজেকে নিরস্ত্র করে। অত্যধিক সচেতনতা দেখিয়ে নপুংসকের সন্দেহ সে আর বাড়িয়ে তুলবে না। কেকীকে অগ্রাহ্য করে সে দূরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেকী তাদেরকে ছেড়ে চলে যায়।

সারা রাতের জন্য স্তম্ভে বাঁধা অবস্থায় যখন তারা দুজন মাত্র পড়ে থাকে গুন্ডু রামু আবার কান্নাকাটি শুরু করে। শিবগামি তাকে ধমক দিয়ে মুখ বন্ধ করতে বললে সে উত্তর দেয়, যদি সে নিজের মুখ বন্ধ করবে তাহলে চিৎকার করে কীভাবে কাঁদবে। এই উত্তর শিবগামীকে হাসিয়ে ফেলে।

শিবগামী এত হাসছে যে তার চোখে জল এসে গেছে। কিন্তু ততক্ষনই যখন সে নিজের উরুতে ছেঁকা লাগার মত তীব্র জ্বালা অনুভব করে বুঝতে পারে রেবাম্মা পিছন থেকে গরম লোহার শিঁক চেপে ধরেছেন। যন্ত্রণা তার মুখের কথা, চোখের জল বন্ধ করে দিয়েছে। গুন্ডু রামু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে এখন অর্ধ চেতন অবস্থায় গুঙিয়ে চলেছে। ছাদের ঢালের পিছনে চাঁদ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া অবধি শিবগামী খিদের জ্বালায় জেগে থাকে। সে আশা করে কামাক্ষী হয়ত কিছু খাবার চুরি করে আনবে, কিন্তু সে নিশ্চিত তারা কামাক্ষীকে তাদের ঘরে আটকে রেখে দিয়েছে।

ভিজে চুপচুপে হয়ে শিবগামী জেগে ওঠে। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ভাবে সে নিজের চোখ খোলে। থোণ্ডক হাতে একটা জলের পাত্র নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে এখন থামের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় আছে, তার হাতদুটি ঝুলছে। থোণ্ডক গুন্ডু রামুর কাছে গিয়ে বাকি জল তার মুখে সবেগে ছিটিয়ে দেয়। কেঁদে উঠে গুন্ডু রামু জেগে গেছে। থোণ্ডক তাদের বাঁধুন খুলে দিয়েছে, শিবগামী নিজের পায়ের চারপাশে জমে থাকা জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার বিবর্ণ নীল ঘাঘরাতে ফ্যাকাসে মরচে রঙের তারই রক্তের ছোপ লেগে রয়েছে। একফালি রোদ এসে তার মুখের উপর পড়ছে। সূর্য ছাদের উপর উঠে এসে প্রাঙ্গণে উঁকি দিচ্ছে। বাইরে একটা কাক ডেকে উঠল। রান্নাঘর থেকে বাসনপত্রের আওয়াজ ভেসে আসে।

BanglaBook.org

রেবাম্মা বেরিয়ে এসে প্রাঙ্গণের কাঠের উঁচু আসনের উপর বসেন। তাঁর মুখ ভর্তি পান। তিনি লাল রঙের পানের পিক ফেলতেই তা গিয়ে পড়ল শিবগামীর পায়ের কাছে। শিবগামি মাথা তুলে তাঁর দিকে তাকায়।

"মাআআআআআআআআ গো,ওর চোখ দুটো দেখো, মা কালী," রেবাম্মা গলা ঝেড়ে কফ পরিষ্কার করে আবার থুথু ফেলেন। কয়েক কণা চেবানো পান শিবগামীর পায়ের পাতার উপর এসে পড়তেই সে আবার মাথা নামিয়ে নেয়। রেবাম্মা আসন থেকে উঠে হেলেদুলে শিবগামীর দিকে এগিয়ে আসেন। শিবগামী দেখতে পায় তাঁর হাতে শিবগামীর পিতার বই ধরা রয়েছে।

"এটা কী ধরনের বই?" শিবগামীর মুখের কাছে বইটি আন্দোলিত করে তিনি জিজ্ঞাসা করেন। "এটা কী ভাষা? কী লেখা আছে এর মধ্যে? আমি নিশ্চিত এর সঙ্গে তোর বাবার বিশ্বাসঘাতকতার কিছু সম্পর্ক রয়েছে।"

শিবগামী উত্তর দেয় না।

"এটা হয়ত কোনো জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত," থোণ্ডক অনুমান করায়।

রেবাম্মা সন্দেহপূর্ণ চোখে বইটিকে দেখেন।

"ও একটা ডাইনী," থোণ্ডক বলে। "এই কয়েক দিন যাবৎ অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে। গত রাত্রে ও নেকড়ের মত করে আর্তনাদ করছিল। কেউ কেউ বলে ও নাকি নিজেকে নেকড়েতে পরিণত করে ফেলতে পারে। আমার মনে হয় ওর যা ইচ্ছা হয় ও নিজেকে তাই বানিয়ে ফেলতে পারে।"

"আর্তনাদ করছিল? তাহলে আমি কেন শুনতে পেলাম না?" রেবাম্মা জিজ্ঞাসা করেন।

"কারণ আপনি পান করেছিলেন," থোণ্ডক বলতেই রেবাম্মা তার ধৃষ্টতার জন্য তাকে গালে চড় মারেন। হাত দিয়ে নিজের গাল ঢেকে সে ভয়ে পিছিয়ে যায়। শিবগামী নাক দিয়ে ঘোৎ করে শব্দ করতেই থোণ্ডক ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকায়। শিবগামী নিজের ঠোঁটে উপহাসের হাসি ঝুলিয়ে রাখে। থোণ্ডক উন্মত্ত হয়ে উঠুক।

BanglaBook.org

"এই মেয়ে, এইদিকে দেখ," রেবাম্মা বলেন। "হয় তুই আমাকে বল এটা কী, নয়ত আমি আধিকারীকদের কাছে এটা নিয়ে যাব। শেষবারের জন্য জিজ্ঞাসা করছি, এটা কী?"

তাঁর মুখের দিকে তাকানো বা তাঁর উত্তর দেওয়া দুটিই শিবগামী প্রত্যাখ্যান করে। সে দেখে প্রাঙ্গণের ছাদগুলির মধ্যবর্তী স্থানে একফালি আয়তাকার আকাশে মেঘগুলো কেমন পরস্পরের পিছনে ধাওয়া করছে। সে ভিতর দিকে ঢালু হয়ে নেমে আসা ফলকের নকশার দিকে তাকিয়ে দেখে। তুলসী গাছের কাছে যে ফড়িং উড়ে বেরাচ্ছে শিবগামী তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। সে দেবী মূর্তির গলায় ঝোলানো মালার পুঁথি গোনার চেষ্টা করে।

"ঠিক আছে, তোর ঔদ্ধত্য যথেষ্ট দেখা হল। এই নোংরা জামাকাপড় দ্রুত পালটে ফেল। আমি প্রাসাদে এর অভিযোগ করতে যাব। ওমা, কিরকম শয়তান মেয়ে গো? গরুর মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তাড়াতাড়ি কর।"

শিবগামী রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল, সেখানে তার বাকি জামাকাপড় রাখা আছে। তার মাথায় একটা চিন্তাই ঘুরছে। ওই মহিলার হাত থেকে কীভাবে সে নিজের বই উদ্ধার করবে? ঠিক সেই সময়েই গুন্ডু রামুর চিৎকার শুনে সে ঘুরে তাকায়।

রেবাম্মা তাঁর দুহাত দিয়ে বেচারার নরম পিঠে মারছেন। "কোন সাহসে তুই আবার খেতে চাস? শনি! বকাসুর! তুই কাল সব খাবার খেয়ে নিয়েছিস।"

গুন্ডু রামু দৌড়ে শিবগামীর কাছে চল আসে। 'ওই মহিলা একটা ডাইনী,' খাবি খেতে খেতে সে বলে।

শিবগামী তার হাতদুটো নিজের হাতে নিয়ে বলে, "না, উনি ডাইনী নন, আমি ডাইনী," আর গুন্ডু রামুর ছানাবড়ার মত চোখ দেখে হেসে ফেলে।

রেবাম্মা যখন শিবগামী আর গুন্ডু রামুকে টানতে টানতে প্রাসাদে নিয়ে এলেন তখন দুপুর পার হয়ে গেছে। শিবগামীর খিদে পেয়েছে, আর সে চিন্তাও করতে পারছে না এখন তাহলে গুন্ডু রামুর কী দশা হচ্ছে। প্রাসাদে কয়কজন প্রহরী রেবাম্মার সাথে রসিকতা করার চেষ্টা করতেই তাঁর তীক্ষ্ণ জিভের জ্বালায় তৎক্ষণাৎ চুপ করে গেল। প্রত্যেক পরিচারিকা, প্রত্যেক ভৃত্যের কাছে থেমে থেমে তিনি

BanglaBook.org

নালিশ করছেন যে তাঁকে কিরকম প্রতিপাল্যদের দেখাশোনা করতে হয়। অপদস্থ হতে হতে শিবগামী উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। তার মনে হচ্ছে সে যেন একটা পশু যাকে পশুর বাজারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মহাপ্রধান পরমেশ্বরের কার্যালয়ে তাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হল না। আর তারা যখন রূপকের সঙ্গে দেখা করতে চাইল, একজন কেরানি বেরিয়ে এসে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। রেবাম্মার মেজাজ উত্তরোত্তর হিংস্র হয়ে উঠছে। তিনি অঝোরে ঘামছেন, আর যতবার তিনি মুখের ঘাম মোছার জন্য হাত তুলছেন, চারিদিকে শূকরের খোঁয়াড়ের মত দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। মাহিষমতীর রাজপ্রাসাদ তাঁর মত মানুষদের জন্য তৈরি হয় নি। নিজের ভাগ্য কে অভিশাপ দিতে দিতে, তিনি পাথরের সিঁড়ির উপরে বসে হাঁপাতে শুরু করলেন। এই অবস্থা যদি আর কিছুক্ষণ চলে শিবগামী ভয় পেল সে হয়ত এই স্থূল মহিলাটির জন্য করুনাবোধ করতে শুরু করবে। রেবাম্মা শিবগামীর বইটি নিজের বক্ষ বন্ধনীর ভিতরে, স্তনের কাছে রেখেছেন। আর যতবার তিনি এটি বের করছেন, শিবগামীর মন অতলান্তে তলিয়ে যাচ্ছে। তার পিতার হস্তাক্ষর সমৃদ্ধ পাণ্ডুলিপি এই মহিলার ঘামে কলুষ হয়ে উঠছে।

রেবাম্মার পিছনে গুন্ডু রামু তাঁকে ভেঙচি কাটছে, আর শিবগামীর চোখে চোখ পড়লেই সে নিজের পেটে হাত বুলিয়ে করুন মুখভঙ্গি করছে। রাজপাকশালার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মাছ ভাজা ও মশলার ঘ্রাণ শিবগামীর জিভেই জল এনে দিল, সে কিছুতেই গুন্ডু রামুর দিকে তাকাতে পারল না। একটা বেড়াল আবর্জনা ফেলার জায়গার পাশে বসে মাছের কাঁটা চেবাচ্ছে। গুন্ডু রামু সেই দৃশ্য পরশ্রীকাতরভাবে দেখতে থাকে, রেবাম্মার ধমক খেয়ে তবেই আবার চলা শুরু করে।

শিবগামী দেখল তারা দক্ষিণ দিকের দূর্গপ্রাকারের পাশের এক কার্যালয়ে চলেছে, একটা ভীড় ধৈর্য ধরে এর সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষারত। বাগানের পথ ধরে কার্যালয়ে যাওয়ার সময় রেবাম্মা শ্রান্তিতে হাঁপাচ্ছেন। শিবগামী আর গুন্ডু রামু তাঁর পিছনে চলেছে। সূর্যের তাপে পাথরের সিঁড়ি গরম হয়ে গেছে. কিন্তু শিবগামী বালি দিয়ে চলার চেষ্টা করতেই দেখল বালি আরও উত্তপ্ত। রেবাম্মা সূর্য কে অভিশাপ দিলেন, নিজের জীবনকে দিলেন, এবং যে শালিক পাখিটা তাঁর চলার পথে লাফিয়ে

BanglaBook.org

পেরিয়ে গিয়ে একটা হাতির মত স্বচ্ছন্দ্যগতিতে এগিয়ে গেল, তিনি সেটিকেও অভিশাপ দিলেন।

তারা কার্যালয়ে পৌছাতেই শিবগামী নাম খোদাই করা পাথরটি পড়ল – উপপ্রধান স্কন্দদাস। মাহিষমতীর উপপ্রধান মন্ত্রী হওয়ার তুলনায় তাঁর কার্যালয়টি অত্যন্ত ছিমছাম, অপ্রগলভ। ঢালু পাথরের ছাদযুক্ত, একতলা প্রস্তর নির্মিত ভবন। যে জিনিসটি একমাত্র রাজকীয় লাগছে তা হল দর দালান জুড়ে থাকা কারুকার্য মণ্ডিত স্তম্ভগুলি। সিঁড়ির কাছে কাষ্ঠাধারের উপর একটি মাটির কলশি রাখা রয়েছে, তার সরু মুখের উপর সাবধানে একটি জলপান করার পাত্র রাখা। কৃষকেরা প্রাঙ্গণের মাঝের বট গাছের তলায় কেউ বসে বা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েকজন করণিক কাষ্ঠাধারের উপর কালির পাত্র, ও খাগের কলম সাজিয়ে রেখে গাছের তলায় পদ্মাসনে বসে আছেন। তাদের চতুর্দিকে তালপাতা স্তূপাকৃতি করে ছড়ানো। কেউ কেউ আইনি সাহায্য নিতে আসা ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করছেন, আবার কেউ কেউ তাঁদের সামনে উবু হয়ে বসে থাকা নিরক্ষর চাষিদের জন্য আবেদন পত্র লিখে দিচ্ছেন। দুজন প্রহরী প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের মুখের অভিব্যক্তিই তাদের জীবন সম্পর্কে ঔদাসীন্যের কথা বলে দিচ্ছে। দেওয়ালের কাছে ছায়ায় একটি ঘোড়ারগাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রেবাম্মা নিজেকে সরকারি কর্মচারি তথা রাজ অনাথালয়ের কর্ত্রী বলে পরিচয় দেওয়ায় প্রহরীরা তাঁকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিল। তিনি নিজের বক্ষ বন্ধনী থেকে বইটি বের করে সিঁড়ি চড়তে শুরু করলেন। প্রত্যেক টা ধাপ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর হাঁটু ও ঊরু ধরে হাঁপাতে থাকেন।

তারা দরজার বাইরে অপেক্ষা করে। ভিতরে উপপ্রধান তাঁর এক করণিককে এক চাষীর শুল্ক লাঘব করার কথা বলছেন। করণিকটি তাঁর সঙ্গে বিতর্ক জুড়েছে, শিবগামী অবাক হয়ে যায় একজন অধস্তন কর্মচারি কী দৃঢ় ভাবে দেশের উপপ্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে দেখে। কয়েক মুহুর্ত পার হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে ভিতরে প্রবেশ করতে বলা হয়। সেই চাষী বিব্রত স্কন্দদাসের পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে, আর করণিকটি সেই দিকে অবজ্ঞামিশ্রিত হাসি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। চাষীটি অসংখ্যবার প্রণতি জানাতে জানাতে বাইরে চলে যায়, এবং শিবগামী শুনতে

BanglaBook.org

পায় চাষীটি বাইরে বেরিয়ে তার সহচরদের উত্তেজিত কণ্ঠে সুখবর দিচ্ছে। বাইরে "জয়,জয়! উপপ্রধান স্কন্দদাস!" হর্ষধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল এবং স্কন্দদাস সেই কেরানীকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন তাদের শান্ত করার জন্য।

উপপ্রধান শিবগামীদের বসতে বলেন। শিবগামী বোঝে রেবাম্মা এইরকম সৌজন্য আশা করেন নি, তাই তিনি অবাক হয়ে গেছেন। এতক্ষণ কেউ তাদের প্রবেশ পর্যন্ত করতে দিচ্ছিল না, আর এখানে দেশের উপপ্রধান মন্ত্রী তাদের বসতে বলছেন।

"না, স্বামী, আমি দাঁড়িয়েই থাকি," হাত জোড় করে রেবাম্মা বলেন।

"মা, আপনি আমার থেকে বয়সে বড়। অনুগ্রহ করে বসুন; তা না হলে আমাকেও উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে।" বলে তিনি তাঁর সামনে রাখা একটি কাষ্ঠাসনের দিকে নির্দেশ করেন।

"প্রভু আমি তুচ্ছ কেরানী। আমি উপপ্রধানের সামনে বসতেই পারব না," তিনি জোর দিয়ে বলেই আচমকা চিৎকার করে ওঠেন, "এই আপোগণ্ড, উঠে দাঁড়া।"

শিবগামী আঁতকে ওঠে আর উপপ্রধান হতচকিত হয়ে যান। তিনি তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন – আর পরক্ষনেই হো হো করে হাসতে শুরু করে দেন। শিবগামী তাকিয়ে দেখে গুন্ডু রামু আরাম করে একটি কাষ্ঠাসনে ইতিমধ্যে গুছিয়ে বসে পড়েছে। রেবাম্মা তাকে কানে ধরে উঠিয়ে দেন।

"ধীরে, ধীরে, মা, সে একটা বাচ্চা ছেলে মাত্র।"

"ও মা, স্বামী। একে দেখে বাচ্চা ছেলে লাগছে? মোটকা শূকর একটা।"

"তোমার বয়স কত, বৎস?" স্কন্দদাস গুন্ডু রামুকে জিজ্ঞাসা করেন।

"শয়তানি করার জন্য যথেষ্ট বড়, স্বামী," রেবাম্মা মাঝখানে বলে ওঠেন। "দশ বা বারো হবে হয়ত...কে জানে, আর কেই বা পরোয়া করে। এ কি আর বাচ্চা ছেলের মত কাজকর্ম করে? এ একটা শয়তান, সাক্ষাৎ শনি। আর এই মেয়েটাও ঠিক সেই রকম," বলে তিনি শিবগামীর দিকে আঙুল তুলে দেখান।

"তাদের অপরাধ কী?" রেবাম্মাকে ইশারায় বসতে বলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন। তিনি নিজেকে ঠেসেঠুসে একটি আসনে ঢুকিয়ে দেন, আসনের তীক্ষ্ণ শব্দে বিরোধিতা করে ওঠাকে অগ্রাহ্য করে তিনি নিজের মোটা মোটা আঙুলে গুনে গুনে

BanglaBook.org

তাদের অপরাধের বিবৃতি দিয়ে চলেন। রং চড়িয়ে বলা স্বকপোলকল্পিত অপরাধের তালিকার জন্য তিনি নিশ্চিত থাকেন খুব দ্রুতই গোনার জন্য তাঁর আঙুলের কর শেষ হয় যাবে।

স্কন্দদাসের সহজ হাসি শিবগামীর ভালো লাগে। তার পিতা কি স্কন্দদাসের পরিচিত ছিলেন? শিবগামী চিন্তা করে যখন সে বলবে সে দেবরায়ের কন্যা তখন তিনি কীভাবে প্রতিক্রিয়া করবেন?

রেবাম্মার বকবকানি চলেই চলেছে, শিবগামী কক্ষের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে। একটি তাকে পাণ্ডুলিপি ভর্তি রয়েছে। একটা আধখোলা দরজা দিয়ে ব্যক্তিগত কক্ষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, শিবগামী সেখানে একটি তক্তা দেখতে পায়। কয়েকটি ভাঙা ঝিলমিলযুক্ত বাঁকানো এক জানলা একটি সরু গলির দিকে খোলা। গলির আপর প্রান্তে দূর্গের প্রাচীর উঠে গিয়েছে। জানলার কাছে একটি কলা গাছের ঝোপ, তাদের সবুজ পাতা বাতাসে মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে। উপপ্রধানের পিছনে একটি কাষ্ঠাধারের উপরে সম্রাট সোমদেবের আবক্ষ মূর্তি রাখা। একটা টিকটিকি মূর্তির কাছে নিজের লেজ নাড়াচ্ছে। কাষ্ঠাধারের উপর তালপাতার স্তূপ পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজিয়ে রাখা, আর তার পাশেই রাখা আছে রাজকীয় সীলমোহর। লাল গালার পাত্রের কাছে একটি প্রদীপ জ্বলছে। শিবগামীর খুব ইচ্ছা করে সীলমোহর নিয়ে গালায় ডুবিয়ে কোথাও ছাপ মারতে। এই সীলমোহরের প্রচণ্ড শক্তি।

আধ খোলা দরজাটি খুলে যেতেই তার চোখ সেই দিকে ঘুরে গেল। একজন ব্যক্তি হাতে কলাপাতা ঢাকা তামার রেকাবী এবং একটি গেলাসে সুগন্ধি তক্র নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। স্কন্দদাস কলাপাতাটি তুলতেই মশলার সুগন্ধে ঘর ভরে ওঠে। শিবগামীর গুন্ডু রামুর জন্য দুঃখ হয়।

"আমাকে ক্ষমা করবেন, মা। আপনি কি একটু খাবেন?" রেবাম্মা মাথা নেড়ে নিজের অভিযোগ বর্ষণ করেই চলেন।

"আচ্ছা, আচ্ছা বুঝেছি। আমার মনে হয় আমি যদি খেতে খেতে আপনার সঙ্গে কথা বলি তাহলে আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি খাওয়ার জন্য একদম সময় পাই না, আর বৈদ্য বলেছেন আমার পাকস্থলীর যন্ত্রণা কমানোর একমাত্র পন্থা

BanglaBook.org

হচ্ছে নিয়মিত খেয়ে যাওয়া।” উপপ্রধান তরকারি রাখা পাত্রটি নিজের রেকাবীর একপাশে ঢেলে নিলেন, আর তখনই তাঁর দৃষ্টি এসে পড়ল গুন্ডু রামুর উপরে।

“ক্ষুধার্ত?” তিনি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করেন। গুন্ডু রামু ত্রস্ত চোখে রেবাম্মাকে দেখে নিয়েই নিজের পায়ের পাতার দিকে চোখ নামিয়ে নিল। উপপ্রধান তাঁর অতিথিদের আবার খাবারের ভাগ নেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। রেবাম্মা আর শিবগামী অস্বীকার করলেও গুন্ডু রামু ঢোঁক গিলে অনিচ্ছাকৃত ভাবে মাথা নাড়ায়। স্কন্দদাস হেসে কলাপাতা দুভাগ করে নিজের খাবারের একটা অংশ তার মধ্যে ঢেলে দিলেন।

“স্বামী, কী করছেন আপনি? আমি আপনার কাছে এদের অভিযোগ নিয়ে এসেছি, আর আপনি এই দুর্বৃত্তদের সঙ্গে নিজের খাবারের ভাগ করছেন।”

“মা, এ শুধুমাত্র একটা বাচ্চা ছেলে- একটা বাচ্চা যে ক্ষুধার্ত। নও তুমি?'

“স্বামী, এ রাক্ষসের মত খায়-”

স্কন্দদাস নিজের হাত তোলেন, “মা, আমি জানি পেটের জ্বালা কাকে বলে। আমি সেটা সঙ্গে নিয়েই জন্মেছিলাম।”

“প্রভু, দয়া করে যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা জিজ্ঞসা করতে পারি?” রেবাম্মা নিজের মাথা চুলকান। গুন্ডু রামুকে নিজের পাতা থেকে খাবার তুলে দিতে দিতে স্কন্দদাস মাথা নাড়েন।

“সবাই বলে আপনি নাকি শূদ্র,” রেবাম্মা বলতেই শিবগামী রেগে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে।

“তারা মিথ্যা কথা বলেন,” স্কন্দদাসের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল না।

“ওহ, আমি জানতাম। আমি ক্ষমা চাইছি প্রভু, আমার ভয় লাগছিল যে...” রেবাম্মা তোতলাতে থাকেন।

“আমি তার থেকেও নীচু বর্ণের মানুষ। আমার আদপে কোনো বর্ণই নেই। আমি এক অনাথালয়ে বড় হয়েছি। কিন্তু আমার পিতা কোনো শহীদ ছিলেন না, তিনি একজন চোর ছিলেন। একজন যোগ্যতাহীন চোর যিনি ধরা পড়ে গিয়েছিলেন এবং নিজেদের ন্যায়পরায়ণতায় অন্ধ কিছু ব্যক্তির রায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়। আমার মা আবার বিবাহ করেন, আর তাঁরা আমাকে চান নি। আমি

BanglaBook.org

আমার গ্রাম থেকে পালিয়ে মাহিষমতী সাম্রাজ্যে চলে আসি। প্রথম কয়েক মাস আমি রাস্তার কুকুর আর ভিখারীদের সঙ্গে লড়াই করতাম ফেলে দেওয়া খাবার নিয়ে। কখনো আমি জয়ী হতাম, বেশীর ভাগ সময়ে তারাই জিতে যেত।"

"আমি প্রথম লিখতে পড়তে শিখি যখন এক গুরুকুলে আমি ঝাড়ুদারের কাজে ঢুকি। সন্ন্যাসীরা আমাকে শেখাতেন না, কিন্তু সেটি আমাকে শিক্ষা লাভ করা থেকে প্রতিহত করতে পারেনি। পরে আমি বহু রকম কাজ করেছি- চর্মকার, কৃষক, প্রহরী, নগন্য ব্যবসায়ী, পথে পথে জাদু দেখিয়ে বেড়ানো জাদুকরের সহকারী... এইরকমই কোনো কাজ করার সময় মহাপ্রধানের সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং তিনি আমাকে করণিকের কাজের জন্য প্রস্তাব দেন। এই কাজ আমাকে পঠন পাঠন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আরও বেশী সময় দিল, আর আমি এখন শিখে চলেছি," স্কন্দদাস বলা শেষ করে বইয়ের তাকের দিকে নির্দেশ করলেন। রেবাম্মা চোখের পাতা ফেললেন।

শিবগামীর চোখ জলে ভরে এসেছে। সে তাঁর মধ্যে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে। না, সে আরও সৌভাগ্যবান। অন্ততপক্ষে জীবনের প্রথম কয়েক বছর তার জীবনে সে থিম্মাকে পেয়েছে। থিম্মার মেয়ের মধ্যে সে নিজের বোন পেয়েছে, মা পেয়েছে, দাদা পেয়েছে। সে একটা পরিবার পেয়েছিল। কিন্তু বিনা দোষে সে এই সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলেছে।

স্কন্দদাস শিবগামী আর গুন্ডু রামুর দিকে তাকিয়ে বলেন, "সম্রাটের আবক্ষ মূর্তির কাছে ওই ভাঁজ করা কাপড়টা দেখতে পাচ্ছ? প্রথম এই কাপড়টি আমি নিজের উপার্জনে ক্রয় করি। আমি এটি এক দরিদ্র তন্তুবায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলাম, যিনি আমাকে একবার এক রাত্রে খেতে দিয়েছিলেন। আমার প্রথম পারিশ্রমিক আমি এটির উপর ব্যয় করি। এটা দুই দশকের পুরনো। আর এতে মাছ ধরার জালের থেকেও বেশী ছিদ্র আছে।"

গুন্ডু রামু হেসে ওঠে।

"তোমরা জানো আমি কেন এটা এখনো রেখে দিয়েছি? এটা আমাকে আমার তুচ্ছ ভাবে আরম্ভ হওয়া জীবনের কথা মনে পড়ায়। এটা আমাকে মনে পড়ায় সেই প্রত্যেকটা মানুষকে যাঁরা আমার এই জীবন যাত্রায় সাহায্য করেছেন। আর এটা

BanglaBook.org

আমাকে মনে পড়ায় এই দেশ এই নগরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে। হতে পারে প্রতি পদে পদে এ আমার পরীক্ষা নিয়েছে, কিন্তু পৃথিবীতে এটাই একমাত্র স্থান যেখানে একটা ছেলে ছেঁড়া কাপড় পরে প্রবেশ করে আর তার বর্ণ, জাতি, ধর্ম সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে, উপ প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠে। যদি একটা চোরের ছেলে, একটা অনাথ এইরকম করতে পারে, তাহলে চিন্তা করো, তোমরা দুজন, সৎ মানুষের পুত্র কন্যারা কী কী অর্জন করতে পারো।”

“আমি...আমি...” শিবগামী শব্দ খোঁজার জন্য লড়াই করে। স্কন্দদাস ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন। “আমি দেবরায়ের কন্যা।”

শিবগামী স্কন্দদাসের মুখে হতবাক হওয়ার অভিব্যক্তি দেখার জন্য অপেক্ষা করে। তার পরিবর্তে তিনি নিজের হাত তার মাথায় রেখে বলেন, “আমি জানি। তুমি আমার কন্যার মত।”

রেবাম্মা কেশে উঠতেই যখন স্কন্দদাস তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকান, রেবাম্মা মুখ বেঁকান। তিনি শিবগামীর বইটি স্কন্দদাসের দিকে ঠেলে দিয়ে বলেন, “স্বামী, দেখুন এই বইটা ও আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল। আপনি যেমন ভাবছেন এ ততটাও নিষ্পাপ নয়। আমি নিশ্চিত এর মধ্যে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে কিছু বিশ্বাসঘাতকতার কথা লেখা আছে। এটা সেই রাজদ্রোহীর বই।”

স্কন্দদাস বইটি হাতে নিয়ে তার চারপাশে জড়িয়ে বাঁধা সুতো খুলে ফেলতেই শিবগামী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সে হাতের মুঠি দৃঢ় করে। সে জানে না এর মধ্যে কী আছে, সে নিশ্চিতও নয় যে উপপ্রধান মন্ত্রী পৈশাচী পড়তে জানেন কি না। স্কন্দদাস পাতা উলটাতে শুরু করলে সে তীক্ষ্ণ ভাবে তাঁকে লক্ষ্য করে চলে। তাঁর মুখ কি বিমূঢ় দেখাচ্ছে, না কি এক নিমেষের জন্য ঠোঁটের কোণের ওই মোচড় বলে দিচ্ছে তিনি সব বুঝতে পারছেন? স্কন্দদাসের অভিব্যক্তি দেখে তাঁর মনোভাব বুঝতে পারে না বলে শিবগামী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কাষ্ঠাসনের হেলান দেয়ার জায়গাটি সে চেপে ধরে।

“দেখে মনে হচ্ছে এতে মা গৌরীর স্তুতি সংক্রান্ত কোনো শ্লোক লেখা রয়েছে,” স্কন্দদাস ঘোষণা করেন।

“স্বামী, আপনি এটা পড়তে জানেন?”

BanglaBook.org

"না, খুব ভাল করে জানিনা। এদিক ওদিকে কয়েকটা বর্ণ। প্রাচীন পৈশাচিতে এটা লেখা, এখন আর কেউ এই ভাষায় কথা বলে না। প্রাচীনকালে অসুরদের ভাষা ছিল এটি। দক্ষিণের অরণ্যে কয়েকজন সিদ্ধ পুরুষ বাস করেন, তাঁরা হয়ত এটা পড়তে পারবেন। তাও যদি আমরা তাদের খুঁজে পাই এবং তাঁদের তপোবন ছেড়ে এই পাপের শহরে নিয়ে আসার জন্য রাজী করাতে পারি। এই তুচ্ছ বইয়ের জন্য এসব করার কোনো মানে হয় না। এটা শুধুমাত্র কোনো প্রাচীন শাক্তের এক ধর্মীয় পুঁথি।"

"রাজদ্রোহের কোনো কথাই লেখা নেই এতে?" রেবাম্মা স্পষ্টতই হতাশ হয়েছেন।

"আমি তো সেরকম কিছু মর্মোদ্ধার করতে পারলাম না," বলে স্কন্দদাস শিবগামীকে বইটি ফেরত দিতে যাবেন, অমনি সজোরে দরজা খুলে যায় আর এক প্রহরী ঘোষনা করে, "ভূমিপতি পট্টরায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছেন, প্রভু।"

উপপ্রধান কিছু বলার আগেই, পট্টরায় হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে ভিতরে প্রবেশ করেন।

"ভাল, ভাল, আমি জানতাম না আপনার কাছে অতিথি আছে, স্কন্দদাস।"

"হ্যাঁ, পট্টরায়, কিন্তু এই আশাতীত সাক্ষাতে আমি সম্মানিত হয়েছি। আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?" স্কন্দদাস বলেন, আর শিবগামী আতঙ্কিত হয়ে দেখে তিনি নিজের তেপায়ার কুঠুরির ভিতরে অন্যমনস্ক ভাবে শিবগামীর বইটি ভরে ফেললেন। সে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু স্কন্দদাস আর তাদের দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করেন না। যদিও তিনি পট্টরায়ের সঙ্গে মার্জিত ভাবেই কথা বলছেন, তবু এই দুই ব্যক্তির মধ্যেকার মানসিক টানাপোড়েন শিবগামী অনুভব করতে পারে।

"আমি এখানে এসেছি কারণ আপনি আমাকে আসার আদেশ দিয়েছিলেন। আজ আপনার জন্মদিন বা সেই রকম কিছু আছে নাকি? আপনি অনাথদের ভোজ খাওয়াচ্ছেন?" পট্টরায় মুখের হাসি দিয়ে শব্দের ধার কোমল করেন।

BanglaBook.org

শিবগামী স্কন্দদাসের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য তাঁর দিয়ে তাকায়, কিন্তু তাঁর মুখ নির্বিকার রয়েছে। রেবাম্মা নিজের আসনের একধারে বসে আছেন, বুঝতে পারেন না পট্টরায়ের সম্মানে উঠে দাঁড়াবেন, না স্কন্দদাসের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী বসে থাকবেন। গুন্ডু রামুর সেরকম কোনো দুশ্চিন্তা নেই। সে নিজের পাতায় রাখা খাবার গোগ্রাসে খেয়ে যাচ্ছে।

শিবগামী উঠে দাঁড়ায়, ভেবে পায় না নিজের বই সে কীভাবে উদ্ধার করবে। তার অসহায় লাগে।

"কোন তাড়াহুড়ো নেই, অনুগ্রহ করে বসুন," রেবাম্মা উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু স্কন্দদাস বলতেই আবার নিজের আসনে বসে পড়লেন।

"দয়া করে বসুন, মহোদয়, এই বাচ্চাটির খাওয়া শেষ হয়ে যাক," স্কন্দদাস বলেন।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। অন্নদান মহাদান। ক্ষুধার্ত কে খাওয়ানর মত মহৎ কাজ হয় না। পেট ভরে খাও, বৎস," পট্টরায় বলে ওঠেন। গুন্ডু রামুর আঙুল চেটে ঢেকুর তোলা পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করেন।

"মা, আপনি যা বলে গেলেন আমি সে বিষয়ে তদন্ত করে আপনাকে জানিয়ে দেব," বলে স্কন্দদাস নিজের পরিচারক কে তেপায়া পরিষ্কারের নির্দেশ দিলেন। শিবগামি বুঝতে পারল তাদের সাক্ষাৎ শেষ করা হল। রেবাম্মার এইমাত্র ছেড়ে দেওয়া আসনটি এবার পট্টরায় দখল করে বসলেন।

"কোনো একদিন আমরা একসঙ্গে খাবো, বৎস," শিবগামী দরজার দিকে হাঁটা শুরু করতেই স্কন্দদাস বলে ওঠেন। সে বইটির জন্য জিজ্ঞাসা করতে যায়, কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে ঘুরে গিয়ে পট্টরায়ের সঙ্গে কথোপকথন শুরু করে দিয়েছেন। সে হলফ করে বলতে পারে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কিছু তিক্ততা আছে, যদিও তাঁদের দুজনের কথা বা বলার ভঙ্গি সৌজন্যপূর্ণ। যদিও এতে তার কিছুই আসে যায় না। সে কেবল নিজের বই ফেরত চায়। সে কি তাঁদের মাঝে ব্যাঘাত ঘটিয়ে বইটার জন্য বলবে? সে সাহস সঞ্চয় করে বলে ওঠার আগেই, দরজার কাছে চলে যাওয়া রেবাম্মা তাকে ডাক দেন।

BanglaBook.org

সে চলে যায়, কিন্তু স্কন্দদাস বইটির মধ্যে কি খুঁজে পাবেন চিন্তা করেই সে সাংঘাতিক রূপে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। সে অনুমান করে তিনি শুধুমাত্র পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য বইটিকে ধর্মীয় গ্রন্থ বলে দাবী করলেন। শিবগামী জানে এই বইয়ের জন্য তিনি একদিন তাকে ডাকবেনই, আর সেই ডাকের জন্য সে শঙ্কিত হয়ে থাকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চব্বিশ

জীমূত

জাহাজ উচ্চ গোমুখের জলাভূমির উপর দিয়ে ভেসে চলেছে, জাহাজের অগ্রভাগে জীমূত বিহ্বলের মত দাঁড়িয়ে। সে নিশ্চিত তাদের জাহাজকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। নদীতটের কিনারায় নলখাগড়ার ঝোপের পিছনে কি কোনো নড়াচড়া হচ্ছে? তার বন্দীরা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে কেন? তারা কেন কান্না থামিয়ে দিয়েছে? গত রাত্রির পর থেকে চারিদিকে এক অশুভ নীরবতা ছেয়ে রয়েছে। সে কয়েকজন দাসকে শুধুমাত্র তাদের আর্তনাদ শোনার জন্য চাবুক মেরেছিল। তাদের অনুসরণ করতে থাকা এই অদ্ভুত পাখির ডাক তাকে খিটখিটে করে তুলছে। নদীর কূলে নেমে তদন্ত করার জন্য জাহাজকে কোথাও নোঙর করার জন্য সে মনস্থ করেঠিক সেই সময় - রতার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কীকিছু বিড়বিড় করে তার গায়ে ঢলে পড়ল। এক মুহূর্তের জন্য, জীমূত বুঝে উঠতে পারেনা কি ঘটছে। তখনই তার চোখ পড়ে কীরের গলায় কাঁপতে থাকা একটি তীরের দিকে। জীমূত সন্ত্রস্ত হয়ে তাকে ঠেলে ফেলে দেয়। কীর ইতিমধ্যেই মারা গেছে।

জীমূত দুপাশের উপকূল খুঁটিয়ে দেখে। এই তীর এল কোথা থেকে? সমস্ত বন্দীরা নীরব। উলটে পড়া শিশির মত কীরের দেহ থেকে রক্ত চুঁইয়ে পাটাতনের উপর ছড়িয়ে পড়ছে। গুণিন নানজুন্দ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে বিড়বিড় করে কিছু মন্ত্র পড়তে শুরু করেছে। জীমূত তাকে চুপ করার জন্য খেঁকিয়ে উঠতে যায়, কিন্তু তার কথা মাঝপথেই থেমে গেল। একটা তীর তার নাক স্পর্শ করে ছুটে গিয়ে

BanglaBook.org

জাহাজের মাস্তুলে গিয়ে আটকে গেছে। আকস্মিক অভিঘাত শমিত হওয়ার পর জীমূত দেখে তীরের শেষপ্রান্ত থেকে কিছু ঝুলছে। একটা বার্তা।

এর সংক্ষিপ্ততাই এর অমঙ্গল চিহ্নিত করছে! আত্মসমর্পণ অথবা মৃত্যু।

যেন আত্মসমর্পণ করতে তার দায় পড়েছে। এটাই তার শেষ সুযোগ। যদি এরা স্কন্দদাসের লোক হয়, তাহলে সে গতবারের মত নিজের পণ্যসামগ্রী পরিত্যাগ করবে না। সে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাবে। সৌভাগ্যের জন্য থুতু ফেলে জীমূত নিজের দলকে সশস্ত্র হওয়ার নির্দেশ দেয়। কোষ থেকে তলোয়ার খোলার, ধনুকে গুণ টানার, বল্লম তুলে নেওয়ার শব্দ সে শুনতে পায়। এবার শত্রুপক্ষের আক্রমণের জন্য সে অপেক্ষা করে। কোনো কিছুই ঘটে না। একটা পাতা অবধি আন্দোলিত হয় না। আকাশে কয়েক টুকরো মেঘ, জলার ঝোপে এদিকওদিক কয়েকটা লাফিয়ে বেড়ানো পাখি, বহুদূর থেকে ভেসে আসা ভরত পাখির ডাক আর জলের মধ্যে মৃদুগতিতে এগিয়ে চলা তাদের জাহাজ নিখুঁত চিত্রের মত প্রতিভাত হচ্ছে। কয়েক প্রহর নিয়ন্ত্রিত গতিতে এগিয়ে চলার পর, সবার উদ্বেগ কমে আসে, তাদের সতর্কতা শিথিল হয়ে পড়েছে। জীমূতের লোকজন রসিকতা করতে শুরু করে দিয়েছে। তটে নেমে প্রত্যেক মহিলার জন্য কত মূল্য পাবে সেই নিয়ে তারা পরস্পরের সঙ্গে তর্কাতর্কি করছে। জীমূতের আদেশে তার দল কীরের মৃতদেহ নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে। তারা এখন গোরুর মুখের মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছে, এই গিরিসংকটে নদী সবচেয়ে সংকীর্ণা। তাঁদের দুই পাশ থেকে ঝুঁকে আসা পর্বতশ্রেণি বলে দেয় জলাভূমির সীমানা শেষ হয়েছে। গায়ক পাখিরা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করছে।

জাহাজের সকলে এতই অনুদ্বেগ ছিল যে আক্রমণ যখন হল তারা একেবারেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। সহসা জাহাজের একদিকে কাত হয়ে যাওয়া দিয়ে এই আক্রমণ শুরু হল। জীমূতের দল পাটাতনের উপর পড়ে গেল আর শৃঙ্খলে বাঁধা দাসেরা গড়াগড়ি খেতে লাগল। নিজের ভারসাম্য আবার ফিরে পেতেই, জাহাজ কিসে আঘাত লাগছে তা দেখার জন্য জীমূত জাহাজের ডানদিকে দ্রুত ছুটে যায়। নদীর জলে আড়াআড়ি ভেসে থাকা একটা বিশাল কাঠের গুঁড়ি জাহাজের পথ আটকে তার গতি কমিয়ে দিয়েছে। জাহাজের দল যখন এই গুঁড়িকে পাশ

BanglaBook.org

কাটানোর সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ অনুসন্ধানে সম্পূর্ণ মগ্ন, তখনই হঠাৎ তীরের বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। সেগুলি চারিদিক থেকে ছুটে আসছে; গাছের উপর থেকেও আসছে আবার আসছে পাহাড়ের উপর থেকেও। জীমূত মাথা নামিয়ে নিয়ে পাটাতনের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। সে যখন চিৎকার করে তার লোকদের এই একই রকম করতে বলছে, তখনি একটা মূর্তি পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে তার জাহাজের পাটাতনের উপর এসে নামে, দ্রুতই আরও অনেক ছায়ামূর্তি তাকে অনুসরণ করে। কাঠের গুঁড়ি গিরিসঙ্কটের মধ্যে আটকে এখন জাহাজের পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করে দিয়েছে।

জিমূত ধাতস্থ হওয়ার আগেই জাহাজের পাটাতন শত্রুপক্ষের লোকজনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। *গন্ধক – তার এখন গন্ধকের প্রয়োজন,* জীমূত স্বগতোক্তি করে সবার অলক্ষ্যে হামাগুড়ি দিয়ে নীচের পাটাতনে যাওয়ার চেষ্টা করে। তার লোকজনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। গন্ধকচূর্ণের পিপে রাখা নিচের পাটাতনে সে যদি একবার পৌঁছাতে পারে তাহলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারবে। নিজের কষ্টার্জিত সামগ্রী সে এই বেজন্মাদের হাতে তুলে দেবে না।

"শ্রীমন্ত," একটি কণ্ঠস্বর ডেকে ওঠে। নীচের পাটাতনে পৌঁছানোর ঘোরানো সিঁড়ির মাত্র কয়েক হাত দূরেই সে থমকে গিয়ে অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। এই কণ্ঠস্বরে কিছু অসংগতি আছে। সে দেখে লাঠির উপর ভর দিয়ে পিঠ ঝুঁকিয়ে একটি মূর্তি পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে, মূর্তির হাতে একটি ত্রিশূল ধরা রয়েছে। আপাদমস্তক কালো পোশাকে ঢাকা, মুখোশ পরিহিত প্রায় ছয় জন যোদ্ধা হাতে তীর ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে সেই মূর্তির পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। জীমূত নিজের তলোয়ার বের করতে গেলে, একটি তীর এসে তার হাতের মুঠিতে বিদ্ধ হয়। সে দোলাচলে ভোগে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়বে কি না চিন্তা করে। মরন দশা, এরা সব কারা?

"এনাকে বেঁধে ফেলো," সেই মূর্তি বলে উঠতেই এবারে সে বুঝতে পারে এই কণ্ঠস্বরের কোথায় অস্বাভাবিকত্ব। এই স্বর নারীসুলভ। এবং বয়স্ক। আতঙ্ক সরীসৃপের মত জীমূতের পায়ের পাতা থেকে বুকে ভর দিয়ে হেঁটে এসে তাকে আচ্ছন্ন করতে থাকে। ধনুর্ধারীদের সাহায্য নিয়ে সেই মূর্তি সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। এক মুহূর্তের

BanglaBook.org

জন্য একঝলক বাতাস তাঁর মুখের আচ্ছাদন সরিয়ে দেয় আর জীমূত দেখে এই মূর্তি কে। জীমূতের চারপাশের বন্দীরা জয়ধ্বনি করে ওঠে। সে মনে মনে গাল পাড়ে। এর পরিবর্তে সে যদি সামুদ্রিক ঝড়ে মারা যেত, অচি নাগাম্মার মুখোমুখি হওয়ার থেকে অন্তত সেটা ঢের গুণে ভাল হত।

তারা জীমূতকে জাহাজের মাস্তুলের সঙ্গে,একটি কাকের বাসার কাছে বেঁধে রেখেছে, তার পা দুটো পাটাতন থেকে চল্লিশ হাত উপরে ঝুলছে। এবং অবিশ্বাস্যভাবে সে জীবিতও আছে।

জাহাজ নদীর উপর ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। মৃদু বাতাস বইছে, সেই বাতাসে জাহাজের পাল অল্প পরিমাণে ফুলে উঠেছে। যে কাঠের গুঁড়ি তাদের পথ রুদ্ধ করেছিল, জীমূত দেখে সেটি এখন মুক্ত করে জাহাজের একদম শেষ প্রান্তে রশি দিয়ে বাঁধা রয়েছে। *এই নারী হল মানবজাতির অভিশাপ,* জীমূত নিজের মনেই চিন্তা করে। তিনি আর তাঁর পোড়ামুখী নারী বাহিনী! কে ভেবেছিল জীমূত শেষ পর্যন্ত এক জরাগ্রস্থ বেশ্যা বুড়ীর নেতৃত্বে একদল চাষাভুষো নারীর হাতে পরাজিত হবে? এই গল্প মাহিষমতী এবং তার বাইরেই ছড়িয়ে পড়বে। এমনকি যে মুক্তাদ্বীপে সে দাসের কারবার করে সেখানেও। একদা ভয় পাওয়া জলদস্যুর উপর এবার মানুষ হাসবে।

তারা তাকে সন্ধ্যে পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর করে কার জন্য সে তার পণ্য নিয়ে চলেছিল। সে ধাপ্পাবাজি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেই বৃদ্ধা তার প্রতিটি মিথ্যা ধরে ফেলেন। রাত হতেই তিনি তার মেয়েদের নির্দেশ দেন তাকে উপরে বেঁধে দিতে। এটা অতটাও ভয়ঙ্কর কিছু লাগছে না, কারণ সে এই অন্ধকারে মোটেও দেখতে পাচ্ছে না কতটা উঁচুতে রয়েছে। আর এবার যখন নদী আসন্ন ঝড়ের প্রকোপে ফুলে ফুলে উঠছে, পশ্চিম আকাশ ঘূর্ণিযুক্ত ঘন কালো মেঘে ঢেকে যাচ্ছে, নিজের দুহাত বাঁধা অবস্থায় এই উপরে থাকা রীতিমত মারাত্মক হয়ে পড়ছে।

BanglaBook.org

একটা কাক এসে নিজের বাসার কিনারায় বসল। *এটা তোরই জঘন্য বাসা, নিশ্চিন্তে থাক,* জীমূত মনে মনে গালিগালাজ করে। কাকটি লাফিয়ে তার নাকের কাছে এসে বসে। সূর্যালোকে তার চঞ্চু চকচক করছে। কাকটি নিজের ঘাড় কাত করে জীমূতের মুখের দিকে উঁকি মারে। জীমূত কিছু করার আগেই কাক তার গালে ঠুকরে দেয়। নিজের রক্তের তীক্ষ্ণ লৌহগন্ধ তার নাকে ধাক্কা মেরে তার ঠোঁট লবনাক্ত করে তোলার আগে পর্যন্ত জীমূত এতটাই অবাক হয়ে যায় যে, সে চিৎকার অবধি করতে ভুলে গেছিল। অবশেষে যখন সে আর্তনাদ করে উঠল, কাকটি ডানা মেলে উড়ে, জীমূতের মাথার উপর এক পাক ঘুরে আবার মাস্তুলের হাতলে গিয়ে বসে। জীমূত আবার চিৎকার করে ওঠে। কাক প্রত্যুত্তরে কা কা করে ডাক দেয়। পাটাতন থেকে তীক্ষ্ণ হাসির আওয়াজ উঠে আসে।

"তাকে উলটো করে ঝোলানো উচিত ছিল। তাহলে আরও মজা পাওয়া যেত।" একজন নারী বলতেই অন্যেরা হাসতে লাগল।

জীমূত ভাবে তাকে কতক্ষণ এইভাবে ঝুলে থাকতে হবে। সুদূরে গৌরীপর্বতের মাথার উপর কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে, সামনে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর মেঘগর্জন করে অশনি তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। নদীর জল ধূসর বর্ণে রূপান্তরিত হয়েছে, ঢেউয়ের মাথায় ভাসমান সাদা আবরণ। দ্রুতগতিতে হাওয়া দিতে শুরু করেছে, এক মুহুর্তের জন্য থমকে গিয়ে আবার দ্বিগুণ ক্ষিপ্রগতিতে বইতে লাগল। এই হাওয়া জাহাজকে উপরে তুলে সেটিকে একপাশে কাত করে ফেলল। গোড়ালি তীব্রভাবে মচকে গিয়ে সে একপাশে ছিটকে যায়, শুধুমাত্র জাহাজ আবার সোজা হতেই আবার অন্যপাশে ছিটকে পড়ার জন্য। ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজ উন্মত্তের মত দুলতে থাকায় তার মাথা ঘুরছে। কাকটি আবার জীমূতের কাছাকাছি একটা দাঁড়ের উপর এসে বসে।

পাটাতনে থাকা মেয়েরা হেসে ওঠে। জাহাজ আবার উঁচু হয়ে পাক খেতেই জীমূত নিজের বুকের উপর বমি করে ফেলে। নিজের বমিভাব নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সে নিচের দিকে তাকাতেই গুণিন নানজুন্দের ধূসর চুল দেখতে পায়। গুণিন উবু হয়ে বসে আছে, আর তার চারপাশে ভাগ্য জানতে আগ্রহী মেয়েরা হাতের তালু প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্যাটা হতভাগা, নানজুন্দ- এই ব্যাটাই তাকে গ্রামে

BanglaBook.org

হানা দেওয়ার অনুকূল সময় বলে দিয়েছিল। অনুকূল সময় শেষে এই পরিনতিতে এসে দাঁড়ালো। তুমি কয়েকদিনের মধ্যেই খুব উচ্চস্থানে পৌঁছে যাবে, সে হতভাগা পূর্বাভাস দিয়েছিল কিন্তু এই জলদস্যু বিন্দুমাত্রও ধারনা করেনি এই শব্দগুলো এত অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে যাবে।

“ওকে নামিয়ে আনো,” নীচ থেকে কেউ বলে উঠল। কয়েকজন শিস দিয়ে উঠল, কানের মধ্যে বাতাসের গর্জন প্রবেশ করায় কোলাহলপূর্ণ হাসির আগে কিছু চটুল মন্তব্য সে শুনতে পেল না। তার মাথা মাস্তুলের খুঁটিতে ধাক্কা লাগতেই কয়েক মুহুর্তের জন্য তার চেতনা লোপ পায়, আর চোখ খুলতেই দেখে তাকে সবলে টেনে নীচে নামানো হচ্ছে। সে একদিক থেকে অন্যদিকে দুলে চলেছে, তার হাতের বাঁধন কবজির সঙ্গে গেঁথে বসে গেছে। বাতাস এখন আরও দ্রুতগামি হয়েছে, আর সে অত্যধিক পরিমাণে দুলছে। তার মনে হয় তার কাঁধ থেকে হাত দুটো ছিঁড়ে গিয়ে সে পাটাতনে পড়ে যাবে, হাতবিহীন, প্রথমে পড়বে তার মাথা। একটা স্ফীতি জাহাজের সম্মুখভাগকে ঘুরিয়ে দিতেই জাহাজ জলের মধ্যে অল্প ডুবে যাওয়ার কারণে রশির পাক খুলে যেতে থাকে। জীমূতের কাছে সব শূন্য হয়ে যায়। সে নিশ্চিত বুঝতে পারে না, চিৎকারটা সে নিজে করছে, না তার পাশ কেটে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। রশি দ্রুত পাক খোলার কারণে সে নিচে নেমে আসার সময় পাক ঘুরতে থাকায় তার পৃথিবী ঝাপসা সবুজ হয়ে যায়। সম্ভাব্য আঘাতের জন্য সে নিজের মনকে দৃঢ় করে, কিন্তু শেষ মুহুর্তে একটা হেঁচকা টান পড়ে আর সে আবার মাটি থেকে চল্লিশ হাত উপরে, হাত বাঁধা অবস্থায় উন্মত্তের মত দুলতে থাকে। আকাশে বজ্রনির্ঘোষ শোনা যায়, আর বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা এসে তার গায়ে ছিটিয়ে পড়ে। দাঁড়িদের মৃদু গুঞ্জনধ্বনির সঙ্গে কপিকলের কর্কশ শব্দ ছন্দ মিলিয়ে চলেছে। পাটাতন থেকে আবার একটি চাপা মন্তব্য এবং তার সঙ্গে পুরুষ হাসির আওয়াজ এল। *এরা আমার সঙ্গে খেলা করছে, বেশ্যার দল! আমি যদি এই সব কিছু তোদেরকে ফিরিয়ে না দিয়েছি তাহলে আমার নাম জীমূত নয়,* জলদস্যু দাঁত কিড়মিড় করে।

বাতাস এখন ঝড়ে পরিণত হয়েছে। মেয়েদের হাসির খোরাক হয়ে তার ধুতি কোমর থেকে ঢিলা হয়ে তার চারপাশে উড়ছে। এক মুহুর্তের জন্য জীমূতের মনে

BanglaBook.org

হল দড়ি ছিঁড়ে গিয়ে নিচে পড়ে সে যেন মারা যায়। তখন দড়ি আবার ঢিলা হতে শুরু করল, এবার মৃদুভাবে। হঠাৎ দড়ি টান হয়ে গিয়ে তার পায়ের চারপাশে জড়িয়ে গেল, আর বাতাস তার ধুতি উড়িয়ে নিয়ে যেতেই উল্লাসরত মেয়েদের সামনে নিতম্ব আবরণহীন অবস্থায় সে বাঁকাচোরাভাবে ঝুলতে লাগল। এমনকি মাল্লারা পর্যন্ত দাঁড় বওয়া বন্ধ করে এই দৃশ্য দেখতে চলে এসেছে। ধীরে ধীরে, কলার বস্তার মত তাকে নিচে নামিয়ে এনে নিষ্ঠুর ভাবে পাটাতনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। আবার একবার হাসির হুল্লোড় উঠল।

তারা তাকে ঝাঁকিয়ে দড়ির প্যাঁচ খুলে ফেলেছে, শুধুমাত্র জীমূতের হাত দুটি বাঁধা রয়েছে, ফলে তার পক্ষে এখন ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। সে নিজের লজ্জা ঢাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কিন্তু যতবার জাহাজ কাত হচ্ছে তার সমস্ত প্রয়াস কেবল স্থির দাঁড়িয়ে থাকাতেই লাগছে। যতবার সে ভারসাম্য রক্ষার জন্য নিজেকে উন্মোচিত করছে, হাসি আর চিৎকার তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। অবশ্য, বহির্দেশী দূর সমুদ্র যাত্রার সময়ে সে নিজের বন্দীদের সঙ্গে এর থেকেও বেশী অশোভন আচরণ করে। ব্যবসায়ীদের স্ত্রীরা বন্দী হিসাবে সর্বোৎকৃষ্ট। তারা প্রত্যেকে কত পরিমাণ অর্থ এনে দেবে তা তুল্যমূল্য করার সময় সে তাদেরকে নগ্ন করে জাহাজের অগ্রভাগে বেঁধে দেয়। এবার ভাগ্যের চাকা যখন ঘুরে গেছে, তার ভিতরে রাগের বুদ্বুদ উৎপন্ন হচ্ছে।

আমি তোদের দেখে নেব, বেশ্যার দল। একজন পুরুষের সঙ্গে তোরা এই ব্যবহার করতে পারিস না। নারীর কোনো অধিকার নেই এক পুরুষের সাথে এই আচরণ করার, আমার মত এক দুর্ধর্ষ জলদস্যুর সঙ্গে তো নয়ই, জীমূত নিজের মনে চিন্তা করে।

দুর্ধর্ষ! থুঃ! সে থুথু ফেলল। তাকে দেখে এখন গেঁয়ো মাতাল বলে মনে হচ্ছে। দুর্ভাগ্য যখন আসে, সে কখনোই একা আসে না। সে তার বেজন্মা কাকাদের, তুতো ভাইদের, আর তাদের রক্ষিতাদের নিয়ে আসে। তার নিজের লোকেরাই, মাস্তুলের কাছে বাঁধা অবস্থায় তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এরপরে, যদি সে এই অগ্নিপরীক্ষা থেকে বেঁচেও যায়, কেউ আর তাকে ভয় পাবে না। হতাশায় জীমূতের কাঁধ ঝুঁকে গেল। এই খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। পরেরবার সে যখন কোনো গ্রামে প্রবেশ

করবে, গ্রামবাসীরা ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তাকে দেখে হাসবে। দীপাবলি বা দশমীর উৎসবের সময় বিদূষকেরা প্রত্যেক অভিজাতদের বাড়িতে অভিনয় করে দেখাবে সে কীভাবে গলা ছেড়ে কেঁদেছিল। তারা সম্ভবত এই নিয়ে কোনো যাচ্ছেতাই নাটকও তৈরি করতে পারে। তারা হয়ত অভিনয় করে দেখাবে কিভাবে সে একদল কালো কুৎসিত নিম্ন বর্ণের মেয়েদের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বেজন্মা চাষার দল! আর অচি নাগাম্মার কিংবদন্তী জীমূতের খরচের বিনিময়েই প্রসারিত হয়ে যাবে।

একটা মেয়ে জল থেকে তার ধুতি তুলে ছিপের ডগায় ঝুলিয়ে তার কাছে নিয়ে এল। সে ধুতিটি তার মাথার উপরে তুলে ধরে, আর জীমূত সেটিকে ধরতে গেলেই সে ধুতিটা জীমূতের নাগালের বাইরে আরও উপরে তুলে দিল। প্রতিবার সে লাফিয়ে ধুতি ধরতে যেতেই, তাকে নিজেকে প্রকট করতে হচ্ছে আর প্রত্যেকবারের প্রচেষ্টা আমোদ উল্লাস দিয়ে অভিবাদিত হচ্ছে। অন্য একটি মেয়ে তার দিকে পচা মাছ ছুঁড়ে দিতে সেটি এসে তার পিঠে আঘাত করাতে, দ্রুতই তারা প্রত্যেকে তার উপর নিশানা অনুশীলন করতে শুরু করে দিল। গুণিন নানজুন্দ এই দৃশ্য উপভোগ করে বাঁদরের মত দাঁত বের করে বসে বসে হাসছে। *দাঁড়া ব্যাটা তোকে একবার একা পাই!* একটা মাছ তার নাকে এসে ধাক্কা মারে। নিজের গোপন অঙ্গ বাঁধা হাত দিয়ে আড়াল করে, সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে নিজের ধুতির জন্য বানরের মত চারিদিক লাফিয়ে আর তাদের আমোদ পেতে দেবে না। সে একবার পাটাতন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে কি না চিন্তা করে, কিন্তু জলস্রোতের তীব্রতা বিচার করে আর জাহাজের চতুর্দিকে গর্জনরত ঝড় দেখে সে স্থির করে, মরে যাওয়ার থেকে উলঙ্গ দশা অনেক ভালো।

"এখানে কী চলছে?" চিৎকার চেঁচামিচির মধ্যে থেকে একটি কণ্ঠস্বর উঠে আসতেই সবাই নীরব হয়ে যায়। যে মেয়েটি জীমূতকে তার ধুতি নিয়ে জ্বালাতন করছিল, সে ধুতিটি জীমূতের কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গে যোগ দেয়, তারা প্রত্যেকে এখন ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। জীমূত নিজেকে ভয়ঙ্কর দেখানোর প্রচেষ্টায় তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। সে মেয়েটির মুখ নিজের স্মৃতি পটে এঁকে নেওয়ার চেষ্টা করে।

BanglaBook.org

"শ্রীমন্ত, দয়া করে নিজেকে ঢেকে নিন। এখানে অনেক যুবতী মেয়েরা রয়েছে," অচি নাগাম্মা একদম দিদিমাদের মত কোমল কণ্ঠে বলে উঠলেন।

জীমূত জ্বলন্ত চোখে তাঁর দিকে তাকায়। তাঁর এই ব্যঙ্গ জীমূতকে সবচেয়ে বেশী উত্যক্ত করে তুলছে। তিনি তাকে "শ্রীমন্ত" বলে সম্বোধিত করছেন, যেন সে কোন সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়, নরম দেহের বোকাসোকা মুখপোড়া ছেলে। তার মুখে একটা ধূর্ত হাসি খেলে যায়। "দেবী, দয়া করে আমার হাতের বন্ধন খুলে দিন যাতে আমি আমার ধুতি বাঁধতে পারি।"

"কেন, শ্রীমন্ত, আপনি কি ভাবেন আমার মেয়েরা এই তুচ্ছ সাহায্য করতে অপারগ? ওহে মেয়েরা, যাও এই শ্রীমন্তের ধুতি বেঁধে দিতে সাহায্য করো।"

যে মেয়েটি তাকে উত্যক্ত করছিল, সে এগিয়ে এসে তার কাঁধ থেকে ধুতি নামিয়ে আনে। মেয়েটি জীমূতের কোমরের চারপাশে ধুতি বেঁধে দেওয়ার সময় সে হিসহিসিয়ে ওঠে, "মাগী, তুই নিজেই বুঝতে পারলি না কী করলি।" মেয়েটি মাথা তুলে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ধুতির গ্রন্থি ধরে টান মেরে আবার খুলে ফেলে। জীমূত পড়ে যাওয়া ধুতি সামলাতে যায়, কিন্তু কোনো লাভ হয় না। ধুতিটি তার পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে গেল। পাটাতন আবার হাসিতে ফেটে পড়ে।

অচি নাগাম্মা তার দণ্ডটি মাটিতে ঠুকতেই হাসি স্তব্ধ হয়ে গেল।

"অল্লি?" নাগাম্মা কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন।

"ক্ষমা চাইছি, অচি," বলে মেয়েটি ধুতি তুলে নিয়ে আবার তার কোমরে বেঁধে দেয়। এটা করার সময় তার আঙুল জীমূতের ত্বক ছুঁয়ে যেতে সেই স্পর্শ জীমূতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তার জন্য জীমূত নিজেকে গালিগালাজ করে। এই প্রভাব অত্যন্ত অবমাননাকর। ঠোঁটে একটা চতুর হাসি নিয়ে মেয়েটি সরে চলে যায়। প্রবল বাতাসে কর্কশ শব্দ তুলে জাহাজ উত্তোলিত হচ্ছে, কিন্তু ঝড় থেমে আসছে। সেই বৃদ্ধা মহিলা পাটাতনের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আর সেখানে সে, বারো বছরেরও বেশী সময় ধরে থাকা একটা জাহাজের অধিনায়ক, নিজের ভারসাম্যই বজায় রাখতে পারছে না।

BanglaBook.org

তাদের যাত্রাপথের মধ্যে যে জলপ্রপাত গৌরীপর্বতের গহীন অরণ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে, তা এখন আরও বড় আরও স্পষ্ট দেখাচ্ছে। তারা নদীর উজানমুখী চলেছে।

"তাহলে?" অচি জিজ্ঞাসা করলেন।

"তাহলে কী?" জীমূত নিজের মুখ তোলে।

"শ্রীমন্ত, খেলা করার জন্য আমি যথেষ্ট বৃদ্ধা হয়েছি। আর আমরা সবাই যা দেখতে পাচ্ছি তাতে বোঝাই যাচ্ছে আপনিও খুব একটা ছেলেমানুষ নন। এবার আমাকে বলুন আপনি কার জন্য কাজ করেন তাহলে আমি আপনার এই হতভাগ্য জীবন দান দেওয়ার কথা ভেবে দেখতেও পারি।"

"আমাকে কি কোনো হতচ্ছাড়া ভৃত্যের মত দেখতে?" জীমূত হিসহিসিয়ে ওঠে।

"উঁহু,উঁহু, মুখের ভাষা ঠিক করুন, মহোদয়। আমাদের চারপাশে অল্পবয়সী মেয়েরা রয়েছে।"

"ওহো দেবী, আমি দুঃখিত। আমি জানি তারা শালীন ও লজ্জাশীলা। আমি ক্ষমা চাইছি," সেই মহিলাকে প্রণতি জানিয়ে জীমূত বলে। মেয়েরা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। অচি নিজের হাত তুলতেই আবার সেই টানটান নীরবতা ফিরে আসে। মেঘের গর্জনে জাহাজ ঝনঝনিয়ে ওঠে।

"দেখে মনে হচ্ছে ইন্দ্রদেব রুষ্ট হয়েছেন, দেবী। বজ্রের দেবতা গর্জন করছেন। একজন সৎ ব্যক্তির প্রতি আপনার এই অন্যায় আচরণ তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।" জীমূত মৃদু হাসে।

"সৎ? নিশ্চয়ই ...শ্রীমন্ত, সৎভাবে একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, তাহলে আপনাকে জাহাজের উপর থেকে ফেলে বরুণ দেবতাকে তুষ্ট করার আমার মেয়েদের যে পরিকল্পনা আছে, তা আমি প্রত্যাহার করাতে রাজী করিয়ে দেব।"

"ওহো, না, না, জলে আমার খুব ভয় লাগে। সবসময়েই লাগে, শুধুমাত্র লাগে নি যখন...হুম, মনে পড়েছে...অন্ধকার উপসাগরের কাছে কৃষ্ণসাগরে আমার জাহাজডুবি হওয়ার সময় যখন আমি সারারাত সাঁতার কেটেছিলাম, বা দূরসাগরে

BanglaBook.org

আমার জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেলে একটা কাঠের খণ্ডে আমি সে সময় দুমাস ধরে একাকী ভেসেছিলাম।”

“দেখে মনে হচ্ছে জাহাজডুবি করার বা ধ্বংস করার আপনার বিশেষ প্রতিভা আছে,” হাসিমুখে অচি বললেন।

“আরে, এটা সবসময়েই ঘটে। আমি এক হতভাগ্য ব্যক্তি। দয়া করে কি আপনি আপনার মেয়েদের বলবেন এগিয়ে এসে আমাকে জাহাজ থেকে ফেলে দিতে? আমি ভীত, কিন্তু হতে পাড়ে আমি সাঁতার কাটার জন্য নিজেকে রাজী করিয়ে নিতে পারব।”

“নিশ্চয়ই শ্রীমন্ত, আমি আশা রাখি আপনি কুমীরের মধ্যে দিয়েও সহজেই সাঁতার কেটে যেতে পারবেন।”

জীমূত মনে মনে অভিশাপ দেয়।

“পুত্র, বাজে কথা অনেক হয়েছে। আমাকে বলো, তোমার এই মহৎ কাজগুলি তুমি কার জন্য করো?” অচি নাগাম্মা তার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে তার দণ্ডটি পাটাতনে ঠুকলেন। জীমূত তাঁর দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকায়। তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে ফেলে দেওয়া কি সম্ভব হবে? যদি সে নিজের হাত বাঁধা সত্ত্বেও তাঁর গলা টিপে ধরতে পারে তাহলে খুব সহজেই তাঁকে চেপে রেখে নিজের স্বাধীনতা দাবী করতে পারবে।

যোদ্ধা মেয়েরা নিজেদের ধনুক নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আর তারা ভয়ঙ্করবোধ করছে না বলে শিথিল হয়ে পড়েছে। হাত বাঁধা অবস্থায় যে পুরুষ নিজের সম্ভ্রম বজায় রাখতে লড়াই করছে, তাকে ভয় পাওয়া বেশ দুঃসাধ্য বিষয়। তাদেরকে আরও আত্মতুষ্টি পাওয়ানো যাক। সে এক পা থেকে অন্য পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নামিয়ে নেয়।

“আমি এক ব্যবসায়ী। আমি নিজের জন্য কাজ করি,” সে বলে।

“অবশ্যই তুমি একজন ব্যবসায়ী- আর আমি মাহিষ্মতীর মহারাণী।” অচি তার চারপাশে পাক ঘোরে। একটা ঠান্ডা বাতাস জীমূতের মুখে এসে লাগে, জাহাজ দুলছে।

BanglaBook.org

"আপনি কী চান?" জীমূত তাঁর দিকে ঘুরে মুখোমুখি হতে যায়, কিন্তু তিনি নিজের দণ্ড দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেন। সে তাঁর দন্ডটি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ে, কিন্তু সেই চেষ্টা করার আগেই তিনি সেটি সরিয়ে নিলেন। তিনি ঘুরে তার সামনে এসে মাত্র তিন হাত দূরে দাঁড়ালেন। এটাই তার সুযোগ।

জীমূত তাঁর দিকে ঝাঁপ দিতেই তিনি ক্ষিপ্রগতিতে পাশে সরে গেলেন আর জীমূত মুখ থুবড়ে পড়ল। পাটাতনে আবার হাসির হুল্লোড় উঠল। সে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, কিন্তু অচি তাঁর দণ্ডের শেষপ্রান্ত দিয়ে জীমূতের গলার পিছন দিকে চাপ দেন।

"শ্রীমন্ত, আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার ঠাকুরদা তখন আমাকে সুষুম্না নাড়ী, যে স্নায়ু আমাদের মেরুদণ্ডের ভিতরে রয়েছে তার কথা বলে ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, সঠিক স্থানে একটা মাত্র উত্তম চাপ শুধুমাত্র প্রয়োজন। এমনকি আমার মত সাত দশকের বৃদ্ধা মহিলাও সেই উত্তম চাপ দিয়ে পারে। শ্রীমন্ত, আপনি কি উত্তর দেবেন, না সারাজীবন একটা কীটের মত বুকে হেঁটে চলা পছন্দ করবেন?"

তাঁর ঠাকুরদাদার শারীরসংস্থানবিদ্যা সংক্রান্ত জ্ঞান যথাযথ কিনা তা পরীক্ষা করার জীমূতের কোনো ইচ্ছা নেই। অচি নাগাম্মা দণ্ডতে আর একটু বেশী চাপ দিতেই সে বিহ্বল হয়ে পড়ল।

"দয়া করুন," সে তোতলাতে থাকে, "আমি...ক...কথা...বলব।"

সে বোঝে তার গর্দানের উপর চাপ কমে আসছে, সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। জাহাজ একটি বাঁক ঘোরে আর নদীর মাঝখানে মাথা তুলে থাকা বিশাল এক পাথর এড়ানোর জন্য মাল্লারা জাহাজটিকে তটের কাছাকাছি নিয়ে আসে। পাথরের নিচে জল ফেনিয়ে উঠছে, বাকি সমগ্র গিরিসংকটে জলের স্রোত তীব্র ও গভীর। উজানের পথে এই সবের মধ্যে দিয়ে চালানোর জন্য মারাত্মক রকম দক্ষতা প্রয়োজন। শয়তানের গিরিসংকট, এই নামেই ডাকা হয় একে। মাহিষী নদীর বিস্তৃত অঞ্চলগুলির মধ্যে এটি দুর্গমতম, বহু জাহাজের সমাধিক্ষেত্র। জলের উপরের স্তর প্রতারকের মত শান্ত, কারণ জীমূত জানে এই স্থানে শক্তিশালী চোরাস্রোত আছে।

"আমি আমার পণ্য নিজে সংগ্রহ করছি।-"

BanglaBook.org

"অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ, তুমি গ্রামে হানা দিয়েছ, পুরুষদের হত্যা করে মহিলা এবং শিশুদের দাস হিসাবে নিয়ে নিয়েছ..."

"সময় খারাপ চলছে আর ব্যবসাও মন্দা যাচ্ছে," জীমূত উত্তর দেয়। জাহাজের অগ্রভাগ তীব্র গতিতে জল কেটে সংকীর্ণ গিরিসংকটের পাশ দিয়ে পার হচ্ছে। একটা সূক্ষ্ম জলের ধারা পাটাতন ভিজিয়ে দিল। তাকে সময় মত এটা করতেই হবে। সে জলপ্রপাতের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

"তোমার ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে। তুমি তাদের ক্রীতদাস বানিয়ে নিলে, পণ্যসামগ্রীর মত তাদের বিক্রী করছ, হত্যা করছ, ধর্ষণ করছ,কোনো দয়া মায়া ছাড়াই তাদের অঙ্গচ্ছেদ ঘটাচ্ছ, সব বুঝলাম। কিন্তু আমরা যেটা জানতে চাই তা হল- তোমাকে এর জন্য পারিশ্রমিক কে দেয়?" অচি নাগাম্মা এখন তার পিছনে। দ্রুত নিজের সুযোগের হিসাব করতে করতে উপরের বাহু দিয়ে সে তার মুখের জল মুছে নিল। তাঁকে কথা বলিয়ে যেতে হবে।

"তোমার মত মানুষেরা মানবজাতির পক্ষে এক অভিশাপ। কত পরিবার তুমি ধ্বংস করে দিয়েছ, কত শিশু তোমার জন্য অনাথ হয়ে গেছে, কত মানুষকে তুমি অপহরণ করেছ। শ্রীমন্ত, তোমারই মত এক লুণ্ঠনকারীর জন্য যেদিন আমি আমার পরিবারকে হারিয়ে ফেলেছি, সেদিন থেকে আমি চেষ্টা করে আসছি এই ব্যবসার সমাপ্তি ঘটানোর। আমার দুই পুত্রদের হত্যা করা হয়েছিল, আমার পুত্রবধূদের নিয়ে চলে গিয়েছিল, আজও আমার নাতিরা নিখোঁজ। আমার নাতিদের আর আমার ছোট্ট নাতনীর খোঁজে বিগত চার বছর ধরে আমি পাগলের মত মাহিষমতীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছি। চার বছর ধরে, যতদিন না আমি হঠযোগী সিদ্ধেশ্বরের দেখা পাই, তিনিই আমাকে উন্মত্ত দশা থেকে সারিয়ে তোলেন।"

অচি নাগাম্মা এখন তার মুখোমুখি।

"নিশ্চিতরূপে তিনি খুব খারাপ কাজ করেছিলেন," জীমূত বলতেই সমবেত ভাবে চমকে ওঠার আওয়াজ পাওয়া গেল। কয়েকটি তলোয়ার কোষমুক্ত হতে শুনল সে।

অচি নাগাম্মার বলিরেখাযুক্ত মুখে এক নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল। "হ্যাঁ, শ্রীমন্ত। আপনি ঠিক বলেছেন। আর যতক্ষন না আপনি মুখ খুলছেন কে এই দাসেদের

BanglaBook.org

কেনে, কে আপনাকে অর্থ দেয়, তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আপনি বুঝতে পারবেন আমি কতটা পাগল। সরকার যখন এই মানুষদের রক্ষার জন্য কিছুই করেনা, তখন আমার মত পাগল মহিলাকেই সেই কাজ করতে হয়। আমার দেশ এবং সম্রাটের প্রতি এটাই আমার সেবা।"

"হয়ত আমাদের ব্যবসা থেকে সম্রাট নিজেও লাভ করেন," জীমূত বলে। এটা প্ররোচিত করার জন্য বলা। নারীবাহিনী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্রোধী গুঞ্জনধ্বনি ওঠে।

"আমাদের সম্রাটের জন্য যে জিভ কুকথা বলে আমি সেই কলুষিত জিভ কেটে ফেলব," সামনে এগিয়ে এসে অল্লি চিৎকার করে। সে নিজের ছোরা বের করে ফেলেছে। কিন্তু নাগাম্মা নিজের দণ্ড তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন।

"দেশপ্রেমী বিদ্রোহী বাহিনী? এটা বেশ কৌতুকজনক। সম্রাটের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা অন্তর ছুঁয়ে গেল। ওহো, আমি দেশপ্রেমীদের খুব ভালোবাসি, বিশেষত তারা যখন ঘুরে বেড়িয়ে সাধু ব্যবসায়ীদের উত্যক্ত করেন," জীমূত হেসে ওঠে।

"নিজের নোংরা জিভ পানশালা গুলির জন্য বাঁচিয়ে রাখুন, শ্রীমন্ত। এটা অচির দরবার। এখানে কেবল সত্যই জয়ী হয়।"

"আমি যা বললাম তাই সত্য। আমি সম্রাটের আদেশেই হানা দিয়েছিলাম।"

তার কারণে তৈরি হওয়া এই ক্ষোভ জীমূত উপভোগ করছে। ও মেয়েরা অচি নাগাম্মার সঙ্গে পরামর্শ করছে। এই বাঁকটি ঘোরার পরেই ছোট প্রপাতটি আসবে, আর যমকাণ্ড জলপ্রপাত এখনো দশ জাহাজের দৈর্ঘ্য সমান দূরে। অত্যক্ষণ অপেক্ষা করা বেশ বিপদজনক হয়ে যাবে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যালোক এসে তরঙ্গায়িত জলে পড়ছে। কৃষ্ণবর্ণ ঢেউয়ের মাথায় রুপোলী মুকুট শোভা পাচ্ছে। *মৃত্যুর জন্য কী অপূর্ব দিন!* আর কয়েকটা মাত্র পদক্ষেপ, তাহলেই সে পাটাতনের উপর থেকে ঝাঁপ দিতে পারবে, কিন্তু সেটা পাথুরে নদীতটের খুব কাছাকাছি হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে জাহাজের একেবারে শেষপ্রান্তে ছুটে যেতে পারে, তাহলে আশা করা যায় সে গিরিসংকটের তুলনামূলক গভীর অংশ পেয়ে যাবে। কিন্তু এই প্রবল স্রোতে হাত বাঁধা অবস্থায় সাঁতার কাটা বেশ কষ্টসাধ্য বিষয় হবে। আশার

BanglaBook.org

বিষয় হল স্রোত হয়ত তাকে এই গিরিসংকট থেকে দূরে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটি হয়ে দাঁড়াল, কোনো জঘন্য জাহাজের নিচের তলার এক স্যাঁতসেঁতে কুঠুরির মধ্যে পচে মরা বা সলিল সমাধি- একজন নাবিকের জন্য যেটি মানানসই হবে,এই দুই বিকল্পের মধ্যে সেটি বেছে নেওয়া। চুলোয় যাক সবকিছু! সে এমন বিষাদময় ভাবনা ভাববে না। এর থেকেও খারাপ অবস্থায় সে টিকে থেকেছে।

"বুড়ী মাগী, তুমি বেশ্যাবৃত্তি করতে নামলে যেমন দরিদ্র হয়ে পড়বে, আমার মত মানুষ ব্যতীত মাহিষমতীর রাজকোষ ঠিক ততটাই শূন্য হয়ে যাবে।"

এইবারে অনেক তলোয়ার বের হয়ে এল। অল্লি চিৎকার করে, "আমি দেখতে চাই ওর বেজন্মা নাড়িভুঁড়ি কেমন দেখতে। অচি, আমায় ওকে মারতে দাও।"

"সরে যাও,আমি বলছি সরে যাও, অল্লি," নাগাম্মা তাঁর বিক্ষুব্ধ অনুগামীদের শান্ত করার চেষ্টা করছেন। তারা সবাই তার দিকে নিজেদের তলোয়ার তুলে মৃত্যু মৃত্যু চিৎকার করছে। কিনারা থেকে জীমূত আর কয়েক আঙুল মাত্র দূরে। জাহাজের শেষপ্রান্তে পৌঁছাতে গেলে কতগুলি পদক্ষেপ প্রয়োজন সে গননা করে নেয়। পনেরো হাত। হয়ত সে পারবে। সে দৌড় দেয়। নাগাম্মা তাঁর অনুগামীদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে ছিলেন, কিন্তু তার চলার শব্দ তিনি শুনতে পেলেন; তিনি জীমূতের দিকে ঘুরতেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

"অল্লি," তিনি গর্জন করতেই অল্লি কোষ থেকে নিজের তলোয়ার বের করে আনে। লম্বা লম্বা পদক্ষেপ না থামিয়েই জীমূত গোড়ালিতে ভর করে ঘুরে পাটাতনের উপর গড়াতে থাকা একটা ছোটো পিপেকে লাথি মারতেই সে উড়ে গিয়ে অল্লির মুখে আঘাত করে। সে পড়ে যায়। হাতে তলোয়ার উঁচিয়ে ধরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করতে করতে কাপ্তানের ঘরের দিক থেকে দুজন মেয়ে জীমূতের দিকে ছুটে আসে। কিন্তু সে মাস্তুলে বাঁধা দড়ি ধরে নিয়ে ঝুলে পড়ে তলোয়ারগুলির উপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে জাহাজের পিছন দিকে নামে। একটা তীর এসে কাপ্তানের ঘরে বিদ্ধ হয়, তার গলা থেকে মাত্র এক আঙুল দূরে সেটি তিরতির করে কাঁপছে। সে শুনতে পায় নারী বাহিনী তার দিকেই ছুটে আসছে। তাঁর কানের পাশ দিয়ে কয়েকটি বল্লম হাওয়া কেটে বেরিয়ে গেল। তার কাঁধের পাশ দিয়ে একটি কাঠের ছোটো পিপে দ্রুত বেগে চলে গিয়ে চারিদিকে মদ ছড়িয়ে তার সামনে

BanglaBook.org

পড়ে ফেটে পড়ল। সে পছল কেটে পড়ে গেল কিন্তু আবার টলমল করে উঠেই দৌড়তে থাকল। একটা তলোয়ার তার পাদুকার গোড়ালি কেটে দিয়েছে। একটা দড়ির ফাঁদ এসে তার বাঁ পায়ে ধরে নেয়, কিন্তু দড়ির ফাঁস আঁটো হওয়ার আগেই সে পা ঝাঁকিয়ে বের করে নেয়। সেই বৃদ্ধা মহিলা চিৎকার করছেন, "আমরা তাকে জীবিত চাই। অল্লি, তাকে জ্যান্ত ধরে আনো।"

জীমূত মাস্তুলের দড়ি ধরে ঝুলে গিয়ে কাপ্তানের ঘরের উপর ঝাঁপ দেয়। এক পলকের মধ্যেই সে শোনে ধপ করে আরও কেউ একজন ঘরের ছাদে এসে নামল। তার চোখ এখন জাহাজের পিছন দিকের কুড়ি হাত গভীরে গর্জনরত জলের দিকে। সেই জল ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে, কোনো সুস্থ মানুষ সেই শয়তানের গিরিসংকটে ঝাঁপ দেওয়ার দুঃসাহস দেখাবে না। সে এক ঝলক তাকিয়ে দেখে নেয় অল্লি তার দিকে ঝাঁপ দিল। এক মুহূর্তের জন্য জীমূত ইতস্তত করে। অল্লি তার কোমর ধরে নিয়েছে, সে তাকে চেপে পাটাতনের উপরে আছড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। জীমূত অল্লির হাত চেপে ধরে তাকে উঠিয়ে নিয়ে নিজের সঙ্গে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়ে সেই শয়তানের গিরিসংকটের আর্তনাদ করতে থাকা, গর্জনরত, ফেনিল কালো জলে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পঁচিশ

শিবগামী

শিবগামী বিশাল স্তুপাকৃতি কাপড় কাচা প্রায় শেষ করেই এনেছে, তখন দূত এসে খবর দিল উপপ্রধান স্কন্দদাসের কার্যালয়ে তার ডাক পড়েছে। রেবাম্মা তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর কয়েকদিন কেটে গেছে, আর সেই দিন থেকে সে এই ডাকের অপেক্ষায় সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। তাকে কোনো অজানা অপরাধে জড়িয়ে ফেলার মত কি কিছু খুঁজে পেয়েছেন স্কন্দদাস? বা তার থেকেও খারাপ কিছু, এই বইতে কি তার পিতার চরিত্র কলুষিত করার মত কোনো বিষয় লুকিয়ে আছে?

দূতের পিছনে মাথা নামিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় একতলার বারান্দা থেকে থোণ্ডক তাকে টিপ্পনী কাটল। এই সমস্ত পরিস্থিতিতে রেবাম্মা উত্তেজিত হয়ে শিবগামীর সঙ্গে যেতে চাইলেন, কিন্তু দূত নিজের সঙ্গে কাউকে নিতে অস্বীকার করল। শুধুমাত্র এই মেয়েটিকে একা নিয়ে আসার জন্য উপপ্রধান বিশেষরূপে নির্দেশ দিয়েছেন।

ভয়ে কম্পমান বুক নিয়ে শিবগামী স্কন্দদাসের কার্যালয়ে প্রবেশ করে। তার পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই সে আঁতকে ওঠে। স্কন্দদাস নিজের কাজে মগ্ন রয়েছেন। কাষ্ঠাধারের চতুর্দিকে বহু পাণ্ডুলিপি ছড়িয়ে রয়েছে।

"বসো," মাথা না তুলেই তিনি বলেন। শিবগামী হেঁটে কাষ্ঠাধারের কাছে গিয়ে অতিথিদের বসার আসনের কাছে দাঁড়ায়, কিন্তু বসে না। সে দেখতে পেয়েছে স্কন্দদাস তার পিতার পাণ্ডুলিপি পড়ছেন, তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়।

BanglaBook.org

তিনি মাথা তুলে শিবগামীকে চোখ দিয়ে ইশারা করেন যে তার আসন গ্রহণ করা উচিত। অবশেষে সে বসে পড়ল, কিন্তু কাষ্ঠাসনের এক ধারে আড়ষ্ট হয়ে থাকে।

"তুমি এই বই কোথা থেকে পেলে?" তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

সে নিজের মাথা তোলপাড় করে কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে যায়, কিন্তু মাথায় কিছুই আসেনা।

"এটা তো শুধুমাত্র একটা ধর্মীয় গ্রন্থ," নিচু স্বরে সে বলে।

"ওহ, তোমাকে দেখে ধার্মিক বলে মনে করা বেশ কঠিনই আছে। তোমার অনাথালয়ের কর্ত্রীকে বিপথে চালনা করার জন্য আমি যা বলেছিলাম সেটা আমার উপরেই আবার প্রয়োগ কোরো না," স্কন্দদাস তার দিকে ঝুঁকে আসেন।

"এটা আমার পিতার," নিজের পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে শিবগামী উত্তর দেয়।

"ভূমিপতি দেবরায়ের, অ্যাঁ? রাষ্ট্রদ্রোহী দেবরায়ের?"

"আমার পিতা রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলেন না," শিবগামী মুখ তোলে। তার নাসারন্ধ্র ফুলে উঠেছে।

"আমি এখনো নিশ্চিত নই," স্কন্দদাস বলেন।

শিবগামী কোনো উত্তর দেয় না। তিনি শিবগামীর প্রতিক্রিয়া দেখছেন। সে শিউরে ওঠে না।

"তুমি এটি কোথা থেকে পেয়েছ? আর কীভাবে?"

"আমি এটা আমার বাড়ি থেকে এনেছি।"

"ভূমিপতি থিম্মার গৃহ থেকে?" স্কন্দদাসের ভ্রূ কুঞ্চন করেন।

"না, আমি বললাম *আমার* বাড়ি থেকে," শিবগামী উত্তর দেয়।

"কিন্তু সেটি তো বন্ধ। রাজ নির্দেশ জারি করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

"আমি সেটি ভেঙে ভিতরে ঢুকে এটা উদ্ধার করে নিয়ে আসি। আমাকে অনাথালয়ে পাঠানোর আগে আমাকে এক বৃদ্ধা দাসী এর অস্তিত্ব সম্পর্কে বলেছিল। সেই পরিচারিকা মারা গেছে, তাই আর কষ্ট করে তার পিছনে যাবেন না।" শিবগামী নিজের আসনের পিছনে হেলান দিয়ে দৃঢ়ভাবে বসে। এবার যখন সে সত্যি কথা

BanglaBook.org

বলেই দিয়েছে, এর পরবর্তী পরিণামের জন্যেও সে নিজেকে তৈরি রাখে। সে নিজের বুকের উপর আড়াআড়ি করে হাত রেখে মাথা উঁচিয়ে চোখে প্রত্যয় নিয়ে স্কন্দদাসের দিকে তাকায়।

"তুমি খুবই উদ্যমী মেয়ে," স্কন্দদাসের পাতলা ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটেই আবার মুহুর্তের মধ্যে তা মিলিয়ে গেল। তাঁর কণ্ঠস্বর খাদে নেমে আসে, "শিবগামী- এটাই তোমার নাম, তাই তো? হ্যাঁ, শিবগামী, আমি যা বলছি তা ভাল করে মন দিয়ে শোনো।"

শিবগামী মাথা নাড়ায়। কিন্তু স্কন্দদাসের মুখের অভিব্যক্তি দেখে তার উদ্বেগ ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

"এই বইটা তোমার পিতার নয়। তোমার পিতা এটি চুরি করেছিলেন।"

শিবগামী দুহাতের মুঠি দিয়ে তেপায়ার উপর ঘুষি মেরে উঠে দাঁড়ায়। তার পিছনে তার বসে থাকা আসনটি মেঝেতে পড়ে গেল। "কোন সাহসে আপনি একথা বলেন!" শিবগামী গর্জে ওঠে।

"উত্তেজিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, কন্যা। আমার কাছে যথেষ্ট, বা তার থেকেও বেশী প্রমাণ আছে। এই বই মাহিষমতীর রাজ গ্রন্থাগারের। আমি অত্যন্ত নিরলস ভাবে এই সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি তথ্য সংগ্রহ করার কাজ করছি। বারো বছর পূর্বে মহামাকমের কয়েকদিন আগে রাজ গ্রন্থাগারের একটি ভাগে আগুন লেগে যায়। সেই আগুনে বহু গ্রন্থ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আর এই গ্রন্থ সম্ভবত তাদের মধ্যে একটি।"

তিনি শিবগামীর সামনে এক গাঁটরি তালপাতা রাখেন। "এই বই রাজ মহাফেজখানার অন্তর্গত। এই বই যেহেতু পৈশাচী ভাষায় লেখা একমাত্র গ্রন্থ, তাই সহজেই শনাক্ত করা যায়। বাকী গ্রন্থ সব হয় সংস্কৃত তে না হয় দক্ষিনের ভাষা যেমন আরব, গ্রীক, চিনা এবং আরও অন্যান্য ভাষায় লেখা। এটিকে নিরুদ্দিষ্ট বলে চিহ্নিত করা হয়। গ্রন্থাগারে যে দাস পাহারা দিত তাকে বন্দী করা হয়েছিল কিন্তু সে উন্মাদ হয়ে যাওয়ায় অবশেষে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। তুমি হয়ত তাকে দেখে থাকবে। সে ভৈরব নামে পরিচিত, মাঝেমাঝে একটা নৌকা চালিয়ে জীবিকার্জন করে। আমার মনে আছে আমি তখন নিম্ন পদস্থ এক কর্মচারী ছিলাম।

BanglaBook.org

শিবগামী নীরব থাকে।

"এবার, প্রশ্ন উঠছে এই বই -কিভাবে এল তোমার পিতার হাতে? আর ভৈরব কিভাবেই বা উন্মাদ হল? ভৈরব সম্রাটের দাস মলয়াপ্পার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তার জীবন রক্ষার্থে কি তাকে উন্মাদ করে দেওয়া হয়? দাসেদের কাছে এমন ঔষধ থাকে যা কোনো মানুষকে উন্মাদ করে দিতে পারে। তাই সে সম্ভাবনাও বাতিল করে দিতে পারছিনা। না কি সে এখন শুধুমাত্র উন্মাদ হওয়ার অভিনয় করছে? আমার মনে বহু প্রশ্ন রয়েছে।"

"আপনি এই সমস্ত কথা আমাকে কেন বলছেন?" শিবগামী জিজ্ঞাসা করে। "আমার পিতা মৃত, সম্রাট তাঁকে হত্যা করেছে। আপনার মত লোকেরা তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহীর তকমা এঁটে দিয়েছেন। যদি তিনি তার উপরে চোরও সাব্যস্ত হন, তাতে কী আসে যায়?" শিবগামীর গলা ভেঙে যায়।

"এটা তাঁর জন্য কোনো পরিবর্তন আনবে না, কন্যা। কিন্তু সেটি তোমার জীবনে মারাত্মক পার্থক্য নিয়ে আসতে পারে। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী পার্থক্য," স্কন্দদাস গলা নামিয়ে বলেন।

"আপনি কী বলতে চাইছেন? মাহিষমতীর রক্ত পিপাসু রাজ বংশ এখনো তৃপ্ত হয় নি?" শিবগামীর গলায় ব্যঙ্গ।

"শোনো, তোমার পিতাকে স্বধর্মচ্যুত এক ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত করা হয়। তিনি সম্রাটকে অমান্য করে এমন কিছু করেছিলেন যা রাষ্ট্রের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক ছিল। কিন্তু সম্রাট যেহেতু বিশ্বাস করতেন তিনি একজন ভাল মানুষ ছিলেন, তাই তিনি দেবরায়ের সঙ্গে ক্ষমাশীল আচরণ করেছিলেন।"

"আমার পিতাকে চিল শকুনের খাদ্য বানিয়ে তিনি তাঁর ক্ষমাশীলতা দেখিয়েছিলেন," অপতিত কান্নায় শিবগামীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

"এই সমস্ত বোঝার জন্য তুমি এখনো অনেক ছোট, শিবগামী।"

"নিজের চোখে যেদিন তাঁর মৃত্যু দেখেছিলাম, সেইদিনের মতোও ছোট নই।"

"এখনো পর্যন্ত দেবরায় কে ভাবা হয় এমন একজন মানুষ হিসাবে যিনি ভেবেছিলেন তিনি নিজে ঠিক ছিলেন; তিনি ভাবেন নি দেশের জন্য কোনটি ঠিক হবে। সম্ভবত একজন পথভ্রষ্ট মানুষ। তাই সম্রাট শুধু মাত্র তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন,

BanglaBook.org

কারণ তিনি যা ক্ষতি করেছিলেন, তা ছিল অপরিসীম। কিন্তু তিনি দেবরায়ের পরিবার ও ভৃত্যদের নিষ্কৃতি দেন," স্কন্দদাস শিবগামীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

"উনি কী দয়ালু, আমি সত্যিই আবেগতাড়িত আপ্লুত হলাম।"

"তুমি কি বুঝতে পারছ না, কন্যা?" স্কন্দদাসের কণ্ঠস্বর বিপদজনক ধারে এসে গেছে। "এই বই তাঁর গৃহ থেকে খুঁজে পাওয়া যাওয়ায় সমস্ত কিছুর পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলতে পারে। এটা প্রমাণ করে দেবে যে তিনি মাহিষমতীকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত আচরণ করেছিলেন। প্রত্যেক যৌক্তিকতা দিয়ে অনুমান করা যায় যে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী এবং চোর ছিলেন। না, আমি যখন কথা বলব তখন ব্যাঘাত ঘটাবে না, আর কোনো নাটকীয়তাও করবে না। এই বইটি চুরি করার উদ্দেশ্যে তিনি গ্রন্থাগারে আগুন লাগিয়ে ছিলেন, বা কাউকে দিয়ে লাগিয়েছিলেন। তারপর তিনি এমন কিছু করেন যা মাহিষমতীর ভবিষ্যতকে বিপন্ন করতে পারত। তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। তিনি এমন কিছু করার পরিকল্পনা করছিলেন যা পৃথিবীর বুক থেকে মাহিষমতীর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দিত।"

"সম্রাটের যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে তিনি আবার পিতাকে মৃতুদণ্ড দিন, অথবা তিনি আমাকে ফাঁসিতে ঝোলান।' শিবগামী মাঝ পথে বলে ওঠে। "আপনি মিথ্যা গল্প সাজিয়ে একজন মৃত মানুষকে দোষারোপ করছেন যিনি নিজের স্বপক্ষে কিছু বলার উর্ধ্বে চলে গেছেন। আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত, মহোদয়।"

ব্যথিত হয়ে স্কন্দদাস মাথা নাড়েন, "আমি কীভাবে তোমাকে বোঝাবো? আমি যা বলছি তা নিয়ে আমি প্রায় নিঃসন্দিহান।"

"ওহ, *প্রায়*-"

স্কন্দদাস নিজের হাত তুলে শিবগামীকে থামিয়ে দেন। "হ্যাঁ, প্রায়। যদি আমার কাছে সমস্ত প্রমাণ থাকত, তোমাকে তাহলে এই মুহূর্তে বন্দী করে নেওয়া হত।"

"কিসের জন্য বন্দী করা হত? বারো বছর পূর্বে আমার পিতা যা করেছিলেন বা হয়ত করেন নি তারজন্য? আমি তখন পাঁচ বছরের ছিলাম, স্বামী।"

"নিয়ম হল নিয়ম, পুত্রী। আমি তোমাকে এইসব বলছি কারণ আমি তোমাকে পালিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ দিতে চাই। একবার আমি যদি সমস্ত প্রমাণ হাতে পেয়ে যাই তখন আর তোমাকে এই উপদেশ দেওয়ারও প্রয়োজন টুকু বোধ করব

Banglabook.org

না। তোমার পিতার দোষ একবার প্রমাণিত হয়ে গেলে সম্রাট প্রাচীন আইনের ধারা অনুসারে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবেন। আর ওই বোকা বাহাদুরের মত আচরণ করে আবার বোলো না, "তিনি আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিন।" তোমাকে তো তাঁরা ঝোলাবেনই, সেই সঙ্গে যে সমস্ত ভৃত্য দেবরায়ের সেবা করত তাদের সকলকেই তোমার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। তাদের বাড়িঘর ধূলিসাৎ করে দেওয়া হবে। সে সব ঘটার আগে এই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাও, আর কোনোদিন ফিরে এসো না। এইভাবে তুমি শুধুমাত্র নিজেকেই রক্ষা করবে না, অন্যদের জীবনও রক্ষা করবে। তোমাকে ছাড়া তাদের প্রাণদান দিতে সম্রাটকে বাধ্য হতে হবে। পরিবারের সদস্যদের পূর্বে ভৃত্যদের শাস্তি দেওয়া হয় না। এতদূরে পালিয়ে যাও যাতে তোমাকে তাঁরা আর কোনোদিন খুঁজে না পায়।"

শিবগামী স্তম্ভিত হয়ে গেছে। সে জানে না কিভাবে এর উত্তর দেবে। "মাহিষমতীর শাসনতন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই এত ভ্রষ্টাচার সম্পন্ন নয়," অবশেষে সে মুখ খোলে, তার চোখ ভরে এসেছে।

"নিয়ম প্রায়ই বড় নিষ্ঠুর হয়, কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তাও থাকে, পুত্রী। কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও এতগুলো নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করা একজন ব্যক্তি হিসাবে আমি কখনোই সমর্থন করিনা। কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহীদের কাছে নিদর্শন তৈরি না করতে পারলে কোনো রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। আমি তোমাকে এই সুযোগ দিতে চাই কারণ তোমার পিতা যখন দেশকে বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তুমি তখন মাত্র পাঁচ বছরের শিশু ছিলে, তাই আমিও তোমার এই শাস্তি পাওয়াকে অন্যায্য বলে মনে করি। সেই কারনেই আজ আমি তোমাকে ডেকেছি- তোমাকে সাবধান করার জন্য। তুমি পালিয়ে যাও তাহলে সবাইকে অব্যহতি দেওয়া হবে।"

শিবগামী নিজের মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে দৃঢ়ভাবে উত্তর দেয়, "না, আপনার কাছে এমন কিছুই নেই যা আমার পিতাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।"

"এরজন্য তুমি পরিতাপ করবে।"

BanglaBook.org

"আমি কোথাও পালাবো না। আপনি জানতে চান কেন? আমার পিতার মত বহু নিষ্পাপ মানুষের হত্যাকারী এই অশুভ সাম্রাজ্যকে আমি ধ্বংস করে ফেলব," শিবগামী উত্তর দেয়।

"তুমি আসতে পার," স্কন্দদাস নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন।

শিবগামি পিছনে না তাকিয়ে দরজার দিকে হেঁটে যায়। দরজার কাছে পৌঁছে সে থামে। তাঁকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেই হবে।

"আপনাকে গতবার দেখে ভেবেছিলাম আপনি একজন ভালো মানুষ, স্বামী। আপনি এত নিষ্ঠুর কীভাবে হতে পারলেন?"

স্কন্দদাস এগিয়ে এসে তার কাছে দাঁড়ালেন। সূর্যালোক তাঁর অসমান মুখে ঢালু হয়ে পড়ায় তাঁকে আরও বৃদ্ধ, শ্রান্ত দেখাচ্ছে।

"তোমার মনে হয় আমি যা করি তাতে আমি খুব আমোদিত হই? এটা আমার কর্তব্য, আমার নিবেদন, আমার উপাসনা। এই পেশায় আমাকে এমন অনেক কিছু করতে হয় যা আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করি। কিন্তু আজকে আমি যা আছি,তা তৈরি করার জন্য এই ভাবেই আমি রাষ্ট্রকে প্রতিদান দিই। আমি তোমার পিতার মত সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়ে জন্মগ্রহণ করিনি। আমার নিয়তি বা এই সাম্রাজ্য কেউই আমাকে রুপোর থালায় করে কিছু এগিয়ে দেয় নি। কিন্তু আমার আজ যা কিছু আছে, সেই সবের জন্য আমি আজও কৃতজ্ঞ। আমার গণনার থেকেও বেশী এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যখন আমি আমার এই পেশাকে ঘৃণা করেছি, তবুও আমি এক ভারবাহী পশুর মত ক্রমাগত কাজ করে গিয়েছি। মাহিষমতীর এই শাসন প্রণালীর সমালোচনা করে আমি এক অবসাদ গ্রস্থ জীবনযাপন করতে পারতাম। তোমার পিতার সঙ্গে যা করেছে,এই প্রণালী বহুক্ষেত্রে তার থেকেও খারাপ কিছু করেছে। এটা আমার মত মানুষের আত্মমর্যাদা হরণ করে নিয়েছে। বহু হাজার বছর ধরে এই সমস্ত পদ্ধতি আমাদের অভিশাপগ্রস্থ করে রেখেছে। তবুও যখন সুযোগ আসে, আমি দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে নাগরিকদের মঙ্গলার্থে নিজের প্রাণমন ঢেলে দিই। আমি নিজের কাছে শপথ নিয়েছি, আমি কোনোদিন পক্ষপাত করব না, অসাধু হব না, অন্যেরা আমাদের সঙ্গে যেমন করেছে তা কক্ষনো করব না। প্রতিশোধ নেওয়া, হত্যা করা, নিহত হওয়া খুব সহজ। কিন্তু এই প্রনালীর অন্তর্গত হয়ে এর প্রত্যেক

অংশকে পরিবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তোমাকে অবগত করে তোমার প্রতি আমি ন্যায্য রইলাম। কিন্তু আমার দেশ যদি তোমাকে হত্যা করতে বলে, আমি চোখের পলক না ফেলে তা করব। হতে পারে তারপরে হয়ত আমি অনেকদিন ঘুমাতে পারব না, তবুও আমি আমার দেশের জন্য সেটাই করব।"

"আপনার কর্তব্যবোধ নিয়ে আপনি গর্ব করছেন তবুও আপনি আমাকে আমার নিজের কাছ থেকেই পালাতে বলছেন, স্বামী। নিজের পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া কি এক কন্যার ধর্ম নয়? আমার যতটুকু ক্ষমতা তা দিয়েই কি আমার প্রতি-আক্রমণ করা উচিত নয়?" শিবগামী জিজ্ঞাসা করে।

"যত ইচ্ছা লড়াই করো, কিন্তু তুমি কোনোদিন জয়ী হবে না। তুমি একটা প্রণালীকে পরিবর্তন করতে পারবে কেবল মাত্র সেই প্রণালীর অংশ হয়ে। তুমি এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে আছো যে সোজাসুজি চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছ। তোমার মাথায় শুধুমাত্র প্রতিশোধের চিন্তা আছে। কিন্তু এখানে থেকে, জীবন তোমাকে যে সুযোগ দিয়েছে তাকে ঝুকিপূর্ণ করে তুলছ। তুমি লড়াই করতে পারবে বা কোনো বিষয় তখনই পরিবর্তন করতে পারবে যখন তুমি জীবিত থাকবে।"

"আপনার দিন ভাল কাটুক, স্বামী। আপনি যদি যথাযত প্রমাণ খুঁজে পান, তাহলে আপনি জানেন আমি কোথায় থাকি।" মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম জানিয়ে শিবগামী স্কন্দদাসের কাছ থেকে চলে গেল।

তার মস্তিষ্কে তুমুল আলোড়ন চলছে। এক মুহূর্তের জন্য সে বিতর্কে জর্জরিত হয়ে পড়ে তিনি ঠিক বলছেন কি না। তার আন্তরিকভাবে বলা কথাগুলি শিবগামীর মাথায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, আবার তাঁর সতর্কবার্তাও অগ্রাহ্য করে দিতে পারছে না। তবুও সে পালিয়ে যেতে চায় না। সমস্যা থেকে কোনোদিন পালিয়ে যাবে না-থিম্মার উচ্চারিত কথা সে মনে করে। অনাথালয়ে ফিরে যাওয়ার পথে সে চিন্তা করে কীভাবে সে এই হুমকি ছড়িয়ে দেবে। আচমকাই সেই অনুপ্রেরণা তার মাথায় আসে। সে স্কন্দদাসের কাছ থেকে সেই পাণ্ডুলিপি চুরি করবে।

BanglaBook.org

ছাব্বিশ

কাটাপ্পা

একটা ঝাঁকড়া ডুমুর গাছের তলায় বসে কাটাপ্পা বনভূমির পরিষ্কার অংশে বৈতালিক যোদ্ধাদের অস্ত্র অনুশীলন দেখছিল।

বৈতালিকদের কাছে আসার কয়েক দিন পর্যন্ত কাটাপ্পা নিশ্চিত ছিল দাস-বন্দীকারীরা তাঁদের কুকুর নিয়ে তাঁকে ঠিক খুঁজে বের করবে। যখন কেউ তার খোঁজে এল না, সে একইসঙ্গে স্বস্তিও পেল আবার তার দুঃখও হল। সে স্বস্তি পেল কারণ তার ভাই সুরক্ষিত আছে; আর দুঃখ পেল কারণ তার মত একজন মূল্যবান দাসের অনুপস্তিতিও তার প্রভুর উপর কোনো প্রভাব ফেলল না। সে তাঁদের উদাসীনতা সম্পর্কে চিন্তা করতে চায় না- তার কিচ্ছু আসে যায় না, সে তো সবসময়েই এটা জানত – কিন্তু তবুও এটা কোথাও একটা মন খারাপ করে দিচ্ছে। তাঁকে এখনো তার পিতার জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সে অনেকগুলি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে চায় না। যেমন ভূতরায়ের দেখানো সেই ক্লেশদায়ক দৃশ্য।

এই তিন সপ্তাহ পরেও শিশুদের নরকঙ্কালের স্তুপ দেখার অভিঘাত তার মন থেকে মুছে যায় নি। কাটাপ্পা অবাক হয়ে ভাবে এরা কেমন ধরনের মানুষ যারা শিশুদের সঙ্গে এই রকম আচরণ করে। তার শুভবোধ আলোড়িত হয়ে গেছে। তার নিজের কাজকে আর ততটা পুণ্যের বলে মনে হচ্ছে না। বৈতালিকদের প্রতি, তাদের আতঙ্ক ছড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কে তার যে ক্রোধ ছিল তা সম্পূর্ন অন্তঃসারশূন্য বলে বোধ হচ্ছে। তার সাম্রাজের প্রত্যেক অভিজাতবৃন্দ এ কোন রহস্য বহন করে চলেছেন?

BanglaBook.org

তার দেখে অবাক লাগছে তার ভাই শিভাপ্পা কী দক্ষ যোদ্ধাতে পরিণত হয়েছে। তার ছোট ভাইকে দেখে গর্বে আর ভালবাসায় তার বুক ভরে ওঠে। ভাবতেই অবাক লাগছে যে যুবক ছেলেটি এখন রাগী মোরগের মত লড়াই করছে তাকেই কাটাপ্পা কোলে করে নিয়ে যেত পথ বিদূষকের রঙ্গতামাশা দেখানোর জন্য বা মন্দিরের দীঘিতে মাহুতরা হাতিদের স্নান করাচ্ছে দেখাতে। কয়েকদিন আগে পর্যন্তও সে একটা ছোট ছেলে ছিল যে সবসময় তার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াত। দাদার কাছে ছোট ভাই কি কোনোদিন বড় হয়? তার কাছে শিভাপ্পা চিরদিনই সেই ছোট ছেলেটাই রয়ে যাবে।

তলোয়ারের ঝনঝনানি আর ধনুকের টঙ্কার ব্যতীত বনভূমি নিস্তব্ধ। যোদ্ধারা চিৎকার করছে, পরস্পরের পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে, যারা নিজের লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি তাঁদের টিপ্পনী কাটছে, অব্যর্থ নিশানার জন্য হাততালি দিয়ে উঠছে। সূর্য ধীরে ধীরে তাদের মাথার উপর উঠে এসেছে। কাটাপ্পার হাত নিশপিশ করে একটা তলোয়ার ধরার জন্য, সেটিকে তার মাথায় উপর দিয়ে ঘোরানোর জন্য, বাঘের মত গুঁড়ি মেরে বুকে ঘাসে লেগে থাকা শিশির অনুভব করার জন্য, লাফ দিয়ে বাতাসে শরীর মোচড় দিয়ে ঘুরে, নিজের অস্ত্র সৌষ্ঠবপূর্ণ ভঙ্গিমায় চালিত করে নিজের পায়ে মাটিতে নেমে আসার জন্য। দুপায়ের ফাঁকে ঘোড়ার মত চাঞ্চল্য অনুভব করার জন্য, তার ন্যাড়া মাথায় বাতাসের স্পর্শ পাওয়ার জন্য, সে নিজের বল্লম নিয়ে কোনো যোদ্ধার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চায়।

অনেকদূরে নদীর অপর পার থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ সুর আর জনতার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। আর মাত্র নয় দিন পর মহামাকম, কাটাপ্পার মাহিষমতীর জন্য মন খারাপ করছে। যদিও,গৌরীপর্বতের উপর থেকে পড়া অঙ্গহীন শিশুদের শরীরগুলির দৃশ্য কল্পনা ব্যতিরেকে, গলিত মৃতদেহের দুর্গন্ধ অনুভব করা বাদ দিয়ে, পচাগলা ছোট্টো ছোট্টো হাত আধখাওয়া মুখের উপর বসে কাক শিয়ালের খাওয়ার আওয়াজ ছাড়া, সে নিজের প্রিয়তম নগরীর চিন্তা করতে পারছে না।

বৈতালিকদের কথা অনুযায়ী মাহিষমতী সাম্রাজ্যের এই অবিরাম চালিয়ে যাওয়া নৃশংসতা সম্পর্কে সে যত চিন্তা করছে, নিজেকে তত বেশী অসহায় বলে তার মনে হচ্ছে। বিজ্জলকে অমঙ্গলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলে চিন্তা করা থেকে সে

BanglaBook.org

নিজেকে নিবৃত করেছে। বৈতালিকদের বক্তব্য যদি সঠিক হয় তাহলে ধরে নিতে হয় বিজ্জল শুধুমাত্র পথভ্রষ্ট এক নির্বোধ। আর তার পিতা, সম্রাটের দেহরক্ষী হওয়ার সুবাদে কি চলছে সে সম্পর্কে যদি অবগত থাকেন... সেটা তাঁকে কীভাবে প্রভাবিত করবে?

কাটাপ্পা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে এসব যেন সত্যি না হয়, কিন্তু তার ভিতরে কোথাও, সে নিজেও জানে তার পিতা এসব জানবেন না, তা হতে পারে না। কিন্তু তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে তার পিতা সব জেনেশুনেও এই রাজতন্ত্রের সেবা করে আসছে, ঘুরিয়ে যার মানে করলে দাঁড়ায়, তাঁর সম্পর্কে শিভাপ্পার বলা প্রত্যেকটা কথা ঠিক ছিল। কিন্তু তার পিতা কোনো ভুল কাজ করতে পারেন না। হয়ত এই সমস্তই কোনো কুচক্রী দুর্নীতিগ্রস্থ কর্মচারীদের কাজ...কিন্তু সেটিও সম্রাটকে দায়মুক্ত করে না। বরঞ্চ এটি সম্রাটকে একজন অযোগ্য শাসক হিসাবে প্রতিভাত করে। কাটাপ্পা মনে মনে নিজের জিভ কাটে। সম্রাটের সম্পর্কে এইরকম কথা সে কীভাবে ভাবতে পারে? এ তো রাজদ্রোহ।

'রাজদ্রোহ' শব্দটি কাটাপ্পার মেরুদণ্ডে ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। তার ভাই মহামাকমের জন্য বিশাল কিছু পরিকল্পনা করছে। এমন নয় যে সে ভুলে গিয়েছে, কিন্তু ঘটনা হল সেই দিনটি দ্রুত এগিয়ে আসছে, আর সে এখনো পর্যন্ত বৈতালিকদের সঙ্গে আছে, তাকে এই উপলব্ধি করাচ্ছে যে তার পূর্বপুরুষদের নেওয়া সেই শপথের প্রতি অঙ্গীকার সত্ত্বেও তার মনের মধ্যে তা টলে গেছে, তার আনুগত্য সন্দেহভাজন হয়ে পড়েছে। আবার কাটাপ্পা ভেবে অবাক হয় কেন কোনো দাস বন্দীকারী তার খোঁজে এখনো এল না।

যদি সম্ভব হয় কাটাপ্পাকে আজই পালিয়ে যেতে হবে। তাকে তার ভাইকে নিজের মূর্খের মত স্বপ্ন ত্যাগ করার জন্য বোঝাতেই হবে। তাদের পিতার সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে সমস্ত কিছু স্পষ্ট করে জানতেই হবে। যদি তারা এরকম করে তাহলে হয়ত সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। শিভাপ্পাকে দেখে তাদের পিতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠবেন। আর তারা সঠিক সময়ে পৌঁছে তাদের পিতাকে এই আসন্ন প্রতিঘাত সম্পর্কে সতর্ক করতে পারবে।

BanglaBook.org

এই আত্মঘাতী অভিযান থেকে শিভাপ্পাকে কোনোক্রমে বুঝিয়ে নিরস্ত্র করার জন্য কাটাপ্পা তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল। কিন্তু ভূতরায় ক্রমাগত নিজের প্রহরীদের কাটাপ্পার কাছে রেখে দিয়েছে। তারা তার সঙ্গে জোঁকের মত চিটিয়ে রয়েছে, এমনকি সে যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাচ্ছে তারা তখনোও তাকে অনুসরণ করছে।

সে দেখল শিভাপ্পা খালি হাতেও চারজন যোদ্ধার উপর ভারী পড়েছে। তার ভাই লাথি মেরে দ্বিতীয় আক্রমণকারীর চিবুক মচকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আক্রমণকারীকে নিজের কাঁধের উপর দিয়ে উলটে ফেলে দিল। পরের দুজন চিৎকার করে তলোয়ার উঁচিয়ে দু পাশ থেকে একসাথে আক্রমণ করল। ধাতুর ঝলকানি দেখে কাটাপ্পার হৃৎপিণ্ড তার গলায় চলে এসেছে, কিন্তু তার ভাই শরীরে মোচড় দিয়ে ঘুরে ঝাঁপিয়ে তলোয়ারের আঘাত কৌশলে এড়িয়ে গেল। দ্বন্দ্বযুদ্ধের ঘূর্ণিঝড় পদ্ধতিতে তারা চারজনেই একসঙ্গে শিভাপ্পার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাটাপ্পা ভয়ে নিজের তক্তার ধার চেপে ধরে থাকে যতক্ষন না সেই চারজন চারদিকে ঘুরে পড়ে যায়। শিভাপ্পা নিজের বুক চাপড়ে একটা রক্ত হীম করা চিৎকার করতেই অন্যান্য বৈতালিকদের সঙ্গে কাটাপ্পাও হর্ষধ্বনি করে উঠল। *এইবার,* কাটাপ্পা চিন্তা করে।

এক ক্ষিপ্রগতিতে কাটাপ্পা নিজের বাম দিকে দাঁড়ানো প্রহরীর খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বের করে নিয়ে, গোড়ালির উপর ভর দিয়ে ঘুরে প্রথম প্রহরী কি হল বুঝে ওঠার আগেই সে তার ডানদিকের প্রহরীর তলোয়ার টেনে বের করে আনে। সবাইকে হতবাক করে সে শিভাপ্পার দিকে ছুটে গেল। সে শিভাপ্পার দিকে একটা তলোয়ার ছুঁড়ে দিতেই সে বাতাসের মাঝেই সেটি ধরে ফেলে।

“তোর দাদাকেও নিজের দক্ষতা দেখা,” কাটাপ্পা চিৎকার করে।

কাটাপ্পা দেখতে পায় যে প্রহরীরা তাদের দিকে ছুটে আসছিল ভূতরায় তাদের থামিয়ে দিয়েছেন। শিভাপ্পা হেসে বলে, “দাদা, তুমি এখনো অসুস্থ।”

“সম্রাটের প্রহরীরা এদের মত কোনো দুগ্ধপোষ্য শিশুর দল নয়,” বৈতালিক যোদ্ধাদের দিকে হাত দেখিয়ে কাটাপ্পা বলে ওঠে। তার অসমর্থনে একটা গর্জন ওঠে।

BanglaBook.org

ভূতরায়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কাটাপ্পা বলে, "তুমি হাঁচার আগেই তারা তোমার কিমা বানিয়ে ছেড়ে দেবে।"

"শিভাপ্পা, সরে যাও," ভয়ঙ্কর মুখ করে বলে ভূতরায় নিজের তলোয়ার বের করে আনেন। কাটাপ্পার মন ভেঙে যায়। সে চাইছিল তার ভাইকে এই টোপ গেলাতে, ভূতরায়কে নয়। একমাত্র এইভাবেই সে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবে।

"স্বামী, ইনি আমার দাদা। আমাকেই তাকে সামলাতে দিন," কাটাপ্পা তার ভাইকে বলতে শুনল। ভূতরায় নাক দিয়ে ঘোৎ করে আওয়াজ বের করে তলোয়ার আবার কোষের ভিতর ঢুকিয়ে নিলেন।

দুই ভাই একে অপরকে ঝুঁকে অভিবাদন জানিয়ে মাটি স্পর্শ করে প্রণাম করতেই বৈতালিকরা তাদের চারপাশে বৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে গেল। তারা কয়েক পা পিছিয়ে গিয়েই মুখোমুখি ছুটে এল, তাদের অস্ত্র পারস্পরিক সংঘাতে ঝনঝনিয়ে ওঠে। তারা নিজেরদের তলোয়ারের ভোঁতা দিকটি বুক দিয়ে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

"এই বোকামি অনেক হয়েছে। বাড়ি ফিরে যাই চল," কাটাপ্পা ফিসফিস করে বলে।

"শীঘ্রই আসব," আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে তার ভাই নিজের তলোয়ার পিছিয়ে নেয়। "এই মহামাকমে, তোমাদের সম্রাটকে হত্যা করতে।"

কাটাপ্পা তার ভাইয়ের আঘাত প্রতিহত করে ঘুরে গিয়ে তার ভাইয়ের তলোয়ার মাটিতে চেপে ধরে। তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে। "নিজেকে মেরে ফেলিস না।"

তার ভাই তাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে পিছিয়ে গিয়ে কাটাপ্পার আঘাত এড়ানোর জন্য ঝাঁপ দিয়ে নিজের তলোয়ার চালনা করে মাটিতে এসে নামে। "এখানে থাকো আর নিজেকে বাঁচাও। দাদা, তুমি ভান করে চলার পক্ষেও যথেষ্ট দুর্বল।"

কাটাপ্পা তার উত্তরে অকস্মাৎ একঝাঁক আঘাত হানে। প্রতিটি আঘাত সুকৌশলে ঠেকানো হয় এবং হিংস্রতার সঙ্গে তাদের প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়। অনেক

BanglaBook.org

দিন পর কাটাপ্পার নিজেকে জীবিত বলে বোধ হচ্ছে। সে নিজের ভাইকে আঘাত না করার সযত্ন প্রয়াস করছে, যদিও শিভাপ্পা সেরকম কোনো দাক্ষিণ্যই করছেনা। *তাতে কিছু আসে যায় না,* কাটাপ্পা চিন্তা করে। *সে তবু আমার ছোট ভাই, একটা ছোট্টো ছেলে।* কিন্তু সে তার ভাইয়ের প্রতিটি আঘাত নিশ্চিতরূপে প্রতিহত করছে। প্রতিটি আঘাত হয় এড়ানো হচ্ছে নয় প্রতিঘাত করা হচ্ছে। পদক্ষেপের পরিবর্তে পদক্ষেপ, আঘাতের পরিবর্তে প্রতিঘাত, চতুর্দিক থেকে বৈতালিকদের উল্লাসের মাঝে এই দুই দাস লড়াই করে চলে। দ্রুতই দুই ভাই ঘেমে স্নান করে যায়, হাঁপিয়ে ওঠার ফলে কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না। আস্ফালনের উত্তরে আস্ফালন দেওয়া হচ্ছে, তর্জনের উত্তরে গর্জন, অভিশাপের উত্তরে বলা হচ্ছে অশ্লীল শব্দ। এদিক সেদিকে কয়েকটি ক্ষত একম কিছু ক্ষতি করবে না, কাটাপ্পা চিন্তা করে, আর তার ভাইকে প্ররোচিত করতে এর দরকারও আছে। সে দুর্বল হয়ে পড়ার ভান করে তারপরেই যখন তার ভাই তাকে আঘাত হানে সে কেউটে সাপের মত তাকে তলোয়ারের ছোবল মারে। শিভাপ্পার শরীরে প্রথমবার রক্ত বেরিয়ে আসতেই সে রাগে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। *সে এখনো আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছোট ভাই,* কাটাপ্পা মৃদু হাসে, আর পরের আঘাতে তার মুখের কাছে আগুনের ফুলকি উড়িয়ে দেয়।

"তুই এখনো বাচ্চা ছেলেই রয়ে গেলি, শিভাপ্পা," সে বলতেই প্রত্যুত্তরে পাঁজরে একটা লাথি পায়। কাটাপ্পা পড়ে যেতেই ঠিক যখন তার ভাইয়ের তলোয়ার তার গলার খুব কাছে চলে এসেছে তখন সে গড়িয়ে সরে গেল। এক মুহুর্তের জন্য কাটাপ্পা রেগে ওঠে। শিভাপ্পার এইরকম করা উচিত নয়। এটি দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়ম বিরুদ্ধ।

"তুই অন্যায্য ভাবে খেলছিস," কাটাপ্পা আবার গড়িয়ে যায়।

"জীবন আমাদের সঙ্গে কবে ন্যায় করেছে? একই ভাবে প্রতিদান দেওয়ার সময় এসেছে।" শিভাপ্পা আক্রমনাত্মকভাবে বলে।

"পিতা আমাদেরকে এই শিক্ষা দেন নি," কাটাপ্পা আবার উঠে দাঁড়িয়ে শিভাপ্পার কাঁধে ছোটো ক্ষত করে দেয়।

"তিনি আমাদের অনেক ভুল জিনিস শিখিয়েছিলেন," শিভাপ্পার গতিবিধি এখন আরও আক্রমনাত্মক হয়ে উঠেছে। সে এবার কাটাপ্পাকে বিক্ষুব্ধ ভাবে তলোয়ার

BanglaBook.org

চালিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে। কাটাপ্পা পিছিয়ে যায়, আর দর্শকরা এই দুই যোদ্ধাকে জায়গা দিতে ভাগ হয়ে সরে যায়। তারা ক্রমাগত পরস্পরের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে চলেছে। আর মাত্র কয়েক পা, তাহলেই তারা খোলা জায়গাটি উন্মুক্ত করে দেবে। কাটাপ্পা বৈতালিকদের অপাঙ্গে দেখে নিল। তারা এই লড়াইয়ের মধ্যেই মজে আছে। তার ভাইকে দেখে আর মনে হচ্ছে না সে লড়াই করছে অনুশীলনের জন্য। কাটাপ্পার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল, সে বুঝতে পেরেছে তার ভাই তাকে হত্যা করার জন্য এই লড়াই করছে। ভূতরায় তাকে এক অস্ত্রে পরিণত করেছেন। তার ভাইকে বাঁচাতে গেলে তাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। কাটাপ্পা তার ভাইকে নিজের কাঁধে ক্ষত করতে দেওয়ার সুযোগ দিল। প্রত্যাশা অনুযায়ী তলোয়ারের কিনারা তার ডান কাঁধে এসে গেঁথে যায়, সে নিজের তলোয়ার ফেলে দিয়ে বাম হাত দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে। তার আঙুল গড়িয়ে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত স্রোত নেমে আসছে। কাটাপ্পা অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ভান করে। তার ভাই তলোয়ার ফেলে দিয়ে ছুটে এসে সে মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগেই তাকে ধরে ফেলল। কাটাপ্পা নিমেষের মধ্যে শিভাপ্পাকে চেপে ধরে তাকে ঘুরিয়ে দিয়ে তার ঘাড়ে নিজের তর্জনী দিয়ে খোঁচা মারে। শিভাপ্পা নড়াচড়া করার ক্ষমতা হারিয়ে ঢলে পড়ল।

ভাইয়ের বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে কাটাপ্পা বলে, "এমন কিছু ভালো শিক্ষাও আছে যা পিতা আমাদের শিখিয়েছেন। মর্মবিদ্যা, মানুষকে পক্ষাঘাতী করার কৌশল, তাদের মধ্যে অন্যতম।" তার ভাই কিছু বলতে যায়, কিন্তু গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হয় না। কাটাপ্পাকে দ্রুত সব কিছু করতে হবে- কিছুক্ষনের জন্য মাত্র তার ভাই পক্ষাঘাতী হয়ে থাকবে। বৈতালিকরা এখন তাদের দিকে ছুটে আসছে। কাটাপ্পা তার ভাইকে কাঁধে তুলে ঘন ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। সে শুনতে পায় বৈতালিকরা তার পিছনে ধাওয়া করেছে। একটা তীর বাতাস কেটে তার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। ঝোপঝাড় পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে আঁকাবাঁকা ভাবে কাটাপ্পা ছুটে চলেছে। গাছেরা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠছে। তার ভাই নিস্তেজ হয়ে তার কাঁধের উপর পড়ে আছে। তার পা ব্যথা করতে শুরু করেছে, তবু এখন আর থামার সময় নেই। সে ছুটতে ছুটতে পিছনে তাকায় আর সামনে

BanglaBook.org

একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। তার ভাই মাটিতে গড়িয়ে গেল। সে দ্রুত নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ছুটে তার ভাইকে আবার তুলতে যায়, ঠিক তখনই ঝোপ ভেঙে একজন যোদ্ধা এসে উপস্থিত হয়। কাটাপ্পা তৎক্ষণাৎ তার ঘাড় ধরে তাকে তুলে নিয়ে সবলে মাটিত আছড়ে ফেলে। সে নিজের ভাইকে তুলে নিয়ে বাম দিকে ঘুরে অন্ধের মত এক কাঁটা ঝোপের ভিতর দিয়ে ছুটতে শুরু করে। আচমকা তার পায়ের তলা থেকে পৃথিবী মুছে গেল।

গাছপালা মাড়িয়ে, ডালপালার উপর দিয়ে লাফিয়ে তছনছ করে সে পড়ে যাচ্ছে, আর ক্ষণমাত্র সময়ে, চোখের পলক পড়তে যতক্ষন, সে স্থির হয়েই আবার পড়তে শুরু করে। তার কাঁধ প্রথমে মাটিতে আঘাত করতেই পাঁজর বেয়ে যন্ত্রণা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে, পৃথিবী কখনো তার উপরে আকাশ নীচে,তার মুখের ভিতরে ঘাস ঢুকে যাচ্ছে, সে ভাবলেশশূন্য হয়ে গেছে। সে একটা পাথরে এসে সজোরে ধাক্কা খেতেই সবকিছু ঘন তমসায় ডুবে যায়। সে চোখ খুলতেই দেখে সে একটা উঁচু পর্বতের খাদের ধারে রয়েছে। নীচে গর্জনশীলা নদী বহুদূরবর্তী সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। *শিভাপ্পা, শিভাপ্পা কোথায় গেল?* সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এক মুহুর্তের জন্য তার মনে হয় তার ভাই হয়ত নদীতে পড়ে গিয়েছে আর নদী তাকে গ্রাস করে নিয়েছে। পর্বতের ঢাল ভয়ঙ্কর ভাবে কিনারা অভিমুখী। তিনশো হাত নীচে উন্মত্ত নদীর দিকে নেমে গেছে। সে পিঠ পেতে ঘুরে যন্ত্রণা ও আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায় ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। নদীর দিকে তাকিয়ে সে নিজের ভাইয়ের নাম ধরে চিৎকার করে ডেকে ওঠে, কিন্তু তার নিজেরই বিপন্ন কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি তার কানে এসে পৌঁছায়। নদী তাকে বিদ্রূপ করে হেসে ওঠে। সে ক্রমাগত নিজের পাশে মাটিতে ঘুষি মেরে চলে। সে পিছন ঢাল বেয়ে নেমে তার ভাইয়ের চিহ্ন পরীক্ষা করতে যাবে, ঠিক সেই সময় তার মনে হল সে যেন উপর দিক থেকে কোনো শব্দ পেল।

ওই যে, কাটাপ্পা নিজেকে বলে, এটা সেই হবে। ওই ওইখানে সে। বা এটা কি কোনো পাথরের পতনের শব্দ? "হে ঈশ্বর, এটা যেন আমার ভাই-ই হয়, হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর," প্রার্থনা করতে করতে সে ঢাল বেয়ে উঠতে থাকে। সে হাঁটু গেড়ে পড়ে যায় এবং আবার পিছলে পড়ে, তার আঙুল মরিয়া হয়ে মাটিতে কিছু আঁকড়ে ধরার

BanglaBook.org

চেষ্টা করছে। মাটি তাকে বিনা দ্বিধায় ঘাস দান করে, আর সে আরও নিচের দিকে গড়িয়ে পড়তে থাকে। পড়ন্ত সূর্যালোকে তার মনে হল সে একটা কুণ্ডলী পাকানো মূর্তি দেখতে পেয়েছে যা কোনো রকমে খাদের গা থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা পাথরে আটকে পতন থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। কাটাপ্পা কোনো ক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ঝোপঝাড়, তৃণভূমির ফাটল আঁকড়ে ধরে পাহাড় বেয়ে ছুটে উঠতে থাকে। আলগা হয়ে যাওয়া পাথরগুলি বাচ্চাদের মত ঘাসের উপর লাফাতে লাফাতে নিচের গর্জনরত নদীর গহীনে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কাটাপ্পা সেই পাথরের কাছে পৌঁছে নিজেকে টেনে তোলে। তার ভাই পিঠ পেতে পড়ে আছে, তার স্থির চোখ আকাশে ভ্রাম্যমান মেঘের দিকে তাকিয়ে।

"শিভাপ্পা, শিভাপ্পা," তার ভাইয়ের গালে আলতো হাতে চাপড় মারতে মারতে কাটাপ্পা আর্তনাদ করে ওঠে। সে তার ভাইয়ের কাঁধ ঝাঁকিয়ে কেঁদে ফেলে, "এ মা, শিভাপ্পা, শিভাপ্পা, ওঠ, ভাই। আমি এ তোর সঙ্গে কী করে ফেললাম? না, না!"

কাটাপ্পা তার ভাইয়ের শরীরের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে পিছিয়ে গিয়ে বসে থাকে। তখন সে মর্মোপলব্ধি করে দুহাত দিয়ে নিজের কপাল চাপড়ায়, "হায়, আমি তোকে মেরে ফেললাম,ও মা গো, আমি তোকে মেরে ফেললাম, ভাই। হে ঈশ্বর, আমাকে শাস্তি দাও। আমি এক নরাধম। আমি আমার ভাইকে হত্যা করেছি।"

একটা ঈগল পাখি তীক্ষ্ণ চিৎকার করে আকাশে বৃত্তাকারে ঘুরছে। ঘাসেদের আনত করে তৃণভূমির উপর দিয়ে হাওয়া বয়ে চলেছে। তার চোখের পাতা কি এই হাওয়ায় নড়ে উঠল, নাকি পড়ন্ত রোদ তার মনোবেদনা নিয়ে খেলা করছে? কাটাপ্পা কান্না থামিয়ে তার ভাইয়ের নিস্তেজ শরীরের দিকে এগিয়ে যায়। সে হাঁটু মুড়ে বসে আবার তাকে ধরে ঝাঁকায়। প্রত্যাশার বিরুদ্ধে আশা করে সে তার ভাইয়ের বুকে কান পাতে।

BanglaBook.org

কাটাপ্পা অনুভব করে একটা শক্তিশালী মুঠো তার ঘাড়ে ধরে তার মুখ নিচের দিকে নামিয়ে আনছে। স্তম্ভিত হয়ে সে ফসকে যেতে চায়, আর দেখে সে শিভাপ্পার চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ব্যথাটা শুরু হয় পিঠে সামান্য খোঁচার মত করে, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তার প্রত্যেক স্নায়ু বেয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে

পড়ে। কাটাপ্পা বুঝতে পারে এটা কী ঘটছে। সে ছুরিবিদ্ধ হয়েছে। ছুরিবিদ্ধ হয়েছে নিজের ভাইয়ের হাতে।

তার ভাই নিজেকে কাটাপ্পার তলা থেকে বের করে এনে তার উপরে দাঁড়ায়। তার মাথা রক্তিম সূর্যকে আড়াল করে রেখেছে। সারা শরীরে উষ্ণতা ছড়িয়ে কাটাপ্পার বুক বেয়ে রক্তস্রোত গড়িয়ে পড়ছে। নিজের রক্তের গন্ধ তাকে অর্ধচেতন করে দেয়। তার চোখের সামনে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। তার ভাই তার সাথে ছলনা করেছে, তার পিঠের পিছনে ছোরা মেরেছে। *কেন, আমার ছোট্টো ভাই, কেন?* সে জিজ্ঞাসা করতে চায়।

"আমাদের পিতা মর্মবিদ্যার থেকেও অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন, দাদা," তার ভাইয়ের কণ্ঠস্বর বহু দূরাগতের মত শোনায়। "তিনি শিখিয়েছিলেন আমাদের কর্তব্য সমস্ত কিছুর উর্ধে, এমনকি রক্তের সম্পর্কেরও উর্ধ্বে।"

কাটাপ্পা কিছু বলতে যায়, কিন্তু সে চেতনার ভিতরে বাইরে সাঁতার কেটে চলেছে।

"আমার কর্তব্য আমার জাতির প্রতি। আমার লক্ষ্য হল দাসেদের মুক্তি। তার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি।"

কাটাপ্পা তার ভাইয়ের কথায় মনোযোগ দিতে চায়, কিন্তু মনে হয় অনেক নীচে নদীর গর্জনের সাথে, তার কাছের ঘাসের মর্মরধ্বনির সঙ্গে তা মিশে যাচ্ছে। সে পিছলে নেমে যাচ্ছে। এখন সে গড়িয়ে পড়ছে, কখনও সে ভিজে ঘাসের গন্ধ পাচ্ছে, কখনও আকাশের বিস্তৃতির। কাটাপ্পা খাদের কিনারায় এসে থেমে গেল। নদীর আড়াআড়িতে একটা বাঁকা রামধনু। *মৃত্যুর জন্য কি অপরূপ সন্ধ্যা,* তার ভাই তার দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য যতদূর যেতে হয় আমি যাব," শিভাপ্পা বলে। তার ভাইয়ের কণ্ঠস্বর। কাটাপ্পা তার ছোট ভাইয়ের উপর খুব গর্ব বোধ করছে। সে আবার একবার তার হাত দুটো ধরতে চায়।

"আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না, কারণ আমার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত স্বার্থের বহু উর্ধে। শিভাপ্পার কথা কী প্রেরণাদায়ক। *আমার ভাই একজন বীরপুরুষ,* কাটাপ্পা চিন্তা করে। তারা এখন খুব ছোট, গোচারণ ক্ষেত্র দিয়ে ছুটছে, হাসছে, চিৎকার

BanglaBook.org

করছে। তৃণভূমির মধ্যে খরগোসে পিছনে ধাওয়া করেছে। তাদের পিতার সামনে কাঠের তলোয়ার নিয়ে দুজনে খেলছে।

দৃশ্যকল্প, স্মৃতি, মূল্যহীন, মূল্যবান। অনেক নীচে নদী হাসছে। রামধনু কেঁপে উঠছে।

কাটাপ্পা বুঝতে পারল তার ভাইয়ের হাত তাকে তুলে নিয়েছে। সে তার ভাইয়ের চোখের দিকে সমস্ত ভালোবাসা একত্রিত করে তাকিয়ে থাকে। তার ভাই কাঁদছে। *শিভাপ্পা, সোনা আমার, কাঁদে না,* সে বলতে চায়। সে নিজের হাত তুলে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে চায়, কিন্তু সে খুব পরিশ্রান্ত।

"দাদা, আমাকে ক্ষমা কোরো।"

তার ভাইয়ের কথায় উত্তর দিতে যাওয়ার আগেই কাটাপ্পা বাতাসে ভেসে নামতে শুরু করে। তার ভাই পর্বতের খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার পড়ে যাওয়া দেখছে। ক্রমে সে ছোটো থেকে আরও ছোটো হয়ে যাচ্ছে। সে পড়তেই রামধনু ভাগ হয়ে গেল, যেন দাসের কালো শরীর স্পর্শ করতে সে ভয় পেল। তার ত্বকের রঙ নিয়ে নদীর কোনো দ্বিধা নেই। তার কাছে যেই আসে সে সকলকে আলিঙ্গন করে নিজের হৃদয়ে স্থান দেয়। নিজের অগুনতি হাত পাথরের উপর আঘাত করে হাসতে হাসতে নদী তার নীচে নেমে আসার অপেক্ষা করছে। সেই নদী যার হৃদয় পাথর দিয়ে তৈরি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সাতাশ

পরমেশ্বর

এক বর্ষণমুখর দিনে মহাপ্রধান পরমেশ্বরের কক্ষে থিম্মা প্রবেশ করলেন। তাঁর সহকারী রূপকের সাথে কাজে ব্যস্ত মহাপ্রধান থিম্মাকে আসন গ্রহণ করার জন্য ইশারা করেন। থিম্মা আসনের একধারে বসে বিহ্বলভাবে তাঁর সামনের কাষ্ঠাধার আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। পরমেশ্বরের আসনের পিছনে বিশাল জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি ঘরের ছাদ বেয়ে অবিচ্ছিন্ন সুতোর মত করে ঝরে পড়ছে। বৃষ্টি থিম্মাকে বিষণ্ন করে তোলে। *বৃষ্টি হল ঈশ্বরের দুঃখ,* ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আর আবছায়ার মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া প্রাসাদের বাগানের দিকে তাকিয়ে তিনি চিন্তা করলেন। ছেলেবেলায় বৃষ্টির অর্থ ছিল অবাধ আমোদ; যৌবনে এর অর্থ প্রণয়, মধ্য বয়সে বৃষ্টি মানে প্রতিদিনের জীবন ধারনে ঝঞ্ঝাট ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু একজনের জীবনের শেষ কয়েক দিনে বৃষ্টি ধারণ করে তার অশুভতম অবতার।

থিম্মা জানতেন একদিন না একদিন এই মুহূর্তটি এসে উপস্থিত হবেই; তাঁর বন্ধু দেবরায়ের মৃত্যুর পর থেকে তিনি প্রত্যেক মুহুর্তে এর আশঙ্কায় ছিলেন। এখন তিনি দেবরায়কে আরও ভাল করে উপলব্ধি করতে পারছেন। তিনি শেষবারের মত প্রার্থনা করতে এসেছেন যাতে তিনি যেসব বিষয়ের জন্য দাঁড়াতেন তাঁকে যেন সেগুলির বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য না করা হয়।

বইয়ের স্তূপ আর এই বৃদ্ধের ভাতঘুমের জন্য এক কোণে রাখা একটি আরাম কেদারা ব্যতীত কক্ষটি আসবাবপত্র বিহীন। আরাম কেদারার পাশে রাখা একটি জিনিসের উপর থিম্মার নজর পড়ে। তিনি উঠে সেদিকে এগিয়ে যান। একটা খেলনা

BanglaBook.org

হাতি, অপরিণতভাবে তৈরি, যেন কোনো শিশুর হাতের বানানো। মাহিষমতীর প্রধান মন্ত্রীর কক্ষে এটিকে একদমই বেমানান লাগছে। থিম্মা সেটি হাতে তুলে নিলেন। যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙুল দিয়ে এটিকে আকার দান করা হয়েছে, এর গায়ে এখনো তার ছাপ আছে। এর মধ্যে পারিবারিক জীবনের এতটাই স্নেহময়তা, শৈশবের নিষ্কলুষতা রয়েছে যে এক মুহূর্তের জন্য তাঁর অখিলার কথা মনে পড়ে গেল। থিম্মা মনে হল তাঁর গলায় কিছু আটকে গেছে।

"আমার নাতির, থিম্মা," পরমেশ্বর বললেন। মহাপ্রধানের পদপরিচায়ক সীলমোহর মারা তালপাতার গাঁটরি নিয়ে রূপক চলে গেল। পরমেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে নিজের হাঁটার লাঠি হাতড়ে নিয়ে থিম্মার দিকে এগিয়ে এলেন। থিম্মার হাত থেকে তিনি সেই হাতিটি নিলেন, তাঁর মুখে এক সৌম্য হাসি ফুটে রয়েছে। পরবর্তী কয়েক নিমেষ তিনি তাঁর নাতিনাতনি দের কথাই বলে গেলেন। থিম্মা দাঁড়িয়ে শুনছেন, সেই গল্প তাঁর হৃদয় কে আরও ভারাক্রান্ত করে তুলছে। বাইরে অবিরাম ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। অবশেষে যখন পরমেশ্বর তাঁর আগমনের কারণ জানতে চাইলেন, থিম্মা অস্বস্তি বোধ করেন। কিন্তু তিনি জানেন তাঁকে এই অস্বস্তি দ্রুত কাটিয়ে উঠতে হবে, তা না হলে তিনি সাহস হারিয়ে ফেলবেন।

থিম্মা মৃদুস্বরে বলে, "স্বামী, আমি পদত্যাগ করছি। আমি এই কাজ করতে পারব না।"

পরমেশ্বর থিম্মা দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়েন, "যদি এটা সত্যিই এত সহজ হত..."

"আপনি আপনার নাতিনাতনিদের জন্য এত গর্বিত স্বামী। তাহলে আপনি অন্যদের কষ্ট কেন বুঝতে পারছেন না? এমন অনেক ঠাকুরদা আছেন যাঁরা নিজেদের নাতি হারিয়েছেন, এমন অনেক মা আছেন যাঁরা নিজেদের সন্তান হারানোর পর উন্মাদ হয়ে গেছেন।"

"থিম্মা, এই সমস্তই আমাদের দেশের নিমিত্তে। আপনি যদি করতে না চান, তাহলে অন্য কেউ এটা করবে। একমাত্র আপনিই এটা সমবেদনার সাথে করতে পারেন," পরমেশ্বর সহানুভূতি নিয়ে বলেন।

"না, আমি পারব না।"

BanglaBook.org

"গৌরীকান্ত পাথর এখন যে কোনো সময় গুহাভূমিতে এসে পৌঁছে যাবে, থিম্মা। মহামাকমের আর মাত্র কয়েকদিন বাকী। তাদেরকে নদীর পার করে নিয়ে এসে সুরক্ষিতভাবে কর্মশালায় পৌঁছে দেওয়া তোমার কর্তব্য। মাহিষমতী এবং তার প্রজাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এর উপরেই নির্ভর করছে। আমাদের সভ্যতা সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য গৌরীকান্তের কাছে ঋণী রয়েছে। দেশের স্বার্থে তোমাকে এটি করতেই হবে, মিত্র।" পরমেশ্বর থিম্মার কাঁধে হাত রাখতে গেলেন, কিন্তু থিম্মা ঝাঁকি দিয়ে তাঁর হাত সরিয়ে দিলেন।

"এবারে কেন শেষতম বার হতে পারে না? আমরা কেন ছেলেদের ছেড়ে দিতে পারি না? আমাদের জন্য তারা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে। কেন আমাদের তাদের সকলকে হত্যা করে আবার নতুন একঝাঁক ছেলে প্রতি বারো বছর অন্তর নিয়োগ করতে হবে?"

"এটাকে হত্যা বলে না, থিম্মা। মা গৌরীর জন্য এটা এক উৎসর্গ, মাহিষমতীর জন্য, আর..."

"স্বামী, আপনি যা বলছেন তা নিজেও বিশ্বাস করেন কি?" থিম্মার চোখ রাগে জ্বলছে।

"বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য কয়েকজনকে বলিদান দিতেই হয়। সৈন্যরা কি দেশের জন্য নিজেদের জীবনের বলিদান দেয় না, থিম্মা?"

"স্বামী, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন," বলে থিম্মা পরমেশ্বরের হাত থেকে খেলনা হাতিটি নিলেন। "এইটিকে যে ক্ষুদ্র হাত তৈরি করেছে, আপনি কি তাকে দিয়ে খনিতে গৌরীকান্ত খনন করাতে পারবেন?"

পরমেশ্বর রাগে কেঁপে ওঠেন। এক মুহুর্তের জন্য তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল। তিনি থিম্মার হাত থেকে হাতিটি ছিনিয়ে নিয়ে নিজের লাঠি দিয়ে দরজার দিকে নির্দেশ করলেন, "বেরিয়ে যান, এই মুহুর্তে বেরিয়ে যান!" তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

"বলিদান কি তৈরিই হয়েছে অন্যদের দিয়ে দেওয়ানোর জন্য, প্রভু? যেমন দরিদ্র, অসহায়, সর্বহারা, নিম্নবর্ণের সন্তানদের জন্য-"

BanglaBook.org

"আমি আর এই কথোপকথন চালাতে রাজী নই। আমি আপনাকে বন্দী করাবো," প্রচন্ড রাগে পরমেশ্বরের ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে।

"আর দেবরায়ের মত আমাকেও ঝুলিয়ে দেবেন? অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য? আমি সানন্দে মৃত্যুবরণ করতে রাজী আছি, কিন্তু এই পাপাচার আমি করব না।" থিম্মা বৃদ্ধ মানুষটির দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

"আপনার মনে হয় এটা এতটাও সহজ? অ্যাঁ? আপনার মনে হয় আপনি বীরপুরুষ হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করবেন? গতবার যখন সম্রাট দেবরায়কে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন, এই আমিই সম্রাটের কাছে তার কন্যার জীবনদানের আবেদন করেছিলাম। নিয়ম হল রাজদ্রোহের জন্য সমগ্র পরিবারকে মৃত্যুদণ্ডে ঝুলিয়ে দেওয়া, থিম্মা। এটা মনে রাখবেন। যদি সম্রাট আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন, তখন আপনাকে রক্ষা করার জন্য আমি আমার কড়ে আঙুল পর্যন্ত নাড়াবো না।"

পরাভবে থিম্মার কাঁধ অবনমিত হয়ে গেল। তিনি পরমেশ্বরকে আড়ষ্ট ভাবে প্রণাম জানিয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ না করে বেরিয়ে গেলেন।

গুহার মত কক্ষে পরমেশ্বর দাঁড়িয়ে রইলেন, একাকী, অভিশাপগ্রস্থের মত। তাঁর আঙুল খেলনা হাতিকে আদর করে। বাইরে বৃষ্টি সর্বশক্তি সমন্বয় করেছে, একটা পাল্লা খোলা জানলা সজোরে কবজার সঙ্গে আঘাত করল। তিনি নিজেকে আরাম কেদারার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে তাঁর মধ্যে ধ্বসে পড়লেন। থিম্মার বলা কথাগুলি তাঁর বুকে গুরুভার হয়ে চেপে বসে রয়েছে। থিম্মা যে প্রশ্ন তাঁকে করে গেলেন সেই প্রশ্ন তাঁর নিজেরও। তিনি এর উত্তর জানেন। তাঁর হৃদয়ের গভীরে তারা প্রোথিত আছে। তাঁর মস্তিষ্ককে জোরপূর্বক এই বিশ্বাস করিয়ে তিনি নিজেকে বোকা বানিয়ে রেখেছেন যে তিনি এই কাজ দেশের জন্য করছেন। তিনি কেবল মাত্র তাঁর কর্তব্য করছেন, এই ধারনা দিয়ে তিনি এতদিন পর্যন্ত তাঁর বিবেকের কণ্ঠরোধ করে রেখেছিলেন।

কেন তিনি তাঁর নাতিকে গৌরীপর্বতে কাজ করাতে পাঠাবেন না, আজ থিম্মার করা এই প্রশ্ন শাবলের মত জোর দিয়ে তাঁর বিবেকের দরজা খুলতে বাধ্য করে দিয়েছে। অন্য কোনো মানুষ এই কথা বললে তিনি সেটি অপমান বলে ধরে নিতেন।

সেই ব্যক্তি যেন চিরজীবনের মত ধ্বংস হয়ে যায় তিনি সেই ব্যবস্থাও গ্রহণ করতেন। কিন্তু থিম্মার মত এক সৎ, বিবেকনিষ্ঠ মানুষের কাছ থেকে আসা এই কথা যেন তাঁর মুখের সামনে কোনো আয়না তুলে ধরেছে, আর কোনো অচেনা মুখ তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তিনি যা দেখছেন তা মোটেও পছন্দ করছেন না। পঞ্চাশ বছর আগে, তিনি যখন মাহিষমতীর সেবায় নিযুক্ত হন তখন তাঁর লক্ষ্য কখনোই এটি ছিল না। তাঁর অত্যুচ্চ উদ্দেশ্য ছিল; তিনি নিজের সহমর্মিতা ও পাণ্ডিত্যের উপর গর্বিত ছিলেন। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক যুদ্ধ লড়েছেন, তাঁর পেশায় অগ্রগতির জন্য ভাল জিনিসের সাথে অনেক খারাপ জিনিসও করেছেন, এবং অবশেষে তিনি তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়েছেন; তিনি মাহিষমতী সাম্রাজ্যের মহাপ্রধান হয়েছেন। তাঁর জীবনের এটিই দুঃখদায়ক ঘটনা। পিছনে তাকাতে গেলে, তিনি চিন্তা করেন অন্তত একবারের জন্যেও যদি দেবরায়ের মত সাহসিকতা দেখাতে পারতেন। আজ যেমন থিম্মা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলে গেলেন এত হৃদয়হীনের মত কাজ তিনি করবেন না, যদি একবারের জন্য সেই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারতেন।

তিনি একজন কাপুরুষ, পরমেশ্বর নিজেকে বললেন। অর্ধ শতাব্দী জীবিকা নির্বাহ করার পর এই উপলব্ধি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তাঁর স্ত্রী ঠিকই বলেন। সবকিছু ছেড়ে পদত্যাগ করার সময় এসেছে। তিনি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে খেলনা হাতিটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি সেটিকে কেদারার পাশে নামিয়ে রেখে চিন্তা করলেন, তাঁর আরও বেশী সময় তাঁর নাতিনাতনিদের সঙ্গে ব্যয় করা উচিত। থিম্মার বলে যাওয়া দরিদ্রদের নাতিনাতনিদের কথা তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উঠে এলে অটল সংকল্প নিয়ে তিনি তাদের ঠেলে নামিয়ে দিলেন। তিনি যদি এইভাবে চিন্তা করতে থাকেন তাহলে তাঁর মনে কোনো শান্তি থাকবেনা। *আমি কেবল কাপুরুষই নই, স্বার্থপরও*, ব্যথিত ভাবে তিনি চিন্তা করেন। রূপককে ডাকার জন্য তিনি ঘন্টার দিকে হাত বাড়ালেন। তাঁর হাত খেলনা হাতিতে লাগতেই সেটি পড়ে গিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে গেল।

যখন রূপক কক্ষে প্রবেশ করল তখনও তিনি সেই ভাঙা টুকরো গুলির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও শীতল।

BanglaBook.org

"স্বামী?" রূপক মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করে।

পরমেশ্বর বেশ কষ্ট করেই তাঁর সহকারীর দিকে ঘুরলেন। তিনি কৃতজ্ঞ যে কক্ষে কোনো আলো নেই। রূপক যদি তাঁর চোখের জল দেখে ফেলত তাহলে তিনি বিব্রত বোধ করতেন।

"সম্রাটের সঙ্গে এই মুহুর্তে একটি সাক্ষাতের ব্যবস্থা করো। আর, স্কন্দদাসকেও ডেকে আনো।"

"হ্যাঁ, স্বামী।" রূপক যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ায়। সে দরজার কাছে থমকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "আর যদি তাঁরা কারণ জিজ্ঞাসা করেন আমি কী বলব?"

উত্তরে পরমেশ্বর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, রূপককে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তিনি বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। বৃষ্টির জলে তাঁর অন্তরের ভার ধুয়ে যাওয়ার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন। রূপক ধৈর্য ধরে বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। অনেক দূরে গৌরীপর্বতের শৃঙ্গ মেঘের মধ্যে লুকিয়ে।

কোনো বৃষ্টি বা এমনকি গঙ্গার সমস্ত জল আমার পাপ ধুয়ে ফেলতে পারবে না। আমার হাতে কত শত নিষ্পাপ মানুষের রক্ত লেগে। হে মা গৌরী, আমাকে রূঢ়ভাবে বিচার কোরো না, আমি নির্বোধ ছিলাম, মা গৌরী, পরমেশ্বর আপন মনেই বলেন।

"স্বামী?" রূপক তাঁকে প্রশ্ন টি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আবার ডাকে।

মুখে একটা তিক্ত হাসি নিয়ে পরমেশ্বর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ান। "সম্রাটকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই; আমি নিজেই তাঁকে বলব। স্কন্দদাসকে বলবে পরমেশ্বর পদত্যাগ করছেন। আর হ্যাঁ, তাঁকে যেন অভিনন্দন জানাতে ভুলো না, তিনি মাহিষমতী সাম্রাজ্যের পরবর্তী মহাপ্রধান হতে চলেছেন।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আঠাশ

থিম্মা

থিম্মা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর পাশ দিয়ে কালো, ফুটন্ত কালির মত ফেনায়িত হয়ে প্রবল বেগে নদী বয়ে চলেছে। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। থিম্মা বাড়ি যাওয়ার পরিস্থিতিতে নেই। তিনি তাঁর স্ত্রীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এই মহামাকমে তিনি এই কাজ করবেন না। তিনি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সমস্ত কিছু শেষ করে দিতে চাইছেন। কিন্তু তা এক কাপুরুষের মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি এই কাজ করবেন না। তিনি সমাধান খুঁজে বের করবেন, কিন্তু তাঁর কোনো ধারনাই নেই কীভাবে তা করবেন।

পাথরগুলি পরিবহন করার জন্য তিনি ভয় পাচ্ছেন না, তিনি আতঙ্কিত হচ্ছেন ছেলেদের গণহত্যার জন্য। তারা অখিলার থেকেও ছোটো হবে... *মাহিষমতী এক মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই সাম্রাজ্য ধ্বংস হতে বাধ্য, কারণ বহু নিরীহ মানুষের রক্ত আর অশ্রুর উপর এই সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে,* তিনি নিজেকে বলেন। তারপর তাঁর নিজেরই হাসি পায়। কারণ বিগত তিন শতাব্দী ধরে এই সাম্রাজ্যের ক্রমোন্নতি ঘটেছে, শক্তিশালী থেকে আরও শক্তিশালী হয়েছে, তুষার পর্বত আর তিন সমুদ্রের মধ্যবর্তী বেশীরভাগ রাজ্য দখল করেছে। চারণরা কী যেন গান করে, মা গৌরীর আশীর্বাদ!

এই সমস্ত কিছু কীভাবে শুরু হয়েছিল তিনি অতীতচারণ করেন। বহু শতাব্দী ধরে খনি থেকে পাথর উত্তোলন অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কিন্তু গৌরীপর্বতের বদান্যতারও একটা সীমা আছে। যত দিন গেছে, পর্বতের আরও গভীরে খনিগুলি খনন করতে হয়েছে।

BanglaBook.org

পর্বত ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে, প্রায়শই ধ্বস নেমে যায়। বহু খনিজীবি প্রাণ হারিয়েছে। দ্রুতই দাসের অপ্রাচুর্য দেখা দেয়। তাদের ক্রয় করা খরচসাপেক্ষ, আর তারা দ্রুত মারাও যায়। প্রায় এক শতাব্দী আগে এক সুকৌশলী নিষ্ঠুর সমাধান বের করা হয়েছিল। আবিষ্কার করা হয় যে বড় সুড়ঙ্গের তুলনায় ছোটো সুড়ঙ্গ ভাল ধরে রাখা যায়। সংকীর্ণতম সুড়ঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়ার জন্য তারা ছোট ছেলেদের ব্যবহার করতে পারে। প্রথম দিকে বলা হত সুড়ঙ্গ গুলি সুরক্ষিত, তাই বাবা মায়েরা স্বেচ্ছায় তাদের ছেলেদের পাঠাতেন। কিন্তু যখন বলা হচ্ছে ছোট সুড়ঙ্গগুলি বড় সুড়ঙ্গের তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ, তাঁর মানে এই নয় যে সেগুলি সম্পূর্ণ রূপে সুরক্ষিত। খনিতে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকলে লোকজন তাদের সন্তানদের পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। কোনো অর্থমূল্য বা জোর জবরদস্তি তাদের সন্তান কে মৃত্যুমুখে পাঠাতে রাজি করাতে পারল না। সম্রাট তাদের ছেলেদের জোর করে নিতে গেলে সহসা এক রাজদ্রোহ সংঘটিত হয়। অবশেষে সম্রাট ঘোষণা করতে বাধ্য হন তিনি এই রাজবিদ্রোহ বন্ধ করার জন্য খনিগুলি বন্ধ করিয়ে দিলেন।

সেই তখন থেকে শিশু দাসদের ব্যবসা শুরু হয়। ব্যবসায়ী এবং জলদস্যুরা অধীনস্থ রাজ্যগুলির গ্রাম থেকে ছেলে চোরাই করে নিয়ে আসে। রাষ্ট্র এমন ভাব দেখায় যেন তারা এই ভয়াবহ বিপদকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই চোখ বন্ধ করে রাখে। এই দায়িত্ব অনেকজন আধিকারিকের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এই ছেলেদের তত্ত্বাবধানের জন্য বামন নিযুক্ত করা হয়, আর তারা যেন পালিয়ে না যেতে পারে সেই দিকটিও নিশ্চিত করা হয়। খনির জীবন বামনদের অত্যন্ত নিষ্ঠুর করে তোলে, কিন্তু আধিকারিকরা মনে করেন ছেলেদের কাছ থেকে সর্বাপেক্ষা শ্রমের ফসল পেতে গেলে এর প্রয়োজন আছে।

বছরের পর বছর পার হয়েছে, আর খনিও গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। বৈতালিকরা তাদের পবিত্র পর্বত ফিরে পাওয়ার জন্য অবিরত যুদ্ধ চালিয়ে গেছে, কিন্তু মাহিষমতীর মত এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য কখনোই নিজের লাভের জিনিস এত সহজে যেতে দেবে না। পরিবর্তে রাষ্ট্রের প্রচলিত যন্ত্রপাতি সমূহ বৈতালিকদের পুরান কথা থেকে ধার করা হয়েছে।

BanglaBook.org

চারণগণ গান করেন প্রতি বারো বছর অন্তর একবার মা গৌরী তাঁর গর্ভ থেকে পাথরগুলি নিক্ষেপ করেন। এই কিংবদন্তী তে কিছুটা সত্যতা আছে। বহু শতাব্দী আগে বৈতালিকরা এই পাথরগুলি সংগ্রহ করে দেবী মূর্তি মান্য করে আরাধনা করত। সুবিধা মত এটা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আগ্নেয়গিরি থেকে এই পাথরের নির্গমন বহু শতাব্দীতে হয়ত একবার হত। পুরোহিতরা বলেন যে, মাহিষমতী যেহেতু আশীর্বাদধন্য সাম্রাজ্য তাই মা গৌরী তাঁর আশীর্বাদ প্রতি বারো বছর অন্তর দান করেন। মাহিষমতীর প্রজাদের বিশ্বাস করানোর জন্য এই মিথ্যা সুবিধা মত বলা হয়। খনিতে কাজ করার জন্য তাদের সন্তানদের আর অপহরণ করা হয় না- এই নির্মমতা প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে হয় যেখানে দরিদ্র নিম্ন বর্ণের মানুষ বাস করে।

এবং এই সমস্ত মানুষের জন্য শহরতলির মানুষদের কিছু আসে যায় না। তারা নিজেদের বুদ্বুদেই বেঁচে থাকে, দেশপ্রেমের গর্বে ফুলে ওঠে আর নিজেদের মেকী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব করে। তাদের জন্য মাহিষমতী মানবিকতার শ্রেষ্ঠত্ব, গরিমার শৃঙ্গ, মানুষের কৃতিত্বকে উপস্থাপিত করে। তারা প্রতি বারো বছর অন্তর একবার তাদের আশীর্বাদের উৎসব পালন করে এক বিশাল সমারোহ সহকারে যেখানে সমগ্র মাহিষমতী প্রাসাদ প্রাঙ্গণে একত্রিত হয়। গৌরীপর্বতের চূড়া থেকে তিনবার জাদু আলোক বিচ্ছুরিত হয় উৎসবের সূচনা চিহ্ন হিসাবে। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে এই আলো দেবতাদের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। যারা এই নিয়ে সত্যই ভাবিত, যেমন থিম্মা, তাঁরা জানেন এই আলো খনির বামনরা জ্বালিয়েছে। যদি কেউ কোনো কিছুতে জাদু আর কিছুটা ধর্ম মিশিয়ে দেয় তাহলে সাধারণ মানুষকে সেইসব বিষয়ে বোকা বানানো কত সহজ ব্যাপার।

থিম্মা যত এই নিয়ে ভাবছেন ততই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন। এই যদি তাঁরা দেবরায়কে যথেষ্ট সময় দিতেন।

"স্বামী, আপনি কি ঝাঁপ দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন?"

কণ্ঠস্বর শুনে থিম্মা শিহরিত হয়ে উঠলেন। তাঁর হাত নিজের তলোয়ারের হাতলে চলে গেল।

"আমাকে হত্যা করবেন না, স্বামী। আমি, বৃহন্নলা।"

BanglaBook.org

তাঁর কামনার শেষ জিনিসের মধ্যে ছিল এই নপুংসকের সঙ্গে কথা বলা। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে মাথা নেড়ে নিজের রথের দিকে চলতে শুরু করলেন।

"স্বামী, মহাপ্রধান নরম হলেন না, তাই না?"

থিম্মা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। "তুমি কী করে জানলে?"

বৃহন্নলা হেসে উঠল। "জানাই আমার কাজ, স্বামী।"

থিম্মা এই কথোপকথন আর চালাতে চান না- তাঁর আশঙ্কা হচ্ছে এই নপুংসক তাঁকে কোনো ফাঁদে ফেলতে চলেছে। তিনি রথে চেপে পড়েন, কিন্তু বৃহন্নলা ঘোড়ার বলগা টেনে ধরে বলে, "আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, স্বামী। আসলে আমরা একে অপরকে সাহায্য করতে পারি।"

"তুমি কী বলতে চাইছ?" থিম্মা জিজ্ঞাসা করেন।

বৃহন্নলা তাঁর দিকে ঝুঁকে এগিয়ে এসে তাঁর কানে ফিসফিস করে কিছু বলে। থিম্মা স্তম্ভিত হয়ে যান।

"না, আমি এটা করতে পারব না," জোর দিয়ে বললেন।

"আপনার ইচ্ছা," বৃহন্নলা কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিল।

"দাঁড়াও," থিম্মা বলে ওঠেন। তাঁর কাছে অন্য বিকল্প নেই। তাঁকে এই সুযোগ নিতেই হবে। বৃহন্নলা রথে উঠে এল।

"চলুন যেতে যেতে কথা বলা যাক, স্বামী। এখানে চারিদিকে কান আছে।"

রথ সামনের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল আর বৃহন্নলা এবং থিম্মা একত্রে মিলে পরিকল্পনা করতে শুরু করলেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উনত্রিশ

অল্লি

কাঠকুটো দিয়ে বানানো তিনপায়ার আগুনের উপর অল্লি বসে বসে একটা ইঁদুর ঝলসাচ্ছে। ইঁদুরের লেজ একটা সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে আর এটা ধীরে ধীরে ঘুরে নীচের আগুনে রান্না হচ্ছে। অল্লি চোখ বন্ধ করে মাংসের সুস্বাদু ঘ্রাণ গ্রহণ করে। সে কামনা করে তার কাছে যদি কিছু মশলা থাকত এটিকে স্বাদু করার জন্য; একটু নুন হলেও হত। কিন্তু এটুকু কামনা করাও বিলাসিতা। তারা হয় জীমূতের ধরা কাঁচা মাছ নয় মোরগ খাচ্ছে। কোনো ক্রমেই তারা আগুন জ্বালাতে পারছে না। তাদের কাছে কোনো চকমকি পাথর নেই, আর পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাতে যাওয়ার প্রচেষ্টাও কোনো ফল দেয় নি। এখানকার ঘাস স্যাঁতসেঁতে, আর যে দ্বীপে তারা কোনো রকমে বুকে হেঁটে উঠে এসেছে তা দুর্গন্ধ যুক্ত কাদায় প্যাচপেচে।

বৃষ্টি এসেছে, তার সঙ্গে এসেছে বজ্রপাত। জীমূত সেই সময় তার সাথে সঙ্গম করছিল। যখন একটা গাছের উপর বজ্রপাত হল আর গাছটি দাউদাউ করে জ্বলে উঠল, অল্লি তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে গাছটির দিকে ছুটে গেল। এইজন্য জীমূত তাকে আঘাত করলেও পরে তারা জ্বলন্ত আগুনের কাছে মিলিত হয়েছিল।

অল্লি তাকে তখনও ঘৃণা করত, এখনোও করে, কিন্তু অচি নাগাম্মা তাকে ভাল করে শিক্ষা দিয়েছেন। অচি প্রায়শই বলেন যে, এক নারীর কাছে সঙ্গম হল তার সর্বাধিক শক্তি। নৈতিকতা, নারীদের দাস বানিয়ে রাখার জন্য পুরুষদের দ্বারা আবিষ্কৃত একটা শৃঙ্খল বৈ আর কিছুই না। তাই অল্লির কাছে যৌন সঙ্গম জীমূতকে

BanglaBook.org

বশীভূত করে রাখার একটা হাতিয়ার। সে একজন দুর্ধর্ষ জলদস্যু হতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে সে তো একজন পুরুষও বটে। অল্লি জানে সে সুন্দরী, সে তার সৌন্দর্য আর যৌন কামনাকে নিজের তলোয়ারের মত করেই ব্যবহার করে। তার তথ্যের প্রয়োজন, আর জীমূতের সঙ্গে সহবাস যদি তাকে সেটা দিতে পারে, সে কোনো পাপবোধ বা সংশয় ছাড়াই তা করতে পারে। এই জলদস্যু এখন বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মাথা খারাপ করার মত ধূর্ত। সে অল্লিকে কয়েক টুকরো তথ্য দিয়ে উসকে দেয়, তাকে ব্যবহার করে, তারপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি নিজের মধ্যে আটকে রাখে। যদিও এগুলো নিয়ে এখন সে খুব বেশী কিছু করতে পারবে না। সে এই দ্বীপ থেকে বের হতে চায়, কিন্তু এই জলাভূমিকে ভরসা করা যায় না, আর নদীও বদ্ধ জল এবং দূর দিগন্তে অবস্থিত পর্বতে বিলীন হয়ে গেছে। যতদূর তাদের চোখ যায়, মানুষের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত তারা দেখতে পায় না।

"কি বিদঘুটে গন্ধ উঠছে," নাক কুঁচকে জীমূত বলে। সে কয়েক হাত দূরে একটা পাথরের উপর বসে মাছ ধরছে।

"তোমার জন্য হতে পারে। আমার জন্য এটা শৈশবের অনেক স্মৃতি বয়ে আনছে। আমাদের গ্রামে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, যেমন প্রায়ই হত আর কি, তখন আমাদের একমাত্র ইঁদুর-ই খেতে হত। আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে নর্দমায়, শুকনো ক্ষেতে তাদের শিকার করতে যেতাম। আর অনেক দিন পর্যন্ত আমার পরিবার আমার শিকারের দক্ষতার উপরেই টিকে থাকত," অল্লি ইঁদুরটিকে পাশ ফিরিয়ে ঝলসায়।

"তাই তোমার গা থেকে এত দুর্গন্ধ ওঠে," জীমূত হো হো করে হেসে ওঠে। অল্লি নিরুত্তর থাকে। বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের স্মৃতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। গ্রাম থেকে কিছুদূরে এক পরিত্যক্ত প্রাসাদে তারা ইঁদুরের খোঁজে যেত। তার ভাই তাকে প্রশ্ন করে উত্যক্ত করলে সে তাকে চুপ থাকার জন্য খেঁকিয়ে উঠত। সে কৌতূহলী ছেলে হলেও অল্লি অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছিল মৃত্যুর মত নীরব না হলে ইঁদুর লুকানো স্থান থেকে বাইরে আসে না। সে একটা বড় মোটামত ইঁদুর গেঁথে ঘুরে তাকে দেখাতে গেলেই দেখে সে চলে গিয়েছে। সম্পূর্ণ

BanglaBook.org

অদৃশ্য। তার কোনো ধারনাই নেই তার ভাইয়ের সঙ্গে কী হয়েছে। কোনো রক্ত নেই, বাঘে বা চিতায় ধরেছে কি না তারও কোনো চিহ্ন নেই।

"কী ভাবছ?" জীমূত প্রশ্ন করে।

"আমার ভাইয়ের কথা," বলে সে পুরো ঘটনা বলে।

"দুর্ভাগ্যজনক," জীমূত বললেও অল্লি খেয়াল করে সে তার দিকে তাকিয়ে নেই।

"তুমি করেছিলে ওটা?" অল্লি তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে।

জীমূত হেসে ওঠে, "মাগী, আমি আরও কুকাজ করেছি, কিন্তু এখানে আমি একাই ঠগ নই। তোমার সম্রাটের লোকজনকে যারাই একটা ছেলে এনে দেয়, তাদেরকেই অর্থ দেওয়া হয়। তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করো রাজপুরুষেরা এই বাচ্চাদের নিয়ে কী করেন, আমি জানি না। হয়ত আমি যেমন তোমার মত সুন্দরী মেয়ে পছন্দ করি, তারা বাচ্চা ছেলে পছন্দ করে। কে জানে? কেই বা পরোয়া করে?"

অল্লি তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে জীমূতকে ঘৃণা করে। সে বিরক্তিকর রকমের রূপবান, ঐশ্বর্যমণ্ডিতভাবে দুর্বৃত্ত। হতে পারে অল্লির তাকে হত্যা করার কথা ভাবা উচিত। সে একটা উচিত জবাব দিতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই দেখল নদীতে একটা বিশাল গাছের গুঁড়ি ভেসে যাচ্ছে। হয়ত গতকালের বৃষ্টিতে ধ্বসে পড়েছে। কিন্তু তার উপর পড়ে থাকা একটা শরীরের উপর অল্লির নজর আটকে গেল।

"একটা লোক," গুঁড়ির দিকে নির্দেশ করে সে চিৎকার করে।

"হ্যাঁ, দেখে তো তাই মনে হচ্ছে," বলে জীমূত আবার মাছ ধরতে লাগল।

"এখানে বসে বসে কি রাজকার্য করছ? গিয়ে ওকে বাঁচাও, ঝাঁপ দাও!" অল্লি চিৎকার করল। জীমূত তার দিকে আমোদিত চোখে তাকায়। গুঁড়িটি প্রবল স্রোতে তীব্র গতিতে বয়ে চলে যাচ্ছে। অল্লি নদীর কাছে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্রোত তাকে নীচের দিকে টেনে নিলে সে বাতাসের জন্য খাবি খায়। জল কর্দমাক্ত, ক্ষিপ্র গতি; নদীর জল ফেনায়িত হয়ে তার চারপাশে বুদ্বুদ তৈরি করছে। সে ধাতস্থ হয়ে জলের উপরিভাগে উঠে এসেই গুঁড়িটির দিকে সাঁতার কেটে এগিয়ে যেতে থাকে, তীব্র স্রোত তাকে সেদিকেই টেনে নিয়ে চলেছে।

Banglabook.org

এক কৃষ্ণবর্ণ সুগঠিত চেহারার মানুষ অচেতন অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। অল্লি গাছটির যেকোনো একটা ডাল ধরতে যায়, কিন্তু তার ভয় লাগে তা করলে গাছ উলটে গিয়ে লোকটি গড়িয়ে পড়ে যাবে। *"ব্যক্তিটি কি মৃত"*, দ্রুতগামী গাছটির কাছে পৌঁছানোর জন্য সংঘর্ষ করতে করতে অল্লি ভাবে। তার পিঠে একটি গলিত ঘায়ের উপর মাছি ভনভন করে উড়ছে। মৃত- একটা হতাশার স্রোতে সে নিমজ্জিত হয়ে যায়। একটা মৃতদেহের পিছনে ধাওয়া করছিল। সে ফিরে যাওয়ার জন্য সাঁতার কাটতে যাবে ঠিক তখনই মানুষটির আঙুল নড়ে ওঠে।

"এ এখনো জীবিত আছে!" অল্লি চিৎকার করতেই দেখে জীমূত জলে ঝাঁপ দিল। সে আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বড় বড় হাত চালিয়ে সাবলীল ভাবে সাঁতার কেটে এল।

"তাড়াতাড়ি করো, সামনে প্রপাত আছে," অল্লি বলে। সে শুনতে পেয়েছে কয়েকশো হাত দূরে নদী পাথরের উপর গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারছে। জলে এখন থেকেই মাথায় সাদা চূড়া সমৃদ্ধ ঢেউ খেলতে শুরু হয়েছে।

জীমূত গুড়িটি ধরে সেটিকে ঝাঁকিয়ে দেয়।

"এ কী করছ তুমি?" আতঙ্কে অল্লি চিৎকার করে ওঠে। ব্যক্তিটি নিশ্চিত পড়ে যাবে।

"চোপ, মাগী," নদীর গর্জন ছাপিয়ে জীমূত চিৎকার করে।

গাছ উলটে গেছে, সেটি যখন আবার সোজা হয়, ব্যক্তিটি উধাও হয়ে যায়।

"বেজন্মা, তুমি তাকে মেরে দিলে- হে ভগবান,হে ভগবান,হে ভগবান।" অল্লি কেঁদে ফেলে। সেই মানুষটির কোনো চিহ্নই কোথাও নেই।

"জীমূত-" সে চারিদিকে তাকায়, কিন্তু জলদস্যুকেও কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র গাছটি প্রপাতের মধ্যে ঢুকে পাক খেয়ে তীব্র স্রোতে ঢল বেয়ে সামনের দিকে সবেগে নেমে গেল। সে এর প্রতিকূলে ভেসে থেকে সাঁতার কাটার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু একটু একটু করে সে প্রপাতের দিকে পিছিয়ে চলে যাচ্ছে।

"জীমূত..." সে চিৎকার করে, তার ভয় হচ্ছে যে লোকটিকে বাঁচাতে সে এসেছিল তার সঙ্গে সে জলদস্যুকেও হারিয়ে ফেলল। তখন তার চোখ পড়ল

BanglaBook.org

জীমূত সেই ব্যক্তিকে কিনারায় তোলার জন্য রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে। অল্লি তাদের দিকে সাঁতরে যেতে যেতে দেখতে পেল জীমূত তার হাত ফসকে ফেলায় মানুষটি উন্মত্ত জলের মধ্যে হারিয়ে গেল। অল্লি একটা গভীর নিশ্বাস নিয়ে নীচে নেমে যায়। উপরিভাগের তলার জল শান্ত, সে দেখতে পায় একটা কালো দেহ ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে কিন্তু সে জানে এখন যদি সে হাল ছেড়ে তাহলে মানুষটি হারিয়ে যাবে। সে তার দিকে সাঁতরে গিয়ে তাকে তোলার চেষ্টা করে কিন্তু একচুলও নড়াতে পারে না। তার ফুসফুস বাতাসের জন্য আর্তনাদ করছে, সে ব্যক্তিটিকে ছেড়ে দিয়ে বাতাসের জন্য উপরে উঠতে চাইছে তখনই তার নজর পড়ে ব্যক্তিটির পা পাথরের এক ফাটলের সঙ্গে আটকে গিয়েছে। নিজের আত্মপ্রত্যয়ের শেষতম বিন্দুটি নিয়ে অল্লি নীচের দিকে সাঁতার কাটে। সে ব্যক্তিটির পা মুক্ত করে তার বাহুমূল ধরে নিজেকে উপর দিকে ঠেলে তুলতে থাকে। বাতাসের জন্য খাবি খেতে খেতে যখন সে পৌঁছায়, জীমূত কিনারায় উঠে আসে।

তার দমবন্ধ হয়ে আসছে, কিন্তু স্রোত তাকে আবার প্রপাতের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। ব্যক্তিটি তার হাত থেকে পিছলে যাচ্ছে।

"তোমাকে জলপরির মত দেখতে লাগছে, মোহিনী," জীমূত একটা ঘাসের ফলক চেবাতে চেবাতে তাকে দেখছে।

"নিজের নোংরা মুখ বন্ধ করে এদিকে এসে আমাকে সাহায্য করো। এই লোকটা হাতির মত ভারী," অল্লি চিৎকার করে বলে।

জীমূত হেসে উঠে বলে, "আবার নদীতে যাওয়ার মত বোকা আমি নই। আমি শুধু দেখতে চাই তোমার ওই সুঠাম পায়ে কতটা শক্তি আছে।"

তার কথায় উত্তেজিত হয়ে অল্লির প্রত্যয় দ্বিগুণ বেড়ে যেতেই সে কোনোক্রমে স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে কিনারা পর্যন্ত সাঁতরে আসতে পারে। ব্যক্তিটিকেও কষ্টকরভাবে টেনে কিনারায় তোলার জন্য সে মারাত্মক রকম হাঁপাচ্ছে।

BanglaBook.org

"আমার শরীরের দিকে হাঁ করে না তাকিয়ে একটু সাহায্য করো, বেজন্মা," অল্লি হাঁপাতে হাঁপাতে জীমূত কে বলতেই সে লোকটিকে টেনে তুলতে সাহায্য করে। অল্লি ব্যক্তিটির পেটে চাপ দিতে থাকে।

"এই অজন্মাটা মরে গেছে। একে আবার ফেলে দাও। তাহলে অন্তত মাছেদের ভোজ হয়ে যাবে।"

অল্লি জলদস্যুর কথা অগ্রাহ্য করে ব্যক্তিটির মুখে নিজের ঠোঁট চেপে ধরে তার ফুসফুসে হাওয়া ভরতে শুরু করে।

"উরিব্বাস, তুমি তো এইকাজে দেখছি দক্ষ। আজ রাতে আমরা এটাই চেষ্টা করে দেখতে পারি,' জীমূত তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে বলে।

"তুমি ডুবে যাও তাহলে হয়ত আমি তোমার জন্যেও এটা করতে পারি, আবার নাও পারি' ব্যক্তিটির পেটে চাপ দিতে দিতে নিশ্বাসের মধ্যে অল্লি বলে।

জীমূত হেসে উঠে বিড়বিড় করে, "খানকি।"

"এ নিশ্বাস নিচ্ছে, এ নিশ্বাস নিচ্ছে," অল্লি আচমকা চিৎকার করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিটি কেশে উঠে জল বমি করে ধীরে ধীরে চোখ খোলে।

"কে তুমি?" অল্লি তাকে জিজ্ঞাসা করে।

"উনি মাহিষমতীর সম্রাট। আরে মেয়ে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, এ ব্যাটা একটা দাস?" নিজের লম্বা চুল থেকে জল ঝেড়ে জীমূত বলে। উদ্ধার করা ব্যক্তিটি কিছু বিড়বিড় করছে। অল্লি জলদস্যুকে অগ্রাহ্য করে তার মুখের কাছে কান পাতে।

"এ বলছে, এর নাম কাটাপ্পা।"

"একটা বেজন্মা দাসের নাম নিয়ে কী আসে যায়? এ বেঁচে থাকলে ভাল অর্থ পাওয়া যাবে। এটাই যা ভাল বিষয়," অল্লির মুখে লেগে থাকা ঘৃণার দিকে তাকিয়ে জীমূত সজোরে হেসে উঠল।

BanglaBook.org

ত্রিশ

স্কন্দদাস

এক সপ্তাহ পার হবার পরেও স্কন্দদাস বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছেন। বহু বছর আগে নিজেকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আজ পূর্ণ হয়েছে। নতুন আসনের সীমা বরাবর তিনি আঙুল বোলাচ্ছেন। তাঁর মন্ত্রণাদাতা পরমেশ্বরের পক্ষ থেকে পাওয়া এক উপহার। এ এক সম্মান আর পরমেশ্বরের ভঙ্গিমায় তিনি আন্দোলিত হয়ে গেছেন। এই আসন কাঠের তৈরি, ঠেস দেওয়ার জায়গা বেশ উঁচু হলেও আসনের স্থান তাঁর পক্ষে কিছু ছোট হয়েছে। এর মধ্যে বসা অস্বাচ্ছন্দ্যকর। এইভাবে তৈরি করানোর সমস্ত উদ্দেশ্য টি পরমেশ্বর যখন প্রথমবার স্কন্দদাসকে আসনে বসালেন, তখন মুখে এক চতুর হাসি নিয়ে বুঝিয়েছিলেন। সেই কথা মনে পড়তেই নতুন মহাপ্রধান হেসে ফেললেন। তিনি কৌতুকের সঙ্গে তাঁর পরামর্শদাতার কথা স্মরণ করেন। কেউ যখন মহাপ্রধানের পদে উন্নীত হন, ততদিনে তাঁরা বয়সের ভারে জরাগ্রস্থ হয়ে পড়েন, কোনো ভাল্লুকের মূর্ত দশাসই চেহারার থাকেন না। পরমেশ্বর যে রসিকতা করেছিলেন তা অন্য কেউ করলে স্কন্দদাস রাগে ফুঁসে উঠতেন, কিন্তু পরমেশ্বর যখন তা বললেন, তিনিও তাঁর সঙ্গে হেসেছিলেন। মাহিষমতীর ইতিহাসে তিনিই সবচেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ মহাপ্রধান। তাঁর কঠোর পরিশ্রমের ফল।

BanglaBook.org

এই সমস্ত কিছুর জন্য তিনি পরমেশ্বরের কাছে ঋণী, আর সম্রাটের কাছেও, যিনি সব অভিজাত পুরুষদের আপত্তি নাকচ করে দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন স্কন্দদাসই আগামী মহাপ্রধান হবেন। তাঁর বিরুদ্ধে তাঁরা যুক্তি খাড়া করেন তাঁর

নৈতিকতার অভাব আছে বলে, কালিকার সরাইখানার পথে যা ঘটেছিল তার দিকে ইঙ্গিত করে নিজেদের যুক্তিকে জোরদার করেছিলেন। সম্রাট সোমদেব একথা হেসে উড়িয়ে পুরোহিত রুদ্র ভট্ট কে জিজ্ঞাসা করেন স্কন্দদাসের প্রায়শ্চিত্ত কি তাঁর সব পাপ স্খলনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। অবশ্যই পুরোহিত বলতে পারেন নি তীর্থযাত্রা আদপে মূল্যহীন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অভিজাতবর্গকে তাঁর নিযুক্তিকরণে রাজী হতেই হয়েছিল।

স্কন্দদাস খুব ভাল করেই জানেন অভিজাতরা এই নিয়ে এখনও জ্বলছেন। তিনি কোনো সদ্বংশ জাত নন, প্রথাগত শিক্ষা নেই, নিম্ন থেকেও নিম্নতর বর্ণভুক্ত, তবুও সম্রাট তাঁকেই বেছেছেন। এই দায়িত্ব বিশাল, আর তিনি জানেন নিজের অধস্তনদের কাছ থেকে তিনি কেবল মাত্র অনিচ্ছুক সহযোগিতাটুকুই পাবেন। পরমেশ্বর তাঁকে সতর্ক করেছেন তাঁর এই পদোন্নতির জন্য বহু শক্তিশালী মানুষ তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি শত্রুতা করবেন। তিনি তাদের উপর জয়লাভ করার চেষ্টা করবেন। যা যথাযত এবং ন্যায়সঙ্গত তিনি তাই করবেন। সবার থেকে তিনি বেশী কঠোর পরিশ্রম করবেন। তিনি এই প্রমাণ করতে দৃঢ়বদ্ধ যে তিনিই হবেন মাহিষমতী সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মহাপ্রধান।

কিন্তু অন্য কোনো কাজের আগে কাউকে একটা ছোট্টো উপকার ফিরিয়ে দিতে হবে। তিনি রূপককে ডাকতেই সে গোমড়া মুখে এসে আড়ষ্ঠ ভঙ্গিতে নত হল। তিনি জানেন তাঁর অধীনে কাজ করার জন্য রূপক ক্ষুব্ধ। তিনি রূপকের দিকে একটি লিখিত অনুজ্ঞাপত্র বাড়িয়ে দিয়ে তাঁর মুখ ভাল করে লক্ষ্য করেন।

"স্বামী!" রূপক চিৎকার করে।

স্কন্দদাস ঠিক এই প্রতিক্রিয়াটাই আশা করছিলেন। "আমাকে অপমান করেছে বলে আমি দেবদাসী সরণী বন্ধ করিয়ে দিচ্ছি বলে যদি ভাবো তাহলে ভুল করবে। এই রকম পাপের জায়গা দেশের নৈতিকতার কাঠামোকে ধ্বংস করে দেয় এবং আমাদের যুবসমাজের মনে ধীরে ধীরে অপরাধপ্রবণতার প্রবেশ ঘটায়। আমাদের এটা কর্তব্য যে-"

"স্বামী, কালিকা ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তিশালী-"

BanglaBook.org

"আর থাকবে না। তিনি সামান্য পরিমাণ ভাতা পাবেন আর তাঁকে এইটুকু নিয়েই জীবনধারণ করা শিখতে হবে।"

"অভিজাতবর্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন" রূপক চেঁচিয়ে ওঠেন।

"যে অভিজাতবর্গ কয়েক মাস আগে আমার অসচ্চরিত্রতা নিয়ে দোষারোপ করেন? আমার তা মনে হয় না। তুমি যেমন বললে, তাঁরা যে সকলেই অভিজাত মানুষ। তাঁরা কেন সেই মহিলাদের জন্য বলতে যাবেন যারা জীবন ধারণের জন্য দেহ বিক্রি করে?" স্কন্দদাস মৃদু হেসে বললেন।

"দেবদাসী সরণীতে দাঙ্গা বেঁধে যাবে।"

"দণ্ডনায়ক প্রতাপকে বলুন যথেষ্ট পরিমাণে দণ্ডকার পাঠাতে যাতে কোনো বিশৃঙ্খলা না হয়।"

"বহু মহিলার কাজ চলে যাবে, স্বামী।"

"তাঁরা যদি নিরক্ষর হন তাহলে ঝাড়ুদার বা পরিচারিকার কাজ করতে পারেন। বা আমরা তাদের জন্য উপযুক্ত পেশা খুঁজতে পারি।"

"স্বামী, দেবদাসী প্রথা হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্যমণ্ডিত। আপনি এর মধ্যে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।"

"আমি তোমাকে প্রাচীন প্রথা নিয়ে বক্তৃতা দিতে ডাকিনি। অনুগ্রহ করে আমার আদেশটি নির্বাহ কর। যেকোনো প্রকার আলোচনা সম্রাটের সামনে রাজসভায় করা হবে," স্কন্দদাস তর্কাতিত কণ্ঠে বললেন।

রূপক আড়ষ্ঠ ভাবে প্রণাম জানিয়ে গোড়ালিতে ভর করে ঘুরে যায়।

"রূপক, আমি তোমাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিই নি," স্কন্দদাস বললেন।

"কিন্তু-"

"এই আদেশ প্রতাপকে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি আমার সঙ্গে আসবে।" স্কন্দদাস নিজের কাষ্ঠাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

"কোথায়?"

"গৌরীধূলি তৈরির কারখানায়। আমাকে সেখানে নিয়ে চলো। আমি দেখতে চাই সেই কাজ কীভাবে হয়।" স্কন্দদাস রূপককে কোনো তর্ক করার সময় দিলেন

BanglaBook.org

না। তিনি চলতে শুরু করে দিলে তাঁর সহকারীও নিরুপায় হয়ে তাঁকে অনুসরণ করে।

স্কন্দদাস স্থির করেছেন উত্তরসূরীর জন্য তিনি সমস্ত কিছু নথিভুক্ত করে রেখে যাবেন। মৌখিকভাবে বলার জন্য বা বংশানুক্রমে চলার জন্য কত গূঢ় জ্ঞান কালস্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি চান না গৌরীধূলি নিষ্কাশনের পদ্ধতির সঙ্গেও এরকম কিছু হোক। প্রাসাদের মানচিত্র বানানোর কাজ তাঁর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। যদি সম্ভব হয়, তবে তিনি এই নিষ্কাশনের পদ্ধতিটিও শিখতে চান। তিনি লৌহকার নন, তবে তিনি নিজে বিশ্বাস করেন, কঠোর পরিশ্রম করলে পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যা তিনি শিখতে পারবেন না। তিনি নিজেকে বহু কিছু শিখিয়ে এই উচ্চতায় পৌঁছেছেন; তিনি গৌরীধূলী নিষ্কাশনের প্রক্রিয়াও শিখতে পারবেন।

ভূগর্ভস্থ গোলকধাঁধাঁয় তাঁরা দুপুরবেলা পৌঁছালেন। প্রাসাদের নীচে এক জটিল আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে রূপক তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। কর্মশালার কাছাকাছি আসতেই বাতাস পাতলা ও গরম হয়ে উঠল, ধোঁয়ার কটু গন্ধ নাকে আসছে। ছাদের মাকড়শার জালগুলি ঝুলকালিতে ভর্তি। স্কন্দদাস অবাক হয়ে ভাবলেন এই লৌহকার দাসেরা তাদের নিজেদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই আবদ্ধ স্থানে কীভাবে অতিবাহিত করে। তারা উত্তেজিত হয়ে বিদ্রোহ করেনা বা পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে না? কিছু পাথর নিয়ে একজন দাসের এই ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রতিবেদন তিনি পড়েছেন। তিনি চিন্তা করলেন সে কীভাবে পালাতে পারল। আর কেই বা তাকে সাহায্য করল, কার সাথে যোগাযোগ করল? উচ্চ পর্যায়ের গুটি কয় মানুষই এই কর্মশালার অস্তিত্বের কথা জানেন। তার থেকেও কম জন জানেন এর অবস্থান সম্পর্কে। আর এই কর্মশালায় যাঁদের প্রবেশের অধিকার আছে তাঁরা হলেন মহাপ্রধান, সেনাপতি হিরণ্য এবং সম্রাট স্বয়ং। তাহলে সেই ব্যক্তি কি করে জানল কিভাবে পালাতে হয়?

কর্কশ শব্দ করে একটা পাথরের দরজা খুলে যেতেই ধাতুর উপর হাতুড়ি পেটানোর প্রবল শব্দ তাঁর কানে তালা লাগিয়ে দিল। কর্মশালার ভিতরে অসহ্য গরম। হাপরে গনগনে আগুন জ্বলছে আর সব দিকে এক ফ্যাকাসে নীল রং লেগে রয়েছে। কটু ঘ্রাণ, জলে ধাতু ঠান্ডা করার হিসহিসে আওয়াজ, ধাতুর উপর ধাতু

BanglaBook.org

ঠোকার শব্দ, উত্তপ্ত অন্ধকার, কালিঝুলি এই পাতালঘরে স্কন্দদাসের দম বন্ধের ভয় হতে লাগল। এই ধোঁয়ায় তিনি নিশ্বাস নিতে পারছেন না।

মুখ্য লৌহকার ধামক নতুন মহাপ্রধান কে প্রণাম জানায়। স্কন্দদাস তার সঙ্গে কথোপকথন শুরু করে প্রত্যেক কর্মকারের নাম জিজ্ঞাসা করেন। এর আগে কোনো মহাপ্রধান তাদের নাম জিজ্ঞাসা করেন নি। স্কন্দদাস প্রত্যেক কর্মীর কাছে দাঁড়িয়ে এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে থাকলে রূপক ভ্রূ কুঞ্চন করে বিরক্ত মুখে তাঁর সাথে হেঁটে চলল। ধামক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকায় মহাপ্রধানেকে অন্য অন্যদিকে টানার চেষ্টা করলেও তিনি কিন্তু প্রত্যেক দাসের সঙ্গে কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ এক যুবক স্কন্দদাসের হাত চেপে ধরতেই চারিদিকে আঁতকে ওঠার শব্দ ওঠে।

ধামক চিৎকার করে ওঠে, "সরে যা, বজ্জাত কোথাকার। মহাপ্রধানকে কোন সাহসে স্পর্শ করিস?"

স্কন্দদাস ধামককে চুপ করতে বলে যুবকটির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। নবোদ্যমে যুবকটি স্কন্দদাসকে গুহার আরও অভ্যন্তরে নিয়ে চলে। গলিত ধাতু ঠাণ্ডা হওয়ার কুঠুরি দিয়ে, প্রজ্বলিত আগুনের কুণ্ডের পাশ দিয়ে তাঁরা চলেছেন। রূপক ও ধামক মুখ গোমড়া করে তাঁদের পিছনে আসছে।

মাটিতে পড়ে থাকা কিছু পরিমাণ জলের কাছে এসে যুবক দাসটি থেমে ছাদের দিকে আঙুল দেখায়। স্কন্দদাস উপরে মুখ তুলে তাকাতেই তাঁর নাকে একফোঁটা জল এসে পড়ে। ছাদে সামান্য পরিমাণ ফাটল রয়েছে।

"কেউ কেন এটা দেখে নি?" তিনি ধামককে জিজ্ঞাসা করেন। রূপক আর মুখ্য কর্মকার মুখ চাওয়া চাওয়ি করেন।

"এটা মহাপ্রধান পরমেশ্বর দেখে কাউকে দিয়ে ঠিক করিয়ে দেওয়ার কথাও বলেছিলেন, স্বামী," দাস যুবকটি মাঝপথে বলে ওঠে।

"হ্যাঁ, এটা ঠিক করানো হয়েছিল," ধামক বলে, "কিন্তু ভরা জোয়ারের সময় নদী প্রবেশ করার চেষ্টা করে।"

"একদিন আমরা সবাই ডুবে মারা যাব, স্বামী। আমরা ভীত," যুবক দাস হাত জোড় করে।

"আমি চাই এটা বন্ধ করে দেওয়া হোক। সিসা ব্যবহার করো বা লোহা, তোমরা কী করে করবে সে তোমাদের ব্যাপার, কিন্তু আর একফোঁটা জলও এর মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে পড়া আমি দেখতে চাই না," স্কন্দদাস জোর দিয়ে বলেন।

"আমি দুঃখিত আমরা সেটা করতে পারব না, স্বামী," ধামক অবাধ্যভাবে বলে।

প্রচণ্ড রাগে স্কন্দদাসের মুখ কালো হয়ে গেল। একটা দাস কী করে তাঁর আদেশ অমান্য করে?

রূপক মধ্যস্থতা করে। "এটা এক প্রকার সুরক্ষা ব্যবস্থা। যদি মাহিষমতী শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অধিকৃত হয়, তারা গৌরীকান্তের সম্পর্কে কোনোদিনই জানতে পারবে না। সে রকম পরিস্থিতিতে পড়লে মুখ্য দাসকে বলা আছে হাতুড়ির এক আঘাতে সে এই দ্বার ভেঙে ফেলবে-"

"আর নদী ভিতরে প্রবেশ করে চিরদিনের জন্য এই রহস্যকে ধ্বংং করে ফেলবে," ধামক বাক্য পূর্ণ করে।

"আমরা সকলে মারা যাব, স্বামী," যুবক দাস কেঁদে ফেলে। "যদি দুর্ঘটনাবশত নদী এমনিই ভেঙে ঢুকে যায় তাহলেও এই রহস্য চিরদিনের মত হারিয়ে যাবে।"

ধামক দাসটিকে খেঁকিয়ে ওঠে, "চোপ, গাধা। এই দ্বার যদি বিগত তিনশো বছর ধরে টিকে থাকতে পারে তাহলে আগামী তিনশো বছরও টিকে থাকবে। মহাপ্রধান কে ভয় দেখিয়ে তাঁকে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করাস না।"

স্কন্দদাস একজনকে একটি তেপায়া আনতে বলে তার উপর চেপে ছাদের দরজা পর্যবেক্ষন করতে শুরু করেন। অপর প্রান্তে বয়ে যাওয়া নদীর ক্ষীণ শব্দ কানে আসছে। এখন নিশ্চয়ই ভরা জোয়ার চলছে, তিনি চিন্তা করেন। মাহিষী নদী এই ভূগর্ভস্থ পাতাল ঘরে প্রবেশ করে সমস্ত কিছু ভাসিয়ে দেবে এই চিত্র কল্পনা করেই তিনি শিহরিত হলেন। তিনি বুঝতে পারছেন না কেউ এতদিন ধরে কেন এটা বন্ধ করার উদ্যোগ নেন নি। এটা যদি কারখানার সঙ্গে সঙ্গে রহস্য ধ্বংস করে দেওয়ার নিমিত্তেই তৈরি হয়েছে তাহলে মরা জোয়ারে এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। এক কর্দমাক্ত জলাভূমি রেখে দিয়ে নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। পাথর নিয়ে পলাতক দাসটি সম্ভবত এই পথই ব্যবহার করেছিল।

"এই জল পড়া কবে থেকে শুরু হয়েছে?" স্কন্দদাস জিজ্ঞাসা করেন।

BanglaBook.org

ধামক অস্বস্তি ভরে অপর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। স্কন্দদাস লক্ষ্য করলেন সে তাঁর চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। “আমি জানি না,” অবশেষে সে বলে ওঠে।

“দাস নাগয়্যা পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে এটা শুরু হয়েছে,” সেই যুবক দাস আবার বলে।

স্কন্দদাসও সেরকমই অনুমান করেছিলেন। তিনি জানতেন দাসের নিশ্চয়ই কোনো বহিরাগত সাহায্য ছিল। সন্দেহের তীর রূপকের দিকেই নির্দেশ করে। প্রথম থেকেই তিনি এই ব্যক্তিটিকে পছন্দ করেন না, আর তাঁর মাথায় সন্দেহ বাড়তে থাকায় স্কন্দদাস এই প্রগলভ সহকারীকে ঘৃণা করতে শুরু করলেন।

তিনি বললেন, “ভাটার সময় যদি কেউ বাইরে থেকে দরজা খুলতে পারে তাহলে নদীতে জলস্ফীতির সময়েও খুলতে পারবে। শুধু প্রয়োজন হবে শক্তিশালী ফুসফুসযুক্ত ডুবুরীর। সুরক্ষা ব্যবস্থার এটাই সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। আমি চাই এটা এক্ষুনি বন্ধ করা হোক,” স্কন্দদাস বলতেই তাঁর সহকারী আবার বিরোধিতা করে ওঠে।

তাকে অগ্রাহ্য করে স্কন্দদাস যুবক দাসটিকে আচমকা বলেন, “তাড়াতাড়ি, তোমার বন্ধুদের ডাকো। এই দরজা বন্ধ করে দাও যাতে এটা কোনোদিন খোলা না যায়।” দাসটি দ্রুত মহাপ্রধানের আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করে দেয়।

“আমি গৌরীধূলী দেখতে চাই, “স্কন্দদাস বলতেই সমগ্র কারখানা নীরব হয়ে গেল।

স্কন্দদাস নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করতেই ধামক অবশেষে উত্তর দেয়, “আমার মনে হয় সরকারি আদেশ ব্যতীত এটা সম্ভব নয়।”

“বেশ ঠিক আছে, এটা আমার আদেশ,” স্কন্দদাস একটি তালপাতা টেনে বের করে নিজের খাগের কলম দিয়ে দ্রুত তার মধ্যে আদেশ লিখে নিজস্ব সীলমোহর দিয়ে সজোরে তেপায়ার উপরে রাখলেন। রূপক আপত্তি করতে গেলে তিনি তাকে স্তব্ধ হতে বললেন। অপমানিত রূপক সেই তালপাতা তুলে নিল।

স্কন্দদাস সেটিকে তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললেন, “তুমি শুধুমাত্র একজন সহায়ক। নিজের অবস্থান সম্পর্কে বিস্মৃত হবে না।”

BanglaBook.org

রূপকের মুখ অপমানে লাল হয়ে গেল। সে ঠাণ্ডা গলায় বলে, "স্বামী, কোনো মহাপ্রধান আমার সঙ্গে এইরকম আচরণ করেন নি।"

"তাহলে অভ্যাস করে নাও," জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে স্কন্দদাস ধামকের দিকে ফেরেন। প্রধান দাস দ্রুত একটি দেওয়ালের দিকে গিয়ে এক গুপ্ত দরজা খুলে ফেলে। সেখানে প্রবেশ করে তাঁর মুখের উপরেই দরজা বন্ধ করে দেয়। স্কন্দদাসের ধৈর্য তার শেষ সীমায় এসে ঠেকেছে।

হাতে এক ছোটো মুখবন্ধ লোহার পাত্র নিয়ে ধামক ফিরে আসে। সে পাত্রটি খোলা অবধি স্কন্দদাস অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করেন। সমগ্র কক্ষ নীলাভ দ্যুতিতে ভরে উঠল। স্কন্দদাস আঙুলে করে অবচূর্ণন নেওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই ধামক পাত্রটি দ্রুত সরিয়ে নেয়। "অত্যন্ত বিষাক্ত। আপনার হাতের হাড় পর্যন্ত পুড়িয়ে দেবে, স্বামী। সূর্যালোকের সংস্পর্শে একে আনা উচিত নয়। তাই একে মাটির তলায় রাখা হয়।আমরা যখন তলোয়ার নির্মাণ করব তখন এটিকে মিশ্রিত করা হবে, আর এই কারণেরই মাহিষমতীর প্রখ্যাত গৌরীখড়্গ এত শক্তিশালী এত নমনীয় হয়।"

"এটা দিয়ে আর কী কী তৈরি করা যায়? অন্য কিছুতে ব্যবহার করা যায় কিনা আমরা কি দেখেছি? এটা নিয়ে কি আমরা কোনো গবেষণা চালিয়েছি?" উৎসাহভরে স্কন্দদাস বলেন।

"না প্রভু, আমরা করিনি আর করা উচিতও নয়। আমরা জানিনা এটি কী বিপর্যয় ডেকে আনবে, কি দুর্ভাগ্য এটি..."

"বাহ! কুসংস্কার। তোমরা যদি আমাকে বলতে না চাও, আমি নিজেই খুঁজে বের করব। এই নিজে আরও গবেষণা করে উত্তরসূরীদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করে রেখে যাওয়া উচিত। এই আবিষ্কার যেন এখানেই শেষ না হয়। এটিকে আরও উন্নত করতেই হবে, এটিকে অন্যান্য ভাবে ব্যবহারের পথও আমাদের বের করতে হবে। আমাকে পাত্রটি দাও। আমি নিজে গবেষণা করব। আমি নিশ্চিত কিছু প্রাচীন গ্রন্থে গৌরীধূলী সম্পর্কে লেখা থাকবেই," স্কন্দদাস হাত বাড়ালেন।

BanglaBook.org

রূপক মাঝখানে বলে ওঠে, “স্বামী, এটি সম্পূর্ণরূপে নিয়মবহির্ভূত। আপনার কাছে এই ক্ষমতা নেই। এটি রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার পরিপন্থী। আপনি দেশের গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করছেন।”

স্কন্দদাস হেসে ধামকের হাত থেকে পাত্রটি নিয়ে শক্ত করে ঢাকনা লাগিয়ে বল্লেন, “মিত্র, আমিই এখন রাষ্ট্র, আর এই গোপনীয়তা এখন আমারও।”

সকল দাসকে বিদায় জানিয়ে তরুণ কর্মীরা বিশাল এক ধাতব চাদর দিয়ে ছাদ বন্ধ করে দেওয়ায় তাদের অভিনন্দিত করে তিনি গৌরীধূলীর পাত্র হাতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। মুখ ভার করে রূপক তাঁর পিছনে হেঁটে আসছে। দাসদের উদ্বিগ্ন দেখায়, কয়েকজন চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করতে শুরু করেছে। অন্ধবিশ্বাসী, অন্যান্য দাসদের মতই তারাও বিশ্বাস করে গৌরীধূলী সর্বদাই স্বত্বাধিকারীর দুর্ভাগ্য বয়ে আনে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

একত্রিশ

বিজ্জল

বিজ্জলের মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। তাঁর একুশ বছরের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান সূর্যোদয়ের বহু আগে আরম্ভ হয়েছে, আর এখন প্রায় সন্ধ্যে হতে চলল তবু রুদ্র ভট্ট গুনগুন করে মন্ত্র পড়েই চলেছেন, থামার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। প্রায় চল্লিশ জনেরও বেশী পুরোহিত রাজপুরোহিতের সঙ্গে মন্ত্রোচারণ করে যজ্ঞে অরণি আর ঘৃতাহুতি দিয়ে চলেছেন। তাঁর মা পুরোহিতের কাছে পদ্মাসনে বসে ভক্তিভরে নিঃশব্দে মন্ত্রোচারণ করছেন। তাঁর পিতা গম্ভীর মুখ করে বসে থাকলেও বিজ্জল বুঝতে পারছে সম্রাট বিরক্ত হচ্ছেন। বিজ্জল স্থির করেন, যখন তিনি সম্রাট হবেন, তখন এই সমস্ত নিরর্থক বিষয় বন্ধ করিয়ে দেবেন।

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং অভিজাতগণ বহুমূল্য পোশাক ও অলংকারে সুসজ্জিত হয়ে রাজসভায় বসে আছেন। ক্ষুধার্ত বিজ্জল অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। রাজকীয় রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা সুস্বাদু খাবারের ঘ্রাণ তাঁকে পাগল করে তুলছে। নিজের পায়ের ফাঁকে থাকা একটি ঘট থেকে আমপাতা দিয়ে রাজপুরোহিত সকলকে শান্তির জল ছিটিয়ে দিলেন। বিজ্জলের ইচ্ছা করছে পবিত্র যজ্ঞবেদীতে ঘটের সব জলটুকু ঢেলে দিয়ে পুরোহিতের মুণ্ডিত মাথায় সেই ঘট দিয়ে সজোরে আঘাত করতে। মহাদেব শান্ত হয়ে হাসি মুখে তাঁর মায়ের পাশে বসে আছেন। এটা বিজ্জলকে আরও উত্যক্ত করে তুলছে।

ভীড়ের মধ্যে থেকে কেকী বহুক্ষণ ধরে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে। অনেক ব্যর্থ প্রয়াস করার পর কেকী নিজের চুল থেকে একটা ফুল নিয়ে

BanglaBook.org

বিজ্জলকে ছুঁড়তেই বিজ্জল ঘুরে তাকায় আর কেকী ইঙ্গিত করে তাঁদের রওনা দেওয়া উচিত। এটা বিজ্জলকে আরও বেশী পরিমাণে খিটখিটে করে তুলল। গত কয়েকমাস ধরে তিনি গৃহবন্দী রয়েছেন। জঙ্গলে ধনেশ পাখি যেমন ভাবে বৃষ্টির অপেক্ষা করে তিনিও তাঁর আসন্ন জন্মদিনের অপেক্ষা করছিলেন। এখন আর স্কন্দদাস তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না, তাঁর যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবেন। তিনি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে স্কন্দদাসকে ঘৃণা করেন, নিজেকে অভিজাত দেখানোর চেষ্টা করা বেহায়া বদমাইশ, অপদার্থ ছোটোলোক একটা। তিনি যখন সম্রাট হবেন, ওই উদ্ধত শূকরকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন। তিনি খুঁজে পান না তাঁর পিতা ওই লোকটির মধ্যে কি দেখতে পান। যদি কেউ বিজ্জলের মতামত নেয়, তাহলে তিনি বলবেন স্কন্দদাসকে কেবল কোনো সরাইখানায় ঘর মোছার জন্যেই ভাল মানাবে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে সম্রাট কখনোই তাঁর কোনো মতামত নেন না। বরং তিনি মহাদেবের সঙ্গেই বেশী আলাপ আলোচনা করেন। তাঁর ভাই একটা কাপুরুষ, পৌরুষহীন নির্বোধ। সে নিজের কথা দিয়েই সবাইকে জয় করে নেয়। মিষ্টি করে কথা বলার কোনো কারণ খুঁজে পান না বিজ্জল। জনগণকে তাকে মান্য করাতে তাঁর তলোয়ারই যথেষ্ট। কঠোর হাতে তিনি প্রত্যেকের উপর শাসন চালাবেন। বিজ্জলের নাম শুনলেই যেন লোকে কেঁপে ওঠে।

তিনি চিন্তা করেন, তাঁর পিতার যদি সামান্যতম বোধবুদ্ধি থাকত, তাহলে তিনি ওই অপদার্থ স্কন্দদাসকে না করে পট্টরায়কে প্রধানমন্ত্রী বানাতেন। তিনি একজন যথার্থ ভদ্রলোক। তাঁরা আর তাঁর মত মানুষ তৈরি করতে পারবেন না। কালিকার গুহাতে বিশাল পরিমাণ অঙ্ক হেরে যাওয়া সত্ত্বেও ভূমিপতি পট্টরায় বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখিয়েছেন। তিনি অন্তত নম্র ভদ্র আর এমন কি বিজ্জল যে ঋণ করে রেখেছেন তার কোনো দিন উল্লেখও করেন নি। যদিও পট্টরায়ের সঙ্গে শেষবার যখন দেখা হয়েছিল সেই মোটুরাম কোনো পাথর সংক্রান্ত কিছু বকবক করায় বিজ্জল তা হেসে উড়িয়ে দেন। তিনি পট্টরায়কে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কেন তাঁর কাছ থেকে কোনো পাথর চুরি করতে যাবেন। পট্টরায় বলেন তিনি সেটি বিজ্জলের দাসকে দিয়েছিলেন। যেন তাদের দাসেরা কোথায় গেছে তা জানা রাজকুমারদের

BanglaBook.org

এক মহান কর্তব্য। বৈতালিকদের হাত থেকে কাটাপ্পাকে বাঁচানোর পর সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। বিজ্জল চিন্তা করলেন একটা কালো কুৎসিত দাস চারিদিকে অনুসরণ করে বেড়ানোর থেকে ভাল হবে কোনো মেয়ে দাসী নিয়োগ করা।

অবশেষে আচার অনুষ্ঠান শেষ হলে অতীব ব্যয়বহুল খাদ্যের প্রশংসা করতে করতে অতিথিরা বিদায় নিলেন। বিজ্জল দ্রুত বাইরে এসে তাঁর আস্তাবলের দিকে ছুটে গেলেন। মধ্যরাত্রির মত কৃষ্ণবর্ণ সর্বোৎকৃষ্ট আরবি ঘোড়া তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তাঁর পিতার পক্ষ থেকে মাহিষমতীর আগামী শাসকের জন্য যথোপযুক্ত উপহার। বিজ্জল ঘোড়াটির চিকন কেশরে হাত বুলিয়ে আদর করে পরক্ষণেই তার লাগাম ধরে টেনে বের করে আনলেন। নিজের ধারালো পাদুকা দিয়ে লাথি মারতেই পশুটি ছিটকে সামনে এগিয়ে গেল।

তিনি উদ্যানের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে, ফোয়ারার উপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে, জল ছিটিয়ে, চমৎকার ভাবে অবতরণ করে প্রত্যেক বেড়া টপকে, রাজহংসদের সন্ত্রস্ত করে তুলে, সারিবদ্ধ ভাবে লাগানো ফুলগাছ পদদলিত করে দূর্গের প্রবেশদ্বারের দিকে টগবগিয়ে এগিয়ে গেলেন। হাতলওয়ালা পাত্রজল নিয়ে টলমল করতে থাকা এক বৃদ্ধ মালীকে তিনি নিষ্ঠুরভাবে লাথি মেরে সরিয়ে দিতেই সে মাটিতে সজোরে পড়ে যায়, আর বিজ্জল হেসে ওঠেন। বিজ্জল এখন রেকাবে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে ঘোড়াকে আরও গতিবেগ বাড়ানোর জন্য উত্তেজিত করছেন। বিশাল যুদ্ধের ঘোড়া বিদ্যুৎবেগে পাশ দিয়ে যাওয়ায় লোকজন ভীত মুরগিছানার মত ছোটাছুটি শুরু করেছে।

দুজন যোদ্ধা ছুটে এসে নিজেদের বল্লম আড়াআড়ি করে পথ আটকে দাঁড়ায়। বিজ্জল ঘোড়ার লাগাম টানারও প্রয়োজনবোধ করেন না। ঘোড়া তাদের ক্ষীণ আগলকে ভেঙে বেরিয়ে যেতেই তারা দুপাশে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। *বোকা! তারা ভাবছে যুবরাজ বিজ্জলকে আটকাতে পারবে?* এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ প্রহরী তাঁর পিছনে ছুটে এসে কোনোক্রমে ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলে। ঘোড়াটি নিজের পিছনের পা তুলে দিয়ে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে গিয়ে থামে, আর বিজ্জল সর্বশক্তি দিয়ে নিজেকে পড়ে যাওয়া থেকে সামলে নেন। দূর্গদ্বারের প্রহরীদের মুখ্য ছুটে এসে তাঁর সামনে গভীর ভাবে প্রণাম জানালে তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে কাঁপতে থাকেন।

BanglaBook.org

"মহানুভব, সুরক্ষার কথা চিন্তা করে আপনার বাইরে যাওয়া উচিত নয়," বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি শ্রদ্ধাবনত ভাবে বলেন। বিজ্জল তাকে হাত দিয়ে ইশারা করে ডাকতেই সে ঘোড়ার কাছে এসে আরও একটু ঝুঁকে প্রণাম জানায়।

"কে বলে রে, কুলটার বাচ্চা?" বিজ্জল জিজ্ঞাসা করেন। ব্যক্তিটিকে বিহ্বল দেখায়। বিজ্জল জানে এই ব্যক্তিকে সম্রাট নাম ধরে ডেকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ভরে কথা বলেন। মাহিষমতীর জন্য বিগত চার দশকেরও বেশী সময় ধরে এই বিশ্বস্ত বৃদ্ধ সেবা করে আসছে। *বোঝাই যায় এই বেজন্মা গুলো নষ্ট হয়ে গিয়ে এক রাজকুমারকে আটকানোর দুঃসাহস দেখায়।*

"উম...মহাপ্রধান স্কন্দদাসের আদেশ, প্রভু।" ব্যক্তিটির চোখে জল চলে এসেছে। তার লোকজন দাঁড়িয়ে দেখছে তার সাথে কীরূপ আচরণ করা হচ্ছে। *"তোমার ঔদ্ধত্যের উচিত ওষুধ"* , বিজ্জল মনে মনে ভাবেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন এই বুড়োকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যা সে কোনোদিন ভুলবে না। এই ব্যক্তিটি কয়েকটি পদক অলংকারের মত পরিধান করে রয়েছে। *"মহারাজের দেওয়া গুণগ্রাহিতার প্রতিদান স্বরূপ কয়েকটা ঘাটের মড়া অভিজ্ঞান।"* তিনি জানেনও না তাঁর জন্মের আগে এই বৃদ্ধ কোনো এক যুদ্ধে কী বীরত্বের কাজ করেছিল। না তিনি পরোয়া করেন। তিনি বৃদ্ধের অভিজ্ঞানগুলি খামচে ধরে তার কালজীর্ণ মুখে আতঙ্কের দৃষ্টি উপভোগ করে নিজের দিকে তাকে টেনে আনেন। তাকানোর জন্য কি বিশ্রী মুখ, সারা মুখে তলোয়ার যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। এই বুড়োটার মোটে একটা কান আছে তাও আবার সেটাও অর্ধেক। তাঁর পিতা কীভাবে এই হতচ্ছাড়া লোকেদের নিজের কাজে নিযুক্ত করেন?

বিজ্জল সেই সৈনিকের গালে সপাটে চড় মারেন। "এটা আমাকে থামানোর জন্য," তিনি আবার তাকে চড় মারেন, এইবার হাতের উলটো দিক দিয়ে। "এইটা ওই নিম্ন বর্ণের বজ্জাত স্কন্দদাসের নাম উচ্চারণ করার জন্য।" আবার একটি চড়ে সৈন্যের নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যায়। "এটা তোমাকে শেখানোর জন্য যে নিজের উর্ধস্তন ব্যক্তিদের আরও সম্মান দিতে হয়।" যুবরাজের অন্তিম ঘুসি বৃদ্ধটিকে অচৈতন্য করে দিল।

BanglaBook.org

ভীত সন্ত্রস্ত প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে বিজ্জল চিৎকার করে উঠলেন, "বেজন্মা আহাম্মকের দল! শুনে রাখ। আমার আজ একুশ বছর হয়েছে। আমি আর কোনো শূদ্রের আদেশে বাঁধা থাকব না। আমি খুব শীঘ্রই তোদের সবার উপর শাসন করব। আমার যেখানে ইচ্ছা আমি সেখানেই যাব।" তিনি প্রহরীদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাতেই তারা এক এক করে নতজানু হয়ে বসে পড়ল।

"জল," তিনি গর্জে ওঠেন। তিনি কুৎসিত বৃদ্ধ সৈন্যকে স্পর্শ করার জন্য দূষিত হয়েছেন, তা তাকে চড় মারার জন্যেই হোক না কেন। এক প্রহরী ছুটে জল নিয়ে এসে দুর্ঘটনাক্রমেও যেন তাঁকে স্পর্শ করে না ফেলে, তাই কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ঢেলে দেয় যাতে তিনি তাঁর পাপ ধুয়ে ফেলতে পারেন। হাত থেকে অতিরিক্ত জল প্রহরীর মুখে ছিটিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে নতজানু হয়ে বসে থাকা প্রহরীদের পাশ দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে যান।

বিজ্জল নদীর পার্শ্ববর্তী পথ ধরে কালিকার গুহার দিকে চলেছেন, তাঁর কানের দুপাশ দিয়ে শনশন করে হাওয়া বইছে। বহুদিন তিনি খাঁচার পাখী হয়ে ছিলেন। আজ, তিনি মুক্ত। এ এক উল্লাসজনক অনুভূতি। তিনি যা পেতে চান তা তাঁকে পাওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না। কালিকার বসে থাকা নগ্ন কল্প মূর্তি তাঁর মাথায় বারবার উঁকি দিতেই তিনি উত্তেজিত, কামাতুর হয়ে পড়ছেন। ঘোড়াটিকে খুব ধীরগতি আর পথ বড় দীর্ঘ বলে বোধ হচ্ছে।

তিনি যতক্ষণে দেবদাসী সরণী পৌঁছালেন তাঁর ঘোড়ার মুখে ফেনা বের হয়ে গেছে। তাঁর মায়ের উপহার দেওয়া স্বর্ণমুদ্রার বটুয়াটি তিনি ছুঁয়ে দেখলেন, তারপর অন্তঃপুরবাসিনীদের উপহার দেওয়া তিন লহরী হীরের কণ্ঠহার স্পর্শ করেন। মহাদেব তাঁকে একটি প্রতিকৃতি এঁকে উপহার দিয়েছে, মূল্যহীন উপহার। তাও যদি একটা ঘোড়ার উপর বসে থাকা বিজ্জলকে আঁকতেন, পরিবর্তে তাঁর ভাই এঁকেছেন গৌরীপর্বতের প্রেক্ষাপটে তিনি নদীর ধারে বসে রয়েছেন। তাঁকে একটা জেলের মত দেখানোর জন্য কেবল মাত্র একটা মাছধরার ছিপের অভাব আছে। তাঁর ভাইয়ের জন্য বিজ্জলের খালি তাচ্ছিল্য হয়।

ঘোড়ায় চড়ে পথ দিয়ে চলার সময় তিনি উপলব্ধি করলেন এই স্থানে কিছু একটা অস্বাভাবিকত্ব রয়েছে। কোনো গণিকা তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছে না আর

BanglaBook.org

কুটনিরাও গোমড়া মুখে চারপাশে বসে তাঁর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। বহু রমণী পথের উপরেই বসে রয়েছে। কেউ মারা গেছে নাকি? এরা সবাই এত রেগে আছে কেন?

গত বার তাঁকে একটা সোজা ছোট পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাই বিজ্জল একজনকে কালিকার গুহায় যাওয়ার পথের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। লাঠি হাতে কয়েকজন লোক তাঁকে ঘিরে ফেলল।

"কি হচ্ছেটা কি! সরে যাও!," বিজ্জল চিৎকার করে ওঠেন। তা সত্ত্বেও তারা কাছে আসতে থাকল। বিজ্জলের হাত তাঁর তলোয়ারে পৌঁছে গেছে। দেবদাসী সংস্থা দ্বারা নিযুক্ত এক প্রহরী ধনুকে সংযোজিত শর বিজ্জলের বুকের দিকে তাক করে এগিয়ে এল। তাদের পিছনে মহিলারা চিৎকার করতে শুরু করেছে, "মেরে ফেলো, মেরে ফেলো, মেরে ফেলো।" বিজ্জল আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তিনি তলোয়ার বের করতে যাবেন তখনই ধনুকে গুণ টানার শব্দ শোনেন। চোখের নিমেষে তাঁর ঘোড়া হ্রেষাধ্বনি করে সামনের পা মুড়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগল। তাঁর পিতার উপহার, বহুমূল্য ঘোড়া মুহূর্তের মধ্যে মারা গেল। তীর তাঁর দিকেই তাক করা হয়েছিল কিন্তু তাঁর প্রতিবর্ত ক্রিয়া তাঁকে বাঁচিয়ে দিল। কিছু না ভেবেই পাশে সরে যাওয়ায় তীরটি ঘোড়াকে নিজের লক্ষ্য বানিয়ে নেয়।

বিজ্জল কোনো মতে নিজের তলোয়ার বের করে উন্মত্ত জনতা তাঁর কাছে আসার আগেই চালনা করতে শুরু করেন। রক্তপাত ঘটিয়ে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মাথা কেটে ফেলে তিনি এমন ভাবে লড়াই করেন যেন তাঁর উপর কিছু ভর করেছে। তিনি তাদেরকে একটা দূরত্বে রেখেছেন, কিন্তু আরও অনেক লোক ছুটে আসছে। ক্ষনেকের জন্য তাঁর বিশ্বস্ত দাসকে মনে পড়ে এবং ভাবেন যদি সে পাশে থাকতো। নিশ্চিত রূপে তিনি আর বেশিক্ষন টিকবেন না।

"মেরে ফেলো, মেরে ফেলো, মেরে ফেলো-" উন্মত্ত জনতা উচ্চারণ করেই চলেছে। "আমি তোমাদের যুবরাজ, রাজকুমার বিজ্জল, জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র," তীক্ষ্ন কণ্ঠে তিনি চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠের কম্পনে জনতা হেসে উঠল। তারা তাঁর ভয় বুঝতে পেরেছে। এবার তারা চিৎকার করতে লাগল, "রাজকুমারের মৃত্যু।"

BanglaBook.org

জনতাকে দূরে রাখার জন্য বিজ্জল পাগলের মত তলোয়ার চালিয়ে যান, কিন্তু তারা ক্রমাগত এগিয়ে আসছে। তাঁর দিকে ছুটে আসা একটি বল্লমকে দুভাগে কেটে ফেললেন। তাঁরটি গৌরীখড়্গ হলেও ক্রমশ সংখ্যায় বাড়তে থাকা শত শত লোকের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তিনি সব আশা ত্যাগ করে দিয়েছেন ঠিক তখনই ভীড়ের মধ্যে একটি পরিচিত মুখ দেখতে পেলেন।

একটি তলোয়ারের আঘাত ঠেকিয়ে, তাঁর দিকে ধেয়ে আসা একটি ছোরাকে মাথা নামিয়ে এড়িয়ে, জনতার চিৎকার ছাপিয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "কেকী!" "কেকী...আমাকে সাহায্য করো।"

নপুংসক ভিড়ের মধ্যে চিৎকার চেঁচামিচি করে, টেনে হিঁচড়ে, খামচে, আঁচড়ে, ঠেলে ঠুলে, গুঁতিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। চারিদিক ঝাপসা হয়ে আসছে, তিনি বহু জায়গায় আঘাত পেয়েছেন। *আমি আমার জন্মদিনেই মারা যাচ্ছি,* বিজ্জল ভাবেন।

কেকী কোনোমতে তাঁর কাছে পৌঁছে নিজের দুহাত ছড়িয়ে দেয়। বিজ্জল তার পিছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে, সে লজ্জিত এবং একই সঙ্গে আশ্বস্ত।

"থামো, থামো," বিজ্জলের কাছে পৌঁছাতে চাওয়া কয়েকজন লোককে সে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। "তোমরা কি পাগল হয়ে গেছ? ইনি স্কন্দদাসের লোক নন; আমাদের বন্ধু, আমাদের লোক, আমাদের যুবরাজ। ইনি আমাদের সাহায্য করবেন।"

জনতা পশুর মত গর্জন করে ওঠে। পিছন থেকে কেউ চেঁচিয়ে উঠল, "তারা আমাদের পান্থশালা বন্ধ করিয়ে দিয়ে আমাদের গৃহহীন, অর্থহীন, জীবিকাহীনে পরিণত করেছে। আর রাজকুমার বহুমূল্য পোশাক পরে আমাদের দুর্দশা দেখে মজা লুটতে এসেছে। আমরা রক্ত চাই। আমরা জানি এর জন্য আমাদের মৃত্যুদণ্ড হবে, কিন্তু আমাদের জীবনে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।"

"কী হয়েছে?" নপুংসকের পিছন থেকে বিজ্জল চিৎকার করে ওঠেন।

"উনি এমন করে জিজ্ঞাসা করছেন যেন কিছুই জানেন না," এক রাগী গলা বলে উঠতেই "রাজকুমার বিজ্জলের মৃত্যু," শ্লোগান আবার শুরু হয়ে গেল।

BanglaBook.org

কেকী চিৎকার করে, "অনুগ্রহ করে থামো। যুবরাজ নিরাপরাধ। তিনি অন্যদের মত নন। তিনি আমাদের লোক, আমাদের গ্রাহক। তিনি আমাদের সমস্যার প্রতি দয়ার্দ্র," কেকী বিজ্জলের হাত ধরে উঁচুতে তুলে ধরেন, "তিনি আমাদের বন্ধু, আমার বন্ধু।"

বিজ্জল চোখ পিটপিট করলে কেকী তাঁর কানে হিসহিসিয়ে বলে, "বলুন আপনি ওদের বন্ধু আর ওদের সঙ্গে যা অন্যায় হয়েছে তা ঠিক করে দেবেন।"

"আমি কী অন্যায় করেছি?" বিভ্রান্ত বিজ্জল জিজ্ঞাসা করেন।

তাঁকে অগ্রাহ্য করে কেকী বলে চলে, "আমাদের বন্ধুত্বের অভিজ্ঞান হিসাবে, যুবরাজ স্বয়ং রাজপ্রাসাদ থেকে এতদূর এসেছেন তোমাদের ক্ষতি পূরণ দেওয়ার জন্য। তিনি জানেন তোমাদের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে।"

কেকী যুবরাজের কোমর থেকে স্বর্ণমুদ্রার বটুয়াটি বের করে নিয়ে তার মুখ খুলে স্বর্ণমুদ্রা বাতাসে ছুঁড়ে দিল। জনতা এক মুহুর্তের জন্য থমকে গিয়ে অবিশ্বাস্য চোখে বাতাসে স্বর্ণমুদ্রা তাদের দিকে বর্ষিত হতে দেখে। আর মুহুর্তের মধ্যে সেখানে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। তারা পরস্পরের সঙ্গে মুদ্রার জন্য লড়াই করতে শুরু করে দিতে সেই হাঙ্গামার মধ্যে কেকী বিজ্জলের হাত চেপে ধরে দৌড় দিল।

তারা যখন সড়ক ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে তখন বিজ্জল কেকীকে টেনে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি আমাকে বলবে এসব কী হচ্ছে? আমি প্রায় মরতে বসেছিলাম- আর আমার জন্মদিনে উপহার পাওয়া সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা আমি হারিয়ে ফেলেছি।"

"নিজের নক্ষত্রকে ধন্যবাদ দিন যে আপনি মাংসের কিমার মত কুচি কুচি হয়ে বেরিয়ে আসেন নি।"

"কিন্তু তারা এত রেগে কেন ছিল?"

"আপনাকেও নিজের বাড়ি থেকে বের করে পথের ভিখারি বানিয়ে দিলে আপনিও রেগে উঠতেন।"

"মুখ সামলে কথা বলো, নপুংসক। তুমি মাহিষমতীর অভিষিক্ত যুবরাজের সঙ্গে কথা বলছ।"

BanglaBook.org

"যদি সাহস থাকে তাহলে ওই জনতার কাছে গিয়ে এটা ঘোষণা করুন। দণ্ডকারেরা বিশাল বাহিনী নিয়ে এসে দেবদাসী সরণী বন্ধ করিয়ে দিয়ে গেছে। তারা আমাদের ব্যবসাকে বেআইনি বলেছেন।"

"আরে না, কালিকা...?"

"যা পেরেছে হাতিয়ে নিয়ে চলে গেছে। তাকে শয়তানে খাক, তার উপর যক্ষী ভর করুক। মাগী, এই গরীব নপুংসকের জন্য কিচ্ছু রেখে যায় নি। কিন্তু আমি জানি আমার প্রিয়তম রাজকুমার তাঁর এই দরিদ্র ভৃত্যকে ভুলবেন না," বলেই কেকী বিজ্জলের কণ্ঠহারটি ছিনিয়ে নেয়।

"কী করছ তুমি?" বিজ্জল চিৎকার করে। কেকী সেটি টেনে নিয়ে ভেঙে ফেলে ক্ষিপ্রগতিতে নিজের বক্ষ-বন্ধনীর মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। "এক দরিদ্র নপুংসক যে আপনার প্রাণ রক্ষা করেছে তার জন্য এক ক্ষুদ্র উপহার, আমার রাজকুমার। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি সত্যিই দয়ালু। জয় মাহিষমতী, জয় বিজ্জল দেব।"

বিজ্জল রাগে জ্বলছেন। তিনি কামনা নিয়ে এসেছিলেন কালিকাকে পাবেন বলে, যা হারিয়েছিলেন তা পাবেন বলে তিনি বেপরোয়া ছিলেন, কিন্তু এখন তার থেকেও বেশী হারিয়ে ফেললেন। "দণ্ডকারদের কে পাঠিয়েছিল?" তিনি জিজ্ঞাসা করে।

"ওই বেজন্মা স্কন্দদাস ছাড়া আর কে হতে পারে," কেকী দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

যথেষ্ট শোনা হয়েছে। বিজ্জল শপথ করলেন তিনি এবার ওই বেজন্মা নিম্নবর্ণের ভণ্ডটার শেষ দেখে ছাড়বেন।

"আপনি কি প্রাসাদে ফিরে যাবেন, যুবরাজ?" কেকী জিজ্ঞাসা করলে বিজ্জল ঘোৎ করে শব্দ করলেন।

"দাঁড়ান, আমি আপনার জন্য একটা পালকি, গোরু গাড়ি বা রথের ব্যবস্থা করছি। যুবরাজের হেঁটে যাওয়া উচিত নয়। তাছাড়া আমি ভাবছিলাম যে আমিও যদি আপনার সঙ্গে আসি তাহলে ভাল হবে।" কেকী হেসে বলে।

ফেরার পথে স্কন্দদাসের নির্দেশে দণ্ডকারেরা কী কী নির্মমতার কাজ করেছে সেই নিয়ে কেকী বিজ্জলের কান ভারী করে। বিজ্জল সিদ্ধান্ত নেন ভুঁইফোড় মহাপ্রধানকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করার জন্য পিতার কাছে তিনি দাবী

BanglaBook.org

করবেন। তাঁর বয়েস এখন একুশ বছর, পিতা তাঁর কথা আর আগ্রাহ্য করতে পারবেন না। রীতি অনুযায়ী তিনি এখন একজন ভূমিপতি পদের সমকক্ষ। তাঁর অভিষেক হওয়া পর্যন্ত মহাপ্রধান তাঁর থেকে উচ্চাধিকারী হলেও ভবিষ্যৎ সম্রাট কে অমান্য করার সাহস কোনো বেতনভুক কর্মচারীর হবে না। বিজ্জল পিতাকে এক নির্বোধ বলে মনে করেন, তাঁর মোটা মাথায় কিছু বোধবুদ্ধি চালনা করতে হবে।

রাজসভার প্রবেশদ্বারেই কেকী ওজর দেখিয়ে সরে গেল এবং বিজ্জল দৃঢ় পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন। সেই বৃদ্ধ যাকে তিনি আঘাত করেছিলেন তাঁকে সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তিনি থমকে গেলেন। বিজ্জলের চোখ স্কন্দদাসের দিকে পড়তেই দেখেন তিনি তাঁরই দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। কিছু একটা গণ্ডগোল রয়েছে।

"আরে, বিজ্জল, এসো, এসো।" পিতার কণ্ঠস্বর শান্ত। তাঁর এভাবে কথা বলা বিজ্জলের অত্যন্ত অপছন্দের বিষয়। বিজ্জল জানেন কোনো সংকট আসতে চলেছে, তাই তিনি আক্রমাত্মকভাবে চলার সিদ্ধান্ত নেন।

"পিতা-" বিজ্জল শুরু করেন।

"মহামহিম- আমাকে মহামহিম বলে সম্বোধন করো, বিজ্জল। অন্দর মহলে নয়, আমি আমার সিংহাসনে বসে আছি," সম্রাট বলেন।

ঘটনা মোটেই ঠিক দিকে গড়াচ্ছে না। বিজ্জল দাঁত কিড়মিড় করে বলেন, "মহামহিম, কেউ দেবদাসী সরণী বন্ধ করিয়ে দেওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন"

"আমি আদেশ দিয়েছি," বলে সম্রাট সিংহাসনে ঠেস দিয়ে বসে নিজের দাড়িতে আঙুল চালালেন।

"পিতা...মানে, মহামহিম, আপনি আদেশ দিয়েছেন?" বিজ্জল হতভম্ব হয়ে গেছে। "আমি ভাবলাম এই বেজন্- মানে এই- মানে বলতে চাইছি যে এই স্কন্দদাস-"

"মহানুভব মহাপ্রধান স্কন্দদাস- তাঁকে এই নামে সম্বোধন করো। তিনি তোমার প্রধানমন্ত্রী, তোমার ব্যক্তিগত দাস নন যে তাঁকে অসম্মান দিয়ে ডাকবে। রাজকুমার, এটি মাহিষমতীর রাজদরবার, কোনো প্রমোদ ভবন বা পানশালা নয়। সৌষ্ঠব পালন

BanglaBook.org

করতেই হবে, এবং শ্রদ্ধা পেতে গেলে শ্রদ্ধা দিতেই হবে। শ্রদ্ধার কথায় মনে পড়ল, তুমি কি অভিজ্ঞ মায়ান কে আঘাত করেছ?”

“অভিজ্ঞ কে? ওই বুড়ো ভিখারি?”

“হ্যাঁ, যুবরাজ, তোমার জ্ঞাতার্থে বলি, এই 'বুড়ো ভিখারি,' মাহিষমতীর সম্রাটের জীবন একবার বা দুবার নয় বরং তিন তিন বার রক্ষা করেছেন। যদি তুমি এই বুড়ো ভিখারির বাম কানের দিকে দেখো, আরে যেটাতে তুমি মেরেছিলে- আমার গলা কাটতে আসা এক তলোয়ারের মাঝে এসে তার অর্ধেকটি তিনি হারিয়েছেন। তাঁর বাম গালের ক্ষতটি যদি দেখো, যেখানে তুমি চড় মেরেছিলে, যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকা এক ভাঙা রথের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে আমাকে রক্ষা করার সময় সেটি হয়। তৃতীয়বার আরও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থেকে তিনি আমার প্রাণ রক্ষা করেন, কিন্তু সেই কথা বলে আমি আর তোমাকে বিব্রত করব না। তোমার কিছু বলার আছে?”

“ও আমাকে থামানোর চেষ্টা করেছিল,” বিজ্জল চিৎকার করে ওঠেন।

“নিজের জন্মদিনে বারবনিতার ভবনে যাওয়ার থেকে, আমি কি ঠিক বলছি?”

“আমি একুশ বছরের হয়ে গেছি, আমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাব,” বিজ্জল বলেন।

“ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি বারো বছরের। এবার তুমি এনার পা ছুঁয়ে ক্ষমা চাইবে।”

বিজ্জল স্তম্ভিত হয়ে যান। মায়ান হাত জোড় করে কেঁদে ফেললে, “হে মহামহিম, না, না, এমন করাও পাপ। আমি একজন তুচ্ছ সৈনিক। মাননীয় মহাপ্রধান জোর করলেন তাঁর সঙ্গে এসে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। আমার ভুল হয়েছে, আমার ভুল হয়েছে। দয়া করুন প্রভু...তিনি মাহিষমতীর কুলতিলক। দয়া করুন...”

“মায়ান,” সম্রাট সোমদেবের কণ্ঠস্বর কোমল ও শ্রদ্ধাবনত, “তুমি আমাকে হতাশ করলে। আমি ভাবতাম তুমি তোমার সম্রাট কে ন্যায়পরায়ণ বলে বোধ করো, কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা, ও শ্রদ্ধার মত মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন একজন মানুষ বলে মনে করো। তোমার কথায় মনে হচ্ছে আমি এক অত্যাচারী শাসক যিনি নিজের

BanglaBook.org

প্রজাদের কথা কিছুমাত্র চিন্তা করেন না, এটি আমার গরিমাকে আঘাত করল। প্রিয় মায়ান, আমি কি সত্যিই এরকম শাসক? না কি তুমি চাও উত্তরসূরী আমাকে এরূপ শাসক বলে জানবে?”

মায়ান নিজের পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে থাকে। বিজ্জল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসছেন। তিনি তাঁর মায়ের দিকে মিনতি নিয়ে তাকান। মহারাণী মাঝখানে বলে ওঠেন, “মহামহিম, মাহিষমতীর সম্রাটকে কোনো নীচু জাতের সৈনের চরণ স্পর্শ করতে বলা অত্যন্ত অন্যায়। আমি এক মহৎ পরিবারের কন্যা, সূর্যবংশের সাথে আমার পরিবারের সম্পর্ক আছে তাই যদি আমার পুত্র–”

“বৃহন্নলা,” সম্রাট তাঁর স্ত্রীর কথা মাঝপথে কেটে দিয়ে চিৎকার করেন, “মহারাণীর শিরঃপীড়া হয়েছে, তাঁকে অনুগ্রহ করে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও।”

মহারাণী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান। রাগে লজ্জায় তাঁর মুখ লাল হয়ে গেছে। “আমি পথ চিনি, মহামহিম। কিন্তু আপনি পথভ্রষ্ট হয়েছেন।” আড়ষ্টভাবে প্রণাম জানিয়ে তিনি ঝড়ের গতিতে সভা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সম্রাট বিজ্জলের দিকে তাকিয়ে তাঁর আদেশ পালন করার ইঙ্গিত করলেন। সমগ্র সভা স্তব্ধ হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। বিজ্জল লজ্জায় জ্বলে মরছেন, এই খবর চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে যাবে। তিনি স্কন্দদাসের দিকে তাকান, সেই কালো মুখে বিজয়ীর হাসি। স্কন্দদাসকে বহিষ্কার করতে এসে তার পরিবর্তে এক নীচ জাতির সৈন্যের পা স্পর্শ করতে হচ্ছে তাঁকে। তিনি দাঁতে দাঁত চাপেন।

“যুবরাজ, আমাদের কাছে সারা বছর নেই, এর চেয়ে আরও অন্যান্য ভাল কাজ পড়ে আছে করার মত,” সম্রাট বলে ওঠেন।

রাগে হতাশায় আসা চোখের জলকে নিয়ন্ত্রণ করে বিজ্জল আড়ষ্ট ভাবে ঝুঁকে কেঁদে চলা মায়ানের পা স্পর্শ করেই গোড়ালির উপর ঘুরে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। সম্রাট নিজের রাজকার্য আবার এমনভাবে চালনা শুরু করলেন যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি।

যখন বিজ্জল সভা থেকে বেরিয়ে এলেন, মাহিষমতীতে অন্ধকার ছড়িয়ে গেছে। বাইরে অপেক্ষারত কেকী উঠে দাঁড়ায়।

“খুবই লজ্জাজনক,” কেকী বলে উঠতেই বিজ্জল নিজের মুঠি দৃঢ় করেন।

BanglaBook.org

কেকী বিজ্জলের কাঁধে হাত রেখে বলে, “এই সবই ওই নীচ বর্ণের মহাপ্রধানের কারসাজি। ভূমিপতি পট্টরায় আপনার মিত্র, কোনো চিন্তা করবেন না। আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে।”

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বত্রিশ

শিবগামী

শিবগামী রান্নাঘরের জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে গুন্ডু রামুর দিকে একটা ঢিল ছোঁড়ে। গুন্ডু রামু মেঝেতে বসে বটি দিয়ে সবজি কাটছিল। তার বদলে ঢিল একটা তামার হাঁড়িতে গিয়ে লাগতেই সেই আওয়াজ শুনে রাঁধুনি নিজের হাতা দিয়ে গুন্ডু রামুর মাথায় মারে। বেচারা ছেলে চিৎকার করতেই রাঁধুনি তার উপর চেঁচায়, "শুয়োর, কাজের সময় খেলছিস? আবার যদি এরকম করেছিস তাহলে তোর মাথায় আমি ফুটন্ত সাম্বর ঢেলে দেবা।"

তাড়া খাওয়া কুকুরের মত গুটিয়ে গিয়ে গুন্ডু রামু নিজের বিশাল শরীরকে যতটা সম্ভব সঙ্কুচিত করে নিয়ে আবার কাজে হাত দিল। রাঁধুনি পিছন ফিরে আবার উনুনে আগুন জ্বালানোর জন্য ফু দিতে শুরু করে। গুন্ডু রামু যখন হাতের উলটো পিঠ দিয়ে নিজের চোখ মুছছে, পরের ঢিল তখনই ঠিক জায়গায় গিয়ে আঘাত করল। সে অবাক হয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা চিৎকার দমন করে। শিবগামী তাঁকে বাইরে আসতে বললে সে নিজের মাথা নেড়ে রাঁধুনির দিকে সভয়ে তাকায়। শিবগামী ইশারায় বলে এটি খুব জরুরী।

গুন্ডু রামু উঠে পড়লে রাঁধুনি তার উপর চিৎকার করায় সে নিজের কড়ে আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করে সে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাচ্ছে।

"সারাদিন লাগিয়ে দিস না, যা," পিছন না ফিরেই রাঁধুনি বলে। গুন্ডু রামু ছুটে বেরিয়ে এসে শিবগামীর সঙ্গে দেখা করে। সে গুন্ডুর হাত ধরে এবং তারা দুজনে রান্নাঘরের পিছন দিকে যেখানে কচুগাছ শিবগামীর চিবুক সমান লম্বা হয়ে উঠেছে

BanglaBook.org

সেখানে দৌড়ে আসে। এটা রামুকে পুরোপুরি ঢেকে দিয়েছে। কামাক্ষী আগে থেকে সেখানে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

"আমি এটার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে ভেবে দেখলাম," শিবগামী বলে চলে, "একমাত্র মহামাকমের দিনেই আমরা প্রাসাদ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে পারব। সমগ্র নগরী সেদিন নিমন্ত্রিত থাকবে, স্কন্দদাসের গৃহে চুরি করার জন্য এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর পাবো না।"

"আমি শুনেছি তিনি এখন মহাপ্রধান হয়েছেন, তাহলে তিনি কি নিজের ঘর পালটে ফেলবেন না? তিনি সবসময়তেই কার্যালয়েই থাকেন," কামাক্ষী বলে ওঠে।

"আমি শুনেছি আর আশাও করি তিনি করেন নি। আমরা ভেঙে ঢুকে বইটা নিয়েই পালিয়ে আসব," শিবগামীর হঠাৎ উদ্বেগ হয়, কিন্তু সে বুঝতে দেয় না। কামাক্ষী ভেঙে ঢোকার পক্ষপাতী নয়- তার ভয় হচ্ছে শিবগামী ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু শিবগামীকে আর কোনো কিছুই থামাতে পারবে না। স্কন্দদাসের সাথে শেষবার কথা হওয়ার পর আর বইটাকে সেখানে সে রাখতে পারবে না। সে মাথা খাটিয়ে বইটি উদ্ধার করার জন্য একটা ভালো পরিকল্পনা আঁটার চেষ্টা করে। স্কন্দদাসের দপ্তরে ডাক পড়ার পর থেকে রেবাম্মা শিবগামীকে তার বন্ধুদের থেকে আলাদা করে দিয়ে চোখে চোখে রেখেছেন। আজ সকালে তিনি কোথাও গিয়েছেন আর সেই সুযোগে শিবগামী তাদের সঙ্গে দেখা করতে পালিয়ে এসেছে।

"তুমি যদি বইটা পেয়েও যাও তাহলেই বা কী করে ওটা নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে?" কামাক্ষী জিজ্ঞাসা করে। "যারাই ভিতরে আসবে বা বাইরে যাবে প্রত্যেককে তারা পরীক্ষা করে দেখবে।"

"এইজন্যই আমাদের গুন্ডু রামুকে লাগবে," শিবগামী উত্তর দেয়।

"আমার ভয় লাগছে," গুন্ডু রামু বলে।

"ভয়ের কিচ্ছু নেই, গুন্ডু," শিবগামী তার চুল ঘেঁটে দেয়। "তোকে দূর্গের ভিতরেও যেতে হবে না।"

"দূর্গের ভিতরে যাব না? আমি তো তাহলে কোনো আমোদ অনুষ্ঠানই দেখতে পাব না," গুন্ডু রামু বলে।

BanglaBook.org

"তুই তোর দিদির জন্যে এটুকুও করবি না?" শিবগামী জিজ্ঞাসা করে। ছেলেটাকে অন্যায়ভাবে কাজে লাগাতে শিবগামীর খারাপ লাগছে কিন্তু সে অনন্যোপায়। সে বলে চলে, "অস্পৃশ্য আর দাসেদের জন্য তৈরি পথটি নদীর পাশ দিয়ে দূর্গের পশ্চিম প্রাচীর হয়ে যায়। সেই প্রাচীরের কাছেই স্কন্দদাসের ভবন। আমি বইটা নিয়েই একটা সংকেত দেব, তারপর দূর্গের প্রাচীর পার করে সেটা ছুঁড়ে দিলে তুই সেটা তুলে নিয়ে ছুটে অনাথাশ্রমে চলে আসবি। তারপরে তুই নাহয় আবার ফিরে এসে দূর্গে ঢুকে নাচ গান অভিনয় যা ইচ্ছা হবে দেখবি।"

গুন্ডু রামু অনিচ্ছুকভাবে মাথা নাড়তে শিবগামী তার দিকে তাকিয়ে আত্মবিশ্বাসীর হাসি দেয়। যদিও সে জানে এটা বেশ কঠিন হবে। সে উল্লেখ করে না সেই রাস্তায় কোনো আলো থাকবে না, আর গুন্ডুকেও অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে হতে পারে।

কামাক্ষী বলে, "আমার কিন্তু এই পরিকল্পনা মোটেই ভালো লাগছে না, শিবগামী। শোনো, আমরা না এটা করব না।"

"হয় তুমি আমার পক্ষে থাকবে নয় বিপক্ষে," শিবগামী খেঁকিয়ে ওঠে। "আমি তোমার কাছ থেকে আর কিছুই চাই না, কামাক্ষী। তোমাকে কোনো ঝুঁকি নিতে হচ্ছে না। তোমাকে খালি নজর রাখতে হবে আমি যখন সরে পড়বো রেবাম্মা তখন অন্য দিকে মজে আছেন কি না। তিনি জানতে পারার আগেই আমি ফিরে আসব। আর আমি যখন থাকব না তখন কেউ যদি আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নেয় তোমাকে শুধু সেই দিকটা ঠিক রাখতে হবে।"

"না, শিবগামী। তুমি কি ভাবছো তোমার অবাধে প্রবেশ করার জন্য মহাপ্রধানের ঘর হাট করে খোলা থাকবে? সেখানে প্রহরীরা থাকবে," কামাক্ষী বলে।

"নিশ্চয়ই সেখানে প্রহরীরা থাকবে। চিন্তা কোরো না। আমি সদর দরজায় ঠকঠক করে বলব না যে আমি মহাপ্রধানের ঘর থেকে কিছু চুরি করতে এসেছি। অনুগ্রহ করে আমাকে ভিতরে যেতে দিন। দোহাই তোমাদের, আমি ভেঙে ঢুকব।" শিবগামী বোঝে তার রাগ বাড়ছে।

"তুমি চুরি করবে," কামাক্ষী বলে।

BanglaBook.org

"নিজের পিতার বই ফেরত নেওয়া কে চুরি বলে না। *'তিনি'* বইটা চুরি করেছেন *'আমার'* কাছ থেকে। আমি সেটা পুনরুদ্ধার করছি। এত বিরক্তিকর হওয়া টা দয়া করে বন্ধ করবে, কামাক্ষী? তুমি যদি সাহায্য না করতে চাও, তাহলে এসব থেকে দূরে থাকো। সব কিছু গোলমাল করে দিয়ে এই ছেলেটাকেও ভয় পাইয়ে দিও না।"

কামাক্ষীর চোখ জলে ভরে উঠতেই সে চলে যায়। শিবগামী রেগে থাকলে তার সঙ্গে কথা বলার কোনো মানেই হয় না। আর তাছাড়াও অনেক কাপড় কাচার বাকী আছে। সে তাড়াতাড়ি কাপড়ের পুঁটুলি নিয়ে নদীর দিকে ছুটে চলে। শুধুমাত্র শিবগামীর জন্যেই কামাক্ষী উতলা নয়, বহুদিন হয়ে গেল শিভাপ্পার কাছ থেকে কোনো খবর না আসায় সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

দুপুরবেলায় তার কাপড় কাচা শেষ হয়। সে সবগুলোকে পুঁটুলি বানিয়ে পিঠের উপর তুলে সেই ভারে হিমশিম খেতে থাকে। সে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে ঠিক তখনই একটা পাগল লোক ঝাঁপিয়ে তার সামনে আসে। সে চিৎকার করে উঠে হাত থেকে পুঁটুলি ছেড়ে ফেলে। এটা নদীর ধারে ঘুরে বেড়ানো সেই পাগল ভৈরব। সে কামাক্ষীর চারপাশে নেচে নেচে ঘুরতে থাকলে কামাক্ষীর বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে নদীর ঘাটে স্নান করতে আসা কয়েকটি ছেলে হাসাহাসি শুরু করে। কিছুক্ষণ পর ছেলেরা আগ্রহ হারিয়ে চলে গেলে পাগলটাও নাচ গান করতে করতে চলে যায়। নোংরা জামাকাপড় তোলার জন্য কামাক্ষী সিঁড়িতে বসে। কানের কাছে একটা ফিসফিসানি শুনতেই সে চমকে ওঠে। ভৈরব আবার ফিরে এসেছে।

ভৈরব কামাক্ষীর ঠোঁটে তর্জনী রেখে বলে, "চুপ করে শোনো।" কামাক্ষী ভয়ার্ত চোখে নদীতে সাঁতার কেটে চলা ছেলেদের দিকে তাকায়। ভৈরব তার চিবুক ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, "মহামাকমের দিন সে তোমার জন্য আসবে। সে নিজের কাজ সমাপ্ত করার পর তোমার স্বপ্নে দেখা সাগর পারের সেই কুঁড়ে ঘরে তোমাকে নিয়ে যাবে। এটা ভৈরবের বলা শিবের খবর।"

পাঁজরের ভিতরে কামাক্ষীর হৃৎপিন্ড পিষে যাচ্ছে। সে সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করে, "সে কোথায় আসবে?"

BanglaBook.org

"যেখানে সম্রাট শাসন করে, যেখানে সম্রাটেরা জন্মায়, যেখানে সম্রাটেরা মারা যায়।"

"প্রাসাদ প্রাঙ্গণে?"

উত্তর না দিয়েই পাগল চলে গেল। কামাক্ষী কাপড়গুলি খামচে তুলে সেগুলিকে পুঁটুলি বেঁধে ফেলল। এগুলোকে আবার পরিষ্কার করার কোনো ইচ্ছা তার আর নেই। রেবাম্মা বকবেন, কিন্তু কিছু আসে যায় না। শিভাপ্পা আসবে। *"হে মা গৌরী, তুমি আমার প্রার্থনা শুনেছো,"* আনন্দের অশ্রু মুছতে মুছতে সে ছুটে চলে। সে পুঁটুলিটি এক কোণে ছুঁড়ে দিয়ে শিবগামীর কাছে দৌড়ে যায়। শিবগামী তাকে দেখে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু সে ছুটে গিয়ে শিবগামীকে জড়িয়ে ধরে নেয়। "আমি মহামাকমের দিন তোমার সাথে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে আসব," সে বলে।

শিবগামী অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়। তারপরেই তার ঠোঁট বিদ্রুপের হাসিতে বাঁকা হয়ে যায়। "এত দ্রুত মন পালটে ফেলার কারণ? সে আসছে না কি?" কামাক্ষী অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে শিবগামী দ্রুত বলে চলে, "তাতে কিছু আসে যায় না। আর তোমার কথায় আমি কিছু মনে করিনি। আমি তোমার সঙ্গে আছি।"

কামাক্ষী সহসা কাঁদতে শুরু করে, "এটা নয় যে আমি স্বার্থপর, আমি...আমি তোমার জন্য ভয় পাচ্ছিলাম।"

"আমি তোমাকে জানি কামা," বলে শিবগামী তাকে জড়িয়ে ধরে। "সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা একসঙ্গে খুব সুন্দর একটা জীবন কাটাবে। দেখো তুমি কেমন লজ্জা পাচ্ছো," কামাক্ষীর সুন্দর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যেতে শিবগামী তার পিছনে লাগে।

"আপনি সৌভাগ্যবান, যুবরাজ। পছন্দ করুন নিজেকে কিভাবে নষ্ট করবেন," পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর আসতেই শিবগামী আর কামাক্ষী কয়েক পা পিছিয়ে গেল। তারা স্তম্ভিত হয়ে যায় কেকীকে দেখে। আর কেকীর পিছনে রয়েছে যুবরাজ বিজ্জল।

BanglaBook.org

"এই মেয়েটার এখনো কৌমার্য আছে," কামাক্ষীর দিকে তাক করে কেকী বলে। "ওই পুরুষালী মেয়েটার সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই," কেকী শিবগামীকে দেখায়।

শিবগামী কামাক্ষীকে নিজের পিছনে সরিয়ে নিয়ে তাদের দুজনের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকায়, "কে তোমাদের এখানে আসার অধিকার দিয়েছে?"

"আরে, আরে, মেয়ে, উনি হলেন যুবরাজ, এই দেশ কে শাসন করেন। তাছাড়াও তিনি রেবাম্মাকে দাম দিয়েছেন, এবার ভাল মেয়েদের মত তাঁর সঙ্গে যাও তো দেখি। তোমরা অনুতাপ করবে না। কিন্তু এই দরিদ্র নপুংসকের কথা ভুলে যেও না যেন," কেকী তোষামুদে হাসি হাসে।

শিবগামী যুবরাজের দিকে তাকিয়ে বলে, "থিম্মা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন, আর উনি প্রতি সপ্তাহে আমাকে দেখতে আসেন। যদি উনি দেখেন আমি নেই তাহলে উনি জানেন কোথায় নালিশ জানাতে হবে। শেষবার যখন উনি আমায় দেখতে আসেন আমি তাঁকে বলেছি এই হিজড়ে আর রেবাম্মা মিলে কী ব্যবসা চালাচ্ছেন। তিনি সম্রাটের কাছে যাবেন।"

"যুবরাজ এ মিথ্যা কথা বলছে-" কেকী বলতে শুরু করতেই যুবরাজ যেই পিছন ফিরে চলে যাওয়ার উদ্যোগ নেয় সে বলে, "আরে, আরে, আপনি কোথায় চললেন। দাঁড়ান, দাঁড়ান!" কিন্তু বিজ্জল বাইরে চলে গেলে সেও পিছনে দৌড়তে শুরু করে।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকা কামাক্ষীর দিকে ফিরে শিবগামী বলে, "কখনো দেখাবে না তুমি ভয় পেয়েছ। তোমার কিচ্ছু হবে না। মহামাকমের আর মাত্র কয়েকদিন। তার আগে তারা আমাদের কে স্পর্শ করার দুঃসাহস দেখাবে না। আমি নিজের খেয়াল রাখতে জানি,আর তুমি খুব তাড়াতাড়িই তার সঙ্গে থাকবে, আর তারপর–" শিবগামী আবার তাকে উত্যক্ত করতে শুরু করলে সে লাজুকভাবে হাসে।

নিজের সাহসী কথাবার্তা সত্ত্বেও শিবগামীর কেন জানি মনে হতে থাকল খুব মারাত্মক কিছু ঘটতে চলেছে। *না, আমি এরকম নির্বোধের মত ভাবনা ভাবব না,* সে নিজেকে ভর্ৎসনা করে। কিন্তু তার ভিতরের ভয় চলে যেতে অস্বীকার করে।

BanglaBook.org

তেত্রিশ

অল্লি

পিছন ফিরে বসে থাকা জীমূতের দিকে অল্লি নিজের তীর তাক করে রয়েছে। সে এটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য উত্তেজিত হয়ে আছে। নদীতে পড়ে যাওয়ার সময় জীমূতের মুখ, লাল কালির মত জলে ছড়িয়ে পড়া তার রক্তের কথা সে কল্পনা করছে। একদিন নিশ্চিত সে এটাই করবে- কিন্তু আজ নয়। জীমূতের কাছ থেকে এখনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করার আছে। সে নিজেকে তার কাছে অনেক বার মেলে ধরেছে, কিন্তু সেই পরিমাণে কিছুই পায়নি।

লোকে যেমন করে কুকুর ধরে রাখে, জলদস্যু তেমন করে দাসটিকে ধরে রেখেছে। অল্লি কাটাপ্পাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে। তাকে নদী থেকে উদ্ধার করার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। অল্লি ভেবেছিল সে হয়ত মারা যাবে, কিন্তু কাটাপ্পা দ্রুত আরোগ্য লাভ করছে। অল্লির আপত্তি সত্ত্বেও দুর্বল কাটাপ্পা যখন মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল জীমূত তাকে লতা গাছের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখত। সেটা একদমই অপ্রয়োজনীয় ছিল, কাটাপ্পা বলেছিল- তাদের জনজাতির প্রাচীন রীতি অনুযায়ী কেউ যদি তাদের জীবন বাঁচায়, তাহলে সে তার দাস হয়ে যাবে। প্রভু যদি তাকে মুক্তি না দেয় তাহলে সে আজীবন তার প্রভুর সেবা করবে। এই শুনে জীমূত হেসে ছিল, অল্লির সব রকমের বোঝানো সত্ত্বেও সে কাটাপ্পার কথা বিশ্বাস করে নি। *"নিজের ধাত ধরেই সবাই পরের চিকিৎসা করে,"* অল্লি আপন মনে ভাবে। জীমূত কোন দিনই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শব্দটি উপলব্ধি করতে পারবে না, ঠিক যেমন কাটাপ্পা বুঝবে না ধূর্ততা কাকে বলে।

BanglaBook.org

অল্লি প্রায়ই ভাবে তার দাসটিকে যেতে দেওয়া উচিত কি না। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী তাকে শুধু তিন বার উচ্চারণ করতে হবে, "দাস, তুমি বাতাসের মত মুক্ত," ব্যাস তাহলেই সে একজন মুক্ত মানুষ হয়ে যাবে। সে জানে জীমূত এর ভয়েই কাটাপ্পাকে সব সময় বেঁধে রেখে কুকুরের মত কাজ করায়। কিন্তু সে যদি কাটাপ্পাকে মুক্তও করে দেয়, কাটাপ্পা যাবে কোথায়। এই দ্বীপে তারা বন্দী হয়ে গেছে। তাকে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে, কিন্তু জীমূত কাটাপ্পার সাথে যে আচরণ করে তা দেখেও সে যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়।

জীমূতের কথায় কাটাপ্পা জলে ডুব দিল। অল্লি উঠে দাঁড়ায়, তার ভ্রূ কুঁচকে গেছে। এই জলদস্যু দাসকে দিয়ে এক বিপদজনক কাজ করাচ্ছে। সে আবিষ্কার করেছে নদীতে প্রচুর পরিমাণে টাটকা মুক্তো পাওয়া যায়, সে দাসকে ডুব দিইয়ে সেগুলোই তুলে আনাচ্ছে। সে দড়ির একপ্রান্ত ধরে নদীর অগভীর অংশে দাঁড়িয়ে থাকে, দড়ির অন্য প্রান্ত বাঁধা থাকে দাসের গলায়। এটা কাটাপ্পার সুরক্ষার জন্য নয়, এটা জীমূতের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার। যদি সেই দাস পালানোর চেষ্টা করে তাহলে দাসকে দমবন্ধ করে মেরে ফেলার জন্য তাকে শুধু দড়ি ধরে একটা টান দিতে হবে।

"এরকম করে সে একদিন মারাই যাবে," অল্লি চিৎকার করে।

"ওর থেকে মুক্তো গুলো বেশী মূল্যবান," জীমূত উত্তর দেয়। রেগে গিয়ে সে তীর ছেড়ে ফেলতেই জীমূত মাথা নামিয়ে নেয় আর তীরটি নিরীহ ভাবে তার কাছে গিয়ে পড়ে। জলদস্যু হেসে ওঠে, "পরের বারের জন্য শুভকামনা রইল, মাগী!"

লজ্জায় রাগে অল্লির মুখ লাল হয়ে গেল। জীমূত তাকে "খানকি," বা "মাগী," বা আরও অকথ্য ভাষায় ডাকে, তাকে একবারের জন্যেও সে আসল নাম ধরে ডাকে নি। তাতে অল্লির কিছু আসে যায় না। সে নিজের কাজ করছে। তবুও সে যখন চিন্তা করে জীমূতের যখন ইচ্ছা তখন সে অল্লিকে ব্যবহার করেছে, সে অনুভব করে তার ভিতর থেকে রাগ আর বিষাদ উঠে আসছে। জীমূত নির্লজ্জের মত তাকে বহুবার দাসের চোখের সামনেই ব্যবহার করেছে। এমন নয় যে তারা যখন সঙ্গম করে দাস তাকিয়ে থাকে, বরং সে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে। অল্লি একবার বিরোধিতা করায় জীমূত উত্তর দিয়েছিল তারা সঙ্গম করার সময় পশু পাখিরা দেখলে যেন

BanglaBook.org

তারা গ্রাহ্য করে। সে বলে এই দাস পশুর চেয়ে উচ্চশ্রেণীর কিছু নয়। যতবার সে এই কথা বলে অলির মনে হয় তার গলা টিপে তাকে মেরে ফেলে। জীমূত জানে তার কথা অল্লির উপর কী প্রভাব বিস্তার করে তাই সে মাঝেমাঝে তাকে খেপিয়ে তোলার জন্যেও বলে।

"পরের বার আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না," অপর একটি তীর নিয়ে ধনুকে সংযোজন করে অল্লি বলে। তাকে আরও উত্যক্ত করে জীমূত হেসে ওঠে। সেই মুহুর্তেই কাটাপ্পা জল থেকে সহসা প্রবল বেগে বেরিয়ে আসে, তার মুঠো ভর্তি টাটকা জলের মুক্তো। জীমূতের হাতে সেগুলি দিতে দিতে সে টেনে টেনে নিঃশ্বাস নেয়। অল্লির চোখ জলে ভরে ওঠে।

"হাঁ করে তাকিয়ে থাকিস না, দাস, আবার ঝাঁপ দে," বলে জীমূত কাটাপ্পাকে আবার জলের মধ্যে ধাক্কা মারতেই দাস জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। অল্লি মেজাজ হারিয়ে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে তার দিকে ছুটে আসায় জীমূত জোরে হেসে ওঠে। ছুটতে ছুটতে সে জীমূতের দিকে চিৎকার করে উঠে তাকে ঘুসি মারতে যাবে এমন সময় তাদের দুজনকে চমকে দিয়ে সজোরে জাহাজের শিঙা বেজে ওঠে।

শত শত জাহাজ বাতাসে পাল উড়িয়ে দুর্বার গতিতে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

দড়িতে টান দিয়ে জীমূত চিৎকার করে, "দৌড়াও।"

উন্মত্তের মত দুহাত তুলে আন্দোলিত করতে করতে অল্লি জাহাজের দিকে ছুটতে শুরু করে। সে নদীর কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। জাহাজ গুলি নদীর ঘন নীল অংশ দিয়ে চলেছে। সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে প্রাণপণে চিৎকার করতে থাকে, "বাঁচাও, বাঁচাও।"

জীমূত তার দিকে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে তার মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করে। "মাগী, তুই আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে চাইছিস, মাগী," জীমূত চিৎকার করলেও অল্লি অগ্রাহ্য করে জাহাজের দিকে ক্রমাগত হাত নাড়িয়ে চিৎকার করে চলে। অবশেষে, জাহাজগুলির মধ্যে থেকে একটি তাদের দিকে বাঁক ঘোরে। জীমূত অল্লির হাত চেপে ধরে ছুটতে শুরু করে দেয়।

BanglaBook.org

"ছাড়ো আমাকে, ছাড়ো। বাঁচাও, বাঁচাও," অল্লি চিৎকার করে। চোখের কোণ দিয়ে সে লক্ষ্য করে কাটাপ্পা বুকে ভর করে তটে উঠে আসার চেষ্টা করছে।

জাহাজটি নোঙর করে হালকা নৌকা গুলি নামিয়ে আনা হয়। শীঘ্রই তাদের দিকে ছ'টি নৌকা এগিয়ে আসে। জীমূত আবার অল্লিকে টানতেই সে জীমূতকে ধাক্কা মেরে তার দুপায়ের মাঝে পা ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে ল্যাঙ মেরে ফেলে দেয়। সে অগভীর জলে চিৎ হয়ে পড়ে। অল্লি নৌকাগুলির দিকে দৌড়ায়। শরীরে উল্কি আঁকা ভয়ঙ্কর দর্শন কিছু যোদ্ধা এখন জলে নেমে এসেছে। তারা যেভাবে অল্লির দিকে ছুটে আসছে তাতে বোঝাই যাচ্ছে কোথাও কিছু গণ্ডগোল আছে। তার মুখ হাঁ হয়ে যায়। সে কিছু বোঝার আগেই তারা চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছে। তার দিকে এগিয়ে আসা প্রথম লোকটিকে সে সজোরে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে। জীমূত চিৎকার করে গালিগালাজ দিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্য নৌকা থেকে আরও লোক নেমে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

"এবার খুশী?" চেপে ধরে থাকা ছয়জন যোদ্ধার কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে করতে জীমূত অল্লির দিকে হিসহিসিয়ে ওঠে। কয়েকজন যোদ্ধা কাটাপ্পার গলায় বাঁধা দড়ি ধরে টেনে নিয়ে আসছে। চারজন লোক অল্লিকে ধরে রাখায় সে চিৎকার করে হাত পা ছুঁড়ছে। কেউ তার স্তন মর্দন করতে চেষ্টা করছে, একজন লোক তো তার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে চুম্বনই করে। অল্লি বিতৃষ্ণায় তার দিকে থুতু ছুঁড়লে সে অল্লিকে সপাটে এক চড় মেরে আবার চুম্বন করতে থাকে।

"আরে, আরে, আরে," এক অদ্ভুত উচ্চারণ অল্লির কানে আসে। অস্বাভাবিক রকমের লম্বা, প্রায় দৈত্যাকৃতি একজন লোক যোদ্ধাদের সঙ্গে যোগদান করে।

"কে ভেবেছিল শয়তানের দ্বীপে মানুষেরও বসবাস আছে," তাদের দিকে কৌতুহলী ভাবে তাকিয়ে ব্যক্তিটি বলে ওঠে।

"আমরা কৃষক," অল্লি বলে।

"হ্যাঁ, আমি খামার, বলদ, ধানের গোলা, মুরগী, ভেড়া, গরু সব দেখতে পাচ্ছি। দুর্দান্ত। আর এই ভদ্রলোকটি কে?"

"আমার স্বামী," বলেই অল্লি একটু ভেবে আবার বলে, "আর ও আমাদের দাস।"

BanglaBook.org

"জব্বর ব্যাপার তো," বলে সেই দৈত্য এতক্ষণ মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জীমূতের দিকে এগিয়ে তার দু পায়ের মাঝে লাথি মারতেই জীমূত ব্যথায় কুঁকড়ে গেল।

"তুমি আবার কবে বিয়ে করলে, জলদস্যু জীমূত?" লোকটি জিজ্ঞাসা করে।

"ভূমিপতি আক্কুন্দ, আমি...আমি আমার ঋণ শোধ করে দেব," জীমূত নিজের যন্ত্রণায় কুঁচকি ধরে আছে।

"নগদে না দ্রব্য বিনিময়ে? দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি বেশ ধনী। কি বিশালাকৃতি তোমার প্রাসাদ," ব্যক্তিটি বলতেই তার লোকজন হেসে উঠল। অকস্মাৎ আক্কুন্দের আচরণ বদলে যায়। সে জীমূতের চিবুক চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠে, "বেজন্মা কোথাকার, খানকীর বাচ্চা। আমি তোকে বাগে পাওয়ার অপেক্ষা করছিলাম। তোকে সতর্ক করেছিলাম আমার গ্রামে ঢুকবি না বলে, তবু তুই আমার লোকজনকে ছাড়িস নি। যদি উচ্চ পদস্থ কোনো আধিকারিক জানতে পারেন তুই মাহিষমতীর ভিতরে শিকার করছিস, তবে তোর সাথে আমারও ফাঁসি হবে।"

"অন্যায়, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে, ভূমিপতি আক্কুন্দ, আমি ক্ষতিপূরণ দেব।"

"কী দিয়ে? তোর বউকে আমার সঙ্গে শুতে বলে? না এই জলাভূমির মাছ দিয়ে? অচি নাগাম্মা তোকে কীভাবে ধনেপ্রাণে ধ্বংস করেছে আমি শুনেছি।"

"অনুগ্রহ করে আমাকে যেতে দিন, আমি আপনাকে দেখাচ্ছি," জীমূত মিনতি করে। একমুহূর্তের জন্য আক্কুন্দ তার দিকে তাকিয়ে তাকে মুক্ত করার জন্য নিজের লোকেদের ইঙ্গিত করে। জলদস্যু ছুটে গিয়ে তাদের সংগ্রহ করা মুক্তোগুলি এনে আক্কুন্দকে দিয়ে ঝুঁকে প্রণাম জানায়। "এই উপহার গ্রহণ করে আমাদের কোনো জনবসতি পর্যন্ত নিয়ে চলুন। এই লেনদেন আরও মধুর করার জন্য আমি আপনাকে আরও একটা উপহার দেব।"

অল্লি জানে সে কী দিতে চলেছে, সে অসহায়ের মত দেখে জীমূত কাটাপ্পাকে টেনে এনে আক্কুন্দের হাতে তুলে দিল। অল্লি একমুহূর্তের জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ে সেই কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করে দাসকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য, কিন্তু সেটা কেবল এই বেচারা দাসের মৃত্যু বয়ে আনবে। ভূমিপতি দাসকে খুঁটিয়ে দেখে

BanglaBook.org

নিয়ে নাক দিয়ে শব্দ বের করেন। তার লোকজনেরা অল্লি, জীমূত আর কাটাপ্পাকে টেনে নিয়ে প্রথমে নৌকায় তারপরে জাহাজে তোলে। তারা জাহাজে উঠতেই কাটাপ্পাকে নীচের পাটাতনে দাঁড় টানার জন্য নিয়ে চলে গেল।

আশ্চর্যজনকভাবে, জাহাজে ওঠার পর অল্লি আর জীমূতের সঙ্গে তুলনামূলক ভাল ব্যবহার করা হচ্ছে।

তাদের মাথার উপরে অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলে উঠে যখন রাত নামে, অল্লি জীমূতের কাছে আসে। বাতিগুলি মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হয়ে পাটাতনের উপর তাদের নৃত্যরত ছায়া সৃষ্টি করছে। জীমূত পাটাতনের উপর শুয়ে তারা দেখছিল। অল্লি তার কাছে বসে তার চওড়া বুকে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করে, "এরা আমাদের সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার কেন করছে?"

জীমূতের ঠোঁট বিদ্রূপে বেঁকে গেল, "কারণ ওরা জানে আমরা আর এখান থেকে জীবিত ফিরতে পারব না।"

অল্লি ছ্যাঁকা খাওয়ার মত করে নিজের হাত সরিয়ে নেয়। "কী বলতে চাইছ তুমি? তারা আমাদের মারবে কেন? আমরা তো মূল্য দিয়েছি।"

"তোমার মনে হয় মাহিষমতীর সবচেয়ে বড় রহস্য যারা দেখে ফেলেছে তারা তাদের ছেড়ে দেবে?" জিমূত প্রতিপ্রশ্ন করে।

"মানে?"

"তোমার কোনো ধারণা আছে এই জাহাজগুলিতে করে কী বস্তু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?" জীমূত উঠে বসে তার মুখের দিকে তাকায়।

অল্লি একই সঙ্গে সন্ত্রস্ত ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে, "গৌরীকান্ত?" সে জিজ্ঞাসা করে।

জীমূত মাথা নাড়ে। "তারা মহামাকমের জন্য যাচ্ছে। একদিনের যাত্রার পর নদী গোমুখ গিরিসংকটে পড়বে, আর সেখান থেকে জলপ্রপাত শুরু হবে। গুহাভূমির আরম্ভও সেখান থেকেই। এই জাহাজগুলি সেখানে নিয়ে গিয়ে পাথর সঞ্চিত করে রাখা হবে। অন্য আর এক জন ভূমিপতির দায়িত্ব হবে পাথরগুলিকে নৌকায় করে প্রপাত পেরিয়ে মাহিষমতী নগরীতে নিয়ে যাওয়া। জলাভূমি আর নদীর উচ্চগতিতে

BanglaBook.org

আক্কুন্দ হল সর্বাপেক্ষা পারদর্শী ব্যক্তি। গৌরীকান্ত মণির রহস্য যে দেখে ফেলেছে সে কিছুতেই মুক্ত হয়ে বেরতে পারবে না।”

“তারা আমাদের হত্যা করবে?”

“আরও খারাপ কিছু করবে। তারা আমাদের গুহর কাছে দাস হিসাবে বিক্রি করে দিতে পারে।”

“গুহ কেমন লোক?”

“গুহর সঙ্গে তুলনা করলে, আক্কুন্দ হল সাধু,” জীমূত আবার শুয়ে পড়ে।

এই প্রথমবারের জন্য অল্লির মনে হল সে কিছু শিক্ষা লাভ করতে পেরেছে। নিজের গর্ভের ভিতরে বহুমূল্য পাথর বোঝাই করে জাহাজ গুলি গভীর আর্তনাদ করে মাহিষী নদীর জল কেটে এগিয়ে চলেছে। বাতাসে তাদের মাথার উপরে পাল উড়ছে। একটা রাতচরা পাখি ডানা ঝাপটে উড়ে গেল। অল্লি জীমূতের উপর ঝুঁকে তাকে চুমু খেতে শুরু করে। জীমূত এটা অর্জন করেছে, অল্লিও তাকে কামনা করছিল কারণ সে আজ উদযাপন করবে। মাহিষমতীর ক্রূর শাসনতন্ত্রে আঘাত হানার একেবারে কিনারায় সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অচি নাগাম্মা তার উপর গর্ব বোধ করবেন, নিজের বক্ষবন্ধনী খুলতে খুলতে সে চিন্তা করে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চৌত্রিশ

মহামাকম

পট্টরায় তেপায়ার উপর আঙুল দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছেন, রুদ্র ভট্ট নিজের অঙ্গবস্ত্র দিয়ে হাওয়া খাচ্ছেন আর প্রতাপ কক্ষের মধ্যে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে। তাঁরা পট্টরায়ের কক্ষের মধ্যে রয়েছেন আর নয় দিন ব্যাপী মহামাকম উৎসবের সূচনা হতে চলেছে। খোলা জানলা দিয়ে উৎসাহিত জনতার কোলাহল, শিঙা বাজানোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কক্ষটি বদ্ধ গুমোট, কাষ্ঠাধারের উপরে রাখা একটিমাত্র প্রদীপের নিস্তেজ আলোয় আলোকিত। বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। দরজায় মৃদু ঠকঠক শব্দ হতেই পট্টরায় উঠে দাঁড়ান। প্রতাপ ছুটে গিয়ে দরজা খুলতেই কেকী ভিতরে প্রবেশ করে।

"যুবরাজ?" প্রতাপ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করে। কেকী পাশে সরে যেতে বিজ্জল ভিতরে ঢোকেন। কেকী দরজা বন্ধ করে খিল তুলে দেয়। কক্ষের তিনজন ব্যক্তি যুবরাজকে নত হয়ে প্রণাম জানায়। তাঁকে বিচলিত দেখাচ্ছে।

"মহামহিম, আসার জন্য ধন্যবাদ," পট্টরায় হাত জোড় করে আবার প্রণাম জানান।

"আপনারা কী আমার ঋণের কথা তুলে আমাকে বিব্রত করবেন?" বিজ্জল মুখ বিকৃত করেন।

"না, মহামহিম," পট্টরায় সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বলে ওঠেন। "আপনার নগণ্য সেবকদের সন্দেহ করছেন কেন? আপনার রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে রাজী আছি। আমি কি কোনোদিনও এই বিষয়ে কথা তুলেছি?"

BanglaBook.org

পট্টরায় যে আসনে বসে ছিলেন বিজ্জল সেই কাষ্ঠাসনের কাছে গিয়ে তাতে পিঠে ঠেস দিয়ে বসে তেপায়ার উপরে নিজের পা দুটি তুলে দিলেন। পট্টরায় বুঝতে পারছেন রাজকুমার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার চেষ্টা করছেন। যুবরাজ যদি এইরকমই চান, তবে তাই হোক। সম্ভ্রমহীন বশ্যতার মত ভঙ্গিমায় পট্টরায় এবং তাঁর বন্ধুরা সামান্য কোমর ঝুঁকিয়ে দাঁড়ান।

পট্টরায় বলেন, "আমরা শুনলাম মহাপ্রধান আমাদের মহামহিমের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করছেন। আমরা কি তাঁর সাথে কথা বলব?"

বিজ্জল প্রত্যেকের মুখের দিকে দেখেন। কেকী বিজ্জলকে মন দিয়ে দেখছিল, কিন্তু বিজ্জলের সঙ্গে তার চোখাচুখি হতেই সে হাসল।

"ওই লোকটা একটা গলগ্রহ, কিন্তু পিতা তাঁকে বিশ্বাস করেন, তিনি বিরক্তিকর রকমের বিশ্বস্ত," বিজ্জল বলেন।

"হুমম...আপনার তাই মনে হয়, মহামহিম? যদি আমি বলি আমরা তাঁর সততার মুখোশ খুলে দিয়ে তাঁকে রাজদ্রোহী রূপে প্রমাণ করে দিতে পারি তাহলে কেমন হয়?" বন্ধুদের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে পট্টরায় বলে ওঠেন। তাঁর বন্ধুরাও সম্মতি সূচক মাথা নাড়েন।

বিজ্জল তেপায়া থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসে পড়েন, "কীভাবে?"

"বিস্তারিত জেনে মহামহিম কে বিরক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা চাই না যদি কোথাও কিছু ভুল হয় সেখানে মহামহিমের নাম টানতে।"

বিজ্জল কিছুক্ষনের জন্য তাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। পট্টরায় তাঁর কাছে গিয়ে ফিসফিস করেন, "তিনি আমাদেরও শত্রু, মাহিষমতীর সমস্ত শুভ চিন্তাকারী মানুষের শত্রু। ব্যাটা নিম্ন বর্ণীয় ভণ্ড..."

"আমাকে কী করতে হবে?"

"আমাদের সঙ্গে থাকুন। শুধু তাঁকে তাঁর কক্ষে নিয়ে যান। আমরা যা করতে চলেছি, সময় হলে বলবেন আপনি তার আদেশ দিয়েছিলেন। বাকী সব কিছু আমাদের উপর ছেড়ে দিন।"

"যদি তাঁকে নিজের কক্ষে আনাই আমার একমাত্র কাজ হয়, তাহলে সেটা আপনারা করছেন না কেন?" বিজ্জল ভ্রূ কুঁচকান।

BanglaBook.org

"আহা, মহামহিম, আমি এক তুচ্ছ ভূমিপতি। মহামাকমের রাতে আমি তাঁকে তাঁর কক্ষে থাকার জন্য বলতে পারি না। হা,হা, এমনকি আমি তাঁকে কোনো সাধারণ দিনেও বলতে পারব না। আমি তাঁর অধস্তন, কিন্তু আপনি তাঁর উর্ধস্তন। আপনি আদেশ করলে তিনি আসতে বাধ্য।"

"আমার পিতা আমাকে যুবরাজ ঘোষণা করলে তবেই আমি তাঁর থেকে উর্ধস্তন হব," নিজের চিবুক ঘষে রাজপুত্র বলেন।

"আহা, কিন্তু আগামী সম্রাটের আদেশ কোন মহাপ্রধানই বা অমান্য করবেন, মহামহিম?" বলে পট্টরায় দেখলেন যুবরাজ খুশী হয়েছেন। পট্টরায় নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করেন।

"মহামহিম, পুনর্বিবেচনা করে দেখলাম, আপনি যথার্থই বলেছেন। আমি আপনার অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করি। ওই নিচু জাতির ভণ্ড, ভাল্লুক নাচানিয়ার বাচ্চা এতই দাম্ভিক যে তিনি আপনার কথা অমান্যও করতে পারেন। সেটা বড় বিব্রতকর হবে।"

"আমার সাথে ধৃষ্টতা দেখানোর দুঃসাহস করলে আমি তাঁর জিভ ছিঁড়ে নেব।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু সম্রাট এসব জানতে পারলে মোটেই সন্তুষ্ট হবেন না, তাই এসব আপনার এই নগন্য দাসেদের উপরেই ছেড়ে দিন, মহামহিম। শুধু তাঁর কাছে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলুন আপনি গৌরীধূলী সংক্রান্ত কথা বলতে চান।"

"গৌরী কী-" সন্দেহে বিজ্জলের ভ্রূ যুগল পরস্পরের কাছাকাছি চলে এসেছে। "মা গৌরীর প্রসাদ গৌরীকান্ত মণির কথা বলতে চাইছেন?"

"সেরকমই কিছু। বিস্তারিত জেনে আর বিব্রত হবেন না। তাঁকে গিয়ে শুধু একথা বলে বলুন আপনি আলোচনা করতে চান, দেখবেন তিনি কুকুরের মত আপনার পিছনে আসছেন," পট্টরায় বলেন।

"আর তিনি চলে এলে আমি কী আলোচনা করব? কী যেন এই গৌরী..."

"আলাপ আলোচনা আমাদের উপরে ছেড়ে দিন, মহামহিম। নিজেকে জড়াবেন না। তাঁকে কক্ষে এনে সেখানেই ছেড়ে দেবেন। বাকী ঝুঁকি আমরা নেব। আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছি, এই ঘটনায় আপনি মহানায়ক হয়ে যাবেন।"

BanglaBook.org

"আমি এমনিতেই মহানায়ক। আমার তলোয়ারের পরাক্রমে লোকে ভয় পায়, তারা আমাকে দেখলেই ভয়ে কেঁপে ওঠে। আমার থেকে উৎকৃষ্ট যোদ্ধা কেউ নেই," বিজ্জল বলেন।

"নিশ্চয়ই, মহামহিম। সমগ্র পৃথিবী আপনার পরাক্রমের কথা জানলেও আপনার পিতা জানেন না। আজ, আমরা তাঁকে জানাবো," পট্টরায় বলেন।

গভীর চিন্তায় যুবরাজ বসে বসে নিজের থুতনি চুলকাচ্ছেন।

পট্টরায়ের ইশারায় কেকী এগিয়ে এসে বিজ্জলের পায়ের কাছে বসে তাঁর পা মালিশ করতে শুরু করেন।

"আমার কুমার," কেকী কামার্ত পুরুষ স্বরে বলে, "আমি আপনার জন্য একটি উপহার প্রস্তুত করছি। কয়েক দিন আগে যেটি আপনাকে দেখিয়েছিলাম।"

বিজ্জল সতর্ক হন, "সেই-"

"সেইটাই, মহামহিম। আপনি স্কন্দদাসকে একবার তাঁর নিজের কক্ষে নিয়ে গেলেই উপহার আপনার কক্ষে প্রস্তুত থাকবে। এক অধম নপুংসকের পক্ষ থেকে এক বিনীত উপহার, মহামহিম।"

রুদ্র ভট্ট এতক্ষণ নীরব ছিলেন, এবার বলে উঠলেন, "মহামহিম, গত এক সপ্তাহ ধরে আমি আপনার কোষ্ঠী পড়ে দেখছি। আমি এক গৌরবান্বিত ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। এই মহামাকমের দিন থেকেই আপনার নক্ষত্রেরা পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে, প্রসিদ্ধি আপনার অপেক্ষা করছে। স্বর্গের ইন্দ্রের মত আপনি উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হবেন।"

"বহু অপ্সরাকে রক্ষিতা হিসাবে পেয়ে," কেকী মুচকি হাসে।

পট্টরায় নিচু হয়ে প্রণতি জানায়, "আমরা সর্বদাই আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকব, মহামহিম। শুধু আপনার সেবা করে যাওয়ার অনুমতি দিন।"

বিজ্জলকে সন্তুষ্ট দেখায়। তিনি বলেন, "আমি কি এখনই করব?"

"না, না, এখন নয়, মহামহিম। কেকী আপনাকে জানিয়ে দেবে কখন স্কন্দদাসকে ডাকতে হবে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মহামহিম," কেকী বলে ওঠে, "আপনার কক্ষে উপহার প্রস্তুত রাখারও তো সময় লাগবে, তাই না? ঠিক সময়ে আমি আপনাকে বলে দেব।"

BanglaBook.org

পট্টরায় নতজানু হয়ে বসলে তাঁর বন্ধুরাও তাঁকে অনুসরণ করেন, "জয় বিজ্জলদেব, জয় মাহিষমতী। মাহিষমতীর ভাবী সম্রাটের জয় হোক!" তিনি বলতেই অন্যেরাও তাই করে। বিজ্জল তাদের আশীর্বাদ করে সন্তুষ্ট চিত্তে চলে যান। কেকী দ্রুত তাঁর সঙ্গ নিলে প্রতাপ দরজা লাগিয়ে দেয়।

পাশের কক্ষ থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে আসে।

"আমার মনে হয়নি এটা এত সহজ হবে," সে বলে।

পট্টরায় তাঁর দিকে ঘোরেন, "এটা কোনোদিনই সহজ ছিল না, রূপক। ওস্তাদ খেলোয়াড়েরা তাকে সহজ করে তোলেন। চতুরঙ্গের এই খেলায় আমিই হলাম ওস্তাদ খেলোয়াড়," তিনি সজোরে হাসেন।

"আর আমরা কেবল বোড়ে," রূপক মৃদু হাসে।

"আর এই যে তোমার তথ্যের জন্য পুরস্কার," পট্টরায় প্রতাপের দিকে ইঙ্গিত করতেই দণ্ডনায়ক তেপায়ার উপরে একটি কাপড়ের বটুয়া রাখে। রূপক সেটি তুলে নিয়ে নাড়ালে মুদ্রাগুলি ঝনঝনিয়ে ওঠে।

"এ তো খুবই কম।"

"তোমার কাজ শেষ করার পর আরও পাবে," পট্টরায় দরজার দিকে নির্দেশ করেন।

রূপক সেটি নিয়ে নিজের কোমরে বেঁধে কোমর বন্ধনী দিয়ে ঢাকা দিয়ে বাইরে চলে যায়। দরজার কাছে গিয়ে সে থমকে যায়, "শুনুন, আমি কিন্তু শুধু অর্থের জন্য এসব করছি না," সে বলে।

"অর্থ তো শুধুমাত্র উপরি প্রাপ্তি, মিত্র। ভাল কাজ করতে থাকো," পট্টরায় বলেন। "আগামীকাল তোমার আরও কাজ করার এবং আরও উপার্জন করার আছে।"

রূপক চলে যেতেই প্রতাপ বলে, "সত্যি কথা বলতে কি আমি বুঝতে পারছি না তুমি কী করার পরিকল্পনা করছ। তুমি কী..."

"সঠিক সময়ে আমি সব ব্যাখ্যা করব," পট্টরায় নিজের হাত তুলে প্রতাপকে থামিয়ে দেন। "আমি যেখানে বলেছিলাম বামন কি সেখানে অপেক্ষা করছে?"

BanglaBook.org

"তাই তো মনে হয়," প্রতাপ বলে। "আমি অস্পৃশ্যদের পথ বন্ধ করিয়ে দিয়েছি যাতে কোন মতেই কেউ সেখানে চলে না আসতে পারে। সারা রাত সেখানে হিড়ুম্বকে অপেক্ষা করার জন্য রাজী করানো খুব কঠিন কাজ ছিল। সে বলেছে আপনার খাজা পরিকল্পনার উপরে তার কোনো বিশ্বাস নেই।"

পট্টরায় হেসে ওঠেন, "আহ্, এটা আমাকে পীড়া দিল। অর্ধেক মাপের অর্ধ বুদ্ধি সম্পন্ন লোক আমার সমালোচনা করছে। আমার কি কান্নাকাটি করা উচিত?" সঙ্গে সঙ্গে তিনি কণ্ঠস্বর পালটে গম্ভীর স্বরে বললেন, "এক ঢিলে অনেক পাখি মারার এই একটাই সুযোগ আছে আমাদের। আশা করি সেই গবেট সব কিছু ভেস্তে দেবে না। আজকের জন্য আমি যা বলেছি সেই অনুযায়ী সবাই কাজ করবেন। কোনো প্রশ্ন নয়, কোনো সন্দেহ নয়, নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা নয়।"

"জ্যোতিষ অনুযায়ী আমাদের ভাল সময় আজ থেকে শুরু হবে," রুদ্র ভট্ট বলেন।

"এই একটি মাত্র জিনিসে আমার ভয় লাগে," পট্টরায় হিসহিসিয়ে ওঠেন। "আপনার এই পাতি চালাকিগুলো বিজ্জলের মত নির্বোধের জন্য বাঁচিয়ে রাখুন। আমার ভাগ্যলিপি আমি নিজে তৈরি করব- কোনো মুখপোড়া নক্ষত্র করবে না।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পঁয়ত্রিশ

অল্লি

অল্লির যতদূর চোখ যায় ঢালু পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে নেমেছে তৃণভূমি। বহুদূরে গৌরীপর্বতের শৃঙ্গ স্বর্গে গিয়ে মিশেছে। পাহাড়ের উপর থেকে অন্ধকার গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। নদীর অপর প্রান্তে, উত্তর অভিমুখে মাহিষমতী নগরী ঝাপসা ছবির মত প্রতিভাত হচ্ছে।

বনভূমি এবং জলাভূমি অঞ্চল গৌরীপর্বতকে চেম্পাদভের তৃণভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, এবং হাজার হাজার গোরু, মহিষ ও ভেড়া সেই তৃণভূমিতে চরে বেড়াচ্ছে। এখানকার ভূস্বামীর ভবন একটি জমকালো কুটির। সাধারণ পর্ণকুটিরের তুলনায় এটি বিশালাকায় কিন্তু তবুও শুকনো খড় ছাওয়া পালিশবিহীন কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি কুটিরই। কিন্তু গুজব শোনা যায় এই কুটির বহুমূল্য স্ফটিক, খড় পূর্ণ সংরক্ষিত মৃত পশু এবং স্বর্ণ প্রদীপ দ্বারা পরিপূর্ণ। মাটির মেঝেতে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা গালিচা পাতা থাকে, আর আলোকে বহুগুণ বৃদ্ধি করার জন্য মোমদান হীরক খচিত করা হয়। তাঁর উপপত্নীরা সূক্ষ্মতম মসলিন এবং স্ত্রীরা সোনা দিয়ে কারুকাজ করা মসৃণতম রেশম বস্ত্র পরিধান করেন। তবুও আরব দেশের সর্বোত্তম সুগন্ধি গরু ভেড়ার গোবরের দুর্গন্ধের সাথে মিশে যায়। চেম্পাদভের অধিস্বামী ভূমিপতি চন্দ্রহাস গুহ, নিজের লোকজন, তাঁর স্ত্রী, রক্ষিতা, সন্তান সন্ততি, গোরু, ভেড়া, শিকারী কুকুর এবং ভৃত্যদের মধ্যে কক্ষনো পক্ষপাতিত্ব করেন না। তারা সকলেই তাঁর বিশাল ছাদের নীচে থাকে, খায়, ঘুমায় এবং পরস্পরের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়।

BanglaBook.org

অল্লি দেখে গুহর ভবনের সম্মুখস্থ উঠোনে বসে ভূমিপতি চন্দ্রহাস গুহ, ও ভূমিপতি আক্কুন্দের সাথে জীমূত তাড়ি পান করছে। এই জলদস্যু যেভাবে দাসত্বের অধীনতার শর্ত পরিবর্তন করার জন্য তাদের রাজী করিয়েছে তা চমকপ্রদ। অল্লিকে এটা এখনো বিহ্বল করছে যে জীমূত তার যৌনতাকে চন্দহাস এবং আক্কুন্দর কাছে নিবেদন করেছে। কিন্তু সেটাও তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা এনে দেয় নি, ভবনের পরিসীমার বাইরে কোথাও যাওয়ার তাদের অনুমতি নেই।

তারা এখন আর শৃঙ্খলাবদ্ধ নেই, গুহের ভবনের অন্যান্য দাসেদের মতই তারা রয়েছে। জীমূত বলেছে ভাল সময় বেশিদিন টিকবে না। গুহ শুধু মহামাকম শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আছে, তারপরে সে যা ভাল বুঝবে তাদের সঙ্গে তাই করবে। জীমূত তাকে সাবধান করে দিয়েছে, গুহ অভাবনীয় কাজ করতে ভালবাসে তাই অল্লি যেন কোনো নির্বোধের মত কাজ না করে বসে। যেন অল্লি পরোয়া করে বসে আছে!

অল্লি মাঝেমাঝেই ভাবে পাথরগুলির সঙ্গে কী করা হবে। সেই সংক্রান্ত তথ্য বিস্তারিত জেনে অচি নাগাম্মার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সে নিজের ডান হাত পর্যন্ত দিতে রাজি আছে। সে যদি পাথরের গুপ্ত ভাণ্ডার ধ্বংস করে দিতে পারে, বিগত তিন প্রজন্ম ধরে কোনো বিদ্রোহী গোষ্ঠী যা চরিতার্থ করতে পারেনি, সে হয়ত সেটাই অর্জন করতে পারবে। এটি দুর্নীতিগ্রস্ত মাহিষমতী সাম্রাজ্যকে নতজানু করে ফেলবে, হয়ত নিজের উন্নতির জন্য শিশুদের গ্রাস করে নেওয়া সেই অমানবিক প্রণালীর ধ্বংসের কারণ হবে। অচি নাগাম্মা যেমন প্রায়শই বলেন, তাদের যুদ্ধ সেই শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, দেশের বিরুদ্ধে নয়।

জীমূতের সঙ্গে চেম্পাদভে বন্দী থাকার পর থেকে অল্লি আর কাটাপ্পাকে দেখতে পায়নি। সে মাঝেমাঝেই ভাবে সেই দাসের সঙ্গে কী হয়েছে। সে জানে না এটা সমবেদনা, সম্মান না ভালবাসা, কিন্তু তার নিদারুন ভাবে কাটাপ্পার প্রশান্ত উপস্থিতি মনে পড়ছে। সে তাকে খোঁজার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রহরীরা তাকে আটকে দেয়। গুজব ছড়িয়েছে যে বৈতালিকরা কিছু বৃহৎ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে তাই গুহ পাথর রাখার কারখানায় প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে।

BanglaBook.org

প্রতি মহামাকমে মাহিষমতী শাসনতন্ত্র কোন রকমে পাথরগুলি নগরীতে নিয়ে আসে, বা এরকম গুজব শোনা যায়। অল্লির ভাবতে অবাক লাগে যেখানে মাহিষমতীর প্রায় সমগ্র জনগন নগরীর মধ্যে ভীড় করে, সেখানে কীভাবে এটা এত গোপনীয়ভাবে সমাপন করা হয়। এগুলি যদি শুধুমাত্র জাহাজে করে আসে তাহলে ভূমিপতি আক্কুন্দ গুহাভূমিতে না এসে নিজেই কেন পরিবহন করে নিয়ে যান না। যদি সত্যিই পাথরগুলি নগরীতে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে কেউ কেন সেগুলির চালান দেখতে পায় না? তারা এই পাথর দিয়ে কী করে? কোনো সাধারণ জনতা এই নিয়ে কোনো কথা বলে না, ভয়ঙ্কর রহস্যের অশুভ বাতাসে শুধুমাত্র অভিজাতদের মধ্যে চুপিসারে কানাঘুষো করা হয়। জীমূত যদিও সংকেত দিয়েছিল নদীর অপর পারে নিয়ে যাওয়া এক ভূমিপতির দায়িত্ব, কিন্তু কোথাও যেন অঙ্ক মিলছে না।

তিনজন ব্যক্তি এখন মাতাল হয়ে পড়েছে, জীমূত কোনো অশ্লীল গান ধরেছে। জলদস্যু মাটিতে বসে আছে আর দুই ভূমিপতি কাষ্ঠাসনে। পালিয়ে গিয়ে আরও কিছু সন্ধানের চেষ্টা করার এটাই সুযোগ। সে উদাস ভঙ্গিতে নুড়িতে আলতো লাথি মেরে পথ থেকে সরিয়ে, প্রহরীদের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে এমন ভাবে হাঁটে যেন হাওয়া খেতে চলেছে। প্রহরীরা জানে এই রমণী ভূমিপতিদের সুখ দিয়েছে সেটা অল্লিকে কিছু সম্মান এনে দেয়। সে নদীর পাশে বসে জলের মধ্যে পাথর ছোঁড়ে আর অপেক্ষা করে প্রহরীরা তাকে কখন দেখা বন্ধ করবে। প্রতি মুহূর্তে অন্ধকার আরও ঘন হয়ে উঠছে।

নদীর বাতাস ঠাণ্ডা হলেও সেটি তার উদ্বেগকে আরাম দিতে পারছে না, তার স্নায়বিক চাপ অনুভূত হচ্ছে। ধরা পড়লেই মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু সে যদি একবার এই জট ছিঁড়তে পারে সেটা বিশাল সাফল্য অর্জন হবে। অচি নাগাম্মার নিমিত্তে কিছু করার জন্য অল্লি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। অচি একই সঙ্গে তার পিতা এবং মাতা, গুরু এবং দেবতা। অল্লি অচির প্রশংসা পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে থাকে, কিন্তু অচি তা কদাচিতই দেন।

অল্লি লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে পিছলে ঢুকে গিয়ে তার ভিতর দিয়ে চলতে থাকে। সে সাপকে খুব ভয় পায়, প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সে ভাবছে হয়ত কোনো

BanglaBook.org

কেউটে বা বিষধর সাপের মাথায় পা দিয়ে ফেলবে আর সেটা তাকে ছোবল মারতেই জীবনে অর্থপূর্ণ কিছু না করে সে এখানেই মরে যাবে। ঘাসের ধারালো ফলক তার মুখে আঁচড় কেটে কালো শরীরে সাদা রেখা টেনে দিয়ে তার সারা শরীরে চুলকানি সৃষ্টি করছে। সে নিজেকে জোর করে আন্দোলিত ঘাসের মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলেছে। হাওয়া আরও তীব্র গতি ধারণ করে ঘাসেদের নত করে তার কানের পাশে গর্জন করছে। আকাশে বিবর্ণ একফালি চাঁদ উঠল। সে কামনা করে যদি এখন আরও অন্ধকার হত এবং বাতাস কম বইত। ঘাস যতবার নড়ছে, সে ভূমিপতি গুহের ভবনের সামনে আন্দোলিত বাতিটি দেখতে পাচ্ছে। সেই তিনজন এখনো পান করে চলেছে আর গুহের পরিবারের মহিলারা ইতস্তত ঘুরে খাদ্যসামগ্রী পরিবেশন করছেন।

অল্লির সামান্য একটু ধারনা আছে সেই অস্ত্রাগার কোথায় হতে পারে। তাকে ভবনের উত্তর পূর্বে যেতে হবে। সে যখন নিশ্চিত হল যে ভূমিপতিদের শ্রবন সীমার বাইরে সে চলে এসেছে, অল্লি ছুটতে শুরু করে। তৃণভূমির পথ বনে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে এক কাঁচা পথ একটি ছোটো টিলার উপরে চলে গিয়েছে। সামনে কোথায় থেকে একদল কুকুর ডাকছে। একটা বাদুর তার মাথার কাছ দিয়েই উড়ে গেল। তার ভিতরে জাগতে থাকা একটা কম্পনকে সে জোর করে দাবিয়ে দিল। *"এটা পাগলামি,"* ছুটতে ছুটতেই সে চিন্তা করে, *" এতে তোমার মৃত্যুও হতে পারে,"* তার ভিতরে একটা কণ্ঠস্বর ফিসফিস করে। নিজের ভয় গিলে নিয়ে সে পাহাড়ের উপর ছুটতে থাকে। কুকুরের ডাক আরও তীব্র হয়ে উঠছে।

একটা মৃদুস্বরের গর্জন শুনতেই অল্লি থমকে চারপাশে তাকায়। তার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে ওঠে। তখনই তার চারপাশের ঝোপঝাড় সহসা বিস্ফোরিত হয় আর সে চিৎকার করে ওঠে। আক্রমণ পিছন থেকে আসে, সে জানতে পারার আগেই তার গোড়ালি বেয়ে যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে। একটা বিশালাকায় কুকুর তার গায়ে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। সে যখন কুকুরটিকে নিজের অন্য পা দিয়ে লাথি মারতে যাচ্ছে তার বাম দিক দিয়ে অন্য আর একটি কুকুর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, অল্লির গলায় তাক করে কুকুরটির দাঁত প্রকটিত হয়ে আছে। অল্লি কুকুরটির গলা টিপে ধরে ফেলতেই সেটা মুক্ত হওয়ার জন্য শরীরে মোচড় দিয়ে সংঘর্ষ

BanglaBook.org

করতে শুরু করে। অল্লি নিজের মুখের উপর তার দুর্গন্ধযুক্ত নিশ্বাস অনুভব করতে পারছে। একটা চিৎকার করে অল্লি তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলে। সেটা শরীরে মোচড় দিয়ে গর্জন করে আবার অল্লির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অল্লি ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যেতেই আরও বেশী সংখ্যায় কুকুর তার উপর হামলা চালিয়ে চারিদিকে কামড়ে ধরে। অবশেষে কোনক্রমে সে গড়িয়ে গিয়ে নিজেকে কুকুরের হাত থেকে মুক্ত করে। প্রত্যেক ক্ষত থেকে রক্তপাত শুরু হয়েছে, কিন্তু সৌভাগ্য বশত সে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে। পরেরবার হামলা করে আসা কুকুরটাকে সে লাথি মারতেই সেটা ঠোকর খেতে খেতে গড়িয়ে ঝোপের ভিতরে গিয়ে পড়ল। অন্য কুকুরেরা এবার সাবধান হয়ে গেছে, তাকে চারপাশ থেকে গোল করে ঘিরে মৃদু স্বরে গর্জন করছে। সে একটা কুকুরের নাকে লাথি মেরে পাথর ছুঁড়তে সেটা আর্তনাদ করে গড়িয়ে পড়ে গেল। কুকুরের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে, অন্য কুকুরেরা সেটা চাটতে চলে গেল। সে কুকুরের দলের উপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েই দৌড়তে শুরু করে। সামনের একটা বিশাল বটগাছকে সে লক্ষ্য স্থির করেছে। কুকুরেরা তার পিছনে ধাওয়া করেছে। *"কুকুরদের ডাক নিশ্চয়ই গুহর লোকজনদের সতর্ক করে দিয়েছে,"* সে হতাশভাবে চিন্তা করে। তাদের ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসার আওয়াজ আসছে। যেকোনো মুহূর্তে তাদের কেউ একজন অল্লির পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলার নলী ছিঁড়ে ফেলবে।

সে গাছের কাছে পৌঁছাতেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রায় পনের হাত চওড়া একটা বিরাট ফাটল, তাকে গাছের কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছে। সে জানেনা এই ফাটল কতটা গভীর, কিন্তু অনেক নীচে পাথরের উপর জলের গর্জন শোনা যাচ্ছে। কুকুরেরা পৌঁছে গেছে, কিন্তু তারা দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে, তারা জানে সে ফাঁদে বন্দী হয়ে গেছে। অল্লি নিশ্চিতরূপে জানেনা সে ঝাঁপিয়ে পার হতে পারবে কি না। কুকুরের দল এবার তার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। অল্লি ফাটলের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াতে তার পায়ে লেগে একটা নুড়ি খসে সেই খাদের ভিতরে পড়ে অস্বস্তিকর ভাবে বহুক্ষনের বিরতির পরে জলের সঙ্গে গিয়ে আঘাত করল। পশুর দলের নেতা গর্জন করে উঠেছে, অল্লি এর অর্থ জানে। সে নিঃশব্দে মা গৌরীর প্রার্থনা করে ঝাঁপ দেয়।

BanglaBook.org

এক মুহুর্তের জন্য সে নিজেকে দেখে নীচের পাথরের মধ্যে সে চূর্ণ হতে বলেছে। পরমুহূর্তেই তার আঙুল আন্দোলিত বটগাছের শাখা স্পর্শ করতেই সে প্রাণের তাগিদে সেটা আঁকড়ে ধরে। শিকার হাতছাড়া হওয়া কুকুরের দল রাগে উন্মত্ত হয়ে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে সজোরে চিৎকার করছে। পাশাপাশি দুলতে দুলতে সে নিজেকে গাছের উপর তুলে একটা ডালের উপর দুপাশে পা ঝুলিয়ে বসে সে কেঁদে ফেলে। রক্তে তার হাত আঠালো হয়ে আছে, তার সর্বাঙ্গে ব্যথা। সে জানে তারা দ্রুতই তার সন্ধানে চলে আসবে কিন্তু অল্লির আর নড়াচড়ার ক্ষমতাটুকু নেই। চাঁদ মেঘের আড়ালে ঢেকে যাওয়ায় সে এই অন্ধকারের জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করে।

ধপ করে একটা অস্পষ্ট শব্দে সে চমকে চারিদিকে তাকায়। আবার সেই শব্দ। কাঠের উপর বাটালি ঠোকার আওয়াজ। ঝাঁকরা বটগাছের অপরপ্রান্ত থেকে এটা আসছে। সন্তর্পনে সে গাছের নামাল ধরে উপরে চড়তে শুরু করে। অপরদিকে পৌঁছে সে দেখে গাছের নীচে অনেক সাপের মূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বলছে। অল্লি চিন্তা করে এই গাছ সম্ভবত গুহর লোকেদের কাছে পবিত্র বলে গন্য করা হয়। সে আবার সেই শব্দ শুনতে পেল। আর একটা মৃদু বিড়বিড়ানি। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসতেই সে দেখে গাছের সমান উঁচু এক কাঠের প্রাচীর।

অল্লি শেষপ্রান্তের একটা ডালে গিয়ে সামনে ঝুঁকতে ডালটি বাতাসে দুলে উঠে তার ভারে নত হয়ে যায়। মাটি এখান থেকে প্রায় কুড়ি হাত নীচে। অনেক বড় একটা পরিষ্কার জায়গা গাছের গুঁড়ির বেড়া দিয়ে ঘেরা। একটু দূরে সে কিছু দেখতে পায়। সবকিছুর মাথা ছাড়িয়ে এক দৈত্যাকৃতি মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেটির আটটি হাত, এই দৃশ্যে অল্লি চোখ পিটপিট করে। কাঠের তৈরি কোনো কিছুর ভিতরে নুড়ি পড়ার মত শব্দ তার কানে আসছে।

মেঘের কবল থেকে চাঁদ বেরিয়ে এসে ফাঁকা জায়গাটিতে এক রুপোলী আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। ধীরে ধীরে দূরবর্তী মূর্তিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মা গৌরী! মা কালীর এক বিশালাকৃতি মূর্তি তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অল্লি হাত জোড় করে মাথা নত করে। মাহিষমতীতে কীভাবে পাথরগুলি পৌঁছায় সেই রহস্য সে ভেদ করে ফেলেছে।

BanglaBook.org

বাতাস আবার ডালটিকে আন্দোলিত করতে শুরু করেছে, আর একটা দুর্দশাজনক চিড় অল্লিকে আর্তনাদটুকু করার সুযোগ না দিয়ে ডালটি ভেঙ্গে ফেলল, আর অল্লি মাথা গুঁজে সেই শিবিরের ভিতরে পড়ে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ছত্রিশ

গুল্ডু রামু

অনাথালয়ে অতিপ্রাকৃত নীরবতা বিরাজ করছে। গুল্ডু রামু আর উত্থঙ্গকে বাদ দিয়ে সেই স্থান জনশূন্য। গুল্ডু রামু উত্থঙ্গের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে। তার শূন্যদৃষ্টি ছাদের দিকে নিবদ্ধ, আর তার বুকের সামান্যতম ওঠানামা যদি না হত তাহলে তাকে মৃত বলেই মনে হত। উত্তঙ্গের মাথার কাছে যেটি জ্বলছে সেটিই এই কালজীর্ণ ভবনে একটি মাত্র প্রদীপ। বাইরে চঞ্চল হাওয়া দিচ্ছে, সেই হাওয়ায় বাতির আলো আন্দোলিত হয়ে দেওয়ালে উত্থঙ্গের ছায়া নৃত্যরত করে তুলছে। গুল্ডু রামু চিন্তা করে রেবাম্মা যদি যাওয়ার আগে প্রতিটি ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যেতেন, কিন্তু তিনি তেল সঞ্চয় করছেন।

শিবগামী তাকে সূর্যাস্তের পরে ছটা ঘন্টা বাজার পর দুর্গের পিছনে অস্পৃশ্যদের পথে আসতে বলেছে। সে ইতিমধ্যে তিনটে ঘন্টা গুনে ফেলেছে। সে যদি ঠিক সময়ে পৌঁছতে চায় তাহলে তাকে এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। পথের মধ্যে একাকী যেতে হবে চিন্তা করে সে শিহরিত হয়ে উঠল, কিন্তু তাকে শিবগামী দিদির জন্য এটা করতেই হবে।

রান্নাঘর থেকে কিছু একটা দ্রুতবেগে ছুটে চলে যেতেই তার হৃৎপিণ্ড পাঁজর ভেদ করে লাফিয়ে আসে। সে ঘেমে উঠেছে। ইঁদুর, এটা শুধুমাত্র ইঁদুর হতে পারে, সে নিজেকে বোঝায়। কোথাও একটা বিড়াল ডেকে উঠল। কবজা থেকে ঝুলে পড়া একটা জানলা বাতাসে ভুতুড়ে শব্দ তুলছে। তাকে যেতেই হবে। সে জানলা দিয়ে তাকায়, বাইরে ঘন মসী বর্ণ অন্ধকার। *“চাঁদ উঠলে পরে আমি যাব,”* সে নিজেকে বলে। জঙ্গলে একটা পেঁচা ডেকে উঠল। তার উত্তরেই যেন অনাথালয়ের

BanglaBook.org

কাছাকাছি আরও একটা পেঁচা ডাক দিল। ছেলেটাকে পাগল করে তুলে পেঁচার ডাক চলতেই থাকল। বাতাসে তার কাছের প্রদীপটি দপদপ করে ওঠে। *"উখঙ্গ কি নড়ল? সে কি নিজের মাথা ঘুরিয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে?"* গুন্ডু রামুর কল্পনা বল্গাহীন ভাবে ছুটে চলেছে। রান্নাঘরে হুড়মুড় করে শব্দ হতেই সে চিৎকার করে উঠল।

"কে ওখানে?" কাঁপা গলায় সে জিজ্ঞাসা করে। এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতার পর একটা বিড়াল হিসহিসিয়ে উঠতেই ঘর উগ্র ধোঁয়ায় ভরিয়ে দিয়ে প্রদীপ নিভে গেল। গুন্ডু রামু জানেনা কীভাবে চকমকি পাথর জ্বালতে হয়, তাই সে আর প্রদীপ জ্বালতে পারে না। মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে আসতেই গুন্ডু রামু ছুটে বাইরে চলে আসে, আর নদীর পার্শ্ববর্তী পথে না পৌঁছানো পর্যন্ত থামে না। দূর থেকে প্রাসাদ প্রাঙ্গণের ক্ষীণ সুর ভেসে আসছে। হঠাৎ দাঁড়ের শব্দ শুনে সে থমকে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে দেখতে থাকে। রাতের এই সময়ে কে যাত্রা করতে পারে? সে রুদ্ধশ্বাসে দেখে নদী পার হয়ে নৌকাগুলি তারই দিকের তটে আসছে।

তার থেকে কয়েক হাত দূরে প্রথম নৌকা থামতে একজন ব্যক্তি জল ছিটিয়ে ঝাঁপিয়ে নামায় কেউ তাকে গোলমাল না করার জন্য চাপা ধমক দেয়। প্রথম ব্যক্তি কর্দমাক্ত তীরে সন্তর্পণে হেঁটে নৌকাটিকে একটি গাছের সঙ্গে কাছি দিয়ে বেঁধে ফেলল। অন্যান্য ব্যক্তিরা নেমে আসছে। গুন্ডু রামু গুণে দেখে তারা সংখ্যায় কুড়ি জন। দেখে মনে হয় তারা কারো জন্য অপেক্ষা করছে। একজন ব্যক্তি নিজের কোমর বন্ধনি থেকে কিছু বের করে আনলে চন্দ্রালোকে সেটি ঝকঝক করে ওঠে। একটা উরুমি, কুড়ি হাত লম্বা চাবুকের ন্যায় যে তলোয়ার কোমরের চারপাশে দড়ির মত পরিধান করা যায়। গুন্ডু রামু এতদিন এর কথা শুধু গল্পেই শুনেছিল। সেই ব্যক্তিটি এবার সেটিকে ছোটো কুণ্ডলীতে পাকিয়ে নিয়েছে, প্রায় হাতের মুঠির মত আকারে। অন্যেরাও নিজেদের উরুমি তাকে হস্তান্তরিত করলে সে সেগুলিকেও সেই একইভাবে পাকিয়ে তাদের ফেরত দিল।

সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলির আচরণে অধৈর্য ফুটে উঠতে থাকে। প্রাসাদে চতুর্থতম ঘন্টা বাজল। গুন্ডু রামু এবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে। সে এই

BanglaBook.org

লোকগুলির সামনে দিয়ে যাওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারবে না আবার সে দেরীও করতে চায় না। শীঘ্রই আবার বৈঠা বাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। উলটো দিক থেকে আর একটি নৌকা আসছে। সেটি কাছে আসতেই এই দলের নেতা দ্রুত সেটির দিকে এগিয়ে গেল।

"নল, তুমি দেরী করলে," তিনি বলেন।

"নৌসেনাদের পার করে আসা এত সহজ নয়। আর এতগুলি ঢোলক জোগাড় করাও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ ছিল," নবাগত উত্তর দেয়।

দলনেতা তাদের একজনের দিকে তাকিয়ে বলে, "শিভাপ্পা, দ্রুত।"

ঢোলকগুলি একে একে একহাত থেকে অন্যহাতে চালান করে দেওয়া হল। গুল্ডু রামু দেখে শিভাপ্পা নামের ব্যক্তিটি একটা ঢোলক খুলে তার চামড়ার ফিতে সরিয়ে সেটির মাথা খুলে তার ভিতরে একটা উরুমি ভরে আবার জোড়া লাগিয়ে দেয়। প্রত্যেক ঢোলকেই সে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে। তারপর তারা সকলেই নলের আনা বিনোদন শিল্পীর পোশাকে সজ্জিত হয়ে নেয়।

"কে ভাল ঢোলক বাজাতে পারে?" দলপতি জিজ্ঞাসা করে।

"আমরা পারি, ভূতরায়," দুজন ব্যক্তি এগিয়ে আসে।

"তাহলে কিসের জন্য অপেক্ষা করছ। আমরা মারুথ পাহাড় থেকে আসা আদিবাসী শিল্পী। সম্রাটের প্রাসাদে আমরা এক দুর্দান্ত মজলিস করতে চলেছি," ভূতরায় বলেন।

সকলে হেসে ওঠে। স্বেচ্ছাসেবী দুজন ঢোলকে নিজেদের আঙুল চালাতেই সেগুলি সশব্দে বেজে উঠল। প্রত্যুত্তরে অন্যেরাও নিজেদের ঢোলকে হাত চালাতেই গাছপালায় থাকা পাখীদের সন্ত্রস্ত করে সেগুলি অস্বাভাবিক বিকট শব্দ তোলে। যারা ঢোলক বাজাতে পারে না তারা নাচ জুড়ে দিয়ে সকলে মিলে প্রাসাদের দিকে এগোতে থাকে। তাদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নল অপেক্ষা করে নিজের নৌকায় ফিরে যায়।

গুল্ডু রামু যখন নিশ্চিত হয় পথের মধ্যে সে একা তখন ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে লোকগুলিকে অনুসরণ করতে শুরু করে। সে নিশ্চিত এই বিনোদন শিল্পীর ভেকধারী লোকগুলি কোনো ভাল কাজ করতে যাচ্ছে না, কিন্তু সে ছাড়াও পথে

BanglaBook.org

আরও কেউ আছে এই চিন্তা তাকে স্বাচ্ছন্দ্য দেয়। সে তাদের থেকে সচেতন দূরত্ব বজায় রেখে ঢোলকের আওয়াজের সাহায্যে তাদের অনুসরণ করে।

পঞ্চম ঘন্টা পড়তেই সে পথে দ্রুত চলতে শুরু করে। ফ্যাকাসে জ্যোৎস্নায় গাছেদের ছায়া ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলেও তার সামনে লোক চলেছে ভেবেই সে প্রবোধ লাভ করে। এত কোলাহলের মধ্যে কোন ভূত, প্রেত, পিশাচ বা যক্ষ আসতে পারবে না। তারা নিস্তব্ধতা এবং অন্ধকারের জীব। সে কামনা করে এই রাত যত তাড়াতাড়ি শেষ হয়। সে কামনা করে যদি উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত, উৎসব মুখরিত, হাজার হাজার লোকের ইতস্তত ঘুরে বেড়ানোর মাঝখানে সে রাজপথ দিয়ে যেতে পারত। সেখানে দেখার জন্য খেলনা থাকতো, খাদ্যদ্রব্য থাকত খাওয়ার জন্য। না, তার কাছে কোনো অর্থ নেই, তাই সে কোনোকিছু কিনতেও পারবে না, কিন্তু ভাল খাবারের কথা চিন্তা করতেও ভাল লাগে। তার পিতা যখন বেঁচে ছিলেন তিনি প্রতিবার ভ্রমণ থেকে ফেরার পর তার জন্য সুস্বাদু লাড্ডু নিয়ে আসতেন। পিতার কথা ভাবতেই তার চোখে জল আসে। সে নিজের চিন্তায় এতই মগ্ন ছিল যে সমস্যায় পড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সে খেয়ালও করেনি কখন ঢোলকের শব্দ থেমে গিয়েছে।

দুজন প্রহরী সেই বাদ্যকরদের থামিয়েছে দেখেই গুন্ডু রামু দ্রুত একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে যায়। সে আশা করেনি প্রহরী থাকবে। সে অর্থ আদানপ্রদানকারী হাত দেখে আর প্রহরীরা সেই বাদ্যকরদের যেতে দেয়। তারা আদিবাসী বলে এই পথ ব্যবহার করতেই পারে। কিন্তু রাতের এই সময়ে সে অস্পৃশ্যদের পথে কী করছে এর কোনো যুক্তিযুক্ত বাহানা তার কাছে নেই। তাহলে শিবগামীর বলা জায়গায় সে কীভাবে পৌঁছাবে?

ছেলেটি নিজের মাথা চুলকে মগজে তোলপাড় চালায়। একবার ভাবে প্রহরীদের অলক্ষ্যে ছুটে বেরিয়ে যাবে, আবার ভাবে নদীতে ঝাপঁ দিয়ে সাঁতার কেটে ওই স্থানটুকু পেরিয়ে যাবে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে সে সাঁতার কাটতেই জানে না। কিন্তু তাকে যেতেই হবে, তাকে এই সুযোগ নিতেই হবে। সে ঝোপের ভিতর দিয়ে হেঁটে প্রহরীদের জায়গার কাছে পৌঁছায়। সে বেরিয়ে আসতে যাবে, ঠিক সেই সময় একটা রথের এগিয়ে আসার শব্দ পায়।

BanglaBook.org

গুন্ডু রামু আবার মাথা নামিয়ে নিয়ে উঁকি মারে। তীব্রবেগে একটা রথ প্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসছে। রথটি কাছে আসতেই সে দেখে চালকের আসনে দুজন লোক বসে রয়েছে। প্রহরী দুজন নিজেদের বল্লম কোণাকুণি ভাবে ধরে পথ আটকে দাঁড়ালেও রথের বেগ কমে না। গুন্ডু রামু নিশ্চিত এটা প্রহরী দুজনের উপর দিয়ে চলে যাবে, সে ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। তারপরেই সে শুনতে পায় ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি, পথের উপর চাকার ঘর্ষণের, আঁচড়ের শব্দ। ধুলোর ঘূর্ণি উড়িয়ে প্রহরীদের থেকে মাত্র এক আঙুল দূরে রথ থেমে গেছে।

"দাঁড়াও!" প্রহরিদের মধ্যে একজন চিৎকার করে ওঠে।

"একজন ভদ্রলোক কি প্রাসাদে যেতে পারবে না?" রথের ভিতর থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে আসে, তারপরের এক বামনের মাথা উঁকি দিয়ে দেখা যায়।

"ভদ্রলোকদের রাজপথ ব্যবহার করা উচিত, এই পথ দাস এবং অস্পৃশ্যদের জন্য এবং তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে, স্বামী," প্রহরীটি বলে।

"আরে, কেউ আমার এই রঙ্গা আর থঙ্গাকে স্পর্শ করতে চায় না," বামনটি হেসে ওঠে। "এরা তো দাস এবং অস্পৃশ্য।"

"স্বামী, অনুগ্রহ করুন, আমরা শুধুমাত্র আমাদের কর্তব্য করছি।"

"রঙ্গা থুঙ্গা এই আধিকারীকদের দেখিয়ে দে তো তোদের স্পর্শ করা কতখানি বিপদজনক," বামন বলে উঠতেই দুই দৈত্য রথ থেকে ঝাঁপিয়ে নামে। প্রহরীরা নিজেদের বল্লম উঁচিয়ে ধরে কিন্তু সেগুলি দিয়ে আঘাত করার আগেই দৈত্য দুজন ঘুরে ঝাঁপিয়েই তীক্ষ্ণ গতিতে নিপুণ ভাবে পাক খেয়ে নিজেদের তলোয়ারের এক কোপে প্রহরী দুজনের মাথা কেটে ফেলল। গুন্ডু রামু একবার চিৎকার করে উঠেই তৎক্ষণাৎ নিজের দুহাত দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরে।

"ওটা কী ছিল?" বামন জিজ্ঞাসা করে।

দৈত্য দুজন চারপাশে তাকায়। "বুনো বিড়াল হবে নিশ্চয়ই," তাদের মধ্যে একজন উত্তর দিল।

"ভাল, সময় নষ্ট করিস না। আমি জানিনা পট্টরায় কি ধরনেই বোকা বোকা পরিকল্পনা এঁটেছে, কিন্তু সে যেন বলতে না পারে আমাদের জন্য সে ব্যর্থ হয়েছে। ত্বরা কর!"

BanglaBook.org

রঙ্গা আর থুঙ্গা প্রহরিদের মাথা দুটি লাথ মেরে জলে ফেলে দিয়ে রথের দিকে এগিয়ে গেল।

"খানকি বাচ্চা, তোদের বাপ এসে এদের দেহগুলোর ঠিকানা লাগাবে? মূর্খ।" বামন পথের উপর থুতু ফেলে। দৈত্যদুজন এক এক করে দেহ গুলি নিয়ে গিয়ে নদীতে ডুবিয়ে দিল।

"বেজন্মা, ওদের শ্রাদ্ধ শান্তি করার পর যাবি? তাড়াতাড়ি ভিতরে আয়" , দৈত্য দুজন ঝাঁপিয়ে রথে চাপতেই রথ দ্রুতবেগে এগিয়ে গেল।

গুন্ডু রামু এবার পাশবিক চিৎকার করে উঠল। ভয়ে সে নিজের ধুতিতে প্রস্রাব করে ফেলেছে। সে কাঁদতে শুরু করে। যে পথ দিয়ে হেঁটে এসেছে সেই নির্জন পথের দিকে সে তাকায়। অনেক দূরে গৌরীপর্বত দৃশ্যমান। যে পথ দিয়ে বাদ্যকরেরা এবং সেই বামনের রথ গেল সে এবার সেই দিকে তাকিয়ে ভয়ে ঢোঁক গেলে। পথের কোনোদিকেই কোনো বিকল্প নেই। নিজের কান্না থামানোর জন্য সে নিজের আঙুল কামড়ে ধরে পথের মাঝখানেই উবু হয়ে বসে পড়ে দেখে জ্যোৎস্নায় রক্ত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। গুন্ডু রামু চিৎকার করে কয়েক পা দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে আবার বসে বসে কাঁদতে শুরু করে। অসহায়তা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। এই দশ বছর বয়সেও সে এত কাপুরুষ। *"কোন কাজের নয়, মোটা, ভীরু ছেলে,"* তার নিজের কণ্ঠস্বর ভিতর থেকে তাকে বিদ্রূপ করে ওঠে।

তখন তার মনে পড়ে সে শিবগামীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সে তার দিদিকে নিরাশ করবে না। সে ভীতু ছেলে হতে পারে, কিন্তু তার কথার দাম আছে। *"যদি কেউ কোনো কথা দেয়, নিজের জীবনের বিনিময়েও তার সেটা রক্ষা করা উচিত,"* – পিতার বলে যাওয়া কথা তার মনে পড়েছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে নিজের ফোলা গাল থেকে কান্না মুছে ফেলে। অর্জুন, ফাল্গুনী, পার্থ-প্রাচীন যোদ্ধা অর্জুনের দশটি নাম সে আবৃত্তি করতে থাকে। বাবা তার ভয় তাড়ানোর জন্য এই মন্ত্রই শিখিয়ে ছিলেন। ক্রমাগত সেই মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে সে এগিয়ে চলে। কিন্তু তার ভয় মরতে চায় না। *"কী কাপুরুষ, কি মূর্খ; কিন্তু তাকে নিজের কথা রাখতেই হবে,"* সে নিজেকে বলেই আবার সেই মন্ত্র পড়তে পড়তে জনহীন পথ দিয়ে কম্পিত পায়ে নিজের স্থূল শরীর টেনে নিয়ে চলে।

BanglaBook.org

সাঁইত্রিশ

শিবগামী

শিবগামী ভীড়ের মধ্যে বসে কিছুদূর থেকে বিনোদন শিল্পীদের পরিবেশন দেখছে। চতুর্দিকে ইতস্ততভাবে ছড়িয়ে থাকা প্রাসাদের বিশাল উদ্যানে আরো হাজার হাজার মানুষের সাথে তার পাশে বসে থাকা কামাক্ষীর উচাটন সে অনুভব করতে পারে। ধ্রুপদী অনুষ্ঠান শেষ হয়ে এবার লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য শুরু হবে।

পুলাভার এবং কুরুমা গল্প কথকগণ মঞ্চে এলেন। কুরুমাগণ পুরাণের গল্প বলেন, পলনাটী যুদ্ধ মহাকাব্য থেকে তারা একটি নাটক প্রদর্শন করলেন ও কোমেলু গায়কদের দ্বারা 'কট্টমরাজু কথালু' থেকেও নাটিকা প্রদর্শিত হল। শিবগামী নিজের জায়গায় নড়েচড়ে বসে রেবাম্মাকে এক ঝলক দেখে নিল, তিনি এখন আনন্দ সহকারে বিনোদন উপভোগ করছেন। তাঁকে দেখে মদ্যপ বলে বোধ হচ্ছে। শিবগামী আশা করে সেটিই যেন সত্যি হয় -এটা সবার অলক্ষ্যে তাকে পালাতে সাহায্য করবে।

পরের অনুষ্ঠান পুতুলনাচের। রামায়ণের চরিত্রগুলি চর্মাবৃত পুতুলে সজীব হয়ে উঠেছে। হনুমানের লঙ্কা দহন দর্শকদের হাসিয়ে তোলে এবং দশ মাথাওয়ালা রাক্ষসরাজ রাবণের রাজকীয় ও কিম্ভূতকিমাকার পুতুল দেখে সামনের দিকে বসা বাচ্চারা আতঙ্কে কেঁদে ফেলে।

এরপর কিছু অশ্লীল, কিছু দার্শনিক হাস্যোদ্রেককারী গান করা হাস্য গেয়ু শিল্পীরা আসে। শিবগামী লক্ষ্য করে তার বন্ধু আগ্রহ ভরে ভিড়ের মধ্যে খুঁটিয়ে দেখে চলেছে। শিবগামীর চোখে চোখ পড়তেই সে মন্তব্য করে গানগুলি কতটা জ্ঞানপূর্ণ, শিবগামীর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় কামাক্ষী নিজের বিহ্বলতা লুকোতে চেষ্টা করছে।

BanglaBook.org

“তোমার কী হয়েছে?” সামনের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে। “তাকে দেখতে পাবে বলে তুমি এত বিহ্বল কেন?”

এক মুহুর্তের নীরবতার পর কামাক্ষী উত্তর দেয়, “আমার ভয় লাগছে।” কথোপকথন দুঃসাধ্য করে তুলে গায়কের কণ্ঠস্বর ক্রমাগত উপরে উঠছে।

“আরে, চিন্তা কোরো না। সবাই অনুষ্ঠান দেখতেই এত মত্ত যদি সে দূর্গের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে তাহলেও কেউ তোমাদের লক্ষ্য করবে না।”

“এটা শুধুমাত্র তার জন্য নয়-” কামাক্ষী ইতস্তত করে।

শিবগামী তার দিকে ফিরতেই কামাক্ষী বলে ওঠে, “ওরা... ওরা কিছুর পরিকল্পনা করেছে। আমার ভয় লাগছে।”

অনুষ্ঠান মঞ্চে বজ্রপাতের ন্যায় ঢোলকের সঙ্গে একই তীব্রতায় শিঙা বেজে উঠল। বান্ধবীর কথা শুনে শিবগামী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আচ্ছা, তাহলে আজ সম্রাটের উপর আক্রমণ হতে চলেছে। সেইজন্য শিভাপ্পা আসছে। সে চারিদিকে তাকিয়ে সম্রাটকে রক্ষাকারী প্রহরী ও সৈন্যদের সংখ্যা দেখে নিল, বৈতালিকরা কোনো মতেই সম্রাট অবধি পৌঁছাতে পারবে না। আর তারা নিজেদের অস্ত্রের চালানই বা পাবে কোথা থেকে? মহাপ্রধান স্বয়ং তদারক করছেন যেন প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করা হয়। আজ আক্রমণ হওয়ার জন্য শিবগামী যতই কামনা করুক না কেন, সে জানে এটা ব্যর্থ হবে। তাছাড়াও সে সম্রাটকে নিজে হাতে মারতে চায়, যদি সম্রাট অন্য কারো হাতে নিহত হন তবে সেটা চরম হতাশার বিষয় হবে।

“তারা ভিতরে প্রবেশই করতে পারবে না। প্রবেশদ্বারেই তারা আটকে যাবে, কামাক্ষী। এখানেই অপেক্ষা করো, মহাপ্রধান স্কন্দদাসের কক্ষ থেকে আমি আমার বই পুনরুদ্ধার করে, সেটা প্রাচীর পার করে গুড্ডু রামুর দিকে ছুঁড়ে দিয়েই তোমার বুঝতে পারার আগেই ফিরে আসব। তারপর আমরা বেরিয়ে যাব তখন তুমি বাইরে ওর সাথে দেখা করতে পারবে,” শিবগামী বলে।

নিমরাজী হয়ে কামাক্ষী মাথা নাড়ে। “আমি তোমার জন্যেও ভয় পাচ্ছি, শিবগামী,” শিবগামীর হাত ধরে সে বলে, “আমি কি তোমার সঙ্গে আসব?”

BanglaBook.org

শিবগামী কামাক্ষী কে নিজের সঙ্গে নিতে চায় না। সে কেবল ব্যাঘাত হয়ে দাঁড়াবে। শিবগামী হাসে, "যখন তুমি থাকবে না তখন শিভাপ্পা যদি কোনো রকমে চলে আসে তাহলে কী হবে? এখানেই থাকো, কামাক্ষী। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসব।"

"তুমি কি এখনই যাচ্ছ?" কামাক্ষী বিহ্বল হয়ে শুধায়।

শিবগামী মাথা নাড়ে। পালানোর জন্য তাকে উপযুক্ত মুহূর্ত বের করতেই হবে। অধৈর্যভাবে সে মঞ্চের উপস্থাপন দেখতে লাগে।

নিজেদের উড়ুক্কু বাজিয়ে এক বয়স্ক হাস্য গেয়ু এবং তার ছেলে মঞ্চে ঘুরে ঘুরে নাচছে। ছেলেটি একটি করে প্রশ্ন করছে আর বাবা তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে।

"পিতা, পিতা, সৈনিক কেন এত মোটা? এত মোটা? এত মোটা? সে কি খায় শূকর রোজ রোজ?

না, বাছা, না না। জেনো তুমি, তিনি খান, করেন পান বিশেষ খাদ্য পানীয় রোজ রোজ।

পিতা, পিতা, নায়ক কেন এত মোটা? এত মোটা ? এত মোটা? তিনি কি মেষ মাংস ঘিয়ে করেন ভাজা?

না, বাছা, না না। জেনো তুমি তিনি খান, করেন পান বিশেষ খাদ্য পানীয় রোজ রোজ।

পিতা, পিতা, অধিকারী কেন এত বড়? এত বড়? এত বড়? তিনি কি দেবতাদের সোমরস করেন পান?

না, বাছা, না না। জেনো তুমি, তিনি খান করেন পান বিশেষ খাদ্য পানীয় রোজ রোজ।

পিতা, পিতা, কার্যকর্তা কেন এত ধনী? এত ধনী? এত ধনী? তিনি কি মিঠাই মধুতে ডুবিয়ে খান?

না, বাছা, না না। জেনো তুমি, তিনি খান করেন পান বিশেষ খাদ্য পানীয় রোজ রোজ।

পিতা, পিতা, ভূমিপতি কেন এত বলবান? এত বলবান? এত বলবান? তিনি সোনা খান বলে?

BanglaBook.org

না, বাছা, না না। জেনো তুমি তিনি খান, করেন পান বিশেষ খাদ্য পানীয় রোজ রোজা

ওগো, পিতা, পিতা, প্রধান কেন এত জ্ঞানী? এত জ্ঞানী? এত জ্ঞানী? আর কেনই বা মহারাজা এত মহান, এত মহান, এত মহান? কারণ তিনিও কি বিশেষ খাদ্য খান?"

চারিদিকে টানটান নিস্তব্ধতা। প্রত্যেকে মাহিষমতীর সম্রাটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মহারাণী নিজের ভ্রূ তুলে ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি নিয়ে সম্রাটের দিকে ঘুরলেন। তাঁর চোখ দুর্বিনীত গায়ককে শাস্তি দেওয়ার জন্য সম্রাটকে স্পর্ধা জানাচ্ছে, কিন্তু বলা যায় না তাঁর স্বামী কীভাবে প্রতিক্রিয়া করবেন। তাঁর পিতা হলে সমালোচনা করার মত দুঃসাহসীর মাথা কেটে ফেলতেন। কিন্তু তাঁর স্বামীর অনিশ্চয়তা তাঁকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে তোলে। তিনি সম্রাটকে মন দিয়ে লক্ষ্য করেন। মহাদেব পিতার কাছে বসে কৌতুহলী হয়ে গায়কদের দিকে তাকিয়ে আছেন। রাজবংশীয়দের পিছনে বসে রয়েছেন প্রাক্তন মহাপ্রধান পরমেশ্বর। সম্রাট পিতা-পুত্র গায়ক যুগলের দিকে তাকাতেই তারা ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। সম্রাট ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করে তাদের গান চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন।

সমগ্র জনসমাবেশ বৃদ্ধটির উত্তরের অপেক্ষা করছে। বৃদ্ধটির গলা মিনিমিনে হয়ে গেছে, সে কিছু বিড়বিড় করে কিন্তু আকস্মিক ঢোলকের শব্দে তার কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। সে নত হয়ে প্রস্থান করার উদ্যোগ নিতেই সম্রাট তাকে ঢোলক নামিয়ে রাখার ইশারা করেন। কাঁপা কাঁপা হাতে সে আদেশ পালন করে, তার ছেলে ভয়ে ঘামতে শুরু করেছে।

"পরিষ্কারভাবে গাও," সম্রাট বলেন।

বৃদ্ধ ঢোক গিলে নিজের পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে থাকে। আচমকা ভীড়ের মধ্যে থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলে ওঠে, "কারণ সম্রাট এই সরকারের সকলের ন্যায় এক বিশেষ খাদ্য খান।"

সম্রাট সোমদেব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ান।

ছেলেটি মৃদু গলায় গান ধরে, *"পিতা, পিতা, কী সেই বিশেষ খাবার যার কথা তুমি বলছ বারবার? এই পুরো সরকার কী খায়?"*

BanglaBook.org

তাদের বন্দী করার জন্য চতুর্দিক থেকে সৈন্য ছুটে আসে। বৃদ্ধ লোকটি নিজের পায়ের পাতার দিকে তাকিয়েই শুরু করে, *"বাছা বাছা, সেটি হল চাষীর রক্ত, তাঁতির ঘাম, কারিগরের মাংস, কবির কণ্ঠ, ব্যবসায়ীর ব্যবসা। সেটি হলাম আমরা, তাঁরা সবাই যা খেয়ে হয়েছেন মোটা, বলবান, ধনী, জ্ঞানী ও মহান।"*

এক মুহুর্তের জন্য শুধুমাত্র পদক্ষেপের খচখচে শব্দ ছাড়া কিছুই আর শোনা যায় না। একটা বাচ্চা তার মায়ের থামানোর প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও কেঁদে ওঠে। কামাক্ষী কে নিজের সঙ্গে তুলে নিয়ে শিবগামী উদ্বিগ্ন হৃদয়ে উঠে দাঁড়ায়।

সমগ্র জনতাকে হতচকিত করে দিয়ে সম্রাট হাসিতে ফেটে পড়েন। "ব্যাটা পাগল, জ্ঞানীর মত কথা বলার চেষ্টা করছে," সম্রাট বলতেই পিতা পুত্র যুগলকে বন্দী করতে আসা সৈন্যরা নিজেদের পথেই থেমে যায়।

সম্রাট নিজের উরুতে চাপড় মেরে আবার হাসতে শুরু করেন। দ্রুতই তাঁকে অনুসরণ করে সমস্ত জনতাও হাসতে থাকে। কয়েকজন সেই হাস্য গেয়ু দের পংক্তিগুলি আওড়ায়, অন্যান্য লোকেরা সেই পিতা পুত্র গায়ক যুগলের দিকে মুদ্রা ছুঁড়ে দেয়। সম্রাট তাদের বেদীতে ডাকলে তারা এসে গভীর ভাবে রাজাধিরাজকে প্রণাম করে। তিনি নিজের হীরক খচিত পায়ের মল খুলে জ্যেষ্ঠ গায়কের খুলে রাখা হাতের তালুর উপর ফেলে দেন।

"সাহসীর মত গাইবে, নির্ভয়ে গাইবে," সম্রাট বলে উঠলে গায়ক দুজন বারবার প্রণাম জানাতে থাকে। কান ফাটানো জয়ধ্বনিতে বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে, "সম্রাট সোমদেবের জয়!" শিবগামী দেখল পিতাপুত্র জুটি সম্রাটের দিকে পিছুন না ফিরে বেদী থেকে নেমে গেল। শিবগামী বুঝতে পারে কি চতুরতার সঙ্গে সম্রাট নিজের সমালোচনাকে রসিকতায় পরিবর্তিত করে ফেললেন। সে বুঝতে পারছে তার শত্রু কী দুর্জয়, এই রকম এক সুকৌশলী সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ তোলা খুব একটা সহজ কাজ হবে না। তাঁর সমর্থনকারীর সংখ্যা প্রচুর।

ডঙ্কার জোরালো শব্দ কুল পুরাণ কথকদের আগমণ ঘোষণা করে। তাঁরা মাহিষমতী রাজ বংশের মাহাত্ম্য বিবৃত করেন; দেবী গৌরী কীভাবে তাঁদের পবিত্র গৌরীপর্বত দান করেছিলেন, কীভাবে তিনশো বছর পূর্বে সোমদেবের মহান পূর্বপুরুষ কাদরীমণ্ডলমের সামন্তদশার অধীনতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, আর

BanglaBook.org

কীভাবে সম্রাট সোমদেবের পিতামহ পরমভট্টরায় নিষাদদের উপর জয় লাভ করেন, কিভাবেই বা সম্রাট সোমদেব কুন্তল রাজ্যকে মাহিষমতীর অধীনস্থ করদ রাজ্যে পরিণত করেছেন এবং কালচুরীদের দমন করেছেন। মাহিষমতী রাজবংশের পূর্বপুরুষগণ যে সকল মহান যুদ্ধ করেছিলেন তাঁরা সেগুলি সম্পর্কে বলেন, এবং বলেন রাজকুমারদের শৌর্য সম্পর্কে। অযোধ্যার রামের সঙ্গে, পাণ্ডবদের অর্জুনের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করা হয়। ঔদার্যে তাঁরা কর্ণের ন্যায়, পাণ্ডিত্যে রাবণের সঙ্গে তুলনীয়। শিবগামী আর সহ্য করতে পারছেন না। পঞ্চম ঘন্টা বাজল, অর্থাৎ মাঝরাত্রি পেরিয়ে গিয়েছে; যাওয়ার উপযুক্ত সময়।

গায়করা যখন ন্যায়বিচারের গল্প *'তিরপু কথালু'* শুরু করে সে কামাক্ষীর কানে ফিসফিসিয়ে বলে সে যাচ্ছে। রেবাম্মা কয়েক হাত দূরে বসে বসে ঢুলছেন। কামাক্ষী শেষবারের মত তার সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা করতে বলে, কিন্তু শিবগামী অনড়। প্রথমে কবজি তারপর এক একটা করে আঙুল ছাড়িয়ে নিয়ে সে তার বন্ধুর হাতের মুঠো আলগা করে ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়। সে লক্ষ্য করে না তাকে এতক্ষণ লক্ষ্য করতে থাকা রাজকুমার মহাদেব বেদী থেকে নেমে তাকে অনুসরণ করে।

প্রাঙ্গণ থেকে সে যতদূরে সরছে ভীড় ততই কমে আসে। নিষ্প্রভ আলোয় দক্ষিণ প্রান্তস্থ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কার্যালয়গুলি সূর্যালোকের তুলনায় আরও দূরবর্তী দেখাচ্ছে। এখানে সেখানে প্রহরী দাঁড়িয়ে, সে জানে শীঘ্রই কেউ না কেউ প্রাসাদের এই অংশে তার উপস্থিতির জন্য প্রশ্ন করবে। তার উত্তর প্রস্তুত আছে। সে কেকীর পাঠানো একটি মেয়ে, কোন আধিকারিককে প্রমোদ দিতে অন্তঃপুরে চলেছে। সে নিশ্চিত নয় তারা এই কথা বিশ্বাস করবে কি না, কিন্তু এই একটি মাত্র বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যা সে ভাবতে পেরেছে।

সে ঠিক যে ভয়টা পেয়েছিল, কয়েকজন প্রহরী প্রাসাদের বাগানের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, আদালতের কার্যাবলীর ভবনগুলি তাদের পিছনে। সে নির্ভীকভাবে হেঁটে যায়, যেন কয়েকশো বার সে এই কাজ করেছে। প্রহরীরা তাকে থামাতেই সে একটা দীপ্তিময় হাসি হাসে।

"কোথায় চলেছ?" তারা জিজ্ঞেস করে।

BanglaBook.org

"কেউ একজন আমাকে ডেকেছে," লাজুকভাবে সে উত্তর দেয়। সে আশা করছে এই নিষ্প্রভ আলোয় তারা তার কম্পমান হাত দেখতে পাবে না।

"কে? কে ডেকেছে তোমাকে?" তারা আবার প্রশ্ন করে। শিবগামী মাথা উথালপাতাল করেও কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। কার নাম নেবে সে?

"শিবগামী?"

চমকে গিয়ে ঘুরতেই সে নিজেকে রাজকুমার মহাদেবের মুখোমুখি পেল। সৈন্যরা নত হয়, "ক্ষমা চাইছি, মহামহিম। আমরা জানতাম না আপনি হবেন," তারা নিজেদের বল্লম সরিয়ে পথ করে দেয়।

মহাদেবকে বিব্রত দেখাচ্ছে। শিবগামী প্রহরীদের পাশ কাটিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সে শুনতে পাচ্ছে মহাদেব পিছনে আসছেন। সে নিজের ভাগ্যকে শাপশাপান্ত করে, যেন শেষ পর্যন্ত এই নির্বোধ প্রেমার্থী রাজকুমারের সাথে কথা বলার তার বাকী ছিল।

"শিবগামী," রাজকুমার মহাদেবের কণ্ঠস্বরের চঞ্চলতায় সে শিহরিত হয়ে ওঠে। তিনি ছুটে এসে শিবগামীর সম্মুখীন হলেন। চন্দ্রালোক তাঁর চুলে এক প্রভা সৃষ্টি করায় তাঁকে গন্ধর্বের মত রূপবান দেখাচ্ছে। বাতাস পারিজাতের গন্ধ বয়ে আনছে। শিবগামী বেপরোয়া হয়ে ওঠে, সে জানে কি হতে চলেছে, আর এদিকে বেচারা গুন্ডু রামু বাইরে অপেক্ষা করবে। রাজকুমার কিছু বকবক করে যাচ্ছে কিন্তু শিবগামী একদমই শুনছে না। তার মন বইটা উদ্ধারের দিকে পড়ে আছে। তিনি তার হাত চেপে ধরে আগ্রহভরে তার চোখের দিকে তাকান। শিবগামী হাত ছাড়াতে যায়, কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছেন।

"শোনো, শোনো, শিবগামী... আমি... আমি..." রাজকুমার মহাদেব ঢোঁক গেলেন, "আমাকে বিবাহ করবে?" সাহস সঞ্চয় করে অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করেন। এক মুহুর্তের জন্য সে বিশ্বাস করতে পারে না কী শুনছে। পরক্ষণেই সব কিছুর নিষ্ঠুর বিদ্রূপ তাকে স্তম্ভিত করে ফেলে। এখানে সে নিজের পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আর সেই ঘাতকের পুত্রই কিনা তাঁকে বিবাহ করতে চায়। *"যার অস্তিত্ব আমি বিনাশ করতে চাই এ ভাবছে আমি সেই রাজবংশের বধূ হতে চাইব।"* তাঁকে আঘাত দিচ্ছে বুঝতে পেরেও শিবগামী হাসতে শুরু করে।

Banglabook.org

"শিবগামী, অনুগ্রহ করো..." তিনি মিনতি জানান।

প্রত্যুত্তরে সে কেবল আরও হেসে ওঠে। তাঁর হাত শিবগামীকে ছেড়ে দিয়েছে। একটিও শব্দ উচ্চারণ না করে তিনি পিছন ফিরে প্রহৃত কুকুরের ন্যায় চলে যেতে থাকেন। উত্থিত কারুণ্য এবং অবজ্ঞা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখে, এইরকম নির্বোধের জন্য ব্যয় করার মত সময় তার নেই। *"একদিন আমি তোমাকে আর তোমার সমস্ত পরিবারকে হত্যা করব,"* সে ফিসফিসিয়ে বলে স্কন্দদাসের গৃহের দিকে রওনা দেয়। স্কন্দদাসের নিজের পুরনো গৃহে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত তার পক্ষে সৌভাগ্যজনক হয়েছে। শেষবার দর্শনের সময় দেখে যাওয়া প্রান্তস্থ জানলার আগল সে খুলে ফেলে, এখান দিয়ে ঢোকার পরিকল্পনাই সে করেছিল। সেখানে আশ্চর্যজনকভাবে চারপাশে কোনো প্রহরী নেই। সে ভবনে পাক ঘুরে শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছায়, সেই ভাঙা জানলা এখনো ঠিক করা হয় নি। সেটিকে টেনে খুলে সে ভিতরে প্রবেশ করে। এখন তাকে শুধু বইটা খুঁজে নিয়ে পালাতে হবে। সে যা ভেবেছিল এটি তার থেকেও সহজ হবে। শিবগামী তাঁকে যেখানে তার বইটি রাখতে দেখেছিল সে সেই কাষ্ঠাধারের দেরাজে খুঁজতে শুরু করে।

তারপরেই সে স্থির হয়ে যায়। বাইরে কী গোলমাল চলছে?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আটত্রিশ

অল্লি

এক বালতি জল তার মুখে ছিটিয়ে আসতেই অল্লি জ্ঞান ফিরে পায়। তার পা বেয়ে যন্ত্রণা উৎক্রান্ত হতে সে সজোরে চিৎকার করে ওঠে।

"মাগী জেগে গেছে," কারো কণ্ঠস্বর সে শুনতে পেল। তার বোধ একত্রিত করতেই কিছুক্ষণ সময় লেগে গেল। কোথায় আছে সে? একদল কুকুরের তাড়া করার দৃশ্যকল্প তার স্মৃতিতে ভাসে। আরও এক বালতি জল তার মুখে ধেয়ে এসে শরীরের বিভিন্ন ক্ষত বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

"তারা ভূমিপতি গুহকে ডেকে আনতে গেছে," আর একজন কেউ বলে। "তারা শীঘ্রই এখানে উপস্থিত হবে।"

হঠাৎ তার কাছে সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। সে ছুটে পালানোর চেষ্টা করতেই তাকে আটকে রাখা দড়ির হেঁচকা টানে পিছিয়ে আসে। এতক্ষণে অল্লি উপলব্ধি করে একটা থামের সঙ্গে সে বাঁধা রয়েছে। চারপাশে তাকিয়ে সে অবস্থা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করে। একটা কর্কশ হাত তার চিবুক ধরে মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ায় তার দিকে কামুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা একজন লোকের মুখোমুখি হয় সে।

"তুমি কি আকাশ থেকে পড়েছ?" লোকটি জিজ্ঞাসা করে। তার কয়েকজন সঙ্গী চাপা হাসে। অল্লি নিরুত্তর থাকে। সে পরিস্থিতি বিচার করার চেষ্টা করছে। তার শরীর জুড়ে আবার যন্ত্রণা হতেই সে দাঁতে দাঁত চাপে।

সেই লোকটি তার স্তনমর্দন করতে শুরু করলেও অল্লির হাত থামের পিছনে বাঁধা থাকায় সে কিছুই করতে পারে না। "আমি তোমাদের ভূমিপতির স্ত্রীলোক। যদি নিজের হাত এখনো টিকিয়ে রাখতে- মুখের উপর এসে পড়া চুলের গুচ্ছের ফাঁক

BanglaBook.org

দিয়ে সে লোকটির দিকে তাকিয়ে হাসতেই যেন আগুন স্পর্শ করেছে এমনভাবে লোকটি নিজের হাত সরিয়ে নিল।

"আমাকে মুক্ত করো নাহলে এরজন্য তোমাদের অনুতাপ করতে হবে। তোমরা তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে এই ব্যবহার করেছ দেখে নিশ্চয়ই আমার পুরুষ সন্তুষ্ট হবেন না," অল্লি নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে।

"এই দ্বীপে যত কাক আছে তার থেকেও বেশী সংখ্যায় আমাদের ভূমিপতির রক্ষিতা আছে। তিনি যদি চান তবে তিনিই তোমাকে মুক্ত করুন। এটা কেতকের মাথা ঘামানোর বিষয় নয়। কিন্তু মাগী, তিনি যতক্ষণ না আসছেন, তোকে বেঁধেই রাখা হবে," বলে কেতক পিছিয়ে গিয়ে চিৎকার করে নিজের লোকেদের যার যার কাজে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

অল্লি জায়গাটি ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে। সে পড়ে যাওয়ার আগে যেটিকে দেখেছিল সেই মা গৌরীর করাল রূপ বিশালাকৃতি কালী মূর্তি ওই যে ওইখানে রয়েছে। সে মূর্তির কাছে এক সারি কুঁড়েঘরের সামনে বাঁধা রয়েছে যেগুলিতে সম্ভবত কেতক এবং অন্যান্য দাসেরা বাস করে। কাঠের চাকাওয়ালা একটি প্রকাণ্ড রথের উপর অবস্থিত মূর্তিটি এই সমস্ত কিছুর মাথা ছাড়িয়ে প্রায় ষাট হাত উঠে গিয়েছে। অল্লি চিন্তা করে *"এই দুটিকে মিলিয়ে প্রায় একশো হাতেরও বেশী হবে"।* আঁকাবাঁকা এক ঢালু পথ টিলার নীচ থেকে মূর্তির চূড়া পর্যন্ত চলে গিয়েছে। শতাধিক বাচ্চা সেই পথে ঠেলা গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে আর পরিদর্শকরা গালিগালাজ দিয়ে ও চাবুক মেরে তাদের তাড়িত করে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেগুলিকে দেখে মনে হচ্ছে বাসার জন্য খাদ্য বয়ে নিয়ে চলা পিঁপড়ে। তারা শীর্ষে পৌঁছে নিজেদের ঠেলাগাড়িগুলি মূর্তির মাথায় ঢেলে দিতেই অভ্যন্তরস্থ বস্তুগুলি খড়খড় করে প্রবল কোলাহলে কাঠের মূর্তির গহ্বরে গিয়ে পড়ছে। পথের দুই পাশে শতাধিক মশাল জ্বলছে।

"কৌশলময় বুদ্ধি" অল্লি চিন্তা করে। এইভাবে তারা শহরে গৌরীকান্ত সরবরাহ করে। প্রতি মহামাকমে একজন ভূমিপতি বনভূমির অধিষ্ঠাতাদের কাছ থেকে একটি কালী মূর্তি ধূমধাম সহকারে নৌকায় করে নিয়ে আসে। মূর্তিটি একটি কাঠ নির্মিত রথের উপর চাপিয়ে মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পথে শোভাযাত্রা করে হাজার হাজার

BanglaBook.org

উৎসাহি ভক্ত টেনে নিয়ে চলে। মা কালীর পথ দিয়ে চলার সময় জনতা তাদের সামান্যটুকু সঞ্চিত অর্থ ছুঁড়ে দেয়, কেউ কেউ ছোঁড়ে তাদের সোনা বা রুপোর অলংকার। এটি গৌরী যাত্রা নামে প্রসিদ্ধ। মাহিষমতী নয় দিন ব্যাপী মা গৌরীর তাদের শহরে আগমনের উৎসব পালন করবে, এবং নবম দিন সন্ধ্যায় মূর্তিকে নদীতে বিসর্জন করে দেওয়া হবে।

মূর্তিটি নদীতে ফেলে দেওয়ার পর নিশ্চয়ই কোন উপায়ে তারা পাথরগুলি পুনরুদ্ধার করে। সম্ভবত নদীর তলদেশ থেকে কোনো গুপ্ত পথ এমন কোনো স্থানে চলে গিয়েছে যেখানে তারা সুরক্ষিত ভাবে পাথরগুলি বের করতে পারবে। জোয়ার পরিবর্তন হওয়ার পরেই তারা হয়ত এটি করে। মরা জোয়ারের সময় কর্দমাক্ত নদী কিনারা থেকে রাত্রিবেলায় মূর্তিটি উদ্ধার করা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। দুঃসাধ্য কিন্তু অসাধ্য নয়।

যতই বিতৃষ্ণ চিন্তা হোক, অল্লি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারছে সম্রাটের জ্ঞাতসারেই সবকিছু ঘটছে। হয়ত তিনি সরাসরি এর সঙ্গে যুক্ত নন, তবু যদি তিনি চান এই নির্মমতা বন্ধ করানোর ক্ষমতা তাঁর আছে। কিন্তু হয় তিনি অন্ধ হয়ে থাকেন না হয় তিনি কি এতই সরল যে কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারী তাঁকে সহজেই বোকা বানাতে পারে? এটা তাঁকে একজন অযোগ্য সম্রাট হিসাবে প্রতিপন্ন করে।

এই পদ্ধতির কলাকৌশল অল্লিকে সর্বাধিক ক্রোধিত করে তুলছে। সম্রাট এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকুন বা না থাকুন, সরকার কিন্তু এই সমস্ত পরিকল্পনায় অর্থ বিনিয়োগের জন্যও লোক পায়। ধর্ম, রাজনীতি এবং ব্যবসা – মাহিষমতীতে এই তিনটিই আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। পৃথিবীতে কি এই রাষ্ট্রের মত অন্য দেশও আছে? অল্লি বোঝে রাগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে হয়ত জীবনের আর কিছু মুহূর্ত বাঁচতে পারবে। তার মন্ত্রণাদাতা অচি নাগাম্মা যেন তার উপর গর্ব করতে পারেন এমন অর্থপূর্ণ কিছু তাকে করতেই হবে। মৃত্যুর পূর্বে এই নিষ্ঠুর প্রণালীকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে যেতেই হবে। তার হাত থেকে সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

চারপাশে তাকিয়ে সে কিছু ফন্দি আঁটার চেষ্টা করে। পাহাড়ের একদম শীর্ষে রথের উপরে মূর্তিটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছুতোর কারিগররা এটিতে শেষ ছোঁয়া দিচ্ছে। সে কী করতে পারে? *"হে মা গৌরী, আমাকে পথ দেখাও,"* অল্লি কেঁদে ফেলে।

হঠাৎ তার চোখ কাঠের চাকার একদম নীচে আটকে যায়। কীলক! রথকে নীচে গড়িয়ে পড়া থেকে আটকানোর জন্য দেওয়া আছে। আজ যদি সে মুক্ত থাকত। পড়ে গিয়ে ধরা না পড়লে তবেই সে কিছু একটা করতে পারত। তার চোখ ফেটে কান্না আসতেই সে জোর করে তাকে থামায়। *"এখন উদ্বিগ্ন হওয়া বা কান্নার সময় নয়, চিন্তা করার সময়-"* অচি নাগাম্মা যেন তার মনের ভিতরে কথা বলে ওঠেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে সে তাকে দেখতে পেল। কাটাপ্পা! কাঁধে এক প্রকান্ড গাছের গুঁড়ি নিয়ে অন্যান্য দাসেদের সঙ্গে একসারিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। আনন্দে অল্লির বুক লাফিয়ে ওঠে। এই মানুষটা যে বেঁচে আছে এটাই মা গৌরীর দেওয়া এক শুভ সংকেত।

"কাটাপ্পা," অল্লি চিৎকার করে। ক্ষনেকের জন্য তার মনে হল কাটাপ্পা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখলো, কিন্তু কোনো উত্তর এল না। প্রচণ্ড ওজনের গুঁড়িটি কাঁধে নিয়ে কাটাপ্পা চলতে থাকে। একমাত্র সে যদি তার সঙ্গে কথা বলতে পারত, একমাত্র যদি... নিজের কান্না আটকানোর জন্য অল্লি নিজের ঠোঁট চাপে। তার শেষ আশা হেঁটে চলে যাচ্ছে। আচমকাই অল্লির নিজেকে খুব ক্লান্ত লাগে। ব্যর্থতায় ডুবে যাওয়ার অনুভব হতেই তার ক্ষতস্থানগুলিতেও যন্ত্রণা হতে শুরু করে। কুকুরের কামড় থেকে তার কি জলাতঙ্ক হয়ে গেল? এটা কিরকম মৃত্যু বয়ে আনতে পারে ভেবেই মুহূর্তের জন্য সে শিহরিত হয়ে ওঠে। না, অল্লি কুকুরের মত মরবে না। সে নিজের মাথা ঝাঁকিয়ে মা গৌরীর দিকে মুখ তোলে। *"পাথরের হৃদয়যুক্ত, তুমি কেবল এক দারুমূর্তি,"* সে দেবীকে বলে।

"দেবী।"

কণ্ঠস্বরে শিহরিত হয়ে সে মুখ ঘোরায়। তার সামনে কাটাপ্পা নতজানু হয়ে বসে আছে। কয়েকহাত দূরে দাঁড়িয়ে এক প্রহরী তাদের দেখছে। সে কাটাপ্পাকে দ্রুত করতে বলে। কাটাপ্পার হাতে একপাত্র জল। সে পাত্রটি তুলে অল্লির ঠোঁটের সামনে ধরতে সে কৃতজ্ঞ চিত্তে পান করে।

জল শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে পান করে যাওয়ার অভিনয় করে ফিসফিস করে, "কাটাপ্পা, তুমি আমার জন্য কিছু করতে পারো?"

BanglaBook.org

সেই দাস প্রহরীর দিকে সভয়ে তাকাতেই প্রহরী চিৎকার করে তার কাছে পৃথিবীর সমস্ত সময় নেই।

"শোনো, তাকিও না। শুধু শুনে যাও। রথের সামনের চাকার তলায় দুটো কীলক রয়েছে। তুমি কি সেগুলিকে স্থানচ্যুত করতে পারবে?"

এক মুহূর্তের জন্য কোনো উত্তর আসে না। "যদি তুমি করতে না চাও, তাহলে ঠিক আছে। এটা নাও নড়তে পারে, আর তুমি তোমার জীবনও হারাতে পারো," তাকে তলিয়ে নিয়ে যাওয়া অসহায়তার ঢেউকে দমন করে অল্লি আবার ফিসফিসিয়ে বলে।

"দেবী," সেই দাস প্রত্যুত্তরে মৃদুস্বরে বলে ওঠে। "আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন। আপনার আমৃত্যু বা আপনি যতদিন না আমাকে মুক্ত করছেন ততদিন আমি আপনার দাস থাকব। আমার জীবন কিছুই নয়। যদি আপনি এরকমই করার আদেশ দেন, আমি তাই করব।"

অল্লি এক গভীর নিশ্বাস নেয়, সে কি এই বেচারা দাসকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিচ্ছে? মা গৌরীই আমার বিচার করবেন, সে ফিসফিস করে। "করো," তার মুখ থেকে শব্দ বেরিয়ে গেছে, আর ফিরে যাওয়ার পথ নেই। সে শুনতে পেল চাবুকের একটা আঘাত দাসের পিঠে এসে পড়ল। কাটাপ্পা অত্যন্ত বেশী সময় নেওয়ায় প্রহরী রেগে লাল হয়ে গেছে। সেই দাস চোখ পর্যন্ত বন্ধ করল না। সে অল্লির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে মাথা নাড়ে। আবার একটা কষাঘাত তার পিঠ লেহন করে। তৃতীয় বার তাকে আঘাত করার জন্য চাবুক বক্র হতেই আচমকা তীব্রগতিতে কাটাপ্পা সেটিকে বাতাসের মাঝখানেই ধরে ফেলে ঝাঁকুনি দিতেই প্রহরী ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

অল্লি দম বন্ধ করে দেখে কাটাপ্পা মূর্তির দিকে ছুটে যাচ্ছে। মাঠের অন্যদিকে তাকাতেই সে আতঙ্কে আঁতকে ওঠে। প্রবেশ পথ দিয়ে কেতকের নেতৃত্বে জীমূত, আক্রুন্দ এবং গুহ প্রবেশ করে তারই দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে।

"কাটাপ্পা, দ্রুত," উচ্চকণ্ঠে সে চিত্তকার করে।

ছুতোর কারিগরের কাজের জায়গা থেকে বিশাল এক হাতুড়ি তুলে নিয়ে কাটাপ্পা টিলার শীর্ষের দিকে দৌড়তে থাকে। প্রহরীরা চিৎকার চেঁচামিচি জুড়ে

BanglaBook.org

দিয়েছে, কিন্তু অল্লি লক্ষ্য করে একেকবারে দুটো করে সিঁড়ি ভেঙে কাটাপ্পা সেই আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে উঠে চলেছে। সে এখনো খোঁড়াচ্ছে, কিন্তু তা তার গতি কমিয়ে দিতে পারছে না। সে রথের তলায় পৌঁছে রথকে স্বস্থানে ধরে রাখা কীলকগুলিকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলেছে। প্রহরীদের তীর, বল্লম তার দিকে ছুটে গেল, কিন্তু সে গড়িয়ে গিয়ে মুহুর্তের মধ্যে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে অন্য চাকার তলার কীলকেও চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলল। রথটি গড়িয়ে পড়ার জন্য অল্লি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে, কিন্তু কিছুই হল না। তার কাঁধ ঝুলে পড়ে। জীমূত তার দিকে ছুটে আসছে, তার মুখে ফুটে ওঠা রাগ এখন স্পষ্টত দৃশ্যমান।

"হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর," অল্লি প্রার্থনা করে। রথ গভীর আর্তনাদ করে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তোলে কিন্তু ঢালু পথের কিনারায় শুধুমাত্র টলে ওঠে। প্রহরীরা এখন কাটাপ্পার দিকে ছুটে যাচ্ছে, সেই দাস এক মুহুর্তের জন্য অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শেষ হয়ে গেল, সব শেষ হয়ে গেল। অল্লি নিজের ঠোঁট কামড়ায়, তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে।

তারপরেই সে দেখে কাটাপ্পা একটি চাকায় নিজের প্রকাণ্ড কাঁধ চেপে ধরে রথটিকে ঠেলছে। একটা তীর এসে তার বাহুতে লাগতেই সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত গড়াতে শুরু করল, কিন্তু কাটাপ্পা তার সর্বশক্তি দিয়ে চাকাটিকে সামনের দিকে ক্রমাগত ঠেলছে। কাঠের পথ আর্তনাদ করতে আরম্ভ করলে বাচ্চাছেলে এবং লোকেরা চিৎকার শুরু করে দেয়। পথটি বেঁকেচুরে যেতেই তারা নীচে নামার জন্য হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল। রথ কাঁপছে, কিন্তু এক আঙুলও নড়ে না। এই দূরত্ব থেকেও সে দেখতে পাচ্ছে কাটাপ্পার পেশীবহুল বাহুতে শিরা জেগে উঠেছে। প্রহরীরা এবার তার কাছে পৌঁছে গেছে।

সে কি কিছু শব্দ শুনতে পেল? অল্লি চোখ বন্ধ করে আবার তাকায়। কিনারায় রথটি দুলে উঠেই এক উচ্চনিনাদী কর্কশ শব্দ তুলে প্রথমে কাঠের পথে নিজেকে সমর্পন করে দিল। যেসব প্রহরীরা উপরে ছুটে আসছিল তারা নিজেদের পথেই থমকে গিয়েছে। ঝনঝন শব্দ করে তাদের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ে। পথের দুপাশের মশালগুলি পড়ে গিয়ে উত্তুঙ্গ শিখা তুলেই নিভে গেল। প্রথমবারের ভোঁতা শব্দটি অস্পষ্ট ছিল, পরক্ষণেই ঘূর্ণনরত কাঠের টুকরো বাতাসে ছিটিয়ে দিয়ে

BanglaBook.org

চূর্নবিচূর্ন হয়ে পথ ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃহৎকায় স্থাপত্যটি প্রতি মুহূর্তে গতি বৃদ্ধি করতে করতে পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করল।

সেটি নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীরা দুপাশে ঝাঁপ দিল, কিন্তু কয়েকজন অত সৌভাগ্যবান ছিল না, তারা রথের চাকার তলায় পিষে গেল। লোকজন রথের নিষ্করুণ আগ্রাসী পথ থেকে ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করায় চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। ধ্বংসের দেবী কালি, দুর্বার গতিতে নীচের দিকে নেমে আসছেন। প্রহরীরা বেপরোয়াভাবে সেটিকে থামাতে হাতের কাছে যা কিছু পাচ্ছে রথের চাকার তলায় নিক্ষেপ করছে। রথের গতি তো কমে না বরং এর চাকার তলায় যা কিছু ধেয়ে আসছে তাকেই টুকরো টুকরো করে দিয়ে ধ্বংসাত্মক গতিতে নিজের পথ দিয়ে নীচের দিকে নেমে চলেছে।

অল্লি দেখে জীমূত লাফ মেরে সেই প্রকাণ্ড স্থাপত্যের পথ থেকে সরে গিয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে পড়ে। তার মুখের অভিব্যক্তি তুলনাহীন। তার রথ তার পিছনে ধ্বংসলীলার একটি চিহ্ন ছেড়ে যাওয়ায় সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে কাটাপ্পাকে দেখছে। অল্লি বুঝতে পারে কাটাপ্পার আসল পরাক্রম বুঝতে না পারায় জীমূত অনুতাপ করছে। এত সস্তায় কাটাপ্পাকে বিক্রি করে দেওয়া তার উচিত হয়নি। অল্লির জন্য এর থেকে ভাল প্রতিশোধ হয় না।

কাটাপ্পা তার দিকে ছুটে আসতেই অল্লি আনন্দে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে, "কাটাপ্পা, তুমি বাতাসের মত মুক্ত। বাতাসের মত মুক্ত, বাতাসের মত মুক্ত। তোমার যেখানে ইচ্ছা তুমি সেখানে যেতে পারো।"

সেই দাস তার সামনে নত হয়ে প্রণাম জানিয়ে হাতুড়ির এক আঘাতে তার দড়ির বাঁধন ছিন্ন করে দেয়। অল্লি এখন মুক্ত। কাটাপ্পা ক্ষণেকের জন্য তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে এবং অল্লি তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার আগেই সে দ্রুত চলে যায়। সে দেখতে পায় দেবী কালীকে বহন কারী রথ সুদূর স্থিত কাঠের প্রাচীরে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মেরেছে। রথটি গড়িয়ে এগিয়ে যেতে সে অনুমান করে প্রাচীরের উলটো দিকে কি থাকতে পারে। সংকীর্ণ গিরিখাতে পড়ার তুলনায় রথটি অত্যন্ত বৃহৎ। তার পরিবর্তে রথটি উলটে গিয়ে মূর্তি ধ্বংস করে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে গেল। প্রচুর পাথর ছিটকে তীব্রবেগে ঘুরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীরের সেই ধ্বসে পড়া

BanglaBook.org

অংশ গলে কয়েকজন শিশুশ্রমিক জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেল। প্রাচীরের এইদিক পড়া পাথরগুলিতে মশালের আলো প্রতিফলিত হওয়ায় অলৌকিক নীল দ্যুতিতে সেগুলি জ্বলতে শুরু করেছে। অল্লি দেখল কাটাপ্পাও প্রাচীরের সেই ফাটল দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েকমাসের পরিশ্রমের ফসল অল্লি ধ্বংস করে দিয়েছে।সব পাথরকে একত্রিত করা খুব সহজ কাজ হবে না, এবং নতুন করে মূর্তি তৈরি করতেও বেশ কয়েকদিন লেগে যাবে। অল্লি গর্বিত। সে যা ক্ষতি করেছে তার থেকেও বেশি কাটাপ্পার জন্য। তাকে মুক্ত করে অল্লির মনে হচ্ছে সে কিছু মহৎ, স্বর্গীয় কাজ করেছে। অল্লি কান্নার মধ্যে দিয়েই হেসে উঠে চোখের জল মোছে। তার খুব আনন্দ হচ্ছে, নিজেকে প্রাণবন্ত লাগছে। সে জীমূতকে দেখার জন্য মুখ ঘোরায় কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পায় না। এবার পালাতে হবে, সে চিন্তা করে।

সে ঘুরে দাঁড়াতেই জীমূতের সঙ্গে তার মুখোমুখি হয়। এক মুহূর্তের জন্য সে বিহ্বল হয়ে পড়ে চিৎকার আটকানোর জন্য তার হাত মুখের কাছে চলে আসে, কিন্তু পরক্ষণেই হাততালি দিয়ে সে হাসতে শুরু করে।

"বজ্রায়ুধ কে তুমি সবজি কাটার জন্য ব্যবহার করছিলে। গর্দভ, তুমি তাকে মুক্তো তুলে আনার কাজে লাগিয়েছিলে, এখন দেখো সে কিসের যোগ্য। আমি তো হাসতে হাসতেই মরে যাব," নিদারুণ অবজ্ঞা নিয়ে অল্লি বলে।

"না, মাগী, তুই হাসতে হাসতে মরবি না," জীমূত কোষ থেকে নিজের ছোরা উন্মুক্ত করে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উনচল্লিশ

বৃহন্নলা

পঞ্চম ঘন্টা বেজে যাওয়ার পরেও রাজপথ দিয়ে জনস্রোত দূর্গের ভিতরে প্রবেশ করেই চলেছে। ভিতরে সম্রাট ও অভিজাতবর্গের সামনে অনুষ্ঠান পরিবেশিত হচ্ছে। যে দ্বার দিয়ে নিম্নবর্ণ ও অস্পৃশ্যদের প্রবেশ করানো হচ্ছে বৃহন্নলা সেদিকে হেঁটে যায়। প্রবেশদ্বারে পৌঁছতেই তার মন দমে গেল। স্কন্দদাস এখানে কী করছেন? বৃহন্নলা উদ্বিগ্নচিত্তে নখ কামড়াতে কামড়াতে দূর্গদ্বারের কাছে অপেক্ষা করে।

প্রাসাদ প্রাঙ্গণ থেকে সজোরে ডঙ্কা বেজে উঠল। অস্পৃশ্য দ্বারের বাইরে বহু আদিবাসী ধ্রুপদী অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিজেরা উপস্থাপন করবে বলে উত্তেজিতভাবে অপেক্ষা করছে। এদের মধ্যে অনেকেই গতরাত্রি থেকে এখানে জমায়েত হতে শুরু করেছে, কয়েকজন কয়েকদিন আগে থেকেই এসে উপস্থিত হয়েছে, এবং প্রবেশদ্বার থেকে নদী পর্যন্ত যে ঢালু উন্মুক্ত প্রান্তর রয়েছে সেখানে রাত্রিবাস করেছে। অস্পৃশ্য ও দাসদের পথ সন্ধ্যাবেলার মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয় তাই যারা একমাত্র তার আগে পৌঁছাতে পেরেছে তারাই ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে।

একটা খেলা দেখানো বাঁদর এসে বৃহন্নলার সামনে খাদ্য বা অর্থের জন্য নিজের হাত প্রসারিত করতেই সে বাঁদরটিকে পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে বাঁদরের শিকল ধরে রাখা এক কুরভ বৃহন্নলা কে অভিশাপ দিয়ে চলে যায়।

ভিতরের প্রবেশের অপেক্ষারত ভীড়কে বৃহন্নলা খুঁটিয়ে দেখে। ভীড়ের মধ্যে কোথাও তাদের চিহ্ন অবধি নেই। স্কন্দদাস এখনো প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে সুরক্ষা

BanglaBook.org

ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করছেন। প্রহরীরা প্রত্যেক অভ্যাগতকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করে দেখছে। কারো কাছে কোনো অস্ত্র পাওয়া গেলে সৈন্যরা তা বাজেয়াপ্ত করছে। এমনকি সেগুলি তাদের কাজের জিনিস বলে লোকজনের আপত্তি করা সত্ত্বেও সবজি কাটার ছুরি, ছুতোরের সরঞ্জাম, মায় সুপারি কাটার ছোটো জাঁতি পর্যন্ত নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। স্কন্দদাস কোন ব্যতিক্রমকেই অনুমতি দিচ্ছেন না। বৃহন্নলা নিজের মুখ থেকে ঘাম মুছে পিছনে তাকায়। মহাপ্রধানের এখন সম্রাটের পাশে বসে ধ্রুপদী সঙ্গীত উপভোগ করার কথা। তিনি কেন এই ধূলোতে গরমে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নদের পরীক্ষা করছেন? এই ব্যক্তি যথার্থই এক গলগ্রহে পরিণত হয়েছে। সে দেখতে পায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণের একেবারে প্রান্তে উচ্চ বেদীতে সম্রাট মহারাণীর সঙ্গে বসে রয়েছেন। তারা এত দেরী করছে কেন? তাদের সঙ্গে কি কিছু ঘটেছে? বৃহন্নলা তার শাড়ীর আঁচল গিঁট দেয় আর খোলে।

একজন ব্যক্তি নাচুনে ভাল্লুক নিয়ে এসেছে কিন্তু তাকে দ্বারেই আটকে দেওয়া হলে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। সেই ব্যক্তি দাবী করে বিগত দুই মহামাকম ধরে সে এই ভাল্লুককে নিয়ে আসছে, এবং এর আগে তার পিতা এই ভাল্লুকের বাবাকে তারও আগের মহামাকমে নিয়ে এসেছে, তাকে বা তার পিতাকে বা তার পিতামহকে এর আগে কেউ কোনোদিন আটকায় নি। ভাল্লুকটি উবু হয়ে বসে নিজের কানের পিছন চুলকাচ্ছে।

স্কন্দদাস ব্যক্তিটিকে আদেশ দিলেন ভাল্লুককে প্রবেশদ্বারের পাশে বেঁধে রেখে সে যদি চায় তাহলে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। ভাল্লুককে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। ব্যক্তিটি চিৎকার করে বলে তার নিজের জাতিভুক্ত মহাপ্রধানের কাছে সে এর নালিশ জানাবে। ঠেলাঠেলি ভীড়ের মধ্যে থেকেও কয়েকজন চাপা হাসি হেসে ওঠে। সৈন্যরা বহু কষ্টে নিজেদের হাসি সামলায়। বৃহন্নলা লক্ষ্য করে জ্বলন্ত মশালের সামনে মহাপ্রধানের মুখ কালচে লাল হয়ে উঠল। বোঝাই যাচ্ছে সেই মাদারি স্কন্দদাসকে চিনতে পারেনি। মহাপ্রধান তাকে আদেশ দিলেন সারি থেকে সরে যেতে অথবা ভাল্লুককে বেঁধে রাখার পর ভিতরে প্রবেশ করতে। বিড়বিড় করে শাপশাপান্ত করতে করতে মাদারি আদেশ পালন করে। কিন্তু সে কয়েক পা গিয়েই আবার ফিরে এসে তার ভাল্লুকের পাশে উবু হয়ে

BanglaBook.org

বসে পড়ে। সে তার ভাল্লুককে একা ছেড়ে যাবে না। সে বসে বসে ভাল্লুকের মসৃণ দেহে হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে তাকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলায় প্রাণীটি তার হাত চেটে দেয় এবং শীঘ্রই সেটি নিজের খাবার উপরে মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়ে।

ওই যে তারা ওইখানে! ভীড়ের একদম পিছনে বৃহন্নলা তাদের দেখতে পেয়েছে। তারা সজোরে ঢোলক বাজাচ্ছে এবং কয়েকজন নাচ করছে। সে দ্রুত দ্বারের দিকে এগিয়ে যায়। স্কন্দদাস স্বয়ং প্রত্যেক প্রবেশকারীকে পরীক্ষা করার তত্ত্বাবধান করছেন। বাদ্যকররা দ্বারের কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। বৃহন্নলা নিজের উদ্বেগ লুকানোর জন্য নিজের দু হাত আলিঙ্গনবদ্ধ করে। সে দেখতে পেয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকজনকে দেখতে অপ্রতিভ লাগছে, তাদের মুখে উদ্বেগ সহজেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সে ভীড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে বাদ্যকরদের কাছে পৌঁছে ঢোলকের তালের সঙ্গে নাচতে শুরু করে।

"তোমরা দেরী করেছ," ভূতরায়ের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে সে ফিসফিস করে।

"যেন তুমি রাস্তা পরিষ্কার করে রেখেছিলে। এই লোকটা এখানে কী করছে?" ভূতরায় হিসহিসিয়ে প্রত্যুত্তর দেয়।

ভর ওঠার মত করে বৃহন্নলা পাক ঘুরেই চলেছে। তার ঘাঘরা ফুলে গেছে এবং তার মধ্যে কারুকার্য করা বরফি আকৃতির আরশিগুলি মশালের আলোয় ঝলমল করছে। বাদ্যকরেরা তার কাছে সরে এসে প্রমত্তের মত এক তাল বাজাতে শুরু করে। রাজসভার খ্যাতনামা শিল্পীকে পথের উপর নাচ করতে দেখার জন্য ভিড় দুপাশে বিভক্ত হয়ে গেল। অন্যান্য বাদ্যকরেরাও তালে তাল মিলিয়ে তাদের ঢোলক বাজাতে শুরু করে।

বৃহন্নলা স্কন্দদাসের সামনে গিয়ে নাচতে থাকে, কিন্তু মহাপ্রধান অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বাদ্যকরেরা প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকতে যাবে, ঠিক সেই সময় মহাপ্রধান তাঁর হাত সবেগে বাড়িয়ে দিলেন।

"এদের ঢোলক গুলি পরীক্ষা করো," মহাপ্রধান সৈন্যদের নির্দেশ দেন।

"স্বামী," ভূতরায় যথাসম্ভব মুখ আড়াল করে ঝুঁকে মহাপ্রধানের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। "এটাই আমাদের জীবিকা, স্বামী। আমরা সম্রাটের কাছ থেকে উপহার

BanglaBook.org

পাব বলে আশা করে এসেছি। আপনার কাছে ভিক্ষা চাইছি, আমাদের ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিন, স্বামী। ঢোলকের ভিতরটি আমাদের মত নগন্য মানুষদের মাথার ন্যায় ফাঁপাই হবে, স্বামী।"

"ঢোলকের ভিতরগুলি ফাঁপা হলে আমাদের খুলে দেখাও। এটি শুধুমাত্র সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য। তোমার কথা মত ঢোলক যদি ফাঁপা হয় তাহলে তোমরা ভিতরে যেতে পারবে," স্কন্দদাস বলেন।

"এগুলি আমাদের কাছে পবিত্র, একমাত্র বিজয়াদশমীর শুভক্ষণ ছাড়া এগুলি খোলা উচিত নয়," ভূতরায়ের কণ্ঠে সম্ভ্রম।

মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করে স্কন্দদাস ভূতরায়ের ঢোলকটি চেপে ধরেন।

"স্বামী, স্বামী, আমি অস্পৃশ্য, স্বামী। আমার ঢোলক বা আমাকে স্পর্শ করে নিজেকে কলুষিত করবেন না," ভূতরায় আর্তনাদ করে ওঠেন।

"আমিও একজন অস্পৃশ্য। এক তুচ্ছ ভাল্লুক নাচিয়ের ছেলে যে সৌভাগ্যবশত মহাপ্রধান হয়েছে। আমাকে কিছুই কলুষিত করতে পারে না। এবার, ঢোলকগুলি খোলো," বলে তিনি ভূতরায়ের কাছ থেকে বাদ্যযন্ত্রটি কেড়ে নিলেন।

বৃহন্নলা লক্ষ্য করে শিভাপ্পা নিজের ঢোলকের কাঠিটি চেপে ধরে আছে। বৃহন্নলা যদি আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাহলে শিভাপ্পা সেটি দিয়ে ঢোলকের মাথা বিদ্ধ করে উরুমি বের করে আনবে। সে দ্রুতগতিতে ভাল্লুক নাচিয়ের কাছে গিয়ে তাকে লাথি মেরে বলে, "এবার।" ভাল্লুক নাচিয়ে একবার চোখ পিটপিট করে তার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে ভাল্লুকটির বাঁধন খুলে সেটিকে এক লাথি মারতেই ভাল্লুকটি রক্ত হিম করা গর্জন করে ওঠে এবং সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। ভাল্লুক নাচিয়ে একটি ছোট ছুরি দিয়ে ভাল্লুকটির পিছনের থাবার মাঝে খোঁচা দিতেই সেটি প্রবেশদ্বারের দিকে ধেয়ে যায়। বৃহন্নলা দ্রুত ভাল্লুক নাচিয়ের প্রসারিত হাতে মুদ্রাভর্তি একটা বটুয়া ফেলে দিতেই সে নিমেষের মধ্যে সেটি নিজের কোমর বন্ধনীর তলায় চালান করে নিল।

BanglaBook.org

পশুটি নিজের পিছনের পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ উচ্চতায় এসে আবার একবার গর্জন করতেই লোকজন চিৎকার করে ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিল। ভাল্লুক

স্কন্দদাসকে পার হয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে তাঁর হাত থেকে ঢোলকটি গড়িয়ে পড়ে যায়। ভাল্লুক দূর্গের ভিতরে প্রবেশ করে ভীড়ের মধ্যে ছোটাছুটি শুরু করেছে। লোকজন আতঙ্কিত; কয়েকজন পড়ে গিয়ে পদদলিত হয়েছে। ভাল্লুক কয়েকজনকে তাড়া করে তাদের থেঁতলে দিয়ে এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করে ছত্রভঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি করে। স্কন্দদাস জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। তিনি চিৎকার করে সকলকে শান্ত করার নির্দেশ দিয়ে সৈন্যদের আদেশ দিলেন ভাল্লুকটিকে বন্দী করার জন্য।

সেই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বাদ্যকরেরা দূর্গের ভিতরে প্রবেশ করে যায়। বৃহন্নলা তাদের অনুসরণ করে, ভাল্লুকটিকে চিৎকার করতে থাকা ভীড়ের মধ্যে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে দেখে কৌতুকে তার চোখ চকচক করে ওঠে। সম্রাট যে বেদীতে বসে আছেন সেদিকে তার চোখ চলে গেল। এখান থেকে সেই জায়গা বেশ দূরে এবং বিশাল এক ভীড় বৃহন্নলা এবং সম্রাটকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বাদ্যকরেরা ভীড়ের মধ্যে মিশে গেছে, এবার তাদের আর শনাক্ত করা সম্ভবপর হবে না। বৃহন্নলা উল্লসিত হয়ে ফিসফিস করে, "মা, তুমি যা স্বপ্নেও ভাবতে পারো নি আমি আজ তাই অর্জন করেছি।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চল্লিশ

কামাক্ষী

শিবগামী তাকে ছেড়ে যাওয়ার পর কামাক্ষী উদ্বিগ্ন ছিল, কিন্তু বন্ধুর জন্য সেই চিন্তা এখন শিভাপ্পার সাথে দেখা হওয়ার প্রতীক্ষায় বদলে গিয়েছে। তার বিন্দুমাত্র ধারনা নেই শিভাপ্পা তাকে কীভাবে খুঁজে পাবে। কামাক্ষী তার একঝলক দেখা পাওয়ার জন্য ভীড়ের মধ্যে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে।

একদল লোক জাদুর কলাকুশল দেখাচ্ছিল। এর পর একজন সাপুড়ে একটি ঝুড়ি ও বীন নিয়ে হাজির হয়ে ঝুড়িটি মঞ্চের সামনে খুলে তার বিন বাজাতে শুরু করে। কেউটে সাপের মত করে একটি দড়ি নাচতে নাচতে, পেঁচিয়ে, কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠতে শুরু করে। প্রমত্তভাবে সুর চড়তে শুরু করলে সেটিও উপরে আরও উপরে উঠে যাচ্ছে। প্রাণপণে বিন বাজিয়ে সাপুড়ে এর চারপাশে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই গা ছমছমে সুরে কামাক্ষীর অন্তরের সুপ্ত বিভীষিকা জেগে ওঠে। তাকে পাগল করে তুলে সেই সুর অবিরাম বেজেই চলে। দড়ি এখন প্রায় ত্রিশ হাতেরও বেশী উপরে উঠে যাওয়া সত্ত্বেও সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নেচে চলেছে। করধ্বনি দিয়ে দর্শক এই কলাকৌশলকে অভিবাদিত করে।

সাপুড়ে তার দশ বছরের ছেলেকে ডেকে এনে তার মত অনুযায়ী স্বর্গে পৌঁছে যাওয়া এই দড়ির উপর চাপতে বলে। আমাকে ইন্দ্রের বজ্র এনে দাও, সাপুড়ে দাবি করে। তার পিতা আবার বিন বাজাতে থাকলে ছেলেটি দড়িতে চাপতে শুরু করে। ছেলেটিকে ঝাঁকিয়ে ফেলে দেওয়ার অভিপ্রায়ে দড়ি মোচড় দিয়ে উঠলে দর্শক

BanglaBook.org

আমোদে চিৎকার করে ওঠে। ছেলেটি দড়ি শক্ত করে চেপে ধরে কষ্ট করে দ্রুত উপরে উঠে যায় এবং শীঘ্রই সে বাতাসে মিশে গেল। সাপুড়ে এবার তার ছেলেকে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করে সে এত সময় নিচ্ছে কেন, এবং উপর থেকে ছেলের উত্তর আসে সে আর ফিরে আসবে না, রম্ভাকে বিবাহ করে স্বর্গেই বসবাস করবে। এই কথায় দর্শক হেসে ওঠে।

নিজের অজান্তেই কামাক্ষী এই জাদু দড়ির খেলায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, আচমকা এক তীব্র হট্টগোলে তার নিমগ্নতা কেটে গেল। সেই অসুবিধার কারণ অনুসন্ধানের জন্য কয়েকজন গলা উঁচিয়ে দেখার চেষ্টা করে। কেউ কেউ 'ভাল্লুক,' 'ভাল্লুক,' বলে চিৎকার করলেও তার অর্থ উপলব্ধি করা যায় না। সেই বিশৃঙ্খলা দ্রুত নিয়ন্ত্রিত করা হলে কামাক্ষী অনুষ্ঠানে মন দেওয়ার চেষ্টা করলেও তার চিন্তা আবার শিভাপ্পার দিকে ধাবিত হয়। মাঝরাত কখন পেরিয়ে গেছে। সে যে কথা দিয়েছিল আসবে। কামাক্ষী কি বাইরে গিয়ে তার খোঁজ করবে? সে ওঠার চেষ্টা করতেই তার পিছনে বসা একটি মেয়ে তাকে টেনে বসিয়ে দিল। অনিচ্ছুকভাবে সে আবার কৌশল দেখতে বসে পড়ে।

সাপুড়ে ইন্দ্রকে তার ছেলে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ধমক দিতেই প্রাঙ্গণ কাঁপিয়ে উপর থেকে ইন্দ্র হেসে উঠে বলে সে তার ছেলেকে দত্তক নেবে। স্বরক্ষেপনের সুচারু কারসাজি। লোকটি এমন ভাবে স্বরক্ষেপন করছে যেন মনে হচ্ছে কণ্ঠস্বর আকাশ থেকে আসছে। সাপুড়ে রেগে যাওয়ার ভান করে জিজ্ঞাসা করে সে তার বৃদ্ধ বয়সে কী করবে, এবং স্বর্গ থেকে দ্রুত উত্তর আসে- যুবাবস্থায় মারা যাও। দর্শক হাসিতে ফেটে পড়ে। সাপুড়ে দড়ির চারপাশে ঘুরে ঘুরে নেচে ইন্দ্র ও নিজের ছেলেকে অভিশাপ দিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে সে তাদের কে উচিত শিক্ষা দেবে। সে নিজের মুখ খুলে সেখান থেকে চার হাত লম্বা একটি তলোয়ার বের করায় দর্শক হতচকিত হয়ে আনন্দে হাততালি দেয়। সেও দড়ি বেয়ে উঠে দ্রুতই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তলোয়ারের ঝনঝনানি, চিৎকার,চেঁচামিচি, তর্জন, গর্জন, আকাশ থেকে যুদ্ধের উচ্চনিনাদ আসে; এবং আচমকা টুকরো টুকরো বহু হাত, মাথা, আঙুল, কান, নাক, পা ও রক্ত উপর থেকে পড়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে

BanglaBook.org

যেতেই আতঙ্কে দর্শক চিৎকার করে ওঠে। দর্শকদের মধ্যেই সেই দেহের টুকরো গুলো পড়তেই দর্শকেরা ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল।

কামাক্ষীও যেখানে বসে ছিল সেখান থেকে সরে গেছে। সে চারপাশে চোখ বোলাতেই তার শরীর বেয়ে এক উত্তেজনার স্রোত বয়ে গেল। শিভাপ্পা, সে শিভাপ্পাকে দেখতে পেয়েছে। সে একটা ঢোলক নিয়ে রয়েছে। কামাক্ষী তাকে চিৎকার করে ডাকতে চেষ্টা করে কিন্তু জনতার উল্লাসে তা চাপা পড়ে যায়। পরক্ষনেই ভীড় স্থানান্তরিত হতে সে আর তাকে দেখতে পায় না। জনসমুদ্রের মাঝখান দিয়ে কামাক্ষী এঁকেবেঁকে চলতে শুরু করে। তার পিছনে সেই সাপুড়ে রক্তমাখা তলোয়ার হাতে দড়ি বেয়ে নেমে এসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে তুলে তুলে পরীক্ষা করে দেখছে সেগুলির মধ্যে কোনোটি তার ছেলের কি না। তার মধ্যে থেকে কয়েকটিকে কুড়িয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে সে কিছু মন্ত্র পড়ে সেগুলিকে এক স্থানে স্তুপ করে রেখে নিজের পাগড়ি খুলে সেই স্তুপে ঢাকা দিয়ে যম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিবকে আবাহন করে পাগড়িটি সরাতেই সেই ছেলে হাসিমুখে বেরিয়ে আসায় প্রবল করধ্বনিতে দর্শক ফেটে পড়ে।

কামাক্ষী এখন ভীড়কে পিছনে ফেলে নিজের বসার জায়গা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। সে আবার শিভাপ্পাকে দেখতে পেয়েছে, সে মঞ্চ থেকে দূরে সরে দাঁড়ানো দাস ও অস্পৃশ্যদের সারির মধ্যে দিয়ে প্রাসাদের দিকে যাচ্ছে, নিজেদের আবছায়ায় রাখার জন্য সে প্রাচীরের গা ঘেঁষে চলেছে। কখনো কখনো কামাক্ষী তার এক ঝলক দেখতে পাচ্ছে, আবার মাঝেমাঝে তার অন্তর্ধানে নিরাশ হয়ে পড়ছে।

তাদের চোখের কৌতুহলী দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে কামাক্ষী দাসেদের ঠেলে নিজের পথ করে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। অবশেষে সে শিভাপ্পা কে দেখতে পেয়েছে, সে একটা প্রাচীরের উপর ঝুঁকে খুব মনোযোগ দিয়ে সম্রাট কে লক্ষ্য করছে। কামাক্ষী তার কছে গিয়ে তার কাঁধ স্পর্শ করে। কামাক্ষী আশা করেছিল শিভাপ্পা তাকে জড়িয়ে ধরবে এবং তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখার চিন্তায় সে লজ্জায় লাল হয়ে গেছিল।

BanglaBook.org

শিভাপ্পা পিছনে ঘোরে, কিন্তু তার চোখে কোথাও ভালবাসার লেশমাত্র নেই। কামাক্ষীকে দেখেই শিভাপ্পার চোখ রাগে জ্বলে ওঠে আর সে হিসহিসিয়ে বলে, "তুমি এখানে কি মরতে এসেছ?"

"তুমি... তুমিই বলেছিলে-" কামাক্ষীর চোখ জলে ভরে আসে। *"ও আমাকে ঘৃণা করে,"* কান্না আটকানোর জন্য কামাক্ষী নিজের ঠোঁট চেপে ধরে। কাঁপা কাঁপা হাতে কামাক্ষী তাকে স্পর্শ করতে যায়, "শিবা-"

"যাও এখান থেকে। আমার কাছেও আসবে না," তার দিকে না তাকিয়েই শিভাপ্পা বলে। তার দৃষ্টি এখন সম্রাটের দিকে নিবদ্ধ। এই প্রাপ্যটুকুর জন্য তো কামাক্ষী প্রত্যেক মুহূর্তে শিভাপ্পার জন্য দুশ্চিন্তা করে শুকিয়ে যায় নি। ঘাঘরায় পাক ঘুরিয়ে কামাক্ষী পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করে।

তার মনে অর্ধেক আশা আছে শিভাপ্পা তাকে পিছন থেকে ডেকে বলবে সে রসিকতা করছিল। কামাক্ষী কখনো ভাবেনি সে এত হৃদয়হীন, এত নিষ্ঠুর হবে।

কামাক্ষী শেষবারের জন্য একবার পিছন ফিরতেই তাদের চোখাচুখি হয়। শিভাপ্পার চোখ নির্লিপ্ত, কিন্তু কামাক্ষী অনুভব করে তারা যেন কিছু বলছে, হয়ত তার এই অদ্ভুত আচরণের কোনো ব্যাখ্যা দিচ্ছে, কিন্তু পরক্ষনেই শিভাপ্পা মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া কান্নার কোন পরোয়া না করেই কামাক্ষী ভীড়ের মধ্যে দিয়ে ছুটতে থাকে। সে নিজের জীবনকে ঘৃণা করে। সে ভিড় থেকে দূরে সরে একাকী থেকে বুক ফাটা কান্না কাঁদতে চায়, সে শিবগামীর সঙ্গে কথা বলতে চায়, তার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে চায়। শিবগামী! কামাক্ষী তার কথা একেবারেই ভুলে গেছিল। সে এখনো ফিরে কেন এল না? এটা মা গৌরীর শাস্তি, নিজের বন্ধুকে একা ছেড়ে দিয়ে এমন একটা মানুষের অপেক্ষা করার জন্য কামাক্ষী যাকে ভেবেছিল সে কামাক্ষীকে ভালবাসে। তাকে শিবগামীকে খুঁজতেই হবে।

কামাক্ষী কার্যালয়গুলির দিকে হেঁটে চলে। সে যত এগিয়ে চলেছে ভীড় তত পাতলা হয়ে আসছে। মূল প্রাঙ্গণ থেকে সরে যাওয়ার সাথে সাথে নৃত্যানুষ্ঠানের আওয়াজ অস্পষ্ট ও ছায়ারা ঘন হয়ে পড়ছে। মশালগুলি বহুক্ষণ হল নিভে গেছে। সে বাগানের দিকে ঘোরে। একজন প্রহরী বল্লমের উপর ভর দিয়ে ঢুলছে,নিজের

BanglaBook.org

উপস্থিতি টের পাইয়ে সন্দেহ উদ্রেক না করানোর জন্য কামাক্ষী পা টিপে টিপে তাকে পার হয়। তার সাথে যা ঘটলো তারপর আর কিসের সতর্কতা, সে চিন্তা করে।

কামাক্ষী এগিয়ে চলছিল, আচমকা এক মর্মরধ্বনি শুনে সে থমকে পড়ে। চারিদিক কুয়াশাচ্ছন্ন ও অন্ধকার। নদী থেকে ভোরবেলার কুয়াশা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে এসে দৃষ্টিপথকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে পুনরায় চলা শুরু করার উদ্যোগ নিতেই আবার সেই মর্মরধ্বনি শুনতে পেল। গভীর এক নিশ্বাস নিয়ে কামাক্ষী পিছনে ফেরে। কিচ্ছু নেই। শুধুমাত্র ভিতরের দূর্গপ্রাচীরের এক লম্বা ছায়া বাগানের দিকে হেলে পড়ে আছে। এক গায়ক প্রাণ মন ঢেলে প্রতিদানহীন প্রেম সম্পর্কে গান গাইছে। কামাক্ষী দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনে ঘুরতেই আচমকা ছায়া থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে তার গলা টিপে ধরে। কামাক্ষী চিৎকার করতে যায়, কিন্তু সেই হাত অত্যন্ত শক্তভাবে চেপে ধরে আছে। কে তাকে ধরে রেখেছে দেখার জন্য সে প্রাণপণ লড়াই চালায়, কিন্তু যখন কামাক্ষী সেই ব্যক্তির মুখ দেখে, তার চিৎকার গলাতেই স্তব্ধ হয়ে যায়।

কেকীর দন্তবিকশিত মুখ মূর্তিমান প্রেতের মত দেখাচ্ছে। সেই নপুংসক ঠোঁট ফুলিয়ে নিজের অন্য হাত দিয়ে একটা চুমু ছুঁড়ে ধীরে ধীরে কামাক্ষীর গলায় আরও চাপ দিতে থাকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

একচল্লিশ

মহাদেব

মহাদেব নদীর ধারে তাঁর চিরাচরিত স্থানে একাকী বসে আছেন। উন্মাদ ভৈরব আশেপাশে নেই বলে তিনি কৃতজ্ঞ। তিনি একা থাকতেই চাইছিলেন। তাঁর মাথার উপরে অসংখ্য নক্ষত্র যেন তাঁকে বিদ্রূপ করে একই সমন্বয়ে মিটমিট করছে। মাহিষী নদী বয়ে চলেছে এবং তার ঢেউ ঘাটের সিঁড়িতে উপছে পড়ার শব্দে মনে হচ্ছে যেন মহাদেবের দুর্দশায় তারও হাসি পাচ্ছে। আজ শিবগামীকে সে যা বলেছে তার জন্য সে নিজের মনেই বহুদিন ধরে কয়েকশোবার অভ্যাস করেছিল। শিবগামীকে প্রথম দেখার দিন থেকে মহাদেব আর অন্যকিছু সম্পর্কে চিন্তাও করতে পারে নি। সে প্রায়ই আপন মনে শিবগামীর সঙ্গে কথোপকথন চালিয়েছে। সে তার পাশে পাশে হাঁটার কথা কল্পনা করেছে, তাদের হাত পরস্পরের সাথে জড়িয়ে থাকবে, এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ মিষ্টি কথা বলবে।

মহাদেব যতবার অনাথালয় পরিদর্শনে গিয়েছে, ততবার সে শিবগামীর সঙ্গে কথা বলার অজুহাত খুঁজেছে। আকস্মিক যন্ত্রণার মত সে উপলব্ধি করে প্রত্যেকবার মহাদেবের এগিয়ে যাওয়ায় শিবগামী উদাসীন থেকেছে। তিনি তাতেও এতদিন অন্ধ ছিলেন। নির্বোধের মত ভেবে নিয়েছিলেন শিবগামীর মত সুন্দরী মেয়ে তাঁকে ভালবাসবে। এই রকম ঘটনা শুধু বোকা বোকা গানে ও প্রাচীন গল্পে ঘটে।

BanglaBook.org

শিবগামী তাঁকে অপছন্দ করে। তার হাসি এখনো মহাদেবের কানে অনুরণিত হয়ে চলেছে। অন্ততপক্ষে সে আর একটু দয়ালু হতে পারত, সে এই মিথ্যাটুকুও বলতে পারত যে তার অন্য এক প্রেমিক আছে। মহাদেব তবুও তাকেই ভালবেসে যেতেন, কিন্তু আর কখনো তাকে বিরক্ত করতেন না। শিবগামী তাঁর সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। না, সে করেনি, মহাদেব নিজেকে সংশোধন করেন। তিনি যার যোগ্য নন সেটাই চেয়ে বসেছিলেন। এক দৃঢ়চেতা মেয়ে নিজের অবস্থান সম্পর্কে অনবগত কোনো নির্বোধের প্রতি এমনিই প্রতিক্রিয়া করবে।

শিবগামীর অপছন্দের ইঙ্গিতেরা তাঁর দিয়ে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত, কিন্তু তিনিই তার ব্যবহারের সুবিধাজনক ব্যাখ্যা বের করে নিজেকে এতদিন বোকা বানিয়ে রেখেছিলেন। তার কথা বলার অনিচ্ছাকে তিনি লজ্জা বলে ধরে নিয়ে তিনি শিবগামীকে আরও ভালবেসে ফেলেছিলেন। তাঁর কাঁদতে ইচ্ছা করছে। তিনি কোন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা নন, ঠিক যেমন তাঁর মা বলেন, তিনি এক অযোগ্য মানুষ। হয়ত শিবগামী তাঁর কাপুরুষতার গল্প শুনেছে, বা সে জানে তিনি অস্ত্রের কাছে কেমন জবুথবু হয়ে যান, তিনি কেমন বাগানে বসে স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করেন। তিনি বিজ্জলের মত উত্তম যোদ্ধা নন। হতে পারে তাঁর দাদার প্রচণ্ড মেজাজ আছে, কিন্তু সেটা কি ভাল যোদ্ধার লক্ষণ নয়? বিজ্জলের সামনে মানুষ ভয়ে কেঁপে ওঠে আর মহাদেবের সামনে তারা শ্রদ্ধা দেখানোর ভান করলেও তিনি জানেন তারা হয়ত তাঁর পিছনে হাসাহাসি করে। শিবগামী তাঁর মুখের উপর হেসেছে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। অন্ততপক্ষে সে তাঁর পিছনে না হাসার ভদ্রতাটুকু তো দেখিয়েছে। তার এই অকপটতার জন্য তিনি তাকে ভালবাসেন। তিনি তাকে ভালবাসেন সবকিছুর জন্য। প্রত্যেক মুহূর্তে, প্রত্যেক নিশ্বাসে। এই চিন্তাতেই মহাদেব হেসে ওঠেন এবং তাঁর হাসি দ্রুত কান্নায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। মেয়েদের মত কাঁদার জন্য তিনি নিজেকে ভর্ৎসনা করেন, কিন্তু এখানে তাঁকে দেখার মত কেউ নেই, কেউ তাঁর দুর্দশা দেখারও নেই, গ্রাহ্য করারও নেই। তিনি তাঁর চোখের জলকে অবারিত ভাবে বয়ে যেতে দেন। মহাদেব যদি এখন মাহিষী নদীর আহ্বানরত বুকের মধ্যে বিলীন হয়ে যান সকলে কি তাঁর অভাব বোধ করবেন? শিবগামী কি গ্রাহ্য করবে? না কি সে কিনারায় দাঁড়িয়ে হাসবে?

BanglaBook.org

মৃদু বাতাস সান্ত্বনা দেওয়ার মত করে তাঁকে ছুঁয়ে গেল। নদী তাঁকে সহস্র বাহু বাড়িয়ে আহ্বান জানাচ্ছে; এসো, এসে আমাকে আলিঙ্গন করো। তিনি অনিশ্চিত ভাবে এক পা এগোতেই তাঁর গোড়ালি জড়িয়ে ধরার জন্য অসংখ্য ঢেউ ছুটে এল। আর একটি পদক্ষেপ, এবার তারা তাঁর হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে তাঁর শরীর বেয়ে ওঠার জন্য উৎসাহিত ভাবে লাফাচ্ছে। আর মাত্র একটি পদক্ষেপ...

"স্বামী..."

তমসা থেকে এক কণ্ঠস্বর ভেসে আসায় তিনি আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

অন্ধকারে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে তিনি চিৎকার করেন, "কে ওখানে?" নদীর পার্শ্ববর্তী ঝোপ থেকে এক ছায়া মূর্তি বেরিয়ে আসে।

"মহামহিম, আমি। আপনার দাদার দাস, কাটাপ্পা।"

কাটাপ্পা! সে না মারা গিয়েছে? ভূত? মহাদেব ভয়ে চিৎকার করে উঠে ভারসাম্য হারিয়ে জলে পড়ে গেলেন। কাটাপ্পা তাঁকে টেনে তুলে তাঁর পায়ে পড়ে তাঁকে বিব্রত করার জন্য অনর্গল ক্ষমা প্রার্থনা করে যেতে লাগল। মহাদেব এই অনধিকার প্রবেশে অসহায়বোধ করে রেগে গেলেন। তিনি এখন কোনো দাসের সঙ্গে কথা বলতে চান না। তিনি মরতে চান। কিন্তু এই দাস যা বলছে তা তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে।

"মহামহিম, মাহিষমতী এবং সম্রাটের প্রচণ্ড বিপদ। মহামাকমের সময় যে কোনো মুহূর্তে বৈতালিকরা আক্রমণ করতে পারে। সম্রাটকে সতর্ক করতেই হবে, কিন্তু আমি প্রহরীদের পেরিয়ে যেতে পারব না কারণ বিশ্বাসঘাতক ভেবে তারা আমাকে হত্যা করতে পারে।"

"এই আক্রমণ সম্পর্কে তুমি কিভাবে জানলে?"

কাটাপ্পা রাজকুমারের কাছে দ্রুত বর্ণনা করে তার ভাইয়ের সন্ধানে বেরিয়ে সে কীভাবে বৈতালিকদের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পেরেছে।

"আমি অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে বলছি যে আমার নিজের ভাই সবচেয়ে বড় দেশদ্রোহী। পরেরবার আমি তাকে দেখতে পেলেই হত্যা করব," কাটাপ্পা বলে।

মহাদেব বাকরুদ্ধ। এই দাসের আত্মোৎসর্গ দেখে তাঁর মন দ্রবীভূত হয়ে গেছে। মাহিষমতীকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সে ফিরে এসেছে।

BanglaBook.org

এই দাসের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে তাঁর পিতাকে এখনই জানাতে হবে। দূর্গকে সুরক্ষিত করতেই হবে।

"আমার সাথে এসো," দাসের কবজি চেপে ধরে মহাদেব নিজের গুপ্ত পথের উন্মুক্ত দ্বারের দিকে ছুটতে শুরু করলেন। কাটাপ্পাকে তিনি এর মধ্যে দিয়ে এনে যখন তাঁরা কুয়ো থেকে বেরিয়ে দূর্গের মধ্যে পৌঁছে গেলেন কাটাপ্পা তখন বিজ্জলের কক্ষের দিকে চলতে শুরু করে দিল।

"তুমি কোথায় চললে?' মহাদেব জিজ্ঞাসা করেন।

"আমাকে আমার প্রভুর কাছে যেতে দিন," কাটাপ্পা অনুনয় করে।

"তোমার প্রভু?"

"হ্যাঁ, মহামহিম যুবরাজ বিজ্জল।"

"তুমি এখনো তাঁকে নিজের প্রভু বলে ধার্য করো?"

"যতদিন না আমি মারা যাচ্ছি বা তিনি আমাকে মুক্ত করছেন, আমি তাঁর দাসই থাকব।"

তার প্রভু, যে তার সঙ্গে একটা কুকুরের থেকে বেশী ভাল আচরণ করেনি। মহাদেব কাঁধ ঝাঁকিয়ে দ্রুত পিতাকে বা দায়িত্ববান কাউকে খুঁজতে চলে যায়। এমন কাউকে যে বৈতালিকদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বিয়াল্লিশ

কেকী

কেকী বিজ্জলের কক্ষে তার উপহার বয়ে নিয়ে চলেছে। যুবরাজ গিয়েছেন স্কন্দদাসকে তাঁর কক্ষে ফেরার কথা বলতে, এবং কেকী ইতিমধ্যে তাঁর জন্য উপহার প্রস্তুত রাখতে চায়।

প্রাসাদের যে মহলে বিজ্জলের কক্ষ সেখানকার ঘুমন্ত প্রহরী তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিয়েছে। সে কালিকার গুহার নপুংসক, তাই প্রহরীরা তার মুখ চেনে আর তার পদ্ধতি সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। প্রহরী নিজের অভ্যস্ত ঘুষ নিয়ে তাকে যেতে দিয়েছে। নিজের ভয় চেপে সে অনুজ্জ্বল দরদালানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে। পুরুষকে সে কখনো ভয় পায় না, আর যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কথা বলে বেরিয়ে আসার নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সে আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু মাহিষমতীর মত প্রাচীন প্রাসাদকে সে ভয় পায়, বিশেষত আবার যখন সে অন্ধকারে একা রয়েছে। সে পছন্দ করে উজ্জ্বল আলো, বিদেশি সুগন্ধি এবং জীবনের যা কিছু ভাল জিনিস আছে সব। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে প্রাসাদ যেখানে ইঁদুর দৌড়াদৌড়ি করে রাত্রি অভিসারের জন্য সেটা তার পছন্দসই জায়গা নয়। কিন্তু এটি তার যুবরাজকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি। তার পেশায় উত্তর রূপে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ভবিষ্যতের জন্য উত্তম পুঁজি রূপে গন্য হয়। আর কেকী যুবরাজকে কথা দিয়েছে সে তাঁকে এক অকলঙ্কিত, বিমল, অক্ষতযোনী উপহার দেবে। কেকী জানত

BanglaBook.org

কামাক্ষী অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই আসবে এবং মাথা খাটিয়ে সেই মেয়েকে বিজ্জলের কক্ষে নিয়ে আসার জন্য পরিকল্পনা বানাতে নিজের মাথা তোলপাড় করছিল। সৌভাগ্যবশত হরিণী নিজেই সিংহের গুহায় এসে উপস্থিত হয়েছে। কামাক্ষীকে এত সহজে ধরতে পারা তার দূরতম স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

যুবরাজের কক্ষের দরজায় যারা সাধারণত পাহারা দেয়, তার উপদেশ মত তিনি সেই প্রহরীদের সরিয়ে দিয়েছেন। বিজ্জলের দেওয়া চাবি নিজের বক্ষ বন্ধনী থেকে বের করে সে তালা ঘোরায়। প্রকাণ্ড শয্যার পাশে রাখা প্রদীপ থেকে আগত নিষ্প্রভ আলো কক্ষের অন্ধকারকে দূরীভূত করতে পারছে না। কেকী আলতো করে বিজ্জলের উপহারকে কোমল বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এক মুহুর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে সেই মুগ্ধ করা সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। যুবরাজের এই উপহার পছন্দ হতে বাধ্য।

কেকী দীর্ঘশ্বাস ফেলে কামাক্ষীর মাথার বালিশ ঠিক করে দিয়ে তাকে এক কামোদ্দীপক ভঙ্গীতে শুইয়ে দিয়ে নিজের কোমর বিছে থেকে সুগন্ধির একটা ছোটো কৌটো বের করে। বিজ্জলের কাছ থেকে এই সুগন্ধির জন্য অতিরিক্ত পুরস্কার পাওয়া যাবে, সেই মোহময় সুগন্ধির ঘ্রাণ নিতে নিতে কেকী আপন মনে হাসে। সে কিছুটা সুগন্ধি কামাক্ষীর সারা শরীরে লেপে দিতে কামাক্ষী নড়ে ওঠে। সে দ্রুতই জ্ঞান ফিরে পেয়ে এক রাজকুমারকে নিজের বিছানায় পাবে। কী সৌভাগ্যবতী! কেকী কামাক্ষীর বক্ষ বন্ধনীর গ্রন্থি খুলে দেয় কিন্তু তার স্তন একেবারে উন্মুক্ত করে না। নিজের তৈরি করা শিল্পকে কেকী বিভিন্ন দিক থেকে দেখে তারিফ করে। কেকী দেওয়াল থেকে চাবুক নামিয়ে তার উপরেও কিছু পরিমাণ সুগন্ধি লাগিয়ে দিল। সে জানে বিজ্জল কী পছন্দ করে, নিজের খদ্দেরদের সর্বোত্তম পরিষেবা দেওয়ার জন্য সে নিজের উপর গর্বিত। সে চাবুকটিকে কামাক্ষীর কাছে বিছানায় রেখে দেয়।

কেকী শেষবারের জন্য দরজার কাছে একবার থেমে যুবরাজের জন্য সাজিয়ে রেখে যাওয়া দৃশ্য মুগ্ধভাবে দেখে নিজের পিছনে দরজা বন্ধ করে দিতেই তার মেরুদণ্ড বেয়ে এক শিহরণ বয়ে যায়। কেউ আসছে। সে অন্ধকারের দিকে ভাল

BanglaBook.org

করে তাকায়। সেই পদধ্বনি থেমে গিয়ে আবার আরম্ভ হয়। অন্ধকার থেকে একটা প্রেত ভেসে বেরিয়ে আসতেই কেকীর মুখ হাঁ হয়ে যায়।

সেই মৃত দাস – কাটাপ্পা।

কেকী আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তার সমস্ত ভয় সত্যি হয়ে যাচ্ছে। সে জানে প্রাচীণ প্রাসাদে প্রেত ঘুরে বেড়ায়। কেকী ছুটতে শুরু করে। সে শুনতে পায় পিছন থেকে সেই দাস তাকে ডাকছে।

প্রাণ বাঁচাতে কেকী দৌড়তে থাকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তেতাল্লিশ

কাটাপ্পা

ভিতরের দুটি প্রাচীর ডিঙিয়ে কাটাপ্পা অবশেষে প্রাসাদের সেই মহলে এসে উপস্থিত হল যেখানে বিজ্জলের কক্ষ রয়েছে। দোতলায় বিজ্জলের উপাসনা কক্ষ, ব্যক্তিগত কক্ষ, ও ক্রীড়াকক্ষে যাওয়ার সিঁড়ির কাছে এক তলার বারান্দায় কিছুক্ষণের জন্য সে অপেক্ষা করে। যুবরাজের সম্মুখীন হওয়ার জন্য সে সাহস সঞ্চয় করছে। সে ফাঁকা প্রাঙ্গণে পায়চারী করতে করতে সেখানে কোনো প্রহরী কেন নেই দেখে অবাক হয়। যুবরাজ কি তার ঘুমের কক্ষ পরিবর্তন করেছেন? হঠাৎ তার মনে হল সে যেন উপরের কক্ষ থেকে কোনো আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।কাটাপ্পা চিন্তা করে, হয়ত যুবরাজ নিজের কক্ষে আছেন। সে দৌড়ে উপরে উঠে তার প্রভুর কক্ষের দরজার কাছে আসতেই তার মনে হল একটা ছায়ামূর্তি যেন এক কোণের পাশ দিয়ে দ্রুত সরে গেল। সে মূর্তির পিছনে দৌড়ে তাকে ডাকে কিন্তু সে যখন অলিন্দের শেষপ্রান্তে পৌঁছায়, ততক্ষণে সেই মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

কাটাপ্পা আবার কক্ষের দরজার কাছে ফিরে আসে। দরজা তালাবন্ধ। তার প্রভু সম্ভবত অনুষ্ঠানে গিয়েছেন। একবার সেখানে গিয়ে তাঁকে খোঁজ করার কথা চিন্তা করে সে, কিন্তু তা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে- সে ধরাও পড়ে যেতে পারে তখন আর সে প্রভুকে সবথেকে বেশী প্রয়োজনের সময় সেবা করতে পারবে না। এমনিতেই অনেক রাত হয়ে গেছে তাই বিজ্জলও শীঘ্রই বিশ্রামের জন্য ফিরে আসবেন। কাটাপ্পা তখন তাঁর পায়ে পড়ে গিয়ে ক্ষমা চাইবে তারপর তার প্রভু যে শাস্তি দিতে

BanglaBook.org

চাইবেন সে মাথা পেতে গ্রহণ করবে। সে কোনোদিন তাঁর পাশ ছেড়ে যাবে না। তার প্রভু যখন ঘুমাবে সে তখন বাইরে অপেক্ষা প্রহরারত থেকে তাঁর মূল্যাবন জীবন পাহারা দেবে। কোনো বৈতালিক তার প্রভুর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

কাটাপ্পা পাপোশের উপর বসে তার প্রভুর ফিরে আসার অপেক্ষা করে। একটা অস্বস্তিকর স্মৃতি তার মনে পড়ে। *কুকুরের জন্য উপযুক্ত জায়গা,* শিভাপ্পার বলা কথা। সে চিন্তাটিকে দমন করার চেষ্টা করলেও হজম না হওয়া খাবারের মত তা ফিরে আসতে থাকে। ক্রমবর্ধিত রাগের সঙ্গে কাটাপ্পা উপলব্ধি করে শিভাপ্পার করা সবচেয়ে বড় অপরাধ দেশদ্রোহীতা নয়, কাটাপ্পার সরলতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া। কাটাপ্পা শপথ করে সে আর তার উচ্ছৃঙ্খল ভাইয়ের মত করে চিন্তা করবে না। কাটাপ্পা তার পিতার সন্তান, মাহিষমতী রাজবংশের এক গর্বিত দাস। সে এই বংশের জন্য প্রাণাতিপাত করবে। তার পিতা প্রায়ই বলেন, যদি পিতা এবং সম্রাটের মধ্যে কাউকে বাছতে হয়, এক বিশ্বস্ত দাস সর্বদা সম্রাটকে বেছে তার পিতাকে হত্যা করবে। এটাই তার ধর্ম।

কাটাপ্পা অপেক্ষা করে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চুয়াল্লিশ

স্কন্দদাস

চিৎকার করে করে স্কন্দদাসের গলা বসে গেছে। ভাল্লুককে শান্ত করে জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ কিছু সময় লাগল। তিনি এই ভেবে স্বস্তি পান যে বিশৃঙ্খলা ভীড়ের সামনের দিকে ছড়ায় নি। সম্রাটের যদি অনুষ্ঠান দেখতে কোনো অসুবিধা হত তাহলে তা ভীষণ লজ্জাজনক হয়ে পড়ত।

সৈন্যরা ভাল্লুকটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে মহাপ্রধানের কাছে নিয়ে আসে। ভাল্লুকের পিছনে ভাল্লুক নাচিয়ে দুজন সৈন্য দ্বারা ধৃত অবস্থায় পালিয়ে যাওয়ার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে।

"আমি কী?" তাদের মধ্যে একজন প্রহরী নিজের তলোয়ার ভাল্লুকের গলায় চেপে ধরে। তার আঙুলের সামান্যমাত্র আন্দোলন ভাল্লুক এবং তার মালিকের মৃত্যু নিশ্চিত করে তুলবে। স্কন্দদাস পশুটির দিকে তাকান। এর চোখ স্কন্দদাসের নিষ্ঠুর বলে মনে হল না। তিনি ভাল্লুকটি কাছে যেতেই সেটি তার করুণ চোখ তুলে তাকায়। তাঁর সৈন্যরা তাঁকে দেখছে। তিনি শুনতে পান তারা পরস্পরের সাথে মৃদুস্বরে কথাও বলছে। তারা আশা করছে তিনি পশুটিকে হত্যা করবেন। তিনি যদি একে জীবিত রাখেন তাহলে তারা সেটিকে তাঁর জাতির লক্ষণ বলে ধরে নেবে এবং এটি নগরীতে আরও একটি রসিকতার প্রসঙ্গ হয়ে যাবে। তিনি সেই দৈত্যাকৃতি ভাল্লুকের পাশে বসে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন। ভাল্লুক কয়েক মুহূর্ত সেটিকে শুঁকে নিয়ে চাটল। তিনি ভাল্লুকটিকে কিছুক্ষণ তা করতে দিয়ে নিজের অন্য হাত দিয়ে তার পিঠে আলতোভাবে চাপড় মারতে শুরু করলেন। এটি কী মৃদু এক প্রাণী! কী তাকে এত উত্তেজিত করে তুলল? তিনি ভাল্লুকের ঘন কালো লোমে হাত

BanglaBook.org

বুলাতে থাকলে হঠাৎ তাঁর হাতে চ্যাটচেটে কিছু ঠেকে। তিনি নিজের আঙুল ঘষে নিয়ে শুঁকতেই রক্তের গন্ধ তাঁকে ধাক্কা মারে। ভাল্লুকটিকে আঘাত করা হয়েছিল। কেউ উদ্দেশ্যগত ভাবে এটিকে বিদ্ধ করেছে। আচমকা এক ভাবনা বজ্রপাতের মত এসে তাঁকে আঘাত করে, সেই বাদ্যকরেরা কই? এই ভাল্লুক নিছক মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। তাঁর সঙ্গে কারসাজি করা হয়েছে।

"দ্রুত, ভীড়ের মধ্যে অনুসন্ধান করো, প্রত্যেক ঢোলক বাদককে বন্দী করে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

যে প্রহরী নিজের তলোয়ার ভাল্লুকের গলায় রেখেছিল পশুটিকে হত্যা করার জন্য সে সেটি তুলে ধরে।

"না, এর কোনো ক্ষতি কোরো না। রাজবৈদ্যকে বলো এর ক্ষতের চিকিৎসা করতে। এ আহত হয়েছে," তিনি বলেন। অন্যেরা তাঁর উপর হাসাহাসি করুক, ভাল্লুকটিকে আবার চাপড়াতে চাপড়াতে তিনি চিন্তা করলেন, কিন্তু নিজের নিরাপত্তাহীনতা ঢাকতে এক অবলা জীবের প্রাণ কেন তিনি নিতে যাবেন। সারা জীবন ধরেই তিনি বিদ্রূপের পাত্র হয়েছেন, তাঁর পিঠের পিছনে সবাই হেসেছে। আরও একটা ঘটনায় এমন কিছুই আসে যাবে না। সৈন্যরা ভাল্লুকটিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। তিনি কামনা করলেন প্রাণীটি যেন তাঁর দাক্ষিণ্যের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ একবার ঘুরে তাকায়, কিন্তু সেটি পোষ্যের মত সৈন্যদের অনুসরণ করল। তিনি ভাল্লুক নাচিয়ের দিকে ঘোরেন, "আর আপনি, স্বামী, বহু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন।"

কেউ স্কন্দদাসের কাঁধে চাপ দিতেই তিনি বিরক্ত হয়ে পিছনে ঘুরলেন। "যুবরাজ বিজ্জল," তিনি অবাক হয়ে চিৎকার করলেন এবং পরে মাথায় আসতেই সংক্ষিপ্ত ভাবে নত হলেন।

"মহাপ্রধান, আপনার সঙ্গে আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়েছে," যুবরাজ বলেন।

স্কন্দদাস ভ্রূ কুঞ্চন করেন। "যুবরাজ, আমরা কি কাল কথা বলতে পারি? এখানে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রয়েছে যা আমাকে এখনই সমাধান করতে হবে।"

BanglaBook.org

বিজ্জল নিজের বুকের উপত দুই হাত আড়াআড়ি করে রেখে মহাপ্রধানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকান, "এটা গৌরীধূলী সংক্রান্ত।"

স্কন্দদাস সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর দিকে তাকান। তিনি ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখেন কেউ হয়ত গৌরীধূলী শব্দটি শুনতে পেয়েছে। যুবরাজ এর সম্পর্কে কীভাবে জানতে পারলেন? একমাত্র যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হওয়ার পরেই তাঁর এই বিষয়ে জানা সম্ভব।

"আপনি কি এখানেই আলোচনা করবেন, না আমরা আপনার কার্যালয়ে যাব?" জ্বলন্ত চোখে বিজ্জল তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

যুবরাজের স্বরভঙ্গী স্কন্দদাসের ভাল লাগে না। কারখানা থেকে গৌরীধূলী নিয়ে আসার কথা কি যুবরাজ জানতে পেরে গেছেন? যুবরাজ কি কারখানা সম্পর্কে আদৌ অবগত? স্কন্দদাসের রাগ হয়, তিনি হতাশ বোধ করেন। তিনি রহিত হয়ে গেছেন।

"সুরক্ষা ব্যবস্থায় একটি ত্রুটি দেখা গিয়েছে, রাজকুমার বিজ্জল। প্রবেশপথে বাধ্যতামূলক পরীক্ষা না করিয়েই কিছু বাদ্যকর ভিতরে প্রবেশ করেছে," স্কন্দদাস বলেন।

"এটা আপনার অপদার্থতাকেই প্রমাণ করে। তবে আমার মতে এটা আপনার সমস্যার ক্ষুদ্রতম অংশ, আপনাকে আরও মারাত্মক জিনিসের কৈফিয়ত দিতে হবে।"

স্কন্দদাস বিজ্জলের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে নিজের মুঠি বন্ধ করেন। রাজকুমার তাঁর সততায় সন্দেহ করে তাঁকে অপমান করছেন। তবুও তাঁকে জানতে হবে যুবরাজ সেই কারখানা সম্পর্কে কতটুকু জানেন। "বেশ, যুবরাজ," অবশেষে স্কন্দদাস বলেন। "চলুন আমরা আপনার কক্ষে গিয়ে এই নিয়ে আলোচনা করি। আমি নিশ্চিত আমি সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করতে পারব।"

বিজ্জল থমকে যান। এরকম হবে তিনি আশা করেন নি। এটা পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না। তাঁর তো স্কন্দদাসকে *তাঁর* দপ্তর তথা গৃহে নিয়ে যাওয়ার কথা।

"না, আমরা আপনার কার্যালয়ে যাব," বিজ্জল বলে ওঠেন।

BanglaBook.org

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে স্কন্দদাস সতর্ক হয়ে গেলেন। "কেন? আপনার কক্ষই তো এখান থেকে কাছে হবে। আপনি যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান তাহলে সেখানেও আমরা খুব ভালভাবেই বলতে পারি," সন্দেহে স্কন্দদাসের দুটি ভ্রূ জোড়া লেগে গেছে।

"না, আমরা আমার কক্ষে যেতে পারি না।," বিজ্জল বলেন।

"কেন পারি না, যুবরাজ?" মহাপ্রধান প্রশ্ন করেন।

বিজ্জল উপযুক্ত কারণ অনুসন্ধানের জন্য মাথা তোলপাড় করেন। পট্টরায় তাঁকে এই রকম সমস্যা কীভাবে সমাধান করতে হবে বলে দেন নি ভেবেই যুবরাজ উত্যক্ত বোধ করেন। চুলোয় যাক পট্টরায়। তিনি নিজের মত করে এর সম্মুখীন হবেন।

রাগে বিজ্জলের চোখ জ্বলে ওঠে। "এতে আপনাকে নাক গলাতে হবে না। আমি যখন আপনাকে কোথাও যাওয়ার আদেশ দেব, আপনাকে যেতেই হবে। আমি এখন একুশ বছরের হয়ে গেছি তাই আমার আদেশের উপর প্রশ্ন করার কোনো অধিকার আপনার নেই। প্রথা কী বলে আমি তার পরোয়া করি না। কোনো হতচ্ছাড়া প্রাচীন গ্রন্থ যদি বলে রাজ্যাভিষেক হওয়া অবধি একজন মহাপ্রধান মাহিষমতীর কোনো রাজকুমারের ঊর্ধ্বস্তন থাকবেন আমি তার কানাকড়ি পরোয়া করি! চুলোয় যাক আপনার রাজসভার নিয়মনীতি। আর কয়েকদিনের মধ্যেই আমি যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হবই আর তখন আমি আপনাকে যদি কুটনিগিরি করার আদেশ দিই আপনি তা করতে বাধ্য থাকবেন। উদ্ধত ভাল্লুক নাচিয়ে কোথাকার।"

স্কন্দদাস নিজের ক্রমবর্ধমান রাগকে নিয়ন্ত্রণ করেন। মহাপ্রধান এবং যুবরাজের বাকবিতণ্ডা দেখার জন্য তাদের চারপাশে ভীড় জমে গেছে। তিনি উদ্বিগ্ন হন যে যুবরাজ হয়ত নির্বোধের মত গৌরীধূলী নিয়ে কথা বলে ফেলবেন।

"ঠিক আছে, আপনার কথা মতই হোক তবে। আমরা আমার কার্যালয়েই যাব," দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলতেই লক্ষ্য করলেন বিজ্জলের মুখে এক ঝলকের জন্য একটা হাসি ফুটে উঠেই মুহূর্তেই মধ্যে মিলিয়েও গেল। কিন্তু সেটি স্কন্দদাসকে সচকিত করে রাখল। যুবরাজের পিছনে যেতে যেতে তিনি ধাঁধার টুকরো গুলিকে একসাথে মেলাতে থাকেন।

BanglaBook.org

তিনি যা করেছেন সে বিষয়ে যুবরাজ কীভাবে জানতে পারলেন? *“কিন্তু আমি অপরাধবোধে কেন ভুগছি? আমি আজ পর্যন্ত যা করেছি একমাত্র সৎ বিশ্বাস নিয়ে করেছি...”* এই রহস্য কে ফাঁস করতে পারে? উত্তর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় ঝলসে ওঠে। রূপক! সবকিছু আচমকাই যথাস্থানে মিলে যায়।

চোর নাগায়্যা কে কারখানা থেকে পাথর নিয়ে পালিয়ে যেতেও রূপকই সাহায্য করে থাকবে। সম্রাট এবং মহাপ্রধান ব্যতীত একমাত্র রূপকেরই কারখানার দাস এবং বাইরের পৃথিবী উভয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। সে খুব সহজেই এক নির্বোধ দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে উত্তেজিত করে তুলতে পারবে। একমাত্র সেই প্রাক্তন মহাপ্রধান পরমেশ্বরের কছ থেকে চাবি চুরি করে মরা জোয়ারের সময় ছাদের দরজা খুলে নাগায়্যা কে বাইরে বেরতে সাহায্য করে থাকবে। বন্যা প্রতিরোধের জন্য দরজার কপাট দুই দিক থেকে খোলার ব্যবস্থা করা আছে, কিন্তু খুব কম লোকই এর আসল উদ্দেশ্য জানে। এই গুপ্ত দরজা দিয়েই গৌরীকান্ত মণিগুলি ভিতরে আনা হয়। প্রত্যেক মহামাকমের কয়েকদিন পরে ডুবুরীরা বিসর্জিত কালী মূর্তির অভ্যন্তরে লুকানো গৌরীকান্ত মণি বের করে সেই পথ দিয়ে কারখানায় নিয়ে যায়। মহাপ্রধান হওয়ার আগে পর্যন্ত এমনকি তিনিও এই কারখানার অস্তিত্ব বা সেখানে কি হয় সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

এই পদ্ধতির নিরাপত্তা সংক্রান্ত ত্রুটির কথা চিন্তা করে স্কন্দদাস হতাশ হলেন। এই কর্মশালা তৈরির সময় ভরা জোয়ার এবং মরা জোয়ার এই দুই সময়েই নদী এর উপর দিয়েই প্রবাহিত হত কিন্তু এখন নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করায় এই গুপ্ত দ্বারের যেখানে থাকার কথা ছিল সেই নদীর ঠিক মাঝখানে আর সেটি নেই। এটাই হল নিরাপত্তা ব্যবস্থার সর্বপ্রথম ত্রুটি। দ্বিতীয় হল নদীর তলদেশ থেকে অর্থাৎ বাইরের দিক থেকে দরজাটি খোলার জন্য একটি চাবি আছে ঠিক যেমন আছে ভিতর থেকে খোলার জন্য। এই ত্রুটি তিনি গতবারের পরিদর্শনের সময় ঠিক করিয়ে দিয়েছেন। তিনি দাসেদের দিয়ে দরজাটি ভিতরের দিক থেকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক মহামাকমে তারা এটিকে ভেঙে পুনরায় বন্ধ করে দিতে পারবে। এখন কাউকে দরজাটি বাইরে থেকে খুলতে হলে চাবির দরকার হবে এবং যুগপৎ ভাবে ভিতর থেকে ধাতুর দরজাটি ভাঙতে হবে। একমাত্র এভাবেই কোনো

BanglaBook.org

বহির্শত্রু আক্রমণের সময়েও কারখানাকে ধ্বংস করতে পারবে না। কিন্তু কেই বা মাহিষমতী আক্রমণ করে তা দখল করতে আসছে? কোনো বহির্শত্রুর থেকে বেশী মাহিষমতীকে তার দুর্নীতিগ্রস্থ কর্মচারীদের ভয় পাওয়া উচিত। স্কন্দদাসকে এই ঝুঁকি নিতেই হবে।

তাঁর কার্যালয়ের কাছাকাছি পৌঁছাতেই স্কন্দদাস অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি বহু দণ্ডকারকে কার্যালয় ভবনগুলির কাছে প্রহরায় বসিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু দর দালানকে দেখে জনহীন বলে মনে হচ্ছে। সম্ভবত তারা অনুষ্ঠান দেখতে পালিয়েছে। তিনি শপথ করলেন কাল সকালে তাদের উচিৎ শিক্ষা দেবেন। কিন্তু কোনো মশালই বা জ্বলছে না কেন? তাঁর গৃহের কাছে যেতেই তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি কি কোনো দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেলেন?

তীব্রবেগে এক উপলব্ধি ধেয়ে আসে - তিনি কোনো ফাঁদে পা দিতে চলেছেন। বিজ্জল স্কন্দদাসের কক্ষেই কেন কথা বলার জন্য জোর করছিলেন তার একমাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা এটাই হতে পারে। কেউ তার গৃহের ভিতরে রয়েছে। তাঁর জন্য এমন কেউ অপেক্ষা করছে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে কারখানার বাইরে গৌরীধূলী নিয়ে এসে তিনি যে ভুল করেছেন সেই সম্পর্কে জানে। হুমকি দিয়ে অর্থ আদায় করাই হয়ত তাদের উদ্দেশ্য। তাঁর গুপ্তচরদের কাছ থেকে তিনি নিশ্চিত খবর পেয়েছেন কালিকার গুহায় বিজ্জল ভাল পরিমাণ অঙ্ক ঋণ করে এসেছেন, তিনি তো সেই গুহা ধ্বংস করে দিয়ে এসেছেন। সম্ভবত কোনো কুটনি যুবরাজকে হেনস্থা করছে তাই তিনি এই সহজ পন্থা বেছে নিয়েছেন। হয়ত রূপক এবং যুবরাজ মিলিত ভাবে কাজ করছেন।

তারা যদি তাঁকে হুমকি দিয়ে অর্থ আদায় করতে চায়, তিনি তাদের ফাঁদে ফেলবেন। তিনি তাদের ভয় পেয়ে তাদের শর্তে রাজী হয়ে যাওয়ার ভান করে পরে সম্রাটের কাছে সূচীত করে তাদের শাস্তি দেওয়াবেন। মাহিষমতীর যুবরাজ হওয়ার বিজ্জলের স্বপ্নকে এটা শেষ করে দেবে। অতীতে এমন অনেক নিদর্শন আছে যেখানে একজন সম্রাট তাঁর জ্যেষ্ঠ্য সন্তান ব্যতিরেকে কনিষ্ঠকে নির্বাচিত করেছেন। মহাদেব অপাপবিদ্ধ ও অতি সরল, কিন্তু এক ক্রূর মতি নির্বোধ সম্রাটের তুলনায় নির্মল হৃদয়ের এক সাদাসিধে সম্রাট ঢের গুণ ভাল। মহাদেবকে অন্য ছাঁদে এখনো

BanglaBook.org

গড়া যাবে। তিনি কিশোর সম্রাট মহাদেবের মন্ত্রণাদাতা হবেন ভাবতেই মনে মনে হাসলেন। পরমেশ্বর যেমন সম্রাট সোমদেবের ছিলেন এটাও ঠিক তেমনই হবে। না, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ব্যক্তির তুলনায় আরও ভালভাবে সেটি নির্বাহ করবেন। পরমেশ্বরের মত নয়, তিনি এক দারিদ্রতার প্রেক্ষাপট থেকে উঠে এসেছেন, তাই সাধারণ মানুষের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল, দয়ালু হওয়ার শিক্ষা তিনি মহাদেব কে দিতে পারবেন। নিজের স্বভাবজাত শুভ বোধ নিয়ে মহাদেব একজন আদর্শ সম্রাট হয়ে উঠবেন, এবং ইতিহাস এই মহান সম্রাটের মন্ত্রণাদাতা হিসাবে জয়জয়কার করবে স্কন্দদাসের - এক ভাল্লুক নাচিয়ের সন্তান যিনি মহাপ্রধান পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি এক নতুন চন্দ্রগুপ্তের চাণক্য হয়ে উঠবেন। এই ভাবনাতে তিনি হেসে উঠলেন। আজ তিনি এই নির্বোধদের একটা শিক্ষা দেবেন।

নিজের গৃহের দরজা থেকে তিনি যখন কুড়ি হাত দূরে আর একটা চিন্তা আচমকা তাঁর মনে উদয় হল। কয়েক মুহুর্ত আগে তিনি কিছু একটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার যে আওয়াজ পেয়েছিলেন, সেটা কেবলমাত্র তাঁর দেরাজেরই হতে পারে। হে ভগাবন! স্কন্দদাসের রক্ত হিম হয়ে গেল। কেউ তাঁর কক্ষে কিছু খুঁজছে। এটা একমাত্র গৌরীধূলীই হবে। রূপক তাঁর কক্ষ থেকে গৌরীধূলী চুরি না করেই তাঁকে হুমকি দিতে পারে। তাকে কেবল কারখানার দাসেদের প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে ডেকে আনাতে হবে। কক্ষে অন্য কেউ আছে। এমন কেউ যে গৌরীধূলী সম্পর্কে জানে এবং সেটা পেতে চায়। এটা কোনো উশৃঙ্খল রাজকুমার ও দুর্নৈতিক কর্মচারীর বোকা বোকা প্রতারণা নয়, তার থেকে বেশী ক্ষতিকারক। তিনি কত বোকা, কোনো অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মত ভেলকি দেখে প্রতারিত হওয়ার ন্যায় খ্যাতনামা হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন।

কোনো কথা না বলে তিনি পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন। কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই বিজ্জল বুঝে নেন স্কন্দদাস তাঁর পিছনে আসছেন না। তিনি পিছন ঘুরতেই দেখেন তাঁরা যে পথ দিয়ে এসেছিলেন স্কন্দদাস সেই পথ দিয়েই দ্রুত চলে যাচ্ছেন। বিজ্জল তাঁর পিছনে দৌড়ান।

"আরে, আরে, কোথায় যাচ্ছেন?"

BanglaBook.org

“সম্রাটের কাছে৷ আপনার যা কিছু আলোচনা করার আছে, আমরা তা সম্রাটের সামনে করব৷

বিজ্জল স্কন্দদাসের হাত চেপে ধরে, “আপনি কোথাও যাবেন না৷”

স্কন্দদাস বিজ্জলের হাতের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে তাঁর আঙুল চাড় দিয়ে খোলেন, “আমরা সকালে কথা বলব, যুবরাজ৷ এখন আমার একটা কাজ করার আছে৷”

অকস্মাৎ অন্ধকার ছায়া থেকে তিনজন ব্যক্তি বেরিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ায়৷ “গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গড়িমসি করা আমরা একদম পছন্দ করি না, স্কন্দদাস,” এক স্থূল চেহারার ব্যক্তি মৃদুকণ্ঠে বলে উঠল৷

“পট্টরায়,” স্কন্দদাস আঁতকে ওঠেন৷

“আপনার সেবায়, মহাপ্রধান৷” পট্টরায় এগিয়ে এসে ব্যঙ্গাত্মক বিনয়ে নত হলেন৷ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রতাপ এবং রুদ্র ভট্ট৷ স্কন্দদাস পিছন ফিরে দেখেন বিজ্জল নিজের তলোয়ার বের করে এর ধারালো কিনারায় নিজের তর্জনি বুলাচ্ছেন৷

পট্টরায় নিজের স্থূল হাত স্কন্দদাসের কাঁধে রেখে বললেন, “এটি আমাদের নিজেদের মধ্যে রেখে দেওয়াই মঙ্গল হবে৷ আপনারা কি বলেন প্রতাপ, রুদ্র ভট্ট? আমাদের ভিতরে আহ্বান জানানোর জন্য আমাদের মহাপ্রধান যথেষ্ট দয়ালু৷ স্বামী, অনুগ্রহ করে দরজা খুলুন৷”

পট্টরায় এবং প্রতাপ স্কন্দদাসকে দরজায় নিয়ে যায়৷ কাঁপতে থাকা হাতে দরজা খুলতে খুলতে মহাপ্রধান ভাবেন এরা যদি বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন, তাহলে কয়েক মুহূর্ত আগে ভিতরে তাঁর দেরাজ কে খুলে বন্ধ করল?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পঁয়তাল্লিশ

শিভাপ্পা

শিভাপ্পা কামাক্ষীর চলে যাওয়া দেখল, আর এই দৃশ্য তার হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করে দিল। প্রথমে সে কামাক্ষীর ব্যবহারে রেগে গিয়েছিল। কামাক্ষী কেন তার অভিযানের গুরুত্ব বুঝতে পারে না? শিভাপ্পার জীবন বিপদে পড়ে আছে আর কামাক্ষী কি না শুধুমাত্র মধুর মিলনের কথা চিন্তা করছে। কিন্তু যখন সে চলে গেল, অপরাধবোধ শিভাপ্পাকে আচ্ছন্ন করে দিল।

শিভাপ্পা তাকে নির্দিষ্ট করে কিছুই বলে নি। সে কেবল তাকে এই দিন প্রস্তুত থাকতে বলেছিল, আর সে হয়ত বিশাল স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল। একসাথে থাকার স্বপ্ন, পরিবারের স্বপ্ন, দাস হয়ে নয়, এখান থেকে অনেকদূরে কোথাও মুক্ত জীবন যাপনের স্বপ্ন, চারপাশে খেলে বেড়ানো অনেক বাচ্চা নিয়ে স্বামী স্ত্রীরূপে থাকার স্বপ্ন। তাদের ভাগ করা স্বপ্ন, তাদের আকাঙ্ক্ষা, পরস্পরের জন্য তাদের ভালবাসা। তাদের ভালবাসার অপর দিকে, বিপ্লবের চিন্তা, বৈতালিকদের মুক্তি, গৌরীপর্বত-সব তুচ্ছ, সব কিছু মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে। শিভাপ্পার কাছে কামাক্ষীর থেকে মূল্যবান কিছুই নয়।

শিভাপ্পা ভীড়ের মধ্যে তাকে অনুসরণ করতে শুরু করে। এটি ভীষণ দুঃসাধ্যের কাজ, এবং বহুবার তার দৃষ্টি কামাক্ষীকে হারিয়ে ফেলেছে। তারপরেই শিভাপ্পা দেখল সে উদ্যানের পথে ঢুকে তন্দ্রারত প্রহরীদের মধ্যে দিয়ে চুপিসারে চলেছে। বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে কার্যালয়গুলি রয়েছে যেখানে বহু উচ্চ আধিকারিকদের বসবাস, কিন্তু এইসময়ে সেগুলি বন্ধ থাকবে। সে স্তম্ভিত হয়ে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে পড়ে, কারণ ভূতরায়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী তার যেখানে থাকার কথা সেখান থেকে সে বহুদূরে চলে এসেছে।

শিভাপ্পা জানে যে কোনো সময় ঘন্টা ছয়বার বেজে উঠবে। এই সময়কেই অভ্যুত্থানের সময় বলে স্থির করা হয়েছিল। পরবর্তী ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গোপনে সম্রাটের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শিভাপ্পা উলটো দিকে চলেছে। তার কাঁধে ঢোলকটি ভারী হয়ে চেপে বসে আছে। এই ঢোলকের ভিতরে সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে তার উরুমি পড়ে রয়েছে। তাকে শুধুমাত্র এটি বের করে চাবুকের মত চালিয়ে যেতে হত এবং তার লোকেরা সম্রাট সোমদেবের মাথা কাটার জন্য চতুর্দিক থেকে ছুটে বেদীতে উঠে আসতো। তার পরিবর্তে সে তার প্রেমিকার খোঁজে চলেছে। নিজের উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে বলে শিভাপ্পার ভয়াবহ লাগছে। কিন্তু সে তখন নিজেকে বোঝায়, এই মহৎ বিপ্লবের চাকার সে এক নিছক অক্ষ মাত্র, ক্ষুদ্র এক কণিকা। তাকে ছাড়াও তাঁরা চালিয়ে নিতে পারবেন, কিন্তু সে ছাড়া তার কামাক্ষীর আর কেউ নেই।

শিভাপ্পা বাগানের দরজার দিকে হেঁটে যাওয়ার সময়েই তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রহরী জেগে ওঠে এবং তার সঙ্গে আরও একজন যোগ দেয়। এখানে থাকার কোনো যুক্তিযুক্ত বাহানা শিভাপ্পার কাছে নেই। তার এখন দাস, অস্পৃশ্য ও আদিবাসীদের সঙ্গে এখান থেকে অনেক দূরে থাকার কথা। প্রহরীরা তাকে সন্দেহের চোখে দেখে সে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকেই যেতে বলে খেঁকিয়ে ওঠে। শিভাপ্পা বেপরোয়া হয়ে উঠছে- তাকে কামাক্ষীকে খুঁজে বের করতেই হবে। একজন প্রহরী তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যাওয়ার আদেশ দিতে শিভাপ্পার হাত ঢোলকে চলে যায়, ঠিক সেই সময়েই সে দেখতে পেল রাজকুমার মহাদেব তাদের দিকে ছুটে আসছেন।

"শিভাপ্পা!"

শিভাপ্পার মতই রাজকুমারও স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। এক মুহুর্তের জন্য তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে। শিভাপ্পার প্রথম হুঁশ হয়। এক ঘুসিতে সে ঢোলকের মাথা ছিন্ন করে ভিতর থেকে উরুমি টেনে বের করে।

মহাদেব চিৎকার করে ওঠেন, "একে বন্দী করে নাও!"

BanglaBook.org

প্রহরীরা কোনো প্রতিক্রিয়া করার আগেই শিভাপ্পার উরুমি চাবুকের মত বেরিয়ে এসে একজন প্রহরীর গলায় পেঁচিয়ে যায়। শিভাপ্পা তাতে এক টান মারতেই উরুমি আবার তার হাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে চলে আসে এবং সেই প্রহরীর মাথা মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। রাজকুমার মহাদেব ভয়ে চিৎকার করে পিছিয়ে গিয়ে অন্য প্রহরীকে নির্দেশ দিলেন, "যাও, সান্ত্রী, দৌড়াও- তাঁদের গিয়ে বলো বৈতালিকরা ভিতরে প্রবেশ করেছে। সম্রাটের জীবন সংকটে আছে..."

সেই সৈন্য চিৎকার করে দৌড়তে যেতেই শিভাপ্পা নিজের চাবুক তলোয়ার তার দিকে চালাতেই উরুমির সর্পিল প্রান্ত প্রহরীর গলায় পেঁচিয়ে তার মাথা কেটে ফেলল। মহাদেব সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ত্রস্ত, আতঙ্কে তাঁর হাত পা কাঁপছে। তিনি জানেন শিভাপ্পার সঙ্গে তাঁর কোনো তুলনাই হয় না। অভ্যাসের সময় এই দাসের হাতেই তিনি বহুবার পরাজিত হয়েছেন। তিনি দেখলেন শিভাপ্পা নিজের উরুমি শক্ত ভাবে পাকিয়ে নিয়েছে। কাটাপ্পার বলা কথা গুলি তাঁর মাথায় ঝলসে ওঠে। তাঁর পরিবার তাঁর দেশ বিপদে রয়েছে।

মহাদেব শিভাপ্পার দিকে ছুটে গিয়ে তার কোমরে জড়িয়ে ধরে ফেলেন। শিভাপ্পা ভেবেছিল রাজকুমার পালিয়ে যাবেন। এই আকস্মিক আক্রমণে শিভাপ্পা হতচকিত হয়ে পড়ে এবং তারা দুজনেই মাটিতে গড়িয়ে যায়। শিভাপ্পা কোন জায়গা না পাওয়ায় তার লম্বা রশির ন্যায় তলোয়ার এখন ব্যবহারের অযোগ্য। মহাদেব শিভাপ্পাকে চেপে ধরেই রেখেছেন আর তাঁরা ঘাসের মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। তলোয়ার তাঁদের দুজনের শরীরের চারপাশে জড়িয়ে প্রচুর ক্ষতি সৃষ্টি করছে। শিভাপ্পা মহাদেবকে ধাক্কা মারে কিন্তু রাজকুমার তাকে নড়ার জায়গা অবধি না দিয়ে চেপে ধরেই রেখেছেন। শিভাপ্পা কোনো রকমে নিজের বাম হাত মুক্ত করে মহাদেবের মুখে ঘুসি মারতেই তাঁর ঠোঁট ফেটে যায়, তবু তিনি নিজের মুঠো আলগা করেন না। শিভাপ্পা ক্রমাগত তাঁর মুখে আঘাত করেই চলে। রাজকুমার যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদছেন, কিন্তু শিভাপ্পাকে ধরে রেখেছেন। শিভাপ্পা কামাক্ষীর জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

মহাদেব জানেন এই লড়াই তিনি হেরে যাবেন। তিনি কোনোদিনই দক্ষ যোদ্ধা ছিলেন না। তাঁর থেকে বড় এবং বেশী দক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে তিনি মোকাবিলা

BanglaBook.org

করছেন, তিনি কামনা করেন তাঁর পরিবর্তে যদি বিজ্জল শিভাপ্পার সঙ্গে মোকাবিলা করতেন তাহলে তিনি এই আততায়ীকে পরাভূত করতে পারতেন। তা না করে ঈশ্বর তাঁর মত এক কাপুরুষের কাঁধে নিজের দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। উরুমি তাঁর পিঠে কেটে বসে গেছে, আর শিভাপ্পার ক্রমাগত মারতে থাকা ঘুসিতে তিনি অবশ হয়ে যাচ্ছেন। তিনি নিশ্চিত রূপে জানেন তিনি মারা যাবেন, তাও এক দাসের হাতে – তাঁর মৃত্যুও মাহিষমতীর সুমহান রাজবংশের বুকে কলঙ্কচিহ্ন স্বরূপ হবে। এক রাজপুত্র যে এক দাসকেও পরাজিত করতে পারেনি। তাঁর পেটে সহসা এক যন্ত্রণা হতেই দেখলেন তিনি শূন্যে ভেসে চলেছেন। শিভাপ্পা কোনোক্রমে নিজের পা ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে লাথি মেরেছে। মহাদেব পিঠ পেতে পড়লেন, তাঁর মাথা মাটিতে সজোরে ঠুকে যেতেই এক মুহূর্তেই জন্য সমস্ত কিছু শূন্য হয়ে গেল।

মহাদেব মাটিতে শুয়ে টেনে টেনে নিশ্বাস নিচ্ছেন। পরাজয়ের কান্না সব কিছু ঝাপসা করে দিচ্ছে। সেই দাস তাঁর মাথা কাটবে বলে তিনি অপেক্ষা করছেন। তিনি সর্বশক্তি দিয়ে শিভাপ্পাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতাও যথেষ্ট ছিল না। তাঁর মুখের উপর শিভাপ্পার ঝুঁকে পড়া মুখ তিনি দেখতে পেয়ে চোখ বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকলেন কখন এক শীতল ধাতব স্পর্শ তাঁর গলা জড়িয়ে ধরবে।

পরক্ষণেই তিনি শুনতে পেলেন পদধ্বনি দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। বহু কষ্টে তিনি মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন শিভাপ্পা "কামাক্ষী," বলে চিৎকার করতে করতে হোঁচট খেতে খেতে বাগানের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। মহাদেব অবাক হয়ে ভাবেন শিভাপ্পা কেন তাকে হত্যা করল না। হয়ত এই আততায়ীর তাঁর উপর করুণা হয়েছে, বা হয়ত ঈশ্বর তাকে আরও একটি সুযোগ দিতে চান। তিনি মাটিতে হাতের চাপ দিয়ে উঠতে যান, কিন্তু আবার পড়ে গিয়ে বমি করে ফেলেন। *মা গৌরী, আমাকে শক্তি দাও আমি যেন পিতার কাছে পৌঁছে তাকে সতর্ক করতে পারি।* তাঁর চোখের সামনে পৃথিবী দুলছে। তিনি কাশতেই রক্ত বেরিয়ে আসায় তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। ভীতু, *কাপুরুষ,* তাঁর মাথায় এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল। *মা গৌরী, কৃপা করো... আমাকে আর কয়েক মুহূর্ত বাঁচিয়ে রাখো,* সে প্রার্থনা করে চরম প্রচেষ্টায়

BanglaBook.org

নিজেকে টেনে তুলে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে পিতার কাছে বেদীর দিকে ছুটতে শুরু করে।

প্রাসাদের ঘন্টা ছয় বার বেজে উঠল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ছেচল্লিশ

বিজ্জল

কেকী যখন স্কন্দদাসের গৃহে পৌঁছায় ততক্ষণে তাঁরা মহাপ্রধানকে তাঁর কক্ষে নিয়ে এসেছেন। কেকী বিজ্জলের কাঁধে চাপ দিয়ে দাঁত বের করে হাসে, "মহামহিম, উপহার প্রস্তুত। কেকী তার কথা রেখেছে।"

বিজ্জল পট্টরায়ের দিকে তাকাতেই তিনি ইঙ্গিত করলেন এখানে আর যুবরাজের থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। বিজ্জল কেকীর হাত ধরে বিহ্বল উত্তেজনায় জিজ্ঞাসা করেন, "কোথায় সে? আমাকে নিয়ে চলো" তিনি যদিও জানেন সে কোথায় থাকতে পারে, তবু কেকীর মুখ থেকে শুনতে ভাল লাগবে।

ভুতুড়ে প্রাসাদে আবার ফিরে যাওয়ার কোনো সদিচ্ছা কেকীর নেই। সে বিজ্জলের হাতে চাবি গুঁজে দিয়ে আলতো ভাবে টেপে, "সে আপনার কক্ষে অপেক্ষা করছে, যুবরাজ। আপনি নিজের স্বর্গে গিয়ে অমৃত পান করুন। এই তুচ্ছ নপুংসকের স্থান এইখানে।"

বিজ্জল তার হাত ছেড়ে দিয়ে দ্রুত নিজের কক্ষের দিকে রওনা দেয়। কেকী তাঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে নিজেকে অভিনন্দন জানায় কাজ ভালভাবে উতরে যাওয়ার জন্য। প্রথমে সে স্থির করে যুবরাজকে প্রাসাদে ঘুরে বেড়ানো দাসের প্রেত সম্পর্কে সতর্ক করবে, কিন্তু পরে সেই চিন্তা ত্যাগ করে। যুবরাজ এক দক্ষ যোদ্ধা, তিনি নিজেই জানেন একটা ভূতের সাথে কেমন ভাবে মোকাবিলা করতে হয়। সে স্কন্দদাসের কক্ষের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিন্তা

BanglaBook.org

করে ভিতরে তাঁরা কিসের আলোচনা করছেন। অন্ধকারে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভয় লাগায় সে বাগানের দিকে রওনা দিল।

বিজ্জল নিজের কক্ষের দিকে ছুটে চলেছেন। তিনি কামাক্ষী কে অনেকবার দেখেছেন আর তাকে নিয়ে বহু কল্পনাও করে রেখেছেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি তাঁর কামনা এত দ্রুত সত্যিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কেকীকে তার প্রয়াসের জন্য পুরস্কৃত করতেই হবে। আর পট্টরায়কেও, তিনি দেশকে যে সেবা দিয়ে চলেছেন তার জন্য। তিনি আশা করেন তাঁরা উদ্ধ্যত স্কন্দদাসকে তাঁর সঠিক অবস্থানে নিয়ে আসবেন।

নিজের কক্ষে যাওয়ার জন্য সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় কোনো প্রহরী নেই দেখে বিজ্জল সন্তুষ্ট হলেন। এই রাতের কথা আগে থেকে চিন্তা করে তিনি কড়া নির্দেশ দিয়েই রেখেছিলেন। তিনি চান না কেউ তাঁর পিতাকে এই বিষয়ে অবহিত করুক। কিন্তু অন্ধকার দর দালান দিয়ে হাঁটার সময় তাঁর আশঙ্কা হতে শুরু হল। নিজের তলোয়ারের হাতল চেপে ধরে বিজ্জল নিজের চলার গতি বাড়ালেন।

আচমকা তাঁর হৃৎপিণ্ডে একটি স্পন্দন বাদ চলে গেল। তাঁর দরজার সামনে জড়োসড়ো হয়ে থাকা ওই অন্ধকারাচ্ছন্ন ছায়াটি কী? নিজের গতি ধীর করে তিনি সতর্কভাবে কোষ থেকে তলোয়ার বের করে আনলেন। সেই ছায়ামূর্তি উঠে দাঁড়িয়েছে। সেটিকে যেন খুব অস্পষ্ট ভাবে পরিচিত লাগছে। সেই ছায়ামূর্তি তাঁর দিকে ছুটে আসতেই বিবর্ণ চন্দ্রালোকে তার মুখ দেখতে পেয়ে তিনি আঁতকে উঠলেন। সেই মৃত দাস- কাটাপ্পা।

"স্বামী," সেই প্রেত ডেকে ওঠে।

"আমার কাছেও আসবি না, পিশাচ," এগিয়ে আসা মূর্তির দিকে তলোয়ার তাক করে বিজ্জল চিৎকার করেন।

"এটা আমি, স্বামী। আপনার নগন্য দাস, কাটাপ্পা।"

কাটাপ্পা নতজানু হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানায়।

"তুমি-মৃত নও তুমি ...?" বিজ্জল জিজ্ঞাসা করেন।

কাটাপ্পা দুহাত দিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে। বিজ্জল এক মুহূর্তের জন্য স্বস্তিবোধ করেন যে এ কোনো ভূত নয়, পরক্ষণেই তিনি রেগে ওঠেন। এই দাস তাঁর ভয়

BanglaBook.org

দেখে ফেলেছে। কোন সাহসে সে এখানে এসে তাঁকে ভয় দেখায়? বিজ্জল পাদুকা পরা পা দিয়ে কাটাপ্পার মুখে লাথি মারে। কাটাপ্পা আহত, হতচকিত হয়ে পড়ে গিয়ে হাত জোড় করে কেঁদে ওঠে, "আপনাকে ছেড়ে যাওয়া আমার ভুল হয়েছিল, স্বামী। আমাকে ক্ষমা করে দিন।"

"কুকুরের বাচ্চা, বেজন্মা কোথাকার," বিজ্জলের লাথি কাটাপ্পার উপর বর্ষিত হতেই থাকে আর সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য নিজের হাত পর্যন্ত তোলে না।

"স্বামী, স্বামী, আমাকে শাস্তি দেওয়ার অনেক সময় পাবেন, কিন্তু এখন সম্রাটের উপর চরম সংকট আসন্ন। আমি মহামহিম যুবরাজ মহাদেবকেও বলেছি, কিন্তু দেশের প্রয়োজন আপনাকে, প্রভু। দয়া করে আপনার পিতাকে রক্ষা করুন। অনুগ্রহ করে মহামহিমকে রক্ষা করুন," লাথির মাঝখানেই কাটাপ্পা চিৎকার করে বলে।

"চোপ, নোংরা দাস। আমাকে উপদেশ দিতে আসিস! *থুঃ!*," বিজ্জল কাটাপ্পার গায়ে থুতু ফেললেন। "আমি যতক্ষন না বেরিয়ে আসছি এখানেই থাকবি, তারপর আমি সিদ্ধান্ত নেব তোকে কীভাবে শাস্তি দেব," তার মুখের দিকে আঙুল নাড়িয়ে বিজ্জল হুকুম দিলেন।

তারপরেই তিনি থমকে গেলেন। না, কেকীর উপহারকে উপভোগ করার সময় যদি এই অলক্ষণে দাস বাইরে অপেক্ষা করে তাহলে তা কাজ করবে না। তিনি কাটাপ্পার দিকে ফিরে বলেন, "মূর্খ, এখানে কেন দাঁড়িয়ে রয়েছিস? বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা- নীচে গিয়ে প্রাঙ্গণে অপেক্ষা কর। দূর হ! আমি ঘুম থেকে উঠে তোর এই কুৎসিত মুখ দেখতে চাইনা।"

কাটাপ্পার চলে যাওয়া অবধি তিনি অপেক্ষা করেন। কাটাপ্পার নীচ তলায় পৌঁছানো সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তিনি দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে ধড়াম করে বন্ধ করে দিলেন।

অন্ধকার প্রাঙ্গণের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে কাটাপ্পা সিঁড়ির প্রথম ধাপে বসে আছে। তার মনের মধ্যে হতাশা আর ক্রোধ তাদের কুৎসিত মাথা তুলছে। যে প্রভুর জন্য নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে সে প্রাসাদে ফিরে এল, তিনিই কি না তার সঙ্গে এইরকম দুর্ব্যবহার করলেন। এটা তো কাটাপ্পার প্রাপ্য ছিল না। শিভাপ্পাই ঠিক ছিল।

BanglaBook.org

"না, না, আমার এরকম ভাবা উচিত নয়," সে নিজেকে সংশোধন করে। সে নিজেই নিজের গালে থাপ্পড় মারে। এইরকম চিন্তা করাও পাপ। পিতার বলা কথাগুলি ক্রমাগত তার মাথায় অনুরণিত হতে থাকে, "তোমার প্রভু তোমার উপর নিষ্ঠুর অনুচিত ব্যবহার করতেই পারেন, সেই জন্য কখনো কখনো তোমার তাঁর উপর রাগও হয়ে পারে। এটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এইরকম সন্দেহ মনের মধ্যে উদয় হলে একটি মাত্র কথা মনে রাখবে, তুমি তোমার প্রভুর সেবা করছ না, তোমার কর্তব্যের সেবা করছ। নিজের কর্তব্যের প্রতি সৎ থাকাই তোমার ধর্ম, তোমার আরাধনা। তোমার প্রভু যখন তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করবেন এবং তোমার সঙ্গে যখন ভাল কিছু ঘটবে একমাত্র সেইসময়ে যদি তুমি নিজের কর্তব্যকে ভালবাসো তাহলে তুমি আরামপ্রিয়, যন্ত্রণা এড়িয়ে চলার পশুর চেয়ে কোনো অংশে কম বলে ধার্য হবে না। কিন্তু তুমি এই সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে। কাটাপ্পা, আমাকে কথা দাও, তোমার প্রভু বা তোমার জীবন তোমার প্রতি কী আচরণ করছে এই সব নির্বিশেষে তুমি নিজের ধর্মের প্রতি, কর্তব্যের প্রতি সৎ থাকবে।"

কাটাপ্পা উঠে দাঁড়িয়ে নিজের কালো মুখ থেকে বিজ্জলের পাদুকার সাদা ছোপ মুছে নিয়ে মাথা সোজা করে হেঁটে গিয়ে সে প্রাঙ্গণে দাঁড়ায়। চওড়া বুকে আড়াআড়ি করে হাত রেখে সামনের দিকে কোনো দুরবর্তী অদৃশ্য বিন্দুর দিকে সে তাকিয়ে আছে।

কক্ষের ভিতরে, বিজ্জল প্রদীপের সলতে উসকে দিতেই এক সোনালী আলোয় ঘর আলোকিত হয়ে ওঠে। কামাক্ষীকে তাঁর বিছানায় শায়িত দেখে এক মুহুর্তের জন্য তাঁর নিশ্বাস থমকে গেল। তিনি তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন, তার ছন্দোবদ্ধ ভাবে ওঠা নামা করা স্তন, তার নাভী, তার সুডৌল নিতম্বে বিজ্জলের চোখ আটকে গেছে। তিনি কামাক্ষীর পাশে শুয়ে তার বক্ষবন্ধনী খুলে ফেলে তার স্তনের দিকে তাকিয়ে থাকেন, এবং তারপর তার স্তনে বৃত্তাকারে তর্জনী বোলান। তখনই তাঁর চোখ চলে গেল পাশে রাখা চাবুকের দিকে। কেকী জানে তিনি কী পছন্দ করেন। তিনি চাবুকটি হাতে তুলে নিলেন। কস্তুরীর ঘ্রাণ তাঁকে নেশাচ্ছন্ন করে তুলছে। কামাক্ষীর গৌরবর্ণ শরীরের দিকে তাকিয়ে তিনি চোখ বন্ধ করে চাবুকের আঘ্রান নিয়ে কল্পনা করেন তাঁর চাবুক কামাক্ষীর শরীরে আছড়ে পড়লে

BanglaBook.org

তাতে কেমনভাবে কালশিটে পড়বে। কামোত্তেজনায় তিনি ঘেমে উঠেছেন, তাঁর ঠোঁট কাঁপছে। তিনি চাবুক তুলে কামাক্ষীর স্তনের উপর আঘাত হানলেন।

কামাক্ষী যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে পড়েছে। সে দেখতে পেল বিজ্জল তার দিকে দাঁত বের করে উন্মাদগ্রস্থের ন্যায় হেসে নিজের মুঠির চারপাশে বাতাসে চাবুক ঘোরাচ্ছেন। তিনি আঙুল নির্দেশ করে কামাক্ষীকে ডাকতেই নিজের নগ্নতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে সে দ্রুত নিজের স্তন ঢেকে নেয়। বিজ্জল হেসে উঠে আবার চাবুক চালান, কামাক্ষীর যন্ত্রণা তিনি উপভোগ করছেন। কামাক্ষী দরজার দিকে ছুটে যায়, কিন্তু সে পৌঁছানোর আগেই বিজ্জল তাকে ধরে বিছানায় আছড়ে ফেলে তার বক্ষবন্ধনী দু খণ্ড করে ছিঁড়ে দিলেন। দাঁত বের করে হেসে তিনি আবার বিছানায় উঠতেই কামাক্ষী কুঁকড়ে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। উন্মাদের মত হেসে একবার করে কামাক্ষীর স্তন খামচে ধরার জন্য হাত বাড়ান আবার শেষমুহূর্তে সরিয়ে নিয়ে তিনি কামাক্ষীকে উত্যক্ত করতে শুরু করেছেন। কামাক্ষী নিজের লজ্জা ঢাকতে নিজের হাত ভাঁজ করে বুকের আড়াআড়ি রাখে। সে চিৎকার করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরিয়ে আসে না। কামাক্ষী কেঁদেই চলেছে, মর্মপীড়িত ফোঁপানিতে তার শরীর বিধ্বস্ত।

বিজ্জল তার কবজি চেপে ধরে হাত দুটিকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে কামাক্ষী মুখ ঘুরিয়ে নিজের চোখ বন্ধ করে ফেলে। তিনি তাকে নিজের দিকে টেনে চুম্বন করতে গেলেই সে হাঁটু দিয়ে তাঁর দু পায়ের ফাঁকে লাথি মারে। বিজ্জল যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠেন।

কাটাপ্পা সেই আওয়াজ শুনতে পেয়ে এক এক বারে দুটো করে সিঁড়ি টপকে উপরে এসে দরজায় আঘাত করে। “স্বামী”, সে হাঁক দিতে বিজ্জল তাকে গালিগালাজ দিয়ে দূরে সরে থাকতে বলেন। বিভ্রান্ত হয়ে কাটাপ্পা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করে। বিজ্জল আবার ঘুরতেই দেখেন কামাক্ষী জানলার কাছে গিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। বিজ্জল কামাক্ষীর দিকে ঝাঁপিয়ে গিয়ে তার কোমর ধরেন এবং কামাক্ষী জানলার কপাট ধরে তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে।

শিভাপ্পা বেপরোয়া ভাবে কামাক্ষীকে খুঁজতে খুঁজতে সেই প্রাঙ্গণে পৌঁছে ধ্বস্তাধস্তির শব্দ শুনতে পেয়ে তার নাম ধরে ডেকে দৌড়ায়।

BanglaBook.org

জানলার এক টুকরোর চটা ছাড়িয়ে বিজ্জল তাকে টেনে নেওয়ার আগেই শিভাপ্পা বিজ্জলের জানলায় কামাক্ষীর এক ঝলক দেখতে পেয়ে গেছে।

বিজ্জল কামাক্ষীকে আবার বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। চাবুক যেখানে পড়েছিল সেখান থেকে চাবুক কুড়িয়ে নিয়ে কামাক্ষী বিছানা থেকে ওঠার প্রয়াস করতেই তিনি তার মুখ বরাবর চাবুক চালান। সে চিৎকার করতেই বিজ্জল উলটো হাতে তাকে এক চড় মারেন। এই মেয়ে অত্যধিক সংঘর্ষ করছে।

তার বক্ষবন্ধনীর ছেঁড়া একটুকরো তিনি কামাক্ষীর মুখে চেপে গুঁজে দিলেন, আর সে এটা বের করতে গেলে বিজ্জল তার ঘাঘরা ও অন্তর্বাস ছিঁড়ে ফেললেন। হাতে চাবুক জড়িয়ে বিজ্জল কামাক্ষীর দিকে এগিয়ে আসছেন। কামাক্ষী বিছানা থেকে লাফিয়ে ছুটে পালাতে যায় কিন্তু তিনি তার পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছেন। বিজ্জল চাবুক হাতে তার দিকে এগিয়ে আসতেই ভয়ে জড়সড় হয়ে কামাক্ষী এক কোণে উবু হয়ে বসে পড়ে।

ছুটে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় অবতরণস্থলে শিভাপ্পা মুখোমুখি হয়ে গেল কাটাপ্পার সঙ্গে।

“দাদা,” শিভাপ্পা আঁতকে ওঠে! সে ভেবেছিল তার দাদা মারা গিয়েছে।

কাটাপ্পার লাথি শিভাপ্পার বুকে এসে পড়ায় সে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে গিয়ে পড়ে একতলার বারান্দায়। কাটাপ্পা তার ভাইকে ধরার জন্য ঝাঁপ দেয় কিন্তু শিভাপ্পা গড়িয়ে সরে গিয়ে প্রাঙ্গণে গিয়ে পড়ল। শিভাপ্পা মুহূর্তের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে আর তার হাতে ঝলসে উঠেছে পাক খোলা উরুমি।

সে নিজের চাবুকের ন্যায় তলোয়ারে ঝনঝন শব্দ তুলে চিৎকার করে ওঠে, “দাদা, সরে যাও।”

কোমরে হাত দিয়ে কাটাপ্পা তার ভাইয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় বলে, “দেশদ্রোহী, এইবারে তুই মরবি।”

BanglaBook.org

সাতচল্লিশ

শিবগামী

বেশ কিছুক্ষণ ধরে শিবগামী তার বই খুঁজে চলেছে। বহুবার সে বাইরে থেকে গোলমাল শুনেছে আর ভেবেছে এই বুঝি কেউ ভিতরে এল। কিন্তু কিছুই না ঘটায় সে একটু বেশি পরিমাণেই শিথিল হয়ে গেছিল। তার ইচ্ছা করছিল একটা বাতি জ্বালাতে, আলো না থাকার জন্য তাকে প্রত্যেক পাণ্ডুলিপি জানলার কাছে এনে চাঁদের আলোয় দেখতে হচ্ছে সেটি তার বই কি না।

কাষ্ঠাধারের দেরাজে কিছুই না থাকায় সে পাণ্ডুলিপিতে ঠাসা কক্ষ মধ্যস্থ প্রকাণ্ড তাক খুঁজতে শুরু করে। দুটি পোশাকপরিচ্ছদ, একটি সোনার অগ্রভাগ যুক্ত খাগের কলম, রাষ্ট্র কে অসাধারণ পরিসেবা দেওয়ার জন্য পাওয়া কতগুলি তাম্র পদক ব্যতীত মহাপ্রধানের পার্থিব সম্পত্তি অত্যন্ত নগন্য। তাঁর কক্ষে চুরি করতে ঢুকে শিবগামীর নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। যে দয়ার্দ্র চিত্তে তিনি গুন্ডু রামুর ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছিলেন তা এখনো তার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। নিজের থেকে হীনতর ব্যক্তির সঙ্গে আচরণ করার সময় খুব বেশি কার্যকর্তাগণ এমন দয়ালুতা দেখান না।

আর কয়েকটিমাত্র পাণ্ডুলিপি বাকি থাকার সময়েই সে বাইরে উচ্চ স্বরে কথা বলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে হাতে ধরে রাখা পাণ্ডুলিপিগুলি সে ছেড়ে ফেলল। শিবগামী রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে। পাণ্ডুলিপি গুলি তার পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ে আছে। বাইরে বাকবিতণ্ডা চলেই চলেছে। সে হাঁটু মুড়ে একটা পাণ্ডুলিপি তুলে নিয়ে জানলার কাছে ছুটে গেল। কাষ্ঠাধারের কোণায় তার উরুতে আঘাত লাগলেও চিৎকার করার বিলাসিতা টুকুও তার নেই। না, এটাও নয়। সে ছুটে

BanglaBook.org

গিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা সব পাণ্ডুলিপিগুলি তুলতে যায়। *দ্রুত,দ্রুত,দ্রুত,* সে নিজেকেই বলে চলে।

বাম হাত দিয়ে বুকের উপর পাণ্ডুলিপির স্তূপ চেপে ধরে বাকি গুলিও মেঝে থেকে তুলে নিল। সে সব পাণ্ডুলিপিগুলি নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবে এবং অবসরে নিজের পাণ্ডুলিপি কি না খোঁজ করবে। সে নিজেকে কথা দেয় যে বইটি তার নয়, সেগুলি সে ফেরত দিয়ে যাবে।

ঘন্টা ছয়বার বেজে উঠল।

আচমকা দরজা খুলে যায় এবং মেঝের উপর একফালি আয়তাকার আলো এসে আড়াআড়ি করে পড়ে। খুব কষ্ট করেই শিবগামী নিজেকে চিৎকার করে ওঠা থেকে বিরত করে। জানলায় পৌঁছাতে গেলে এখন তাকে ওই আলোকিত অংশ পার হতে হবে, তাতে ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে যে ভিতরে প্রবেশ করছে সে তাকে দেখে ফেলবে। শিবগামী দ্রুত কাষ্ঠাধারের তলায় মাথা নামিয়ে লুকিয়ে যায়। অনেক জোড়া পা কক্ষের ভিতরে এগিয়ে আসে- তার দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই সর্বপ্রথম চোখে পড়ল। তার হাত থেকে আবার কয়েকটা পাণ্ডুলিপি পড়ে গেল।

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ আসে এবং সোজাসুজি তারই দিকে কেউ কাষ্ঠাধারের কাছে হেঁটে আসছে। বুকের ভিতরে শিবগামীর হৃৎপিণ্ডে কেউ যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে, সে দ্রুত মহাপ্রধানের কাষ্ঠাসনের পিছনে গিয়ে লুকিয়ে যায়। কাষ্ঠাধারের উপর একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হতেই শিবগামীর সৌভাগ্যবশত মেঝেতে ও পিছনের দেওয়ালে আসনের প্রকাণ্ড ছায়া সৃষ্টি হয়ে গেল। আপাতত কাষ্ঠাসন ও পিছনের দেওয়ালের মাঝে শিবগামী ভালভাবে লুকিয়ে রইল।

শিবগামী উঁকি মারে। স্কন্দদাস তাঁর আসনে বসে আছেন। কাষ্ঠাধারের উলটোদিকে বসে রয়েছেন এক স্থূলকায় ব্যক্তি, একজন পুরোহিত এবং দণ্ডকারের পোশাক পরিহিত এক উচ্চ পদস্থ আধিকারিক। ঠিক তখনই সে তার পিতার বইটি দেখতে পেল, স্থূলকায় ব্যক্তির আসনের কাছেই সেটি পড়ে রয়েছে। তিনি যদি নিজের পা এক আঙুল সরান তাহলে সেটির উপরেই পা দিয়ে ফেলবেন। শিবগামী নিজের নখ কামড়ায়, সে বুঝতে পারছে না সেটিকে কীভাবে উদ্ধার করবে। সে হিসাব করে, বইটিকে ছোঁ মেরে তুলে জানলা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায় কি

BanglaBook.org

না। সে বইটিকে দূর্গ প্রাচীরের অপরদিকে নিক্ষেপ করবে, আশা করা যায় গুন্ডু রামু সেটি লুফে নিয়ে ছুটে অনাথালয়ে ফিরে যাবে।

"আপনি কী চান, ভূমিপতি পট্টরায়?" স্কন্দদাস আচমকা বলে উঠলেন।

"আপনি যে বস্তুটি লুকিয়ে রেখেছেন, স্বামী," পট্টরায় হাসেন।

"আমার জীবন এক উন্মুক্ত গ্রন্থ, আমার লুকানোর কিছুই নেই।"

"আর সময় নষ্ট করব না, স্কন্দদাস। আমরা জানি আপনি সেটি নিয়ে এসেছেন। আমরা আপনার প্রলোভন বুঝতে পারছি। এমনকি এক উচ্চবংশীয় ব্যক্তিও...উমম...ধরুন এই দণ্ডনায়ক প্রতাপও অর্থ উপার্জন করার এই সুবর্ণ সুযোগ পেলে প্রলুব্ধ হয়ে পড়তেন। নিজেকে এমন উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে পাওয়া এক মাদারীর সন্তানের লোভ মোটামুটি উপলব্ধি করা যায়," বলে পট্টরায় নিজের আসনে ঠেস দিলেন।

স্কন্দদাস সজোরে কাষ্ঠাধারের উপর ঘুসি মারেন, "বেরিয়ে যান!" দরজায় দিকে আঙুল নির্দেশ করে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "এই মুহূর্তে আমার কক্ষ থেকে বেরিয়ে না গেলে আমি প্রহরীদের ডাকব।"

"আরে, আমরা তো ভয় পেয়ে গেলাম," পট্টরায় হো হো করে হেসে উঠে সামনে ঝুঁকে আসেন, "বেজন্মা, তোর অনেক অভিনয় দেখেছি। প্রত্যেকের থেকে তুই সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত। আমাদের একটি চুক্তি হোক, আমরা লাভের অংশ চারজনে ভাগ করে নেব। আমরা কীভাবে বিক্রি করব সে নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আপনি গৌরীধূলী আমাদের হাতে তুলে দিন, একবার করে আমাদের তা সরবরাহ করতে থাকুন তারপর দেখুন আপনার কল্পনারও বাইরে আমরা আপনাকে কীভাবে বৈভবশালী করে তুলি।"

"রূপকের জন্য চিন্তা করবেন না। আমরা তার লাভের দিকটিও দেখব," প্রতাপ যোগ করে।

শিবগামী লক্ষ্য করে স্কন্দদাসের হাত তাঁর কাষ্ঠাধারের দেরাজে কিছু খুঁজে চলেছে। তিনি সেটি খুঁজে পেতেই তাঁর হাত থেমে গেল।

রুদ্র ভট্ট বলেন, "আমি আপনাকে আরও উত্তম প্রস্তাব দিচ্ছি। আমি আপনার বর্ণ পরিবর্তন করে দেব। আপনি ও আপনার পরিবারকে আমি ক্ষত্রিয় বংশজ বলে

BanglaBook.org

প্রচার করে দেব। কর্ম অনুযায়ী তো আপনি ক্ষত্রিয়ের কাজই করছেন। এরজন্য অবশ্যই আপনাকে মন্দিরে উপঢৌকন দান করতে হবে এবং অনুষ্ঠানের জন্য গোদান, উপহার প্রদান করে ব্রাহ্মণসেবা করতে হবে- আমি আপনাকে সব দেখিয়ে দেব। পট্টরায় আপনাকে যে অর্থের প্রস্তাব দিচ্ছেন তা এইসবের জন্য যথেষ্ট থেকেও বেশী।"

স্কন্দদাসের হাতে ধরা ছোরা ঝলসে উঠেছে, তিনি সেটি পট্টরায়ের গলায় তাক করে বলেন, "এই মুহূর্তেই বেরিয়ে যান।"

পট্টরায় হতাশায় মাথা নাড়েন, "আমি ভেবেছিলাম আপনি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কিন্তু যদি দ্বিতীয়বার ভাবি, তাহলে আপনার নির্বুদ্ধিতায় আমি অবাক কেন হচ্ছি? আপনি নিজের জাতের যথাযোগ্য মূর্খামির পরিচয় ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছেন।" স্কন্দদাসকে উত্তেজিত করার জন্যেই এই কথাগুলি অত্যধিক অবজ্ঞা সহকারে পট্টরায় বললেন।

উত্তোলিত ছোরা হাতে স্কন্দদাস রাগে গর্জন করে ঝাঁপিয়ে উঠলেন। আসনটি গিয়ে শিবগামীকে ধাক্কা মারতে সে নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে নিজের চিৎকার আটকায়।

পট্টরায় এবং তাঁর বন্ধুরা উঠে দাঁড়িয়েছে। "শান্ত হন, শান্ত হন মিত্র। আপনি ভীষণ সংবেদনশীল," বলে পট্টরায় দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। শিবগামী হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে নিজের বইটা ছোঁ মেরে তুলে নিল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই পট্টরায় পিছন ঘুরে চিৎকার করে ওঠেন, "এ কী- আপনার কাছে এখানে একটা মেয়ে রয়েছে? সেই জন্য আপনি এত বীরত্ব দেখাচ্ছিলেন।"

শিবগামী বই নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বইটি নিজের পিছনে লুকিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। স্কন্দদাস তার দিকে তাকান। "তুমি?" তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

শিবগামী চিৎকার করে ওঠে, কিন্তু সে সতর্ক করার আগেই পট্টরায় ও প্রতাপ মিলে স্কন্দদাসকে ধরে ফেলেন। পট্টরায় স্কন্দদাসকে চেপে ধরে রেখেছেন ও

BanglaBook.org

প্রতাপ তাঁর হাত থেকে ছোরাটি চাড় দিয়ে খুলে এনে নির্দেশ দিলেন,"ভট্ট, চারিদিক অনুসন্ধান করুন। দেখুন তিনি কোথায় গৌরীধূলী লুকিয়ে রেখেছেন।"

কেউ দরজা ঠকঠক করছে। "দ্রুত," প্রতাপ চেঁচান।

এক এক বারে একটি পদক্ষেপ নিয়ে শিবগামী জানলার দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই পুরোহিত তাক গুলির মধ্যে থাকা সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে, পর্দা টেনে নামিয়ে, কাষ্ঠাধারকে তছনছ করে ফেললেন।

"এখানেও নেই, কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না, হরে রাম, হরে কৃষ্ণ," তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পুরোহিত চিৎকার করেন।

দরজার ঠকঠক এবার ধাক্কায় পরিণত হয়েছে। "খুলুন, খুলুন," এক উদ্বেলিত কণ্ঠস্বরের আর্তনাদ এল।

"এটা কেকী," প্রতাপ বলতেই পট্টরায় চোখের ইশারায় পুরোহিত কে দরজা খুলতে বলে স্কন্দদাসকে হিসহিসিয়ে বলেন, "একদম নড়বি না, জানোয়ার।"

রুদ্র ভট্ট দরজা খুলতেই কেকী হুড়মুড়িয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। "এখানে আকস্মিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। বৈতালিকরা সম্রাটের উপর আক্রমণ করেছে, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়েছে। প্রাসাদে আগুন লেগে গিয়েছে।"

স্কন্দদাস নিজেকে মুক্ত করার জন্য সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু পট্টরায় তাঁকে দৃঢ় ভাবে ধরে রেখেছেন। তিনি হাসতে শুরু করেন, "দারুণ সংবাদ, এ এক ঈশ্বর প্রদত্ত সুযোগ।"

"কিন্তু আমরা যার জন্য এসেছিলাম সেটি তো পেলাম না," পুরোহিত আর্তনাদ করেন।

"তুমি এক গর্দভ, বামুনঠাকুর। যেমন এই প্রতাপ আর আমিও।" পট্টরায় বলেন। দূরবর্তী আগুনের কমলা আভা দেওয়ালে আঁকিবুঁকি কেটে চতুর্দিকে নেচে বেড়াচ্ছে।

পট্টরায় স্কন্দদাসের গলায় চাপ দিয়ে বলেন, "এই নিচ জাতির বেজন্মা শয়তান, মহান পট্টরায়কে চাতুরী দিয়ে প্রায় ঠকিয়েই ফেলছিল।"

"কী বলতে চাইছেন আপনি?" প্রতাপ জিজ্ঞাসা করেন।

BanglaBook.org

"তিনি যদি গৌরীধূলী এই কক্ষেই রাখতেন, তাহলে আপনাদের কি মনে হয় তিনি এটি এইরকম অরক্ষিত ভাবে রেখে যেতেন? ব্রাহ্মণ, স্কন্দদাসকে ভাল করে পরীক্ষা করুন।আমি যদি পট্টরায় হই, তবে হলফ করে বলতে পারি তিনি গৌরীধূলী নিজের সঙ্গে রেখেছেন।"

শিবগামী লক্ষ্য করে স্কন্দদাসের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।*" আর কয়েক পা, আর কয়েক পা,"* নিজের মনে বলতে বলতে সে জানলার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। রুদ্র ভট্ট অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, এক অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করতে তাঁর বাধছে। কেকী এগিয়ে এসে স্কন্দদাসের শরীরে খুঁজতে শুরু করে। মহাপ্রধান কোনোক্রমে নিজের ডান হাত মুক্ত করে কনুই দিয়ে পট্টরায়ের বুকে ধাক্কা মারতেই ভূমিপতির মুঠো আলগা হয়ে গেল এবং স্কন্দদাস নিজের অপর হাতটিও ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হলেন। তিনি প্রতাপ কে আঘাত করতেই সে পিছনে ছিটকে পড়ে, তার হাত থেকে ছোরা খসে গিয়েছে। স্কন্দদাস ছুটে পালানো চেষ্টা করেন কিন্তু কেকী তাঁর পা জাপটে ধরে তাঁকে মুখ থুবড়ে ফেলে দিল।

"আরে, আরে, চললেন কোথায়, ভাল্লুক নাচিয়ে?" স্কন্দদাসের পা চেপে ধরেই কেকী বলে। প্রতাপ ঝাঁপিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাটিতে পড়ে থাকা মহাপ্রধানকে লাথি মারতে শুরু করেন।

শিবগামী জানলা দিয়ে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় স্কন্দদাস চিৎকার করে উঠলেন, "শিবগামী...।" সে থমকে গেল। প্রতাপ তাঁকে মাটির সঙ্গে গেঁথে রেখেছে আর কেকী তাঁর খানাতল্লাশি চালাচ্ছে। স্কন্দদাস নিজের কোমরবন্ধনীর ভিতর থেকে কোনোমতে একটি ক্ষুদ্র তামার কৌটো বের করে এনে শিবগামীর দিকে ছুঁড়ে দিলেন। পাতিলেবুর আকারের কৌটোটি শিবগামীর পায়ের কাছে ঠং করে মেঝেতে পড়ে দেওয়ালের দিকে গড়িয়ে গেল।

"এটা নিয়ে পালিয়ে যাও," কোনো মতে স্কন্দদাস বলতে পারলেন।

শিবগামী কৌটো হাতে তুলে নিয়েছে, কিন্তু সে জানেনা তার কি করা উচিত। কক্ষে নিস্তব্ধতা নেমে এল। শিবগামী প্রত্যেক ব্যক্তির দিকে তাকায়, তারপর তাকায় অদ্ভুতদর্শন সেই মুখবন্ধ কৌটোর দিকে।

"কন্যা, ওটা আমাদের দিয়ে দাও," হাত বাড়িয়ে পট্টরায় এগিয়ে এলেন।

BanglaBook.org

"না,না, পালাও, শিবগামী, দৌড়াও। এই দুর্বৃত্তদের হাতে একে কক্ষনো পড়তে দিও না। অনুগ্রহ করো..." স্কন্দদাস কঁকিয়ে উঠলেন।

প্রতাপ মহাপ্রধানের মাথায় ঘুষি চালালেন, "চোপ, হীনজাতির কুলাঙ্গার," তিনি আরো একবার ঘুষি মারলেন।

শিবগামী ইতস্তত বোধ করে। এই দেশের প্রতি তার কোনো মমতা নেই, কেন সে এর মধ্যে জড়াতে যাবে?

"কন্যা, এই ব্যক্তি রাষ্টের গুপ্ত বিষয় চুরি করেছে। আমরা আধিকারিকরা এই চোরের হাত থেকে তা উদ্ধার করছি। এটা আমাদের দিয়ে দাও তাহলে আমরা তোমাকে যেতে দেব। সরকারী কাজে নাক গলিয়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলো না," পট্টরায় বললেন।

"সম্রাট কিংবা পরমেশ্বর কারো কাছে ছুটে যাও। তোমার দেশের ভবিষ্যৎ এর উপরে নির্ভর করছে, দয়া করো," স্কন্দদাস বলার জন্য সংঘর্ষ করতেই প্রতাপ আবার তাঁর মাথা মেঝেতে সজোরে ঠুকে দিলেন। স্কন্দদাসের নাক ফেটে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হওয়ায় শিবগামী আঁতকে উঠল। এই সেই মানুষ যিনি শিবগামীর সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণ করেছিলেন। আজ তিনিই অত্যাচারিত হচ্ছেন আর শিবগামী কিছু না করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি দেখছে। তার কষ্ট হতে শুরু হয়।

স্কন্দদাসের উপর করা অত্যাচার শিবগামীর উপর কী প্রভাব ফেলছে তা পট্টরায় নজর করেছেন। সে জানলার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, একবার যদি সে জানলা দিয়ে বাইরে ঝাঁপিয়ে ছুটে পালায় তাহলে তাকে ধরা বেশ দুঃসাধ্য হবে। মেয়েটিকে অল্পবয়সী এবং চটপটে বলে মনে হচ্ছে। পট্টরায় স্কন্দদাসের সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়লেন।

"তাকে বলুন ওটা আমাদের হাতে তুলে দিতে নইলে সে আপনাকে মরতে দেখবে," পট্টরায়ের নির্বিকার কণ্ঠস্বরে শিবগামীর মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল।

স্কন্দদাস বিড়বিড় করেন, "দয়া করে পালাও, শিবগামী..."

পট্টরায় মেঝে থেকে ছোরা তুলে নিয়ে স্কন্দদাসের চুলের মুঠি ধরে তাঁর মাথা পিছনে টেনে তুলে তাঁর এগিয়ে থাকা গলায় ছোরার অগ্রভাগ ঠেকালেন। তিনি

BanglaBook.org

শিবগামীর দিকে তাকিয়ে আছেন কিন্তু কথা বলছেন স্কন্দদাসের সঙ্গে, “শয়তান, ওই মেয়েকে গৌরীধূলী আমাদের দিয়ে দিতে বল, নাহলে তোর মৃত্যু অবধারিত।”

“শিবগামী, পালাও,” স্কন্দদাস কোনোমতে বলেন।

পট্টরায় শিবগামীর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হেসে স্কন্দদাসের গলায় ছোরা বসিয়ে দিলেন। ফোয়ারার মত রক্ত অর্ধবৃত্তাকারে ছুটে এসে শিবগামীর পায়ের কাছে ছিটিয়ে পড়ল। শিবগামী দেখে স্কন্দদাসের চোখ রক্তশূন্য এবং তাঁর হাঁটু শিথিল হয়ে পড়ে গেল। তাঁর নাক, মুখ, গলার ক্ষত দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। পট্টরায় স্কন্দদাসকে ছেড়ে দিলেন, মাহিষমতীর প্রথম এবং অন্তিম মহাপ্রধান যিনি খিদে এবং উপবাস কাকে বলে জানতেন, যিনি বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে সম্পূর্ণভাবে কঠোর পরিশ্রম ও ঋজুতার বলে দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েছিলেন, প্রাণহীন পড়ে রইলেন সেই কাষ্ঠাধারের পায়ের কাছে যেখানে তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে কঠোর শ্রম করে গিয়েছিলেন।

নিজের নিরাপত্তার কথা ভুলে গিয়ে শিবগামী স্কন্দদাসের দিকে ছুটে গেল। তাঁর মাথার চারপাশে মেঝেতে রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে। সে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখতে থাকে। সর্বাধিক ঘৃণ্য অপরাধের সে আজ প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছে। কয়েকজন দুর্বৃত্তের হাতে এক মহৎপ্রাণ মানুষ নিহত হলেন আর সে নিজে কিছুই করতে পারল না। সেইমুহূর্তেই তার অন্তরের ভিতরে কিছু মারা গেল। আজ সে যা দেখেছে তাতে অসত্যের উপরে সত্যের জয়লাভের তার যে বিশ্বাস ছিল তা নিজের দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছে। শিবগামী নিজের মাথা আঁকড়ে ধরে অন্তর্বেদনায় কেঁদে ওঠে। পট্টরায় হাসেন, এই মেয়ে জানলার পাশ থেকে সরে কক্ষের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে, ঠিক তিনি যেমন আশা করেছিলেন। সে ফাঁদে পড়েই গেছে, এবার তাকেও হত্যা করে গৌরীধূলী নিয়ে নেওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

প্রতাপ চিৎকার করে ওঠেন, “এ কী করলেন আপনি?”

“আমি?” পট্টরায় অবাক হওয়ার ভান করেন। “আমি আবার কী করলাম? স্কন্দদাসকে তো বৈতালিকরা হত্যা করেছে। এই দুর্নীতিপরায়ণ মহাপ্রধান গৌরীধূলী চুরি করে বৈতালিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সম্রাটকে হত্যা করার জন্য। এই

BanglaBook.org

কারণেই সে প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়েছিল। এই দেশদ্রোহী সম্রাটকে হত্যা করার জন্য সেই আততায়ীদের প্রবেশ করতে দেয়। তারপর লাভের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে তাদের মধ্যে কলহ শুরু হয় এবং বৈতালিকরা তাদের অংশীদারকে হত্যা করে। এই তুচ্ছ ভূমিপতি পট্টরায়ের এইসব দুর্বৃত্ত মানুষজনের সঙ্গে কী সম্পর্ক, বন্ধুগণ?"

রুদ্র ভট্ট উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, "তাহলে কি আপনি গৌরীধূলী সমর্পণ করে দেবেন?"

"হা হা হা," পট্টরায় হেসে উঠলেন। "পরিকল্পনার সমস্ত কিছু অপরিবর্তিত থাকবে। আমি এটা দূর্গের প্রাচীর দিয়ে ছুড়ে দেব আর আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী হিড়ুম্ব সেটিকে নিয়ে নেবে। মাঝখান থেকে বৈতালিকদের হাত থেকে সম্রাটকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করে আমরা নায়ক হয়ে উঠব। আপাতত এটাই তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন। আমরা তো দেশপ্রেমী, নই কি?" তিনি হাসেন।

"আপনি অসামান্য প্রতিভাধর," রুদ্র ভট্ট বলেন।

"আমি জানি," পট্টরায় মৃদু হাসলেন।

কেকী জিজ্ঞাসা করে, "কিন্তু এই মেয়েটার কী হবে?"

"এই দেশদ্রোহীর মেয়ে?" নিজের মোটা আঙুল দিয়ে ঠোঁট ঘষে পট্টরায় ঘাড় হেলিয়ে স্কন্দদাসের নিথর শরীরের উপর পড়ে কাঁদতে থাকা শিবগামীর দিকে তাকিয়ে বাঁকা ভাবে হাসেন। "এটাও সেই আমাকেই বলে দিতে হবে, প্রতাপ?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রতাপ হেসে পট্টরায়ের হাত থেকে ছোরা নিয়ে পা টিপে টিপে শিবগামীর দিকে এগোতে থাকেন। তাঁর ছায়া ভয়ঙ্কর ভাবে প্রকাণ্ড হয়ে সমগ্র কক্ষ পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। শিবগামী চোখের কোন দিয়ে তাঁর এগিয়ে আসা বুঝতে পারে, সে অপেক্ষা করছে। তাঁর প্রত্যাশিত সময়ের ঠিক এক মুহুর্ত আগে শিবগামী প্রদীপটি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে প্রতাপের মুখের উপর সজোরে আঘাত করেছে। কক্ষকে অন্ধকারাবৃত করে দিয়ে প্রদীপ নিভে যেতেই এক হাতে নিজের বই অন্য হাতে গৌরীধূলীর কৌটো নিয়ে শিবগামী জানলার দিকে ছুটে গিয়ে বাইরে ঝাঁপ দিল।

"তাকে ধরো," সে শুনতে পায় পট্টরায় বলছেন, "তাকে শেষ করে ওই হতচ্ছাড়া চূর্ণন নিয়ে এসো।"

BanglaBook.org

শিবগামী দৌড়ে পালাতে যায় তখন তার মনে পড়ে গুণ্ডু রামু একাকী বাইরে অপেক্ষা করবে। সে বইটি ছুড়ে দেয়, কিন্তু সেটি প্রাচীর পার করতে পারেনা, প্রাচীরের উপর থেকে কয়েক হাত নিচে ধাক্কা লেগে সেটি আবার পড়ে যায়। শিবগামী ছুটে গিয়ে সেটি তুলতে যাওয়ার সময় দেখে প্রতাপ ছোরা হাতে জানলা থেকে ঝাঁপিয়ে নামলেন।

শিবগামী বই তুলে নিয়ে আবার ছুড়ে দিল, এইবারে সেই প্রাচীর পার করতে পেরেছে। শিবগামী দৌড়তে শুরু করে। প্রতাপ উদ্যত ছোরা হাতে চিৎকার করতে করতে তার পিছনে ছুটে এলে সে প্রাণ বাঁচাতে দৌড়তেই থাকে। তার কোনো ধারনা নেই এই কৌটোয় কী আছে, কিন্তু যার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এই দেশের প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করতে পারে সেটিতে নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুত্ববাহী কিছু রয়েছে। স্কন্দদাসের মত ব্যক্তি এর জন্য মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। শিবগামী চিন্তা করে এইরকম গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয়তাকে সে কাজে লাগাতে পারবে কিন্তু পরক্ষণেই এইরকম চিন্তা করার জন্য সে লজ্জিত হয়। স্কন্দদাসের মৃত্যুর দৃশ্য তার মনে ভীড় করে আসছে। তাঁর মৃত্যু বিফলে যেতে দেওয়া যাবে না। সে কৌটোটি দৃঢ় মুঠিতে চেপে ধরে ছুটতে থাকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আটচল্লিশ

গুন্ডু রামু

অনেকক্ষণ হল গুন্ডু রামু প্রাচীরের কাছে অপেক্ষা করছে৷ প্রাচীর থেকে খসে পড়া একটি পাথরের উপর সে বসে আছে৷ পথের অপর দিকে বুনো ঘাস নদীকে তার দৃষ্টিপথ থেকে আড়াল করে রেখেছে৷ এর জন্য সে কৃতজ্ঞ, নদীকে সে ভয় পায়৷ সে অন্ধকারকেও ভয় পায়৷ একা থাকতেও তার ভয় লাগছে তবুও সে রাত্রিবেলায় নদীর তীরে এই জনমানবশূন্য পথে বসে আছে৷ আতঙ্ক যতবার নিজের কুৎসিত মাথা তুলেছে সে নিজেকে মনে পড়িয়েছে এই কাজ সে শিবগামী দিদির জন্য করছে৷ ঈশ্বরের কাছে সে কৃতজ্ঞ যে পূর্বে দেখা দুরাত্মা ব্যক্তিগুলি আর আশেপাশে নেই৷ সামান্যতম শব্দেও সে যতবার ভয়ে কেঁপে উঠছে সে মনে মনে অর্জুনের নাম জপ করছে৷ তার তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, ঠিক সেই সময় ঘন্টা ছয়বার বাজতেই সে চমকে জেগে উঠল৷

চারিদিক অন্ধকার ও ভীতিজনক৷ ঝিঁঝির ডাক আর ব্যাঙের অনিয়মিত কর্কশ শব্দ ছাড়া চরাচর নিস্তব্ধ৷ তার মাথার উপরে হঠাৎ গাছের একটা ডাল নড়তে শুরু করেছে৷ গুন্ডু দ্রুত নিজের চোখ বন্ধ করে উরু খামচে ধরে গভীরভাবে প্রার্থনা করতে থাকে৷ এক তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনেই সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল৷ বেশ কিছুক্ষণ পর নিজের চোখ খুলে দেখে নীচের দিকে মাথা করে গাছের ডালে বসে থাকা একটা বাদুড় ডানা ঝাপটে নদীর দিকে উড়ে গেল৷ এটা শুধুমাত্র একটা বাদুড় ছিল- স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে আপন মনেই হাসে৷ বাদুড়টি উঁচুতে উঠতেই চাঁদের প্রেক্ষাপটে গুন্ডু সেটিকে ভয়ানক কোনো স্থিরচিত্রের মত দেখে, তার বাবার বলা সমস্ত ভূতের গল্প হুড়মুড়িয়ে তার মনে পড়ে গেল৷

BanglaBook.org

অকস্মাৎ তার মনে হল ঝোপের আড়াল থেকে একজোড়া চোখ যেন তাকে লক্ষ্য করে চলেছে। সে এটা অনুভব করতে পারছে। তার স্থূল শরীরে সে যেন চোখ গেঁথে বসে আছে। বাতাস সহসা শীতল বলে বোধ হতে থাকে। হাওয়া দ্রুত বইতে শুরু করেছে এবং তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা শুকনো পাতাগুলি হাওয়ায় নেচে উঠে গোরুগাড়ির চাকার মত ঘূর্ণিত হচ্ছে। সে আবার মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করে স্বস্তি পেল। ভগবান তাকে রক্ষা করবেন। সে কোনোদিন কারো ক্ষতি করেনি। তার বাবা সবসময় বলতেন দুষ্টের হাত থেকে ঈশ্বর সর্বদা ভাল মানুষদের রক্ষা করেন। কিন্তু তাহলে ঈশ্বর তার বাবাকে কেন রক্ষা করলেন না? না, সে ঈশ্বরের উপর সন্দেহ করে তাঁর কোপের মুখে পড়বে না। সে আবার মন্ত্র আওড়াতে শুরু করে।

নদীর দিক থেকে আসা হাওয়া বন্ধ হয়ে যেতেই পোড়া গন্ধে বাতাস ভরে উঠল। সে বাতাসে ঘ্রাণ নেয়, কিছুদূর থেকে কোলাহলের শব্দ আসছে। ছায়াদের আলোকিত করে এক কমলা আভা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। কোথাও এক প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়েছে। বাতাস বাহিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা ভেসে এসে তার মাথার উপরে চক্রাকারে ঘুরছে। শিবগামী দিদি এতক্ষণ কেন সময় লাগাচ্ছে?

আচমকা একটা গোলমাল শুনতে পেয়ে প্রাচীর পেরিয়ে বইটির আসার অপেক্ষায় সে পথের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়। দূর্গ প্রাচীর ডিঙিয়ে অনেক উঁচুতে শূন্যে কিছু উড়ে আসতে দেখতে পেল গুন্ডু। বাতাস কেটে তীব্র গতিতে ঘূর্ণিত হতে হতে দূর্গের অপর প্রান্তের উদ্দাম অগ্নিশিখার আলোয় একমুহূর্তের জন্য সেটি উজ্জ্বলিত হয়ে উঠে পরক্ষণেই তার অনুমানের থেকেও দ্রুতগতিতে নেমে এল। সে বইটি ধরার চেষ্টা করলেও সেটি তার হাত ফসকে পড়ে যেতে সে হাঁটু মুড়ে বইটি তোলার জন্য বসতেই তাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে এক বামন ঝোপ থেকে বের হয়ে এল। গুন্ডু রামু ভয়ে চিৎকার করে পাণ্ডুলিপি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে দৌড় দিল। সে কি সত্যিই ওটা দেখল না তার কল্পনা তার ভয় নিয়ে খেলছে? একটা তীক্ষ্ণ শিষ শুনে সে ঘুরে তাকাতেই দেখে এক বামন ও দুজন দানবাকৃতির ব্যক্তি তারই দিকে এগিয়ে আসছে। সে তাদের চিনতে পেরেছে, এরা প্রহরীদের হত্যাকারী সেই দুর্বৃত্ত লোকগুলো। বামনটি শিষ দিয়ে তার ধরে রাখা বস্তুটির দিকে নির্দেশ করে।

BanglaBook.org

ফোঁপানি দমন করে গুড্ডু রামু এক পা পিছিয়ে গেল। সে পালাতে চাইছে কিন্তু তার পা ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সে বুঝতে পারছে নিজের মূত্রথলির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে, এবং উষ্ণ তরলধারা তার পা বেয়ে গড়িয়ে নেমে পায়ের পাতার চারপাশে জমে গেল। প্রস্রাবের ঝাঁঝালো গন্ধ তার নাকে এসে ধাক্কা মারতে নিজের কৃতকর্মের জন্য গুড্ডু লজ্জিত হয়।

"আরে, কী আশ্চর্য," বামন এখন গুড্ডু রামুর চারপাশে ঘুরছে। "আমি অনেকক্ষণ ধরেই তোমার মূর্খামি দেখছি, বৎস। তুমি কি আকর্ষণীয় দেখতে। আমার সঙ্গে আসবে তুমি? আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারি তুমি জীবনে এক উঁচু পদে আসীন হবে।" দানব দুজন হেসে ওঠে।

"এমনকি পর্বতের একদম চূড়ায় যেখানে বায়ু বিশুদ্ধ, নির্মল, শীতল তুমি সেখানেও বাস করতে পারো। আর সেখানে পুরুষ আছে, এই দুজনের মত প্রকাণ্ড নয়, এই আমার মত- যে পুরুষেরা নারী পছন্দ করেনা কিন্তু আদর করার জন্য তোমার মত নরম, ফোলা ফোলা বাচ্চা ছেলে ভালবাসে," হিড়ুম্ব চোখ মটকাতেই তার কুকর্মের সঙ্গী দুজন আবার হেসে ওঠে। হিড়ুম্ব গুড্ডু রামুর গাল টিপে বলে, "সেই পুরুষেরা তোমাকে ভালবাসবেন, আর যদি তুমি সৌভাগ্যবান হও তাহলে মহান হিড়ুম্বের আদরও তুমি কখনো পেয়ে যেতে পারো। তুমি হিড়ুম্বকে চেনো? তিনি এক মহান ব্যক্তি। তুমি তাঁকে কখনো দেখেছো, সোনা? দেখো, তিনি তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। আহা, আহা তুমি কাঁদছ কেন? তুমি আদর খেতে চাও না, আমার সোনা? তুমি পিছন দিক থেকে ওখানে ধাক্কা খেতে চাও না... উঁমম... জীবনে উপরে ওঠার জন্য? বলো, বলো?"

হিড়ুম্বের স্পর্শে গুড্ডু রামু সঙ্কুচিত হয়ে পিছিয়ে গেল। কি নোংরা সেই ছোঁয়া। সে পালাতে যায়, কিন্তু একটা দানব তার পথ আটকে তাকে কাঁধে চেপে ধরে আবার হিড়ুম্বের দিকে ঘুরিয়ে দিল। এইবার বামনের মুখ থেকে হাসি উবে গিয়ে তার শূকরের ন্যায় চোখ দুটি উদগ্র ক্রোধে জ্বলছে। সে ঝাঁপিয়ে এসে গুড্ডু রামুর গালে থাপ্পড় মারলে সে গালে হাত দিয়ে কাঁদতে শুরু করে। সে যখন কাঁদে তার সারা শরীর কাঁপতে থাকে।

BanglaBook.org

"তুই আমার ভালবাসার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলি? দাঁড়া, আমার বাসস্থানে পৌঁছানো অবধি অপেক্ষা কর। আমি তোকে শেখাবো মহৎ ব্যক্তিদের সাথে সম্মানের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করতে হয়। রঙ্গা, ওকে তুলে নে। ও আমাদের সঙ্গে গৌরীপর্বতে আসবে। আমরা একে একটা নতুন কাজ দেব।"

গুন্ডু রামু পিছন ঘুরে গিয়েছিল কিন্তু সেই দানব তাকে ল্যাঙ মারতেই সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। সে দানব তার পিছনে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে নিজের দিকে মাথা ঘুরিয়ে এনে তার সংঘর্ষ করে চলা পর্যন্ত কিল, চড় মেরেই চলে। শীঘ্রই গুন্ডু রামুর প্রবল যন্ত্রণার কান্না গোঙানিতে পরিণত হল। সেই দানব গুন্ডু রামুর ধুতি ছিঁড়ে তা দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলে। গুন্ডু রামু কিন্তু এখনো সেই বই তার বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আছে। রঙ্গা তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে রথের দিকে নিয়ে গিয়ে চাকার কাছে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই সে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে কিন্তু শিবগামীর জিনিস হাতছাড়া করে না। নিজের সর্বাধিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই দানবের শক্তির সাথে সে কোনো মতেই পেরে ওঠে না। রঙ্গা গুন্ডু রামুর বুক থেকে তার স্থূল হাত দুটি চাড় দিয়ে খুলে ফেলতেই বইটি পড়ে গেল।

"কী এটা? এই ছেলেটার হতচ্ছাড়া পাঠ্যপুস্তক?" হিড়ুম্ব পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে উলটে ঝাঁকিয়ে দেখে তার ভিতর থেকে কিছু পড়ছে কি না। গুন্ডু রামু চাকার কাছে পড়ে গুঙিয়ে চলেছে।

"মুখপোড়া মোটারাম। এই মরণ দশা আর্দ্রতার মধ্যে আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখল একটা বাচ্চা ছেলের পাঠ্যপুস্তকের জন্য," হিড়ুম্ব গালিগালাজ দেয়।

"এটা শিবগামী দিদির। দয়া করে এটা আমাকে ফিরিয়ে দিন," গুন্ডু রামু ঘ্যানঘ্যান করে। "চুপ কর, পাজী ছেলে। চুলোয় যাক তুই আর তোর দিদি, বেজন্মার বাচ্চা কোথাকার। ধর্মের ষাঁড়ের অণ্ডকোষের দিব্যি, ওই মোটারাম আমাকে বোকা বানালো।"

"বইটা আমাকে দে, বেঁটে বামন," গুন্ডু রামু চিৎকার করে ওঠার চেষ্টা করে।

হিড়ুম্ব নিজের হতাশা গুন্ডু রামুর উপর বের করে তার মুখে ক্রমাগত লাথি মারতে থাকে।

BanglaBook.org

"কয়েকজন এই দিকেই আসছে," রঙ্গা চিৎকার করতেই হিড়ুম্ব মুখ ঘুরিয়ে দেখে একটি ভীড় তাদের দিকেই ছুটে আসছে৷ দূর্গের ভিতরের অগ্নিকাণ্ড প্রবল আকার ধারণ করায় মানুষ যেদিক দিয়ে পারছে বেরিয়ে পালাচ্ছে৷

"এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না৷ সেই মোটারাম কখন তার জিনিস ফেলবে সেইজন্য আমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকব না কি? বেজন্মা পট্টরায়৷ আমি ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর৷ ছেলেরা, আমাকে রথে তুলে দে৷ চল ঘরে ফিরি," হিড়ুম্ব বলে৷

"এই মোটাকে নিয়ে কি করব?" হিড়ুম্বকে রথে তুলে দিয়ে রঙ্গা জিজ্ঞাসা করে৷

"সঙ্গে নিয়ে চল৷ গৌরীপর্বতের হিমায়িত উচ্চতায় এই ছেলে তাও কিছুটা বিনোদন দিতে পারবে৷ এ একেবারে মাখনের মত তুলতুলে," হিড়ুম্ব চোখ মটকায়৷ কালশিটে আর রক্তে জর্জরিত গুন্ডু রামুকে তুলে হিড়ুম্বের কাছে গুঁজে ফেলে দেওয়া হল৷

"আর এই বইটা? রঙ্গা প্রশ্ন করে৷

"জানিসই তো কোথায় নিক্ষেপ করতে হবে৷ দাঁড়া, দাঁড়া, ওটা আমাকে দে৷ মনে হচ্ছে ছেলেটার কাছে এই বই মূল্যবান, তাকে আমাদের ইশারায় নাচানোর জন্য এটা ব্যবহার করতে পারব, "বলে হিড়ুম্ব ভয়ে কুঁকড়ে পিছিয়ে যাওয়া গুন্ডু রামুর পাশে বসে তার শরীরে নিজের বেঁটে মোটা হাত বুলাতে থাকে৷ গুন্ডু রামুকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ করে বেঁধে নিয়ে রথ তীব্র বেগে ছুটে চলল রহস্যময় গৌরীপর্বতের অভিমুখে, মহান খনিপতি হিড়ুম্বের নিজস্ব ভূভাগে৷

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উনপঞ্চাশ

কাটাপ্পা

বিধ্বস্ত শিভাপ্পা মাটিতে পড়ে আছে। সে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে তার দাদাকে পরাজিত করতে গিয়েছিল, কিন্তু কাটাপ্পা খালি হাতে হিংস্রতম তলোয়ারের সঙ্গে বাঘের মত লড়াই করেছে। যতবার উরুমি বেরিয়ে এসেছে এবং সেই চাবুক তলোয়ারের গুটিয়ে যেতে যেটুকু সময়ের প্রয়োজন হয়েছে, কাটাপ্পা আঘাত এড়াতে মাথা নামিয়ে, দ্রুত পাক খেয়ে, শরীরে মোচড় দিয়ে, গড়িয়ে গিয়ে ততবার প্রাচীন সামরিক কৌশল মর্মবিদ্যার প্রয়োগ করে শিভাপ্পার সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার পেশীতে আঘাত করে তাকে বিবশ ও অকেজো করে দিয়েছে। সে শিভাপ্পার হাত থেকে চাড় দিয়ে তলোয়ার খুলে ফেলে তাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলেছে। শিভাপ্পা নড়াচড়াও করতে পারে নি। সে কথা বলার চেষ্টা করতে গেলেও কাটাপ্পা তার গলায় তর্জনি দিয়ে খোঁচা দিতেই সেখান থেকে ঘড়ঘড় ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই বেরিয়ে আসে না। কাটাপ্পা শিভাপ্পার ধুতি ছিঁড়ে তা দিয়ে শিভাপ্পাকে আপাদমস্তক বেঁধে ফেলল। যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না, শিভাপ্পা একটা আঙুল অবধি নড়ানোর অবস্থায় নেই।

"তোকে কোনো দয়া দেখানো উচিত নয়," কর্কশ স্বরে কাটাপ্পা বলে। "আমাকে পিছন দিক থেকে আঘাত করার জন্য এই প্রতিশোধ নয়, ভাই। আমি শুধুমাত্র আমার কর্তব্য করছি। কোনো রাষ্ট্রদ্রোহীকে আমি জীবিত ছেড়ে দিতে পারি না। তোকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে আর-" কাটাপ্পা মুখ ঘুরিয়ে নেয়; তার কণ্ঠ বেদনায় রোধ হয়ে আসছে," - আর তাঁরা যদি তোর মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত নেন, আমি...আমি তা সানন্দে পালন করব।"

BanglaBook.org

শিভাপ্পা তাকে বলতে চাইছে সে যুদ্ধ করার জন্য আসেনি, বিদ্রোহের জন্য আসে নি। যে নারীকে সে বিয়ে করতে চায়, যে মেয়ের সঙ্গে সে অসংখ্য স্বপ্ন বুনেছে, সেই মেয়ে কাটাপ্পার প্রভুর হাতে ধর্ষিত হচ্ছে। সে তাকে নিয়েই এই ক্রূর দেশ এবং তার অমানবিক রীতিকে নিজের নরকে পচে মরতে দিয়ে এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাবে। *আমাকে তুমি কেন বাধা দিলে, দাদা? কেন? কেন?* শিভাপ্পার গাল বেয়ে কান্না নেমে আসে, কিন্তু সে কথা বলতে পারে না।

ঘামে রক্তে স্নান করে কাটাপ্পা উঠে দাঁড়িয়েছে। এটি তার হৃদয় ছিন্নভিন্ন করে দিলেও সে নিজের কর্তব্য করেছে। পরিণামের কথা না ভেবে সে নিজের ধর্ম পালন করে গিয়েছে। এক আদর্শ দাসকে কর্মযোগী হতেই হবে- তার পিতার বলা কথা, এবং কাটাপ্পা সেগুলির প্রতি অবিচলিত থাকবে। সহসা উপর তলা থেকে এক চিৎকার ভেসে এল।

"স্বামী," সে আর্তনাদ করে ওঠে। তার প্রভু কি কোন বিপদে পড়েছে? সে ঝাঁপিয়ে বারান্দায় চেপে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে কক্ষের দরজার কাছে উপস্থিত হয়। কক্ষের ভিতর থেকে ধ্বস্তাধস্তির আওয়াজ আসছে। এক মুহূর্তের জন্য সে ইতস্তত করে। ভিতরে কিছু পড়ার শব্দ ওঠে। তার প্রভু তাকে দরজার কাছে পর্যন্ত আসতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু নিজের প্রভুর জীবন রক্ষক হিসাবে প্রভুর প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কার সময়ে তাঁর আদেশ অমান্য করাই এক দাসের কর্তব্য। পরে তার প্রভু তাকে পুরস্কার বা তিরস্কার যা কিছু দিতে পারেন, কিন্তু আপাতত প্রভুকে বাঁচাতে তাঁকে অমান্য করতেই হবে।

দরজা লাথি মেরে খুলেই কাটাপ্পা স্তব্ধ হয়ে গেল। কক্ষের এক কোণে একটি মেয়ে জড়সড় হয়ে বসে হাত বাঁধা অবস্থায় নিজের নগ্নতা ঢাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তার সামনে চাবুক হাতে বিজ্জল দাঁড়িয়ে। কাটাপ্পাকে দেখে বিজ্জল চমকে গেলেন, তাঁর মুখ আক্রোশে কুঁচকে গিয়েছে।

"দূর হয়ে যা, কুকুর, যা," চাবুক আছড়ে বিজ্জল চিৎকার করে উঠলেন।

কাটাপ্পা দরজার কাছে চলচ্ছক্তিহীনভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার প্রথম প্রবৃত্তি বলছে প্রভুর আজ্ঞা পালন করতে, কিন্তু কাঁপতে থাকা মেয়েটির কশাঘাতে জর্জরিত মুখ তাকে নিশ্চল করে দিয়েছে। সে নিজের ধুতি খুলে মেয়েটির দিকে

BanglaBook.org

ছুঁড়ে দিতেই মেয়েটি তা জাপটে ধরে নিজেকে ঢেকে নিল। বিজ্জল রাগে গর্জন করে উঠে কৌপীন পরিহিত কাটাপ্পার দিকে এগিয়ে আসেন।

কাটাপ্পার শরীরে বিজ্জলের চাবুক আছড়ে পড়ে, "দূর হ, কুকুর," তিনি চিৎকার করেন।

কাটাপ্পা হেঁটে গিয়ে মেয়েটি ও বিজ্জলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার হাত বুকের উপর আড়াআড়ি করে রাখা। তার মনে তুমুল আলোড়ন চলছে। মেয়েটির চোখ তাকে রক্ষা করার জন্য মিনতি করছে। কাটাপ্পার চোখ মেয়েটির মুখের দিকে পড়তেই সে শিউরে উঠল। কামাক্ষী- তার ভাইয়ের প্রেমিকা। কাটাপ্পার হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। শিভাপ্পা খুব সম্ভবত কামাক্ষীকেই রক্ষা করতে এসেছিল, আর সে কিনা তার ভাইকে অনড় করে দিল। ঈশ্বর তার দিকে আরও পরীক্ষা ছুঁড়ে দিচ্ছেন।

"ওকে এখানেই ছেড়ে দে, বেজন্মা, আর আমি তোকে মেরে ফেলার আগে বেরিয়ে যা," বিজ্জল চিৎকার করে কাটাপ্পার কাঁধে চাবুক চালান। কশাঘাত কাটাপ্পার ত্বককে যন্ত্রনাদীর্ণ করে তোলে। সে একটি আর্তনাদ চেপে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। এই দাস এখন মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছে, বিনা কোনো প্রশ্নে তার প্রভুর কথা মেনে নেওয়াই উচিত। তার প্রভুর জীবন কোনো সংকটেও নেই। কিন্তু তার বিবেক বিদ্রোহ করছে – অত্যাচারিত হওয়ার জন্য সে এই মেয়েটিকে এখানে ছেড়ে যেতে পারবে না। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, এই মেয়ে এবং তার প্রভুর মাঝখানেই সে দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রভুর বিরোধিতা করার স্পর্ধাও দেখাবে না, কিন্তু আবার মেয়েটিকে আঘাত করতেও দেবে না। বিজ্জলের চাবুক বারবার দাসের শরীরে আছড়ে পড়ছে। কিন্তু সে চোখ বন্ধ করে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চাবুক তার চামড়া ছিন্নভিন্ন করে তুলছে। কাটাপ্পা একমাত্র আশা করতে পারে তার মৃত্যুর আগে কেউ অন্তত এসে বিজ্জলকে থামিয়ে এই মেয়েটিকে রক্ষা করবে। কাটাপ্পাকে নড়াতে অসমর্থ হয়ে রাগে হতাশায় বিজ্জল চাবুক ফেলে দিয়ে কাটাপ্পাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সেই দাস পাথরের মত দাঁড়িয়েই থাকে। কাটাপ্পার ষাঁড়ের মত পরাক্রমের সঙ্গে বিজ্জল কোনোমতেই পেরে ওঠে না।

BanglaBook.org

কক্ষের এক কোণে রাখা একটি ফুলদানি তুলে বিজ্জল কাটাপ্পার মাথায় সজোরে আঘাত করে। সেটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু ব্যথায় একবারও চিৎকার পর্যন্ত না করে কাটাপ্পা নিশ্চল হয়ে ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কামাক্ষী লক্ষ্য করে দাসের সঙ্গে কী ঘটছে, সে জানে কাটাপ্পা তার জন্য মারা যেতে বসেছে। তার মুখ যদি বাঁধা না থাকত তবে সে বিজ্জলের কাছে প্রার্থনা করত এই দাসকে ছেড়ে দিয়ে তার সঙ্গে যা খুশী সে করতে পারে। সে জানলার কাছে বুকে হেঁটে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে জানলায় চাপে। বিজ্জল তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে তার দিকে আসতে চান কিন্তু কাটাপ্পা তাঁর পথ আটকাতে সরে দাঁড়ায়। সেই দাস নিথর দাঁড়িয়ে আছে, তার সারা শরীর জুড়ে রক্ত ঝড়ছে, তবু সে তার প্রভুকে কামাক্ষীর কাছে পৌঁছানো থেকে আটকে রেখেছে।

কামাক্ষী নীচে তাকাতেই শিভাপ্পার নিশ্চল শরীর দেখতে পেল। সে নিথর ভাবে শুয়ে রয়েছে। বিবর্ণ চাঁদের আলোয় তাকে মৃত বলে ভ্রম হয়। কামাক্ষী আবার পিছনে তাকিয়ে দেখে কাটাপ্পা টলমল করছে, বিজ্জল তাকে পরাভূত করার জন্য ঘুসি মেরেই চলেছেন।

শিভাপ্পা এই গোলমাল শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু সে অসহায়, তার নড়বার ক্ষমতাটুকুও নেই। সে কামাক্ষীকে জানলায় দেখতে পেয়েছে আর যখন সে তার মুখের দিকে দেখে সে "না" বলে চিৎকার করে উঠতে চায়। সে অসহায়ভাবে দেখে তার প্রিয়তমা জানলা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাটাপ্পার ধুতি উড়ে গিয়ে প্রাচীরের কাছে গিয়ে পড়েছে। কামাক্ষী শিভাপ্পার কাছেই মাথা গুঁজে পড়ে, তার মুখ শিভাপ্পার মুখের কাছ থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে। কামাক্ষী মৃদু হেসে শিভাপ্পাকে স্পর্শ করার জন্য আঙুল বাড়ায়, আর তখনই তার চোখ প্রাণহীণ হয়ে যায়। রক্তের এক ক্ষীণ ধারা তার কান থেকে বেরিয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে আসে তারই প্রেমিকের দিকে।

শিভাপ্পা কামনা করে সে যদি বুক ফাটা কান্না কাঁদতে পারত, কিন্তু তার দাদা তার কাছ থেকে সে ক্ষমতাটুকুও কেড়ে নিয়েছে। তার কামাক্ষী মৃত। সে তার কত কাছে শুয়ে রয়েছে, তবু সে কত দূরে। নগ্ন, শরীর জুড়ে কালশিটে। যাকে আজীবন সে ঘৃণার চোখে দেখে এসেছে সেই ব্যক্তির হাতেই সে নিহত হল। শিভাপ্পা প্রার্থনা

BanglaBook.org

করে কামাক্ষীর সাথে যদি সেও মরতে পারত। কিন্তু তার যে এমনকি কাঁদার স্বাধীনতা অবধি নেই, মরারও নেই। বিজ্জলের মুখ জানলায় দেখা গেল, সে নীচে তাকিয়ে আছে, তারপরেই সে তার দাদার মুখ দেখতে পেল।

কক্ষের ভিতরে কাটাপ্পা হাঁটু মুড়ে ধ্বসে পড়েছে। এ কী করে করে ফেলল সে, সে কী করে ফেলল, কাটাপ্পা বিলাপ করে চলে। হাতের তালুতে সে নিজের মুখ গুঁজে রেখেছে। সে নিজের ধর্ম পালন করেছে, নিজের বিবেক অনুযায়ী আচরণ করেছে, তবু এই ঘটনায় সে কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছে না। বিজ্জল তাকে শেষবার লাথি মেরে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। কাটাপ্পা তার প্রভুর ভারী পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে, শিভাপ্পাকে দেখতে পেয়ে তাঁর হাসির শব্দও সে শুনতে পেল।

“আরে, আমরা এখানে কাকে পেয়েছি?”

তার ভাইকে মারা তার প্রভুর লাথির ভোঁতা শব্দও সে শুনতে পাচ্ছে। “এই বেজন্মা, তুই কাঁদছিস কেন? এটা তোর প্রেমিকা ছিল নাকি? হা হা হা, আমি তোর প্রেমিকাকে নিয়েছি, সে দারুন সুস্বাদু ছিল। এবার আমি তোকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখব। এই নে, এই নে, এই নে,” কাটাপ্পা শুনতে পায় তার ভাইকে লাথি মারতে মারতে যুবরাজ বলে চলেছেন।

কয়েকজন সৈন্যের উল্লাস কানে এল কাটাপ্পার। সে শুনতে পেল কেকী চিৎকার করে বলছে একটা বিদ্রোহ দমন করতে পারা গেছে। শিভাপ্পাকে দেখে কেকীর উল্লসিত চিৎকারও কানে আসছে তার। যখন কাটাপ্পা শোনে বিজ্জল তার ভাইয়ের সম্পর্কে বলছেন, “এই বেজন্মা দাস এই বেচারী মেয়েটিকে হত্যা করেছে আর আমি তাকে বন্দী করেছি,” সে কাঁদতে শুরু করে। কিন্তু তার কান্না চাপা পড়ে যায় সৈন্যদের গর্জে ওঠা উল্লাসে, বিজ্জল যে পরাক্রমী কাজ করার দাবী করছেন তাতে তারা তার প্রভুর জয়ধ্বনি করে ওঠে।

BanglaBook.org

পঞ্চাশ

শিবগামী

শিবগামী বাগানের দিকে ছুটছে। প্রশস্ত জায়গা পেলে সে সম্ভবত লড়াই করতে সক্ষম হবে। সে চিৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করে বলতে পারে এই ব্যক্তিরা তার শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করেছে এবং তাতে কয়েকজন উচ্চ পদস্থ কার্যকর্তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা গেলে সে আসল ঘটনা খুলে বলতে পারবে। কিন্তু প্রতাপ তার দিকে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে। বুকের কাছে কৌটো আঁকড়ে ধরে শিবগামী ছুটে চলেছে, ঘুরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার উপযুক্ত জায়গা অনুসন্ধানের জন্য তার চোখ ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। শিবগামী বাগান পার হওয়ার সময় কিছুর উপর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। কৌটো তার হাত থেকে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে। সে ঝাঁপিয়ে কৌটোটি তুলতে যেতেই দেখে তার পিছনে ধাওয়া করা ব্যক্তিটি কাছাকাছি চলে এসেছে। শিবগামী কৌটোটি কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য নিচু হতেই থমকে গেল। সে দরজার কাছে পড়ে থাকা এক কবন্ধ মৃতদেহে হোঁচট খেয়েছে। প্রতাপ লাফিয়ে একটা বেড়া টপকে তার দিকে উদ্যত ছোরা হাতে এগিয়ে আসছেন।

শিবগামী আবার দৌড়তে থাকে এবং প্রাসাদ প্রাঙ্গণে পৌঁছে দেখে শতাধিক অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর সৈন্য দুর্দমনীয় আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। দূর্গ প্রাচীরের এক অংশ ধ্বসে পড়েছে আর বাকী পাথরও ধ্বসিয়ে ফেলার জন্য হাতিদের ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে সেখান দিয়ে নদী থেকে জল বয়ে আনা যায়। অবশেষে বিকট শব্দ তুলে প্রাচীরের এক বিশাল অংশ ধ্বসে পড়ল। মানুষজন প্রাণ বাঁচাতে সেখান দিয়েই ছুটে পালাতে গেলে সৈন্যরা তাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। তারা চায় না

BanglaBook.org

জল বয়ে আনার জন্য হাতিদের পথটি জনতার ভীড়ে আটকে যাক। কোন দিক দিয়ে পালাতে হবে সে বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে লোকজন অন্য দিকে ছুটে গেল। প্রাসাদের অন্য মহলেও আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, আগুন নেভাতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকা ব্যক্তিদের সহায়তার কাজে জল ছেটানোর জন্য হাতিদের ব্যবহার করা হচ্ছে। ঘন ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠছে, চামড়া পোড়ার দুর্গন্ধে বাতাস পরিপূর্ণ।

শিবগামী ভীড়ের সঙ্গে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু ভীড়ের ঠেলায় আবার প্রতাপের দিকেই এগিয়ে যেতে থাকে। প্রতাপ ভীড় থেকে কয়েক হাত দূরে থেমে গিয়ে একদল দণ্ডকারের দিকে এগিয়ে গেল। সেই দল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, শিবগামী জানে তারা তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। অন্ধের মত শিবগামী প্রাসাদের শেষতম অংশের দিকে ছুটতে শুরু করল। বিভিন্ন মহলের রমনীরাও আতঙ্কে চারিদিকে ছোটাছুটি করছে। চিৎকার চেঁচামিচিতে পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে। ঝর্না থেকে জল বয়ে নিয়ে গিয়ে ছায়াচ্ছন্ন এক ভবনের দিকে যাওয়া কয়েকজন ব্যস্ত লোকদের সে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল। এই প্রাসাদ থেকে পালানোর উপায় খুঁজে বের না করা পর্যন্ত তাকে কোথাও একটা লুকিয়ে থাকার জায়গা খুঁজতেই হবে।

শিবগামী সন্তর্পণে ভবনগুলির কিনারা ঘেঁষে নিজেকে ছায়ার আড়ালে রেখে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে দম নেওয়ার জন্য সে চলার গতি কমিয়ে আনে। বাতাসে ধোঁয়া ও ছাইয়ের কটু গন্ধ। আচমকা তার কাছের একটি দরজা সজোরে খুলে এক দণ্ডকার বিশাল এক তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এসে শিবগামীর মুখোমুখি পড়ে একমুহুর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। তার তলোয়ার থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরছে। দেওয়ালের গায়ে লাগানো মশালের আন্দোলিত শিখায় দণ্ডকারের রক্তমাখা মুখ বীভৎস দেখাচ্ছে। সে শিবগামীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই শিবগামী মাথা নামিয়ে নিয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে ছুটতে থাকে।

শিবগামী অন্ধের মত ছুটে চলেছে, সে এলোমেলোভাবে বাঁক নিয়ে অর্ধোন্মুক্ত একটি দরজায় সবেগে ছুটে প্রবেশ করে। ভবনটির অভ্যন্তর অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধ, অন্ধকার। সে চিনতে পারে, এই ভবনেই সে তাত থিম্মার সঙ্গে এসেছিল। এটি সম্রাটের অন্তঃপুর। ভিতরের কোথাও থেকে তলোয়ারের ক্ষীণ আওয়াজ কানে

BanglaBook.org

আসতেই যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ দিয়েই ফিরে যাওয়ার জন্য শিবগামী ঘুরেই দেখতে পেল কয়েকজন দণ্ডকার দরজার কাছে কথোপকথন চালাচ্ছে।

শিবগামী ছুটতে ছুটতে অন্তঃপুরের আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। দরদালানের শেষপ্রান্তে থাকা নিঃসঙ্গ মশালের আলোয় যে দৃশ্য তাকে স্বাগত জানালো, তা নরকের থেকেও বীভৎস। বিভিন্ন ভঙ্গীতে মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মাথা বিহীন ধড়, রক্তের পুকুরে পড়ে থাকা ছিন্ন মাথা। বেশীর ভাগই অন্তঃপুরের মহিলার, কিছু পুরুষেরও বলে মনে হচ্ছে। রক্তের মরচে ধরা গন্ধ বাইরের ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে মিশছে, মানুষের মলমূত্রের অস্পষ্ট গন্ধেও বাতাস ভারী।

শিবগামীর অসুস্থ বোধ করে, তার মাথা ঘুরছে। অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর শোরগোল স্তিমিত হয়ে এসেছে, তারা সম্ভবত আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পেরেছে। এবার তাহলে বাইরে যাওয়ার চিন্তা বাতিল করে দিতে হবে,তা না হলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাবে। শিবগামী চিন্তা করে প্রতাপ কোথায় গেলেন- দণ্ডকারেরা কি তাঁকে বলে দিয়েছে সে এই ভবনে প্রবেশ করেছে? যেন সেই কথার উত্তরের মত করেই সে যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিল সেখান থেকেই এক দীর্ঘ ছায়া এগিয়ে এল।

শিবগামী একটি স্তম্ভের আড়ালে লুকিয়ে প্রার্থনা করে সেই ব্যক্তি যেন চলে যায়। তার পরিবর্তে সেই লোক ভবনের ভিতরে এক অস্বাচ্ছন্দ্যকর পদক্ষেপ রাখে। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ভারী পদক্ষেপের নেমে আসার শব্দের সঙ্গে উপরে কোথাও থেকে এখনো তলোয়ার যুদ্ধের আওয়াজ আসছে। একদিকে শিবগামী যখন স্তম্ভের পিছনে দঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে, প্রতাপ তখন লম্বা এক তলোয়ার হাতে ভিতরে এগিয়ে আসে। সে চারপাশে তাকিয়ে সামনের দৃশ্য দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল। চিন্তায় মগ্ন হয়ে প্রতাপ একমুহুর্তের জন্য ইতস্তত করে পরক্ষণেই মেঝের দিকে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করে। শিবগামীর নিজেকে লাথি মারতে ইচ্ছা হয়। প্রতাপ মেঝের মধ্যে তার পায়ের ছাপ চিহ্নিত করতে পেরে যে স্তম্ভের পিছনে সে লুকিয়ে আছে সেদিকেই এগোতে শুরু করে। উপরের কোনো তলা থেকে এক চিৎকার ভেসে আসতেই প্রতাপ তার দিকে এগিয়ে আসার আগে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়।

BanglaBook.org

অদূরের মশালের আলো তার তলোয়ারের অগ্রভাগে পড়ে সোনালী আভা বিচ্ছুরিত করছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে ছুটে উঠে যাওয়া ছাড়া শিবগামীর কাছে আর অন্য কোনো বিকল্প রইল না।

সে পাশ কাটিয়ে দ্রুত বেগে ঘোরানো সিঁড়ির দিকে গিয়ে ছুটে উঠতে শুরু করে। শিবগামী বুঝতে পারছে সেই ব্যক্তি তার পিছনেই আসছে। এই সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে উঠেই চলেছে,তারপর ছাদে উঠে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছে। সে দেখতে পায় অন্ততপক্ষে তিনটি অবতরণস্থল স্ব স্ব গৃহতলে গিয়ে উপনীত হয়েছে, সেগুলি অন্ধকারে নিমজ্জিত ও পরিত্যক্ত বলে বোধ হচ্ছে। প্রতাপ খুব অনায়াসেই তাকে শেষ করে দিতে পারবেন এমন জায়গায় শিবগামী ধরা পড়তে চায় না। আবার তার কোনো ধারনাও নেই একেবারে উপরে উঠে যাওয়ার পর কী করবে। কিন্তু সর্বোচ্চ তলায় যে কিছু একটা ঘটছে সে বিষয়ে শিবগামী নিশ্চিত। জনসমক্ষে প্রতাপ নিশ্চয়ই তাকে হত্যা করার আগে একবার ভাববে। শিবগামী একবার ঝটিতে পিছন ফিরে দেখে প্রতাপ দ্রুতবেগে তার দিয়ে এগিয়ে আসছে। সে দোতলায় পৌঁছাতেই আচমকা সেই অসিযুদ্ধের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল। প্রতাপও সে আওয়াজ শুনে ইতস্তত করতে শুরু করেছে। শিবগামী অবতরনস্থলে উঁকি মারে।

মুখোশ পরিহিত এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্রাট সোমদেব লড়াই করে চলেছেন। অন্য এক মুখোশধারী একজন ন্যাড়া মাথা দাসের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। পুরো মেঝে জুড়ে মৃতদেহ বা মরণাপন্ন দেহ ছড়িয়ে পড়ে আছে। শিবগামী নীচে ঝুঁকে দেখে প্রতাপ আর কয়েক হাত মাত্র দূরে। স্কন্দদাসের কথা মত সম্রাটের কাছে সমস্ত কিছু খুলে বলে তাঁর হাতে কৌটো তুলে দেওয়াই তার নিজের নিরাপত্তার একমাত্র পন্থা।

"মহামহিম," সে চিৎকার করে উঠতেই সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে রত ব্যক্তিটি ঘুরে দাঁড়িয়ে শিবগামীর মাথা লক্ষ্য করে তলোয়ার চালিয়েছে। শিবগামী ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

"শিবগামী!" সে এক কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।

শিবগামী চোখ খুলতেই দেখে তলোয়ার তার গলা থেকে এক আঙুল দূরে। মুখোশধারী একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। শিবগামী কিছু চিন্তা না করেই চিৎকার করে উঠে তলোয়ার চেপে ধরে- তলোয়ারের কিনারা তার আঙুলে কেটে

BanglaBook.org

বসে যাচ্ছে- লোকটিকে ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে ফেলে দেয়। মুখোশধারী এই অপ্রত্যাশিত সংঘাতে ভারসাম্য হারিয়ে সিঁড়ি বেয়ে প্রতাপকে পাশ কাটিয়ে গড়াতে গড়াতে পড়ে যায়। শিবগামী তলোয়ার ফেলে দিয়ে যন্ত্রণায় হাত ঝাঁকায়।

মুখোশধারী গিয়ে শেষ অবতরণস্থলে পড়েছে আর তৎক্ষণাৎ নীচের তলায় বহু পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। কাছাকাছি সম্রাটকে দেখে প্রতাপ তলোয়ার আবার কোষবদ্ধ করে সিঁড়ির বেড়া গুলি ধরে নীচের তলার অবতরণস্থলে উধাও হয়ে গেল। প্রতাপকে চলে যেতে দেখে শিবগামী মুখ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। সম্রাট ও মলয়াপ্পার সাথে সেই বিশাল বপু মানুষটির যুদ্ধ ক্রমাগত আগ্রাসী হয়েই চলেছো। শিবগামী ছুটে পালাতে চাইছে, কিন্তু যোদ্ধারা তার পথ আটকে রয়েছেন। সে দ্রুত নিজের সিদ্ধান্ত বদলে নিয়েছো। স্কন্দদাসের কক্ষে তার উপস্থিতির কী ব্যাখ্যা দেবে সে? সম্রাট তার পিতার পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে জেনে ফেলুন সেটা তার কাম্য নয়। না, স্কন্দদাসের হত্যাকারীদের শাস্তি কামনার থেকেও বেশী সে চায় তার প্রতিশোধ চরিতার্থতার পথে কোনো কিছু যেন অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। কৌটোটি সে নিজের কৌঞ্চিকার মধ্যে ভরে নেয়। এটাই সুবর্ণ সুযোগ- সম্রাট যুদ্ধ করতেই মগ্ন। শিবগামী মেঝে থেকে তলোয়ার কুড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

বিশালাকায় মানুষটি দেখে ফেলেছেন শিবগামী কী করতে যাচ্ছে, আর শিবগামী হাঁটু মুড়ে বসতেই সেই ব্যক্তি নিজের গোড়ালি দিয়ে তলোয়ারের হাতলে সজোরে আঘাত করে। তলোয়ার শূন্যে উঠে গিয়েছে, আর এক ক্ষিপ্র গতিতে সম্রাটের আঘাত এড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তি বাম হাত দিয়ে তলোয়ারটি ধরে ফেলেই সেটি দাসের দিকে ছুঁড়ে মারে। মলয়াপ্পা শরীরে মোচড় দিয়ে সরে যান, কিন্তু তলোয়ার তাঁর কাঁধে বিদ্ধ হওয়ায় তিনি টলমল করে পড়ে যান।

"মলয়াপ্পা!" সম্রাট চিৎকার করে পড়ে থাকা দাসের দিকে ছুটে আসেন। মুখোশধারী বিশাপ বপু মানুষটি সম্রাটের পিঠে তলোয়ার বিদ্ধ করার চেষ্টা করে, কিন্তু সম্রাট যেন এটা আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি সুকৌশলে পাশে সরে যেতেই সেই ব্যক্তি ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে আটকানোর জন্য সামনে ঝুঁকে এল। তলোয়ারের এক সুচারু কোপে সম্রাট সোমদেব তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথা কেটে ফেললেন।

BanglaBook.org

মাথাটি চতুর্দিকে রক্ত ছিটিয়ে, তীব্রবেগে ঘুরে গড়িয়ে গেল।

উঠে বসার জন্য প্রয়াস করতে থাকা মলয়াপ্পার সামনে সম্রাট নতজানু হয়ে বসে পড়েছেন। "তুমি ঠিক আছো, মলয়াপ্পা?" সম্রাটের কণ্ঠস্বরের উদ্বেগ শিবগামীকে আশ্চর্যান্বিত করে। তিনি কি সত্যিই এই দাসের প্রতি এত যত্নশীল? না কি এসবই কেবল অভিনয়- মলায়াপ্পার পড়ে যাওয়ার সময় যেমনভাবে তিনি এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ার ভান করে মলয়াপ্পার দিকে ছুটে গেলেন। শিবগামীর তা চোখ এড়িয়ে যায়নি।

সম্রাট সোমদেব মলয়াপ্পার কাঁধ থেকে তলোয়ার টেনে বের করে নামিয়ে রেখে তাঁকে বসতে সাহায্য করেন। মলয়াপ্পা হাত দিয়ে নিজের ক্ষতস্থান চেপে ধরতেই যন্ত্রণায় তাঁর মুখ কুঁকড়ে গেল। সেই তলোয়ার এখন শিবগামীর থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে। সে দ্রুত সেটি কুড়িয়ে নিয়ে সম্রাটকে হত্যা করার জন্য নিজের মাথার উপর তোলো।

সম্রাট সোমদেব দ্রুত পিছন ঘুরে শিবগামীর দিকে ও তার হাতে ধরা তলোয়ারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। সম্রাটের পিছন দিকের একটি দরজা খুলে যায়, ও বৃহন্নলা প্রবেশ করে। শিবগামীকে দেখেই বৃহন্নলা স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার হাতে ধরা ছোরাটির এক ঝলক দেখতে পেয়েছে শিবগামী, কিন্তু পরক্ষণেই সেটি তার শাড়ির ভাঁজে কোথাও লুকিয়ে গেল।

"তুমি সম্রাটের প্রাণ রক্ষা করেছ," বৃহন্নলা বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠে সম্রাটকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে শিবগামীকে জড়িয়ে ধরে। সম্রাট তাদের দুজনকেই একদৃষ্টে দেখে চলেছেন। তারপরেই যেন নিজের ভুল বুঝতে পেরে বৃহন্নলা সম্রাটকে গভীরভাবে প্রণাম করে। "বিদ্রোহীদের পরাজিত করতে পারা গিয়েছে এবং আগুনও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে গিয়েছে, মহামহিম।"

যে ব্যক্তি সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল তার ছিন্ন মাথার কাছে গিয়ে বৃহন্নলা মুখোশ সরিয়ে দিল। "মাহিষমতীর সম্রাটের দ্বারা নিহত অবস্থায় এইখানে বৈতালিকদের নেতা ভূতরায় পড়ে রয়েছে।

"এবং অন্য আততায়ী এই সাহসিনী কিশোরীর হাতে নিহত হয়েছে। আমার অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধে ভীষণ ভয় তাই আমি কক্ষের মধ্যে লুকিয়ে থেকে সব দেখেছি। এই

BanglaBook.org

মেয়েটি অন্য আততায়ীর সঙ্গে লড়াই করে তাকে সজোরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নিক্ষেপ করেছে। এই একটি মাত্র কাজের মাধ্যমে সে নিজের পরিবারের মর্যাদার উপর লেগে থাকা কলঙ্ক মুছে দিয়েছে। সে নিজের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছে, মহামহিম। রাজদ্রোহী দেবরায়ের কন্যা সাহসিকতার সঙ্গে আপনার পক্ষে লড়াই করে এই প্রমাণ করে দিয়েছে, সে আপনার সেবায় নিযুক্ত যেকোনো পুরুষের সমকক্ষ। পুরুষদের মধ্যেই এমন একনিষ্ঠতা দেখতে পাওয়া যায় না, এ তো এক মেয়ে, একে পুরস্কৃত করুন, সম্রাট।”

সম্রাট শিবগামীর দিকে তাকিয়ে আছেন; তিনি তার হাতে, পোশাকে লেগে থাকা রক্তের দিকে দেখেন এবং তাঁর মুখে চকিতের জন্য এক হাসি খেলে যায়। “কে ভেবেছিল রাজদ্রোহী দেবরায় এই রকম এক সাহসী কন্যার জন্ম দেবে? তোমাকে নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করা হবে। বৃহন্নলা, রাজবৈদ্যকে ডেকে পাঠানোর ব্যবস্থা করো, আমার প্রিয় দাস আহত। আর এই সাহসিনী মেয়েকে তোমার কক্ষে নিয়ে গিয়ে তার প্রয়োজনের খেয়াল রাখো। রাজসভায় তাকে উপযুক্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত করতেই হবে।”

পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তনে শিবগামী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্যান্য সৈন্যরা এসে সুখবর দিয়ে সম্রাট ও আহত দাসকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গেল। শিবগামী শোনে অন্য যে আততায়ীকে সে ধাক্কা মেরেছিল, সে মারা না গেলেও গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। সেই খবর শুনে সম্রাট আনন্দ প্রকাশ করলেন। শিবগামী শুনতে পেল তিনি নিচে নামতে নামতে বলছেন ব্যর্থ বিপ্লবের পিছনে থাকা বিদ্রোহীদের সম্পর্কে জানতে পারা অত্যন্ত উপযোগী হবে।

বৃহন্নলা শিবগামীর হাত নিজের হাতে নেয়, “আমি দেখেছি তুমি কি করতে যাচ্ছিলে।”

শিবগামীও দ্রুত প্রত্যুত্তর করে, “আর আমি তোমার ছোরা দেখে ফেলেছি।”

বৃহন্নলা হেসে চোখ মটকায়, “উত্তম। এখন আমরা দুজনেই জানি আমরা কোন পক্ষের। জানবে তোমার এক মিত্র রইল।”

BanglaBook.org

শিবগামী কিছু বলতে যায় কিন্তু বৃহন্নলা তাকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কন্যা, তোমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করার কি কোনো কারণ আছে? নিশ্চিতরূপে তাঁরা তোমাকে প্রশ্ন করবেনই," বৃহন্নলা হাসে।

শিবগামীর মনের ভিতরে বিতর্ক চলছে এই নপুংসককে প্রকৃত সত্য বলবে কি না ভেবে। স্কন্দদাসের হত্যাকারীরা শাস্তি পাবে না, সেটা তার কাম্য নয়, কিন্তু আবার মহাপ্রধানের হত্যার সময় তাঁর কক্ষের ভিতরে শিবগামীর উপস্থিতিতে আরোও প্রশ্ন উঠতে পারে। নিজের কৌঞ্চিকার ভিতরে ক্ষুদ্র কৌটোটি সে অনুভব করতে পারছে। এটির জন্য পট্টরায় স্কন্দদাসকে হত্যা পর্যন্ত করে দিলেন। স্কন্দদাস বলেছিলেন এটি মাহিষমতীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হয়ত এটি শিবগামীর স্বপ্ন পূরণে সাহায্য করবে, হয়ত মাহিষমতীকে ধ্বংস করার এটাই চাবিকাঠি। তাকে আরও খুঁজে বের করতে হবে। সে সিদ্ধান্ত নিল আপাতত এই কৌটোর ব্যাপারে কাউকে কিছুই বলবে না। পট্টরায় নিশ্চিতভাবে এর জন্য শিবগামীর পিছনে ধাওয়া করবেন, কিন্তু তিনি জানেন তাঁর স্কন্দদাসকে হত্যা করার ঘটনা শিবগামী জনসমক্ষে নিয়ে আসতে পারে। শিবগামী তাঁকে যতটা ভয় পাচ্ছে, তিনিও শিবগামীকে ঠিক ততটাই ভয় পাবেন। পট্টরায় ভীষণ বিপদজনক ব্যক্তি তাই শিবগামীরও মিত্রশক্তির প্রয়োজন হবে। আঘাত করার উপযুক্ত সুযোগের জন্য সে অপেক্ষা করবে। "কোনো পদ্ধতিকে পরিবর্তন করতে গেলে তোমাকে তার অংশ হতে হবে" - স্কন্দদাসের কথা তার মনে পড়ে। সে এই প্রণালীকে পরিবর্তন নয় ধ্বংস করতে চায়; আর অভ্যন্তরভাগ থেকে ধ্বংস করা হবে আরো সহজতর। স্কন্দদাসের কথা মনে পড়ায় শিবগামী এক অব্যক্ত দুঃখে নিমজ্জিত হয়ে গেল, সে শপথ নেয় তাঁর মৃত্যুকে সে বিফলে যেতে দেবে না। নিয়তি তাকে এক সুযোগ দিচ্ছে। পরিস্থিতি যদি তার কাছ থেকে এই দুর্বৃত্ত নপুংসকের বন্ধুত্ব দাবী করে, তাকে সেইরকমই করতে হবে। টিকে থাকতে গেলে সম্রাটের দেওয়া সমস্ত পুরস্কার বা পদ তার প্রয়োজন। শিবগামী বুঝতে পারছে বৃহন্নলা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

"আমি...আমাকে এক বৈতালিক তাড়া করেছিল" শিবগামী মিথ্যার আশ্রয় নিল।

BanglaBook.org

"ভাল৷ তুমি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলে আর জানতে না এটা অন্তঃপুর৷ এক বৈতালিক সৈন্য তোমাকে ধাওয়া করায় তুমি ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে এসেছিলে৷ তারপর সম্রাটের বিপদ দেখে নিজের নিরাপত্তার কথা না ভেবেই কাজ করে বসলে৷ তোমার পরিবারের উপর লেগে থাকা কলঙ্ক তুমি মুছে ফেলতে চাইছিলে৷ সুন্দর গল্প৷ এটাকেই ধরে রাখো৷ পরে আমরা এক বিস্তারিত কথোপকথন চালাবো," বৃহন্নলা হেসে শিবগামীর কাঁধে হাত রাখে৷

শিবগামী জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকায়," এটাই সত্যি৷"

বৃহন্নলা হেসে ওঠে, "এখন থেকে এটাই তোমার একমাত্র সত্য, কিন্তু মনে রাখবে সম্রাট অতটাও সরল নন৷ তিনি হয়ত তোমাকে বিশ্বাস করেন এই ধারনা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তোমাকে পুরস্কারও দিতে পারেন৷ কিন্তু ওই ব্যক্তির কাছ থেকে সতর্ক থাকবে৷ আর একত্রিত ভাবে আমরা একদিন জয়লাভ করবই৷"

বৃহন্নলা সাময়িক যুদ্ধবিরতির মত করে হাত বাড়িয়ে শিবগামীর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করে৷ শিবগামী হেসে বৃহন্নলার হাতে হাত রাখে৷ সেই নপুংসক তার গালে আলতো চাপড় দিয়ে বলে, "বৎস, আমি যেমন বলব তেমনই করবে৷ ভরসা রাখো, শিগ্রই জয় আমাদেরই হবে৷

আমি এরকম কিছুই করব না, শিবগামী চিন্তা করে, কিন্তু নিজের সবটুকু সৌন্দর্য দিয়ে সে বৃহন্নলার হাসিতে যোগ দেয়৷

বৃহন্নলা তাকে নিজের কক্ষে নিয়ে যাওয়ার সময় শিবগামী নিজের হাতে ধরা তলোয়ারের দিকে তাকায়৷ এটির মধ্যে এমন কিছু আছে যা তাকে চঞ্চল করে তুলছে৷ যাকে সে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল এই তলোয়ার সেই ব্যক্তির৷ এই একটি বিষয় নিয়ে সে চিন্তাও করতে চায় না৷

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

একান্ন

শিবগামী

প্রাসাদ পুনঃনির্মাণ করা হচ্ছে এবং পুরোহিতগণ আগামী সম্ভাব্য তিথি নির্বাচন করা অবধি মহামাকম উৎসব এক মাসের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে।

বিদ্রোহাত্মক ঘটনার পরের দিন শিবগামী দরবারে দাঁড়িয়ে আছে। সম্রাটের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের পর প্রাসাদ ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি তাকে দেওয়া হয় নি। বৃহন্নলাও তাকে ধরে রেখেছে যাতে রাজবৈদ্য তার ক্ষতের চিকিৎসা করতে পারেন। শিবগামী চিন্তা করে কামাক্ষী আর গুড্ডু রামু কেমন আছে- আশা করা যায় তারা নিরাপদেই অনাথালয়ে ফিরে যেতে পেরেছে। এই প্রাসাদ থেকে বের হওয়ার কোনো পথ তাকে শিঘ্রই খুঁজে বের করতে হবে। সে প্রার্থনা করছে তারা যেন শিবগামীর অনুসন্ধান চালিয়ে কৌটো খুঁজে না পেয়ে যায়।

দরবার এমন কিছু ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি কিন্তু শিবগামী শুনতে পাচ্ছে রাজমিস্ত্রি ও ছুতোর মিস্ত্রিরা প্রাসাদের অন্য প্রান্তের ধ্বংসিত অংশ গুলি মেরামত করছে। সভা নিজের কিছু ঔজ্জ্বল্য হারালেও বাতাসে উৎসবের সুর। শিবগামী সম্রাটকে হত্যা করার এক সুযোগ পেয়েছিল সেটাও অপচয় করে ফেলেছে। কিসের জন্য সে বিব্রত বোধ করেছিল, যখন তাকে শুধুমাত্র সম্রাটের গলার নীচে তলোয়ার চালাতে হত? সে এখনও এর উত্তর খুঁজে চলেছে। সে ভয় পাচ্ছে সম্রাটের দাসের প্রতি দেখানো তাঁর সহৃদয়তা হয়ত সম্রাটের প্রতি শিবগামীর আচরণকে মৃদু করে দিয়েছিল। কিন্তু এই রকম কোনো অনুভূতি মুছে ফেলার জন্য তাকে খালি পিতার

BanglaBook.org

কথা মনে রাখতে হতো। সেই রাতের পর থেকে বৃহন্নলা তার কাছ থেকে আরও তথ্য বের করার চেষ্টা করেছে। কোনো বৈতালিকের ধাওয়া করার কারণে সে অন্তঃপুরে এসে উপস্থিত হয়েছিল এই গল্প নপুংসক বিশ্বাস করেনি। তাকে এই নপুংসকের কাছ থেকে সতর্ক থাকতে হবে। হয়ত সে শিবগামীর জন্য কোনো ফাঁদ পাতছে, তাই শিবগামী নিজের উত্তরেই স্থির থেকেছে। তাছাড়া তার হাতে ধরা তলোয়ারের জন্য উদ্বেগ তাকে ঘিরে রাখায় নপুংসকের বলা কথার অর্ধেক তার কানে ঢোকে না।

মহা সমারোহে রাজপোশাকে সুসজ্জিত হয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সভায় প্রবেশ করতেই সমগ্র সভা, "জয় মাহিষমতী," "সম্রাট সোমদেব বিজয়ী ভবঃ," উচ্চারণে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। কাপুরুষোচিত বিদ্রোহীদের পরাজিত করার জন্য সম্রাট সোমদেব তাঁর বিশ্বস্ত সৈন্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর প্রতিশ্রুতি দিলেন দোষীব্যক্তিদের কিছুতেই নিষ্কৃতি দেওয়া হবে না। কয়েকজন বিদ্রোহীদের ইতিমধ্যেই বন্দী করা হয়েছে বলে তিনি জানালেন। তিনি আরও ঘোষণা করলেন স্কন্দদাসের স্থানে পরমেশ্বর পুনরায় মহাপ্রধান পদে নিযুক্ত হবেন।

"পরমেশ্বর অসময়ে মধ্যবর্তিতা না করলে এই ঘটনা হয়ত অন্যভাবে সমাপ্ত হত," বজ্রধ্বনিতুল্য করতালির মধ্যে তিনি বললেন।

পরমেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে আনত হলেন। "আমি আনন্দিত যে সমস্ত কিছু যথাযত হয়ে গেছে। মহিষমতী আবার পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, স্থিতিস্থাপক হয়েছে এখানকার জনগনের প্রাণবন্ততার জন্য। আমরা আবার আমাদের সম্পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত হব।" কানে তালা লাগানো করধ্বনির সাথে সম্রাটের নামের সঙ্গে পরমেশ্বরের নামের জয়ধ্বনি ওঠে।

"সম্রাট সোমদেবের সঙ্গে আমি যখন বসেছিলাম এক সাহসী রাজকুমারকে আমাদের দিকে আসতে দেখলাম। তাঁর সারা শরীর বেয়ে রক্ত ঝরছিল। তিনি গুরুতরভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের দূর্গের ভিতরে প্রবেশের সংবাদ আমাদের দিতে আসেন। সম্রাটকে আমরা আপেক্ষিক নিরাপত্তা দিতে পেরেছিলাম কিছু মূল্যবান মুহুর্ত পেয়েছিলাম বলেই। "রাজকুমার মহাদেব।" মহাপ্রধান স্নেহভরে ডাকলেন। মহাদেব খোঁড়াতে খোঁড়াতে উপরে উঠে এসে মহাপ্রধান ও নিজের

BanglaBook.org

পিতা মাতার চরণ স্পর্শ করে সভার দিকে মুখ ঘোরাতেই সমগ্র ভীড়ের মধ্যে আঁতকে ওঠার শব্দ পাওয়া গেল। তাঁর মুখ ফুলে বিকৃত হয়ে গিয়েছে; তাঁর চোখে কালশিটে, ঠোঁট স্ফীত হয়ে উঠেছে।

"আমি সম্রাটের কাছে অনুরোধ জানাবো এই বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মানে ভূষিত করতে," মহাপ্রধান অনুনয় করেন।

"সামান্য এক দাসের হাতে মার খাওয়াকে বীরত্বপূর্ণ কাজ বলে না," বিজ্জল উঠে দাঁড়িয়ে বলতেই ভীড়ের মধ্যে চাপাহাসির রোল পড়ে গেল।

মহাদেব তাঁর দাদার দিকে তাকিয়ে হাসেন, "দাদা, তুমি ঠিকই বলেছ। আমি তোমার মত এক মহান যোদ্ধা নই, না আমি সাহসী হয়ে জন্মেছি। কেবলমাত্র আমার দেশের প্রতি টান, আমার মাতাপিতার প্রতি ভালবাসাই আমাকে সাহসী করে তুলেছে।"

বিজ্জল হেসে ওঠেন, "হ্যাঁ, এক পৌরুষহীন রাজকুমারের পক্ষে মার খাওয়াও বৈশিষ্ট্যস্বরূপ বৈ কি! এতক্ষণ না কেঁদে কতজন মেয়েই বা থাকতে পারে?" বহু লোক সেই হাসিতে যোগ দিল।

"সাহস কাকে বলে, দাদা?" অচঞ্চল মহাদেব জিজ্ঞাসা করেন।

"তোর যেটার অভাব আছে, মহাদেব। সাহস হল নির্ভয়ে শত্রুর সম্মুখীন হওয়া, তোমার তলোয়ার যখন শত্রুর মস্তক ছিন্ন করবে তখন চোখের পলক না পড়াই হল সাহস, একাকী এক ব্যূহে আক্রমণ করা, খালি হাতে বাঘ নিহত করা হল সাহস। একজনের দুচোখে তেজ থাকবে, তোর মত ভয় থাকবে না," বিজ্জল অবজ্ঞা ভরে বলেন।

বিজ্জলের চোখে চোখ রেখে, মহাদেব উদাত্তকণ্ঠে বলে উঠলেন :

"শক্তির প্রদর্শন সাহস নয়
ভয়ের অনুপস্থিতিও তার পরিচয় নয়
যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যের সামনে দেখানোর বিষয় হতে পারে
কী কাজের সেই সাহস যে নিজের সাথে যুদ্ধে হেরে যায়?
শত্রু কোনো ঘৃণার পাত্র নয়,
ঘৃণ্য কিন্তু শত্রুতা ও তার কারণ হয়

BanglaBook.org

সাহস নয় মানুষ বা পশুকে হত্যা করা
যুদ্ধ কী বা সৃষ্টি করে গৃধের ভোজসভা ছাড়া
চোখে থাকবে না কোনো তেজ বা ভয়
থাকবে দেখার দৃশ্য শুধু পরম করুণাময়।"

সমগ্র সভা উঠে দাঁড়িয়ে মহাদেবের এই তাৎক্ষনিক আবৃত্তিতে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করতেই বিজ্জল রাগে লাল হয়ে উঠলেন।

"আমি সম্রাট হলে তোকে সভাকবি বানাবো," বিজ্জল বলেন এবং তাঁর কয়েকজন স্তাবক হেসে ওঠে। "বা সভার বিদূষক," বিজ্জল নিজের কয়েকজন সেবক যারা এটিকে অত্যধিক রসিকতা বলে মনে করে তাদের দিকে চোখ মটকে যোগ করেন।

"যথেষ্ট হয়েছে," হাত তুলে থামিয়ে সম্রাট বলে উঠতেই সমস্ত সভায় নিস্তব্ধতা নেমে এল। "মহাদেব, এদিকে এসো," সম্রাট আহ্বান জানাতে রাজকুমার খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিতার দিকে এগিয়ে গেলেন। সম্রাট নিজের কণ্ঠ থেকে একটি হিরের হার খুলে মহাদেবের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রেখে ঘোষণা করলেন, "আজ থেকে, রাজকুমার মহাদেবও বিক্রমদেব নামে জ্ঞাত হবেন।"

সভা টানটান নীরবতায় ছেয়ে গেল। মাহিষমতীর ইতিহাসে খুব বেশি রাজকুমার বিক্রমদেব আখ্যায় ভূষিত হন নি। এটি এমন এক উপাধি যা সাহসীতম রাজকুমার বা সম্রাটদের প্রদান করা হয়, গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর মহান সম্রাটগণ এই উপাধি গ্রহণ করেন। প্রাচীনকাল থেকে গল্পে আর পৌরানিক কাহিনীতে প্রসিদ্ধ এই উপাধি এক লাজুক রাজকুমার কে অর্পিত করা হলো। বৃহন্নলাই প্রথম প্রতিক্রিয়া করে উঠল। মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে তুলে সে চিৎকার করে, "রাজকুমার বিক্রমদেব", "বিজয়," এই একটি কণ্ঠের সাথে সমগ্র সভা গর্জন করে ওঠে। বৃহন্নলা পরপর তিনবার এই জয়ধ্বনি করে।

হতাশায় বিজ্জল নিজের উরুতে চাপড় মারেন। তিনি অসমাদর ও অপমানিত বোধ করছেন। তিনি চিন্তা করেন, কাপুরুষ ভাইয়ের নয়, এই উপাধি পাওয়া উচিত ছিল তাঁর। সভা উল্লাসধ্বনিতে বিস্ফারিত হওয়ায় ঈর্ষায় ঘৃণায় তাঁর চোখ জ্বলতে থাকে। তাঁর ভাই দীপ্তমান রূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে, প্রণামের ভঙ্গীতে তার দুহাত

BanglaBook.org

জোড় করা। মহাদেব এর যোগ্য নয়; সে কোনো আততায়ীকে বন্দী করে নি। শিভাপ্পাকে বন্দী করেছেন তিনি নিজে, হতে পারে তাঁর দাসের সামান্যতম সাহায্য পেয়েছেন, কিন্তু সেও সেই *তাঁরই* দাস। তাই এর কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। ওই একই আততায়ীর হাতে তাঁর ভাই প্রহৃত হয়েছেন আর সেই ইপ্সিত উপাধি দ্বারা কিনা তাঁর ভাইকেই ভূষিত করা হল! এটা সম্পূর্ণ অন্যায়। বিজ্জল ভীড়কে খুঁটিয়ে দেখছিলেন তখনই তাঁর নজর গেল পট্টরায়ের উপর। সেই ভূমিপতি মুষ্ঠিবদ্ধ হাত নিজের বুকের উপর রেখে মাথা নেড়ে ইশারা করলেন তিনি সমস্ত কিছুর খেয়াল রাখবেন। এটা বিজ্জলকে কিছু পরিমাণে শান্ত করলেও তাঁর অযোগ্য ভাইয়ের জন্য সমগ্র সভার উদ্দীপনা হজম করা তাঁর পক্ষে এখনো দুঃসাধ্য বলে বোধ হতে থাকল।

"আরও পরিশ্রম করো তাহলে তুমি ঠিক হয়ে যাবে," সম্রাট ফিসফিসিয়ে তাঁর ছেলের চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন। এই সম্মানে মহাদেব কৃতজ্ঞ বোধ করছেন। তিনি কেবলমাত্র তাঁর কর্তব্য করেছেন, কিন্তু তাঁর পিতা, মাহিষমতীর জনগন, এই সভা-সবাই তাঁর জন্য হর্ষধ্বনি করছেন। তিনি আবার হাত জোড় করে সকলকে প্রণাম জানিয়ে তাদের সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। তিনি যখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছেন তখনই শিবগামীকে দেখতে পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তিনি নিজের কৃতিত্বে গর্বিত। তিনি শুধু শিবগামীর কাছ থেকে একটু হাসি কামনা করেন।

শিবগামী মহাদেবের ক্ষতবিক্ষত মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রাজকুমার যেন অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছেন, শিবগামীর তাঁর প্রতি এক সন্দেহাতীত সম্ভ্রম জন্মায়। কিন্তু আজ যদি জনগনের হর্ষধ্বনি মানতে হয়, তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন। আর এটাই একদিন তাঁকে এক দুর্জয় শত্রুতে পরিণত করবে। এই কল্পনাকে শিবগামী উৎসাহ দেয় না, কিন্তু আবার মহাদেবকে শত্রু রূপে কল্পনা করার চেষ্টা করলেও তা দুরূহ হয়ে পড়ে। শত্রু হবে দুর্বৃত্ত, মৃদুভাষী, সহৃদয়, সুপুরুষ, যাঁরা প্রশংসনীয় অন্তরের সাহসিকতা দেখান তারা নয়। তিনি শিবগামীর সামনে সর্বদাই অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে, আর তাতেই তাঁকে অবজ্ঞা করা সহজতর হয়েছে, উপেক্ষা করা সম্ভব হয়েছে তাঁর সৌন্দর্যকে, শিবগামীর প্রতি তাঁর প্রেম নিবেদনের

BanglaBook.org

অনিপুণ প্রচেষ্টাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া গেছে৷ আর আজ তিনি তার দিকে আত্ম বিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন, যেন তিনি নিশ্চিতরূপে জানেন শিবগামী তার ভালবাসার অকপটতাকে উপলব্ধি করবেই৷ শিবগামীকে এটাই চঞ্চল করে তুলছে৷ সে মাহিষমতীর কোনো রাজপুত্রের প্রেমে পড়তে চায় না৷ সে এদের সকলের মৃত্যু কামনা করে৷ শিবগামী প্রার্থনা করে এই উপাধি প্রাপ্তির পর তিনি যেন আবার তাঁর সেই পুরনো ছন্দেই ফিরে যান৷ শিবগামী মুখ ঘুরিয়ে নিল৷

বিজ্জলকে বেদীতে আহ্বান জানিয়ে এক থলি স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হল৷ সম্রাট সাড়ম্বরে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আলিঙ্গন করে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে এলেন, "জীবন এক জুয়াখেলা হতে পারে, কিন্তু জীবন নিয়ে কখনো জুয়া খেলো না৷"

বিজ্জল তাঁর পিতার দিকে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন৷ সম্রাট কি তাঁর জুয়াখেলা এবং ঋণকৃত অর্থের কথা জানেন? তাঁর পিতা কতটুকু জানেন? বিজ্জল আতঙ্কিত হয়ে পড়েন৷ সম্রাট তাঁর কাঁধ চাপড়ে নিজের আসনে গিয়ে বসার ইঙ্গিত করেন৷ সভার হর্ষোল্লাসে কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রয়োজন অবধি বোধ করেন না বিজ্জল৷ মহাদেবের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বিজ্জলকে আলিঙ্গন করে অভিনন্দন জানালেও বিজ্জল সেই আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করে নিশ্চল হয়ে রইলেন৷ তিনি মহাদেবের কানে হিসহিসিয়ে বলেন, "খুব বড় নায়ক হয়ে গেছিস না? অ্যাঁ? তুই শুধুমাত্র একটা অপদার্থ কাপুরুষ, আর খুব শীঘ্রই সমস্ত পৃথিবীও এই কথা জেনে যাবে৷"

মহাদেব কাঁধ ঝাঁকিয়ে করুণভাবে হাসেন, "দাদা, আমি কি অন্যরকম হওয়ার ভান করেছি কখনো?"

বিজ্জল পা ঠুকে সামনে এগিয়ে গেলেন৷

এরপরে এল পট্টরায়ের পালা, এই ভূমিপতি প্রতিঘাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন৷ তিনি সৈন্যদের একত্রিত করে কার্যালয় ভবনের দিকে সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণকারীদের দমন করেন৷ সম্রাট তাঁকে প্রদান করলেন প্রচুর পরিমাণে ভূসম্পত্তি, অট্টালিকা, রথ, এবং পট্টরায় এক অশ্রুপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে সম্রাট ও এই মহান দেশ মাহিষমতীর প্রতি আজীবনকাল বিশ্বস্ত থাকার শপথ গ্রহন করলেন৷ প্রধান পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের উপহার দেওয়া হল গোরু, গৃহ, ও সুবর্ণ৷

BanglaBook.org

তাঁদের আশীর্বাদ ব্যতীত মাহিষমতী আততায়ীদের হাতে পতিত হত। দণ্ডকারদের অসামান্য কাজের জন্য প্রতাপকে ভূষিত করা হল। মৃত সৈনিকদের পরিবারের জন্য সম্রাট ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেন।

কেউ স্কন্দদাসের উল্লেখ করে না। শিবগামী অপেক্ষা করে কেউ হয়ত সেই নিহত মহাপ্রধানের প্রসঙ্গ তুলবে, কিন্তু দেখে মনে হল এমন ব্যক্তির কোনোদিন কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

অবশেষে এল শিবগামীর পালা। সম্রাট তাকে বেদীতে ডাকতে সে অন্তরের ঘৃণাকে দমন করে এগিয়ে যায়। বৃহন্নলা যেমন উপদেশ দিয়েছিল, এটাই হবে তার প্রথম পদক্ষেপ। প্রতিশোধ নিতে গেলে তাকেও যথেষ্ট পরিমাণ শক্তিশালিনী হতে হবে। সে জানে পট্টরায় এবং তাঁর দলবল কেমন দুর্বৃত্ত। মাথা তুলে হেঁটে যাওয়ার সময় সে বোঝে তাঁদের দৃষ্টি এখন শিবগামীকেই গেঁথে রেখেছে। সম্রাট তাঁকে যা দেবেন সেটিকেই গ্রহন করে সে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করবে। তাকে এই খেলায় সামিল হতেই হবে। তার এখন বৃহন্নলার মত শক্তিশালী মিত্র হয়েছে। সে এর জন্য প্রস্তুত।

শিবগামী সম্রাটের সামনে গর্বভরে ঋজুভাবে দাঁড়ায়, তিনি মুখে এক কৌতুকপর্ণ হাসি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। শিবগামী ইতস্তত বোধ করে, সে জানে এই স্বীকৃতি না তার প্রাপ্য না সে এটার যোগ্য। কিন্তু ভাগ্য তাকে একটা সুযোগ দিচ্ছে, দৃঢ়ভাবে পা রাখার প্রথম পাথর, তাকে এটা আঁকড়ে ধরতেই হবে। শিবগামী আত্মবিশ্বাস নিয়ে সম্রাটের চোখে চোখ রাখতেই সম্রাট সোমদেবের চোখ ঝলসে উঠল।

"এই রমণী অতি চমৎকার। তিনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন," সম্রাট বলতেই সভায় হর্ষধ্বনি ওঠে।

"বারো বছর আগে এই রমণীর পিতাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কারণে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলাম, তথাপি তিনি আমার প্রাণের জন্য লড়াই করেছেন। একেই বলে বিশ্বস্ততা। যার জন্য আমাকে অকৃপণ ভাবে পুরস্কার প্রদান করতেই হবে। তা না হলে উত্তরসূরি আমাকে কৃপণ বলে সম্বোধন করবে। তাঁর পিতা এবং তাঁর বহু কীর্তিমান পূর্বপুরুষ যে উপাধিতে ভূষিত হয়ে এসেছেন আমি তাঁকে সেই ভূমিপতি

BanglaBook.org

উপাধি প্রদান করছি, এবং তাঁর পিতার সমস্ত সম্পত্তি তাঁকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ফিরিয়ে দিচ্ছি।"

শিবগামী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। অনাথাশ্রম থেকে একেবারে ক্ষমতাশালী এক পদে। সে তার পিতার ভূসম্পত্তি এবং উপাধি পুনরায় অর্জন করেছে। আনন্দে তার কান্না পাচ্ছে। নিজের ঠোঁট চেপে ধরে শিবগামী কাঁধ সুসঙ্গত করে।

"আপনি কি আমার দেওয়া প্রস্তাব গ্রহণ করবেন, দেবী?"

আবেগে উদ্বেলিত হওয়ায় শিবগামীর উত্তর কয়েক মুহুর্ত পরে আসে। আড়ষ্ট ভাবে নত হয়ে সে উত্তর দেয়," হ্যাঁ, আমি করব।"

"আপনি কি বিনা প্রশ্নে আমার আদেশ সমূহ মান্য করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, আমার প্রতিনিধিত্বে আপনার অধস্তনদের উপর আনুগত্য, দেশপ্রেম ন্যায় ও বিচার প্রদর্শন করবেন?"

"হ্যাঁ, আমি করব," শিবগামী মুখে বলে, আর তার মন বলে, *যতক্ষণ না আপনাকে আর আপনার এই ঘৃণ্য রাজবংশ কে ধ্বংস করার একটা সুযোগ পাচ্ছি।*

সম্রাট শিবগামীকে আশীর্বাদ করার জন্য দুহাত তুলতেই সভা শিবগামীর জন্য উল্লসিত হয়ে ওঠে। ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে সে পট্টরায়ের দিকে তাকায়। স্কন্দদাসের সঙ্গে তিনি যা করেছেন তাতে এত সহজে শিবগামী তাঁকে ছেড়ে দেবে না। পট্টরায় শীতল চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, তাঁর মুখ নির্লিপ্ত। শুধুমাত্র তাঁর গলায় থাকা স্বর্ণআবৃত্ত রুদ্রাক্ষের মালায় বিক্ষিপ্তভাবে আঙুলের বিচরণ তাঁর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে ফেলছে।

"আমি আপনাকে এক চমৎকার কাজের জন্য নিয়োগ করতে চলেছি," সম্রাট সোমদেব শিবগামী দিকে তাকিয়ে হাসতে সে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। সম্রাটের হাসির মধ্যে কিছু অশুভচিহ্ন রয়েছে।

"আসলে গতকাল আপনি সেই কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করেই ফেলেছিলেন, কিন্তু ভাগ্য অন্য কিছু চাইছিল। আপনি যাকে সিঁড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলেন সে এখনো জীবিত আছে। আপনার প্রথম কাজ হবে-"

BanglaBook.org

শিবগামী গভীরভাবে নিশ্বাস নেয়। তার পিতার মৃত্যুদণ্ডের স্মৃতিরা দ্রুতবেগে ধেয়ে আসছে। এই দুর্বৃত্ত সম্রাটকে যিনি হত্যা করতে গিয়েছিলেন তাঁকে হত্যা করার কথা ভাবতেও ভাল লাগে না শিবগামীর। কিন্তু ভূমিপতি উপাধি পাওয়ার জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

"তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া," শিবগামী ফিসফিস করে বলে।

"হ্যাঁ," বলে সম্রাট তাঁর সৈন্যদের দিকে ঘোরেন," তাকে ভিতরে নিয়ে এসো।"

সৈন্যরা এক অবগুণ্ঠিত ব্যক্তিকে শিকলে বেঁধে সভার মধ্যে টেনে নিয়ে আসে। শিবগামী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে।

সম্রাট সোমদেব সৈন্যদের ইশারা করেন পুরুষটির গুণ্ঠন খুলে দেওয়ার জন্য। *"তাত থিম্মা!"* চিৎকার করে শিবগামী শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তির দিয়ে ছুটে গিয়ে নতজানু হয়ে ধ্বসে পড়ে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করে। থিম্মা কাঁপা কাঁপা হাতে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, ঠিক যখন শিবগামী ছোট্ট থাকাকালীন করতেন।

"আমার কন্যা এক ভূমিপতি হওয়ার জন্য বড় হয়ে গেছে। আমি তোমার জন্য অত্যন্ত গর্বিত, বৎস।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বইয়ের অনুক্রম এক বিখ্যাত নির্দেশক, শিল্পী, এবং সর্বোপরি এক দরদি মানুষ শ্রী এস এস রাজামৌলীর প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য। ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে *বাহুবলী* উৎকর্ষের চরমে উন্নীত এক দিকনির্দেশক চলচিত্র। ভাবলে অবাক হতে হয় এইরকম এক ধ্রুপদী সিনেমা বানাতে গেলে কী পরিমাণ কঠোর প্রচেষ্টা লাগতে পারে। দায়িত্বপূর্ণভাবে এই রকম এক গল্পের পূর্ববর্তী ঘটনা নিয়ে কাজ করা খুবই দুরূহ ছিল। এস এস রাজামৌলী যদি পূর্ণ স্বাধীনতা, উৎসাহ এবং উদারতা না দেখাতেন তাহলে এটা কোনোদিনই সম্ভব হতো না। তিনি আমার উপর যে বিশ্বাস দেখিয়েছেন তার জন্য আমি চিরঋনী।

শ্রী কে ভি বিজয়েন্দ্র প্রসাদ ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে অন্যতম বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার। এস এস রাজামৌলীর পিতা শ্রী প্রসাদের লিপিবদ্ধ করা বহু উৎকৃষ্ট চিত্রনাট্যের মধ্যে *বাহুবলীও* অন্যতম। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ আমার মনে চির জাগরুক। আমি যেটিকে পুঃনির্মান করে বিস্তৃত করতে চলেছিলাম, সেই গল্প ছিল তাঁর লেখা, তাই আমার ভয় ছিল যে তিনি এটা কেমন ভাবে নেবেন। তিনি একজন সহৃদয় মানুষ এবং লেখার ব্যাপারে যে মন্তব্য ও পরামর্শ তিনি আমাকে দিয়েছিলেন আমার অর্জিত সবকিছুর চাইতে তা মূল্যবান। আমি তাকে আমার পরামর্শদাতা মনে করি এবং এই বই তাঁর শিল্পের আমার বিনীত শ্রদ্ধার্ঘ্য।

আমার লিখন দক্ষতার উপর অবিচল বিশ্বাস ও আস্থা রাখার জন্য *বাহুবলী* সিনেমার প্রযোজক এবং অর্ক মিডিয়ার পরিবেশক প্রসাদ দেভিনেনী এবং শোবু ইয়ারলাজ্ঞাডাকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করি। *বাহুবলী* অসামান্য চলচ্চিত্রেরও উর্ধ্বে উঠে এখন এক বিশ্বজনীন নামে পরিণত হয়েছে। আমি আশা করি তাঁদের প্রত্যাশায় উন্নীত হতে পেরেছি এবং এই নামের সঙ্গে আরও জৌলুশ যোগ করতে পেরেছি।

BanglaBook.org

অতীতে আরো অনেক প্রযোজকের সঙ্গে কাজ করার সুবাদে আমি শপথ করে বলতে পারি লেখককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার লোক খুবই বিরল। যখনই আমি আত্ম সংশয়ে দ্বিধাদীর্ণ হয়েছি, তখনই আপনাদের উৎসাহ আর সমর্থন পাওয়ার জন্য আপনাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমার চতুর্থ বই *দেবযানী* লেখা প্রায় সম্পূর্ণ করে ওয়েষ্টল্যান্ড কে যখন জমা দিতে যাব তখন এই চমৎকার কাজটি আমার কাছে আসে। প্রকাশকের থেকেও বেশি আমার বন্ধু, ওয়েষ্টল্যান্ডের সি ই ও গৌতম পদ্মনাভণ আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেটা নিয়ে গত দুবছর ধরে কাজ করছি সেটা তাকে তুলে রেখে বাহুবলী ত্রয়ী রচনায় হাত দিতে। তাঁর উৎসাহ আমার বিশ্বাস যুগিয়েছে, যদি তার সাহায্য না পেতাম তবে – পরিকল্পনা, খসড়া, এবং সংশোধন সব কিছু নিয়ে -মাত্র ১০৯ দিনে বইটি সম্পূর্ণ করতে পারতাম না।

অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বইটির সম্পাদনা করার যে বিশাল প্রয়াস নিয়েছিলেন তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাবো আমার সম্পাদকদ্বয় সংঘমিত্রা বিশ্বাস এবং দীপ্তি তলোয়ার কে। তাঁরা বিশেষ ভাবে ধন্যবাদের যোগ্য কারণ নিরাপত্তাহীনতায় জর্জরিত এক লেখককে ধৈর্য সহকারে তাঁরা সহ্য করেছিলেন আর প্রত্যেক বারে নতুন করে লেখা দিয়ে তাঁদের উত্যক্ত করার জন্য। এই চমকপ্রদ প্রচ্ছদ ও মানচিত্র নির্মান করেছেন অর্ক মিডিয়ার গ্রাফিক ডিজাইনার এবং ভিএফএক্স শিল্পী বিশ্বনাথ সুন্দরম। প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষুদ্র অংশের জন্যেও তিনি দুজন খুঁতখুঁতে মানুষ দ্বারা জর্জরিত হয়েছেন, একজন এস এস রাজামৌলী আর অন্য জন আপনাদের আমি, আর তিনি চমৎকার কাজ করেছেন। এই দুর্দান্ত শিল্প কর্মটির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

ওয়েষ্টল্যান্ড এর কৃষ্ণ কুমার এবং নেহার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় আমার জন্য সমস্ত জনসংযোগের কাজ করার জন্য। অরুণিমা কে কয়েকটি চমকপ্রদ সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করার জন্য।

বইটির ব্যপক প্রচারের জন্য দুরদর্শন ও সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

BanglaBook.org

অর্ক মিডিয়ার প্রিতম সামাজিক মাধ্যম সামলেছেন, সঙ্গে ছিলেন অক্টোবাজ মিডিয়ার হেমল মাজিথিয়া আর তার সঙ্গীরা, এঁরা বিশেষ ধন্যবাদের যোগ্য।

আমার বন্ধুরা হামেশাই বলে, আমার অর্ধাঙ্গিনী অপর্ণার নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিৎ আমাকে সহ্য করার জন্য। প্রিয়তমা, পাশে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমার খামখেয়ালী মেজাজের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা একটা বিরাট পরীক্ষা, কিন্তু আমি জানি পনেরো বছরেরও বেশী সময় ধরে একসঙ্গে থাকতে থাকতে তুমি এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছ। আমার ছেলেমেয়েরা অনন্যা আর অভিনব আমার সব থেকে বড় সমালোচক আর অনুপ্রেরণা। আমি যখন কল্পনার রাজ্যে উড়ে বেড়াই তারা আমাকে তখন প্রায়ই বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনে। আর আমার পোষা কুকুর জ্যাকির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবী রাখে, একসঙ্গে অনেকক্ষণ পায়চারী করার সময় সে আমার গল্পের একমাত্র শ্রোতা থাকে।

আমার যৌথ সম্প্রসারিত পরিবার সব সময় আমাকে সঙ্গ দিয়েছে, আমি তাদের বিশ্বাস, প্রত্যয়কে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালেও। ছোটবেলা থেকে এরাই আমার অনুপ্রেরণার উৎস। আমার ভ্রাতা ও ভগ্নীরা, লোকনাথন, রাজেন্দ্রন এবং চন্দ্রিকা, ভগ্নীপতি ও ভ্রাতৃবধু, পরমেশ্বরণ, মিনাক্ষী এবং রাধিকা, আর ভাইপো ভাইঝি দিব্য, দিলীপ এবং রাখী আমরা সবাই পারিবারিক অনুষ্ঠানে মিলিত হয়ে রামায়ন মহাভারত নিয়ে নানা আলোচনায় মেতে উঠি।

আমার বিভিন্ন খসড়া লেখার প্রথম পাঠক তিন দশকের বেশি সময়ের বন্ধুরা, রাজেশ রাজন, সন্তোষ প্রভু এবং সুজিত কৃষ্ণন; অন্য বন্ধুরা সিদ্ধার্থ ভরতন, জয়ন সিএ এবং ভেঙ্কটেশ সতীশ লোলা আর অনুভুতি পান্ডাকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ আমাকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য। গর্ভমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ত্রিচুরের ১৯৯৬ সালের ইলেক্ট্রিকাল এ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্সএ আমার সহপাঠীরা, বিশেষ করে চিনা, গায়েত্রী, গণেশ এবং মায়া যারা আমার কিছু লেখা পড়েছে এবং ম্যাথু, গোপু কেশব, অঞ্জলী, বৃন্দা এবং হাবিবুলা খান যারা আমার কোন লেখা পড়ে নি বা কোনোদিন পড়বেও না কিন্তু আমাকে লেখার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছে, এদের প্রত্যেককে আমার সহৃদয় কৃতজ্ঞতা।

BanglaBook.org

আমার শেষ তিনটি বই এর সকল পাঠককে বিশেষ ধন্যবাদ। আপনাদের সমালোচনা, প্রশংসা আর পরামর্শই আমার অনুপ্রেরণা যা আমাকে নিরন্তর লিখতে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে।

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org